বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ⁄০ আনা।

ম বর্ষ | ৬ই পৌষ ১৩৩২, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৫ সোমবার। | ৭ম সংখ্যা

দাসের গান

(কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

দেখিবে যাহারে, বলিবে তাহারে,
কি কর অলসে বসিয়া ভাই!
কি সুখে মগন, মুদিয়া নয়ন
আবেশে জীবন যাপিছ ভাই?

কর্ণ পাতিয়া করহ শ্রবণ
অনাথ অনার্য্য করিছে রোদন
মুছাতে তাদের সজল নয়ন
মনে কি তোমার বাসনা নাই?

বাঙ্গালী বিধবা হানিছে কপাল
নাহি তার কেহ নাহি অন্নজল
চাহে তব পানে আঁখি পূর্ণ জল
মনে কি তোমার করুণা নাই?

অযুত কুমার অযুত কুমারী
ফেরে পথে পথে জ্ঞানের ভিখারী
ভ্রাতা ভগিনী সকলি তোমারি
তোমার কি কোন করম নাই?

দেখ দেখি চেয়ে জগত ভিতরে
জাতির তরে কিনা তারা করে
রয়েছ বসিয়া তামস বিবরে
মনে কি তোমার সরম নাই?

স্বজাতি স্বদেশী স্বধর্ম্মী স্বজন
পদতলে তব করিছে রোদন
তাই বলে ডাক এই আকিঞ্চন
মনে কি তোমার ধরম নাই?

এমনি/দুর্মতি এমনি অজ্ঞান
ভায়েরে দেখিছ পশুর সমান
পশু ভাবে তারে করিছ আহ্বান
নিজে পশু তুমি হয়েছ তাই।

এখন যাহারা লুটিছে ভূমিতে
করে নাকি সাধ তাদের তুলিতে
তুলিয়া তাদের হৃদয়ে ধরিতে
আপন বলিতে আপনার ভাই?

অলস জীবন অসত্য বচন
লুকাজে অশক্ত স্বকর চরণ
এই যদি হয় ধর্ম্মের লক্ষণ
দূর করি এস পূজা পুঁথি ছাই।

—•—

আনন্দমঠ, পুরুলিয়া।

—:•:—

নেতৃবৃন্দের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীযুক্ত টি, এল, ভাস্বানী

(অনুবাদ)

"মুক্তি"কে আমার আন্তরিক সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি "মুক্তি"র এই মহৎ প্রচেষ্টার উপর ভগবানের আশীষ ধারা শতধা বর্ষিত হউক।

গ্রামগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণ স্বরূপ। জাতির পক্ষে এইরূপ বহু স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন, যাঁহারা গ্রামে গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকিয়া দেশে সর্ব্বত্র আশ্রম গড়িয়া তুলিবেন, এবং সেখান হইতে মুক্তির বাণী দেশে প্রচার করিবেন।

কেবল "নাগরিকত্ব" এমন কি শুধু "স্বাদেশিকতাও" যথেষ্ট নহে; চাই সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রীতি, চাই দরিদ্রের সহিত সাহচর্য্য।

তাহারা দৈন্যে ও ক্ষুধায় উৎপীড়িত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে মুক্তির দিনের মধুর স্বপ্ন থাকিয়া থাকিয়া এখনও আশার আলোক ছড়াইতেছে।

সেই শক্তিতে শক্তিমান্ হইলে আমাদের জাতি চিরন্তন সত্য ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সেই শক্তির অভ্যুত্থান আশা করিতে পারা যায়, যদি দৈন্য পীড়িত, ঘৃণিত, অত্যাচারে অবসন্ন, অপাংক্তেয় —এই গ্রামবাসিগণ আবার জাগিয়া উঠে।

তাহাদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে। যে শুভ মুহূর্ত্তে এই সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সকল প্রকারের আমলাতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং সেই দিনই ভারতবর্ষ তাহার হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে।

করাচী স্বঃ টি, এল, ভাস্বানী।

শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ।

সর্ব্বত্রই নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। মানভূমেও মনুষ্যত্বের মুক্তির জন্য "মুক্তির" আবির্ভাব হইতেছে। মনুষ্যত্ব আজ কারাগারে বন্দী। মনুষ্যত্ব নিদ্রিত ছিল, ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, চারিদিকে চাহিয়া দেখে এ যে কারাগার। এ যে সাধারণ কারাগার নহে, নিবিড় তমসাচ্ছন্ন কারাগার। এই কারাগারে রাত্রি আছে, দিবা নাই। স্বাধীনতা মানুষের ভগবদ্দত্ত অধিকার, সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত মানুষ আজ বন্দী। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কি হইবে, মানুষ যে দিকে চাহে সেই দিকেই অন্ধকার। মনুষ্যত্বের মুক্তির জন্য শ্রীভগবানও কারাগারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ সেই ভগবানের কৃপায় "মুক্তি"ও মনুষ্যত্বের মুক্তির জন্য কারাগারে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। কালধর্ম্ম গাহিতেছে মানুষের বন্ধন মোচনের দিন অতি নিকটে এবং কাল মাহাত্ম্য স্বাধীনতার পাঞ্চজন্য বাজাইয়া প্রচার করিতেছে যে মনুষ্যত্বকে বন্ধনে রাখিতে পারে এরূপ জীবশক্তি জগতে নাই। কিন্তু মানুষ স্বাধীনতার বাণী ও মুক্তির গান শুনিয়াও আলোক অভাবে মুক্তির পথ দেখিতেছেনা। হাতে ও পায়ে বন্ধন না থাকিলেও বন্ধন অনুভব করিতেছে। মুক্তি ও স্বাধীনতার উপকরণের অভাব নাই, কেবল অভাব আলোকের। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় প্রভৃতি মুক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানবের মুক্তির জন্য যে "মুক্তির" প্রবর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সেই নবজাত "মুক্তি" মুক্তির আলো প্রদানে মানব সেবায় দীর্ঘজীবন লাভ করুক।

চাঁদপুর, ত্রিপুরা। শ্রীহরদয়াল নাগ।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

৫৭ হ্যারিসনরোড
১০।১২।২৫

শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত
"মুক্তি" সম্পাদক।

সসম্মান নিবেদন,

প্রবাদ আছে বাঘ একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পাইলে রক্ত লোলুপ ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীকে সামাজিক মুক্তির আস্বাদ দিয়া মুক্তি লোলুপ করিতে পারিলে রাজনৈতিক মুক্তি সুদূর পরাহত থাকিবেনা। দেশবন্ধু ইহা বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন যে আবার যদি জন্ম হয় নিম্ন শ্রেণীতে জন্ম চাহিব এবং তাহাদের জন্য পুনরায় প্রাণত্যাগ করিব। আশাকরি আপনাদের "মুক্তি" যে পতাকা ধারণ করিবে তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তিই অঙ্কিত হইবে।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাভাজন সহকর্ম্মী
শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত
মহাশয়ের করকমলে।

আপনার অনুরোধ লিপি পাইলাম। রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা হইয়া আমার বর্ত্তমান কর্ম্মস্থল রংপুরে পত্রখানি অদ্যই আসিয়াছে।

আপনাদের মানভূম কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র "মুক্তি"র জন্য কিছু সহানুভূতির বাণী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

আপনাদের মুক্তিমন্ত্র প্রচারের এই আয়োজনের সাফল্য কামনা করিতেছি। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে এই মন্ত্র নূতন করিয়া ঘরে ঘরে প্রচার করা আবশ্যক। ভরসা করি সরল সহজ বোধ্য ভাষায় এই পত্রিকা লিখিত হইবে এবং দলাদলির সঙ্কীর্ণ আবর্ত্ত ছাড়াইয়া দেশাত্মবোধের এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবার বাণী ইহার স্তম্ভ হইতে দেশময় ছড়াইবে।

এই কার্য্যের জন্য যে সহিষ্ণুতা এবং নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মবোধ আবশ্যক তাহা "মুক্তি" সম্পাদকের আছে। এবং স্বরাজ সাধনার জন্য যে ত্যাগ ও সাহসিকতা অত্যাবশ্যক তাহাও একেত্রে রহিয়াছে। **মানভূমের** উর্ব্বর ক্ষেত্রে এই **মানীর স্বরাজের বীজ** দ্রুতভাবে ফলপুষ্পসম্ভারে শোভিত তরুতে পরিণতি লাভ করুক, ইহাই আমার একান্ত কামনা। অলমতিবিস্তরেণেতি।

রংপুর কংগ্রেস
১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৫। নিবেদক
শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
(সার্ভেন্ট ও রেঙ্গুন মেলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস।

মুক্তি—স্বাধীনতা—স্বরাজ মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বয়ং ব্রহ্ম প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন;—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' মানুষ তাঁহারই প্রেম প্রেরণায় স্বাধীনভাবে জগতে বিচরণ করিবে, আপনার অনন্ত উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবে, ও অপরকেও মুক্তিপথে যাইবার সাহায্য করিবে। কিন্তু মানুষ সে কথা

ভুলিয়া গেল; স্বাধীনতা যে পাইল সে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যাইয়া অপরকে নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। তাই দেখা যায় রাষ্ট্রীয় জগতে রাজার একাধিপত্য, ধর্ম্মজগতে অভ্রান্ত গুরু ও শাস্ত্রের অবিচারিত অধিকার, সামাজিক জগতে সমাজপতিগণ ও দেশাচারের উৎপীড়ন। মানুষকে কত বন্ধনেই আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের—দেবত্বের দাবী করিয়া জাগ্রত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, তাহাতেই মানুষের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। মানুষ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। এ দেশেও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রথমে বহুদিনের নিদ্রিত দেশবাসীকে মুক্তির পথে আহ্বান করেন। তদবধি দেশসেবকগণ নানা ভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদকল্পে যেই স্বদেশী ও বয়কট আরম্ভ হইল তখনই দেশবাসীগণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে পরের উপর নির্ভর করিলে চলে না। ভগবানে নির্ভর করিয়া আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়।

মহাত্মা গান্ধিপ্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে আমাদের দৃষ্টি আরও অন্তর্মুখীন হইয়াছে। দেশবাসিগণ এখন বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিতেছেন যে জাতীয় আন্দোলনও ধর্ম্মের উপর, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সর্ব্বতোমুখীন; কেবল একদিকে স্বাধীনতা লাভ করিলে চলিবে না; স্বাধীনতা অখণ্ড—অবিভক্ত; সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তুমি যে স্বাধীনতা চাও তাহা অন্যকেও প্রদান করিতে হইবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে পুরোহিত যাহারা তাঁহাদিগকে ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে; 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'——একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায়। চিত্ত শুদ্ধ কর; সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও; ঈশ্বরে প্রীতি অর্পণ কর; হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের প্রতি প্রীতি অর্পণ কর; যাহাদিগকে দলিত করিতেছে, হীন অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতেছে তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্বের অধিকার দাও। গ্রামে গ্রামে গমন কর; মানুষের মধ্যে যে দেবশক্তি আছে তাহা জাগ্রত কর; গ্রামের নৈতিক, মানসিক, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন কর। দেশের অর্থ দেশে রক্ষা কর; যে পতিত হইয়াছে তাহাকে তুলিয়া ধর; যে দুঃখে রোগে শোকে ম্রিয়মাণ তাহাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দাও। যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সত্যে নিষ্ঠা আছে চরিত্র পবিত্র, আর্ত্তজনের দুঃখে যে বেদনা অনুভব করে, হৃদয়ে যার প্রেম আছে, বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ মন্ত্রে যে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছে, দেশের জন্য দশের জন্য যে আপনাকে বিলোপ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, যে অহিংসথাকিয়া দেশের স্বাধীনতা-সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা-সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতার জন্য দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে সেই স্বদেশ সেবার উপযুক্ত; স্বাধীনতার সংগ্রামে সেই পুরোহিত হইবার উপযুক্ত। শক্তি রহিয়াছে—৩৩কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেকের অন্তরে ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত। সেই শক্তি কর্ম্মে নিয়োগ করিতে হইবে। ভগবান করুন এই "মুক্তি" সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিতে সমর্থ হউক। মুক্তি কেবল কয়েক জন শিক্ষিত লোকের নয়, দেশের মুক্তি, ৩৩কোটি নর নারীর মুক্তি, সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, সকল প্রকার পাপ তাপ, অত্যাচার উৎপীড়ন, অশিক্ষা কুশিক্ষা, কুসংস্কার হইতে মুক্তি। ভগবান স্বাধীনতা প্রয়াসী মানবের সহায়। ভগবানে নির্ভর করিয়া এই "মুক্তি" দেশে মুক্তি—স্বাধীনতা— স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সহায় হউক।

শ্রীললিত মোহন দাস
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভাপতি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতীম মহাশয়
সমীপেষু—

প্রিয় বৎস! আমি জনশ্রুতি অবগত হইলাম যে তুমি মুক্তি নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র দেশের সুখ্যা[illegible] হইতে প্রতি সপ্তাহে বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। এই সংবাদে আমি নিতান্ত প্রীত হইলাম। তোমার তুল্য ত্যাগী তাপসনিত পুরুষ প্রবরের প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ করিতে পরমেশ্বর প্রবৃত্ত। আমি সর্ব্বান্তঃ করণে পরম শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছি যে বৎস তুমি মাতা বাণী ও পিতা বাণীপতির আশীর্ব্বাদে আপন প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে সফলতা লাভ করিবে তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতি সন ১৩৩২ সাল তারিখ ৩রা পৌষ।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পুরুলিয়া।

আমাদের স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর বাহিত "মুক্তি" পত্রিকা শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের কৃপায় প্রকাশিত হইতেছে। "মুক্তির" উন্নতি ও সাফল্য কামনায় শ্রীভগবানের নিকট ঐকান্তিক হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি যেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ একনিষ্ঠ দেশসেবক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্তের সম্পাদকত্বে "মুক্তি" দেশের লোকের মনে দেশাত্ম বোধ প্রবুদ্ধ করে।

মোং পুরুলিয়া। }
৩রা পৌষ। ১৩৩২। } শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

আপনাদের "মুক্তিকে" সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। "মুক্তি" দেশের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ এই প্রদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আপনার সংবাদ পত্র ঘরে ঘরে বিস্তার হইয়া এ প্রদেশের অধিবাসীগণকে সুশিক্ষিত ও সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিয়া তুলুক।

শ্রীললিত কিশোর মিত্র।

দীন দয়াল ফার্ম্মেসী।

ডাক্তারী বিদ্যার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির ফলে বর্ত্তমান সময়ে যত প্রকার য়্যালোপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োজন হয়—সেবনের জন্য, স্থানিক প্রয়োগের নিমিত্ত, ইনজেকসন্ দেওয়ার দরুণ-সব ঔষধ এই দোকানে টাটকা ও ঠিক দরে পাওয়া যায়। যত প্রকার যন্ত্রপাতি রোগীর ও ডাক্তারদের দরকারে আইসে, সে সব এখানে রাখা হয়। অধিকন্তু; প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। এবং যোগ্য ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ভাল কম্পাউণ্ডার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুরুলিয়া চকবাজার, থানার সামনের দোকান।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা লইয়া ধাত্রী শ্রীমতী বি সি রিডসডেল সম্প্রতি পুরুলিয়ায় অবস্থান করিতেছেন। প্রসবে, গর্ভাবস্থায় বা অন্য যে কোনও সময়ে যে কোনও স্ত্রীরোগে ইঁহার ব্যবস্থা ও সাহায্য পাওয়া যাইবে। রোগিণীদের পক্ষে এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত।

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে ইঁহার সহিত প্রত্যহ সকাল ৮টার পর দেখা হইতে পারে।

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ
দর্পে ঠেলে তোষামোদ
নীচতার অনুরোধ
তার ব্রত সত্যরক্ষা, সত্য সুসন্ধান।

সন ১৩৩১ সাল ৬ই পৌষ। সোমবার।

"মুক্তি"

বন্ধন দশায়—মুক্তির কথা ছাড়া আর কি কথা বলিবার আছে? পরাধীন দেশে স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যতীত আর কি করিবার আছে? পরনির্ভরশীল জাতির পক্ষে স্বরাজ লাভের উপায় চিন্তন ব্যতীত আর কি ভাবিবার আছে? বর্ত্তমান ভারতে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিবার, মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিবার এবং প্রাণ দিয়া অনুষ্ঠান করিবার একটি মাত্র বিষয় আছে। তাহা আর কিছু নয়; ত্রিশ কোটি মানবের জন্মভূমি, সর্ব্ব প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, এই বিশাল ভারতবর্ষ কিসে পুনরায় আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেমন করিয়া এই শৃঙ্খলিত নিষ্পেষিত, নির্য্যাতিত দেশটি তাহার সমস্ত দৈন্য দুর্দ্দশা হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বগৌরবে অধিষ্ঠিত হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে মোক্ষধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র এই মুক্তিক্ষেত্র দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাই ভাবিয়া দেখা, নির্ভীকভাবে তাহারই প্রচার করা এবং সমগ্র শক্তি ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ জননীর বন্ধন মুক্তির চিন্তা ব্যতীত সন্তানের হৃদয়ে আর কি ভাবনা স্থান লাভ করিবে? ইহাই আমাদের মুক্তির কল্পনা। সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত মুক্তির কথা ভাবিবার এখন সময় নাই।

যে দেশ মোহগ্রস্ত হইয়া দাসত্বের বন্ধনকে বরণ করিয়া লইয়াছে, সহস্রাধিক বৎসরের অকথ্য অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও যে হতভাগ্য দেশের সন্তানগণের চৈতন্য সঞ্চার হইল না, বিচার বুদ্ধি রহিত হইয়া যে দেশের অধিবাসীগণ বিমূঢ়বৎ আত্ম কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের রক্ত নিজেরাই পান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছে, শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন, সহায় সম্বল শূন্য সে দেশের বন্ধন বিমুক্তি কি কখনও সম্ভব হইবে? মুক্তির যাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বাধীনতা লাভের যাহাদের ইচ্ছা নাই, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার যাহাদের যোগ্যতা নাই তাহাদের নিকট বন্ধন বিমুক্তির যাবতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল আস্ফালন মাত্র, নয় কি? জরা জীর্ণ এই প্রাচীন জাতিটার পূর্ব্ব গৌরব যতই কেন মহিমান্বিত থাকুক না, এখন ইহা মরণোন্মুখ হইয়া ধ্বংসের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে, স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া নিজের বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হইয়া ভ্রষ্টদৃষ্টি পথিকের ন্যায় আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে, কে ইহার গতি রোধ করিতে সমর্থ হইবে? বহুকাল পূর্ব্বে ক্যালডিয়ানের যে দশা ঘটিয়াছিল, মিশরের সভ্যতার যে পরিণাম ঘটিয়াছিল, কারথেজের অদৃষ্টে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ভারতেরও বুঝি তাহাই পরিণাম হইবে। এই দেশের, এই জাতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই কি একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয় না?

সাধারণ মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আশার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। অবসাদ ও নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। দেশের যাহারা আশা ভরসার স্থল, যাহাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা করিবার শক্তি আছে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার সামর্থ আছে সেই যুবকের দল মোহগ্রস্ত হইয়া দাসত্বের বন্ধন রজ্জু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গলে ধারণ করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিতেছে; বৃদ্ধের দল লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করিয়া বিজেতার অধিকার দাবী করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মনোমধ্যে মুক্তির কল্পনাও যাহাতে না জাগিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত করিতেছে, গ্রামের কৃষক; মহাজন, প্রজা, জমিদার, ছোট বড় সকলেই আত্ম-কলহের নেশায় অভিভূত হইয়া মরণোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। ধর্ম্মভণ্ডামীতে সমাচ্ছন্ন, সমাজ ক্রয় বিক্রয়ের আদর্শে কলুষিত, নীতি বিলাস লালসায় অভিভূত। যে দিকে লক্ষ্য হয় সেই দিকেই নৈরাশ্যের লক্ষণ প্রকটিত হয়। তবে সত্যই কি চিরধ্বংশ এই প্রাচীন জাতিটার একমাত্র পরিণাম? বর্ত্তমান শৃঙ্খলিত দাসত্বই কি ইহার শেষ অবস্থা? বিধাতার কি ইহাই অমোঘ বিধান? আপাত দৃষ্টিতে ভারতের অদৃষ্ট লিপি ঐ রূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু, মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া একটা জাতির অদৃষ্ট গণনা করিবার জন্য একটা প্রণালী আছে, বিচার করিবার জন্য একটা দিক্ আছে, চাহিয়া দেখিবার জন্য একটা ধরণ আছে। যাহারা সে ভাবে দেখিয়াছেন, যাহারা সেই প্রণালীতে বিচার করিয়াছেন, যাঁহারা সেই সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়াছেন, তাহারা সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অবসাদ, সমস্ত নৈরাশ্যের অন্তরালে আশার দীপ্ত আলোক দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও ভস্মে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এখনও আপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় এখনও সেই ভাবধারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কোথায় সেই ভাগ্যবান ভারত সন্তান যিনি দেশজননীর এই আচ্ছাদিত উজ্জ্বল মুত্তির দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন?

ভারতের এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রথম সন্ধান দিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাস জীবনে সমগ্র ভারত পরিভ্রমন সময়ে সাধারণ কৃষকের সরলতাময় ধর্ম্ম জীবনের ভিতর দিয়া, গ্রামবাসী দরিদ্র গৃহস্থের অতিথি সেবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, ধর্ম্মার্থী তীর্থ যাত্রীর সরল ব্যাকুলতার সন্ধান পাইয়া, এবং সর্ব্বত্যাগী তরুণ যুবকগণের জন সেবায় আত্ম-নিয়োগের ক্ষমতা দেখিয়া এই চক্ষুষ্মান মহাপুরুষ সত্য সত্যই বুঝিয়াছিলেন, আপাততঃ এই বিশাল দেশের বিরাট জাতিটা মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিলেও ইহার আভ্যন্তরীণ

শক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; শীঘ্রই নবভাবে জাগ্রত হইয়া বিপুল উৎসাহে জগতের নিকট এক অভিনব মুক্তির মন্ত্র প্রচার করিবে। জলদ গম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন, "ভারত বিশ্ব বিজয়ী হইবে। অস্ত্রের বলে নহে, ঐশ্বর্য্যে নহে, জন শক্তির বলেও নহে; ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ ভোগে অবশ মানব জাতির নিকট স্থাপন করিয়া।" বহুকাল সঞ্চিত অবসাদ নৈরাশ্যের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া অধিরাজ পুরুষ সিংহ এই বার যুবক ডাকিয়া বলিলেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" "উঠ, জাগ এবং ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া নিজের স্বরূপ অবগত হও"।

তার পরে আশার বাণী শুনিতে পাই মাতৃ সাধক অরবিন্দের নিকট। কারাগৃহে বাস কালে যখন দেখিতে পাইলেন চুরি ডাকাতির অপরাধে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে সেই অবজ্ঞাত কারাবাসীগণের ব্যবহারেও সংস্কারগত মহত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদেরও আচরণের ভিতর দিয়া ত্যাগের মহিমা ফুটিয়া বাহির হইতেছে তখন তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা জন্মিল এই প্রাচীন দেশের ত্যাগের আদর্শ এখনও অলক্ষিত ভাবে লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, এই জাতিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। আবার যখন দেখিতে পাইলেন পার্থিব জীবনটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যে সকল যুবক তাহারই সহিত কারাগৃহে একসঙ্গে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছে, তাহাদের ভিতর, তপস্যায় যাহা লাভ করা যায় না এমন সব শক্তি স্বভাবগত ভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, অশোক নন্দার নির্ভরতা, উল্লাসকরের অনাবিল আনন্দ, এবং কানাই দত্তের মৃত্যুঞ্জয়ী দৃঢ়তা যখন এই মহানুভব মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন তিনি বিশ্বাস করিলেন ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, তমসাবৃত রজনী ভেদ করিয়া অচিরেই আলোকরাশি ফুটিয়া বাহির হইবে। এই বিশ্বাসের বলেই প্রচার করিলেন "ভারতীয় ভাবের গতি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে, কাহারও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অপেক্ষা করিবে না, অবিচলিত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া কাজ করিলেই ইষ্ট সিদ্ধি হইবে।"

ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যোজ্জ্বল স্বামীজীর হৃদয়ে যে সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল, সাধনাপূত অরবিন্দের মনোমধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মবীর মহাত্মা গান্ধী ও কর্ম্মক্ষেত্রে সেই একই সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিক গণের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া, খয়রার কৃষকদের অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার মনেও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসের এক সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। শত দৈন্য, শত অবসাদ, শত নিরুৎসাহের ভিতরও তিনি নিজেকে আশাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক অভিনব পন্থায় এই বিরাট জাতির অন্তর্নিহিত সমগ্র শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া অহিংস অসহযোগ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যে বিশ্বাস পূর্ব্বে কতিপয় সূক্ষ্মদর্শী মাতৃভক্তের শুদ্ধ হৃদয়েই অধিকার স্থাপন করিয়াছিল তাহা এখন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। দেশবন্ধু সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ত্যাগের মহিমায় অবিশ্বাসীর মনও আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন, নির্ভীকহৃদয় আলি ভ্রাতৃদ্বয় স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া সন্দেহাকুল চিত্তেও বিশ্বাসের বীজ বপন করিলেন এবং আরও অনেক ভারত সন্তান স্বাধীনতার আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া তনু ধন মন সমর্পণ করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিল যে উপযুক্ত সুযোগ ও প্রেরণা আসিলেই ভারতের জাতীয় শক্তি আত্ম বিকাশ করিতে পারে। ১৯২১ সালে যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই বটে, সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত দাসত্বের সংস্কার তাহাতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই বটে, কিন্তু উহাতে একটা অমোঘ সত্য সকল ভারতবাসীরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে সাধারণ অবস্থায় জাতীয় ভাবে আমরা যতই আপনাদিগকে শক্তিহীন, দুর্ব্বল বলিয়া মনে করিনা কেন, কাজের সময় উপস্থিত হইলেও সবলতার বিশ্বাস আসিলে আমাদের দ্বারাই অতি মহৎ কার্য্যও সাধিত হইতে পারে। পঞ্চনদে আকালী শিখগণ তাহাদের ধর্ম্মযুদ্ধেও এই একই সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন।

এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই মুক্তির কথা বার বার নিনিত্ত চিত্ত এত উৎসুক হইয়াছে, স্বাধীনতার গান গাহিবার জন্য মনে এরূপ ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। মুক্তি আসিবেই আসিবে, নবভাবের মন্ত্রকর্ত্রী প্রেরণা আসিবেই আসিবে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ! প্রাদেশিক বিকার! ওগুলি তুচ্ছ কথা! বর্ষান্তে পার্ব্বত্য নদীর বন্যার মত ভাবের বন্যা যখন দেশকে প্লাবিত করিবে তখন ঐ সব জঞ্জালগুলি তৃণের মত ভাসিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে কেহ তাহা লক্ষ্য ও করিবে না। ১৯২১ সালে ভাবের প্রেরণা এসেছিল, আবারও আসবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মানুষের চেষ্টা, মানুষের ভাব, মানুষের চিন্তাকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বত্র প্রেরণা আসে। মহাপুরুষের আশীষ বাণী বিশ্বাস কর, মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কল্পনার ভিতর দিয়াই সে বিশ্বাস করিলে চলিবেনা। মহারাষ্ট্রের মাওয়ালী সৈনিকগণ ছত্রপতি শিবাজীর বাক্যে যেরূপ কর্ম্মশীলতার ভিতর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, গুরু গোবিন্দের বাক্যে শিখবীরগণ যেরূপ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তুরস্কের কৃষকগণ কামাল পাশার নায়কত্বে যেরূপ দৃঢ়তার ভিতর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, আর বর্ত্তমান সময়ে উত্তর আফ্রিকার ক্ষুদ্র রাজ্য রিফের সৈনিক গণ যেরূপ এক নিষ্ঠতার ভিতর দিয়া প্রাতঃস্মরণীয় আব্দুল ক্রীমের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া স্বাধীনতার জন্য বিপুল চেষ্টা করিতেছে, আমাদেরও তদ্রূপ বাক্‌বিতণ্ডা ও কল্পনার জল্পনা পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধীর বাক্যে কর্ম্মের ভিতর দিয়া, ত্যাগের ভিতর দিয়া, দৃঢ়তার ভিতর দিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

তাই বলিতেছি এস, এস! এস বৃদ্ধ, এস তরুণ, এস জননী, এস ভগিনী, এস ব্রাহ্মণ, এস চণ্ডাল, এস হিন্দু, এস মুসলমান, শৃঙ্খলিতা দেশ জননীর বন্ধন মুক্তির জন্য সকলেই অগ্রসর হও। তোমরাত সকলেই এক মায়ের সন্তান! মায়ের দুঃখ, মায়ের দৈন্য, মায়ের অপমান, মায়ের লাঞ্ছনা, ত সব সন্তানেরই হৃদয়ে সমান ভাবে আঘাত করিবার কথা! তবে কেন তুচ্ছ সম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা ভাবিয়া আত্মকলহ করিয়া মায়ের বন্ধন আরও দৃঢ় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ? ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত মান অভিমানে অভিভূত হইয়া দেশ মাতৃকার দুর্দ্দশার কথা ভুলিয়া আছ? তোমরা যে অমৃতের সন্তান, মৃত্যুর বন্ধনে আর কতদিন আবদ্ধ থাকিবে? জাগ্রত হও, উঠিয়া দাঁড়াও, মুক্তির পথে অগ্রসর হও। তোমাদের ভিতর যে অসীম শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় তাহা উদ্বোধিত কর, আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি কর এবং বীরত্বের মহিমায়, ধীরত্বের মহিমায়, অমৃতত্বের মহিমায় জগতের নিকট মায়ের মুখটি উজ্জ্বল করিয়া তোল। "কি আর কহিব আমি!"

মানভূম।

মানভূম আমাদের কর্ম্মস্থল। মানভূম জেলার পাঁচ হাজার গ্রামের সাড়ে পনর লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা, স্বাধীনতার ইচ্ছা উৎপন্ন করাই "মুক্তি" প্রকাশ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। শতকরা পাঁচ জন লোকের বেশী যেখানে সামান্য লিখিতে পড়িতেও জানেনা, চাষ বাস করিয়া এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দুবেলা কোন রকমে আহারের সংস্থান করিতে পারিলেই যাহারা সন্তুষ্ট, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাহাদের মনে স্থান পায়না তাহারা কি "মুক্তির" বার্ত্তা গ্রহণ করিবে? এই প্রশ্ন, এই সন্দেহ অনেকের মনেই উদিত হয়। কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি অধ্যয়ন করিলে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে শিক্ষিত হউক, অশিক্ষিত হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক, বুদ্ধিজীবী হউক আর শ্রমজীবী হউক "স্বাধীনতা সকলেরই জন্মগত অধিকার"। এই অধিকার লাভের নিমিত্ত ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। সুতরাং অশিক্ষিত যাহারা নিরক্ষর যাহারা অজ্ঞাত যাহারা তাহারাও যদি "মুক্তির" কথা পরের মুখে শুনিতে পায় তাহা হইলেও তাহাদের অস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হৃদয়ের ভাব একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিবে। এই বিশ্বাসই সম্বল করিয়া আমরা "মুক্তি" প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।

মানভূম অশিক্ষিত লোকের বাসভূমি হইলেও মনুষ্যত্বের হিসাবে বিচার করিলে মানভূম নিতান্ত গৌরবহীন বলিয়া মনে হয় না। মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও মানভূমের গ্রামগুলি একভাবে স্বাধীনতাই উপভোগ করিত। নামতঃ কোনও রাজার অধীন থাকিলেও কার্য্যতঃ গ্রামের শাসন, গ্রামের শিক্ষা, গ্রামের সমাজ গ্রামবাসী জনসাধারণের হাতেই ছিল। এখনও কোন কোন গ্রামে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও সামাজিক শাসন দ্বারা অন্যায়ের সংশোধন প্রণালী সকল গ্রাম হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও মানভূমের গ্রাম হইতে আতিথেয়তা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণরাশি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনরূপে রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহক যদিও অল্প বিস্তর সব গ্রামেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে, মামলা মোকদ্দমার প্রবৃত্তি যদিও সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে, লাক্ষার কুঠীতে অথবা কয়লার খনিতে খাটিয়া মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া মদ্যপানে অনুরক্ত হইবার চেষ্টা যদিও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মর্ম্মে মর্ম্মে বিষ সঞ্চার করিয়া দিতেছে, তথাপি সুযোগ উপস্থিত হইলে এই মানভূম জেলার অধিবাসীগণ যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। ১৯২১ সালে যুবরাজের পরিদর্শন বহিষ্কারের সময় পুরুলিয়ার ব্যবসায়ীগণ যখন ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া দোকান পাট বন্ধ করিয়া দৃঢ়তার নিদর্শন দেখাইয়াছিল তখনই বুঝিয়াছি বাহিরে যতই অবনতির চিহ্ন দেখা যাউক না কেন মানভূম বাসীর মনুষ্যত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ১৯২২ সালের প্রারম্ভে আবার যখন স্বেচ্ছাসেবকদের আত্মসম্মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমলাতন্ত্রের নীতিবিগর্হিত আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কারাবরণের আয়োজন হইল তখনও মানভূমের জনসাধারণেই নির্ভীক চিত্তে স্বেচ্ছাসেবকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বেরই পরিচয় দিয়াছিল। পরে সাময়িক হরতালে, লাট সাহেবের পরিদর্শন বহিষ্কারে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্ব্বাচন ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্য্যেই যে এই জেলার লোক সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মানভূম কখনও পশ্চাৎপদ হইবেনা। পরিশেষে বর্ত্তমান বৎসরের অবসাদের সময়েও পুরুলিয়াতে বিহার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনীর অধিবেশন ও মহাত্মা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে মানভূমের বড় ছোট সকলেই অকাতরে অর্থদান করিয়া দশহাজারেরও বেশী টাকা সংগ্রহ করিয়া যে আত্ম সম্মান বজায় রাখিতে পারিয়াছিল তাহাতেই মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে "মুক্তির" বার্ত্তা, স্বাধীনতার কথা মানভূমের জন সাধারণ সাগ্রহেই গ্রহণ করিবে।

অলক্ষিত ভাবে নৈতিক উন্নতির, সামাজিক উন্নতির, অর্থোন্নতির ও ধর্ম্মোন্নতির যে নব ভাব জন সাধারণের মনে জাগ্রত হইতেছে এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে জাতীয়তার ভাব পরিস্ফুট হইতেছে, সেই ভাবের গতি যাহাতে ঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং সম্বন্ধ কার্য্যের ভিতর দিয়া যাহাতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তদনুরূপ প্রচেষ্টায় আগ্রহ উৎপন্ন করিতে পারিলেই "মুক্তির" প্রচার সফল হইবে। "মুক্তি" সাধারণের সম্পত্তি, জন সাধারণের মনের ভাবই "মুক্তির" লেখায় অভিব্যক্ত হইবে, জন সাধারণের সেবা করিয়াই "মুক্তির" পরিচালকগণ ধন্য হইবে।

কানপুর কংগ্রেস—কানপুর কংগ্রেসে যাইবার নিমিত্ত সর্ব্বত্রই প্রতিনিধিগণ প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা আশাকরি মানভূম জেলার ৩২ জন প্রতিনিধিই কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন। প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসে যোগদান করিতে অবহেলা করিলে, অথবা প্রত্যেকের রাষ্ট্রীয় দাবীর অনুসারে কংগ্রেসে গিয়া কাজ করিতে না পারিলে, শুধু যে নিজের কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি হয় তাহা নহে, নির্ব্বাচনপ্রার্থী অপরের প্রতিও অবিচার করা হয়। জাতীয় ভাব অনুশীলনের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিতে পারিলে শ্রদ্ধাহীন তীর্থ যাত্রীর দেবতা দর্শনের ন্যায়, কংগ্রেসকেও একটা ভাবহীন তামাসার ক্ষেত্র বলিয়া মনে হইবে। অতএব কংগ্রেস দর্শনের ফলে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে পারিব এইরূপ মনের ভাব লইয়াই দর্শক ও প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসে যাইবেন এবং তাহার প্রধান পরিচয় স্বরূপ কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আসিয়া খদ্দর পরিধান ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকে তাঁহারা সকলেই জীবনের নিত্য সহচর করিবেন, এইরূপ আশা করি।

বালিকাদের রাজ ভক্তি—শুনিতে পাই পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালটির সাহায্য প্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়েও দরবার দিবস উপলক্ষে রাজভক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল ছেলেদের মধ্যেই রাজভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া চিন্তাকুল শিক্ষা বিশারদগণ পুস্তকে, উৎসবে, খেলায় সব সময়ই রাজভক্তির চর্চ্চা করিতে উৎসাহ দিয়া থাকেন এবং রাজভক্তির ভাবে যাহাতে তাহাদের চিত্ত নিত্য ভরপুর থাকে তজ্জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ছোট ছোট মেয়েদের মনও যে রাজভক্তির অভাবে বিষাক্ত হইতে পারে সেইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি নাই। তবে এই ব্যবস্থার যে অন্যরূপ মহৎ উদ্দেশ্য নাই তাহাও মনে হয় না। দেশে এখনও অনেক বেয়াড়া ছেলে আছে যাহাদিগকে শত চেষ্টা করিয়াও ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারা যায় নাই। কুমারীদের হৃদয়ে রাজভক্তির বীজ ভালরূপে বপন করিতে পারিলে তাহাদের বিবাহিত জীবনে যখন তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফলপুষ্পে শোভিত হইবে তখন তাহার প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত বহু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে যে "সুশীল ও সুবোধ" হইয়া সুপথে বিচরণ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতুই নাই।

খেলার মোহ—ঠিক দরবার দিবসে না হইলেও তাহার একদিন পরেই স্থানীয় পুলিস সাহেব বাহাদুর এবং খেলাপ্রিয় কতিপয় উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে পুরুলিয়ার জেল গ্রাউণ্ডে একটী ক্রীড়া প্রদর্শনী হইয়াছিল। ইহাতে যে শুধু খেলাধুলার আমোদ প্রমোদ এবং লঘু পানভোজনের ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, পুরা দস্তর লাল মুখের সহাস্য সম্ভাষণ এবং শ্বেত হস্তের কর মর্দ্দনেরও ব্যবস্থা ছিল। দেশের লোক সব জালিয়ানওয়ালাবাগে পশুর মত গুলিবিদ্ধ হইয়াই মরুক, দেশের দুরবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে দেশবন্ধু প্রাণত্যাগই করুন, আর সুভাষ, অনিল কারাগারেই পচিতে থাকুক, বিদেশী শাসনের কলঙ্কবাহী ইউনিয়ন জ্যাক নামক পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া খেলাধুলা আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়া সভ্যতার পরিচয় না দিলে চলিবে কেন? হতভাগ্য দেশের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিলে কি লাভ হইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন যে বর্দ্ধমানের কমিশনার ও বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ বিষ্ণুপুরে অবস্থান কালে তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ না করিবার কারণ কি? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই চিঠি কলিকাতার কয়েকটী বিখ্যাত দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই চিঠি পড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বৃদ্ধের ভীমরতি হইয়াছে, নতুবা এই রূপ চিঠি লিখিয়া তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখ নীচু করিতেন না। যাঁহারা মনে করেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সেলাম পাইবার লোভেই এইরূপ চিঠি লিখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা এমন কিছু জ্ঞাত নহি, যাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ ধারণা হইতে পারে। আমরা মনে করি, তাঁহার এই চিঠি লেখার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

কামাল পাশা তুরস্কে এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, পথে চলিবার কালে প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিতে হইবে। উদ্দেশ্য—প্রজাবর্গের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করা যে, সরকারী কর্ম্মচারী জনসাধারণেরই সেবক।

সরকারী কর্ম্মচারীর প্রভুত্বের চাপে জর্জ্জরিত (official-ridden) দেশের জন সমূহের মন হইতে "কর্ম্মচারী" ভীতি দূর করিতে হইলে, এবং সরকারী কর্ম্মচারী যে তাহাদেরই ভৃত্য, এই বোধটা তাহাদের মনে জাগাইতে হইলে কামাল পাশার প্রদর্শিত উপায়ই এক মাত্র উপায়।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি লেখাও এই উদ্দেশ্যেই। তিনি নিশ্চিতই জানেন যে, তাঁহার চিঠি লেখার ফলে কমিশনার বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিবেন না। কিন্তু সাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে, সাধারণের ভৃত্য কমিশনার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এই সম্মান তিনি দাবী করিতে পারেন, এই সহজ সত্যটা সর্ব্বসাধারণ, বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

মিউনিসিপালিটীর ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যের সমালোচনার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমালোচনা করিবার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণের কর্ত্তব্য কেবল সমালোচনা দ্বারাই সম্পন্ন হয় না। কোনও বিষয়ে ত্রুটি থাকিলে অবশ্যই সমালোচনা করিতে হইবে; কিন্তু তখনও এ কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে "রাম রাজত্ব" একদিনের, বা জন কয়েকের চেষ্টায় আসিবে না। সর্ব্বসাধারণের সতর্ক সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত কোনও মহৎ উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে না।

একটা বিষয়ে আমরা পুরুলিয়াবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। স্থানীয় তামাকের কারখানাগুলি সহরের স্বাস্থ্য যে কি পরিমাণে নষ্ট করিতেছে, তাহা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সহরের যে সব পল্লীতে তামাকের কারখানা আছে, সে সব পল্লীর অধিবাসিগণের যে কি অবস্থা তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। কারখানাগুলিতে যখন ঢেঁকিতে তামাক কোটা হয়, সে সময়ে কারখানার নিকটবর্ত্তী গৃহ গুলিতে সমস্ত জানালা কপাট বন্ধ করিয়াও টিকিয়া থাকা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

মিউনিসিপ্যালিটী এই ভাবে যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্য হানি না হয় তাহার একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্য করা। কি উপায়ে সহরের স্বাস্থ্যহানিকর এই ব্যাপারের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত নির্দ্দেশ পাইলে, মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন—এইরূপ আশা করিয়া আমরা ...

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন নন্দী গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান্ হইয়া তিনি সহরের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এবং বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। রঘুনাথপুর আজ তাঁহাকে হারাইয়া শোকমগ্ন হইয়াছে। প্রার্থনা করি, ভগবান্ তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় "সাহিত্য মন্দির" নামে যে লাইব্রেরীটী পরিচালিত হইতেছে, তাহা সহরের একটী বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে। এই যুবকবৃন্দের প্রচেষ্টা প্রশংসা যোগ্য; পুরুলিয়াবাসী সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহাদের এই কার্য্যে সহায়তা করা। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই লাইব্রেরীতে এখন প্রায় ১১শত বাংলা ও প্রায় এক হাজার ইংরাজী ভাল ভাল সকল প্রকারের পুস্তক আছে। তাহা ছাড়া, রিডিং রুমের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বাংলা ও ইংরাজী পত্রিকা যথানিয়মে গ্রহণ করা হয়।

দেশ বিদেশের সংবাদ।

মসুল সমস্যা—১৫ই ডিসেম্বর তারিখের লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, মসুলের অধিকার লইয়া ইংলণ্ড এবং তুরস্কের মধ্যে যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহার মীমাংসার এখনও কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

পারস্য—তেহারানের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ, যে ব্যবস্থা-পরিষদ রেজা খাঁকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

চীন—জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী গৃহ যুদ্ধ চীনে এখনও পুরা দস্তর চলিতেছে। বিদেশীর ষড়যন্ত্রে দেশভক্ত কর্ম্মীদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে।

রিফ—স্পেন ও ফ্রান্সের সহিত রিফের সন্ধির কথা এখনও সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হইতেছে। আবদুল করিম রিফের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অবিচলিত হৃদয়ে সুদিনের অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি—১৪ই ডিসেম্বরের পার্লামেণ্ট সভায় কয়েক জন শ্রমিক সভ্যের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আর্ল উইণ্টারটন জানাইয়াছেন যে, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বলে যে সকল ভারতবাসীকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য বা প্রকাশ্য আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত নহে। এইরূপ অনুরোধ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন না।

ভারতে দক্ষিণ-আফ্রিকা ডেপুটেশন—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ শ্বেতাঙ্গদের হস্তে কিরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহা ভারতবাসীকে জানাইবার জন্য এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রকৃত সহানুভূতি ও সমর্থন পাইবার উদ্দেশ্যে, এক ডেপুটেশন দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বিগত ১২ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন। এই ডেপুটেশনের নেতা ডাঃ আবদুল রহমান গত ১৩ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে এক সভায় তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার অভিপ্রায় সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁহারা কৃষ্ণাঙ্গদিগের হইয়া শ্বেতাঙ্গদিগের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। ভারতের সহানুভূতির অভাবে যদি তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতকে চিরদিনের মত গভীর লজ্জা ও নৈরাশ্য সাগরে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

এই ডেপুটেশন ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

লালা লাজপৎরায়—লেজিস্লেটিভ এসেম্বলীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ কর্পোরেশন—বিগত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ কর্পোরেশনের এক বৈঠকে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—কর্পোরেশনের অধীনে যে সকল স্কুল আছে, পূর্ব্বের ন্যায় সেই সকল স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণের মধ্যাহ্ন আহারের বন্দোবস্ত করা হউক, ছাত্রদিগের মধ্যে অতিশয় দুঃস্থ বালক বালিকাদিগকে বৎসরে এক জোড়া খদ্দর দিবার ব্যবস্থা করা হউক, এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯২৫-২৬ সালের সংশোধিত বজেটে ৪০০০৲, চারি হাজার টাকা ধার্য্য করা হউক।

দক্ষিণেশ্বরে বোমা—গত ১০ই নভেম্বর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে একটী গৃহ অবরোধ করিয়া পুলিস কয়েক জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ—পুলিস সেই গৃহে একটী বোমার কারখানার সন্ধান পাইয়াছে। আলিপুরে বাংলার নূতন আইন অনুযায়ী সংগঠিত এক বিশেষ আদালতে ধৃত যুবকগণের মধ্যে কয়েক জনের, আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও ষড়যন্ত্র করার অপরাধে বিচার চলিতেছে।

মাধবপুরের কুলী হত্যার মামলা—মাধবপুর চা বাগানের জনৈক কুলীকে হত্যা করার অভিযোগে উইলসন্ নামক একজন শ্বেতাঙ্গ সিলেট সেসন্ আদালতে অভিযুক্ত হয়। সেসন্ জজ তিন জন শ্বেতাঙ্গ ও দুই জন ভারতীয় জুরির সাহায্যে এই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন। ভারতীয় জুরিগণ আসামীকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জুরিগণ আসামীকে মাত্র প্রহারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। জজ শ্বেতাঙ্গ জুরিগণের সহিত একমত হইয়া আসামীর ২০০৲ শত টাকা অর্থ দণ্ড করেন, জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে আসামীকে দশ দিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ—ক্রমাগত বন্যার ফলে পুরী জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। প্রায় চারি লক্ষ লোকের বাস এক সহস্র বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে সম্পূর্ণ অজন্মা হইয়াছে। রমণী ও শিশুগণ আর অন্য কিছু আহার্য্য না পাইয়া ফল, মূল ও শাকসব্জী খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তৃণ এবং অন্যবিধ আহার্য্যের অভাবে বহু সংখ্যক গো মহিষাদি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এবং এখনও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। উড়িষ্যার অন্যতম নেতা পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস ও লালা লাজপৎ রায় উড়িষ্যাবাসীকে এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিবার জন্য সকল ভারতবাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কংগ্রেস—আর কয়েক দিনের মধ্যেই কানপুরে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে সেখানে একটী শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। এই প্রদর্শনীতে সমগ্র ভারতের বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। ২৪শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কয় দিবস ধরিয়া কানপুরে অন্যান্য অনেক সভা সমিতির অধিবেশন হইবে। মোট কথা, দেশের যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানের একটা হিসাব নিকাশ, বৎসরান্তে এই "জাতীয় সপ্তাহে" কানপুরে পাওয়া যাইবে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবারকার কংগ্রেসে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপৎ রায় এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কানপুর পৌঁছিবেন।

শুভ কামনা।

স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীগণ "মুক্তি" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী কংগ্রেসকর্ম্মীগণের সদিচ্ছা সফল হইয়াছে। সত্বর পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যাহাতে পত্রিকা খানি জনসাধারণের আদরের বস্তু হয়। পল্লীনিবাসী জনসঙ্ঘ আমাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ। পত্রিকার চালকগণ যদি তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা, ধর্ম্মপ্রাণতা, স্বাবলম্বন এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বুদ্ধি জাগাইয়া তুলিতে পারেন তবেই তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
পুরুলিয়া।
১৯-১২-২৫

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত "মুক্তি" আজ বাহির হইতেছে। পাঠ্যাবস্থায় কিছু দীর্ঘকাল স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় কাটাইয়া বুঝিয়াছি স্বাধীনতা কি এবং স্বাধীনতা পাইতে হইলে জাতির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের "মুক্তি" দেশের সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া সকলের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলুক—আমাদের দেশ অচিরে ইহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

শ্রীজীমূত বাহন সেন।
২০-১২-২৫

জাতীয় সপ্তাহ

কানপুর জাতীয় সপ্তাহের প্রস্তাবিত কার্য্য তালিকা—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির সভা—	২৪শে ডিসেম্বর (মধ্যাহ্ন)
বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির সভা—	২৫শে "
কংগ্রেসের উদ্বোধন—	২৬শে "
খিলাফৎ সম্মেলন—	২৪-২৫শে "
রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলন—	২৫শে " (রাত্রি)
হীন জাতি সম্মেলন—	২৬শে " প্রাতঃকাল ৯ঘটিকা
মেথর সম্মেলন—	২৬শে " রাত্রি
আধ্যাত্মিক সম্মেলন ও লোক্যাল বোর্ড কন্‌ফারেন্স—	২৭শে ডিসেম্বর
রাজপুত ধর্ম্ম সভা—	২৮-২৯শে " অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত।
কমিউনিষ্ট সম্মেলন—	২৫-২৬শে "

—[*]—

স্থানীয় সংবাদ

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর পুত্র শ্রীযুক্ত চিররঞ্জন দাস কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস গত বুধবার পাটনা হইতে এখানে আসিয়াছেন।

রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ উকিল, মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন নন্দী গত ৭ই ডিসেম্বর, নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

কাউন্সিল অব ষ্টেটের নব নির্ব্বাচনে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত চারি জন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

১। মৌলবী সাহ মহম্মদ জুবেয়ার ২। শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র প্রসাদ, ৪। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জন স্বরাজ্যদলভুক্ত। মৌলবী জুবেয়ার সাহেব, গত সেপ্টেম্বর মাসে পুরুলিয়াতে যে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ইনি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

১। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত — সভাপতি।
২। " নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় — সহকারী সভাপতি।
৩। " গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য — কোষাধ্যক্ষ।
৪। " অতুল চন্দ্র ঘোষ — সম্পাদক।
৫। " রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য — সহকারী সম্পাদক।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই জেলা হইতে আগামী কানপুর কংগ্রেসের প্রতিনিধি (Delegate) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

শ্রীযুত শিবশরণ লাল যশোয়াল।	শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত।
শ্রীযুত ভোলানাথ মিশ্র।	মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ।
সেখ সৈয়দ আলি।	শ্রীযুত কুঞ্জ বিহারী বড়াল।
শ্রীযুত অমূল্য চন্দ্র সিংহ মোদক।	" অর্দ্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জ্জি।
" জীমূত বাহন সেন।	" ভবতোষ সেন।
শ্রীমতী নীহার বালা সেন।	" বোধিসত্ত্ব সেন।
শ্রীযুত ফণীন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত।	" ধীরেন্দ্র নাথ মিত্র।
" বৈকুণ্ঠ নাথ সিংহ চৌধুরী।	" গোষ্ঠ বিহারী বড়াল।
" অতুল চন্দ্র ঘোষ।	" জগদীশ চন্দ্র মুখার্জ্জি।
" বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত।	" গিরীশ চন্দ্র মজুমদার।
" সুরেশ চন্দ্র সরকার।	" কোনামর্ত্তিকামেশ্বর রাও।
" কৃষ্ণ দুলারি দীক্ষিত।	" সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী।
মৌলবী সফিরুল হক নাদ্‌রী।	শ্রীমতী ক্ষীরোদা সুন্দরী সেন।
শ্রীযুত শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুত অভয় চন্দ কে মেটা।
" পশুপতি ত্রিবেদী।	" শশধর গাঙ্গুলি।
" সুবোধ কুমার রায়।	" রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিগত ১লা পৌষ, বুধবার হটমুড়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুত রাম কিঙ্কর ওঝা মহাশয় মহাসমারোহের সহিত তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তিনি লধুড়কা ও ছড়রা থরগণার প্রায় তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোককে পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও নম্রতা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। রাম কিঙ্কর বাবু বৃদ্ধ পিতার জীবিতাবস্থায় যেরূপ আদর্শ পিতৃ সেবার পরিচয় দিয়াছেন, পিতার মৃত্যুর পরেও তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য তদনুরূপ শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিলেন।

স্ত্রী জীবনে সেবাধর্ম্ম ও চরকা

(শ্রীলাবণ্যপ্রভা ঘোষ।)

নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সেবা। সেবা দ্বারাই নারীর জীবন চরম সফলতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া উঠে। ভগবান নারীর প্রকৃতিতে স্নেহ, করুণা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সুন্দর সম্পদ গুলি দান করিয়াছেন সেইগুলি সেবার মধ্য দিয়াই তাহাদের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্য লইয়া পরিপূর্ণ মহিমায় পরিস্ফুট হইয়া

উঠে। পীড়িতের শয্যা শিয়রে, ব্যথিতের সান্ত্বনায়, ক্ষুধিতের ক্ষুধা শান্তিতে নারীর মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, দুহিতৃত্ব পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া তাহাকে বরণীয়া করিয়া তোলে।

অবশ্য স্ত্রী জাতিরও অন্যবিধ বহুতর কর্ম্মক্ষেত্র আছে, কিন্তু ধর্ম্ম, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে তাহারা যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে সেবা কার্য্যেরই অনুকূল; সেইজন্য তাহাদের মানসিক প্রবণতাও এই অভিমুখে, এবং সর্ব্বতোভাবে ইহারই উপযোগী হইয়া তাহাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে।

অন্তঃপুর মধ্যে থাকিয়াও ব্যাপকভাবে লোক সেবার এক মাত্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা চরকা। প্রত্যেক নারীই যদি অন্তরের সহিত চরকা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে এই কর্ম্মের দ্বারাই দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সহিত হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হইবে এবং ঈশ্বরের প্রীতি ও আশীষ লাভ করিয়া জীবন সার্থক হইবে।

মুক্তি।

(প্রাপ্ত)

তোমার ব্যারাম হয়; ইচ্ছামত চলতে পারনা; মন যা' চায় তা' খেতে পাওনা; যা খেতে ভাল লাগে না তেমনি পথ্য, তেমনি অষুধ খেতে হয়; অন্তরের নিভৃত কন্দর হতে তখন যে ধ্বনি ফুটে উঠে, সেটি হচ্ছে এই যে, এখনি এ ব্যাধি দূরে যা'ক্ এবং আর যেন কখনও কোনও রোগ না হয়; কেননা, যখনি কোনও পীড়া হবে, তখনি এমনধারা বা অন্য কোন প্রকারের উৎপাত, উপসর্গ পোয়াতে হবে। কিন্তু তথাপি তা' হয়; হয়ত বা, ঐ রোগই আবার হয়; কারণ, যে জন্যে যে ব্যামো হয়, তা' দূর করতে প্রয়াস না পেলে—'ব্যারাম না হউক্' এই অভিলাষ মাত্রে কি ফল হবে? কারণ থাকবে, অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হবে না, এ কেমন আকাঙ্ক্ষা? এমন ভাবে চল, যাতে কোনও পীড়াই কখনও না হয়। তেমন ভাবে চলা হয়ত কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব না হতে পারে! আচ্ছা দেশময় যখন কলেরার বীজ ছড়িয়ে পড়েছে, অথবা প্লেগে নগর গ্রাম উৎসন্ন যেতে বসেছে—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে, তখন কি তোমার তুচ্ছ প্রাণের মমতায়, নগণ্য দৈহিক ক্লেশের ত্রাসে পালিয়ে যাবে? পরের তরেও কি দুখ নাই?

সুন্দর একখানি ঘর করেছ; আশা, সুখে তাতে বাস করবে; পড়ল বাজ, গেল ঘর জ্বলে; অথবা ভূমিকম্পে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। ক্ষেতে ধান রুয়েছ, বেশ ফসল হয়েছে, ধান প্রায় পেকেছে, ৮।১০ দিন মধ্যে ঘরে এনে তুলবে; এমন বর্ষা সুরু হল, সাতদিন সাতরাত বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; ধান খড় মাঠেই পচে গেল; অথবা পঙ্গপাল এসে একদিনেই সব তুলে নিয়ে গেল; দুঃখ যা হ'বে তা আর বলতে? কিন্তু কি করবে? ঐ ত টাইটানিক প্রথম যাত্রায়ই ডুবে গেল!

ছেলেটি সহরে পড়ে, পিঠে-পরব, খেতে বসেছ; পরিবার বললে, খোকা আমার এমন দিনে বাড়ী নেই, এবার আর তার পিঠে খাওয়া হ'ল না! পিঠে তোমার গলায় বেধে গেল! রাস্তায় একটি ছেলেকে কাঁদতে দেখে মনে পড়ে গেল, এবারে পূজার ছুটির পরে যে দিন বাড়ী হতে রওনা হও, সে দিন তোমার মা-মরা মেয়েটি 'আমি কাকীমার কাছে থাক্‌বো না, কাকীমা মারে, বাবার সাথে যাব,' এমনি বায়না করে কাঁদছিল; চক্ষু তোমার ছল ছল হয়ে এল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, গতি মন্থর! 'আহা! বেচারী মেয়ে আমার! ওগো, তুমি কোথায়? এমন করে দুঃখের সাগরে ফেলে চলে গেলে!'—অন্তরে মন কেঁদে উঠে। কি করবে, মানুষের হাত নেই! পিতা অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন; এমন লোভও, তাঁর [illegible] স্নেহের জন্যও তোমাকে ভাবতে হয়না; অটুট তোমার স্বাস্থ্য, অতুল তোমার শক্তি; ঘরে সুন্দরী যুবতী স্নেহশীলা পুত্রবৎসলা পত্নী, চোক-জুড়ানো নধর শিশু তার কোলে। এত আছে, তবু কি যেন নাই; সেই না-জানা কি-যেনর জন্য প্রাণ এক একবার হাহাকার করে উঠে। কিসে? কেমন করে' তাকে পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ তুমি; দীর্ঘ জীবন বড় সুখেই কাটিয়েছ, কামনার অনুরূপ ভোগবিলাস অজস্র পেয়েছ; এইবার বিদায়ের পালা; তাতেও তোমার আপত্তি নাই,—কোনও সাধই জীবনে অপূর্ণ নাই; আবার, অনেকে এগিয়ে গিয়েছে, শৈশবের, যৌবনের সহচর ও পরিচিত তারা,—এখন নূতন জগতের নবাগতের দল, প্রাণখুলে ত কথাও বলা যায় না এদের সঙ্গে;—সেই পুরাতনের সহিত মিলনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাও জেগে উঠেছে। কিন্তু কোন্ পথে? পাথেয় কি? কিছু সঞ্চিত আছে কি? কোথায়? কেমন সে স্থান? সুখের অথবা দুঃখের? কার অধিকার? তার সহিত পরিচয় আছে কি? কি এক অজানা ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠছে, একটা অনমুভূত সন্দেহে চিত্ত ক্ষুব্ধ হচ্ছে। জীবনে যেন কি একটুকু ত্রুটি রয়ে গেছে! কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন অবিকম্পিত হৃদয়ে অগ্রসর হয়েছ, তেমন সাহসে এগুতে পার কি?

এই ত দুঃখের চিত্র। ইহাই আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক। অধ্যাত্মজগৎ দিব্যলোক ও ভূতগ্রামকে অবলম্বন করিয়া এবংবিধ সব দুঃখ। এ সব সম্ভূত বা সম্ভাব্য দুঃখের হাত এড়াতে পার কি? একবার ছাড়াও, আবার ধরবে; একদিক্ খুলে দাও, অন্যদিক্ বেড়ে নিবে। আবার দুঃখের নিবিড় বাঁধনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে' কখনও বা মনেকর, সুখে আছ; সে ত আরও সাঙ্ঘাতিক অবস্থা; মোহ যখন ভাঙ্গে, তখন যে হৃদয়ে আর দুঃখ ধরে না। তখন অন্তরে অন্তর হতে হায় হায় করে বলে উঠে—

"অমিয়া সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

কিন্তু, তুমি চাও কি? জীবনের সেই উষালোক হতে অপরাহ্ণের নির্ব্বাণক্ষম ক্ষীণ জ্যোতীরেখাপর্য্যন্ত প্রাণ তোমার অহরহ কিসের জন্য লালায়িত? শৈশবে লালকুলে বাঁশীর রবে যে তোমার চোখ, যে তোমার কাণ উৎফুল্ল, উচ্চকিত হয়েছে, আজও বার্দ্ধক্যের শুভ্রপক্ষ ধারণ করেও, তার ত একটুকু বদলায় নি। চোক যা দেখবে, কাণ যা শুনবে, নাক যা শুঁকবে, জিহ্বা যা লেহন করবে, ত্বক্ যা স্পর্শ করবে—সবারই ভিতর সেই এককে খুঁজে বেড়াচ্ছ। কি সে? সে আনন্দ! তা পাও নি কি? আনন্দময়ের এই আনন্দধামে—এই না-চাইতে-পাওয়ার-দেশে, বর্ণে গন্ধে শব্দে স্পর্শে ও স্বাদে আনন্দই কি পাও নি? যা পেয়েছ, এত পাওয়ার কি ছিল তোমার যোগ্যতা? তোমার আসবার আগে থেকে মাতৃস্তন্যে, পিতৃহৃদয়ে, নীলগগনে, শ্যামল পত্রে, উজ্জ্বলালোকে স্তরে স্তরে আনন্দের উপাদান সাজান' ছিল—রয়েছে—থাকবে;—অপর্য্যাপ্ত আনন্দ! হাঁ! দুঃখও পেয়েছ বৈ কি! নৈলে যে সুখের মাধুর্য্যই উপলব্ধি করতে পারতেনা। ঐ দুঃখই ত অনাদিকাল [illegible] সুখের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে। একদিনের দুঃখের অবসানে যে কমনীয় সুখ লাভ করেছ, উহাই পুনরায় অন্য দুঃখের কবলে যাতে না পড়ে, তজ্জন্য [illegible] বেঁধেছে। তার ফলে,—

এই ত এখন কামনা,—কোনরূপ দুঃখই যাতে না আসে, যাতে [illegible] সর্ব্ব প্রকার দুঃখেরই অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ একান্ত অভাব হয়। যদি কখনও কোনও উপায়ে এই [illegible] ফলবতী হয়, তবে সেই ফলেরই নাম হবে—

মুক্তি!

(পুরুলিয়া)

বাজার দর।

গিনি ভিক্টোরিয়া —		১৩৷৹ টাকা।
সোণা চিনাপাত — ভরি		২১৷৷৹ "
রূপা ১০০ ভরি —		৭১৲ "
চাল—		
দেশী নূতন রাশি চাল —		৫।৵৹ টাকা
মাঝারি —		৪৷৷৶৹ "
সাফি —		৪৸৹—৪৸৵৹ টাকা।
কলম কাটি —		৬।৹ টাকা।
ধান —		৩৶৹ টাকা।
বিরি কলাই —		৫।৹ টাকা।
অরহর ডাল — ১নং		৭৷৷৹ টাকা।
" ২নং		৭৵৹ টাকা।
মুসুরীর ডাল —		৭৷৷৵৹ টাকা।
খেসারী —		৪৸৹ টাকা।
বুট —		৬৹ টাকা।
মুগ —		৮৷৷৹ টাকা।
বুট (ছোলা) —		৪৷৷৶৹ টাকা।
আটা হলমি —	বস্তা	১৫।৹-১৬।৹ টাকা।
রুল ময়দা —	বস্তা	১৭৸৵৹ টাকা।
ঘি ঘন্টুর ১নং —	মণ	৭৭৲ টাকা।
সরিষার তৈল (কলের) ১নং		২৪৷৷৹ টাকা।
" ২নং		২২৷৷৹ টাকা।
চিনি সাদা জাভা —	মণ	১১।৵৹ টাকা।
দেশী কাণপুরী —		১৪৷৷৹ টাকা।
সূতার দর…		
হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা	১২৷৷ নং	৮।/১০ টাকা।
" "	১০৷৷ নং	৮৲১০ টাকা।
" গোপাল মার্কা	১২৷৷ নং	৮/৹ টাকা।
" "	১১৷৷ নং	৮৲ টাকা।
কাঁচা কয়লা —	মণ	।৹ আনা
গালার দর—		
টিরেন —		৮৮৲
নাম্বার ওয়ান —		৯২৲
সুপার ফাইন —		১০০৲
লাহার দর…		
কুকি —		৪২৲
বৈশাখি —		৫৫৲
কুসমি —		৬০৲
আরি —		৩৪৲

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷৹ আড়াই টাকা এবং যাণ্মাসিক ১৷৷৹ টাকা। প্রতি সংখ্যা /৹ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸৹ টাকা ও ১৸৹ টাকা লাগিবে।

২। "মুক্তি" প্রতি সপ্তাহে সোমবারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ সময় মত কাগজ না পাইলে প্রথমে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদের জানাইবেন। নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। অল্পদিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে করাই ভাল। অর্থাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। গ্রাহকের নাম, পোষ্টাফিস, গ্রাম ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

৪। যাঁহারা সংবাদ অথবা প্রবন্ধাদি পাঠাইতে চান তাঁহারা কাগজের এক পৃষ্ঠায় খুব পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "মুক্তির" সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। সঙ্গে ডাক টিকিট না দিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না।

৫। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

কর্ম্মকর্ত্তা "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং
স্বদেশী কাপড়ের দোকান
চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।
খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মানভুম সাইকেল ওয়ার্কস
পুরুলিয়া।
এখানে সকল প্রকারের গ্রামোফোন ষ্টোভ্ ও সাইকেল মেরামত হইয়া থাকে। এবং নূতন সাইকেল ও সাইকেলের সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
নিবেদক—
শ্রী[illegible] নাথ।
শ্রী[illegible] নাথ।

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস--৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর. (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১ মাণিকগঞ্জ) ১২, কাশী (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

নাগ ব্রাদার্স।

পুরুলিয়া (মানভূম) বি,এন্, আর।

এখানে গ্যাস লাইট, পাক লাইট প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ ও ভাড়া দিবার জন্য রাখা হয়। প্রয়োজন হইলে বিবাহের শোভাযাত্রার উপযোগী আলো বাজনা ও অন্যান্য উপকরণের বন্দোবস্ত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মোটর সার্ভিস্

এস, বি, এণ্ড কোং।

পুরুলিয়া—কাশীপুর—সার্ভিস্।

(ভায়া—রঘুনাথপুর আদ্রা।)

পুরুলিয়া… প্রাতে ৮টায় ছাড়ে…
আদ্রা … ১০টায় পৌঁছে …
কাশীপুর … ১১টায় পৌঁছে ও বৈকালে ৪॥০টায় ছাড়ে।
রাত্রি ৮টায় পুরুলিয়া পৌঁছে।

এস্, বি, এণ্ড কোং।

মানবাজার সার্ভিস্।

(ভায়া—কেন্দা।)

পুরুলিয়া হইতে ছাড়ে	… … …	বৈকাল ৪টা
মানবাজার পৌঁছে	… … …	রাত্রি ৭টা
মানবাজার ছাড়ে	… … …	বেলা ১১টা
পুরুলিয়া পৌঁছে	… … …	বৈকাল ৩।।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে)

খাঁটী ও উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি কিনিতে হইলে একবার উক্ত দোকানে আসুন। মিঠাই এর শ্রেষ্ঠত্ব একবার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন। দরও সস্তা

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

ভাস্কর তৈল।

সর্ব্বপ্রকার খোস, পাঁচড়া প্রভৃত চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল পাওয়া যায়। এমন ঘা নাই যাহা এই তৈল ব্যবহারে আরোগ্য না হয়। প্রধানতঃ মাথার খুসকি উঠা, নানা প্রকার দদ্রু ও কাউর ঘা, নালিঘা, বহুকালের পচাঘা প্রভৃতি এই তৈল ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য হয়। ইহাতে পারদ আদি নাই। ইহার ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহা বহুদিন হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। অনেক লোক আরোগ্য হইয়া ইহার অজস্র প্রশংসা করিতেছেন। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মূল্য প্রত্যেক এক আউন্স শিশি (অর্দ্ধ ছটাক) ।০ আনা।
প্রত্যেক দুই আউন্স শিশি (এক ছটাক) ॥০ আনা।
প্রত্যেক চারি আউন্স শিশি (দুই ছটাক) ৯ টাকা।
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ভিঃ পিঃ তে এক টাকার কমে পাঠান হয় না।

আচারিয়া এণ্ড সন্স।
নীলকুঠি, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কংগ্রেস।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার। ১৩ই পৌষ ১৩৩২, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৫ | ২য় সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—৷৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস—ঢাকা ৮,৮।১ আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৴০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১ মাণিকগঞ্জ) ১২, কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

—:০:—

নেতৃবৃন্দের আশীর্ব্বাদ।

শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

"মানভূম জেলার পুরুলিয়া সহর হইতে মুক্তি প্রকাশিত হইবে শুনিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। মুক্তি লোকশিক্ষা প্রচার করিবে। এখন দেশে ইহাই একান্ত প্রয়োজন। দেশকে গড়িতে হইলে, জাতীয় জীবন জাগাতে হইলে, জাতীর মূ ভিত্তি, দেশের মেরুদণ্ড জনসাধারণেকে গড়ে তোলা চাই। অসহযোগ আন্দোলনে দেশের আর যা কিছু লাভ বা ক্ষতি হউক না কেন, জনসাধারণের ভিতর ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে জাতীয়ত্বর স্রোত ও জাতীয় ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে; চিরসুপ্ত লোকসাধারণের ভিতর নবজাগরণ আনিয়াছে। এই জাগরণকে এখন রাখিতে হইবে। নবসঞ্চারিত জাতীয় ভ.বকে দৃঢ় করিতে হইবে। ইহাই এখন আমাদের সম্মুখে প্রধান ও প্রথম কার্য্য। ইহাই আমাদের মুক্তির প্রথম সোপান। এই উদ্দেশ্যে মানভূম জেলায় মুক্তির প্রকাশ সময়োচিত হইয়াছে। মানভূম কংগ্রেস কমিটির এই উদ্যমের সফলতা আমি আন্তরিক কামনা করিতেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবুর উৎসাহ ও কার্য্যকুশলতায় এই উদ্যম কৃতকার্য্য হইবে ইহা আমার পূর্ণ বিশ্বাস। মঙ্গলবিধাতা আমাদের এই ক্ষুদ্র জাতীয় অনুষ্ঠানের সহায় হউন।

শ্রীগোপবন্ধু দাস।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দেমাতরম্।

প্রিয় নিবারণ বাবু,

আপনার ৯ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনারা যে জনসাধারণের মধ্যে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার নিমিত্ত "মুক্তি" নামক একখান, বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিতেছেন, তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার পূর্ব্বক, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আজ কাল সমগ্র দেশব্যাপী অত্যাচারের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বিদেশী রাজা ও বণিকের অত্যাচার, আবার স্বদেশেরই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিদের জনসাধারণের উপর অত্যাচার, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের, দরিদ্রের উপর ধনীর, মূর্খের উপর শাস্ত্রজ্ঞের, যজমানের উপর পুরোহিতের—এমনি কত ভাবের অত্যাচার ব্যভিচারের বীভৎস লীলা জন্মভূমির বুকে কলঙ্কের ক্ষত দাগিয়া দিতেছে। আমার মতে, এই অসহায় নির্য্যাতীত জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুদ্রতেজে দাঁড়া করানোর নিমিত্ত এই প্রকার কাগজেরই বর্ত্তমানে বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরাও আশ্রম হইতে এই ধরণের একখানা কাগজ শীঘ্রই বাহির করিব, ভাবিতেছি। ভগবানের নিকটে জাতিজাগরণে আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সফলতা কামনা করি।

সর্ব্বশেষে, আপনি যে আমার মত দীনহীনের নিকট "শুভ-বার্ত্তা" লিখিতে বলিয়া পত্র দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি—

অভয় আশ্রম কুমিল্লা — বিনীত নিবেদক
সন ১৩৩২। ৪ঠা পৌষ — শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীন দয়াল ফার্ম্মেসী।

ডাক্তারী বিদ্যার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির ফলে বর্ত্তমান সময়ে যত প্রকার য়্যালোপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োজন হয়—সেবনের জন্য, স্থানিক প্রয়োগের নিমিত্ত, ইনজেকসন্ দেওয়ার দরুণ-সব ঔষধ এই দোকানে টাটকা ও ঠিক দরে পাওয়া যায়। যত প্রকার যন্ত্রপাতি রোগীর ও ডাক্তারদের দরকারে আইসে, সে সব এখানে রাখা হয়। অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন এবং যোগ্য ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ভাল কম্পাউণ্ডার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুরুলিয়া চকবাজার, থানার সামনের দোকান।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা লইয়া ধাত্রী শ্রীমতী বি সি রিডসডেল সম্প্রতি পুরুলিয়ায় অবস্থান করিতেছেন। প্রসবে, গর্ভাবস্থায় বা অন্য যে কোনও সময়ে যে কোনও স্ত্রীরোগে ইঁহার ব্যবস্থা ও সাহায্য পাওয়া যাইবে। রোগিণীদের পক্ষে এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত।

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে ইঁহার সহিত প্রত্যহ সকাল ৮টার পর দেখা হইতে পারে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরানিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৷৷৹ বার আনা।
বহু স্টেজে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—ভিনার্ড প্রেস, ধানবাদ।

(শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সহস্র বন্ধনের নাগপাশে বিজড়িত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া, অস্থিচর্ম্মসার দেহ, নিস্তেজ প্রাণ ও বলহীন আত্মা জীবন-সংগ্রামে এই মাত্র সম্বল লইয়া বাঞ্ছিত মৃত্যুর আগমনের আশায় ক্লান্ত-শ্রান্ত মরণোন্মুখ হইয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া আছি।

অকস্মাৎ দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় সুমধুর বাণী কাণের কাছে রনিয়া রনিয়া উঠিল মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!

এ কোন মুক্তি? কিসের মুক্তি?

বুদ্ধদেবের বিঘোষিত দুনিয়ার আধি-ব্যাধির নিগড় হইতে মুক্তি? শঙ্করের পরিকল্পিত সংসারের মায়াজাল হইতে মুক্তি? সে মুক্তি ত চাহি না, সে মুক্তি ত আমার প্রার্থিত মুক্তি নয়। সে পারলৌকিক, মুক্তি, সে জীবন-হীন মুক্তি, সে ত আমার চির-ঈপ্সিত মুক্তি নয়।

পরন্তু মনে হয় সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টারই ফলে বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি আমার গলায় পড়িয়াছিল। আসমুদ্র হিমাচল ছিল আমার গৃহ, আমার মাতৃ-মন্দির। এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক প্রাণ। অতুল ঐশ্বর্য্যের বিভায়, অমিত বলের আনন্দে, মরণ-জয়ী আত্মার ভ্রূক্ষেপ বিহীন পরাক্রমে উন্নতশিরে স্ফীতবক্ষে আমি বিচরণ করিতাম।

কি সে দিন, আজও সে দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—অষ্টম শতাব্দীর সূর্য্য সবে মাত্র পূর্ব্বদিক চক্রবালে উদিত হইয়াছেন অকস্মাৎ কাল বৈশাখীর পূর্ব্বাভাষ দেখা দিল; আকাশ মসীঘন হইয়া উঠিল, পৃথিবী ধূলিমলিনাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। আটশত বৎসর ধরিয়া মাতৃ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দানবের তাণ্ডব নৃত্য হইল। মাতৃ-মন্দির অপবিত্র হইল—মাতা লাঞ্ছিতা হইলেন। কিন্তু বন্ধন তখন দৃঢ় হয় নাই, মুক্তির তখনও আশা ছিল।

তারপর সেদিন—ষোড়শ শতাব্দীর তখনও মধ্যাহ্ন হয় নাই। আমি মূর্খের ন্যায় অনবধান ছিলাম। হাতে হাতে ফল পাইলাম। আমার পাপের ফলে আমি বাঁধা পড়িলাম—আমার পায়ে লোহার শিকল পড়িল। মাতৃ-মন্দির অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ মাতার চরণ তলে আসিয়া দাঁড়াইল না—পূজার উপচার কেহ সংগ্রহ করিল না।

শুধু দুইটি নির্ভীক সন্তান অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মাতৃ-মন্দিরে আরতির পঞ্চ-প্রদীপ দুদিনের জন্য জ্বালাইয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম ঘনান্ধকার কাটিয়া গিয়া মাতৃ-মন্দির নব-জীবনের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আমি মুক্ত হইব। আমার শৃঙ্খল বিদূরিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। আরতির প্রদীপ নিভিয়া গেল। চিরদিনের জন্য মাতৃ-মন্দির তমসাচ্ছন্ন রহিয়া গেল! আমার বন্ধন ছিন্ন হইল না। মুক্তি মিলিল না।

সেই দিন হইতে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া, অন্ধকারে পশুর মত জীবন গোঙাইতেছি। শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল পড়িতেছে। অনাহারক্লিষ্ট দেহ,—শৃঙ্খলের বোঝা আর বহিতে পারি না।

তোমরা কি আমার মুক্তির সংবাদ আনিয়াছ? আমাকে মুক্তি দিতে পারিবে?

অত্যাচারের দুর্ব্বিসহ নিষ্ঠুরতা হইতে, অন্যায়ের মর্ম্মন্তুদ বেদনা হইতে, অবিচারের অসহ্য অপমান হইতে আমাকে মুক্তি দিতে পারিবে?

আমার বর্ত্তমান আশাহীন, আলোহীন, মরণময় অস্তিত্ব হইতে মুক্তি দান করিয়া আমার মধ্যে আবার সেই মুক্ত-দৃপ্ত গৌরবময় প্রোজ্জ্বল জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি?

স্বর্গীয় পটল গাঙ্গুলি।

গ্রামে গ্রামে এখনও অনেক কর্ম্মী আছে যাহারা দেশের দশের নিকট পরিচিত নহেন অথচ নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে। নেতাদের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মতামতের অপেক্ষা তাহারা রাখে না—সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিরাট প্রশংসা অপেক্ষা লোক লোচনের অন্তরালে নিজেদের কার্য্য সমাধা করাই তাহারা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করে। ইতিহাসে তাহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত না থাকিতে পারে—জাতির প্রাণে তাহা হয়ত অতি অস্পষ্ট ভাবেও ধ্বনিত হইবেনা কিন্তু এই বিশ্ব জগতের যিনি ঐতিহাসিক তাঁহার দপ্তরে ইহা অতি সুস্পষ্ট ভাবেই উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। পটল গাঙ্গুলি এই জিলারই মানবাজার থানার পায়রাচালী গ্রামের একজন কর্ম্মী ছিল। ব্রাহ্মণ হইলেও চাষই ছিল তাহার পেশা—জানিনা এই গ্রাম্য ব্রাহ্মণ যুবকের প্রাণে কোন মুহূর্ত্তে এই নিপীড়িত জাতির আর্ত্ত ক্রন্দন কি ভাবে ধ্বনিত হইয়াছিল।

তাহার সহিত যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয় তখন আন্দোলনের গতি শ্লথ হইয়া আসিতেছে—সে কিন্তু ইহার কিছুরই অপেক্ষা রাখে নাই। আমরা দেখিলাম সে নীরবেই প্রাণের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহার দেবতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তারপর সুখে দুঃখে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া অনেক দিনই কাটিয়া গেল—সে কিন্তু তাহার এক কর্ম্ম লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। তাহার প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল কিরূপে সে নিজের গ্রামটী সমস্ত বিষয়েই স্বাধীন করিবে। নিজের বাড়ীতে ক্ষুদ্র একখানি ঘরে সে কংগ্রেস অফিসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল–সে ঘরে ঢুকিলেই মনে হইত এ যেন কোন এক ভক্ত তাপসের আবাসস্থল।

শিক্ষা তাহার বেশী ছিলনা কিন্তু স্বাধীনতার কথা শুনিলেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত–সোৎসাহে সে বলিয়া উঠিত দাদা—স্বাধীন আমরা হইবই।

স্বাস্থ্য ছিল তাহার খুবই খারাপ কিন্তু এই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই যে সে অটুট উদ্যমে কাজ করিয়াছে। কর্ম্মে তাহার বিরক্তির বিন্দু মাত্রও ছিলনা। অদম্য উৎসাহে সে তাহার ক্ষুদ্র গ্রামটী লইয়া তাহার কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোন বাধা বিঘ্নই তাহার সে উৎসাহে বাধা প্রদান করিতে পারে নাই। যখন গ্রামের লোক বুঝিতে চাহিত না সে শুধু ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিত–"দাদা বলিয়া দাওনা কেমন করিয়া ইহাদের বুঝাইব।"

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে কেবল দেশের কথাই বলিয়াছিল। "বন্দেমাতরম্" বলিতে বলিতেই সে প্রাণত্যাগ করে–বুঝি তাহার এই বিশ্বাসই ছিল যে ভগবানের নাম অপেক্ষা এই মন্ত্র পবিত্রতর।

দেশকে মুক্ত দেখিবার পূর্ব্বেই সে মোক্ষধামে চলিয়া গিয়াছে—রাখিয়া গিয়াছে শুধু একটু স্মৃতি—সে স্মৃতির সৌরভ দিগন্ত ব্যাপ্ত করে নাই; শুধু আমাদেরই প্রাণে তাহার একটু গন্ধ যেন লাগিয়া আছে—তাই এখনও আশা করিতেছি সে আবার আসিবে তাহার আরব্ধ কার্য্যত এখনও শেষ হয় নাই।

"ওই হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগ, বিশ্ব-পুলক-পরশে বক্ষে তরুণ ভরসা॥ "

সন ১৩৩২ সাল ১৩ই পৌষ। সোমবার।

কংগ্রেস।

উত্তর ভারতের জনাকীর্ণ কানপুর নগরে কংগ্রেসের বর্ত্তমান বৎসরের অধিবেশনের আজ তৃতীয় দিবস। জাতীয় সঙ্গীতের উচ্চতানে, নেতৃবৃন্দের সুললিত বক্তৃতা ধ্বনিতে এবং দর্শক ও প্রতিনিধিগণের আনন্দ কোলাহলে কানপুর এখন মুখরিত। সুসজ্জিত প্রকাণ্ড কংগ্রেস মণ্ডপের চারিধারে ভিন্ন ভিন্ন সভা সম্মেলনীর বৈচিত্র্য-পূর্ণ মণ্ডপগুলি তিলকনগরকে এক অভিনব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। জাতীয়তাকে আশ্রয় করিয়া যেন ভারতের ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, সমাজ প্রভৃতি নিজ নিজ বৈশিষ্ট লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার নিম্নে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, শিখ, পারসিক সকলে সমবেত হইয়া বৈচিত্রের মধ্যে একত্বের সমাবেশ করিয়াছে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ মিলন-সৌন্দর্য্যের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া অবসন্ন দেশবাসীর মনে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। কৌপীনসম্বল মহাত্মা গান্ধীর বৈরাগ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত জনসমূহের ব্যাকুল আগ্রহ ব্যবসায়ক্ষেত্র কানপুরকে আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। জাতীয় মহাসভাই আজ এই তীর্থস্থানের প্রধান দেবমন্দির। সাধকের পবিত্র দৃষ্টিতে না দেখিলে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। নিখিল-ভারতের জাতীয়তার উপাসকগণ তাই ব্যাকুল চিত্তে জাতীয় মহাসভার আদেশ বাণীর প্রতীক্ষা করিতেছে।

জাতীয় মহাসভার চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসেই বর্ত্তমান ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ভাব বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া আবেদন নিবেদনের আবরণ ভেদ করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আত্মনির্ভরতার পল্লব ধারণ করে এবং মুক্ত আকাশে বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ পায়, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই বিপরীত ভাবের কুজ্ঝটিকা আসিয়া ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিছুদিন মৃতকল্প থাকিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিলনাত্মক নবভাবের সতর্কসিঞ্চনে উজ্জীবিত হইয়া পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া দৃঢ়মূল বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। জাতীয়ভাবের এই বৃক্ষটি কবে যে পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া অবশিষ্ট ভারত-বাসীর একমাত্র আশ্রয় স্থান হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। তবে, বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সাময়িক ভেদবুদ্ধির ঝটিকাঘাতে ইহার শাখাপল্লব যতই বিধ্বস্ত হউক না কেন ত্রিশকোটি মানবের মনোভূমিতে এই জাতীয় ভাব-বৃক্ষের মূল এরূপ দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছে যে ইহা কিছুতেই সমূলে বিনষ্ট হইবার নহে। দিন আসিতেছে যখন জাতীয় মহাসভার ভিতর দিয়াই বহুত্ব ও একত্বের সামঞ্জস্য করিয়া ভারত তাহার সমগ্র বৈশিষ্টে মণ্ডিত হইয়া জগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে। প্রথম ভারতীয় মহিলার নেতৃত্বাধীনে কানপুর কংগ্রেস এই আশাপূর্ণ চিত্রের সূত্রপাত করিয়েছে কি ?

কানপুর কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্য জাতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে। ছয় হাজার প্রতি-নিধির বিরাট সভায় সকলের যে এক ইমত হইবে এইরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব। অধিকাংশের মতে যাহা ধার্য্য হইবে তাহাই মহাসভার মত বলিয়া গৃহীত হইবে। এই ভাবে জাতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ভ্রম প্রমাদ না থাকিতে পারে তাহা নহে, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে বিলম্বও ঘটিতে পারে কিন্তু ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানক্ষেত্রে এই পন্থা অনুসরণ করা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। কারণ, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ না করিলে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির শাসন বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। অতএব দেশের কল্যাণকামী সকলকেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। পরমতসহিষ্ণুতা থাকিলে মতবিরোধ সত্ত্বেও একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নিজ নিজ শক্তি ও অভিরুচি সঙ্গত প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী কাজ করা অসম্ভব নয়। দেশের সেবা করিতে হইলে সর্ব্ববিধ অহঙ্কারই বর্জ্জন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার, স্বদলের অহঙ্কার, এমনকি স্বমতের অহঙ্কারও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। জাতীয় কর্ত্তব্যের যে অংশ বিবেকবুদ্ধির অনুকূল সেই অংশ আত্মতুষ্টি সম্পন্ন হইয়া একনিষ্ঠভাবে সাধন করিলেই ভিন্ন পথগামী সহকর্ম্মীদিগের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার সুবিধা হয়। যুক্তিতর্ক দ্বারা মতপরিবর্ত্তন করিয়া একস্থ হইবার যে আশা নাই তাহা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং কানপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গুলি সর্ব্বতোভাবে যাঁহাদের মনঃপূত হইবেনা তাঁহারাও যেন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার সুযোগের নিমিত্ত নিরর্থক বিচার বিতর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ত্যাগের ভিতর দিয়া মিলন আনিতে চেষ্টা করেন। মহাত্মা গান্ধি কর্ম্মীদের নিকট যে কর্ত্তব্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন সেই আদর্শ গ্রহণ না করিলে শুধু যুক্তি-তর্কের বাদ আত্মকলহের নিবৃত্তি হইবেনা, দাসত্ব বন্ধনও শিথিল হইবেনা, ইহা সুনিশ্চিত।

—:•:—

কংগ্রেসের নেতৃত্ব—কানপুর কংগ্রেসে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া মহাসভার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও ভারতীয় মহিলা এই গৌরবজনক জাতীয় কর্ত্তব্য সাধনের সুযোগ পান নাই। বাগ্মিতার প্রতিভায় সরোজিনী দেবী অতুলনীয়া, কিন্তু পূর্ব্বেকার মত কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বক্তৃতাধারা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই আজকাল সভাপতি বা সভা নেত্রীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন হয় না। কংগ্রেসের যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার গুরুতর দায়িত্ব এক বৎসরের জন্য তাঁহার উপরে ন্যস্ত থাকে। এই কর্ত্তব্যের ভার বহন করিতে যে চিন্তাশীলতা, ধীরতা, দৃঢ়তা ও কর্ম্মকুশলতার আবশ্যক আছে তাহা সরোজিনী দেবীর আছে কিনা, কাজের ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সমা-লোচনা করিলে অনেক সময় পূর্ব্বসংস্কারগত ধারণা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমরা আশা করি বাগ্মিতা ও কবিত্বে সরোজিনী দেবী সর্ব্বত্র যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, নিন্দা প্রশংসার অতীত হইয়া এই বরণীয় জাতীয় কর্ত্তব্য একনিষ্ঠ ভাবে সাধন করিয়াও তিনি তদনুরূপ দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন।

তারকেশ্বর—বর্ত্তমানক্ষেত্রে তারকেশ্বর সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা আলোচনা করিবার নিমিত্ত অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মোক্ষদা চরণ সামধ্যায়ী হুগলি জেলার স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিতেছেন। দাসসুলভ মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে সকল দুরপনেয় দোষরাশি প্রবেশ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহা বিদূরিত করিতে হইলে জনসমূহের মনে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতার ভাব জাগাইতে হইবে। অত্যাচার তখনই সম্ভব হয় যখন ভয়ে মোহে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলের পীড়ন লোকে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া লয়। স্বাধীন ভাবের আলোক স্পর্শেই দেশবাসীর দুর্ব্বল চিত্ত হইতে ভীরুতা ও মোহের অন্ধকার তিরোহিত হইবে। আমরা আশা করি নির্ভীক হৃদয় সামধ্যায়ী মহাশয় প্রচার কালে এই সত্যটি জন-সাধারণের মনে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া দিবেন।

চাকরীর ভাগাভাগি—বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নববিধানে সাম্প্রদায়িক হিসাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে চাকরীরূপ মহাপ্রসাদের বণ্টন বিপর্য্যয় দেখিয়া খুব হৈ চৈ লাগিয়া গিয়াছে। সার আবদর রহিম নাকি পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মীদিগকে অধিকতর ব্যাপকভাবে আমলাতন্ত্রের ভজনধর্ম্ম পালন করিবার সুযোগ দিয়াছেন! নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র নাকি এবিষয়ে তাঁহার মুসলমান সহকর্ম্মীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুর মনে আঘাত লাগিবার কথা নয় কি ? প্রাচীনশাস্ত্রে চাকরীকে হীনবৃত্তি বলিয়া মর্য্যাদাহীন আখ্যা দিয়াছে সত্য, পরের গোলামী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে শূদ্রে ভূত্রা নিষেধ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই সভ্যতার যুগে সাবেকি কথার দোহাই দিয়া অর্থশৈতার অজন ধর্ম্মের নিন্দা করিলে চলিবে কেন ? হিন্দুসাধারণের মধ্যে এই ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিবাদের নিমিত্ত এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি না করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব যে রসাতলে যায়!

শক্তি মন্ত্রের "গুরু"।

(শ্রীযুক্ত টি, এল, ভাস্বানী লিখিত)

মাসের ২২শে ডিসেম্বর তারিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের পূতস্মৃতি বিজড়িত হইয়া পবিত্র হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দ ছিলেন শক্তি মন্ত্রের দ্রষ্টা। ভগবান তাঁহাকে হিন্দু জাতির নেতা করিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন, তাই স্বজাতির উদ্ধার সাধন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তিনি বলিতেন "আমি পরম পুরুষের দাসানুদাস"; তাই ত্যাগের পথে বিচরণ করিবার আহ্বান তাঁহার মর্ম্মে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

কষ্টের ভিতর দিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু ভয় কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তিনি নির্ভয়ে বলিতেন "ঈশ্বরের যে বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, জগৎ সমক্ষে আমি তাহা প্রচার করিব; মানুষের ভয়ে আমি নির্ব্বাক রহিবনা।" তাঁহার রচিত অপর একটী সঙ্গীতে তিনি গাহিয়া ছিলেন "ভগবন্ তোমার ইচ্ছায় তুচ্ছ তৃণও সুবৃহৎ পর্ব্বতে পরিণত হয়, আমার ন্যায় নগণ্য মানুষের ভিতর দিয়াও তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।" তিনি নিজেকে স্বজাতির সেবক বলিয়াই ভাবিতেন। দীন ও দুর্ব্বলের প্রতি তাঁহার কি অগাধ ভালবাসাই না ছিল! তাহাদিগকে তিনি বিপদে রক্ষা করিতেন, তাহাদের হিতের জন্য স্বয়ং নির্য্যাতন ভোগ করিতেন, তাহাদিগকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একই খালসা পন্থের সহকর্ম্মী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি তাহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া বলিতেন "এবার তোমরা আমাকে দীক্ষা দাও।" তিনি খালসাদের গুরু হইয়াও তাহাদের সহিত নিজের প্রভেদ দেখিতেন না, বলিতেন খালসা ও তাহাদের গুরু উভয়েই তুল্য। ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্র—প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব। দীন-হীনের সহিত এইরূপ সাহচর্য্যই প্রকৃত স্বরাজ।

হিন্দুস্থানের তমসাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দ্দিনে সমগ্র জাতিটাকে পরিচালনা করিতে ও হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের

মুখ হইতে উদ্ধার করিতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জ্ঞানের আলোক এই মহাপুরুষের আত্মাকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল; তাই সকলের মধ্যেই সেই একের সত্তা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন "সেই একই আলো বিশ্বের সমস্ত জ্যোতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং সেই নিত্যপুরুষের চরণ প্রান্তেই আমার শক্তি লাভ করিয়াছি।"

তাই বলি এস, এস ভারতের তরুণ তরুণীর দল, তোমরা যদি প্রকৃতই দেশের সেবা করিতে চাও তবে ভগবানের পদপ্রান্ত হইতে শক্তি সংগ্রহ কর এবং গ্রামে গ্রামে গিয়া সেবা ও ত্যাগের ভিতর দিয়া গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্তির—মহতী বাণী প্রচার কর।

ব্রিটীশ মন্ত্রীর স্পষ্ট কথা।

বিগত ১৯শে নভেম্বর তারিখে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"স্যার উইলিয়ম্ জয়সন্ হিক্স্ এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে:— 'আমরা ভারতবাসীর উপকারের জন্য ভারত জয় করি নাই। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সভার পাদরী সাহেবগণ এইরূপ বক্তৃতা করিয়া থাকেন যে ভারতবাসীর অবস্থা উন্নত করিবার জন্যই আমরা ভারত জয় করিয়াছি। ইহা লোক ভুলান মিথ্যা কথা। বিলাতী মাল চালাইবার জন্য আমরা ভারত জয় করিয়াছি। বাহুবলে ভারত জয় করিয়াছি, বাহুবলেই তাহা আমাদের অধীন করিয়া রাখিব (Shame)—*। আপনারা আমাকে নির্লজ্জ বলিতে পারেন, কিন্তু আমি প্রকৃত কথাই বলিতেছি। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আমার আগ্রহ আছে এবং আমিও এইরূপ অনেক কাজ করিয়াছি, কিন্তু আমি এত বড় প্রবঞ্চক নহি যে, বলিব—ভারতবর্ষ ভারতবাসিগণের জন্য আমরা অধিকার করিয়া রাখিয়াছি। সমস্ত বিলাতী মাল, বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের (ম্যানচেষ্টারের) কাপড় চালান দিবার ও বিক্রয় করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক স্থান বলিয়াই আমরা ভারতবর্ষ দখল করিয়া রাখিয়াছি।'

বিলাতের অন্যান্য মন্ত্রিগণও এই ভাবে আমদের দাসত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সত্য কথা তিক্ত লাগিলেও, আমরা কি—আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি—যে কোন শক্তি বাহুবলে আমাদিগকে পরাজিত করিবে, তাহাদেরই সুখ সুবিধার জন্য আমরা কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার ভৃত্য—একথা জানিলে আমাদের উপকারই হইবে। বিলাতী কাপড়ের কথাটার উপর যে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে ইহাও ভাল কথা। ম্যানচেষ্টারের সূতার কাপড় বিক্রয় যে দিন ভারতে বন্ধ হইবে সেই দিনই স্যার উইলিয়মকে অসি খাপের ভিতর রাখিতে হইবে, অসি চালাইবার বল আর থাকিবে না। স্যার উইলিয়মের অসির ধার কমাইবার চেষ্টা অপেক্ষা ম্যান্‌চেষ্টারের বিলাতী এবং বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করা সম্ভব ও সহজ; অল্প ব্যয় সাধ্য ও অল্প সময় সাপেক্ষ। স্যার উইলিয়মের অসি বল প্রয়োগ দ্বারা ভোঁতা করিবার চেষ্টা করিলে আরও অসির সৃষ্টি হইবে, যুদ্ধ বিগ্রহ বাড়িয়াই চলিবে এবং পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট বাড়িবে। আফিমের পরিমাণ যেরূপ কমান আবশ্যক, সেইরূপ পৃথিবীতে অস্ত্র-শস্ত্রও কমান আবশ্যক। পৃথিবীতে আফিম অপেক্ষা অস্ত্র-শস্ত্রই বেশী দুঃখ আনিয়াছে—সেই জন্যই আমি বলি যে, যদি ভারতবর্ষের লোক চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভারতবর্ষ যে পরিমাণে পৃথিবীতে অস্ত্র-শস্ত্র কমাইবার ও শান্তি স্থাপনের সাহায্য করিতে পারিবে, এমন আর কোনও দেশ বা অন্য কিছুতেই পারিবে না।"

ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভার দ্বারা বিশাল ব্রিটীশ সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে—সেই মহাসভার মনোনীত একটী মন্ত্রী-সভা আছে—সেই মন্ত্রী-সভার সদস্যগণের আদেশ অনুসারেই শাসনযন্ত্র চালিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীর দলই পার্লামেণ্টে প্রবল। স্যার উইলিয়ম জয়সন্ হিক্স্ এই মন্ত্রীসভার জনৈক প্রধান সদস্য। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

We did not conquer India for the benefit of the Indians. I know it is said at missionary meetings that we conquered India to raise the level of the Indians. That is cant. We conquered India as the outlet for the goods of Great Britain. We conquered India by the sword and by the sword we should hold it. ("Shame!") Call shame if you like. I am stating facts. I am interested in missionary work in India and have done much work of that kind, but I am not such a hypocrite as to say we hold India for the Indians. We hold it as the finest outlet for British goods in general and for Lancashire cotton goods in particular.

* শ্রোতাগণ মধ্যে কেহ কেহ Shame (সেম)—কি লজ্জা—এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই-কি নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছেন উত্তরে স্যার উইলিয়ম্ বলিলেন-("আপনারা আমাকে নির্লজ্জ বলিতে পারেন ইত্যাদি।)

ইহার অনুবাদ মহাত্মাজীর এতৎসংক্রান্ত উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

স্যার উইলিয়ম্ একজন Die-hard conservative অর্থাৎ ভয়ঙ্কর গোঁড়া রক্ষণশীল। তিনি যে খোলাখুলি ভাবে তাঁহার দলের লোকের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা সুখের কথা। এরূপ কথা নূতন নহে। লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon) যখন ভারতের মসনদে বসিয়াছিলেন তখন তিনিও এইরূপ অসির ঝনঝনা শুনাইয়া বলিয়াছিলেন, "India was conquered by the sword and it shall be retained by the sword" অর্থাৎ ভারতবর্ষ তলোয়ারের জোরে জয় করা হইয়াছে এবং তদ্দারাই ইহা অধিকারে রাখা হইবে। বেশ কথা। এইরূপ সোজা কথা সাধারণলোক আমরা সহজে বুঝি, এবং আরও বুঝি যে, "ভারতবাসীকে স্বরাজ দেওয়া হইবে" ইত্যাদি কথা যাহা সময়ে সময়ে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকেন তাহার অর্থ কি। ইহা স্যার উইলিয়মের কথায় "Cant" অর্থাৎ ইহা কেবল মুখের কথা, অন্তরের কথা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রবীণ রাজ-নীতিজ্ঞ মান্যবর শ্রীনিবাস শাস্ত্রীপ্রমুখ মডারেটগণ ওকথা বুঝিয়াও বুঝেন না। শাস্ত্রী মহাশয়কে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—তিনি কি মনে করেন যে "আইনসঙ্গত" (constitutional) আন্দোলন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইতে পারে? উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"I think not, but hope so" অর্থাৎ "একথা আমি মনে করি না, কিন্তু আশা করি যে এইরূপ হউক।" দাসমনোবৃত্তি যে কত অধোগামী হইতে পারে এই উত্তর তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয়। স্যার উইলিয়ম্ তলোয়ারের ঝনঝনা শুনাইতে থাকুন। আসুন আমরাও নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকি। মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন করিতে আমরা কোন চেষ্টাই করিব না কি? ভারতবাসিগণ কি চির নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে—কিছুতেই আমাদের এই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না?

স্যার উইলিয়ম্ যে তলোয়ারের ভয় দেখাইতেছেন ইংরাজেরা কি সেই তরবারিদ্বারাই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল? এটি একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা। পলাশীতে কি যুদ্ধ হইয়াছিল? না, প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল? জন কতক বিদ্রোহী প্রজা, রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য, একদল নগদী ও নগদীর সর্দ্দার ক্লাইভ সাহেবকে অর্থ-লোভে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা একটি জাল সন্ধিপত্র সৃজন করিয়া পরে একটি যুদ্ধের অভিনয় করিয়াছিল মাত্র। যদি ক্লাইভ সাহেব বাঙ্গালা জয়ই করিলেন তবে পলাশীর প্রহসনের ৭।৮ বৎসর পরে দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দেওয়ানী সনন্দ লইয়াছিলেন কেন? এ সম্বন্ধে পাঠক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "সিরাজউদ্দৌলা" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন এবং বুঝিতে পারিবেন যে, যে সমস্ত ইংরেজ গ্রন্থকার আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের চাতুরী কি ভয়ানক এবং তাহার তৎসময়ের প্রকৃত ইতিহাস কতদূর গোপন করিয়াছে আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেদের সম্মুখে এই সমস্ত ইতিহাস উপস্থিত করিয়া তাহাদের মনে কি শোচনীয় ভ্রমই না জন্মান হইতেছে! যদিও ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষ যুদ্ধে জয় করার কথা মিথ্যা, তথাপি ফল দাঁড়াইয়াছে একই। কৌশলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রাজা হইয়াছিল; সে রাজত্ব ইংরেজ-রাজের হাতে আসিয়াছে কিন্তু মেকলে সাহেব প্রভৃতি লেখকগণ মিথ্যা ইতিহাস দ্বারা আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। এ শ্রেণীর ইংরেজ লেখকগণ ভারতীয় যুবকগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের দাসমনোবৃত্তি সৃজন করিয়া আমাদের জাতির ঘোর অধঃপতন সাধন করিতেছে।

দেশ বিদেশের কথা

রীফনেতা আবদুল ক্রীমের শান্তির প্রস্তাব—শান্তির প্রস্তাব লইয়া রীফের পক্ষ হইতে গর্ডন ক্যানিং নামক জনৈক দূত ফরাসী মন্ত্রী ব্রায়েণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী তাঁহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার লীলভূমি ফরাসীর উপযুক্ত মন্ত্রীই বটে!

হেজাজ সমস্যায় মতদ্বৈধ—জেড্ডা নগর ইবন সৈয়দের হস্তগত হওয়ার পর হেজাজের সমস্যা লইয়া ভারতীয় মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে কানপুরে খিলাফত সম্মেলনীতেও ইহালইয়া বাক্ বিতণ্ডা চলিতেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইবন সৈয়দের কৃতকার্য্যতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মৌলানা হজরৎ মোহানী এজন্য দুঃখিত।

লালা লজপত রায়—শ্রীযুক্ত লালাজী তাঁহার "পিপল" পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি অত্যন্ত অসময়ে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে ইহাদ্বারা স্বরাজ লাভ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসার কোন সুবিধা করিতে পারিবেননা তাহা হইলে তিনি উক্ত সভা হইতে পদত্যাগ করিয়া সাধারণের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

শ্রমিক সদস্যের স্বদেশ যাত্রা—পার্লিয়ামেণ্টের শ্রমিক সদস্য জনষ্টন সাহেব ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া বিলাত

যাত্রা করিয়াছেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন ভারতকে চিরকাল অধীন রাখিয়া বিলাতের শ্রমিক দলের কোন লাভ নাই।

কংগ্রেস সংবাদ।

প্রদর্শনী—বিগত ২৪শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী কানপুরে স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

হিন্দু মহাসভা—শ্রীযুক্ত কেলকার হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

খিলাফত সম্মেলনী—মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কানপুর খিলাফত সম্মেলনীর কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে।

কংগ্রেস সদস্য—বাৎসারিক চারি আনা চাঁদা অথবা নিজ হাতের কাটা দুই হাজার গজ সুতা চাঁদা দিলে কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবে এবং কংগ্রেসের সকল সদস্যরই সভাসমিতিতে যোগদান সময়ে খদ্দর পরিতে হইবে, বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠকে এইরূপ নিয়মই গৃহীত হইয়াছে।

প্রতিনিধি সম্বর্দ্ধনা—দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তার আবদুল রহমান প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গকে মহাত্মা গান্ধী বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ

আত্মকলহ—বরাহ বাজারের পোদ্দার পাড়ায় সামান্য একটু জায়গা লইয়া আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চলিয়াছে। বিরোধীয় জমীর মূল্য ৩০৲ টাকা কিম্বা ৪০৲ টাকার বেশী হইবেনা, অথচ উভয় পক্ষে জেদের বশে চারি পাঁচ শত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকের এইরূপ বুদ্ধি না জন্মিলে দুর্দ্দশা কেমন করিয়া আসিবে?

হাট প্রতিষ্ঠা—বান্দার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবৃন্দের চেষ্টায় একটি নূতন হাট প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ঐ অঞ্চলের বহুদিনের একটি অভাব দূর হইবে বলিয়া মনে হয়।

জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্কল্প—চাণ্ডিলের জনসাধারণ একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন মানসে দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ইংরাজি শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। চাণ্ডিলবাসীর এই সাধু সঙ্কল্প ভগবানের কৃপায় কার্য্যে পরিণত হইলে মানভূমের পক্ষে একটা গৌরবের বিষয় হইবে।

শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী বিদায়—গত ১১ই পৌষ পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় ১০০০ কাঙ্গালী বিদায় করিয়াছেন; এবং দুই দিন ধরিয়া বহু লোককে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন।

শোক সংবাদ—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম পুরুলিয়ার ভূতপূর্ব্ব উকিল মানভূম জেলার লাগ্দানিবাসী বাবু সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেপাল রাজ্যে গত ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। সারদা বাবু গত ২৪।২৫ বৎসর যাবৎ স্বাধীন নেপাল রাজ্যের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই জেলার অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। সংবাদ পাইলাম তাঁহার কৃতীপুত্রগণ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের এই শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

এই সঙ্গে অতীব দুঃখের সহিত আর একটি মর্ম্মান্তিক শোকের সংবাদ দিতে হইতেছে। পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র মণীন্দ্র নাথ দত্ত নিউমোনিয়া রোগে গত কল্য রবিবার অপরাহ্নে ইহলোক ত্যাগকরিয়াছেন। মণীন্দ্র নাথের ন্যায় শিষ্ট, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র যুবক আজকাল বড় দেখা যায় না। বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্র হারাইয়া নারায়ণ বাবু যে কি গভীর শোক পাইলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানিনা। ভগবান তাঁহার এই শোকে শান্তি দান করুন।

প্রেরিত পত্র।

(প্রেরিত পত্রাদির মতামত কেহ যেন সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন।)

"সাহিত্য মন্দির"
পুরুলিয়া।
১২ই পৌষ ১৩৩২।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার গত সপ্তাহের "মুক্তি" পত্রিকার ১ম সংখ্যা খানি পাইয়া আমরা অতীব প্রীত হইলাম। উক্ত পত্রিকা খানি জ্ঞানপ্রদ ও ভাবময় হইয়াছে এবং মনে হয় উহা এদেশের প্রকৃত অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে। ঈশ্বরের নিকট আমরা কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি যেন উক্ত "মুক্তি" পত্রিকা খানির শ্রীবৃদ্ধি হয়। আশা করি সাহিত্য মন্দিরের মহানুভব পাঠক ও অনুপাঠকবর্গ উক্ত "মুক্তি" পত্রিকার সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের ও দশের উপকার করুন। ইতি—

শ্রীসাধু চরণ সাও বি. এ,
সেক্রেটারী।

কানপুরে
জাতীয় মহাসভা।

সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর অভিভাষণে প্রস্তাবিত কার্য্যধারা।

"স্বাধীনতার যুদ্ধে ভয়ই একমাত্র অমার্জ্জনীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নৈরাশ্যই একমাত্র অমার্জ্জনীয় পাপ।"

ভারতের রাষ্ট্রীয় অধীনতার বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তি লাভের নিমিত্ত আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিপথগামী শক্তি গুলির সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বিধান করা এবং তাহা সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই প্রচেষ্টার সহায়করূপে ইহার পরিপোষক দেশের সমাজ, শিল্প, অর্থনীতি ও বিদ্যাসম্পর্কীয় উন্নতি সাধন করা এবং ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া আধুনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসারে কার্য্যতালিকা গঠন করা প্রয়োজন। এই মূল ধারণানুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে জাতীয় মহাসমিতিতে জনসাধারণের প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যবিভাগ সৃষ্টি করিয়া উহার ভার পৃথক ভাবে বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর সঙ্ঘের উপরে দিতে হইবে। প্রধান বিভাগগুলি সংখ্যায় খুব কম হইলেও তাহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যাপারের কার্য্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। করণীয় বিষয় গুলি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইলঃ—

১। দেশবন্ধুর প্রবর্ত্তিত আদর্শ অনুসারে পল্লীসংগঠন কার্য্য সর্ব্ব প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে একদল আত্মনির্ভরশীল স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী দেশের আতিথ্য-পরায়ণ গৃহস্থদের উপর নির্ভর করিয়া সাধনার প্রতীকরূপে চরকা ও লাঙ্গল বহনপূর্ব্বক দেশের দুঃস্থ কৃষকদিগকে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা করিবে।

২। জনাকীর্ণ শিল্পপ্রধান নগরগুলির শ্রমজীবি সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ, দারিদ্র্য ও নৈতিক অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। তজ্জন্য অর্থাধিপতি ও শ্রমিকদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদের জন্য উত্তম বাসগৃহ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। পাশ্চাত্য তরুণ জাতি সমূহের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য এবং সমাজগঠনপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীনতা হইতে দেশের জ্ঞানান্বেষী ছাত্রবৃন্দকে মুক্ত করিতে হইবে।

৪। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধবিদ্যা জাতীয়শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। স্কীন কমিশনে যাহাই স্থির করুক না কেন, বর্ত্তমান জাতীয় সেবক সঙ্ঘগুলিকে আশ্রয় করিয়া জাতীয় সৈনিকদল গঠন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিদেশীয় আক্রমণ বা অভিযান হইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত জলযুদ্ধ ও আকাশযুদ্ধ বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে।

৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য স্থানে যে সকল ভারতবাসী অন্ন সংস্থানের নিমিত্ত বাস করিতেছে তাহাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার যাহাতে না হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই কার্য্যের ভার এমন একদল লোকের উপর থাকা আবশ্যক যাহারা ঐ সকল দেশের সমস্ত বিধি ব্যবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৬। জনসাধারণের ভিতর রাজনীতি-শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত কংগ্রেসের অধীনে একটা প্রচার বিভাগ সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশীয় অথবা ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত দেশের সংবাদপত্রসমূহ এই প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিবে। ভারতের সহিত অন্যান্য জাতির সৌহার্দ্দমূলক সম্বন্ধ বজায় রাখিবার নিমিত্ত একটা বিদেশীয় প্রচার বিভাগ রাখিতে হইবে।

৭। হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত দেশহিতৈষী নেতৃবর্গের সম্মিলিত একটী সমিতির উপর উভয়ের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিবার ভার দিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি উদারতা ও ভ্রাতৃভাবের অনুশীলনই মিলনের ভিত্তি।

৮। দেশীয় রাজন্যবর্গের অধীনস্থ রাজ্যগুলির আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিলেও তাহাদের সহিত সহানুভূতিমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

৯। ভারতের প্রান্তস্থিত যে সকল প্রদেশে এখনও সামরিক আইনানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে সেই সকল স্থানে যাহাতে ঐরূপ স্বেচ্ছাচার রহিত হয় তজ্জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে হইবে।

সত্বর স্বরাজলাভই জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপেই উপরোক্ত কার্য্য পদ্ধতি দেওয়া হইল। এখনও কংগ্রেসে এক শ্রেণীর কর্ম্মী আছেন যাঁহারা অসহযোগকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন এবং মহাত্মা গান্ধীর উন্নত আদর্শকে অবলম্বন করিয়া চরকার বাণী প্রচার করা এবং অস্পৃশ্যতা দূর করাই জীবনের ব্রত করিয়াছেন। কিন্তু স্বরাজ্যদলই বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসে তাহাদের কৃতকার্য্যতা ও সঙ্ঘবদ্ধশক্তির পরিচয় দিয়া আমলাতন্ত্রের সহিত বিরোধ করিতেছে। দেশের অন্যান্য সকল দলের এখন এই একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কংগ্রেসে যোগদান করিয়া একদলভুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমার মনে হয় ঔপনিবেশিক আদর্শে স্বায়ত্ত শাসনের যে পাণ্ডুলিপি পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে তদনুযায়ী সংস্কার করিতে আগামী বসন্তকালীন বৈঠকে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট যদি

রাজী হন, ভালই, নচেৎ কৈলাস হইতে কন্যা-কুমারি এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এমন এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার প্রভাবে সমগ্র ভারতের সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হইবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এক অক্ষয় শান্তিরাজ্যের অধিকারী হইবে। স্বাধীনতার যুদ্ধে ভয়ই একমাত্র অমার্জ্জনীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং নৈরাশ্যই একমাত্র অমার্জ্জনীয় পাপ।

আরাধনা।

অনুক্রমণিকা।

আগে শুনেছিলাম "মুক্তি" প্রকাশিত হবে। সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ নিবারণ বাবু, এই সাপ্তাহিক কাগজ খানিতে ধর্ম্ম-বিষয়ের জন্য একটা কলম আলাদা থাকবে, তাইতে আমাকে কিছু কিছু লিখতে অনুরোধ করায় শ্রীশ্রীস্বামীজির কথা খড়ে শুনে ভেবে যেমন বুঝেছি লিখতে চেষ্টা ক'রছি। তাঁর কথা ঠেলতে পারলাম না। পূজ্য পাঠক পাঠিকাগণ আমার ভ্রম প্রমাদ ত্রুটী মার্জ্জনা ক'রবেন।

আমাদের দেশের আদর্শ ভাব।

সহরে গিয়ে দেখলুম "মুক্তি" প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় অক্ষরে উপরে লেখা রয়েছে "মুক্তি"; দেখে মনে একটা কেন কি জানি অপূর্ব্ব উল্লাস জেগে উঠে হৃদয়টাকে তোলপাড় ক'রে ফেললে, খানিক স্থির হয়ে ব'সে পড়লুম আর তার সঙ্গেই মনে মুক্তি এই বিষয়টী নিয়ে নানা চিন্তার একটা ধারা, গোমুখী থেকে গঙ্গা বেরিয়ে যেমন ক্রমশঃ প্রবল প্রবলতর বেগে নিজ আয়তন বৃদ্ধি ক'রতে ক'রতে বিশাল হ'য়ে অদূরে সমুদ্র দেখে আনন্দে বিভোর হ'য়ে উত্তাল তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে তাণ্ডব নৃত্য ক'রতে ক'রতে, যে সমুদ্রের অঙ্গে আরও কত কত নদী নিজের বলতে যা কিছু তনু, মন, জীবন, যৌবন যথা সর্ব্বস্ব ঢেলে দিয়েছে সেই অসীম সমুদ্রকে আলিঙ্গন ক'রে নিজেকে ভুলে যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি একটি ভাবের ধারা "মুক্তি" এই শব্দটী থেকে বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে কথাটির ব্যাপ্তি বেড়ে বেড়ে শেষে এক অসীম অমৃতের পাথারের আভাস মাত্র, অতি দূরে থেকে দেখলে যেমন কোনও বস্তুকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমনি অনুভব হ'ল।

আমার এ সমুদ্র লবণ সমুদ্র নয়, সেখানে বড় বড় কামান, সৈনিক বুকে ক'রে নিয়ে, জড়বাদী ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যের অতি ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর, ঘৃণ্য পশুবলের পরিচায়ক, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা প্রভৃতি আসুরী প্রকৃতির নিদর্শন স্বরূপ, একটা সাপ যেমন একটা ভেককে গিলেছে, তথাপি ভেকটা যেমন সম্মুখের আর একটা পোকা খাবার জন্য মুখব্যাদান করে, সেইরূপ পৃথিবী গ্রাস ক'রবার, বৃথা দম্ভ, অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, কতকগুলো নৌ বহর ভাসছে। আমার এ সেই দেশ যে দেশের তেত্রিশ কোটী অধিবাসী আমার আরাধ্য তেত্রিশ কোটী দেবতা। আমার এ সেই সমুদ্র, যাকে অসুর একধারে ও আমরা তেত্রিশ কোটী দেব একধারে মিলে মন্থনে লক্ষ্মী, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত আর সুধা উঠে, স্বয়ং ঈশ্বর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অসুরদের বঞ্চিত ক'রে আমাদিগকে সেই সুধা বেঁটে দেন। আবার যখন মোহ বশতঃ কামনা প্রযুক্ত অযথাভাবে মন্থনে বিশ্বনাশী বিষ ওঠে, তখন যেখানে মৃত্যুঞ্জয় শিব সশরীরে এসে সেই বিষ গ্রাস করে বিশ্বকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেন। আমার এ সেই দেশের সেই সমুদ্র; এ সমুদ্রে ভাসছে আত্মবাদী নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব ঋষি অবতারগণের "বেদ জাহাজ," এ জাহাজে মানুষ মারা কল নাই, আছে অমরত্বের কৈবল্যের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান নাশ ক'রবার নানা পন্থা, নানা ভাব, নানা সাধন প্রণালী, নানা তন্ত্র মন্ত্র; এখানে ঈর্ষা নাই, আছে সাম্য; এখানে দ্বেষ নাই, আছে বিশ্বপ্রেম; হিংসা নাই, আছে অহিংসা; তৃষ্ণা নাই, আছে শান্তি। এ নিজের ক্ষুধা শান্তির জন্য বিশ্বকে গ্রাস করতে চায় না, চায় নিজের গায়ের মাংস, যথা সর্ব্বস্ব, তনু মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বের ক্ষুধার, নিজের বক্ষঃশোণিত দিয়ে বিশ্বের তৃষ্ণার শান্তি ক'রতে; বিশ্বকে পদদলিত ক'রতে নয়, প্রাণের অভীষ্ট দেবতা বলে পূজা ক'রতে, শেকল পরিয়ে বাঁধ্‌তে নয়, মোহের শেকল খুলে দিয়ে মুক্ত ক'রতে; এ অহঙ্কার পশুত্বের, আসুরিক বলের অহঙ্কার নয়, এ অহঙ্কার দেহ-মন-বুদ্ধি-অহং-উপাধি-শূন্য শিবত্বের অহঙ্কার।

পাশ্চাত্যের লক্ষ্য সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব, আর আমাদের লক্ষ্য এই সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব, এই দুইটি তুলনা ক'রে পাশাপাশি দেখলাম, হাসি পেলে। যদিও আপাত দৃষ্টে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা স্থূল চক্ষে দেখ্‌লে মরণের ছায়া দেখায় বটে, কিন্তু একটু আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে অতীত ইতিহাসের পর্য্যালোচনা ক'রে দেখ্‌লে মরণ কথাটা শুনলে একটা উপহাসের হাসি আসে, আমরা ম'রব এটা একেবারেই মনে যেন নিতে চায় না। কেও হয়ত ভাববেন বড়ই স্পর্দ্ধার কথা, যে যা ভাবুন, কিন্তু তবুও ঐরূপ মনে হয়, হয়ত কি করব, উপায় নাই। পাঠক ছোট ভাইটী ভেবে, পাঠিকা ছোট কোলের শিশু ছেলেটী ভেবে, ভালবাসার চক্ষে, স্নেহের চক্ষে দেখে মার্জ্জনা করুন।

(ক্রমশঃ

স্বামী তপানন্দ

বাজার দর।

(পুরুলিয়া)

গিনি ভিক্টোরিয়া —		১৩৷৷০ টাকা
সোণা চিনাপাত — ভরি		২১৷৷০ ,,
রূপা ১০০ ভরি —		৭৩৲ ,,
		মন প্রতি
দেশী নূতন চাল—রাশি —		৫।৴০ টাকা
ঐ মাঝারি —		৫৷৷৵০ ,,
ঐ সাফি —		৫৸০—৫৸৵০ টাকা।
ঐ কলম কাটি —		৬।০ টাকা।
ঐ পুরাতন—		৭৷৷০ টাকা।
ধান —		৩৵০ টাকা।
বিরি কলাই —		৫৷৷০ টাকা।
অরহর ডাল —	১নং	৭৷৷০ টাকা।
ঐ	১নং	৭৵০ টাকা।
মুসুরীর ডাল —		৭৷৷৴০ টাকা।
খেসারী —		৪৸০ টাকা।
বুটের ডাল —		৬।০ টাকা।
মুগের ডাল —		৮৷৷০ টাকা।
বুট (ছোলা) —		৪৸৵০ টাকা।
আটা হলমি —	বস্তা	১৬৲ টাকা।
রুপের ময়দা —	বস্তা	১৭৸৴০ টাকা।
ঘি ঘণ্টুর ১নং—	মণ	৭৪৲ টাকা।
সরিষার তৈল (কলের)	১নং	২৪৷৷০ টাকা।
,,	২নং	২২৷৷০ টাকা।
চিনি সাদা জাভা —	মণ	১১।৴০ টাকা।
দেশী কাণপুরী —		১৪৷৷০ টাকা।

সূতার দর...

হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা	১২৷৷ নং	৮৵০ টাকা।
,, ,,	১০৷৷ নং	৮৻১০ টাকা।
,, গোপাল মার্কা	১২৷৷ নং	৮৲ টাকা।
,, ,,	২১৷৷ নং	৭৸৵০ টাকা।
কাঁচা কয়লা —	মণ	।০ আনা

গালার দর—

টিয়েন —	৮৮৲
নাম্বার ওয়ান—	৯২৲
সুপারি ফাইন —	১০৭৲

লাহার দর...

কুকি —	৪২৲
বৈশাখি —	৫৫৲
কুসমি —	৬০৲
আরি —	৩৭৲

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

২। "মুক্তি" প্রতি সপ্তাহে সোমবারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ সময় মত কাগজ না পাইলে প্রথমে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদের জানাইবেন। নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। অল্প দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে করাই ভাল। অর্থাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। গ্রাহকের নাম, পোষ্টাফিস, গ্রাম ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

৪। যাঁহারা সংবাদ অথবা প্রবন্ধাদি পাঠাইতে চান তাঁহারা কাগজের এক পৃষ্ঠায় খুব পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "মুক্তির" সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। সঙ্গে ডাক টিকিট না দিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না।

৫। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন। ... ...

... কর্ম্মকর্ত্তা "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজি, মটকা, [illegible] ও বিক্রি
সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর,
মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়,
সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মানভুম সাইকেল ওয়ার্কস

পুরুলিয়া

এখানে সকল প্রকারের গ্রামোফোন ষ্টোভ ও সাইকেল মেরামত হইয়া থাকে। এবং নূতন সাইকেল ও সাইকেলের সরঞ্জামাদি সুলভ মুল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিবেদক—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ নাগ।
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাগ।

নাগ ব্রদর্স।

পুরুলিয়া (মানভুম) বি,এন্, আর।

এখানে গ্যাস লাইট, পাম্প লাইট প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ ও ভাড়া দিবার জন্য রাখা হয়। প্রয়োজন হইলে বিবাহের শোভাযাত্রার উপযোগী আলো বাজনা ও অন্যান্য উপকরণের বন্দোবস্ত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মোটর সার্ভিস্

এস, বি, এণ্ড কোং।

পুরুলিয়া—কাশীপুর—সার্ভিস্।

(ভাড়া—রঘুনাথপুর আদ্রা।)

পুরুলিয়া··· প্রাতে ৮টায় ছাড়ে···
আদ্রা ··· ১০টায় পৌছে ···
কাশীপুর ··· ১১টায় পৌছে ও বৈকালে ৪॥০টায় ছাড়ে।
রাত্রি ৮টায় পুরুলিয়া পৌছে।

এফ্, বি, এণ্ড কোং।

মানবাজার সার্ভিস্।

(ভাড়া—কেন্দা।)

পুরুলিয়া হইতে ছাড়ে ... ... বৈকাল ৪টা
মানবাজার পৌছে ... ... রাত্রি ৭টা
মানবাজার ছাড়ে ... ... বেলা ১১টা
পুরুলিয়া পৌছে ... ... বৈকাল ৩টা।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে)

খাঁটী ও উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি কিনিতে হইলে একবার উক্ত দোকানে আসুন। মিঠাই এর শ্রেষ্ঠতা একবার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন। দরও সস্তা

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার
অক্ষয় কবচ।

(বসন্ত রোগের স্বপ্ন প্রাপ্ত কবচ)

এই কবচ ধারণ করিয়া মাতার কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যে এই উৎকট ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন। এই কবচ ধারণ করিয়া বহু গুণী মানী ব্যক্তি আমাদের প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। মায়ের পূজার নিমিত্ত ।/৫ আনা মাত্র গ্রহণে এই অক্ষয় শীতলা কবচ বিতরণ করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য আমরা বংশানুক্রমে শীতলা মাতার সেবাইত এবং বসন্ত রোগের চিকিৎসক।

কবচ ধারণের নিয়ম—লালসূতা দিয়া পুরুষগণ দক্ষিণ হস্তে, স্ত্রীলোকগণ বাম হস্তে এবং ছোট ছেলেমেয়েগণ গলদেশে ধারণ করিবেন। বসন্তের সময় মৎস্য মাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—
শ্রীকামাখ্যা চরণ আচার্য্য।
পুরুলিয়া নীলকুঠীডাঙ্গা
জেলা মানভুম।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

ভাস্কর তৈল।

সর্ব্বপ্রকার খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল পাওয়া যায়। এমন ঘা নাই যাহা এই তৈল ব্যবহারে আরোগ্য না হয়। প্রধানতঃ মাথার খুসকি উঠা, নানা প্রকার দদ্রু ও কাউর ঘা, নালিঘা, বহুকালের পচাঘা প্রভৃতি এই তৈল ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য হয়। ইহাতে পারদ আদি নাই। ইহার ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহা বহুদিন হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। অনেক লোক আরোগ্য হইয়া ইহার অজস্র প্রশংসা করিতেছেন। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মূল্য প্রত্যেক এক আউন্স শিশি (অর্দ্ধ ছটাক) ।০ আনা
প্রত্যেক দুই আউন্স শিশি (এক ছটাক) ॥০ আনা
প্রত্যেক চারি আউন্স শিশি (দুই ছটাক) ১ টাকা
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ভিঃ পিঃ তে এক টাকার কম পাঠান হয় না।

আচারিয়া এণ্ড সন্স।
নীলকুঠি, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্।

ফিরে এস।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার। ২০শে পৌষ ১৩৩২, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৬ | ৩য় সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড্।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।
এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।/০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১ মানিকগঞ্জ) ১২, কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।
বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

---:o:---

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি থান ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন।

বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

দেশবন্ধু প্রেস

পুরুলিয়া

এই প্রেসে যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে।
চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মুক্তি।

"উঠ আজি দীন লাঞ্ছিত দুঃখী
অবসান দুঃখ-সর্ব্বরী;
উদয় অচলে নব প্রাণবাহী
ভাতিছে কিরণ সবিতৃ"।

সন ১৩৩২ সাল ২০শে পৌষ। সোমবার।

ফিরে এস।

ভাই গ্রামবাসী, কোথায় কোন দিকে ছুটে চলেছ, লক্ষ্য আছে কি ? কিসের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, কিসের আশায় লুব্ধ হ'য়ে, কিসের টানে আকৃষ্ট হ'য়ে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কোন পথে ধাবিত হচ্ছ, দিশে আছে কি ? গৃহ-সংসার সব তুচ্ছ ক'রে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজ নীতি সব ছারখার ক'রে, কি সুখের লালসায় মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত অবিশ্রান্ত গতিতে দৌড়ে যাচ্ছ, একবার ভেবে দেখেছ কি ? প্রাণের ভিতর বেদনা ল'য়ে শরীরে ব্যাধির জ্বালা ল'য়ে, মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা ল'য়ে কিসের সন্ধানে অনাশ্রিত কাঙ্গালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ ভাই ? কিসের অভাব তোমার ?

তোমারই উর্ব্বর ক্ষেতগুলি তোমার খাদ্য যোগাচ্ছে, তোমারই গোয়ালের গরুগুলি না খেতে পেয়েও তোমার লাঙ্গল টান্‌ছে, তোমারই গ্রামের কামার, কুমার তোমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি গ'ড়ে দিচ্ছে, পাড়ার কলু তেল যোগাচ্ছে, তাঁতি জোলা সব কাপড় বুনে দিচ্ছে, আত্মীয় কুটুম্বের স্নেহ তোমাকে ঘিরে রেখেছে, তবে কেন বৃথা অসন্তোষের বোঝা বহন ক'রে অলীক সুখের তীব্র লালসায় এদিক্ ওদিক ছুটোছুটি কচ্ছ, অতৃপ্ত নয়নে বাহিরের দিকে তাকিয়ে আছ ? বাহুতে তোমার শক্তি আছে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রবার সহিষ্ণুতা তোমার হৃদয়ে আছে, মস্তিষ্কে তোমার কর্ত্তব্য সাধনের বুদ্ধি আছে, তবুও কেন সম্বলশূন্য পোষ্যের মত শত অপমান, শত অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য ক'রে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছ ? মহাজনের নালিশের ভয়, কাপড়ওয়ালার তাগাদার ভয়, বিনা অপরাধে দণ্ডের ভয় তোমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে ! একি বিষম প্রহেলিকা, একি বিষম বুদ্ধিভ্রম ! হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে শস্যগুলি উৎপন্ন ক'রে, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ক'রে আহারের সম্বল পরের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ কচ্ছ, একি তোমার বিপরীত বুদ্ধি ! আগুনের রূপে আকৃষ্ট পতঙ্গের মত বিদেশী বস্ত্রের রংচঙে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে "মায়ের দেওয়া" লক্ষ্মীমন্ত ধুতি শাড়ী ছেড়ে দিয়ে মায়ের বোনের লজ্জা রক্ষার ভারটা পরের হাতে সঁপে দিয়ে অবিরাম গতিতে ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছ, একি তোমার দৃষ্টিভ্রম ! পূর্ব্বপুরুষের তপস্যালব্ধ জ্ঞানধর্ম্মের আদর্শ ছেড়ে পিতা মাতা বাড়ী ঘরের নাম ভুলান মোহিনী বিদ্যার অনুশীলন ক'রে ঘরের ছেলেগুলি যাতে পরের হ'য়ে তোমারই প্রাণ ধারণের সম্বলগুলি লুটে নিয়ে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে পারে তুমিই তার পরিপাটী ব্যবস্থা কচ্ছ একি অদ্ভুত প্রহসন চল্‌ছে ! বিদেশী শাসন বিদেশী সভ্যতা, বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী পোষাক, বিদেশী রীতি-নীতি, বিদেশী হাব-ভাব কুহকিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অলক্ষিত ভাবে তোমাকে বিলাস লালসার পথটি দিয়ে কোন্ সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে, বুঝেছ কি ? তোমার ধর্ম্ম গেছে, কর্ম্ম গেছে, নীতি গেছে, সমাজ গেছে, উদরান্নেরও সংস্থান হচ্ছে না, তবুও তুমি এই কুহকের পথেই চল্‌তে থাক্‌বে—অবিরাম গতিতে চল্‌তেই থাক্‌বে, পরিণামের দিকে লক্ষ্যই করবে না ? নিজের ধ্বংস নিজেই আন্‌বে ? তুমি অথই জলে প'ড়ে হাবু-ডাবু খাবে আর জগতের লোক সব তীরে দাঁড়িয়ে দেখবে, তোমার ন্যাকামি দেখে হাস্‌বে, তোমার দুর্দ্দশা দেখে হাততালি দিবে, আবার মৃত্যুর পরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নির্ম্মমভাষায় তোমার ধ্বংসের কাহিনী লিখে রাখবে ? না, না, তা কিছুতেই হ'তে পারবে না, গতি তোমার ফিরাতেই হবে, বাহির ছেড়ে ঘরে আস্‌তেই হবে, কুহকের মোহ কাটাতেই হবে; ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মানুষ হ'য়ে বাঁচতেই হবে। অমৃতের সন্তান তুমি, তোমার মৃত্যু কি সম্ভবে ?

ভাই, ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি যে ভারতবাসী ? ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি যে বেদপ্রতিষ্ঠিত দেশের অধিবাসী ? ভুলে যাচ্ছ কেন যুগে যুগে কত কত মহাপুরুষ তোমারই দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমারই মত বিপথগামী তাঁদের ছোট ছোট ভাই গুলিকে হাতে ধ'রে সুপথে এনে মৃত্যুর হাত হ'তে, চির ধ্বংসের কবল হ'তে রক্ষা করেছেন ? ভাই, ভুলে যাচ্ছ কেন, আজও সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক অদ্ভুত তপস্বী তোমারই কল্যাণের জন্য, তোমারই উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে কৌপীনসম্বল বৈরাগ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র বিচরণ ক'রে ব্যাকুলকণ্ঠে ডেকে বল্‌ছেন "যে পথে চলেছ ভাই, ও পথে গেলে মরণ নিশ্চিত, ফিরে এস ভাই, ফিরে এস; বাহিরের পথ হ'তে ভিতরের পথে প্রবৃত্তির পথ হ'তে নিবৃত্তির পথে, ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য পথ হ'তে ত্যাগমূলক প্রাচ্যের পথে, মৃত্যুর পথ হ'তে অমৃতত্বের পথে ফিরে এস, এখনও সময় আছে, ফিরে এস; সম্মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, চির ধ্বংসের আবর্ত্তময় নদীগর্ভে পতিত হ'লে সলিল সমাধিই তোমার পরিণাম, আর এক পা অগ্রসর হ'লেই চির-

বিস্মৃতি তোমার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হবে। তাই কাতর কণ্ঠে বলছি, ফিরে এস; ভাই তোমরা, তাই স্নেহের অধিকার দাবী ক'রে বলছি ফিরে এস"।

আফিমের নেশায় হতজ্ঞান দুর্ভাগার মত নিমিলিত নেত্রে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হ'তে আর যে তুমি পারবে না, পথ যে তোমার রুদ্ধ হয়েছে; ধাক্কার পরে ধাক্কা খেয়ে চোখ দুটি তোমার খুলতেই হবে! ঐ শোন, সেই প্রেমমূর্ত্তি মহাপুরুষের সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগ্রত হ'য়ে, মায়াবিনীর মনুষ্যত্বনাশক কুহকের জাল ছিন্ন ক'রে, তোমারই দেশের শত শত ভাই ভ্রমপ্রমাদ সব বুঝতে পেরে আনন্দ কোলাহলে দিক্ দিগন্ত মুখরিত ক'রে, ফিরে চলেছে তাদের বাড়ীর দিকে। ছুটেছিল তারা বিদেশীর আলেয়ার পিছন পিছন, অভিজ্ঞ পথিকের সতর্ক বাণী শুনে ফিরে এসেছে তারা স্বদেশী ভাবের ধ্রুবনক্ষত্র লক্ষ্য ক'রে। বিপথযাত্রী সব ভাইকে তারা জোড়হাত ক'রে বিনীত কণ্ঠে ভ্রাতৃস্নেহের আবদারের সুরে ব'লে ব'লে যাচ্ছে, "ফিরে এস, ভাই ফিরে এস"। তাদের কথা তোমার মানতেই হবে, তারা যে বড়ই নাছোড়বন্দা। তাদের পাঁজরের অস্থির বেড়া ভেঙ্গে ভাই, কোন্ প্রাণে তুমি বিদেশীর পথে এগিয়ে যাবে, তাদের বুকের রক্তে গড়া নদীপ্রবাহ তোমার পথটিকে যে ভাই আটক করেছে; ফিরতেই হবে ভাই ফিরতেই হবে।

পল্লীধ্বংসের নূতন প্রস্তাব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনিস্টিটিউটে বক্তৃতা কালে তাঁহার দীর্ঘকাল পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানের অভিজ্ঞতার ফলে ভারতের গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে ছোট ছোট সহরে পরিণত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গ্রামের কৃষকগণ ঐ সকল সহরে স্থাপিত কলকারখানায় কাজ করিয়া বেশী পয়সা রোজগার করিতে পারিলে তাহাদের জীবন সুখময় হইবে—ইহাই তাঁহার ধারণা। পাশ্চাত্য দেশের কলকারখানায় যে সকল মুটে মজুর কায করে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভারতের কৃষিজীবি শ্রমিকদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত—ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াই অধ্যাপক মহাশয়ের ভারতে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক আদর্শ স্থাপনের ইচ্ছা হইয়াছে। কলকারখানার কাজ করিয়া মানুষের জীবনটাও যে একঘেয়ে খাটুনির চাপে বৈচিত্র্যহীন হইয়া যায় এবং তাহার ফলে, প্রাণটাকে রসপূর্ণ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত নানাবিধ নীতি বিগর্হিত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হয়—সেই দিক্‌টা চিন্তাশীল সরকার মহাশয় ভাবিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে জামসেদপুরের লোহার কারখানার ও ঝরিয়ার কয়লার খনিতে শ্রমিকজীবন দেখিয়া আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে মনে হয়, মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পয়সা রোজগারই উন্নতির লক্ষণ নয়।

—০—

চালের কল—কলকারখানার প্রাচুর্য্যে ধনী মহাজনের অর্থোপায়ের সুবিধা হইলেও একশ্রেণীর লোক যে কাজের অভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অর্থনৈতিক গবেষণার আবশ্যক নাই। সম্প্রতি মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর—এই তিন জেলায় দ্রুতবেগে যে ধান ভানিবার কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তৎসঙ্গে গ্রামের যে সকল গরীব স্ত্রীলোক ধান ভানিয়া জীবিকার্জ্জন করিত তাহাদের দুর্দ্দশার সৃষ্টিই সাক্ষাৎভাবে উক্ত সত্য প্রমাণিত করিতেছে। অর্থ-দেবতার উপাসনার যুগে কত গরীব দুঃখী যে বলির পাত্র হইয়া হাড়িকাঠে প্রাণ হারাইবে তাহা কে বলিতে পারে? শুধু কতগুলি অনাশ্রিত লোকের রক্তপানেই এই বুভুক্ষিত দেবতার তৃপ্তি হয় নাই, যাহারা পেটের দায়ে ঐ কল গুলিতে খাটিতে আসে তাহাদের নৈতিক জীবনে বিষ প্রয়োগ করিয়া লীলাবৈচিত্র্য দেখাইবার নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ আছে। এই সকল কল সংলগ্ন বস্তিগুলিতে যে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা অবাধে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইলে, ছোট ছোট সহরগুলির সামাজিক জীবন যে কি বীভৎস হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

—০—

বিলাতী খেলনা—অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া সংযমী হইতে হইলেও, অনেকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভোগের ভিতর দিয়া মনের সুপ্ত বিলাসবাসনাগুলির তৃপ্তিসাধন করিয়া লইতে চাহেন। দরিদ্র পিতা-মাতা অতিকষ্টে দিনযাপন করিয়াও, শিশু সন্তানগুলির জন্য দামী বিদেশী খেলনা না কিনিয়া দিয়া পারেন না। শিশু গুলির আব্‌দারই কি এইরূপ অসঙ্গত ব্যয়ের একমাত্র কারণ? ইং ১৯২১-২২ সনে আমাদের দেশে বিদেশী খেলনা আমদানি হইয়াছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের। চোখ ভুলান, রংচঙ্গে খেলনার জন্য এতগুলি টাকা বিদেশীর হাতে তুলিয়া না দিলে কি শিশুগুলি বাঁচিত না? যে দেশের অধিকাংশ লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের একি খেলা? দেশী খেলনা কি পাওয়া যায় না?

—০—

যুদ্ধ ও শান্তি—একজন লেখক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর অতীত যুগ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩,৩৫৭ বৎসরের মধ্যে কেবল ২২৭ বৎসর পৃথিবীতে শান্তি বিরাজমান ছিল, অবশিষ্ট ৩,১৩০ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের শান্তি বোধ হয় একদিনের জন্যও হয় নাই।......................আমাদের ধারণা ছিল বর্ত্তমাম যুগের সভ্যতার ইহাই চরম পরিণতি; এইরূপ ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই সম্ভবতঃ পৃথিবী উন্নতির চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইবে! কিন্তু তাহা নয়! জার্ম্মেনির সহিত যখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, বড় বড় ইংরাজ চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রমুখাৎ আমরা শুনিয়াছিলাম যে, এই যুদ্ধই পৃথিবীতে শেষ যুদ্ধ; পৃথিবীতে চিরশান্তি আনিবার জন্যই যুদ্ধের এইরূপ ভীষণ আয়োজন! যুদ্ধ শেষ হইল কিন্তু পৃথিবী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল। তারপর আন্তর্জাতিক মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইল; আমরা আবার শুনিলাম—যুদ্ধের শেষ এইবার হইবেই। বিরোধী জাতিসমূহের দ্বন্দ্বের মীমাংসা এই মহাসমিতির ধর্ম্মাধিকরণে সম্পন্ন হইবে, কামান বন্দুকের সাহায্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা আর করিতে হইবে না। আজ প্রায় ছয় বৎসরের উপর হইতে চলিল, এই মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; পৃথিবীতে শান্তি আসিয়াছে কি? যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের হ্রাস হইয়াছে কি? সম্প্রতি ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচীব চেম্বার্লেন সাহেব লোকার্নো হইতে বিজয় দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রচার করিলেন, লোকার্নো চুক্তির ফলে পৃথিবীতে আজ শান্তি ফিরিয়া আসিল; এ শান্তি আর ভাঙ্গিবে না। এই বিজয় দুন্দুভির প্রতিধ্বনি লুপ্ত না হইতেই, আমরা শুনিতে পাইলাম, তুরস্ক ও সোভিয়েট্ রাশিয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য একটী সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছে। মসুল লইয়া ইংলণ্ডের সহিত তুরস্কের দ্বন্দ্বের এখনও মীমাংসা হয় নাই; এই অবস্থায় রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে এই সন্ধি শান্তির পথে পৃথিবীকে কতটা অগ্রসর করিয়া দিবে—হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। এদিকে রীফ্ চীন প্রভৃতি স্থানে অশান্তির ছায়া লুপ্ত হইবার কোনই চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। জানি না, শান্তি আসিল কি করিয়া!

তবে "বীরভোগ্যা" বসুন্ধরাতে "শান্তির" অর্থ যদি ইহাই হয় যে পরাক্রমশালী জাতিগুলি পরস্পরের সহিত রফানামা করিয়া, দুর্ব্বল জাতিগুলির রক্তলেহন করিয়া সুখে দিন কাটাইবে—তবে সে শান্তি পৃথিবীতে আসিয়াছে, বহুদিন হইল আসিয়াছে এবং আরও কিছু কাল বিরাজমান থাকিবে।

—০—

লোকমত গঠনে মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

(প্রাপ্ত)

কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে অনেক স্থানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেসকর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। সরকারী আইন কর্ম্মীদের ক্ষমতা খুবই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও স্থানে স্থানে এই সব প্রতিষ্ঠান গুলির ভিতর দিয়া সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ প্রচেষ্টার মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন স্কুলগুলিতে চরকার প্রচলন উল্লেখযোগ্য। কোথাও কোথাও কংগ্রেস-অধিকৃত প্রতিষ্ঠান গুলিতে সরকারী কর্ম্মচারিগণের মোটর গাড়ীতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা, পুল প্রভৃতি নির্ম্মাণের দিকে অধিক দৃষ্টি না দিয়া, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার, জলকষ্ট নিবারণ, হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা—এই সব বিষয়েই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যাম্—ম্যাজিষ্ট্রেটের অন্যায় মতের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দাঁড়াইয়া, নির্ভীকভাবে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মিগণ অন্য সভ্যগণের চিন্তার স্রোত ফিরাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

গঠনমূলক কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়াই কংগ্রেস এই প্রতিষ্ঠান গুলি অধিকার করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। এখন আমাদের দেখিতে হইবে এই প্রতিষ্ঠান গুলি অধিকার করিবার ফলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল হইয়াছে। লোকমত গঠনই, জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা প্রদানই এই গঠনমূলক কার্য্যের প্রথম সোপান। ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সহরের স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের ভিতর দিয়া সুপ্ত, অসাড় জাতিটাকে জাগাইয়া তোলা—এই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। একদিক দিয়া আইন আদালত ও স্কুল কলেজ পরিহার দ্বারা যেমন দেশটাকে পরনির্ভরতা হইতে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইতেছিল, অন্যদিকে সেইরূপ আবার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠান গুলি

অধিকার করিয়া, নিজেদের কাজ নিজেরা করিবার—স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছিল। এই প্রতিষ্ঠান গুলি অধিকার করিবার প্রস্তাব গ্রহণ কালে কংগ্রেস নিশ্চয়ই একথা মনে করে নাই যে, জনকয়েক বুদ্ধিমান, শিক্ষিত কংগ্রেসকর্ম্মি সকলের হইয়া স্থানীয় ব্যাপার পরিচালনা করিবেন, আর অন্য সকলে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া তাহার ফল ভোগকরিবে। এইরূপ Trusteeship(রক্ষণাবেক্ষণের ভার) জন কয়েকের উপর ন্যস্ত করা—কংগ্রেসের মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল—জনসাধারণকে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যাপারে শিক্ষিত করা। উদ্দেশ্য ছিল—বুঝিয়া শুনিয়া সকলে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, এবং সকলের মতানুযায়ী কাজ প্রতিনিধিগণের দ্বারা করাইয়া লওয়া হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া গ্রামবাসিগণ অশিক্ষিত; তাহারা জানে না—কি তাহাদের কর্ত্তব্য, কি তাহাদের ন্যায্য অধিকার। এমন কি তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই জানে না যে, তাহারা যে সেস্ দেয়, তাহার পরিবর্ত্তে বহুবিধ সুখ সুবিধা তাহারা দাবী করিতে পারে। এইরূপ স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠান গুলিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের (কংগ্রেস কর্ম্মিগণের) দায়িত্ব অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপরই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

শুধু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্যে কয়েকটা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করলেই—এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে না। নির্ব্বাচনকালে ভোটারগণকে বুঝাইতে হইবে—এই নির্ব্বাচন ক্ষমতার তাৎপর্য্য কি, বুঝাইতে হইবে—এই ভোটের বলেই তাহারা উপযুক্ত লোককে নির্ব্বাচিত করিয়া, তাহারই সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া লইতে পারিবে এবং তাহাদেরই ইচ্ছানুসারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে চলিতে হইবে। নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেলেই যদি নির্ব্বাচত প্রতিনিধি নির্ব্বাচকগণের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, তবে সমস্ত ব্যাপারটাই প্রহসনে পরিণত হইবে। তাঁহার কর্ত্তব্য, সুবিধা পাইলেই, তাঁহার নির্ব্বাচকগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেক জটিল বিষয়ে পরামর্শ করা; যদি কোনও ব্যাপার অশিক্ষিত নির্ব্বাচকগণের বোধগম্য না হয়, তবে সেই বিষয় তাহাদিগকে সরলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহাদের মতামত লওয়া। হয়ত কোন ব্যাপারে, কোনও এক বিশেষ গ্রামের নির্ব্বাচকগণ অন্যায় দাবী করিয়া বসিল; সে স্থলে প্রতিনিধির উচিত হইবে, ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের দাবীর অন্যায্যতা বুঝাইয়া দেওয়া। সকল বিষয়েই এই অশিক্ষিত নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে ব্যাপকভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়াই হইবে প্রতিনিধির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টার ফলে নির্ব্বাচকগণ শীঘ্রই প্রত্যেক ব্যাপারেই নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে, ও নিজেদের দায়িত্ব ও অধিকারের সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। কংগ্রেস কর্ম্মিগণ এই অবস্থা আনিতে পারিলেই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে যে সব কংগ্রেস কর্ম্মী আছেন, তাঁহারা যদি সুযোগ পাইলেই নির্ব্বাচকগণের সহিত মিলিত হইয়া, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ব্যাপার তাহাদিগকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়া, সে বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন মত গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তবে আশা করা যায়, অচিরেই তাহারা নিজেদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইতে পারিবে। কংগ্রেসের প্রধান গঠনমূলক কার্য্য—লোকশিক্ষা—লোকমত গঠন—এই কংগ্রেসকর্ম্মিগণের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের এই দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলেই, জাতির সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠিবে।

স্থানীয় সংবাদ।

সহরে চুরি—

কয়েক দিন পূর্ব্বে চুলমী নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে অসমসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পুরাদস্তুর জুলুম করিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যে সহরে একাধিক চুরি হইয়া গেল। ধীরে ধীরে চোরের দল দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে—ইহা নিবারণের উপায় কি?

মোটর দুর্ঘটনা—

এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দুইটী মোটর দুর্ঘটনার খোবর পাওয়া গিয়াছে। ঝালিদা হইতে পুরুলিয়া আসিবার পথে একখানা মোটড় গাড়ী একটী অল্পবয়স্ক মেয়েকে ভীষণভাবে আহত করিয়াছে। মেয়েটী এখনও হাঁসপাতালে আছে।

জজ সাহেবের বাংলার অনতিদূরে রাঁচিরোডে একখানা গো-গাড়ীর সহিত এক মোটর লরীর সংঘর্ষের ফলে গরু দুইটী ভীষণভাবে আহত হইয়াছে, বাঁচে কি-না সন্দেহ।

রাস্তায় ধুলা—

সহরের রাস্তাগুলিতে যে রকম ধুলা হইয়াছে, তাহাতে সহরবাসীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। বর্ষার পর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তাগুলিতে মাটি বিছাইবার ফলেই এত বেশী ধুলা হয়। এই রাস্তাগুলির উপর দিয়া যখন মোটরগাড়ী এবং লরী চলে, তখন পথিকদের মনে হয় যেন তাহারা সাহারা মরুভূমির বালির ঝড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। নানাকারণে গরীবদের প্রাণ দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে।

আবার, মোটর গাড়ীগুলি ধীরে চলিলে পথিকদের অসুবিধা একটু কম হয়। কিন্তু বিশেষ করিয়া, কয়েকখানা মোটরগাড়ীর গতি নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় যেন তাহারা রেস্ দিতেছে। পথিকদের সুবিধা, অসুবিধা অথবা বিপদ আপদের প্রতি নজর দিবার প্রয়োজন মোটর চালকগণের মনে আসে না। তাহারা যে অনেক উচ্চস্তরের জীব!

সহরে বসন্ত—

সহরে এখন হইতেই বসন্ত দেখা দিয়াছে। নানা দিক হইতে বসন্তের খবর পাওয়া যাইতেছে। এখন হইতেই বসন্ত আরম্ভ হইল, ফাল্গুন চৈত্র মাসে সহরের অবস্থা কিরূপ হইবে কে বলিতে পারে? মিউনিসিপ্যালিটির এখন হইতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

রেলগাড়ীর যাতায়াতের সময়—

আদ্রা ও পুরুলিয়ার মধ্যে যে সকল রেলগাড়ী গুলি যাতায়াত করে সাধারণের সুবিধার প্রতি নজর রাখিয়া তাহাদের টাইমিং ঠিক করা কি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একেবারেই অসম্ভব ছিল? আসানসোল হইতে পুরুলিয়া পঞ্চাশ মাইলের পথ। কিন্তু অপরাহ্ণ ৩ টার সময় আসানসোলে গাড়ীতে উঠিলে পুরুলিয়া আসিয়া পৌঁছিতে হয় রাত্রি সাড়ে এগারটায়। আদ্রাতে আসিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয়। আদ্রার ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের বাবুরা কি সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিতে পারেননা?

আদ্রা ষ্টেশনে জলখাবার—

আদ্রা ষ্টেসনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য যে জলখাবারের দোকান আছে তাহাতে খাদ্য বলিয়া যে অখাদ্য গুলি বিক্রয় হয় সেগুলির আস্বাদ ও যেমন মধুর, মূল্য ও সেইপরিমাণে উৎকট। বাধ্য হইয়া যাত্রিগণের এই জিনিষগুলি কিনিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। রেলওয়ের আইনে আছে, ষ্টেসনের মধ্যে অখাদ্য জিনিষ বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবেনা। তবে এইরূপ হয় কি করিয়া?

ঝালদা তাম্বুলি সম্মেলন—

বিগত ১৭ই পৌষ শুক্রবার শ্রীযুক্ত উমাচরণ পাল মহাশয়ের বাটীতে তাম্বুলি সম্প্রদায়ের একটা সামাজিক সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বেনীমাধব কুণ্ডু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাম্বুলিসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হয় যে, অতঃপর সকলেই খদ্দর পরিধান করিবেন এবং ঘরে ঘরে চরকা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক।

ঝালদায় গো-রক্ষার নিমিত্ত অনশন ব্রত—

ঝালদার হাটে কসাইদের নিকট অনেক অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ গাভী বিক্রীত হয়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার কোন প্রতীকার না হওয়াতে ঝালদার ঠাকুরবাড়ীর মোহনদাস সাধু বাবাজী অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। ঝালদার কতিপয় উচ্চপ্রাণ ভদ্রলোক ইহার প্রতীকার করিবেন—এইরূপ আশ্বাস দেওয়াতে সাধু বাবাজী ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। স্থানীয় হিন্দু-সভার নেতৃবৃন্দের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভূমিহার ব্রাহ্মণ মহাসভা—

আগামী ২৪ ও ২৫শে জানুয়ারী ভজুডিতে মানভূম হাজারীবাগ ও সাঁওতালপরগণা—এই তিন জেলার ভূমিহারব্রাহ্মণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দেশ বিদেশের কথা

ইংলণ্ড—

ইংলণ্ডে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। বহু স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। বে অব্ বিস্কে ও ইংলিশ চ্যানেলের অবস্থা অতি ভীতিজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারে (মানচেষ্টারে) বাকী-পড়া অতিরিক্ত লভ্যের বাবদ কর আদায়ের জন্য চাপিয়া ধরিলে কয়েকটি ফার্ম্মকে ব্যবসায় গুটাইতে হইবে এইরূপ আশঙ্কা করা যইতেছে।

জার্ম্মেনি—

বার্লিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে আগামী এপ্রিল মাসের পরে রাইনে আর মাত্র দুইটি ফরাসী সেনাদল অবস্থান করিবে—ইংরেজ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তুরস্ক—

তিউফিক রসিদ বে কনস্টান্টিনোপলে প্রত্যাগমন করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মসুল সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক মহাসমিতির সিদ্ধান্তকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া তিনি মনে করেন না।

রীফ—

ফরাসী এবং স্পেনদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ রীফদূত কাপ্তান গর্ডন ক্যানিংএর সহিত সন্ধির প্রস্তাবের কথাবর্ত্তা চালাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, রীফনেতা অবদুল ক্রীম প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁহার দাবী এবং সেইজন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি লড়িয়া দেখিবেন।

হেজাজ—

বোম্বাইতে সুলতান ইবন সৈয়দের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহাদের মারফৎ তিনি জানাইয়াছেন যে, হেজাজ সমস্যা লইয়া ক্লেটন সাহেবের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে—এইরূপ যে এক গুজব রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইরাক ও হেজাজের সম্বন্ধ এবং নেজদ ও ট্রান্সজর্ডেনিয়ার মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণ লইয়াই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

ডামাসকাস—

দামাসকাসে অশান্তির ছায়া এখনও লুপ্ত হয় নাই। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের দামাস্কাসের এক সংবাদে প্রকাশ, ড্রুসসর্দ্দার হাসান খারাট ঐ নগরের বাহিরে এক যুদ্ধে হত হইয়াছেন। ইনিই কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন যে, দামাস্কাসের ফরাসী শাসনকর্ত্তা ডি জুভেনেলের শিরশ্ছেদনের জন্য তিনি ৪০ জন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

চীন—

লণ্ডনের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ ছয়খানি আমেরিকার রণতরী চীনের অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—

পোর্ট এলিজাবেথে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এক সভায় শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বয়ডেল বলিয়াছেন—"দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদেরই অধীনে রহিয়াছে; কলিকাতা, দিল্লী—এমন কি লণ্ডন হইতেও প্রাপ্ত কোন আদেশ অনুসারে আমাদের দেশের কার্য্য পরিচালিত হইবে না। ডাঃ আবদুল রহমানের (দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটেশনের নেতা) শত চেষ্টাসত্ত্বেও আমরা আমাদের সঙ্কল্পচ্যুত হইব না"। সাধু সঙ্কল্প!

অস্পৃশ্যতাদোষ দূরীকরণের জন্যদান—

কেরল প্রদেশে অস্পৃশ্যতাদোষ দূরীকরণ কার্য্যের জন্য লালা লাজপৎ রায়, হিন্দুসভার অর্থভাণ্ডার ও তাঁহার নিকট গচ্ছিত অন্য কোনও ভাণ্ডার হইতে ১০,০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক পরিষদের পদত্যাগ—

শ্রীযুক্ত জয়াকর, কেলকার এবং মুঞ্জী স্বরাজ্যদল ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া ব্যবস্থাপক পরিষদেও স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা এখন মুক্তভাবে দেশে আপেক্ষিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্যে রত হইবেন।

প্রেরিত পত্র।

ওঁ

বরিশাল।
১১ই পৌষ ১৩৩২।

ভক্তিভাজনেষু,

আপনি "মুক্তিপদ" শ্রীভগবানের শ্রীপদের শরণ নিয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব "মুক্তিপদ" বলতে বুঝতেন "মুক্তি পদে যার"। মুক্তি হচ্ছে শ্রীভগবানের "পদ"। হৃদয় হচ্ছে ভক্তি। ভক্তই বাস্তবিক মুক্ত। মুক্তির অর্থ পাছে সকল ঝঞ্ঝাট থেকে পালিয়ে যাওয়া বোঝায়, তাই গৌরভক্ত আপনার উপর সব ঝঞ্ঝাটের বোঝা চাপিয়ে মুক্তির প্রকৃত আস্বাদন করাবেন। আপনার ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে মুক্তিপদ, ভক্তিপ্রিয় রসরাজ ঠাকুরের আবির্ভাব ভরপূর হয়ে উঠুক, ইহাই আজ আমি এই শুভবাসরে তাঁহার শ্রীপদে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমার "উজ্জ্বল ভারত" সাপ্তাহিক পত্র আপনার নিকট রীতিমত পাঠান হবে। আমি আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ কামনা করি।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ।

কংগ্রেস সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রথম দিনের বৈঠকে সভানেত্রীর অভিভাষণের পর, তিনি দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পরলোকগত নেতৃবর্গের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। তাহার পর দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সমাগত ব্যক্তিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া ও তথাকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ যে তত্রত্য প্রবাসী ভারতবাসীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়া মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত ১৯২৫ সালের নূতন আইন ও ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বলে যে বিনাবিচারে বহু বঙ্গীয় যুবককে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে ও নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করা হইয়াছে তাহার নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আকালী শিখ বন্দীদিগকে এখনও অযথা আটক রাখিয়া এবং ব্রহ্মদেশে প্রবাসী ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ও ব্রহ্মদেশের গভর্ণমেণ্ট যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা জ্ঞাপন করিয়া যথাক্রমে লালা লাজপত রায় ও টি প্রকাশম দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবের ন্যায় উহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

উপরিউক্ত পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণের পর কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সম্বন্ধে ও নিখিল ভারতীয় চরকা সমিতি গঠন বিষয়ে ডাঃ সত্যপাল নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেনঃ—

"কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে বাৎসরিক চারি আনা চাঁদা অথবা নিজ হাতে কাটা ২০০০গজ সূতা চাঁদা দিতে হইবে। খদ্দর প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত একটি নিখিল ভারতীয় চরকা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রস্তাব নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি উহার পাটনা অধিবেশনে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এই মহাসমিতি অনুমোদন করিতেছে"।

মৌলানা হসরৎ মোহানী এবং তাঁহার মতাবলম্বী কতিপয় প্রতিনিধি ব্যতীত সকলেই উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। সুতরাং অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত হয়।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সপ্তম প্রস্তাব লইয়া অনেক বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহারাষ্ট্র নায়ক কেলকার, ডাঃ মুঞ্জি এবং জয়াকর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সরকার প্রাপ্ত মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দরকার হইলে সহযোগ এবং দরকার হইলে বিরুদ্ধতাচরণ করিবার প্রণালী অবলম্বনে কাঁউন্সিলে কার্য্য চালাইার মত জ্ঞাপন করেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তদনুযায়ী একটি সংশোধক প্রস্তাবও উপস্থিত করেন, কিন্তু অধিকাংশের মতে পণ্ডিত মতিলালের কাউন্সিলে বাধাপ্রদান-নীতিমূলক মূলপ্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস-গ্রাম, সংগঠন চরকা ও খদ্দর প্রচলন, জাতীয় শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, সাম্প্রদায়িক একতা সাধন মদ্যপান নিবারণ, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবিগণে উন্নতি সাধন প্রভৃতি কার্য্য হাতে লইয়া জাতিকে প্রস্তুত করিবে এবং দরকাক হইলে সর্ব্বশেষপন্থারূপে নিরুপদ্রবে আইন আমন্যেও বিরত হইবেনা, এইরূপ স্থির করা হইল। কাউন্সিলসম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর ভার স্বরাজ্য দলের উপরইন্যস্ত রহিল, তবে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ইচ্ছাকরিলে তাঁহাদের মতানুগত নীতি অনুসারে স্বরাজ্যদলকেএবিষয়ে ও পরিচালিত করিবেন।

হিন্দী ভাষায় কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালন বিষয়ে সভানেত্রী সরোজিনী দেবী নিজেই অষ্টম প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং নবম প্রস্তাবে প্রবাসী ভারতবাসিগণের অধিকার বজায় রাখিবার চেষ্টায় একটি পররাষ্ট্র বিভাগ গঠন করিবার সঙ্কল্প করা হয়। উক্ত উভয় প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার পর দশম প্রস্তাবে পূর্ব্ব বৎসরের কংগ্রেস সম্পাদকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয় এবং আগামী বৎসরের নিমিত্ত ডাক্তার আনসারীও পণ্ডিত সান্তনম্ ও শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে সাধরণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

আগামী বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন আসামে হইবে এইরূপ স্থির করা হইল।

সর্ব্বশেষে সভানেত্রী তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ভাবোদ্দীপক একটি বক্তৃতায় প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দকে প্রোৎসাহিত করিয়া জাতীয় মহাসমিতির ৪০শ অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

বিলাতের শ্রমিক সদস্য মিঃ রাদারফোর্ড ও আমেরিকার স্বনামধন্য ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড হোম্ ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশীয় ভদ্রমহোদয়, কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা গান্ধীর অলৌকিক প্রতিভা ও অসাধারণ মহানুভবতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। কংগ্রেসের কার্য্য প্রণালীরও তাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

(প্রেরিত পত্রাদির মতামত কেহ যেন সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন।)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়! নিম্নলিখিত বিষয়টি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার "মুক্তি" পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।—

মানবাজার রোড পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ দিক দিয়া লাইন পার হইয়া গিয়াছে। রেলগাড়ী সান্টিং করার সময় গোগাড়ী ও লোকজন চলাচল অনেক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, তাহাতে সর্ব্বসধোরণের বিশেষ ক্ষতি হয়। রেল কোম্পানি ইচ্ছা করিলে সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিতে পারে। অল্প কয়েক মাস যাবৎ রেল কোম্পানি পুরুলিয়া ষ্টেশনের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। সেজন্য বর্ত্তমান মানবাজার রোডের স্থানটি ষ্টেশনের হাতার ভিতর নিয়া মানবাজার রোড আরও দক্ষিণ দিকে ঘুরাইয়া দিবার নিমিত্ত রেল কোম্পানি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে। বোর্ডের মেম্বারগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে রেল কোম্পানি যদি সাধারণের অসুবিধা দূর করার জন্য লাইনের নীচ দিয়া মানবাজার রোড প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করে তবে বোর্ড উক্ত রোড দক্ষিণে সরাইবার অনুমতি দিবে। বোর্ডের এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। শুনিলাম ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান সাহেবের এই প্রস্তাবে মত ছিল না। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করা রেল কোম্পানি ও বোর্ডের চেয়ারম্যানের কর্ত্তব্য। তাহাদের কর্ত্তব্যবোধ আছে কিনা এই কার্য্যে প্রমাণিত হইবে।

নিবেদক—

জনৈক সহরবাসী।

আরাধনা।

আমাদের দেশের আদর্শ ভাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনে হয় কি জানেন? অভ্রান্ত সত্যের, জ্ঞানের মূর্ত্তি-স্বরূপ ত্রিকাল-দর্শী মায়াতীত ঋষিরা আমাদিগকে অমৃতের সন্তান ব'লে সম্বোধন করেছেন, আমরা মরবো? যে আমাদের দেশের নাম ধর্ম্মক্ষেত্র, যেথায় জন্মাবার জন্য ইন্দ্রাদিও বহু তপস্যা করেন, যেখানে দধীচি মুনির অস্থিতে বৃত্রাসুরান্তক বজ্রের নির্ম্মান হয়, যেখানে যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মের নাশ ক'রবার জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং শ্রীভগবান, সমুদ্রের তরঙ্গের মত, একের পর অন্য শরীর ধারণ ক'রে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপে উত্তপ্ত পৃথিবীর আকাশে বর্ষার মেঘের ন্যায়, শান্তির, সুধার সুশীতল ধারা বর্ষণ করেন, সেই দেশের আমরা মরবো? প্রাচীন মিশর মরেছে, ফিনিসিয়া মরেছে, গ্রীস মরেছে, রোম মরেছে, আমরা সব ব'সে ব'সে দেখলুম, তবুও সেই আমরা এখনও বেশ বেঁচে আছি! কত কত জাতি এলে, আমাদের বুকের রক্ত খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হ'ল, আবার কালের কোলে মিলিয়ে গেল, দেখলুম; এত উৎপীড়ন, এত নির্য্যাতন, এত পদাঘাত, সব সহ্য ক'রেও, কত কতবার কত কালকূট বিষ আকণ্ঠ পান করেও মরিনি, এখনও বেঁচে আছি। তাই মনে হয়, আমরা ম'রবো? না, না, না, কদাচ নয়, যিনিই বলুন বিশ্বাস ক'রি না। মরার মত হয়ে ছিলুম বটে, কিন্তু সেটা মরণত নয়—নিদ্রা, কিন্তু আবার এবার দেশময় জাগো, জাগো, সাড়া পড়েছে, আবার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত সংশোধিত হ'য়ে নবশক্তিতে জেগে পৃথিবীকে জাগাব ব'লে। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবিবেকানন্দ—এই সব শরীর ধারণ ক'রে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে নবযুগে নবশক্তি সঞ্চারে পুনরুজ্জীবিত পুনর্জাগ্রত ক'রতে সেই সর্ব্বশক্তিমান বিভু এসেছিলেন, আবার আসবেন, আমাদের এইটি বিশ্বাস ক'রতে হ'বে। এটা কল্পনা নয়, আজগেবী গল্প নয়, সত্য, সত্য, সত্য।

এই বিভুর শ্রীচরণ স্মরণ ক'রে, এঁদের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শু'নে এঁদের পতাকা লক্ষ্য ক'রে, এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে। পরা শান্তি, কৈবল্য নিশ্চয় করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবে। দ্বেষ, অসূয়া, হিংসা, পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ ক'রে আসুন আজ সকলে একত্রে সম্মিলিত হ'য়ে সমবেত শক্তিতে তার আরাধনা করি।

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

(পুরুলিয়া হেড্ পোষ্টাপিসের সম্মুখে রবীন্দ্র বাবুর খাঁটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান)

শীতের বিপুল আয়োজন!

একদর, ঠিক্ জিনিষ— পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নানারকম ফ্যান্সি খদ্দরের আলোয়ান, দেশী কম্বল ও র‍্যাগ কানপুরী লুই ও এণ্ডি গায়ের কাপড়, মোজা ও গেঞ্জি এবং যাবতীয় স্বদেশী মিলের কাপড়, জামার নানারকম ছিট, ফরেসডাঙ্গা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি তাঁতের ধোয়া ও কোরা ধুতি, শাড়ী এবং মার্কিন, মাটা, লংক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বদা বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট দ্বারজিলিং চা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

বাজার দর।

(পুরুলিয়া ১৮ই পৌষ)

গিনি ভিক্টোরিয়া —		১৩॥০ টাকা
সোণা চিনাপাত — ভরি		২১॥০ ,,
রূপা ১০০ ভরি —		৭৩ ,,
		মন প্রতি
দেশী নূতন চাল—রাশি —		৫।৶০ টাকা
ঐ মাঝারি —		৫৸৶০ ,,
ঐ সাফি —		৫৸০—৫৸৵০ টাকা।
ঐ কলম কাটি —		৬॥০ টাকা।
ঐ পুরাতন—		৭॥০ টাকা।
ধান —		৩।০ টাকা।
বিরি কলাই —		৫॥৶০ টাকা।
অরহর ডাল — ১নং		৭॥০ টাকা।
ঐ ১।নং		৭৶০ টাকা।
মুসুরীর ডাল —		৭॥৶০ টাকা।
খেসারী —		৪৸০ টাকা।
বুটের ডাল —		৬।০ টাকা।
মুগের ডাল —		৮॥০ টাকা।
বুট (ছোলা) —		৪৸৵০ টাকা।
আটা হলমিল —	বস্তা	১৬ টাকা।
রুলের ময়দা	—বস্তা	১৭৸০ টাকা।
ঘি ঘণ্টুর ১নং—	মণ	৭৩ টাকা।
সরিষার তৈল (কলের) ১নং		২৪॥০ টাকা।
,, ২নং		২২॥০ টাক।
চিনি সাদা জাভা —	মণ	১১।৶০ টাক।
দেশী কাণপুরী —		১৪।০ টাকা।
সূতার দর…		
হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা	১২॥ নং	৮/০ টাকা।
,, ,,	১০॥ নং	৭৸৶০ টাকা।
,, গোপাল মার্কা	১২॥ নং	৭৸৶০ টাকা।
,, ,,	১১॥ নং	৭৸৵০ টাকা।
কাঁচা কয়লা —	মণ	।০ আনা
গালার দর		
টিয়েন —		৮৯
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান—		৯৪
সুপার ফাইন —		১০২
লাহার দর…		
ফুকি —		৪৩
বৈশাখি —		৫৬
কুসমি —		৬১
আরি —		৩৫

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

২। "মুক্তি" প্রতি সপ্তাহে সোমবারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ সময় মত কাগজ না পাইলে প্রথমে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদের জানাইবেন। নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। অল্পদিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে করাই ভাল। অর্থাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। গ্রাহকের নাম, পোষ্টাফিস, গ্রাম ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

৪। যাহারা সংবাদ অথবা প্রবন্ধাদি পাঠাইতে চান তাঁহারা কাগজের এক পৃষ্ঠায় খুব পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "মুক্তির" সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। সঙ্গে ডাক টিকিট না দিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না।

৫। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

কর্ম্মকর্ত্তা "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মানভূম সাইকেল ওয়ার্কস

পুরুলিয়া

এখানে সকল প্রকারের গ্রামোফোন ষ্টোভ ও সাইকেল মেরামত হইয়া থাকে। এবং নূতন সাইকেল ও সাইকেলের সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিবেদক—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ নাগ।
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাগ।

নাগ ব্রাদার্স।

পুরুলিয়া (মানভূম) বি,এন, আর।

এখানে গ্যাস লাইট, পাক লাইট প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ ও ভাড়া দিবার জন্য রাখা হয়। প্রয়োজন হইলে বিবাহের শোভাযাত্রার উপযোগী আলো বাজনা ও অন্যান্য উপকরণের বন্দোবস্ত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মোটর সার্ভিস্

এস, বি, এণ্ড কোং।

পুরুলিয়া—কাশীপুর—সার্ভিস্।
(আড্রা—রঘুনাথপুর আড্রা।)

পুরুলিয়া… প্রাতে ৮টায় ছাড়ে…
আড্রা … ১০টায় পৌছে…
কাশীপুর … ১১টায় পৌছে ও বৈকালে ৪॥০টায় ছাড়ে।
রাত্রি ৮টায় পুরুলিয়া পৌছে।

এস্, বি, এণ্ড কোং।

মানবাজার সার্ভিস্।
(ভায়া—কেন্দা।)

পুরুলিয়া হইতে ছাড়ে	… … …	বৈকাল ৪টা
মানবাজার পৌছে	… … …	রাত্রি ৭টা
মানবাজার ছাড়ে	… … …	বেলা ১১টা
পুরুলিয়া পৌছে	… … …	বৈকাল ৩টা।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে)

খাঁটী ও উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি কিনিতে হইলে একবার উক্ত দোকানে আসুন। মিঠাই এর শ্রেষ্ঠতা একবার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন। দরও সস্তা

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার অক্ষয় কবচ।

(বসন্ত রোগের স্বপ্ন প্রাপ্ত কবচ)

এই কবচ ধারণ করিয়া মাতার কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যে এই উৎকট ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন। এই কবচ ধারণ করিয়া বহু গুণী মানী ব্যক্তি আমাদের প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। মায়ের পূজার নিমিত্ত ৵৫ আনা মাত্র গ্রহণে এই অক্ষয় শীতলা কবচ বিতরণ করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য আমরা বংশানুক্রমে শীতলা মাতার সেবাইত এবং বসন্ত রোগের চিকিৎসক।

কবচ ধারণের নিয়ম—লালসূতা দিয়া পুরুষগণ দক্ষিণ হস্তে, স্ত্রীলোকগণ বাম হস্তে এবং ছোট ছেলেমেয়েগণ গলদেশে ধারণ করিবেন। বসন্তের সময় মৎস্য মাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ।

কবচ প্রাপ্তির স্থান—
শ্রীকামাখ্যা চরণ আচায্য।
পুরুলিয়া নীলকুঠীডাঙ্গা
জেলা মানভূম।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

ভাস্কর তৈল।

সর্ব্বপ্রকার খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগের মহৌষধ।

এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল পাওয়া যায়। এমন ঘা নাই যাহা এই তৈল ব্যবহারে আরোগ্য না হয়। প্রধানতঃ মাথার খুসকি উঠা, নানা প্রকার দদ্রু ও কাউর ঘা, নালিঘা, বহুকালের পচাঘা প্রভৃতি এই তৈল ব্যবহারে সত্বর আরোগ্য হয়। ইহাতে পারদ আদি নাই। ইহার ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহা বহুদিন হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। অনেক লোক আরোগ্য হইয়া ইহার অজস্র প্রশংসা করিতেছেন। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মূল্য প্রত্যেক এক আউন্স শিশি (অর্দ্ধ ছটাক) ।০ আনা।
প্রত্যেক দুই আউন্স শিশি (এক ছটাক) ॥০ আনা।
প্রত্যেক চারি আউন্স শিশি (দুই ছটাক) ১৲ টাকা।
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ভিঃ পিঃ তে এক টাকার কমে পাঠান হয় না।

আচারিয়া এণ্ড সন্স।
নীলকুঠি, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্।

চরকা ও স্বরাজ।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার। ২৭শে পৌষ ১৩৩২, ১১ই জানুয়ারী ১৯২৬ | ৪র্থ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড্।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।
এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস—ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১ মাণিকগঞ্জ) ১২, কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মাদিহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।
বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

—:•:—

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, বাঁকুড়া রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি ভুবন রায় লেনে যাইয়া পড়িয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যালিটির আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সরকারী রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস, পুরুলিয়া। ৬ই জানুয়ারি ১৯২৬। — স্বাঃ—এস, গাঙ্গুলি, ভাইস্-চেয়ারম্যন, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

দ্রষ্টব্য :—প্রত্যেক দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আফিসে উক্ত গলির নক্সা, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণ :—দৈর্ঘ্য—৪৮৮ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) সোণারাম মাহাতর বাস্তবাড়ী।
(২) ভাতু সিংহের পতিত জমি।
(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(৪) শশাঙ্ক শেখর মুখোপাধ্যায়ের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্ত এবং প্রাচীর।
(৬) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।
(৭) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী।
(৮) জয়চাঁদ মজুমদারের পতিত বাড়ী।

পূর্ব্ব সীমা :—

(৯) সুরেন্দ্র নাথ সিংহের বাস্ত।
(১০) শিব মন্দির।
(১১) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীর।

পশ্চিম সীমা :—

(১২) যুগল ছুতারের বাস্ত।
(১৩) বিমলা দাসীর বাস্ত।
(১৪) বনু ছুতারের বাস্ত।
(১৫) অক্ষয় কুমার সরকারের বাস্ত।
(১৬) সূর্য্য কুমার সরকারের বাস্ত।

প্রস্থ :—ভুবন রায় লেন হইতে সূর্য্যকুমার সরকারের বাস্ত পর্য্যন্ত গলিটি সমভাবে ১২ ফুট প্রশস্ত। এখান হইতে গলিটি দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়াছে; এস্থান হইতে বাঁকুড়া রোড পর্য্যন্ত গলিটি সাড়ে আট হইতে সাড়ে নয় ফুট পর্য্যন্ত প্রশস্ত; মধ্যে একস্থানে ইহা ১২ ফুট প্রশস্ত।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, কার্ট সরাই রোড হইতে বাহির হইয়া রাস্তু ঠাকুরের পুকুর পর্য্যন্ত যে গলিটি গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ উক্ত গলিটাকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যালিটীর আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সরকারী রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস, পুরুলিয়া। ৪ঠা জানুয়ারি ১৯২৬। — স্বাঃ—এস, গাঙ্গুলি, ভাইস্-চেয়ারম্যান, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

দ্রষ্টব্যঃ—প্রত্যেক দিন বেলা ১১ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আফিসে উক্ত গলির নক্সা, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য— ৬৫২ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) একটি পাকা প্রাচীর।
(২) কৃষ্ণ সর্দ্দারের বাস্ত।
(৩) পদ্ম বাউরির বাস্ত।
(৪) হাবু বাউরির বাস্ত।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সুনী গোয়ালিনীর বাস্ত।
(২) বুধা সওদাগরের বাড়ী।
(৩) কেদার বাউরীর বাড়ী।
(৪) বুধু বাউরীর বাড়ী।
(৫) রাধা বাউরির বাড়ী।
(৬) বসন্ত বাউরির প্রাচীর এবং বাস্ত।

প্রস্থ :—৪ ফুট হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত।

মুক্তি।

'ইস্ কলিযুগমে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ চরখা নিরন্তর চলানা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হৈ'।

মহাত্মা গান্ধী।

সন ১৩৩২ সাল ২৭শে পৌষ। সোমবার।

চরকা ও স্বরাজ।

চরকায় সূতা কাটিয়া নিজেদের কাপড় নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারিলে বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার করিবার সুবিধা হয়, দেশের টাকা দেশেই থাকে এবং তাহার ফলে অনেক গরীব লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে এই সরল যুক্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, চরকাতে স্বরাজ-লাভ হইবে, দেশের শাসনভার বিদেশীর হাত হইতে দেশের লোকের হাতে আসিবে, পরাধীন ভারত স্বাধীন হইবে এইরূপ কথা এখনও বহুলোকের নিকট প্রহেলিকার মতনই মনে হয়। চরকার সহিত দেশের অর্থনীতির সম্বন্ধ থাকিতে পারে, চরকার সহিত গরীব দুঃখীর অন্নবস্ত্রের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, গৃহশিল্পরূপে ইহাকে গ্রহণ করিলে চরকার সহিত দেশবাসীর নৈতিক উন্নতিরও সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু চরকার সহিত দেশের স্বাধীনতার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। ইটালি অষ্ট্রীয়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ-শাসনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, তুরস্ক জাতিচক্রের চক্রান্তজাল ভেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু কেহই ত চরকার সাহায্য গ্রহণ করে নাই! একতা, অস্ত্রবল, কূটবুদ্ধি, কৌশল, বীরত্ব, অধ্যবসায় প্রভৃতি সম্বল করিয়াই ত ঐ সকল জাতি স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে! ঘরে ঘরে চরকা প্রচলন করিয়া কোন্ জাতি কোন্ দিন স্বাধীন হইয়াছে ইতিহাসে ত এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না! তবে কোন্ যুক্তির বলে, কিসের অভিজ্ঞতায় মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের বর্ত্তমান স্বাধীনতার চেষ্টায় চরকাকেই সর্ব্বপ্রধান অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছেন? তাঁহার কি সত্য সত্যই বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে? আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়; কিন্তু ভারতের অধীনতার ইতিহাস আলোচনা করিলে, ভারতবাসীর বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণের কথা ভাবিয়া দেখিলে, এই বিশাল দেশের সার্দ্ধ একত্রিংশ কোটি লোক কেন যে মুষ্টিমেয় বিদেশীর শাসনাধীনে আছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ কেন যে 'চরকা' 'চরকা' করিয়া পাগল হইয়াছেন, বড় বড় রাজনৈতিক উপায় উপেক্ষা করিয়া চরকাকেই জাতীয় জীবনের সার করিতে চাহেন তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর হইবে না।

ভারতবর্ষের অধীনতা ও অন্যান্য দেশের অধীনতা এক রকমের নয়। অতিশয় দুঃসময়েই বিপরীত বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ব্যবসায়ী ইংরেজকে ভারত আদর করিয়া মাথার উপর বসাইয়া দিয়াছে। স্বৈরিণপুরুষের স্ত্রী যেরূপ স্বামীর দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নানাবিধ মোহকরী উপায় অবলম্বনে তাহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ফেলে, কূটবুদ্ধি ইংরেজরাও তদ্রূপ বিজাতীয় শিক্ষা, চমকপ্রদ সভ্যতা, মনুষ্যত্বনাশী শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি যাদুবিদ্যার প্রভাবে ভারতবাসীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতেরই জনবল, ভারতেরই অর্থবল, ভারতেরই শ্রমবল, নানাবিধ ছল-চাতুর্য্যের প্রভাবে হস্তগত করিয়া প্রভুত্ব জারি করিতেছে, আবার স্পর্দ্ধার সহিত নির্লজ্জ মিথ্যার অভিনয় করিয়া বলিতেছে "অস্ত্রের বলেই আমরা ভারত জয় করিয়াছি, অস্ত্রের বলেই আমরা তাহা রক্ষা করিব"। সরল বিশ্বাসী ভারতের লোক নিজেদের শক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের সম্পদের কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের সভ্যতার কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজেদের অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া ঐ সকল মিথ্যা আস্ফালনে অভিভূত হইয়া ভূতগ্রস্ত হৃতজ্ঞান ব্যক্তির মত ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে। হস্তী যেরূপ নিজের অমিতশক্তি ভুলিয়া গিয়া মাহুতের অঙ্কুশ-আঘাতে চালিত হয়, বিপুল-শক্তি ভারতও তদ্রূপ নিজের ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়া বিদেশী শাসনের তাড়নায় পরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াই কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। নিজেদের শিল্প, নিজেদের স্বাস্থ্য, নিজেদের শিক্ষা, নিজেদের মনুষ্যত্ব পরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত জড়ের মত কর্ম্মহীন হইয়া পরনির্ভরতাকে জাতীয় জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। এই পরনির্ভরতার—এই কর্ম্মহীন জড়ত্বের ভাবহলাহল জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছে বলিয়াই ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা, এই দুরপনেয় কলঙ্ক, এই মৃত্যু-অভিমুখী গতি! ইহাই ভারতের পরাধীনতার নিদান, ইহাই ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস। অন্যান্য দেশও সময়ে পরাধীন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরাধীনতার কারণ ও ভারতের পরাধীনতার কারণ একরূপ নহে। প্রবল পরাক্রান্ত জাতি জনবল, অস্ত্রবল প্রভৃতির সাহায্যে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে; কিন্তু জনবহুল শক্তিশালী বিশালজাতি ইচ্ছা করিয়া নগণ্য বণিকের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্যান্য দেশের তুলনা করিয়া ভারতের পরাধীনতা দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। অবস্থা অনুসারেই

ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে ঔষধে যে বিষের প্রতিক্রিয়া হয় তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। পরনির্ভরতাজনিত কর্ম্মহীনতাই ভারতের জনসাধারণের সংস্কারগত মনোভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঐরূপ জাতীয় মনোবৃত্তিই তাহাদের অধীনতার প্রধান হেতু; সুতরাং এই জাতিকে স্বাধীন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ইহাকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে, জড়তার মোহ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং বিস্মৃত আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে। ঘরে ঘরে চরকা প্রবর্ত্তনই তাহার প্রধান ও প্রথম উপায়।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে, চাষ আবাদ করিয়া তাহারা জমীতে যে শস্য উৎপন্ন করে তাহাদ্বারা অনায়াসে তাহাদের খাদ্যের সংস্থান হইতে পারে, কিন্তু বিদেশী বণিক্‌সম্প্রদায়ের চক্রান্তে তাহাদের ঘর হইতে চরকা অদৃশ্য হওয়ার পর হইতে বস্ত্রের জন্য তাহাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। অভাব তাহাদের খুবই কম, কিন্তু সামান্য ধুতি শাড়ী না হইলে যে মনুষ্যোচিত লজ্জা রক্ষাও সম্ভব হয় না! তাই উৎপন্ন শস্যের অংশ বিক্রয় করিয়া নিতান্ত গরীব গৃহস্থেরও কাপড় কিনিতে হয়। ফলে, অনেকেরই বৎসরের শেষে খাদ্যাভাব হয় এবং ক্ষুধার জ্বালা হইতে স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অন্যবিধ অভাবও যে ইহার কারণ নয় তাহা নহে, কিন্তু বস্ত্রাভাবটা প্রধানতঃ কৃষকের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। এই অভাবজ্ঞানটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। যতই দিন যাইতেছে ততই সে অভাবের জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে, অথচ অজ্ঞতা নিবন্ধন, কিসে এই অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে তাহার সন্ধান করিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিক্ নানারকম রংচঙে ধুতি শাড়ী তাহার সম্মুখে ধরিয়া তাহার চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিতেছে, ও বিচার বিতর্ক করিবার প্রবৃত্তিও অপহরণ করিতেছে। কিন্তু আর যে তাহার চলে না। অভাবজ্ঞান তাহার তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের অভাবজ্ঞানের ভিতর দিয়াই কর্ম্মপ্রচেষ্টা জাগিয়া উঠে। তাই বর্ত্তমান সময়ে ভারতের জনসাধারণের মনে কর্ম্মের ভাব, উদ্যমের ভাব জাগ্রত করিতে হইলে, তাহাদের এই সাধারণ অথচ কষ্টকর অভাবাত্মক অনুভূতির ভিতর দিয়াই জাগাইতে হইবে, এবং ঘরে ঘরে চরকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সদ্যফলপ্রসূ কার্য্যে অনুরক্ত করিয়া, তাহাদের কর্ম্মহীনতার সংস্কারগত অভ্যাস দূর করিতে হইবে। এই কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই যখনই তাহারা বুঝিতে পারিবে অন্ততঃ একটা বিষয়েও তাহারা নিজেদের উপর নিজেরা নির্ভর করিতে পারে, নিজেদের অভাব নিজেরাই মিটাইতে সক্ষম, তখন অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের শক্তি নিয়োগের প্রবণতা আসিবে এবং সুপ্ত ক্ষমতার স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। এইভাবে দৈনিক কর্ম্মের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনের কর্ম্মশক্তিকে উদবুদ্ধ করিতে পারিলেই, পরনির্ভরতার ভাব বিদূরিত করিতে পারিলেই ভবিষ্যতের কার্য্য প্রণালীর জন্য ভাবিতে হইবে না। আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন ভারতের জনসমূহ তখন আর কিছুতেই পরাধীন থাকিয়া নিরন্তর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে রাজি হইবে না। একবার স্বাধীনতার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হইলে একত্রিশ কোটি লোকের দেশকে কোন শক্তিই আর অধীন করিয়া রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়াই ভারত অধীনতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, আবার ইচ্ছা করিয়াই সে ঘাড়ের বোঝা ফেলিয়া দিবে। অধীনতার বোঝা ছাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত হইবার যে তাহার অধিকার আছে চরকা অবলম্বনে কর্ম্মশক্তির জাগৃতিতেই সে তাহা বুঝিয়া লইবে। ভারতের প্রতি গৃহে চরকা চালনার পবিত্র প্রণব ধ্বনির প্রভাবে যজ্ঞস্থল বিঘ্নশূন্য হইবে। মোহিনী-বিদ্যা আর ভারতবাসীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া নূতন ভাবে, নূতন আদর্শে জগতকে অনুপ্রাণিত করিবে।

উপাধি উপেক্ষিত পুরুলিয়া——

ইংরাজি নববর্ষ উপলক্ষে উপাধি বিতরণের পালা শেষ হইল। সরকারের অনুগ্রহে কত স্থানের কত লোক রায় সাহেব হইল, রায় বাহাদুর হইল। কিন্তু পুরুলিয়ার অদৃষ্টে এবার একি নির্ম্মম উপেক্ষা! সহরের জনৈক বৃদ্ধ আশঙ্কা করিতেছিলেন, এবার আমলা-তন্ত্রের উপেক্ষিতা প্রণয়িনীদের মধ্যে মান অভিমানের পালা চলিবে। কিন্তু, বার্দ্ধক্যবশতঃ রসশাস্ত্রের কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। মুগ্ধা নায়িকাদের কি কখন অভিমান হয়? উপেক্ষালাঞ্ছিত হইয়াও চাতক যেমন বারিবর্ষণের প্রত্যাশায় মেঘের পানেই ব্যাকুল 'চিত্তে চাহিয়া থাকে, উপাধিলোলুপ মুগ্ধা নায়িকাও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রাণের প্রভুর অনুগ্রহের আশায়ই একান্তমনে দিনযাপন করেন। ১লা জানুয়ারি চলিয়া গিয়াছে, জুন মাসে সম্রাটের জন্মদিন আছে, তাহাও চলিয়া যাইবে, আবার ১লা জানুয়ারি আসিবে, নিরাশ হইলে চলিবে কেন? "আশাবধিং কো গতঃ"। তবে, সহরের অন্য এক শ্রেণীর লোকের কিছু আশাভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহারা "ইতরে জনাঃ"। মিষ্টান্নের লোভে নববর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা একটা বিরাট ভোজের অনুমান করিয়া আমলাতন্ত্রের আদরিণীর ঘরে যাতায়াত করিতেছিলেন। পুরাতন

বৎসরের শেষ রজনীর অবসান হইল; নববর্ষের প্রথম দিন আসিল। সকালবেলা প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকগুলি আর মনে হইল না, রসনারসাভিজ্ঞ কবির কথাই মুখে আসিল :-

পরান্নং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে, শরীরং জন্ম জন্মনি॥

বড় আশায় উৎফুল্ল হইয়া খবরের সন্ধানে ষ্টেশনাভিমুখে চলিলেন। কাগজও মিলিল, রায় সাহেবের তালিকা খোঁজা হইল, কিন্তু পুরুলিয়ার একজনেরও নাম মিলিল না। হতাশ মনে একঘেয়ে তরকারী ডালের বিস্বাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিবার সময় জনৈক উপেক্ষিতা নায়িকার ঘরে করুণ-সুরে সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিয়া আসিলেন; শুনিতে পাইলেন গান হইতেছে :—

"ভালবাসিবে ব'লে বাসিনে।
আমার স্বভাব অই তোমা বই আর জানিনে"।
(প্রভু, তোমা বই আর জানিনে)।

ভাবী-বড়লাট—পার্ল্যামেণ্টের শ্রমিক সদস্য কর্ণেল ওয়েজউড্ এক চিঠীতে ভারতের ভাবী বড়লাট উড্ সাহেবের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি নাকি খুব ধর্ম্মভীরু, সরল, বিনয়ী এবং নীতিবান্। প্রধান মন্ত্রীর সহিত ইঁহার নাকি খুব প্রীতি আছে। ভারতে আসিয়া নাকি ইনি নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া কাজ করিবেন; আমলাতন্ত্রের সিভিলিয়ান নায়কদের দ্বারা নাকি ইনি চালিত হইবেন না। সংবাদ ভালই, কিন্তু সব কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে তাঁহার কাজে। লর্ড রিডিংও বিলাতের প্রধান বিচারপতিরূপে সুবিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু সেই বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাইলাম আমরা "বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে"। ন্যায়বিচারের নমুনা দেখা হইয়াছে, এখন বাকী আছে নীতিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে।

চুরির অভিযোগ—মানভূমের নানাস্থান হইতে আমরা চুরির সংবাদ পাইতেছি। পুরুলিয়া সহরেও সদর রাস্তার উপরে সেদিন চুরি হইয়া গিয়াছে। এইভাবে চুরি চলিতে থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্য করা লোকের পক্ষে অসম্ভব হইবে বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিল। ইহা যে তাদের অন্যায় আবদার। চোরের স্বভাব চুরি করা, গৃহস্থ সারারাত জাগিয়া পাহারা না দিলে, প্রকাশ্যে হউক অপ্রকাশ্যে হউক, সে চুরি করিবেই। আক্ষেপ করিলেই বা কি হইবে, পুলিষের দোষ দিলেই বা কি হইবে! চোরগুলি ত আর রাজনীতির চর্চ্চা করে না যে পুলিষ সর্ব্বদা তাহাদের পিছনে পিছনে লাগিয়া থাকিবে! অসহযোগ মন্ত্রেও তাহারা দীক্ষা লয় নাই যে আপনা হইতেই ধরা দিবে! চুরির মালগুলি সহ তাহারা থানায় আসিয়া হাজির না হইলে কেমন করিয়া পুলিষ উহাদিগকে পাকরাও করিবে? দেশের লোকগুলির এই স্থূলবুদ্ধি জন্মিল না ইহাই হইল আক্ষেপের বিষয়।

সংক্রামক রোগের হাঁসপাতাল।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে যে একটী সংক্রামক ব্যাধির হাঁসপাতাল (Segregation ward) আছে, তাহাতে রোগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা একেবারেই নাই। এ হাঁসপাতালটী সাধারণের মধ্যে প্লেগহাঁসপাতাল নামেই পরিচিত। কলেরা অথবা বসন্তরোগাক্রান্ত কোনও রোগীকে উক্ত হাঁসপাতালে পাঠাইলে, শুশ্রূষাভাবে তাহার প্রাণত্যাগরই অধিক সম্ভাবনা, যদি তাহার আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য কেহও শুশ্রূষার ভার না লয়। আমরা শুনিয়াছি, যদি কোনও রোগী সেখানে থাকে, তবে রাত্রিকালে রোগীর শুশ্রূষার জন্য যে মেথর ও চাকর উপস্থিত থাকে, তাহারা কম্পাউণ্ডিং রুমে কপাট বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যায়—রোগীর অবস্থা যেমনই হউক না কেন। এই কারণেই সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত কোনও ব্যক্তি উক্ত হাঁসপাতালে যাইতে সহজে স্বীকৃত হয় না। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকারের রোগীদের যথোচিত শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, সহরের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। যদি অর্থাভাবে মিউনিসিপ্যালিটী এ বিষয়ে কিছু করিতে অসমর্থ হয়, তবে সহরের ধনী ব্যক্তিগণ এই সদুদ্দেশ্যে কমিশনারগণের সহায়তা করিবেন না কি?

দেশের কায।

(টি, এল্ ভাস্বনীর ইংরাজীর অনুবাদ)

দেশের কায সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সম্মান লাভের জন্য কিংবা জনসাধারণকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে এই কায করিলে চলিবে না; আড়ম্বরহীন সেবাকেই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য করিয়া লইতে হইবে। সভাসমিতিতে তর্কবিতর্ক করা এবং বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন এবং কৃষিজীবী ও শ্রমিকদের গৃহগুলিকে আনন্দপূর্ণ করিবার চেষ্টা সমধিক বাঞ্ছনীয়। গৌরবের পূজা না করিয়া সরলতার পূজা আমাদের করিতে হইবে। "বড়" হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। "বড়" না হইয়া "ক্ষুদ্রই" আমাদের হইতে হইবে। হীন এবং পতিতের সেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহারাই "স্বরাজ" গড়িয়া তুলিবে।

পাগল।

(প্রাপ্ত)

পথে পথে কে ঐ ঘুরিয়া বেড়ায়? আপনার ভাবে বিভোর, আপনার চিন্তায় বিহ্বল কে সে? ভয় নাই, ভাবনা নাই, বন্ধন নাই, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ, ধৈর্য্যে অটল, শৌর্য্যে অলৌকিক—কে সে?

ও পাগল!

ব্যবসাদার সংসার, সমজদার সমাজ, হিসাবী মানুষ, নিজের লাভ ক্ষতি গণনায় মত্ত। সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের কণাটুকু লইয়া হানাহানি করিতেছে। সূচ্যগ্র মেদিনী লইয়া সে ধরার বক্ষে শোণিত সমুদ্র প্রবাহিত করে। নিজের এতটুকু স্বার্থের জন্য সহস্র জীবের প্রাণ সে অবলীলায় বলিদান দেয়। পাগলের প্রলাপ শুনিবার তাহার অবসর নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যুগে যুগে ঐ পাগল নানারূপে আসিয়া আমাদের দুয়ারে দুয়ারে তাহার বাণী শুনাইয়া যায়; তাহার গীতা গাহিয়া যায়। মুমূর্ষু দেহে সে প্রাণ সঞ্চার করিয়া যায়—আঁধারে সে আলোক জ্বালিয়া দেয়, সংসারীকে সে বিরাগী করিয়া দেয়! পশুকে সে দেবতা করে। দেবতাকে সে মানুষ করে। কখনো সে আসে—প্রভাতের অরুণালোকের পুলকোজ্জ্বল মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া, আবার কখনো সে দেখা দেয় অমানিশার ঘনান্ধকারে মৃত্যুর বিভীষিকা লইয়া। কখনো সে আসে আনন্দের বেণু বাজাইয়া, আবার কখনো সে দেখা দেয় প্রলয় বিষাণের তূর্য্যধ্বনি করিয়া। কখনো সে জননীর মত স্নেহের পেলব স্পর্শ দিয়া গড়ে, আবার কখনো সে শত্রুর মত নির্ম্মম হস্তে সব ভাঙ্গিয়া দেয়, রেণু রেণু করিয়া দিয়া যায়। সে অগ্র পশ্চাতে যায় না—হিসাব খতাইয়া লাভালাভের কথা ভাবে না। কখনো সে স্নেহ-করুণ প্রীতি বিহ্বল, কখনো সে নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর!

সে পাগল!

ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, শূদ্র নয়—এই বিরাট দেশ-প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখে একা ঐ পাগল। ইতিহাস পড়িয়া দেশ-বিদেশের উত্থান পতনের তোমরা নানা কারণপরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া থাক। তোমরা বিচক্ষণ, তোমরা বুদ্ধিমান, হয়ত তোমরা ঠিক কথাই বল কিন্তু আমি বুঝি অন্য রকম। হয়ত আমিই ভুল বুঝি কিন্তু জীবনান্তেও এ ভুল ত্যাগ করিতে ত পারিব না।

রোম গেল, গ্রীস গেল, আসিরিয়া গেল, ব্যাবিলন গেল—তাহাদের চিহ্ন মাত্র রহিল না—অত বড় সভ্যতা, অত বড় বীরত্ব, অত বড় ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া মুছিয়া মিলাইয়া গেল। কেন? সেখানে ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবই ছিল—তবে গেল কেন? এক ঐ পাগলের অভাবে। সে দেশে সব হইল—কিন্তু পাগল ত জন্মিল না।

পক্ষান্তরে বর্ব্বর, অশিক্ষিত, অসভ্য রুশিয়া—ধর্ম্মে সে উজ্জ্বল ছিল না, শৌর্য্যে সে অপ্রতিহত ছিলনা, সভ্যতায় সে মহিমান্বিত ছিল না, ঐশ্বর্য্যে সে বিভূষিত ছিল না—কিন্তু সে মাথা উঁচু করিয়া জগতসভায় আসিয়া দাঁড়াইল। আজ সে গৌরব দীপ্ত। কেন? একটা পাগল তাহাদের ঘরে জন্মিয়াছিল শুধু এই জন্য। নির্ম্মমভাবে সে আগুণ জ্বালাইয়া সব পাপ ভস্মীভূত করিয়া দিল। আজ সেই ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে আবার নূতন সৃষ্টি গড়িয়া উঠিতেছে। তাই বিশ্বের দৃষ্টি তাহার উপর।

ভারতবর্ষে ও যুগে যুগে এমনি যুগাবতার পাগল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই ত আজও সে মরে নাই। এত দিনের প্রাচীন এই দেশ—এত কালের শোষণ ও পেষণের পরও সে বাঁচিয়া আছে, তাহার মূলে ঐ পাগল। কত দুর্দ্দিন, কত ঝঞ্ঝা, কত বিপ্লব, তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তবু সে বাঁচিয়া আছে।

যুগে যুগে পাগল তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কখনো সে রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। কখনো সে ক্ষুদ্র গ্রামপ্রান্তে বসিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে। কখনো বা সে পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া ঘাসের রুটী খাইয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়িয়াছে। আবার আজ নবযুগের প্রারম্ভে ঐ কে দেশে দেশে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—

ও পাগল

রাষ্ট্রনীতির কুটিল পন্থার কথা ও মানে না, অর্থনীতির জটিলতার কথাও কয় না, সমাজের প্রথা পরিবর্ত্তনের জন্য ও মাথা ঘামায় না, উচ্চ নীচের ভেদ ও মানে না—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমজ্ঞান করিয়া—দিবস রজনী একই কথার ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে

"ওরে তোরা আয়, আয় একবার ফিরিয়া আয়—স্রোতের টানে তৃণের মত কতদিন ভাসিয়া চলিবি—যাহা চাস্ সব পাইবি—আমি তোদের পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া দিব—তোরা শুধু একবার আমার কথা শোন—চরকা চালা—খদ্দর পর"। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, অন্ধকার বিছিন্ন করিয়া এই ধ্বনি চরাচরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু ওর কথা কে শুনিবে—ওযে পাগল!

স্থানীয় সংবাদ।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক—স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের তত্বাবধানে একটী ষ্টোর খোলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—সমবায় সমিতি গুলির সভ্যগণের উৎপন্ন দ্রব্যাদি উচিৎ মূল্যে বিক্রয় করা, এবং স্থানীয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সুবিধায় নানাবিধ দ্রব্য সরবরাহ করা। একটী বিষয়ে সম্প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। স্থানীয় মেথরগণ, মাসে টাকায় দুই আনা সুদ দিয়া বাজারে ধারে চাউল কিনিত। এই সুদের হাত হইতে অব্যাহতি দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সুবিধাদরে চাউল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে।

চুরি—এই কয়দিনের মধ্যে তিনটি চুরির খবর পাওয়া গিয়াছে।

১। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া রোডে শ্রীযুক্ত মাহিন্দী সেনের গৃহ হইতে ৫ই জানুয়ারী রাত্রিতে একটিন সরিষার তৈল ও কিছু টাকা চুরি হইয়াছে।

২। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া রোডে রাণীমার্কা তেলের এজেন্টের গৃহ হইতে ঐ রাত্রিতে নগদ টাকায় এবং অলঙ্কারে প্রায় ১৫০০ শত টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে।

৩। ৫ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময় চাণ্ডিলে সদর রাস্তার উপরে জনৈক মাড়োয়ারীর দোকান হইতে কয়েক থান কাপড় চুরি হইয়াছে।

প্রতিমা অপহরণ—গত সপ্তাহে চাণ্ডিলের নিকট শ্রী ডুলমী গ্রামে শ্রীযুক্ত সরযু প্রসাদ আদিত্যদেবের দেবমন্দির হইতে এক দেবীমূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে ঘটনার দিন সরযু বাবু গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে দুই তিনজন সাহেব মোটর যোগে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন এবং বলপূর্ব্বক একটী দ্বাদশভূজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি মোটরে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করেন। শোনা যায় কোন সময়ে রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার ঐ মূর্ত্তিটি মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামী কোনও মতে অর্থের বিনিময়ে ইষ্টদেবীকে বিধর্ম্মীর হস্তে সমর্পণ করিতে রাজী হন নাই। সরযু বাবু যথানিয়ম থানায় সংবাদ দিয়াছেন। পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় মূর্ত্তিটি পাতকুম রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত ও পুরাকাল হইতে ইহার পূজা ঐ বংশের মধ্যে প্রচলিত।

দিন দুপুরে খুন—সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইচাগড় হইতে সিতুহাটের রাস্তায় একজন বৃদ্ধকে সাংঘাতিক ভাবে প্রহার করিয়া কয়েকজন ডাকাত তাহার টাকা কড়ি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। বেলা ৯টা ১০টার সময় এই ঘটনা ঘটে। লোকটী আঘাতের ফলে প্রাণ হারাইয়াছে। এ ব্যাপারের এখনও কোন কিনারা হয় নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের মনে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

প্রচার কার্য্য—কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত গত মঙ্গলবার প্রচার কার্য্যের জন্য চাণ্ডিল গিয়াছিলেন। তত্রত্য কয়েকজন কর্ম্মী একটী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। নিবারণ বাবু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও চরকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা দেন।

ষোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতি—

উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন জানাইয়াছেন যে আগামী ১৭ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অভ্যর্থনা সমিতির শেষ অধিবেশন হইবে। এই বৈঠকে অভ্যর্থনা সমিতির সমস্ত হিসাব পত্র দাখিল করা হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

দেশ বিদেশের সংবাদ।

ইউরোপে প্লাবন—প্রবল ঝড়বৃষ্টির ফলে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া হল্যাণ্ডে গ্রামবাসী লোকদের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই সব দেশগুলির গবর্ণমেণ্ট কষ্ট নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

গ্রীস—গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল প্যাঙ্গালস্ ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি এখন হইতে গ্রীস শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করিলেন, এবং গ্রীস রক্ষার জন্য তিনি সৈন্যদল এবং জন সাধারণের জাতীয়তা বোধের উপরই নির্ভর করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপের দুইটি দেশে—ইটালি এবং গ্রীসে—দুইজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি শাসনব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিলেন। ইহাই কি গণতন্ত্র?

তুরস্ক—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইন ও লণ্ডনস্থ তুরস্কদূতের সহিত মসুল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলেন কিনা জানা যায় নাই।

গ্রীক—গ্রীকদূত কাপ্তান ক্যানিং ট্যান্‌জিয়ারাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হেজাজ—হেজাজের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আমির আলি বোম্বাই হইয়া বসরা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইবন্ সৌদ কর্ত্তৃক হেজাজ অধিকারই তাঁহার হেজাজ ত্যাগের কারণ।

সিভিল সারভিস্ বিল—পার্লামেণ্টে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বিল দ্বিতীয়বার পাশ হইয়া গেল। ভারতীয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। দরিদ্র ভারতবাসীগণের উপর এইরূপ বোঝা চাপান অত্যন্ত অন্যায় হইবে বলিয়া কয়েকজন শ্রমিক সদস্য এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভোটে হারিয়া যান।

চীন—সাংহাইয়ের মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৭৫,০০০ সহস্র ডলারের একখানা চেক সাংহাইর চীনা পররাষ্ট্র সচিবকে দিয়াছিলেন। পিকিন গবর্ণমেণ্ট পররাষ্ট্র-

সচিবকে ঐ অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলকে জানাইতে বলিয়াছেন যে, এই ক্ষতিপূরণ একেবারেই অপর্য্যাপ্ত।

মিশর—মিশর গবর্ণমেণ্ট জগলুল পাশার দলভুক্ত নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া নানাবিধ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া বিচারার্থ তাঁহাদিগকে চালান দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বিমানযোগে ইংলণ্ড যাতায়াত—খুব সম্ভব ১৯২৭ সালের প্রারম্ভ হইতেই কাইরো (মিশরের রাজধানী) হইতে করাচী পর্য্যন্ত উড়ো জাহাজ নিয়মিত রূপে যাতায়াত করিবে। ডাক, যাত্রী এবং কিছু কিছু মালপত্র লইয়া উড়ো জাহাজগুলি যাতায়াত করিতে পারিবে অনেকে এইরূপ আশা করিতেছেন। এইরূপে লণ্ডন হইতে কাইরো হইয়া করাচী, পরে বোম্বাই—এমনকি কলিকাতা পর্য্যন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত চলিবে।

বেলুড় মঠে জন্মোৎসব—বিগত ২২শে পৌষ বুধবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী—গান্ধীজী এক বৎসরের জন্য বিশ্রাম করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি এখন আর অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান না করিয়া এই সময়ের মধ্যে সাবরমতী আশ্রমের শৃঙ্খলাবিধানের এবং চরকা সমিতি সুগঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন।

শোক সংবাদ—নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় গত মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনাই মহারাজের এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং প্রকৃত সুসন্তান হারাইল।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এখন দক্ষিণ আফ্রিকা ডেপুটেশনের সহিত ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। পরে নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা সমস্যা সমাধানের জন্য একটা কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবেন।

বাঙ্গালায় কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের নির্ব্বাচন—বাঙ্গালা প্রদেশে কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের নব-নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদলেরই জয়লাভ হইয়াছে। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় ও নলিনী নাথ শেঠ স্বরাজদল ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত দিঘাপতিয়ার মহারাজা এবং শ্রীযুক্ত মামুদ সারওয়ার্দ্দী ও স্বরাজদলের সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীহট্ট—আসাম কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য গ্রহণ—আগামী ৩০শে পৌষ সূর্য্যগ্রহণ হইবে। তদুপলক্ষে কলিকাতায় বহুলোকসমাগম হইবে। স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য বঙ্গীয় যুবক সম্মেলন, কংগ্রেস কমিটী প্রভৃতি বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

মুক্তি ও তাহার উপায়।

(স্বামী তপানন্দ)

বেশ ভাল ক'রে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখলে মনে হয় এই সমষ্টিভূত বিরাট সৃষ্টিটা, তার অভ্যন্তরগত এই পৃথিবীস্থ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমানিশার আকাশে খদ্যোতের ন্যায় নিকৃষ্টতম চেতন জীব হতে, শারদ পূর্ণিমার নির্ম্মল চন্দ্র স্বরূপ সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত জড় ও চেতন প্রতি অণু পরমাণুটা কি যেন হারিয়েছে। আর অন্ধের মত ঘোর আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে তাই খুঁজ্‌ছে। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলের ভিতর আংটি কি অন্য কিছু পড়ে গেলে যেমন এক একবার ডুব দিয়ে দিয়ে বালি মাটি তুলে ভাল করে দেখে ফেলে দেয় আবার তোলে ঠিক তেমনি; কিম্বা বিশ ত্রিশ বৎসর আগে হয়ত কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল হঠাৎ তারপর একদিন রেল গাড়িতে যেতে যেতে সাক্ষাৎ হলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে আর ভাবে একে যেন কোথায় দেখেছি, যেন চিনি চিনি মনে আস্‌ছে না, যেন ধরি ধরি এই আবার গুলিয়ে গেল, ঠিক এমনি;—কি যেন আমার ছিল কি যেন নাই, মাটি, গাছ, পাথর, আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, সুগন্ধি ফুলের ভিতর, সুন্দর শিশুর কমনীয় মুখ খানির ভিতর, সুন্দর যুবক সুন্দরী যুবতীর অপরূপ রূপলাবণ্যের ভিতর, ধন, দৌলত, প্রাসাদ, সাম্রাজ্য, এই সকলের ভিতর, নিজের দেহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে, রূপাদি বিষয়ে, মনে, বুদ্ধিতে, অহঙ্কারে যেন আমার কোন বিস্মৃতিতে ঢাকা অভীপ্সিত বস্তুর আভাস পেয়ে ছুটে ছুটে আমি আমার বলে একটার পর একটা খানিক নেড়ে চেড়ে আপনার ক'রতে চেয়ে ক্ষণিক পরে দেখছি—মরুভূমে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে মরিচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে যত যাচ্ছি ততই সে যেন সেই সমান দূরে রয়েছে, তারপর আমার আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি না হওয়ায় অন্য-যেটাতে আমার সেই অভিলষিত পদার্থের আভাস বেশী মনে হচ্ছে সেইটার পিছনে আবার ছুটেছি। এইরূপ ক্রমাগতই সব ছুটছে। ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত অবসন্ন তবু থাকতে পারে না। এ ছোটার আর বিরাম নাই। এই যে কি যেন একটা যার পিছনে সারা দুনিয়াটা ছুটেছে, সেটা কি? মুক্তি।

মুক্তি কথাটির অর্থ সাদা কথায় খালাস। কোন অজ্ঞাত কারণে কিসে যেন আমাকে এক সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছে, কিন্তু আমার মনের পিছনে থেকে কে যেন অসীম হবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে, আর ঠিক তার বিপরীতে কি যেন একটা শক্তি তাকে আপাতমনোরম সুখের লোভ দেখিয়ে নূতন নূতন শিকল পরিয়ে সুদৃঢ় ভাবে বাঁধতে চাইছে কিন্তু তবুও ত কৈ অনাদি কাল থেকে আজও পর্য্যন্ত সেই মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা ছাড়তে পারে না, ভুলতে পারে না ত? একটা পাখির ছানাকে ডিম থেকে ফুটে না বেরুতে বেরুতেই খাঁচায় পোরা হয়েছে, খাঁচাতেই সে বড় হয়েছে, উড়বার ডানাও খাঁচার ভিতরে থেকেই গজিয়েছে। সে আজীবন খাঁচা থেকে বেরিয়ে পালাবার কোন আশা না থাকলেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাঁচার চারিধারের ফাঁক-গুলিতে ঠোঁটে করে ঠুকরে ঠুকরে হতাশ হয়ে অবসন্ন দেহে ঘুমের কোলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আবার তার সেই আমরণব্যাপী কাজে লাগে, মনে করে, না, বৃথা চেষ্টায় লাভ কি? থাক্, কিন্তু তবু থাকতে পারে না—কেন?

(ক্রমশঃ।)

মুক্তি।

[শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার]

আজি,—পঞ্চকোটের পাড়ায় পাড়ায় মুক্তি এনেছে "মুক্তি"
পরাধীন দেহে নব-প্রেরণায় জাগাতে জীবনী শক্তি।
লাঞ্ছিত-প্রাণে বাঞ্ছিত এ যে শত-কাম্যের নিধি,
পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদে ওই ডাকে নিরবধি,—
"জাগ্‌রে তোরা জাগ্‌রে জাগ বিশ্বের সেরা প্রাণ
গণ্ডীর মাঝে বন্ধন নিয়ে হ'স্ কেন হয়রান্।
জন্ম তোদের গৌরবময়—কীর্ত্তি তোদের ধন্য,
এম্‌নি কত কি করিস্ গর্ব্ব,—সব ভুয়োবাজী, শূন্য
সব মিছে কথা, কাহিনীর মত—নয় কিরে এই দেশে
রক্ত থাকিতে শত লাঞ্ছনা দাঁড়াইয়া দেখি অনিমিষে,
মা'র চোখে জল, ভাই আধপেটা,—রমণীর অপমান।
দিন দিন হীন—সম্বল-হারা-মৃত্যুর অভিযান॥
ওরে,—যুগের গুরু সিদ্ধ-সাধক কাজ চান ওরে কাজ চান।
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে উদ্দীপনার বন্যা আন।
বিশ্বের যত মুক্তি-পিয়াসী, হ'য়েছে মুক্ত—মন্ত্রে এই,
হিয়ায় তাদের এমনি রক্ত ব'য়েছিল, তোদের
তাও কি নেই?
মুক্ত-জগতে সবাই স্বাধীন—হীন কেন, কেন ভয়?
রক্ত-অর্থ-শোষণ-শক্তি ধ্বংস করি অর্জ্জ জয়॥

—•—

স্বাধীনতার ইতিহাস।

(প্রাপ্ত)

স্বাধীনতা মনুষ্য মাত্রেরই জন্মগত অধিকার। কেবল মনুষ্য কেন, ভগবানের সৃষ্ট জীবমাত্রই স্বাধীন। যে সমস্ত প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে তাহারা নিজ নিজ দলের সুখ সুবিধার নিমিত্ত কর্ত্তব্যবোধে নিজের স্বাধীনতাকে কতক পরিমাণে খর্ব্ব করিতে বাধ্য হয়। বানর, বনমানুষ, হস্তী প্রভৃতি জন্তুকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। মনুষ্য জাতি ক্রমবিকাশের ফলে বর্ত্তমান সভ্যতায় উপনীত হইয়াছে এবং তাহারা সর্ব্বত্রই দলবদ্ধভাবে বাস করিতেছে। চিন্তা করিলে এই দল বা সমাজের কিরূপে সৃষ্ট হইল বুঝিতে পারা যায়। এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, বহু পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকগুলি মানুষ নিজ নিজ সুখ সুবিধার নিমিত্ত একত্র হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেরূপ বর্ত্তমান সময়ে ৫।৭ জন লোক একত্র হইয়া একমালী কারবার আরম্ভ করে সেইরূপ প্রথমতঃ কতকগুলি ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ ছোট ছোট দলগুলি বড় বড় দলে পরিণত হইল। যতই সভ্যতার ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে সেই দলগুলি নিজ নিজ সুখ সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইল।

জীব মাত্রই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। চতুর্দ্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছে—একটী অপরটীর ভক্ষ্য। কাজেই কি উপায়ে জীবন বাঁচাইবে এই চিন্তাই সর্ব্বপ্রধান। প্রাণিগণ জীবন রক্ষার জন্যই প্রধানতঃ অপর প্রাণীকে হত্যা করিয়া থাকে। এখনও নরমাংসভুক্ মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান আছে। বর্ব্বর অবস্থায় সমস্ত মনুষ্যই নরমাংসভুক্ ছিল কিনা কে বলিতে পারে? কিন্তু মাংসলোভেই হউক বা খাদ্য ও পরিধেয় লুণ্ঠনের লোভেই হউক, বর্ব্বর মানব পরস্পরকে আক্রমণ করিত এবং আক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকিত। বর্ত্তমান সভ্য মানবের প্রকৃতিরও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় পরস্পরের সাহায্য দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা যূথ বা দলের সৃষ্টির বিশেষ একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলেই দলের বা সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত কতক পরিমাণে ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব না করিলে চলিতে পারে না। ব্যক্তিগত অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই আছে, কিন্তু নিজের অধিকার বজায় রাখিতে হইলে পরের অধিকারও বজায় রাখিতে হইবে। কাজেই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য বোধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে গেলেই

নিজের অধিকার খর্ব্ব করার প্রয়োজন হইবে। এই ভাবে মনুষ্যগণ সমাজ গঠন সময়ে ক্রমশঃ প্রয়োজন বোধে নিজের অধিকার খর্ব্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষ এইরূপে অধিকার ও কর্ত্তব্য আলোচনা ও প্রতিপালন করিয়া ক্রমশঃ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীঃ

বেড়ো।
২৬-১২-২৫

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত
মহাশয় সমীপে—

আপনার প্রেরিত 'মুক্তি' পাইলাম, কর্ম্মভূমি হইলেও মানভূমকে আপনি যতটা আপনার করিয়া লইয়াছেন জন্মভূমি হইয়াও আমরা তাহা করিতে পারি নাই। আপনার প্রথম দর্শনাবধি মনে উৎকট আশা জাগরূক রহিয়াছে যে আপনার মহান্ আদর্শে একদিন সমগ্র মানভূম অনুপ্রাণিত হইবে। আজ 'মুক্তি' পাঠ করিয়া অনুভব করিলাম আমাদের সেই আশা অদুর ভবিষ্যতে ফলবতী হইবে। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি 'মুক্তি' মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া দারিদ্র্যপ্রপীড়িত এই মানভূমের গৃহে গৃহে সমাদৃত হউক। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া ভিঃ পিঃ যোগে কাগজ পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

বিনীত—শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য।

পুরুলিয়া আয়ুর্ব্বেদাশ্রম।

কবিরাজ শ্রীদুর্গাদাস রায় কবিভূষণ।

এখানে প্রায় সর্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈল প্রস্তুত থাকে ও অর্ডার মত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি, বৃহচ্ছাগালাদ্য তৈল ২৪৲ সের, প্রতি অর্দ্ধ পোয়া ৩৲ খাঁটী চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৪৲, মহাশক্তি রসায়ন ২৪ আউন্স বোতল ৩৲, পেটেণ্ট

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

শঙ্কর।

শ্রীশ্রীসীতারাম।

এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী।

এইচ, এম, বি,
নাম পুরুলিয়া।

বাজার দর।

(পুরুলিয়া ২৭শে পৌষ)

গিনি ভিক্টোরিয়া —		১৩॥০ টাকা
সোণা চিনাপাত — ভরি		২১॥০ ,,
রূপা ১০০ ভরি —		৭৩৲ ,,
		মন প্রতি
দেশী নূতন চাল—রাশি —		৫।৵০ টাকা
ঐ মাঝারি —		৫॥৵০ ,,
ঐ সাফি —		৫৸০—৫৸৵০ টাকা।
ঐ কলম কাটি —		৬॥০ টাকা।
ঐ পুরাতন—		৭॥০ টাকা।
ধান —		৩।০ টাকা।
বিরি কলাই —		৫॥৵০ টাকা।
অরহর ডাল — ১নং		৭॥০ টাকা।
ঐ ১নং		৭৵০ টাকা।
মুসুরীর ডাল —		৭॥৵০ টাকা।
খেসারী —		৪৸০ টাকা।
বুটের ডাল —		৬।০ টাকা।
মুগের ডাল —		৮॥০ টাকা।
বুট (ছোলা) —		৪৸৵০ টাকা।
আটা হলমিল —	বস্তা	১৫॥০ টাকা।
রুলের ময়দা	—বস্তা	১৭॥০ টাকা।
ঘি ঘণ্টুর ১নং—	মণ	৭১৲ টাকা।
সরিষার তৈল (কলের) ১নং		২৪॥০ টাকা।
,, ২নং		২২॥০ টাক।
চিনি সাদা জাভা —মণ		১১।০ টাক।
দেশী কাণপুরী —		১৩॥০ টাকা।
সূতার দর…		
হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা		১২॥ নং ৮৲ টাকা।
,, ,,		১০॥ নং ৭৸৵০ টাকা।
,, গোপাল মার্কা		১২॥ নং ৭৸০ টাকা।
,, ,,		১১॥ নং ৭।৵০ টাকা।
কাঁচা কয়লা —	মণ	।০ আনা
গালার দর		
টিয়েন —		৮৫৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান—		৮৯৲
সুপার ফ.ইন —		৯৮৲—১০০৲
লাহার দর…		
ফুকি —		৪০৲
বৈশাখি —		৫২৲
কুসমি —		৬০৲
আরি —		৩০.

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।
যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের

সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে)

খাঁটী ও উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি কিনিতে হইলে একবার উক্ত দোকানে আসুন। মিঠাই এর শ্রেষ্ঠতা একবার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন। দরও সস্তা

সেই কারুসাও এর শত বর্ষের প্রসিদ্ধ ও মানভুম জেলার একচেটিয়া তামাক।

এই দোকানে এখানকার ও বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ও গয়ার প্রস্তুত সকল প্রকার কড়া, মিঠে ও সুগন্ধি তামাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সিকি মূল্য সহ অর্ডার দিলে যত্নের সহিত মাল ভিঃ পিঃ যোগে পাঠান হয়। আমাদের তামাক মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া, রাঁচী এবং সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায় চালান যায়। দর প্রতি মণ ১৫৲ ১২৲ ও ৮৲ বিষ্ণুপুর গয়ার ২০৲। ইতি—

৺কারু সাওএর পুত্র—শ্রীরামকিন সাও
পুরুলিয়া (মানভূম)

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

(পুরুলিয়া হেড্ পোষ্টাপিসের সম্মুখে
রবীন্দ্র বাবুর খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের দোকান)

শীতের বিপুল আয়োজন!

একদর, ঠিক জিনিষ— পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নানারকম ফ্যান্সি খদ্দরের আলোয়ান, দেশী কম্বল ও র‍্যাগ কানপুরী লুই ও এণ্ডি গায়ের কাপড়, মোজাও গেঞ্জি এবং যাবতীয় স্বদেশী মিলের কাপড়, জামার নানারকম ছিট, করেসডাঙ্গা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি তাঁতের ধোয়া ও কোরা ধুতি, শাড়ী এবং মার্কিন, মাটা, লংক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বদা বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে

এজেণ্ট চাই।

মফঃস্বলে সর্ব্বত্র মুক্তি বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট দরকার। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার—মুক্তি, পুরুলিয়া।

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

২। "মুক্তি" প্রতি সপ্তাহে সোমবারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ সময় মত কাগজ না পাইলে প্রথমে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের উত্তর সহ আমাদের জানাইবেন। নতুবা তাঁহাদিগকে অপ্রাপ্ত সংখ্যার মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। অল্পদিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে করাই ভাল। অর্থাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। গ্রাহকের নাম, পোষ্টাফিস, গ্রাম ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে অথবা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

৪। যাহারা সংবাদ অথবা প্রবন্ধাদি পাঠাইতে চান তাঁহারা কাগজের এক পৃষ্ঠায় খুব পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "মুক্তির" সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। সঙ্গে ডাক টিকিট না দিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না।

৫। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

কর্ম্মকর্ত্তা "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ। কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের" ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
গুরুদ্রোণ
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি খান ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন।

বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভুষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

দেশবন্ধু প্রেস

পুরুলিয়া।

এই প্রেসে যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে।
চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্।

শ্রীপঞ্চমী।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার। ৪ঠা মাঘ ১৩৩২, ১৮ই জানুয়ারী ১৯২৬ { ৫ম সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৶০ ও ৸০ সারিবাদ্যাসব—৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড্।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১ মাণিকগঞ্জ) ১২, কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, বাঁকুড়া রোড হইতে বাহির হইয়া য গলিটি ভুবন রায় লেনে যাইয়া পড়িয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যালিটির আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সরকারী রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
৬ই জানুয়ারি ১৯২৬।

স্বাঃ—এস্, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

দ্রষ্টব্য :—প্রত্যেক দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আফিসে উক্ত গলির নক্সা, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণ :—দৈর্ঘ্য—৪৮৮ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) সোণারাম মাহাতর বাস্তুবাড়ী।
(২) ভাতু সিংহের পতিত জমি।
(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(৪) শশাঙ্ক শেখর মুখোপাধ্যায়ের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তু এবং প্রাচীর।
(৬) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।
(৭) লক্ষ্মী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী।
(৮) জয়চাঁদ মজুমদারের পতিত বাড়ী।

পূর্ব্ব সীমা :—

(৯) সুরেন্দ্র নাথ সিংহের বাস্তু।
(১০) শিব মন্দির।
(১১) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীর।

পশ্চিম সীমা :—

(১২) যুগল ছুতারের বাস্তু।
(১৩) বিমলা দাসীর বাস্তু।
(১৪) বঙ্কু ছুতারের বাস্তু।
(১৫) অক্ষয় কুমার সরকারের বাস্তু।
(১৬) সূর্য্য কুমার সরকারের বাস্তু।

প্রস্থঃ—ভুবন রায় লেন হইতে সূর্য্যকুমার সরকারের বাস্তু পর্য্যন্ত গলিটি সমভাবে ১২ ফুট প্রশস্ত। এখান হইতে গলিটি দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়াছে; এস্থান হইতে বাঁকুড়া রোড পর্য্যন্ত গলিটি সাড়ে আট হইতে সাড়ে নয় ফুট পর্য্যন্ত প্রশস্ত; মধ্যে একস্থানে ইহা ১২ ফুট প্রশস্ত।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, কার্ট-সরাই রোড হইতে বাহির হইয়া রাঙ্গাঠাকুরের পুকুর পর্য্যন্ত যে গলিটি গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ উক্ত গলিটীকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যালিটীর আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সরকারী রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
৪ঠা জানুয়ারি ১৯২৬।

স্বাঃ—এস্, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

দ্রষ্টব্যঃ—প্রত্যেক দিন বেলা ১১ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আফিসে উক্ত গলির নক্সা, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য—৬৫২ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) একটি পাকা প্রাচীর।
(২) কৃষ্ণ সর্দ্দারের বাস্তু।
(৩) পদ্ম বাউরির বাস্তু।
(৪) হাবু বাউরির বাস্তু।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সুনী গোয়ালিনীর বাস্তু।
(২) বুধা সওদাগরের বাড়ী।
(৩) কেদার বাউরীর বাড়ী।
(৪) বুধু বাউরীর বাড়ী।
(৫) রাধা বাউরির বাড়ী।
(৬) বসন্ত বাউরির প্রাচীর এবং বাস্তু।

প্রস্থঃ —৪ ফুট হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত।

মুক্তি।

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।"

সন ১৩৩২ সাল ৪ঠা মাঘ, সোমবার।

শ্রীপঞ্চমী।

আজ মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী। বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী-দেবীর আরাধনার দিন। হিন্দুমাত্রেরই গৃহে আজ উৎসব। স্নাত, শুদ্ধ, সংযত হইয়া দেবীর পূজান্তে ভক্তি-প্রণত-চিত্তে তাঁহার পাদযুগলে চন্দনসিক্ত বিল্বপত্র সহ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সকলেই সমুৎসুক। সর্ব্বত্রই উৎসাহ, সর্ব্বত্রই আনন্দ। মায়ের প্রসন্নতা লাভ হইলে, মায়ের কৃপা লাভ করিতে পারিলে মনের মলিনতা দূর হইবে, অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইবে, বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ চিত্তকে উদ্ভাসিত করিবে, ইহাই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ইহাই হৃদয়ের প্রার্থনা। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবে একাধারে সমষ্টি-শক্তির উপাসনা হয়। সেই একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের অনুভূতির ভিতর দিয়া ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মী-দেবীর অর্চ্চনা, কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা, গণপতির উপাসনা ও সরস্বতীদেবীর পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। একত্বের ভিতর বহুত্বের অনুভব এবং বহুত্বের ভিতর দিয়া একত্বের ধারণা যাহাতে উপাসকের মনে বদ্ধমূল হয়, এবং নিত্য অনুভূত বাসনার গতি ঈশ্বরোন্মুখ হইয়া ভক্তিভাবের যাহাতে ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হয় তজ্জন্যই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পূজা বিহিত হইয়াছে। সংসারী মানব ধনধান্যের অধিকারী না হইলে অতিথিসেবা, পরিজনপ্রতিপালন, পীড়িতের চিকিৎসা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না তাই ঐশ্বর্য্যের কামনা করিয়া নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী-দেবীর উপাসনা করে; আবার ধর্ম্মকার্য্যেরই সহায়তার নিমিত্ত, শত্রুর হাত হইতে ধর্ম্মকেই রক্ষার নিমিত্ত, শক্তিমান্ তেজস্বী বীরপুত্রের প্রার্থী হইয়া দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করে। পুত্র, ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে জনশক্তির সাহায্য ব্যতীত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই, তাই গণপতির পূজার ব্যবস্থা। জনগণের অধিপতি বলিয়াই নাম হইয়াছে গণেশ। এইরূপে ধনজনপুত্রাদি লাভে একদিকে যেরূপ সংসার-ধর্ম্মী মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান সুকর হয়, অন্যদিকে আবার ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব তাহার চিত্তকে ধর্ম্মবিমুখ করিতে চাহে, অবিদ্যার মোহ তাহার বিবেকশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে চাহে। একমাত্র প্রজ্ঞাশক্তি লাভ করিতে পারিলেই এই অহঙ্কার, এই মোহের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যাই একমাত্র অবিদ্যাকে নিরস্ত করিতে পারে। তাই বেদপ্রতিষ্ঠিত দেশের ভক্ত উপাসক বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী-দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে বলিতে থাকে :—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।"

বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জননীর কৃপালাভই তাহার শেষ প্রার্থনা, বেদমাতার আরাধনাই তাহার সাংসারিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, নৈমিত্তিক পূজার ইহাই অবসান। শক্তি-পূজার এই শেষ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত পরমপুরুষ শিবের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে। শিবরাত্রির পূর্ব্বে তাই সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই যেন তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা। নিত্য অনুভূত ভাবের আশ্রয় লইয়া প্রাণের স্বাভাবিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার গতি ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে চালিত করিয়া, সামাজিক আমোদ উৎসবের ভিতর উপাসনার অমৃত রস সিঞ্চন করিয়া, বিষয়োন্মুখ মানব-মনকে শমদমাদির ভিতর দিয়া ভগবদুন্মুখ করিবার এইরূপ সুবিন্যস্ত পদ্ধতি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। নিত্য অনুভূত সত্যের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই শত অত্যাচার, শত পরিবর্ত্তন, শত বিপরীত শিক্ষার প্রভাব অতিক্রম করিয়াও সনাতন ধর্ম্মের এই পূজোৎসব গুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। তাই অভাবের তাড়না, নৈরাশ্যের লাঞ্ছনা, রোগার্ত্তের বেদনা উপেক্ষা করিয়াও আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী আজ সব ভুলিয়া ইষ্টদেবীর পূজার আমোদে ব্যস্ত, উৎসাহে তাহার চিত্ত আজ উৎফুল্লিত।

এই একটি দিনের উৎসবের ধ্যানে যুগযুগান্তের অতীত কথা মনে পড়িয়া যায়। মনে পড়ে সে দিনের কথা যখন পূজা উপসনার সঙ্গে প্রত্যেকের ব্যবহারিক জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, যখন দেবতার নিকট উপাসক যাহা চাহিয়া লইত তাহা আদর যত্নের সামগ্রীরূপে প্রাণে ধারণ করিয়া রাখিত। মনে পড়ে সে দিনের কথা যখন শ্রীপঞ্চমীতে বীণাপাণির আরাধনায় বিদ্যার্থীর হৃদয়ে যে ভাবসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইত তাহারই একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহার চিত্তকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভরপুর করিয়া রাখিত, একদিনের পূজোৎসবের প্রভাব সে দিনই ফুরাইয়া যাইত না। তখন ছিল মনের ভাবের সহিত অনুষ্ঠানের একটা সত্যিকার যোগ, সঙ্কল্পের সহিত সিদ্ধির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, উপাস্যের প্রতি উপাসকের একটা প্রবল আকর্ষণ। এখনও

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, বাঁকুড়া রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি ভুবন রায় লেনে যাইয়া পড়িয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যালিটির আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সরকারী রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
৬ই জানুয়ারি ১৯২৬।

স্বাঃ—এস্, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

দ্রষ্টব্য :—প্রত্যেক দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আফিসে উক্ত গলির নক্সা, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণ :—দৈর্ঘ্য—৪৮৮ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) সোণারাম মাহাতর বাস্তুবাড়ী।
(২) ভাতু সিংহের পতিত জমি।
(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(৪) শশাঙ্ক শেখর মুখোপাধ্যায়ের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তু এবং প্রাচীর।
(৬) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।
(৭) লক্ষ্মী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী।
(৮) জয়চাঁদ মজুমদারের পতিত বাড়ী।

পূর্ব্ব সীমা :—

(৯) সুরেন্দ্র নাথ সিংহের বাস্তু।
(১০) শিব মন্দির।
(১১) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীর।

পশ্চিম সীমা :—

(১২) যুগল ছুতারের বাস্তু।
(১৩) বিমলা দাসীর বাস্তু।
(১৪) বসু ছুতারের বাস্তু।
(১৫) অক্ষয় কুমার সরকারের বাস্তু।
(১৬) সূর্য্য কুমার সরকারের বাস্তু।

প্রস্থঃ—ভুবন রায় লেন হইতে সূর্য্যকুমার সরকারের বাস্তু পর্য্যন্ত গলিটি সমভাবে ১২ ফুট প্রশস্ত। এখান হইতে গলিটি দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়াছে; এস্থান হইতে বাঁকুড়া রোড পর্য্যন্ত গলিটি সাড়ে আট হইতে সাড়ে নয় ফুট পর্য্যন্ত প্রশস্ত; মধ্যে একস্থানে ইহা ১২ ফুট প্রশস্ত।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, কার্ট সরাই রোড হইতে বাহির হইয়া রাঙ্গঠাকুরের পুকুর পর্য্যন্ত যে গলিটি গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ উক্ত গলিটীকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যালিটীর আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সরকারী রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
৪ঠা জানুয়ারি ১৯২৬।

স্বাঃ—এস্, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

দ্রষ্টব্যঃ—প্রত্যেক দিন বেলা ১১ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল আফিসে উক্ত গলির নক্সা, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য— ৬৫২ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) একটি পাকা প্রাচীর।
(২) কৃষ্ণ সর্দ্দারের বাস্তু।
(৩) পদ্ম বাউরির বাস্তু।
(৪) হাবু বাউরির বাস্তু।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সুনী গোয়ালিনীর বাস্তু।
(২) বুধা মণ্ডলাগরের বাড়ী।
(৩) কেদার বাউরীর বাড়ী।
(৪) বুধু বাউরীর বাড়ী।
(৫) রাধা বাউরির বাড়ী।
(৬) বসন্ত বাউরির প্রাচীর এবং বাস্তু।

প্রস্থঃ —৪ ফুট হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত।

মুক্তি।

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।"

—:০:—

সন ১৩৩২ সাল ৪ঠা মাঘ, সোমবার।

শ্রীপঞ্চমী।

আজ মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী। বিদ্যাদাত্রী-সরস্বতী-দেবীর আরাধনার দিন। হিন্দুমাত্রেরই গৃহে আজ উৎসব। স্নাত, শুদ্ধ, সংযত হইয়া দেবীর পূজান্তে ভক্তি-প্রণত-চিত্তে তাঁহার পাদযুগলে চন্দনসিক্ত বিল্বপত্র সহ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সকলেই সমুৎসুক। সর্ব্বত্রই উৎসাহ, সর্ব্বত্রই আনন্দ। মায়ের প্রসন্নতা লাভ হইলে, মায়ের কৃপা লাভ করিতে পারিলে মনের মলিনতা দুর হইবে, অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইবে, বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ চিত্তকে উদ্ভাসিত করিবে; ইহাই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ইহাই হৃদয়ের প্রার্থনা। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবে একাধারে সমষ্টি-শক্তির উপাসনা হয়। সেই একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের অনুভূতির ভিতর দিয়া ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মী-দেবীর অর্চ্চনা, কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা, গণপতির উপাসনা ও সরস্বতীদেবীর পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। একত্বের ভিতর বহুত্বের অনুভব এবং বহুত্বের ভিতর দিয়া একত্বের ধারণা যাহাতে উপাসকের মনে বদ্ধমূল হয়, এবং নিত্য অনুভূত বাসনার গতি ঈশ্বরোন্মুখ হইয়া ভক্তিভাবের যাহাতে ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হয় তজ্জন্যই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পূজা বিহিত হইয়াছে। সংসারী মানব ধনধান্যের অধিকারী না হইলে অতিথিসেবা, পরিজনপ্রতিপালন, পীড়িতের চিকিৎসা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা-দান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না তাই ঐশ্বর্য্যের কামনা করিয়া নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী-দেবীর উপাসনা করে; আবার ধর্ম্মকার্য্যেরই সহায়তার নিমিত্ত, শত্রুর হাত হইতে ধর্ম্মকেই রক্ষার নিমিত্ত, শক্তিমান্ তেজস্বী বীরপুত্রের প্রার্থী হইয়া দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করে। পুত্র, ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে জনশক্তির সাহায্য ব্যতীত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই, তাই গণপতির পূজার ব্যবস্থা। জনগণের অধিপতি বলিয়াই নাম হইয়াছে গণেশ। এইরূপে ধনজনপুত্রাদি লাভে একদিকে যেরূপ সংসার-ধর্ম্মী মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান সুকর হয়, অন্যদিকে আবার ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব তাহার চিত্তকে ধর্ম্মবিমুখ করিতে চাহে, অবিদ্যার মোহ তাহার বিবেকশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে চাহে। একমাত্র প্রজ্ঞাশক্তি লাভ করিতে পারিলেই এই অহঙ্কার, এই মোহের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যাই একমাত্র অবিদ্যাকে নিরস্ত করিতে পারে। তাই, বেদপ্রতিষ্ঠিত দেশের ভক্ত উপাসক বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী-দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে বলিতে থাকে :—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ .
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।"

বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জননীর কৃপালাভই তাহার শেষ প্রার্থনা, বেদমাতার আরাধনাই তাহার সাংসারিক জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সাধনা, নৈমিত্তিক পূজার ইহাই অবসান। শক্তি-পূজার এই শেষ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত পরমপুরুষ শিবের সাক্ষাৎ-কার লাভ হইতে পারে। শিবরাত্রির পূর্ব্বে তাই সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই যেন তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা। নিত্য অনুভূত ভাবের আশ্রয় লইয়া প্রাণের স্বাভাবিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার গতি ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে চালিত করিয়া, সামাজিক আমোদ উৎসবের ভিতর উপাসনার অমৃত রস সিঞ্চন করিয়া, বিষয়োন্মুখ মানব-মনকে শমদমাদির ভিতর দিয়া ভগবদুন্মুখ করিবার এইরূপ সুবিন্যস্ত পদ্ধতি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। নিত্য অনুভূত সত্যের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই শত অত্যাচার, শত পরিবর্ত্তন, শত বিপরীত শিক্ষার প্রভাব অতিক্রম করিয়াও সনাতন ধর্ম্মের এই পূজোৎসব গুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। তাই অভাবের তাড়না, নৈরাশ্যের লাঞ্ছনা, রোগার্ত্তের বেদনা উপেক্ষা করিয়াও আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী আজ সব ভুলিয়া ইষ্টদেবীর পূজার আমোদে ব্যস্ত, উৎসাহে তাহার চিত্ত আজ উৎফুল্লিত।

এই একটি দিনের উৎসবের ধ্যানে যুগযুগান্তের অতীত কথা মনে পড়িয়া যায়। মনে পড়ে সে দিনের কথা যখন পূজা উপসনার সঙ্গে প্রত্যেকের ব্যবহারিক জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, যখন দেবতার নিকট উপাসক যাহা চাহিয়া লইত তাহা আদর যত্নের সামগ্রীরূপে প্রাণে ধারণ করিয়া রাখিত। মনে পড়ে সে দিনের কথা যখন শ্রীপঞ্চমীতে বীণাপাণির আরাধনায় বিদ্যার্থীর হৃদয়ে যে ভাবসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইত তাহারই একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহার চিত্তকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভরপুর করিয়া রাখিত, একদিনের পূজোৎসবের প্রভাব সে দিনই ফুরাইয়া যাইত না। তখন ছিল মনের ভাবের সহিত অনুষ্ঠানের একটা সত্যিকার যোগ, সঙ্কল্পের সহিত সিদ্ধির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, উপাস্যের প্রতি উপাসকের একটা প্রবল আকর্ষণ। এখনও

সেই পূজা আছে, সেই পদ্ধতি আছে, সেই মন্ত্র আছে, সেই আগ্রহও আছে। এখনও সেই আমোদ আছে, সেই পুরোহিত আছে, সেই বিগ্রহও আছে; চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মায়ের পূজায় যাহা লাগে তাহা সমস্তই আছে, নাই শুধু পূজার সহিত জীবনের যোগসূত্র। এই সূত্র ছিন্ন হইয়াছে বলিয়াই আমরা উপাসনা করি বিদ্যাদাত্রীর কিন্তু জীবনটাকে সমর্পণ করি অবিদ্যার হাতে, উপাসনা করি বেদমাতা সরস্বতীর কিন্তু জীবনটাকে নিযুক্ত করি নাস্তিকতার অনুশীলনে, উপাসনা করি ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কিন্তু জীবনটাকে শিক্ষা দেই পর-প্রবঞ্চনার বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে। তাই, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইনা, সেই দেশ যে এই দেশ তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিনা। তাই, অতীতের সেই সুস্থ সবল ও বিত্রহৃদয় বিদ্যার্থী-ব্রহ্মচারীদলের কঠোর তপস্যার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই বর্ত্তমানের রুগ্ন মলিন চিন্তা-গ্রস্ত ছাত্রদলের বিলাসের অভিনয়। আক্ষেপ করিয়া কি লাভ হইবে? আজ একটি দিনের জন্যও অতীতের স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া পবিত্র শ্রীপঞ্চমীতিথিতে দেশের যাহারা ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল তাহারা আসিয়া মায়ের মন্দিরে সমবেত হইয়া যে এখনও বিস্মৃত আদর্শকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কঠোর তপস্যা করিয়া উহাদের জীবনের গতি ফিরাইতে পারিলেই ছিন্ন সূত্র আবার জোড়া লাগিবে, ভাবের ঘরে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার ঘুচিয়া যাইবে, অন্তরের ভিতরে থাকিয়া যিনি অন্তর দেখেন তিনিও প্রসন্না হইবেন। কৃপাময়ী জননী প্রসন্না হইলে সন্তানের আর ভাবনা কি?

মানভূম এনকাম্বার্ড এষ্টেটের পরিচালনায় শৈথিল্য।

গত ৬ই জানুয়ারীর বিহার ও উড়িষ্যা গেজেটে এই প্রদেশস্থ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ও এনকাম্বার্ড এষ্টেট সমূহের পরিচালন বিষয়ে রেভিনিউ বোর্ডের ১৯২৪-২৫ সালের রিপোর্টের উপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ, মানভূমের এনকাম্বার্ড এষ্টেটের খাজনা আদায়ের পরিমাণ যে কম হইয়াছে তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখান হয় নাই। অনেকেই সন্দেহ করেন যে এই জেলার এনকাম্বার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার সাহেব তাঁহার পরিচালনাধীন এষ্টেটসমূহ যাহাতে হাতছাড়া না হইতে পারে সে জন্য মতলব করিয়াই খাজনা আদায়ে শৈথিল্য করিয়া থাকেন। কোন্ এষ্টেটে কত টাকা খাজনা বাকী পড়িয়াছে এবং তাহাদের ঋণের পরিমাণই বা কত তাহা অনুসন্ধান করিলেই ম্যানেজারের উপর উক্ত সন্দেহের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। বারান্তরে এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।

গভর্ণমেণ্টের উক্ত মন্তব্যে মানভূম জেলার খনিজ সেস (mineral receipt) হইতে উক্ত এষ্টেটসমূহের আদায়ের পরিমাণ একেবারেই সন্তোষজনক নয় বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সালের বাকী দেড়লক্ষ টাকার মধ্যে যাহাতে বেশী পরিমাণ টাকা আদায় হইতে পারে তজ্জন্য অবিলম্বে যথাবিহিত উপায় করা আবশ্যক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্যশৈথিল্য সত্ত্বেও বর্ত্তমান ম্যানেজার কেন যে স্বকার্য্যে বহাল থাকিয়া উপায়হীন এষ্টেটগুলির স্বার্থ নষ্ট করিবার সুযোগ পাইতেছেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

এইত গেল মানভূমের কথা। উক্ত গভর্ণমেণ্ট মন্তব্যে প্রদেশস্থ সকল কোর্ট অব ওয়ার্ডস্এর ম্যানেজারদের এষ্টেটের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত অতিরিক্ত ব্যয় ও স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত খরচের কৃপণতার বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। যতদিন এষ্টেটগুলি কতকগুলি অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীর বিলাসের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে ততদিন গভর্ণমেণ্টকে আক্ষেপের ভাষায়ই মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে।

আই, সি, এস্ পরীক্ষা—কে বলে আমাদের দেশের যুবকদের উৎসাহ নাই, শ্রমশীলতা নাই? গত ৪ঠা জানুয়ারী এলাহাবাদে আই, সি, এস্ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তাহাতে পরীক্ষার্থী ছিল ১৩০ জন। চাকুরি পাইবে, খুব বেশী হইলেও—পরীক্ষার্থীর সংখ্যার দশমাংশেরও কম। এই পরীক্ষার জন্য কত তেল পোড়াইয়া কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া প্রস্তুত হইতে হয়—সে খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন—নিরাশ হইবার আমাদের কোনই কারণ নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল এই যুবকগণ শ্রমবিমুখ নহেন!

ভারতের উন্নতির নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা—লর্ড মেষ্টন সাহেব সে দিন কলিকাতায় রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমরা ভারতবর্ষে কেবল মালপত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আসি নাই; ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করা ও ভারতকে সভ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য"।

অদূর প্রাচ্যে যে এত শোণিতপ্রবাহ হইতেছে, এত অ-শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ, ভারতবর্ষকে ইংরাজ-অধীনে রাখিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টা; যেন অন্য কোনও শক্তি ইংরাজের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, তাহারই বিরাট আয়োজন। ভারতবাসীর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ইংরাজকে কতই না বিপদে ফেলিয়াছে!

সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ সর্ব্বত্রই একপ্রকার। স্পেন ও ফ্রান্স রীফের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া জগৎকে ঐ কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে—সভ্যতাপ্রচারই আমাদের উদ্দেশ্য।

সিদি মুস্তাফা নামে একজন রীফ লণ্ডনের "রীফ কমিটির" এক সভায় বলিয়াছেন—"রীফের ভূমি খনিজ-পদার্থ পূর্ণ। ইহা জানিয়াই কয়েক জন স্পেনদেশীয় ও ফ্রান্সদেশীয় ধনিকের অর্থ লালসা জাগ্রত হইয়াছে। এই ব্যক্তিবর্গের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যেই স্পেন ও ফ্রান্সের রীফের স্বাধীনতা অপহরণের এত প্রয়াস। পৃথিবীকে তাহারা জানাইবার চেষ্টা করিতেছে—সভ্যতা-প্রচারই তাহাদের উদ্দেশ্য"।

মেষ্টন সাহেবের কথার উত্তর সিদি মুস্তাফার উক্তিতেই পাওয়া যাইবে।

সাম্প্রদায়িকতা—সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য উদারভাবের দুই একটা কথা শুনিতে পাইলে বড়ই আনন্দ হয়। স্যার আব্দারের কামান-গর্জ্জনের ধাক্কা আমরা এখনও সামলাইতে পারি নাই। এই অবস্থায় নিখিল-ভারত-খৃষ্টান-সম্মেলনীর সভাপতির অভিভাষণ আমাদের চোখে পড়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া আমরা বাঁচিলাম। ভারতীয় খৃষ্টানগণ সংখ্যায় অতি অল্প। সাম্প্রদায়িক লাভালাভের দিকে তাঁহাদেরই অধিক দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক। ইহা সত্ত্বেও খৃষ্টান সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে যে কথাগুলি তিনি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচয় দেয়;—"সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়া দুই একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহার ফলে সম্প্রদায়ের মনে যে ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়।" তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"আমরা সংখ্যায় অল্প বলিয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত-ভাবে যে সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারেন, সাধারণের কল্যাণের জন্য তাহা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মুখ হইতেই এই-রূপ কথা নির্গত হইতে পারে। খৃষ্টান সমাজের নেতার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাই আমাদের মনে জাগিতেছে।

মহাত্মার অবসর গ্রহণ।

মহাত্মা গান্ধী এক বৎসরের জন্য তাঁহার ভারত-ব্যাপী পরিভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া সাবরমতী আশ্রমে অবস্থান করিবেন—এই সংবাদে অনেকে মনে করিতে-ছেন যে মহাত্মাজী বোধ হয় রাজনৈতিক কোনও কারণে দেশোদ্ধারের সমস্ত প্রচেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন—স্বাধীনতার সংগ্রাম হইতে নিরস্ত হইলেন।

এ বিষয়ে কল্পনার আশ্রয় না লইয়া, মহাত্মা নিজে কি বলিতেছেন, সত্য নির্ণয়ের জন্য তাহার উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত।

৭ই জানুয়ারী "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে তিনি লিখিয়াছেন যে অন্ততঃ পক্ষে আগামী ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি আশ্রমের বাহিরে যাইবেন না; খুব বেশী হইলে, আমেদাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। অবশ্য স্বাস্থ্যের জন্য বা অন্য কোন ও বিশেষ প্রয়োজনের জন্য যাইতে হইতে পারে—সে পৃথক্ কথা। কাণপুরে উপস্থিত নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়াই তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিবার তিনটি কারণ তিনি দেখাইয়াছেন—

"১। আমার ক্লান্ত দেহটাকে যতটা সম্ভব বিশ্রাম দেওয়া। ডাঃ আনসারী এই সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত ব্যবস্থাপত্র আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন—যেরূপ মানসিক পরিশ্রম না করিলে চলে, তাহাও আমার পক্ষে এখন পরিত্যজ্য।

২। সাক্ষাৎভাবে আশ্রমের সমস্ত ব্যাপার পরি-দর্শন করা। আশ্রমটি যখন খোলা হয় তখন এই কাজ আমারই করিবার কথা ছিল; কিন্তু প্রারম্ভ হইতে কেবল একবৎসরের জন্য আমি তাহা করিতে পারিয়াছিলাম।

৩। নিখিল-ভারতীয়-চরকা-সমিতির কার্য্য যথা-সম্ভব সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতেছে; এই সমিতির উদ্দেশ্য-গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, আমার আশ্রমে অবস্থান নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেকটি ব্যাপারে মনোযোগ দিলে এবং সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে পারিলেই এই চেষ্টা ফলবতী হইবে। সমিতির সম্পাদকের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে পরামর্শ করিবার সুযোগ যদি আমার ঘটে, তবেই ইহা সম্ভব হইবে।

এই গুলির মধ্যে যে কোনও একটিই আমার আশ্রমে অবস্থানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ। কিন্তু তিনটি কারণই একত্র বর্ত্তমান থাকায়, আশ্রমে অবস্থান আমার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

এই প্রবন্ধেই তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, হয়ত তাঁহার সফর স্থগিত হওয়াতে নিখিল-ভারত-দেশবন্ধু-স্মৃতি-ভাণ্ডারে আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হইবেনা; কিন্তু তিনি আশা করেন যে তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এবিষয়ে যথা-সম্ভব চেষ্টা করিলে কার্য্য চালাইবার উপযোগী অর্থ উঠিতে পারে। সাধারণের নিকট তিনি আবেদন করিয়াছেন যেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই স্বর্গীয় দেশবন্ধুর পুণ্যনামাঙ্কিত এই ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করেন; তবেই খদ্দর প্রচারের কার্য্য অগ্রসর করা কর্ম্মীদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

বিহারে ও মহারাষ্ট্রে বাধ্য হইয়া তাঁহার পরিভ্রমণ স্থগিত রাখিতে হইল, এই জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে এই বৎসরটি তাঁহার পক্ষে সমভাবে সুখের অথবা দুঃখের বলা যাইতে পারে। সুখের,—কারণ এখন আশ্রমের ছেলে মেয়ে ও সহকর্ম্মী-দের সঙ্গে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে; দুঃখের,—কারণ ভারতের জনমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহের ভাগী এখন আর তিনি হইতে পারিবেন না। তাহাদের স্নেহই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু: তাহাদের সাহচর্য্যেই তিনি ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি বলিয়াছেন—"আশ্রমেই বাস করি, অথবা তাহাদের মধ্যেই থাকি—আমি জানি যে আমি তাহাদেরই হিতের জন্যই চেষ্টা করিতেছি, তাহাদেরই বিষয় চিন্তা করিতেছি, তাহদের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তাহাদের জন্যই আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং তাহাদের কল্যাণেই আমার কল্যাণ"।

পাঠক! বুঝিয়া দেখুন এই মহাপ্রাণের পক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিত্যাগ সম্ভব কি না। বুদ্ধিমানেরা অনেক কথা বলিবে; কিন্তু নিজের বিবেচনা শক্তি যেন হারাইবেন না।

সহঃ।

স্বাধীনতার ইতিহাস।

(প্রাপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সমস্ত বিষয় গুলি ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তা ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। স্বাধীন চিন্তাস্রোত আবদ্ধ হইয়া গেলেই সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হয়। উৎকৃষ্ট নিয়মাবলীও গতানুগতিকভাবে প্রতিপালন করিয়া সমাজ যদি নিয়মের কারণ ভুলিয়া যায় তবে ক্রমশঃ সেই সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণসম্বন্ধ যথাসম্ভব আলোচনা করা প্রয়োজন, নতুবা সমাজের চিন্তাশক্তি শিথিল হইয়া সমাজ অর্থহীন নিয়মের ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হয় ও জীবনশূন্য হইয়া পড়ে। শবদেহ যেরূপ হিংস্র পশু পক্ষীর ভোগ্য, মৃত সমাজ ও সেইরূপ প্রবল বহিঃশত্রুর ভোগ্য হয়।

সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই সমাজের নেতা বা রাজার সৃষ্টি কি করিয়া হইল সে বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। মানুষ যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল তখনই সামাজিক নিয়মপ্রণালীর প্রবর্তন করার আবশ্যক হইল। নিয়ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে, সে সমস্ত নিয়ম স্বার্থের জন্য কোন কোন ব্যক্তির ভঙ্গ করা স্বাভাবিক, সেজন্যই নিয়ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধিরও প্রয়োজন হয়। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রথমতঃ সমাজের নিয়মাবলী ও দণ্ডবিধি সমাজের জনসাধারণের মত লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। সমাজের আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাইতির সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ কোন একটী বৃহৎ সমাজের সমস্ত লোক সমবেত হইয়া এই সমস্ত কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। পঞ্চাইতির সৃষ্টি হইলেই অনেক স্থলে পঞ্চাইতিসভার সভাপতি নিয়োগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। এই সভাপতিই কালক্রমে রাজা আখ্যা পাইয়াছেন ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে যদুবংশে কেহ রাজা ছিলেন না, পঞ্চাইতিসভার দ্বারা তাঁহাদের রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। সে সময়ে উগ্রসেন যদুবংশের প্রধান ছিলেন। তিনি সকলের বয়োবৃদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সকলে প্রধান বলিয়া মানিত। উগ্রসেনের পুত্র কংস মহারাজ-চক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। কংস জরাসন্ধের সাহায্যে অন্যায়ভাবে বল-পূর্ব্বক বংশের অনেককে কারাবদ্ধ করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিল এবং নানারূপ অত্যাচার ও অবিচার করিয়া নিজ ক্ষমতা পরিচালন করিত। যদুগণ কিরূপে কংসের কবল হইতে তাঁহাদের লুপ্ত শক্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কিরূপে কংসকে বধ করিয়া পুনরায় যদুগণের অধিকার ও উগ্র-সেনের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সব কথা সক-লেই বিদিত আছেন। যদুবংশের ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে পুরাকালেও বর্ত্তমান যুগের প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর ন্যায় শাসনপ্রণালী কোন কোন স্থানে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে; সে সময়ে ভারতীয় গ্রাম সমূহে ভারতীয়গণ কিরূপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং সুচারুরূপে পরিচালন করিতেন তাহা বর্ণনা করিব বলিয়া আশা করি!

পুরাতন সভ্য সমাজের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে অনেক স্থলে যৌথ পরিবারের প্রথা বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন রোমকগণ ও ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে এই প্রণালী প্রচলিত ছিল। বর্ব্বর মানুষ পৃথকভাবেই বাস করিত, ক্রমশঃ সভ্যতায় অগ্রসর হইয়া যৌথ পরিবার সৃষ্টি করিয়াছে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। এইরূপে প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ পরিবার সৃষ্টি হইল, ক্রমে সেই গুলি একটু বৃহৎ-আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ কতকগুলি পরিবার একত্র হইয়া একটী ছোট সমাজে পরিণত হইল। কতক-গুলি ছোট ছোট সমাজ বা দল একত্র হইয়া একটা

জাতিতে পরিণত হইল। এইরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত প্রকারে সমাজ এবং জাতি ও সমাজের চালক পঞ্চাইতিসভা ও সভাপতি এবং রাজার সৃষ্টি হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। সমাজের আদি অব-স্থায় সমাজের নেতা বা রাজা বিশেষ বলশালী ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন হইত। ইহার কারণ এই যে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং তাহাদের উপর প্রয়োজন বোধ করিলে আক্রমণ করা—এই দুইটী আদিম মানবসমাজের প্রধান কার্য্য ছিল। মনুষ্য ভিন্ন অন্য শত্রুর সহিত ও যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত। হিংস্র জন্তুর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া আদিম মানবকে জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। সে সময়ে যুদ্ধই প্রধান কার্য্য ছিল। বর্ত্তমান সময়েও তথা-কথিত সভ্য সমাজে যুদ্ধই প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য সমাজের যুদ্ধ প্রধানতঃ পরস্বাপহরণের জন্য হইয়া থাকে। আদিম মানব অসভ্য বর্ব্বর ছিল—তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইত প্রধানতঃ আত্মরক্ষার জন্য। সমাজকে রক্ষা করার জন্যই বলবান ব্যক্তিকে নেতারূপে বরণ করার প্রয়োজন হইত। কালক্রমে এই সমাজ-নেতা-গণই রাজারূপে পরিণত হইয়াছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজার ক্ষমতার কিছু কিছু পার্থক্য হইয়াছে, কিন্তু মানব জাতির উন্নতি বিধানের জন্য রাজা সৃজনের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই ভগবানের রাজ্যে রাজার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার গতি অন্যদিকে। আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া ক্রমশঃ নিজ নিজ সমষ্টি বা সমাজের উন্নতি সাধন করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। ক্রমশঃ সমাজের পুঞ্জীভূত ক্ষমতা পঞ্চাইতিসভা ও সভাপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মানুষের সহজ সরল জীবন যতই জটিল হইয়াছে, ততই সে সমাজের শাসনশক্তি পরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিজ জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছে এবং রাজা প্রজার নিকট রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের পারিশ্রমিকস্বরূপ রাজভাগ পাইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। পৃথিবী গতিশীল, ভগবানের রাজ্যে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। মানুষের গড়া কোন জিনিষই—নির্দ্দোষ নহে—সমস্তই অসম্পুর্ণ। কালক্রমে রাজাপ্রজার সম্বন্ধও পৃথিবীর উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল—পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। যে অধিকার প্রজাগণ রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিসভার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল তাহা ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন হইল—রাজা প্রজায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষের ইতিহাস পরবর্ত্তী সংখ্যায় বর্ণনা করিব।

(ক্রমশঃ।)

"ছোট লোকের" গরজ।

(প্রাপ্ত)

গ্রামে যখন যাই তখন নানা প্রশ্ন নানা অভাব-অভি-যোগের মধ্যে একটী প্রশ্নই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

মহা মুস্কিল—গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক হইতে যে অতি কষ্টে দিন যাপন করে—অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু—সকলে এক কথাই বলে—ছোট লোকের বড় বাড় বেড়েছে—চাষবাস করা মুস্কিল হয়ে পড়ল। আজ্ঞে আপনারাত সমস্তই কচ্ছেন কিন্তু এই গান্ধির হাঙ্গামায় যে মজুরের দর এত বেড়ে উঠল তার উপায় কি কচ্ছেন। এদের সস্তা করে দিতে পারেন কি?

"ছোট লোকের বড় বাড় বেড়েছে"। এই যে চাষা ভূষা যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা আর পূর্ব্বের মত ডাকিলেই ছুটিয়া যায় না অথবা তাহাদের যাহাতে পোষায় তাহার কম মজুরী লইতে তাহারা রাজী নয় অথবা নিজেদের আরাম ব্যারাম উপেক্ষা করিয়াই গ্রামের জমিদারের শাসনের ভয়ে নিশীথ রাত্রে ছুটীয়া যায়না কেন?

আমাদের পিতা পিতামহ সকলে কোন দিনই এরূপ কথা বলেন নাই—তাঁহাদের চাষ করিবার জন্য লোকাভাব কখনও হয় নাই—ধান পাকিয়া গিয়াছে পাকা ধান লোক অভাবে ঘরে তুলিতে পারিতেছেন না—এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই; তবে আজই বা কেন একথা ওঠে—ছোট লোকের বড় বাড় বেড়েছে।

"ছোট লোকের গরজ বাড়িয়াছে" কেন? কেননা পূর্ব্বে তথাকথিত গ্রামের উচ্চশ্রেণী এবং তথাকথিত "ছোট লোকের" মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের মত এরূপ খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ ছিলনা। তখন ছিল একটা প্রেমের সম্বন্ধ একটা স্নেহের সম্পর্ক যাহাতে উচ্চশ্রেণীরা নিম্ন-শ্রেণীদিগকে নীচ বলিয়া মনে করিলেও কখনও তাহাদের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিতেন না। প্রায় গ্রামেই এরূপ লোক দেখা যাইত যে তাঁহারা খাদ্য গ্রহণের পূর্ব্বে আপামর সাধারণের গৃহে যাইয়া খবর লইতেন—কেহ অভুক্ত অবস্থায় আছে কি না। দুর্ভিক্ষ হইলে যথাসাধ্য তাহাদের অন্নের বন্দোবস্ত করিতেন, বড় বড় পুষ্করিণী কাটাইতেন—দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন—শত শত লোক তাহাতে খাদ্যের সংস্থান করিতে পারিত।

আর এখন দুর্ভিক্ষ হইল—পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে সমস্ত পরিবার অনাহারে দিন কাটাইতেছে,—প্রতিবেশীর অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশটা মরাই ধানঠাসা রহিয়াছে—সে কিন্তু এক-বার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই "আজ তোর খাবারের জোগাড় কি হইল"। দুএকদিন অনাহারে থাকিয়া পেটের দায়ে স্ত্রীপুত্র লইয়া আড়কাঠির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া চা বাগানে চলিয়া গেল। সে বৎসর ১৩২৫ সালে

যখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন এই জিলা হইতেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমজীবি চা বাগানে চলিয়া গিয়াছে—তখনও আমরা তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখি নাই।

কলেরা লাগিয়াছে, দলে দলে লোক মরিতেছে—গ্রামের যাহারা মাতব্বর লোক তাহারা একবার তাহাদের কি অবস্থা হইল দেখিবার কথাও মনে করে নাই। আমরা একবার কোনস্থানে একরূপ জোর করিয়াই কয়েকটী ভদ্রলোককে লইয়া বাউরী পল্লীতে গিয়াছিলাম। অর্দ্ধেক লোকত পথ হইতেই পালাইল। যাহারা কোন ক্রমে চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাদের সঙ্গে গেল তাহাদের সেই কুঞ্চিত ভ্রূ এবং ঘৃণার ভাব দেখিয়া আমাদের মনে সত্যই ধিক্কার উপস্থিত হইল। এইত অবস্থা।

যাহার সামন্য জমি জমা আছে তাহা ঠকাইয়া লইতে পারিলে মহা পৌরুষের কাজ বলিয়া মনে হয়। মূর্খ অজ্ঞ বাউরী সে; তাহার কূট চক্রান্তের নিকট কিরূপে পারিবে, সহায় তার প্রবল শক্তি। কূটবুদ্ধি এবং চক্রান্তে তাহার নিকট সে তুচ্ছ—কাজেই পরাজিত হইয়া নিস্ফল রোষে সে কেবল মাত্র সুযোগের প্রতীক্ষা করে।

কিরূপে অভাবের সময় পাঁচ মন ধান ধার দিয়া তাহা পাঁচ বৎসর পরে সুদে আসলে প্রায় পঞ্চাশ মন করিয়া বেচারার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হয় তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন; শুধু এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার পরে ঐ নিপীড়িত ব্যাক্তি যে তাহার এমন উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি হারাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। এবং সে যে সুযোগ পাইলে তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব সে পরিমাণে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিবে, ইহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমরা চাই তাহারা না খাইয়া আমাদের কাজ করুক আর আমরা তাহাদের বুকের রক্তে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি; আমরা যতই তাহাদর সহিত হীনব্যবহার করিনা কেন তাহারা তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্যই করিয়া যাইবে এবং পরিবর্ত্তে বিনা বাক্যব্যয়ে সন্তুষ্ট মনে আমাদের উপকারই করিয়া যাইবে।

শতাব্দীব্যাপী পুঞ্জীভূত অত্যাচারে আমরা ভারতবাসী আজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছি "আমরা আর আমলাতন্ত্রের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিবনা"। আমাদের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবনসঞ্চার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি। বৈদেশিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া যখন আমরা তাহার প্রতিকারের জন্য লালায়িত হই তখন এ কথাটা মনে করা উচিত যে আমরাও আমাদেরই দেশে বহু সংখ্যক লোককে অস্পৃশ্য হীন বলিয়া দূরে রাখিয়া তাহাদের উপর যে অত্যাচার করিতেছি তাহা কোন অংশে যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা দণ্ডায়মান তাহা অপেক্ষা কম নহে। অথচ বাস্তাবিক পক্ষে তাহাদেরই পরিশ্রমলব্ধ অন্নে আমরা পুষ্ট।

ইহাদের চিরদিন হীন বলিয়া বলিয়া আমরা বাস্তাবিকই ইহাদের এত হীন করিয়া দিয়াছি যে তাহা বলিবার নয়। এমন কি উচ্চশ্রেণীর লোক যদি প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া এই সকল অবজ্ঞাত জাতির কাহাকেও স্পর্শ করিতে চাহে তাহা হইলেও সে সঙ্কোচ বোধ করে। ইহাপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

আজ তাহাদের মধ্যে একটী নব জাগরণের সাড়া আসিয়াছে—তাহারা আজ দলিত নিষ্পিষ্ট হীন হইয়া থাকিতে চাহে না। তাহারা বুঝিতেছে আমরাও মানুষ, মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার মানুষের নাই—থাকিলেও তাহা অন্যায়। তাহারা আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

শক্তির আস্বাদন পাইয়া হয়ত তাহারা কখনও কখনও তাহার অপব্যবহার করিতেছে। নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া চলিবার ক্ষমতা এখনও তাহাদের হয় নাই তথাপি তাহারা যখন দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে তখন তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ইহাতে আমাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে সত্য—আমরা ভাবিতেছি, আমাদের মহা বিপদ উপস্থিত। কিন্তু নিজেদের অন্যায় স্বার্থে আঘাত পড়িতেছে বলিয়া যদি তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে আমরা সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে না পারি তবে আমাদের কৃতপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

বন্যার উদ্দাম প্রবাহের ন্যায় ইহা তোমাদের সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। যদি বাস্তাবিকই বাঁচিতে চাও তবে ইহাদের এই গতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ইহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া ইহাদের সহিত স্নেহের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর—ইহাদিগকে হীনতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া বুকে তুলিয়া ধর। ভগবানের সৃষ্ট ইহারাও মানুষ। তোমরাই যে শ্রেণীকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছ—সে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ইহারা এরূপ অপরাধ করে নাই যে ইহাদিগকে ঘৃণা করিতে হইবে। ইহাদের তুলিবার চেষ্টা করিয়া তোমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করিতেই হইবে। নচেৎ তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহাদের বাস্তবিকই ভালবাস—দেখিবে তোমাদের আর বলিতে হইবেনা "ছোট লোকের গরজ বড় বেশী"।

ঝরিয়া কলিয়ারীর কর্ম্মজীবী সঙ্ঘের বার্ষিক সভার অধিবেশন।

গত ১০ই জানুয়ারী ঝরিয়াতে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্প্লয়ীজ এসোসিয়েশনের

বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এসোসিয়েশনের রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে যে ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলিতে সাধারণ মালকাটা কুলী ও অন্যান্য শ্রমিক ছাড়া মধ্যবিত্ত ভদ্র চাকুরে আছেন প্রায় ১০,০০০ সহস্র। ইহাদের মধ্যে ৬০০ জন উক্ত সমিতির সভ্য। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর চাকুরেদের অবস্থার উন্নতি সাধনই এই সমিতির উদ্দেশ্য। অন্যান্য শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাও এই সমিতি যথাসম্ভব করিতেছেন। বর্ত্তমানে কয়লার বাজার অতিশয় মন্দা হওয়ায়, এই শ্রেণীর চাকুরেদের অবস্থা অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে: প্রায়ই অনেকের চাকুরি যাইতেছে এবং তাহার ফলে বহু মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার অতি শোচনিয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। যাঁহাদের চাকুরি আছে, তাঁহাদের ও অবস্থাখুব সন্তোষ জনক নহে। চাকুরি আরম্ভ করিতে হয় খুব কম বেতনে, অথবা অনেক স্থানে বিনা বেতনে। রবিবারেও ইহারা ছুটী পান না; প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা আবার কখনও কখনও তাহারও অধিক সময়ের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক ইহারা পান না। অনেক সময় ইহাদের চাকুরি থাকা না থাকা কর্ত্তাদের খেয়ালের উপরই নির্ভর করে। বাসস্থানের ব্যবস্থা অতি কদর্য্য; চিকিৎসার বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক নহে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা একেবারেই নাই।

মালকাটাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। স্ত্রী পুরুষে খাটিয়া তাহারা ২০৲ টাকার অধিক উপায় করিতে পারে না এবং ইহাই সম্বল করিয়া ঝরিয়ার মত স্থানে ছেলে মেয়ে গুলিকে লইয়া তাহাদের দিন কাটাইতে হয়। গর্ভাবস্থায় ও স্ত্রীলোকেরা খনির মধ্যে কায করে। ক্ষতিপূরণের আইন থাকা সত্ত্বেও, খনির মধ্যে কায করিবার কালে গুরুতর আঘাত পাইলে, অথবা প্রাণ হারাইলে শ্রমিকগণ অথবা তাহাদের ওয়ারিশেরা ক্ষতিপূরণ পায় না; তাহাদের অজ্ঞতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তারা তাহাদিগকে এবিষয়ে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। এখনও অনেক কলিয়ারীতে শ্রমিকদের বাসস্থানগুলি বাসের অনুপযোগী রহিয়াছে; তাহাদের ভাল পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই; চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। তাহাদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

রিপোর্টের উধৃত সারাংশ হইতে ঝরিয়াবাসী চাকুরি ও শ্রমিকদের অবস্থা সহজেই অনুমিত হইবে। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রীতিকর সম্বন্ধ রাখিয়া—এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিয়াই সমিতি কার্য্য অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এ যাবৎ উচ্চ শ্রেণীর চাকুরে সম্প্রদায় এই সমিতিতে যোগদান করিতেছিল। শ্রমজীবিদিগকে সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিবার যথোপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। এই ত্রুটী সংশোধন করিবার নিমিত্ত সভাপতি মহোদয়ের উপদেশ অনুসারে তিনটী নূতন প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে ধার্য্য হয় যে সাপ্তাহিক এক পয়সা চাঁদা দিলেই কয়লার খনির যে কোন শ্রমজীবী এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্থির হয় যে শ্রমজীবীদের সুবিধার নিমিত্ত সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থানে স্থানে উহাদের প্রয়োজনমত খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির ভাণ্ডার স্থাপিত হউক এবং তৃতীয় প্রস্তাবে নির্দ্ধারিত হয় যে শ্রমজীবী সভ্য সংখ্যা দশ হাজার অথবা ততোধিক হইলে এই সমিতি শ্রমজীবীদের অসুখের দরুণ অথবা কোন দুর্ঘটনা জন্য তাহাদের মধ্যে কেহ যদি কর্ম্মাক্ষম হয় তবে তাহার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চারি আনা করিয়া দিবে।

মিঃ সেন গুপ্তের আগমনে ঝরিয়াতে একটা নবোৎসাহের ভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধুয়া ধরিয়া বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র অর্থাধিপতিগণের (capitalists) সুবিধার নিমিত্ত নানাবিধ অত্যাচার অবিচার সৃষ্টি করে। স্বরাজ না হইলে সম্পূর্ণরূপে অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভবপর হইবে না। সম্প্রতি নিজেদের অধিকার বজায় রাখিতে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী।

খড়্গপুর হইতে রেলওয়ে শ্রমজীবীসঙ্ঘের তিনজন প্রতিনিধি এই সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া খুব উৎসাহ পূর্ণ ভাষায় সঙ্ঘ-শক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির সাফল্য কামনা করি। ভোগের অধিকার যতদিন সামাজিক আদর্শ থাকিবে, স্বধর্ম্মের (duties of men) আদর্শে যতদিন মানব সমাজ গঠিত না হইবে ততদিন শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে বিরোধ রহিবেই। তবে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

স্থানীয় সংবাদ।

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে একয়েকদিন পুরুলিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে যাত্রীর ভিড় খুব বেশী রকম হইয়াছিল। জানা গিয়াছে, ষ্টেসনমাষ্টার যাত্রীদের সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এই জেলারই দুই একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেসনের বুকিং-ক্লার্কগণের নামে নানাবিধ নিন্দাবাদ শোনা যাইতেছে। কোনও কোনও ষ্টেসনে নাকি উক্ত কর্ম্মচারিগণ গ্রহণোপলক্ষে তীর্থগমনোদ্যোগী অশিক্ষিত যাত্রিগণের নিকট হইতে উচিৎ ভাড়া অপেক্ষা অধিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের যথোচিত অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

মকরস্নান ও গ্রহণোপলক্ষে কাঁসাইনদীতে বহু স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছিল। কোনও রূপ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শুনিতে পাওয়া গেল যে, মানবাজার অঞ্চল হইতে বহু বৃদ্ধ গাভী মেদিনীপুর জেলার পরিহাটীর হাটে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে।

দুলমীর দ্বাদশভূজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি—প্রকাশ যে রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার উক্ত প্রতিমা সরযূবাবুকে ফিরাইয়া দিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু চাণ্ডিল থানায় এই সম্বন্ধে যে ডায়েরী করা হইয়াছিল তাহার কতদূর কি হইল এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

বিবিধ সংবাদ।

—(•)—

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা—গত ৯ই জানুয়ারী এই মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। অভিযুক্ত নয়জন যুবকেই অতি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তিন জনের দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন, চার জনের পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আর দুই জনের তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলিয়াছেন যে বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই মোকদ্দমা তাঁহাকে চালাইতে হইয়াছে। সাধারণ আইন অনুসারে এই মোকদ্দমা চালাইলে আসামীগণ যে যে সুবিধা পাইত, নূতন আইন-অনুযায়ী গঠিত বিশেষ আদালতে তাহারা সে সুবিধা দাবী করিতে পারে নাই।—নূতন আইন-অনুযায়ী গঠিত বিংশ শতাব্দীর এই ষ্টার চেম্বারের বিধানই এইরূপ!

মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড।

ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ লইয়া মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সহিত বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও বর্দ্ধমানের কমিশনারের খুব বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। উক্ত বোর্ড এক ব্যক্তিকে উপযুক্তজ্ঞানে ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনার সাহেব ও বাংলার গবর্ণমেণ্ট এই নিয়োগের অনুমোদন না করিয়া অপর কাহাকেও নিযুক্ত করিতে বোর্ডকে আদেশ দেন। বোর্ড পুনরায় ঐ ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই এবং কমিশনার সাহেব দুই মাসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের কড়া হুকুম বোর্ডকে পাঠাইয়াছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার মতে কমিশনারের এই আদেশ বে-আইনী হইয়াছে। ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই।

এই সম্পর্কে আরও দুই একটী কথা জানিতে পারিলে ব্যাপারটা পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে। প্রথমতঃ, এই ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে বোর্ড এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ারের বেতন এখন হইতে ৪০০৲ হইতে ৫০০৲ পর্য্যন্ত হইবে। পূর্ব্বে ছিল ৫০০৲ হইতে ৬০০৲ পর্য্যন্ত। কমিশনার সাহেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিবার পরেও বোর্ড উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার না করায় কমিশনারকে বাধ্য হইয়া বোর্ডের মতে মত দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শাসমলের উপরে নানা কারণে রুষ্ট হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেকার চেয়ারম্যানগণের ন্যায় যখন তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে যাইয়া সেলাম দিতে রাজী নন, এবং কর্ত্তব্যবোধে ম্যাজিষ্ট্রেটের দুই একটী আচরণের প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। চেয়ারম্যানের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রীতির অভাবই বোর্ডের এই দুর্গতির মূল কারণ কি না কে বলিতে পারে?

হর্ণিম্যান সাহেবের ভারতে প্রত্যাগমন—দীর্ঘ সাত বৎসরের পর ভারত-হিতৈষী হর্ণিম্যান আবার ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বে ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ-সরকার মিঃ হর্ণিম্যানের ভারত আগমন সম্বন্ধে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিলেও এখন আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। যাহা হউক এই হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রত্যাগমনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন এবং ভারত তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন মহাত্মা সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রথম আরম্ভ করিলেন তখন মিঃ হর্ণিম্যান "বোম্বাই ক্রনিকল" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। সে সময়ে মহাত্মার কার্য্যের সমর্থন এবং সরকারের আচরণের নিন্দা করিয়া বহু প্রবন্ধ লিখিবার ফলেই তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন—এমন কি স্বজাতীয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্পাদনে তিনি বিরত হন নাই। এই জন্যই ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংলণ্ডে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন এই দেশের সেবায় আবার আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ যে সব সংবাদ পাঠাইতেছেন তাহা হইতে মনে হয় ইউনিয়ান গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বেই এশিয়া-বিদ্বেষ বিল আইনে পরিণত করিবে। ভারত-সরকার যে ডেপুটেশন দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্য শুনিবার জন্যও বোধ হয় ইউনিয়ান গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা করিবেন না। তত্রত্য শ্রমিকদলেরও ভারতীয়দের উপর কোনরূপ সহানুভূতি নাই; তাহারা ভারতীয় প্রবাসিগণকে নানাভাবে নির্য্যাতিত করিবারই পক্ষপাতী।

কলিকাতা কর্পোরেশন—দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর ইউনিয়ন্ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কলিকাতা কর্পোরেশন এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন:—দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনও শ্বেতাঙ্গ এই কর্পোরেশনের অধীনে কোনও চাকুরি অথবা এই কর্পোরেশনের কোনও প্রকার কন্‌ট্রাক্ট পাইবে না; এই কর্পোরেশন অতঃপর দক্ষিণ-আফ্রিকাতে উৎপন্ন অথবা প্রস্তুত কোনও প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিবে না। কলিকাতায় যে সকল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বাস করিতেছে তাহাদের নির্ব্বাচন-অধিকার কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

তিনজন শ্বেতাঙ্গ সভ্য ব্যতীত কর্পোরেশনের অপর সকল সভ্যই এই প্রস্তাব সমর্থন করায়—প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কুমিল্লা অভয়াশ্রম—কুমিল্লা, অভয়াশ্রমের খদ্দর-বিভাগ হইতে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে:—সর্ব্বপ্রকার খদ্দর, বিশেষ করিয়া খদ্দরের ধুতির মূল্য যথেষ্ট কমান হইল। পূর্ব্বে যে ধুতির জোড়া কলিকাতায় ৫৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইত, এখন হইতে তাহা ৪৷৷০ হইতে ৩৸০ আনায় পাওয়া যাইবে।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।

যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে)

খাঁটী ও উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি কিনিতে হইলে একবার উক্ত দোকানে আসুন। সন্দেশাদির শ্রেষ্ঠতা একবার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন। দরও সস্তা

সেই কারুসাও এর শত বর্ষের প্রসিদ্ধ ও মানভূম জেলার একচেটিয়া তামাক।

এই দোকানে এখানকার ও বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ও গয়ার প্রস্তুত সকল প্রকার কড়া, মিঠে ও সুগন্ধি তামাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সিকি মূল্য সহ অর্ডার দিলে যত্নের সহিত মাল ভিঃ পিঃ যোগে পাঠান হয়। আমাদের তামাক মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া, রাঁচী এবং সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায় চালান যায়। দর প্রতি মণ ১৫৲, ১২৲ ও ৮৲ বিষ্ণুপুর ২৫৲, গয়ার ২০৲। ইতি—

৺কারু সাওএর পুত্র—শ্রী রামকিষণ সাও

পুরুলিয়া (মানভূম)

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া হেড্ পোষ্টাপিসের সম্মুখে

রবিন্দ্র বাবুর খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের দোকান

শীতের বিপুল আয়োজন!

একদর, ঠিক্ জিনিষ— পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নানারকম ফ্যান্সি খদ্দরের আলোয়ান, দেশী কম্বল ও র‍্যাগ কানপুরী লুই ও এণ্ডি গায়ের কাপড়, মোজাও গেঞ্জি এবং যাবতীয় স্বদেশী মিলের কাপড়, জামার নানারকম ছিট, ফরেসডাঙ্গা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি তাঁতের ধোয়া ও কোরা ধুতি, শাড়ী এবং মার্কিন, মাটা, লংক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বদা বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে

এজেণ্ট চাই।

মফঃস্বলে সর্ব্বত্র মুক্তি বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট দরকার। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার—মুক্তি, পুরুলিয়া।

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

—§§§—

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং যাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ／০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

৩। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

কর্ম্মকর্ত্তা "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুষালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া আয়ুর্ব্বেদাশ্রম।

কবিরাজ শ্রীদুর্গাদাস রায় কবিভূষণ।

এখানে প্রায় সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈল প্রস্তুত থাকে ও অর্ডার মত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি, বৃহচ্ছাগালাদ্য তৈল ২৪৲ সের, প্রতি অর্দ্ধ পোয়া ৩৲ খাঁটী চ্যবনপ্রাশ ／১ সের ৪৲, মহাশক্তি রসায়ন ২৪ আউন্স বোতল ৩৲০, পেটেন্ট

শঙ্কর।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

শ্রীশ্রীসীতারাম।

এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী।

এইচ, এম, বি,

নাম পুরুলিয়া।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি থান ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন।

বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

দেশবন্ধু প্রেস

পুরুলিয়া

এই প্রেসে যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে। চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্।

প্রাথমিক শিক্ষা।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

৯ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার। ১১ই মাঘ ১৩৩২, ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৬ { ৩৪ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০ সারিবাদ্যাসব—৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১ মাণিকগঞ্জ) ১২, কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।
বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন।

রাঁচির ছোট লাইন স্থানান্তরিত করা হইবে—এই জন্ম আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা ৯টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত, বাঁকুড়া রোডের যে অংশের উপর দিয়া বি, এন, আর লাইন গিয়াছে, সেই স্থান দিয়া সকল গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ থাকিবে।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
২০শে জানুয়ারি ১৯২৬

স্বাঃ—এস, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

স্বর্ণ ঘটিত

শক্তি সঞ্জিবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকনিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারীতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্ম অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুল ॥৶০ আনা, ৬ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

মোটর সার্ভিস।

এস্ বি এণ্ড কোং।
পুরুলিয়া—কাশীপুর—সার্ভিস্।
(ভায়া —— রঘুনাথপুর আদ্রা।)

পুরুলিয়া… প্রাতে ৮টায় ছাড়ে…
আদ্রা … ১০টায় পৌঁছে …
কাশীপুর … ১১টায় পৌঁছে ও বৈকালে ৪॥০টায় ছাড়ে।
রাত্রি ৮টায় পুরুলিয়া পৌঁছে।

এফ্, সি, এণ্ড কোং।

মানবাজার সার্ভিস্।
(ভায়া—কেন্দা।)

পুরুলিয়া হইতে ছাড়ে … … … বৈকাল ৪টা
মানবাজার পৌঁছে … … … রাত্রি ৭টা
মানবাজার ছাড়ে … … … বেলা ১১টা
পুরুলিয়া পৌঁছে … … … বৈকাল ৩টা।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।
সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।
যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের

সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে)
খাঁটী ও উৎকৃষ্ট সন্দেশাদি কিনিতে হইলে একবার উক্ত দোকানে আসুন। সন্দেশাদির শ্রেষ্ঠতা একবার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন। দরও সস্তা

সেই কারুসাও এর শত বর্ষের প্রসিদ্ধ ও মানভুম জেলার একচেটিয়া তামাক।

এই দোকানে এখানকার ও বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ও গয়ার প্রস্তুত সকল প্রকার কড়া, মিঠে ও সুগন্ধি তামাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সিকি মূল্য সহ অর্ডার দিলে যত্নের সহিত মাল ভিঃ পিঃ যোগে পাঠান হয়। আমাদের তামাক মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া, রাঁচী এবং সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায় চালান যায়। দর প্রতি মণ ১৫৲ ১২৲ ও ৮৲ বিষ্ণুপুর ২৫৲ গয়ার ২০৲। ইতি——

৺কারু সাওএর পুত্র—শ্রী রামকিষণ সাও
পুরুলিয়া (মানভূম)

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া বড় পোষ্টাপিসের সম্মুখে
রবীন্দ্র বাবুর খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের দোকান
শীতের বিপুল আয়োজন!
একদর, ঠিক্ জিনিষ— পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নানারকম ফ্যান্সি খদ্দরের আলোয়ান, দেশী কম্বল ও র‍্যাগ কানপুরী লুই ও এণ্ডি গায়ের কাপড়, মোজাও গেঞ্জি এবং যাবতীয় স্বদেশী মিলের কাপড়, জামার নানারকম ছিট, ফরেসডাঙ্গা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি তাঁতের ধোয়া ও কোরা ধুতি, শাড়ী এবং মার্কিন, মাটা, লংক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বদা বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে

এজেণ্ট চাই।

মফঃস্বলে সর্ব্বত্র মুক্তি বিক্রয়ের জন্ম এজেণ্ট দরকার। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার—মুক্তি, পুরুলিয়া।

মুক্তি।

অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়ে দেয় তব সিংহাসন,
রবীন্দ্র নাথ।

সন ১৩৩২ সাল ১১ই মাঘ, সোমবার।

প্রাথমিক শিক্ষা।

—:০:—

সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একটি নূতন শিক্ষা কর স্থাপন করিয়া বাঙ্গালায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার মতলব করিয়াছেন। এই শিক্ষা পরিচালন করিবার ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে না থাকিয়া কতিপয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও স্থানীয় ইউনিয়ন কমিটি বা পঞ্চায়তি সভার কয়েকজন সদস্য কর্ত্তৃক গঠিত একটি কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের তিনি বিরোধী নহেন। তিনি শুধু প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত নূতন কোন কর স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে যে কতকগুলি অবান্তর খরচের বরাদ্দ আছে তাহা কমাইলেই এই শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। পরন্তু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাত হইতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার কাড়িয়া লইয়া যাহারা জনমতের অপেক্ষা রাখে না এইরূপ লোক দ্বারা গঠিত কমিটির হাতে শিক্ষার ভার সমর্পন করিলে যথেচ্ছাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যখন এ বিষয়ে বিল্ উপস্থিত হইবে তখন এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান আকারে যাহাতে আইনে পরিণত না হইতে পারে তজ্জন্য প্রতিবাদের অভাব হইবে না, সংশোধক প্রস্তাবের অভাব হইবে না, ভোট দ্বারা ইহাকে নাকচ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইবে না; কিন্তু যে শাসনতন্ত্রে জনমতের স্থান নাই, স্বেচ্ছাচারের যেখানে প্রতিকার নাই, সেখানে ফল কি হইবে তাহা অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়। আমলাতন্ত্রের মনোগত যে অভিপ্রায় আছে তাহা বহাল থাকিবেই। দরিদ্র প্রজার উপর করও বসিবে, তাহা আদায় করিবার অজুহাতে পোষ্য প্রতিপালনেরও ব্যবস্থা হইবে, আবার শিক্ষার ব্যপদেশে কচি ছেলেগুলির মস্তিষ্কের ভিতর আমলাতন্ত্রের প্রতি অনুরাগের বীজও বপন করিয়া দেওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করাও চলিবে যে অশিক্ষিত প্রজাবর্গের শিক্ষার নিমিত্ত কোন চেষ্টারই ত্রুটি হইতেছে না। অক্ষর-পরিচিত লোকের শতকরা হার ব্রিটিশ ভারতে দেড়শত বৎসর রাজত্বের পরও যে ৫ জনের অতিরিক্ত হয় নাই সেই কলঙ্কও দূর হইয়া যাইবে। আমাদের উক্ত সন্দেহ যে অমূলক নয় তাহা আমলাতন্ত্রের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়া ভারতের জ্ঞানপিপাসু তরুণদের মনে দাসানুদাস-মনোবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া, তাহাদের জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট ভুলাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে আমলাতন্ত্রের হাতে কলের পুতুল তৈয়ার করিবার নীতি মেকলে সাহেবের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারতে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের বিরোধীদলের মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত মেকলে সাহেবের উক্তি হইতেই তাহার কতক পরিমাণে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে এমন এক শ্রেণীর লোক প্রস্তুত হইবে যাহারা শুধু রক্ত মাংসে ভারতবাসী থাকিবে কিন্তু চিন্তায়, পোষাকে, মতে এবং অন্যান্য সব বিষয়েই ইংরাজিভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। শুধু জ্ঞানবিস্তারের জন্যই যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, উহার অন্তরালে যে আরও একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তাহা উক্ত কথা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। যতদিন অবাধে এই নীতি চলিয়া আসিতেছিল, যতদিন আস্তে আস্তে অলক্ষিতভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় চিন্তাধারার উপরে ইহার বিষক্রিয়া অভিলষিত পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছিল, ততদিন আমলাতন্ত্রের পরিচালকবর্গের কাহারও কোন দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবেই হউক অথবা দলগত-ভাবেই হউক সত্যও ন্যায়কে ফাঁকি দিয়া গোপনে মতলব হাঁসিল করিবার জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা মানবমনের উপর কখনই স্থায়ী প্রভাব উৎপন্ন করিতে পারে না। ভাবের প্রতিক্রিয়ায় যখন তরুণদের মনে এই শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে লাগিল এবং দেখা গেল একশ্রেণীর সন্তানের দল ঘুমপাড়ানি মাসী পিসীর মন্ত্রে চুপ করিয়া না থাকিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য ঘুমন্ত ছেলেদিগকেও কলরব করিয়া জাগাইতে আরম্ভ করিল, তখন আমলাতন্ত্রের কর্ত্তাদেরও উপায়ন্তর অবলম্বন করিতে হইল। তাহার পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া জাতীয় ভাব নিষ্পেষণ করিবার জন্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কত যে ফন্দি চলিতে লাগিল তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনে সেই একই নীতি অনুসরণ করিয়া জাতীয় ভাবকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার যে প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা চলিতেছে তাহার কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

সায়ত্ব-শাসনের ঐন্দ্রজালিক ভেল্‌কীরূপে দেশে যখন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভারটা নিতান্ত নিরর্থক মনে করিয়া এই নিরাপদ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল নীতি লঙ্ঘন করিয়া যে পথকরাদি নিরন্ন প্রজার উদরান্নের অংশ হইতে আদায় হইতে লাগিল, তাহারই কিছু পরিমাণ ব্যয় করিয়া যাহাতে এই খয়রাতি বিভাগটি চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। এই ক্ষেত্রেও শিক্ষার মূলনীতি পরিচালনার ভার যাহাদের উপর, তাহারা গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ তাঁবেদারীর অধীনেই রহিল, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড শুধু জল কাদায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া উহাদের হুকুম তামীল করিবার যন্ত্ররূপে কতকগুলি সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টিং পণ্ডিত বহাল করিবার অধিকার পাইল। প্রকাশ্যত সকলের মনে হইল দেশের লোকদ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানদ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জাতীয় ভাবকে আবৃত রাখাই যাহাদের স্বার্থ তাহাদের দ্বারাই শিক্ষা-নীতি পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। শিশুশিক্ষা, বোধোদয় প্রভৃতি নিরামিষ বইগুলির পরিবর্ত্তে ইংরেজ শাসনের গুণগানযুক্ত হরেক রকমের সাহিত্যপুস্তক পাঠ্যতালিকায় স্থানলাভ করিল। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবেই শিক্ষার প্রহসন চলিতে লাগিল। কিন্তু কালধর্ম্মে ও ভাবের প্রতিক্রিয়ায় যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখা দিল তখন কর্ত্তাদের মনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত সতর্কতা লইবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক স্কুল-সবইন্‌স্পেক্টরদের চাকরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাত হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে গেল (Provincialisation of Sub-Inspectors of schools)। লোকের মনে হইল প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিবশতঃই কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল কর্ম্মচারীকে সাক্ষাৎভাবে হস্তগত রাখিয়া ইহাদের সাহায্যেই কোমলমতি শিশুদের চিত্তে দাসমনোবৃত্তি উৎপন্ন করাই এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ তাহার পর হইতেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানারূপ সার্কুলারাদি জারি করিয়া একদিকে যেমন বর্ত্তমান শাসনের উপর পাঠশালার ছাত্রদের প্রগাঢ় ভক্তি উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমন বাহিরের জাতীয় ভাবের আবহাওয়া যাহাতে ইহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ লাভ না করিতে পারে তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই উপায় অবলম্বন করিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। বোধ হয়, ভাবিলেন অন্যক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন জাতীয় ভাবকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার যে অমোঘ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার কেহ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবে না। কিন্তু, আবার বলিতেছি ন্যায় ও সত্যকে আবৃত করিবার মতলবে যত বড় শক্তিই যত রকমের কৌশল জাল বিস্তার করুক না কেন বিপরীত ভাবের প্রতিক্রিয়া আসিলেই তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ফলে তাহাই হইল, ন্যায় ও সত্যের প্রতিমূর্ত্তি মাহাত্মা গান্ধীপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ইংরাজিশিক্ষা ও সভ্যতার লীলাভূমি সহর ও উপসহর গুলি অতিক্রম করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র গ্রামগুলিকেও স্পর্শ করিল। যে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি গুলি চিত্রশালার প্রাণহীন ছবির মতন অলীক স্বায়ত্ব-শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল, তাহাই যাদুকরের ভেল্‌কীভাঙ্গা এক অভিনব দৈবশক্তির প্রভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বস্থলে না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে যো-হুজুরের দল বিতাড়িত হইল এবং স্বাধীনচেতা এক শ্রেণীর দেশহিতৈষী কর্ম্মী তাহাদের স্থান অধিকার করিল। প্রাথমিক শিক্ষার যে সামান্য ভার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির উপর তখনও ন্যস্ত ছিল তাহাকে আশ্রয় করিয়াই উহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। গভর্ণমেণ্টের মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে সত্য সত্যই গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ পরিলক্ষিত হইল। এই অবস্থায় কেহ কেহ যদি অনুমান করেন যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাবিত বিল্ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের শক্তি খর্ব্ব করিবার মতলবেই রচিত হইয়াছে তাহা হইলে উহা কি অযথা সন্দেহের নিদর্শন হইবে? যে দেশের শাসন-তন্ত্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে রাউলাট্ আইন করিয়া, অথবা অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা এবং ভয় দেখাইয়া জাতীয় ভাবকে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস প্রভুত্বপরায়ণ আমলাতন্ত্রের পক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ ব্যাপার, শাসিত প্রজাবৃন্দের পক্ষে উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করাও কঠিন নহে। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক শুভেচ্ছার আকর্ষণের ভিতর দিয়া যখন মিলনের আহ্বান আসে তখনই বিপদপাতের আশঙ্কা বেশী। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া সাবধানও হইতে হয় তখনই বেশী।

পরলোকে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর —

আমরা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার বোলপুর শান্তিনিকেতনে জ্ঞান ও শান্তির শ্রেষ্ঠ উপাসক দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারতের এই দুর্দ্দিনে দেশের কল্যানধ্যান-নিষ্ঠ প্রেমিক জ্ঞানযোগী দ্বিজেন্দ্র নাথের মৃত্যুতে যে বিষম ক্ষতি হইল তাহা অবর্ণনীয়। জীবনের শেষভাগে প্রাচীন ঋষির ন্যায় একান্তচিত্তে দর্শন বিজ্ঞানের তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে দেশের দুঃখ দারিদ্র্য সর্ব্বদাই আঘাত করিত। তাই, তিনি মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও খদ্দর প্রচারে আন্তরিক উৎসাহ জ্ঞাপন করিয়া বহুবার তাঁহাকে আশীর্ব্বচনে অভিনন্দিত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও এই মহানুভব জ্ঞানযোগীর উপর তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে "বড়-দাদা" বলিয়া ডাকিতেন। মহাত্মাজী বিগত বঙ্গ-পরিভ্রমণের সময় যখন শান্তিনিকতনে দ্বিজেন্দ্র নাথের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া উপনিষদের গভীর জ্ঞানপুর্ণ উপদেশের কথা শুনিতেছিলেন, তখন জ্ঞান ও কর্ম্মের আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিয়া দর্শক মাত্রই মুগ্ধ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিমোহিত পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য চরকা ও খদ্দর গ্রহণই যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান উপায় তাহা দ্বিজেন্দ্র নাথ স্থিরভাবে বিশ্বাস করিতেন। কি রাজনৈতিক, কি সাহিত্যিক, কি সাম্প্রদায়িক সব ক্ষেত্রেই তিনি সঙ্কীর্ণ দলাদলির উর্দ্ধে বিচরণ করিতেন। অনহঙ্কারসিদ্ধিই তাঁহার এই উদারতাকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার যেরূপ মনটি ছিল মৃত্যুও তাঁহার তদনুরূপই হইয়াছিল। মৃত্যুসময়ে তাঁহার কোন রোগ উপস্থিত হয় নাই। যোগস্থ মহাপুরুষ যেন অবলীলাক্রমে তাঁহার জীর্ণ-দেহটা অনাসক্ত চিত্তে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অমরাত্মা চিরশান্তিতে বিরাজ করুক ভগবানের নিকট দেশবাসীর এখন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

—•-•—

মাদক নিবারণ :—

আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশ্বব্যাপী মাদক নিবারণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সর্ব্বপ্রথমে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষেধের নীতি অবলম্বন করা হয়। সে দেশের সরকারী আইন অনুসারে মাদক দ্রব্য ব্যবহার দণ্ডনীয় বলিয়া সাব্যস্ত হওয়াতে সেখানে একটা উচ্চনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মদ্যের আনুষঙ্গিক যে সকল পাপ আছে তাহাও বহুপরিমাণে কমিয়াছে। ফলে বহু কারাগার অপরাধীশূন্য হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানেও "বিশ্বব্যাপী মাদক নিবারণী সভার" চেষ্টায় মাদক নিবারণ স্থানীয় শাসন পরিষদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, এরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। জাপান, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি স্থানেও এই সভার উদ্যোগে "নিবারণ নীতি" গ্রহণ করিবার কথা চলিতেছে। একমাত্র ওয়েল্‌সে নিবারণ আন্দোলনের ঢেউ আজও পৌঁছায় নাই।

যে সব দেশের লোকের মদ্যপান তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐকান্তিকভাবে নিষিদ্ধ নয় সেই সব দেশেও মানুষের নৈতিক জীবনকে বিনষ্ট করিবার এই বিষটি পরিত্যক্ত হইতে পারে, আর ভারতবর্ষে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে না, তাহার কারণ আর কিছু নয়—অন্যান্য দেশ স্বাধীন, ভারতবর্ষ পরাধীন। মদ্যের ব্যবসায় হইতে গভর্ণমেণ্টের কোটি কোটি টাকা বৎসরে আয় হয়, সেই আয় দ্বারা বিদেশী সৈন্য পোষণ ও বিদেশী সিভিলিয়ান পোষণ নির্ব্বিরোধে চলিতে পারে, প্রজার নৈতিক উন্নতি অবনতির কথা ভাবিবার প্রয়োজন কি?

—•-•—

মুক্তি সাধনায় শক্তি।

জীবন-সংগ্রাম কথাটী নিছক কবি-কল্পনা নয়, ইহার মধ্যে যে একটা শাশ্বত সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা সংসার-অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। শুধু টি`কিয়া থাকিবার জন্য জীবজগতে যে অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা অন্ধ ও অজ্ঞ ব্যতীত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অব্যক্ত-চেতনা-ময় উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যসমাজ পর্য্যন্ত কোথায়ও এই সংগ্রামের বিরাম নাই। জড় ও জড়ভরতের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক প্রত্যেক জীবকেই এই জীবন-সংগ্রামে যোগদান করিতে হয়। এই যুদ্ধে যাহারা জয়ী হয়, শুধু তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার অধিকার পায়। যাহারা হারিয়া যায়, তাহারা হয় বিজেতৃগণের হস্তে চিরমুক্তি লাভ করে, অথবা তাহাদের পদানত হইয়া কিছুদিন ধিক্‌ৃতজীবন অতিবাহিত করিবার পর কালস্রোতে বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলাইয়া যায়। এইরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত ও অবলুপ্ত জীব ও জাতির ইতিহাস আজ বিরল নয়।

এই "ভূবন-মন-মোহিনী" ভারত এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে চীনদেশাগত এক কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি মনুষ্যজাতির লীলাভূমি ছিল। অবারিত, উন্মুক্ত, স্বাধীন, জীবন যাপন করিয়া, তাহারা মনুষ্যজন্ম সার্থক করিত। কিন্তু যে দিন উত্তরপশ্চিমসীমান্ত গিরিপথ বাহিয়া

দ্রাবিড়ীয়দের পূর্ব্বপুরুষ এদেশে আসিলেন, সেই দিন এই নবাগতের সহিত জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া, পূর্ব্বাধিকারিগণ তাহাদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার চিরদিনের মত হারাইল। তাহার পর আর্য্য আসিল; "শক-হুনদল-মোগল-পাঠান" আসিল, গোলন্দাজ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ আসিল, অযুত অযুত বর্ষের ভীষণসুন্দর ইতিহাস বুকে ধরিয়া ভারত তাহার বর্ত্তমান যুগে উপনীত হইল। দারিদ্র্যপীড়িত, অপমান জর্জ্জরিত, দাসত্বলাঞ্ছিত, ধ্বংসোন্মুখ ভারত আজ আবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছে,—মুক্তির বাণী তাহার ক্ষুব্ধ-ক্ষিপ্ত অন্তরে একটা বিরাট্ বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এখনও তন্দ্রা তাহার ছাড়ে নাই, মোহ তাহার ঘুচে নাই, বিস্মৃতির আবরণ টুটে নাই। তাই সে ভূতাবিষ্টের ন্যায় অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিতেছে। হে ভারত! আজ তোমার সমস্ত আলস্য অবসাদ দূরে পরিহার করিয়া, তোমার বিচিত্র ইতিহাসের শিক্ষা সাধনায় সফল কর। জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া, মুক্তির অধিকার পুনরায় লাভ কর। চাহিয়া দেখ, তোমার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যুতাক্ষরে লিখা রহিয়াছে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

যেদিন হইতে ভারত নির্বীর্য্য হইয়াছে, আর্য্যভূমি যেদিন হইতে বীরশূন্যা হইয়াছে, সেইদিন হইতে সে মুক্তির অধিকার হারাইয়াছে। যাঁহারা দেশকে পুনরায় মুক্ত-স্বাধীন দেখিতে চান, তাঁহাদের এই মূলসূত্রটী ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই সূত্র ধরিয়া যতদিন না মুক্তির সাধনা আরম্ভ হয়, ততদিন দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। কাঁদিয়া খুন হও, চীৎকারে আকাশ ফাটাও, প্রভুর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া রক্তপাত কর, কিছুতেই কিছু হইবে না; সাধনা কর, সাধনা না করিলে স্বয়ং ভগবানও মুক্তি দিতে পারিবেন না। শক্তির সাধনা কর, মুক্তি আপনি আসিয়া ধরা দিবে। মনে রাখিও, মুক্তিসাধন আর শক্তিসাধন একই কথা। এই সাধনার পথে কতদিন চলিতে হইবে জানি না; কোনোও দিন এই সাধনা সফল হইবে কিনা জানি না; কিন্তু এইটুকু স্থির জানি, এ ছাড়া আর উপায় নাই,—নাস্তিগতিরন্যথা!

অন্য কোনও সহজ সরল অনায়াসসাধ্য উপায়ে মুক্তিলাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়া কোনোও লাভ নাই। ফাঁকি দিয়া, "তুক্‌তাক্ করিয়া," ইন্দ্রজাল বুনিয়া বৃটিশ-সিংহকে পাশবদ্ধ করিবার চিন্তায় সময় কাটাইলে, খানিকটা মস্তিষ্কের অপব্যবহার হয় মাত্র, কাজ কিছুই হয় না। শক্তিপথের যাহা অন্তরায় তাহা দূর কর, শক্তিপথের যাহা অনুকূল তাহাকে সাদরে গ্রহণ কর। শক্তিপথের অন্তরায়—লোভ, আলস্য, বিলাসিতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্পৃশ্যতা, পঙ্গুসমাজ ও গৃহবিচ্ছেদ। শক্তিপথের অনুকূল—সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন, সুস্থসবল সমাজ, একতা, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও সামরিক শিক্ষা।

হে ভারত! যদি জাগিয়াছ, তবে আর বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া শক্তিমন্ত্র গ্রহণ কর, শক্তিসাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দাও, অচিরে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করিবে।

শ্রীসুকুমার বিশ্বাস।
১৭।১।২৬

শিক্ষার মোহ।

—:—

যখন দেশবন্ধু বাঙ্গালার স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহার ফলে কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালার ছেলের দল দিনক্ষণ না বাছিয়া বিতর্ক বিচার না করিয়া দলে দলে তথাকথিত গোলামখানা পরিত্যাগ করিয়া অভিভাবকগণকে বিস্মিত, রুষ্ট ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিতে লাগিল, তখন দেশময় বিজ্ঞের দল মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন "এক নূতন উপসর্গের আবির্ভাব হইল। দেশসেবার নামে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কি অনর্থ ঘটাইতেছেন"? বলিলেন, "এতদিন ত আন্দোলনটা কতক বুঝিতেছিলাম এখন ইহাকে সমর্থন করি কিরূপে? যদি ইহার স্রোতে বাধা না পড়ে দেশ উৎসন্ন যাইবে"। যাঁহারা এতদিন জাতির অভিভাবকত্বের দাবী করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্কুলকলেজবর্জ্জন আন্দোলনকে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেভাবে এই আন্দোলনকে বাধা দিলেন তাহার ঐকান্তিকতা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বোধ হয় বোমার দ্বারা দেশ স্বাধীন করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বিদ্যালয় বর্জ্জনকে অধিকতর অনিষ্টকর মনে করিয়াছিলেন।

আমাদের মধ্যে যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে এই বিজ্ঞদের বাধা দিবার কারণের মধ্যে তাঁহাদের স্থবিরত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। এই দলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দেশ হিতৈষীগণপ্রণোদিত হইয়াই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার অনেক কারণ আছে। সে সময়ে ঐ উপলক্ষে যে সমস্ত তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই ২।৪টী পুনরুল্লেখ করিব।

অভিভাবকের দল বলিলেন যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্যালয়কে গোলামখানা বলিতেছে, সেই স্বাধীনতা

স্পৃহা জাগিল কোথা হইতে? এই গোলামখানা হইতেই নয় কি? কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও কি এই গোলামখানায় শিক্ষালাভ করেন নাই? যদি বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে সুশিক্ষিত হয় নাই এমন লোক লইয়া কংগ্রেস চলিত তাহা হইলে নেতাদের মুখে গোলামখানার কথা শোভা পাইত। যে সমস্ত যুক্তির বলে সে সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং বর্জ্জন আন্দোলনকে কার্য্যকরী হইতে দেয় নাই এইটাই তাহার মধ্যে প্রধান। অন্ততঃ এই যুক্তিটাই সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। জনসাধারণ তর্কের মার পেঁচ বুঝিতে অভ্যস্ত নহে কাযেই এইপ্রকার যুক্তির অসারত্ব শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম না হইলেও জনসাধারণ এইযুক্তির দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিল।

যদি প্রবীণদের এই মতই সত্য হয় অর্থাৎ দেশে স্বাধীনতার স্পৃহা যদি বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে এই শিক্ষাকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু দেখিয়াছি স্বাধীনতার আহ্বান যাহাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছে ও যাহারা এই সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত নহে বরং উচ্চ শিক্ষিতেরা শিক্ষার বিষম ভারী বোঝা লইয়া একটু পিছাইয়াই চলিতেছিলেন, ঠিক তালে পা ফেলিতে সক্ষম হয় নাই।

কেবলমাত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা নহে, যা কিছু গুণ থাকিলে মানুষকে মানুষ বলা যায় সাধারণ বিজ্ঞদের ধারণা এই শিক্ষাপ্রণালীই তাহার একমাত্র প্রদাতা; আশুতোষ, আনন্দমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রাসবিহারী, প্রফুল্লচন্দ্র এই শিক্ষারই ফল। যদি তাহাও হয়, এই মহাপুরুষদের মহত্বের কৃতিত্ব যদি এই শিক্ষাপ্রণালীরই প্রাপ্য হয় তাহা হইলে এই সঙ্গে ইহাও দেখাইতে হইবে যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাপকাটিতে যত বড়, মানুষ হিসাবেও তাঁহারা ততবড় অর্থাৎ একজন এম, এ-পাশ ব্যক্তির মনুষ্যত্ব একজন প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অথবা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা নিঃসন্দেহ ভাল। এই কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোয্য না হইলেও একটা মোটামুটি হিসাব লইলেও যদি এই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলেই এই শিক্ষা-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। এটি কতদূর সত্য সকলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ স্বরূপ না ধরা যায় তাহা হইলে এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করেন নাই এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এই সব মহাত্মাদের সহিত তুলিত হইতে পারেন এমন লোক দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে দেশে মাত্র একটি শিক্ষাপদ্ধতিই বর্ত্তমান, কাযেই যিনি যাহাই হউন না কেন এই শিক্ষা-কলের মধ্য হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী অপর কোনও শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে তুলনামূলক সমালোচনায় ইহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে নূতন শিক্ষার মোহে আমরা পুরাতন যা কিছু তাহাকে চিরবিদায় দিয়াছি। এসত্বেও যা কিছু পুরাতন প্রণালীর অবশিষ্ট আছে তাহাতে কি মানুষের মত মানুষ তৈয়ার হয় না। যাঁহারা চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলী কি ইংরাজীধরণে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অপেক্ষা কম? ইংরাজী শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যে অনেকদিন কাটাইয়াছি, সংস্কৃত অক্ষরগুলাকে পর্য্যন্ত আজ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারি নাই তথাপি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে বাধ্য ইঁহাদের তথাকথিত সংকীর্ণচিত্ততা সত্বেও মনুষ্য চরিত্রের যা কিছু মাধুর্য্য তাহা এই নিরীহ প্রকৃতির টুলো পণ্ডিতের মধ্যেইঅধিক পরিমাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ কলহের কুজ্ঝটিকায় ও নিজেদের শিক্ষাগর্ব্বের আত্মাভিমান যেন এই সত্যটিকে লুকাইয়া রাখিতে না পারে।

সৎশিক্ষা আমাদিগকে কি দেয়! জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি, অন্ততঃ অর্থ এই কয়টির মধ্যে একটিও নিশ্চয়রূপে দিতে পারিলে এই শিক্ষাকে সার্থক বলিব। কিন্তু এ মাকালফল বাহির হইতে যাহা মনে হয় তাহা নহে। এ শিক্ষা আমাদিগকে কতটুকু কি দিতে পারিয়াছে বারান্তরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় সংবাদ।

ভূমিহার ব্রাহ্মণসম্মেলনী—ভদ্দুড়ি গ্রামে বি, এন্ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে জমীদার ব্রাহ্মণ সম্মেলনীর আগামী ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী যে অধিবেশন হইবে তাহার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। পুরুলিয়া কংগ্রেস কমিটির খদ্দর ভাণ্ডার হইতে খদ্দর বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নানাবিধ বিশুদ্ধ খদ্দরের ধুতি ও থান সহ একজন স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রাম্য দলাদলির মীমাংসা—হটমুড়া গ্রামে বহুদিন যাবৎ সামাজিক দলাদলিতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে নওয়াগড়ের শ্রীযুক্ত দেওয়ান সাহেবের যত্নে উক্ত দলাদলির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

পুরুলিয়াতে পোলো খেলার প্রতিযোগিতা—পুরুলিয়ার উপকণ্ঠে বেলগুমার ঘোড়দৌড়ের মাঠে শ্বেতাঙ্গ স্বেচ্ছাসৈনিকদলের সহিত নওয়াগড় রাজার দলের পোলো খেলায় প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। নওয়াগড়ের

দ্রাবিড়ীয়দের পূর্ব্বপুরুষ এদেশে আসিলেন, সেই দিন এই নবাগতের সহিত জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া, পূর্ব্বাধিকারিগণ তাহাদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার চিরদিনের মত হারাইল। তাহার পর আর্য্য আসিল; "শক-হূনদল-মোগল-পাঠান" আসিল, গোলন্দাজ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ আসিল, অযুত অযুত বর্ষের ভীষণসুন্দর ইতিহাস বুকে ধরিয়া ভারত তাহার বর্ত্তমান্ যুগে উপনীত হইল। দারিদ্র্যপীড়িত, অপমান জর্জ্জরিত, দাসত্বলাঞ্ছিত, ধ্বংসোন্মুখ ভারত আজ আবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছে,—মুক্তির বাণী তহার ক্ষুব্ধ-ক্লিষ্ট অন্তরে একটা বিরাট্ বুভুক্ষার সৃষ্টী করিয়াছে। কিন্তু এখনও তন্দ্রা তাহার ছাড়ে নাই, মোহ তাহার ঘুচে নাই, বিস্মৃতির আবরণ টুটে নাই। তাই সে ভূতাবিষ্টের ন্যায় অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিতেছে। হে ভারত! আজ তোমার সমস্ত আলস্য অবসাদ দূরে পরিহার করিয়া, তোমার বিচিত্র ইতিহাসের শিক্ষা সাধনায় সফল কর। জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া, মুক্তির অধিকার পুনরায় লাভ কর। চাহিয়া দেখ, তোমার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যুতাক্ষরে লিখা রহিয়াছে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

যেদিন হইতে ভারত নিবীর্য্য হইয়াছে, আর্য্যভূমি যেদিন হইতে বীরশূন্যা হইয়াছে, সেইদিন হইতে সে মুক্তির অধিকার হারাইয়াছে। যাঁহারা দেশকে পুনরায় মুক্ত-স্বাধীন দেখিতে চান, তাঁহাদের এই মূলসূত্রটী ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই সূত্র ধরিয়া যতদিন না মুক্তির সাধনা আরম্ভ হয়, ততদিন দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। কাঁদিয়া খুন হও, চীৎকারে আকাশ ফাটাও, প্রভুর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া রক্তপাত কর, কিছুতেই কিছু হইবে না; সাধনা কর, সাধনা না করিলে স্বয়ং ভগবানও মুক্তি দিতে পারিবেন না। শক্তির সাধনা কর, মুক্তি আপনি আসিয়া ধরা দিবে। মনে রাখিও, মুক্তিসাধন আর শক্তিসাধন একই কথা। এই সাধনার পথে কতদিন চলিতে হইবে জানি না; কোনোও দিন এই সাধনা সফল হইবে কিনা জানি না; কিন্তু এইটুকু স্থির জানি, এ ছাড়া আর উপায় নাই,—নাস্তিগতিরন্যথা!

অন্য কোনও সহজ সরল অনায়াসসাধ্য উপায়ে মুক্তিলাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়া কোনোও লাভ নাই। ফাঁকি দিয়া, "তুকতাক্ করিয়া," ইন্দ্রজাল বুনিয়া বৃটিশ-সিংহকে পাশবদ্ধ করিবার চিন্তায় সময় কাটাইলে, খানিকটা মস্তিষ্কের অপব্যবহার হয় মাত্র, কাজ কিছুই হয় না। শক্তিপথের যাহা অন্তরায় তাহা দূর কর, শক্তিপথের যাহা অনুকূল তাহাকে সাদরে গ্রহণ কর। শক্তিপথের অন্তরায়—লোভ, আলস্য, বিলাসিতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্পৃশ্যতা, পঙ্গুসমাজ ও গৃহবিচ্ছেদ। শক্তিপথের অনুকূল—সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন, সুস্থসবল সমাজ, একতা, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও সামরিক শিক্ষা।

হে ভারত! যদি জাগিয়াছ, তবে আর বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া শক্তিমন্ত্র গ্রহণ কর, শক্তিসাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দাও, অচিরে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করিবে।

শ্রীসুকুমার বিশ্বাস।
১৭।১।২৬

শিক্ষার মোহ।

—:—

যখন দেশবন্ধু বাঙ্গালার স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহার ফলে কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালার ছেলের দল দিনক্ষণ না বাছিয়া বিতর্ক বিচার না করিয়া দলে দলে তথাকথিত গোলামখানা পরিত্যাগ করিয়া অভিভাবকগণকে বিস্মিত, রুষ্ট ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিতে লাগিল, তখন দেশময় বিজ্ঞের দল মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন "এক নূতন উপসর্গের আবির্ভাব হইল। দেশসেবার নামে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কি অনর্থ ঘটাইতেছেন"? বলিলেন, "এতদিন ত আন্দোলনটা কতক বুঝিতেছিলাম এখন ইহাকে সমর্থন করি কিরূপে? যদি ইহার স্রোতে বাধা না পড়ে দেশ উৎসন্ন যাইবে"। যাঁহারা এতদিন জাতির অভিভাবকত্বের দাবী করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্কুলকলেজবর্জ্জন আন্দোলনকে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেভাবে এই আন্দোলনকে বাধা দিলেন তাহার ঐকান্তিকতা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বোধ হয় বোমার দ্বারা দেশ স্বাধীন করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বিদ্যালয় বর্জ্জনকে অধিকতর অনিষ্টকর মনে করিয়াছিলেন।

আমাদের মধ্যে যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে এই বিজ্ঞদের বাধা দিবার কারণের মধ্যে তাঁহাদের স্থবিরত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। এই দলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দেশ হিতৈষীগণপ্রণোদিত হইয়াই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার অনেক কারণ আছে। সে সময়ে ঐ উপলক্ষে যে সমস্ত তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই ২।৪টা পুনরুল্লেখ করিব।

অভিভাবকের দল বলিলেন যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্যালয়কে গোলামখানা বলিতেছে, সেই স্বাধীনতা

স্পৃহা জাগিল কোথা হইতে? এই গোলামখানা হইতেই নয় কি? কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও কি এই গোলামখানায় শিক্ষালাভ করেন নাই? যদি বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে সুশিক্ষিত হয় নাই এমন লোক লইয়া কংগ্রেস চলিত তাহা হইলে নেতাদের মুখে গোলামখানার কথা শোভা পাইত। যে সমস্ত যুক্তির বলে সে সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং বর্জ্জন আন্দোলনকে কার্য্যকরী হইতে দেয় নাই এইটাই তাহার মধ্যে প্রধান। অন্ততঃ এই যুক্তিটাই সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। জনসাধারণ তর্কের মার পেঁচ বুঝিতে অভ্যস্ত নহে কাযেই এইপ্রকার যুক্তির অসারত্ব শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম না হইলেও জনসাধারণ এইযুক্তির দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিল।

যদি প্রবীণদের এই মতই সত্য হয় অর্থাৎ দেশে স্বাধীনতার স্পৃহা যদি বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে এই শিক্ষাকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু দেখিয়াছি স্বাধীনতার আহ্বান যাহাদিগকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছে ও যাহারা এই সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত নহে বরং উচ্চ শিক্ষিতেরা শিক্ষার বিষম ভারী বোঝা লইয়া একটু পিছাইয়াই চলিতেছিলেন, ঠিক তালে পা ফেলিতে সক্ষম হয় নাই।

কেবলমাত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা নহে, যা কিছু গুণ থাকিলে মানুষকে মানুষ বলা যায় সাধারণ বিজ্ঞদের ধারণা এই শিক্ষাপ্রণালীই তাহার একমাত্র প্রদাতা; আশুতোষ, আনন্দমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রাসবিহারী, প্রফুল্লচন্দ্র এই শিক্ষারই ফল। যদি তাহাও হয়, এই মহাপুরুষদের মহত্বের কৃতিত্ব যদি এই শিক্ষাপ্রণালীরই প্রাপ্য হয় তাহা হইলে এই সঙ্গে ইহাও দেখাইতে হইবে যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাপকাটিতে যত বড়, মানুষ হিসাবেও তাঁহারা ততবড় অর্থাৎ একজন এম, এ পাশ ব্যক্তির মনুষ্যত্ব একজন প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অথবা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা নিঃসন্দেহ ভাল। এই কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও একটা মোটামুটি হিসাব লইলেও যদি এই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলেই এই শিক্ষা-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। এটি কতদূর সত্য সকলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ স্বরূপ না ধরা যায় তাহা হইলে এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করেন নাই এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এই সব মহাত্মাদের সহিত তুলিত হইতে পারেন এমন লোক দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে দেশে মাত্র একটি শিক্ষাপদ্ধতিই বর্ত্তমান, কাযেই যিনি যাহাই হউন না কেন এই শিক্ষা-কলের মধ্য হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে। যদি প্রতিদ্বন্দী অপর কোনও শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে তুলনামূলক সমালোচনায় ইহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে নূতন শিক্ষার মোহে আমরা পুরাতন যা কিছু তাহাকে চিরবিদায় দিয়াছি। এসত্বেও যা কিছু পুরাতন প্রণালীর অবশিষ্ট আছে তাহাতে কি মানুষের মত মানুষ তৈয়ার হয় না। যাঁহারা চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যোচিত সদ্গুণাবলী কি ইংরাজীধরণে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অপেক্ষা কম? ইংরাজী শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যে অনেকদিন কাটাইয়াছি, সংস্কৃত অক্ষরগুলাকে পর্য্যন্ত আজ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারি নাই তথাপি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে বাধ্য ইঁহাদের তথাকথিত সংকীর্ণচিত্ততা সত্বেও মনুষ্য চরিত্রের যা কিছু মাধুর্য্য তাহা এই নিরীহ প্রকৃতির টুলো পণ্ডিতের মধ্যেইঅধিক পরিমাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ কলহের কুজ্ঝটিকায় ও নিজেদের শিক্ষাগর্ব্বের আত্মাভিমান যেন এই সত্যটিকে লুকাইয়া রাখিতে না পারে।

সৎশিক্ষা আমাদিগকে কি দেয়! জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি, অন্ততঃ অর্থ এই কয়টির মধ্যে একটিও নিশ্চয়রূপে দিতে পারিলে এই শিক্ষাকে সার্থক বলিব। কিন্তু এ মাকালফল বাহির হইতে যাহা মনে হয় তাহা নহে। এ শিক্ষা আমাদিগকে কতটুকু কি দিতে পারিয়াছে বারান্তরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় সংবাদ।

ভূমিহার ব্রাহ্মণসম্মেলনী—ডহুড়ি গ্রামে বি, এন্ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে জমীদার ব্রাহ্মণ সম্মেলনীর আগামী ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী যে অধিবেশন হইবে তাহার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। পুরুলিয়া কংগ্রেস কমিটির খদ্দর ভাণ্ডার হইতে খদ্দর বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নানাবিধ বিশুদ্ধ খদ্দরের ধুতি ও থান সহ একজন স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রাম্য দলাদলির মীমাংসা—হটমুড়া গ্রামে বহুদিন যাবৎ সামাজিক দলাদলিতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে নওয়াগড়ের শ্রীযুক্ত দেবীলাল সাহেবের যত্নে উক্ত দলাদলির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

পুরুলিয়াতে পোলো খেলার প্রতিযোগিতা—পুরুলিয়ার উপকণ্ঠে বেলগুমার ঘোড়দৌড়ের মাঠে শ্বেতাঙ্গ স্বেচ্ছাসৈনিকদলের সহিত নওয়াগড় রাজার দলের পোলো খেলার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। নওয়াগড়ের

রাজাই জয়লাভ করিয়াছেন। এই খেলা দেখিবার জন্য খুব জনসমাগম হইয়াছিল। নওয়াগড়ের রাজা বাহাদুরের জয়লাভে সকলেই উল্লসিত হইয়াছেন।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান—মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে সরকারী চেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে বে-সরকারী চেয়ারম্যান হওয়া উচিত এবং যতদিন সরকারী চেয়ারম্যান থাকিবে ততদিন জেলার ডেপুটী কমিশনারের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড আফিসের কার্য্য পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না—এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত শশধর গাঙ্গুলী মহাশয় গত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মিটিংএ ছইটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। অধিকাংশের মতে প্রস্তাব ছইটি গৃহীত হইয়াছে। সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই এ বিষয়ে ভোট দ্বারা মতামত প্রকাশ করেন নাই। শশধর বাবু আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে, কিন্তু বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। নির্ব্বাচক মণ্ডলী আগামী নির্ব্বাচনের সময় এই সব কথা স্মরণ রাখিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

(•)

মহাত্মা গান্ধীর আমেরিকায় নিমন্ত্রণ—

আমেরিকার কয়েকটি সমিতির পক্ষ হইতে দুইজন আমেরিকান সম্ভ্রান্ত মহিলা মহাত্মা গান্ধীকে আমেরিকায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন ভারতবর্ষে তাঁহার কায সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সেখানে যাইবার কথা তিনি ভাবিতে পারেন না।

বরিশালে সরস্বতীপূজায় বাধা—বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ ও বরিশাল জিলা স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে আদেশ দেন যে তাহারা যথাক্রমে উক্ত কলেজের ছাত্রাবাসে ও হেড্ মাষ্টারের গৃহপ্রাঙ্গনে এবার সরস্বতী পূজা করিতে পারিবে না। এই অন্যায় আদেশে হিন্দুছাত্রগণ ও বরিশালবাসী হিন্দুগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এই আদেশ অমান্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সরস্বতী পূজার দিন কলেজের ফটকে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব বহু সশস্ত্র পুলিশ লইয়া পূজার্থীদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সরস্বতী পূজার দিন ছাত্র এবং অন্যান্য হিন্দু সহরবাসী—প্রায় ২০০০, সহস্র লোক সরস্বতীমূর্ত্তি লইয়া কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেন ও অপর দুই একজন ভদ্রলোকের নেতৃত্বে, পুলিশ ও কলেজকর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া হিন্দু-ছাত্রাবাসে যাইয়া পূজা সম্পন্ন করেন; তারপরে জিলা স্কুলে হেডমাষ্টারের গৃহপ্রাঙ্গনেও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ এই দুই সহস্র লোককেই গ্রেপ্তার করিয়াছে অর্থাৎ ইহাদের জানাইয়াছে যে তোমরা গ্রেপ্তার হইলে। এই আদেশ পাইয়া তাঁহারা সকলেই থানায় যাইয়া নিজ নিজ নাম লিখিয়া দিয়া আসিয়াছেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায্য অধিকার রক্ষায় অধিকার চেষ্টার সাফল্যে বরিশালবাসী সকলেই আজ উৎফুল্ল।

প্রেরিত পত্র।

(প্রেরিত পত্রের মতামত কেহ যেন সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন)

শ্রীযুক্ত 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়!

কয়েকদিন পূর্ব্বে একটী বিদেশী যুবক এই সহরে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে জাতিতে তাম্বুল ছিল। শুনা যাইতেছে যে তাহার কুটুম্ব ও স্বজাতি অনেকে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা করেন নাই। হতভাগ্যের মৃতদেহ হাড়ি-ডোম দ্বারা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঘটনা সত্য হইলে পুরুলিয়াবাসী তাম্বুলিগণের পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা। শুনা যায় এই স্থানে তাম্বুলীযুবকগণের একটী সেবা সমিতি আছে, তাহারা এ সম্বন্ধে তাহাদের কর্ত্তব্য কতটুকু পালন করিয়াছেন জানিতে পারি কি?

অনৈক সহরবাসী।

নিম্নলিখিত পত্রখানি শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন মহাশয় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। যাঁহারা উক্ত বিদ্যাপীঠের উন্নতি কল্পে সাহায্য করিতে চান তাঁহারা সাহায্যাদি শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন মহাশয়ের নিকট অথবা পত্র লেখকের নিকট পাঠাইবেন।

সম্পাদক।

বিহার বিদ্যাপীঠ।

প্রিয় জীমূত বাবু,

১৯২১ সালে সব কিছু বলা চলিত। কিন্তু ১৯২৬ সালে জাতীয় শিক্ষার কথা বলা দুঃসাহসের পরিচয় হইবে নাকি? তবে আপনারা 'মুক্তি' চান এবং নিবারণ বাবু এ অভিযানের চালক তাই আমাদের ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের কথা সাহস করিয়া লিখিতেছি।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী পাটনায় রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ চাম্পারণেই এ বিষয়ে মহাত্মার সহিত পরামর্শ করেন। করিয়া হইতে ষাট হাজার টাকা তুলিয়া মহাত্মা ইহাদিগকে কলেজের জন্য দান করেন। ইহারা বলেন "এত টাকা সব কলেজে ব্যয় করিব?" গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ। পরে বুঝিবে"। আজ বুঝিতেছি বটে। তবুতো একপক্ষে ষাটজন লোক বসিয়া আছি! ভারতবর্ষে এ কম কথা কি?

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এখন আর আমার প্রবন্ধ লিখিয়া কাজ নাই। আবশ্যক হইলে নিবারণ বাবুই তাহা পারিবেন। আমি শুধু আমাদের কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে জানাইতেছি।

কলেজে ছাত্রসংখ্যা ৪৮ জন। এযাবত ২৪ জন ছেলে পাশ করিয়াছে। তাহারা প্রায় সকলেই জাতীয় বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে কাজ করিতেছে। আবার কেহ কেহ সামান্য মূলধনে ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা ধনীর ছেলে তাঁহারাও অনেকে দেশের কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। একজন ইটের কারবারে বেশ দু'পয়সা লাভ করিতেছে। আর একজন কলিকাতা শেয়ার মারকেটে ঢুকিয়াছে। যদি পাঁচ বছরেও একটী গ্রাম্যকর্ম্মী তৈয়ার করা যায় তবেই বা মন্দ কি? কলেজে ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্ক, রাজনীতি, অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র, রসায়ন, হিন্দী, সংস্কৃত পড়ান হয়। রসায়নের সঙ্গে ভৌতিক শাস্ত্রও পড়ান হয়। ছেলেদের একটা প্রধান বিষয় পড়িতে হয় তবে প্রথম বৎসর আনুসঙ্গিক বিষয়গুলিও পড়িতে হয়। যথা, ইতিহাসের ছাত্রেরা প্রথম বৎসর রাজনীতি ও অর্থনীতি পড়িয়া লয়। মাতৃভাষার সাহায্যে পড়াইবার ফলে দেখা যায় যে অতি অল্প সময়মধ্যে অধিক অগ্রসর হওয়া যায়। আমাদের 'কারপেন্টারী' ও 'স্মিথী' বিভাগ আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ঐ দুই বিভাগ উত্তমরূপে গঠিত হয় নাই। ছেলেদের প্রত্যেকের বৎসরে বিশ হাজার গজ সূতা দিতে হয়। ছয় বিঘা জমির উপর দুটী বড় দালান আছে। ছেলেরাও অধিকাংশ অধ্যাপকগণ একত্র বাস করে। ফলে আমরা একটা নূতন আবহাওয়ায় আছি বলিলেই হয়। বাঙ্গালী বিহারী মিশিয়া আছি। ৩ জন প্রফেসর ও ১৩টি ছেলে বাঙ্গালী। বাংলায় এখন ন্যাশনাল আর্ট কলেজ নাই। কাজেই প্রায় সব ছেলেই আর্ট পড়িবার জন্য এখানে আসে।

কিন্তু সকল জায়গায়, সকল প্রতিষ্ঠানে যে বাধা সে বাধাটী আমাদের এখানেও প্রবল। সেটী অর্থাভাব। ১৭।১৮টী ছেলেকে সাহায্য করিতে হয়। মাসিক আমাদের ব্যয় অন্যূন ১২৫৲ —শুধু ছেলেদের জন্য।

পাটনায় জন সাধারণের নিকট হইতে আমরা সহানুভূতি পাইতেছি। কিন্তু গান্ধীর নাম ভাঙ্গাইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে জাতীয় শিক্ষার জন্য টাকা আদায় করিতে ইচ্ছা হয় না। তাই উকিল ব্যারিষ্টারদের নিকট যাই—যাঁহারা এ জিনিষটায় সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভালো করিয়া বোঝেন তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করি। আপনার সঙ্গেও এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। এবং বেশ আশা ও পাইয়াছি। তাই এই চিঠী। নতুবা লিখিবার প্রবৃত্তি তো আর নাই। ইতি

বশংবদ—

ধীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

সদাকত আশ্রম

পোঃ দিঘাঘাট, পাটনা।

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়!

নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার পত্রিকায় স্থান পাইলে বাধিত হইব।

হেড মাষ্টারের দুর্ব্যবহার।

স্থানীয় জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। যাহার উপরে এতগুলি সরলমতি বালকের শিক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাহার ব্যবহার যে কত অমায়িক হওয়া উচিত তাহা বোধ হয় তাঁহার জানা নাই। তিনি অভিভাবকগণকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী যখন তখন ডাকাইয়া লইয়া গিয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সব কারণে আমি আমার আশ্রিত বৃত্তিভোগী ছাত্রদিগকে অন্যত্র ভর্ত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার ইহা মনে হয়—যে এই সব কারণে জেলা স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন কমিতেছে বই বাড়িতেছে না।

শ্রী করুণা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুন সেফডাঙ্গা।

আরাধনা।

মুক্তি ও তাহার উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কি ক'রে পারবে, মুক্তি যে তার স্বভাব, অসীম যে তার স্বরূপ, স্বভাব ছেড়ে, স্বরূপ ছেড়ে কি কিছু কখনও থাকতে পারে? এই জগতে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, যত প্রচেষ্টা যত জীবের দেখা যায় সবই, এই একই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি ক'রে অনুষ্ঠিত। সেইটাই ভাল, পুণ্য, ন্যায়, যা এই বাঁধন খুলে দিয়ে মুক্তির সহায়তা করে, আর তাই মন্দ, পাপ ও অন্যায় যা এই মুক্তির প্রতিকূল। জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে যে যত করছে এই মুক্তির জন্যই করছে। কেহ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সকলেই যদি মুক্তির জন্য স্বভাবতই অনুষ্ঠান করছে তবে মুক্ত হয় না কেন? আমি বদ্ধ, আমি দুর্ব্বল, আমি পাপী, এই ভ্রান্ত ধারণাই তাকে আরও বদ্ধ, পাপী, দুর্ব্বল, ক'রে তুলেছে, এবং ভবিষ্যতে যে আর কখনও মুক্ত হবে বা হতে পারে সেই ক্ষীণ আশাটুকু, ধারণাটুকু ও বিশ্বাসটুকুও নষ্ট ক'রে ফেলেছে, আর যতই পারব না ভাবছে ততই পারবার শক্তিও হারাচ্ছে। বাস্তবিকই একটু ভেবে দেখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী বা বাহিরের কোন শক্তি অথবা শারীরিক ক্লেশ-আদি কিছুই আমাকে বদ্ধ করে নাই, ক'রতে পারে না, করেছে কেবল এই মনের ভ্রান্ত ধারণাটা, তাই ঋষি বলছেন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। আমরা যত ভাবি আমি বদ্ধ ততই আমার নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ-অজ-অব্যয়-অমর স্বরূপটা ভুলে গিয়ে আমি জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, দেশ, কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ মরনিয়ন্ত্রিত মায়ার অধীন জীব, আমার স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র নাই, এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হ'তে থাকি, আর তৎসঙ্গে সঙ্গেই অমূলক একটা মৃত্যুভীতি হৃদয়কে অধিকার ক'রে নিত্য নূতন শত শত বাঁধনে আমাদের ক'সে বাঁধতে থাকে। অমানিশার গাঢ় অন্ধকার কি হাত দিয়ে ঠেললে যায়? বৃথা শক্তি ক্ষয় মাত্র। কাঁদলে, হাত পা ছুড়লে কি হবে? আলো চাই, আলো না হলে হাজার চেষ্টা কর, সব বিফল, পণ্ডশ্রম মাত্র।

স্মরণ করুন, গীতায় মোহাপন্ন অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া আমাদের প্রতি অহেতু অপার করুণায় উপদিষ্ট সেই স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত মৃতসঞ্জীবনী ওজস্বিনী বাণী—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতে।
অনার্য্য-জুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥

ক্লৈব্যংমাস্মগমঃপার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রংহৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ" ॥
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কুতশ্চিন-
নায়ংভূত্বা ভবিতাবানভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতেহন্যমানে শরীরে ॥
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি-
সংযাতি নবানি দেহী" ॥
"নৈনংছিন্দন্তি শস্ত্রাণিনৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনংক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ॥

ভাবুন আমার আমি, ক্ষুদ্র আমি, বদ্ধ আমি, দুর্ব্বল আমি নয়, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান, শিব-স্বরূপ আমি। নিজ নিজ হৃদয়ের মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দের সমুদ্র আছে বিশ্বাস করুন, মনের প্রাক্-কুসংস্কার, ভ্রান্তধারণা, মিথ্যা মরণভীতি, দেহাত্মবুদ্ধি, নানা কামনা, আপাত ভোগ সুখের মোহ মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে বলুন "শিবোহহং, ভাবুন শিবোহহং, ভেবে ভেবে তন্ময় হ'য়ে শিব হয়ে যান্ দেখি, দেখ্‌বেন মৃত্যুও আপনাকে দেখে ডরাবে, আপনার পক্ষে অসম্ভব, অসাধ্য দুঃসাধ্য কিছুই নাই, সমুদ্র গণ্ডুষে শোষণ ক'রবার ও চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি পরিচালিত ক'রবার শক্তি আপনাতে র'য়েছে। ভগবান শ্রীশঙ্কর বলেছেন

"নির্গচ্ছতুজগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"।

যদি কোনও পাপ থাকেত এই ভয়টাই হচ্ছে আসল পাপ, এই ভয়টা ত্যাগ করুন। কুকুরটার ভয়ে যত ছুটে পালাতে চাইবেন, ততই সে গায়ে উঠে কাম্‌ড়াতে যাবে। আপনার আবার মরণ আছে নাকি? আপনি যে অবিনাশী আত্মা, শরীর ত অতি সুলভ, অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়ার মত একটার পর আর একটায় চেপে হাতের নিশান লক্ষ্যস্থানে গাড়বো তবে ছাড়্‌বো এইরূপ দৃঢ়পণ করুন, ম্যাদাটে ভাব হ'লে চ'লবে না ত। বীরানামেব করতলগতা মুক্তি ন হি পুনঃ কাপুরুষাণাম্। ভাব্‌বেন না আপনি দুর্ব্বল মেষ, আপনি যে সিংহ, সেই আপনি কিনা তুচ্ছ তৃণের রজ্জুতে বদ্ধ আছেন, সেই আপনি কিনা তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখের মোহে হাড় মাংসের খাঁচায় আবদ্ধ আছেন? ছি! ছি! ছিঁড়ে ফেলুন এ তুচ্ছ রজ্জু, ভেঙ্গে ফেলুন ও জীর্ণ পিঞ্জর। এ শক্তি আপনি মনে ক'রলেই পাবেন। কিসের মৃত্যু? আপনারই ভয়ে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশে নিজ নিজ পথে চলে নিজ নিজ কার্য্য যথাযথ সম্পাদন করছে, আপনারই ভয়ে মৃত্যুও পরমায়ু শেষে জীবকে জন্মান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। এ সব আপানারই স্বপ্ন, এই স্বপ্নে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়া'ন, যা ন্যায়, যা সত্য, যা ধর্ম্ম, যা বিশ্বের কল্যাণ জনক ব'লে ঠিক ঠিক বোঝেন কায়মনোবাক্যে, কিসেরও ভয় কারও ভয় না ক'রে, ক'রে ম'রে অমর হন। মানুষের মত এ দুনিয়ায়, চিরকালের জন্য দাগ রেখে, এ দুনিয়া থেকে শিব হ'য়ে বেরিয়ে যান্। দেখ্‌বেন আপনি মুক্তই আছেন, ছিলেন ও থাক্‌বেন, মাত্র কিছুক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, আবার স্বপ্ন ভেঙ্গে জাগ্রত হ'য়ে বিমল শান্তি অনুভব ক'রছেন। নতুবা কে কোথায় আছ হে উদ্ধার কর ব'লে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদলে কোনও ফল হবে না, যদি কেও কোথাও থাকেন, সে আপনারই হৃদয় মধ্যে, আপনারই আমিত্বের মধ্যে মোহবশতঃ, আলস্যবশতঃ, আত্মপ্রতারণা না ক'রে, যতটুকু শক্তি আপনার আছে, দিয়ে, যতটুকু রক্ত বুকে আছে বিন্দু বিন্দু ক'রে ঢেলে দিয়ে, যতটুকু যেমন মন, যতটুকু প্রাণ আছে, যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে, মান যশ প্রতিষ্ঠা স্বার্থ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে এই লক্ষ্য স্বস্বরূপে অবস্থিতি "বা ভগবৎ প্রাপ্তি" টাকে করামলকবৎ হাতের মুঠোর ভিতর আনতে জনে জনে যত্নবান হ'ন দেখি, নিশ্চয় মুক্ত হবেন, নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ ক'রবেন।

এই মুক্তির মূর্ত্তি দেখবার জন্যই বর্ত্তমান যুগে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নানাপথ, নানামত নানাধর্ম্মের সমন্বয় ক্ষেত্র ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন বর্ত্তমান ভারতের আদর্শ হ'য়ে, আর তাই প্রচার করেতে ও নিজ জীবন দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার ক'রে। যাতে দীন হীন আপামর সাধারণ সকলেই উঠে যেতে পারে তার সুখ সোপান তৈরী কর্ত্তে এসেছিলেন "আচার্য্যপ্রবর" শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ। সেই সোপান কি? সেবা ত্যাগ ও বিশ্বপ্রেম। তিনি ব'লে গেছেন দুনিয়া জয় ক'রতে হবে। কামান বন্দুকাদি অস্ত্রের সাহায্যে নয়। দুনিয়াকে ভালবেসে। প্রাচ্য প্রতীচ্য পরস্পরের সম্মিলনে, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে, জড় ও আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের একত্র সমাবেশে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শত সহস্র গুণে গৌরবান্বিত ও মহিমামণ্ডিত ভারত গ'ড়ে তোলা, আপামর, আচণ্ডাল সাধারণ, প্রাচ্য প্রতীচ্য জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, সকলকেই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাইয়াছিল তাঁর হৃদগত ভাব। নিজে শ্রীভগবান ব'লেছেন "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব। নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"। আসুন আমরা সকলে তাঁকে আত্মসমর্পণ ক'রে "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ", তাঁর কার্য্যে নিজ নিজ জীবন দিয়ে ধন্য হই, ইহাই আমাদের আরাধনা। অলমতিবিস্তরেণ।

স্বামী—তপানন্দ।

[ক্রমশঃ]

বাজার দর।

(পুরুলিয়া ২৭শে পৌষ)

গিনি ভিক্টোরিয়া —		১৩৷৷০ টাকা
সোণা চিনাপাত —	ভরি	২১৷৷০ ,,
রূপা ১০০ ভরি —		৭৩৲ ,,
		মন প্রতি
দেশী নূতন চাল—রাশি —		৫৷৷৵০ টাকা
ঐ মাঝারি —		৫৷৷৴০ ,,
ঐ সাফি —		৫৸০—৫৸৴০ টাকা।
ঐ কলম কাটি —		৬৷০ টাকা।
ঐ পুরাতন—		৭৷৷০ টাকা।
ধান —		৩৷০ টাকা।
বিরি কলাই —		৫৷৷৵০ টাকা।
অরহর ডাল —	১নং	৭৷০ টাকা।
ঐ	১নং	৭৸০ টাকা।
মুসুরীর ডাল —		৭৸০ টাকা।
খেসারী —		৪৷৷৵০ টাকা।
বুটের ডাল —		৬৷৷০ টাকা।
মুগের ডাল —		৮৲ টাকা।
বুট (ছোলা) —		৪৸০ টাকা।
আটা হলমিল —	বস্তা	১৫৸৵০ টাকা।
কলের ময়দা	—বস্তা	১৭৷৷০ টাকা।
ঘি ঘণ্টুর ১নং—	মণ	৭১৲ টাকা।
সরিষার তৈল (কলের)	১নং	২৪৷৷০ টাকা।
,,	২নং	২২৷৷০ টাকা।
চিনি সাদা জাভা —	মণ	১২৲ টাকা।
দেশী কাণপুরী —		১৪৲ টাকা।

সূতার দর…

হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা	১২৷৷ নং	৭৸ টাকা।
,, ,,	১০৷৷ নং	৭৷৷৵০ টাকা।
,, গোপাল মার্কা	১২৷৷ নং	৭৷৷৵০ টাকা।
,, ,,	১১৷৷ নং	৭৷৷/০ টাকা।
কাঁচা কয়লা —	মণ	।০ আনা

গালার দর

চিয়েন —	৮২৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান—	৮৭৲
সুপার ফাইন —	৯৮৲—১০০৲

লাহার দর…

কুকি —	৩৫৲
বৈশাখি —	৪৮৲
কুসমি —	৫৬৲
আরি —	২৮৲

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং যাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸/০ টাকা ও ১৸/০ টাকা লাগিবে।

২। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া আয়ুর্ব্বেদাশ্রম।

কবিরাজ শ্রীদুর্গাদাস রায় কবিভূষণ।

এখানে প্রায় সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈল প্রস্তুত থাকে ও অর্ডার মত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি, বৃহচ্ছাগালাদ্য তৈল ২৪৲ সের, প্রতি অর্দ্ধ পোয়া ৩৲ খাঁটী চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৪৲, মহাশক্তি রসায়ন ২৪ আউন্স বোতল ৩৷০, পেটেন্ট

শঙ্কর।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

শ্রীশ্রীসীতারাম।

এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী।

এইচ, এম, বি,

নাম পুরুলিয়া।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৷৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি বার ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন। বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভুষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

দেশবন্ধু প্রেস

পুরুলিয়া

এই প্রেসে যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে। চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসু রন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

চাষের মালিক।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার। ১৮ই মাঘ ১৩৩২, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ | ৭ম সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৮০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৮০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (২) ১৪৮.অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর, (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ, (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট, (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

—:o:—

ভাস্কর তৈল।

সর্ব্বপ্রকার খোস, পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগের মহৌষধ। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন।

মূল্য প্রত্যেক এক আউন্স শিশি (অর্দ্ধ ছটাক) ।০ আনা।
" দুই " " (এক ছটাক) ॥০ আনা।
" চারি " " দুই ছটাক ১৲ টাক।
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

আচারিয়া এণ্ড সন্স।
নিলকুঠীডাঙ্গা,
পুরুলিয়া।

স্বর্ণ ঘটিত
শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকনিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারীতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুল ॥৵০ আনা, ৬ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

মোটর সার্ভিস্।

এস্ বি এণ্ড কোং।

পুরুলিয়া—কাশীপুর—সার্ভিস্।
(ভায়া —— রঘুনাথপুর আদ্রা।)

পুরুলিয়া··· প্রাতে ৮টায় ছাড়ে···
আদ্রা ··· ১০টায় পৌঁছে ···
কাশীপুর ··· ১১টায় পৌঁছে ও বৈকালে ৪॥০টায় ছাড়ে।
রাত্রি ৮টায় পুরুলিয়া পৌঁছে।

এফ্, বি, এণ্ড কোং।
মানবাজার সার্ভিস্।
(ভায়া—কেন্দা।)

পুরুলিয়া হইতে ছাড়ে ··· ··· ··· বৈকাল ৪টা
মানবাজার পৌঁছে ··· ··· ··· রাত্রি ৭টা
মানবাজার ছাড়ে ··· ··· ··· বেলা ১১টা
পুরুলিয়া পৌঁছে ··· ··· ··· বৈকাল ৩টা।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।
সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।
যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস অফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

সেই কারুসাও এর শত বর্ষের প্রসিদ্ধ ও মানভুম জেলার একচেটিয়া তামাক।

এই দোকানে এখানকার ও বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ও গয়ার প্রস্তুত সকল প্রকার কড়া, মিঠে ও সুগন্ধি তামাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সিকি মূল্য সহ অর্ডার দিলে যত্নের সহিত মাল ভিঃ পিঃ যোগে পাঠান হয়। আমাদের তামাক মানভূম, সিংভূম, বাঁকুড়া, রাঁচী এবং সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায় চালান যায়। দর প্রতি মণ ১৫৲ ১২৲ ও ৮৲ বিষ্ণুপুর ২৫৲ গয়ার ২০৲। ইতি——

৺কারু সাওএর পুত্র—শ্রী রামকিষণ সাও
পুরুলিয়া (মানভূম)

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া বড় পোষ্টাপিসের সম্মুখে
রবীন্দ্র বাবুর খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের দোকান
শীতের বিপুল আয়োজন !
একদর, ঠিক্ জিনিষ— পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নানারকম ফ্যান্সি খদ্দরের আলোয়ান, দেশী কম্বল ও র‍্যাগ কানপুরী লুই ও এণ্ডি গায়ের কাপড়, মোজাও গেঞ্জি এবং যাবতীয় স্বদেশী মিলের কাপড়, জামার নানারকম ছিট, ফরেসডাঙ্গা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মাদ্রাজী প্রভৃতি তাঁতের ধোয়া ও কোরা ধুতি, শাড়ী এবং মার্কিন, মাটা, লংক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বদা বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট দারজিলিং চা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে

এজেণ্ট চাই।

মফঃস্বলে সর্ব্বত্র মুক্তি বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট দরকার। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার—মুক্তি, পুরুলিয়া।

মুক্তি।

"এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটী ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটী মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তিপুষ্টি—জগৎভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়"।

গোবিন্দ দাস।

সন ১৩৩২ সাল ১৮ই মাঘ, সোমবার।

চাষের মালিক।

—:০:—

ভারতের কৃষকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন, "তোমরা কেবল চাষের মালিক গ্রাসের মালিক নও"। এই উক্তিটি কবিকল্পনা নয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। যে কোন গ্রামে গিয়া কৃষকদের অবস্থা দেখিলেই মনে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমি চষিয়া শস্য উৎপন্ন করিবার অধিকারমাত্রই তাহাদের আছে, উৎপন্ন শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য, বল ও জীবন রক্ষাকরিবার অধিকার হইতে তাহারা একপ্রকার বঞ্চিত। তাহাদের কত পরিশ্রমে সংগৃহীত শস্যসম্ভার ছয়মাস যাইতে না যাইতেই কেমন করিয়া যে অদৃশ্য হয় তাহা ভারতের অজ্ঞ কৃষকগণ বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ক্ষুধার জ্বালা, ব্যাধির কষ্ট ও অকাল মৃত্যুর শোক দুর্বিবষহ হইলেও নির্ব্বাকে সহ্য করিয়া লয়। ঋণে জর্জ্জরিত, অপমানে লাঞ্ছিত, অত্যাচারে প্রপীড়িত কৃষকের পক্ষে যখন গ্রামের রাস্তুভিটাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাও অসম্ভব হয়, তখন সে গত্যন্তর না দেখিয়া স্ত্রীপুত্রসহ চাবাগানের আড়কাঠী অথবা কোন কলকারখানার অধিস্বামীর নিকট আত্মবিক্রয় করে। পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়াও চাষের মালিক বলিয়া সে যে একটু আত্মগৌরব অনুভব করিবে তাহারও আর উপায় থাকে না। এইরূপভাবে অতি দ্রুতবেগে ভারতের কৃষককুল ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে।

এই ধ্বংসের লীলা অবাধে চলিতে থাকিলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বিলাস সম্ভোগে যদি কোন বাধা না জন্মিত তাহা হইলে ভারতের কৃষককুল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া অচিরেই তাহাদের লাঞ্ছিত অস্তিত্ব বিলোপ করিবার সুবিধা পাইত। কিন্তু এই লোকগুলির হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ব্যতীত বসুন্ধরার উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলিও যে শস্য প্রদান করে না, ইহাদের সাহায্যে পাট, ধান, গম, যব, তিল, সরিষা, কার্পাস উৎপন্ন করাইয়া লইতে না পারিলে যে হুকুম চালাইবার নিমিত্ত প্রভুদেরও শরীরের পুষ্টিসাধন ব্যাপারটা নির্ব্বাহ হয় না, মদ খাইয়া মাতলামি করিয়া আনন্দভোজ দিয়া সভ্যতার পরিচয় দিবার সুযোগ হয় না! বিজলীর আলো, মটরগাড়ী, উড়ো জাহাজ ও রলনাচের সম্ভোগসুখ যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা ভরপুর করিয়া রাখে, প্রভুত্বের গরবে উন্মত্ত হইয়া যাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তাহাদেরও যে ভারতের অর্দ্ধনগ্ন অসভ্য কৃষকের পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি না হইলে চলে না ইহাই বিষম বিড়ম্বনার কথা। আবার ভজন-ধর্ম্মত্যাগী কতকগুলি অসন্তুষ্ট বিদ্রোহীর দল কৃষকদের দুরবস্থার করুণ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া শুষ্করক্ত নিদ্রালস জাতির মধ্যে জাগরণের ভাব সঞ্চারিত করিতে চাহে, এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে দেড়শত বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারতের উন্নতি-বিধানের গর্ব্ব সত্বেও এই কৃষিসম্বল দেশের কৃষকগণই অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় কোন নূতন ব্যবস্থার আয়োজন না করিলে একদিকে যেমন বিলাসসামগ্রীর মালমসল্লার অফুরন্ত যোগান দেওয়ার অভাব হইবার আশঙ্কা আছে, অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নাছোড়বন্দা লোক-গুলির মুখচাপা দিয়া কৃষকদিগের হিতৈষী সাজিতে না পারিলে সভ্যতার অভিমান করা মানানসই হয় না, উক্ত বিদ্রোহীদের প্রভাব হইতে কৃষিজীবীদিগকে দূরে রাখিয়া মোহকরী সভ্যতার প্রভাবে উহাদিগকে চিরনিদ্রিত রাখিবারও সুবিধা হয় না। তাই, ভারতীয় কৃষকদের উপর অবিমিশ্র দরদ দেখাইয়া, উহাদের অনাবিল উন্নতির ইচ্ছা ঘোষণা করিয়া এক বিরাট **কৃষি-কমিশন** বসিতেছে। অচিরেই ভারতের ভাগ্যাকাশে ইহার উদয় হইবে। উক্ত কমিশন নাকি কৃষি ও পশুপালন সম্বন্ধে গবেষণা, কৃষিবিষয়ে সংখ্যাসংগ্রহ ও ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত নূতন বীজের আমদানি, চাষের প্রণালী পরিবর্ত্তন, গো-পালন ও প্রজনন বিষয়ে তদন্ত করিবেন। অধিকন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়, আমদানী রপ্তানী, কৃষকদিগকে ঋণপ্রদানের উপায় এবং গ্রামের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও কৃষকদের উন্নতিবিষয়ক অনুসন্ধান করাও এই কমিশনের উদ্দেশ্য। নৈতিক আদর্শ হিসাবে কাহারও সাধু উদ্দেশ্যে সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু বারম্বার প্রতারিত হইলে অত্যন্ত সরল বিশ্বাসী লোকের মনেও সন্দেহের উদয় হয়। তাই মহারাষ্ট্রের একজন দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক মনে করিয়াছেন, এই কমিশন দ্বারা আর কিছু হউক আর না হউক কৃষকদের উপর ধনীদের ব্যাঙ্কগুলির প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। এবম্বিধ

কমিশন ও কমিটিগুলির পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে ভারত-বাসীর মনে যে নানাবিধ আশঙ্কার সৃষ্টি হইবে তাহা অনিবার্য্য। কারণ কৃষকদের দুরবস্থার কারণ জানা নাই বলিয়াই যে উহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহা ত নয়। বাহিরের শক্তি এক হাতে ভয় ও অন্য হাতে লোভ দেখাইয়া উহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়াই উহারা ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে, স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে, অরে খাটিয়া খাইবার একমাত্র সম্বল নিজেদের দেহটাকেও ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জার নিত্য আবাসভূমি করিয়া রাখে। কে না জানে যে আসামের ও উড়িষ্যার কৃষকসম্প্রদায় সরকারের বিক্রীত অহিফেনবিষ সেবন করিয়াই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাই-তেছে এবং মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছে? কে না জানে যে লক্ষ লক্ষ ভারতের কৃষক সরকারী মদের ভাটী দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পানাসক্ত হইয়া সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ সেখানে বিসর্জ্জন করিয়া আসে এবং তাহার ফলে তাহাদের স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরে? কে না জানে যে বৎসরে বৎসরে কোটি কোটি গোহত্যা হয় বলিয়া কৃষকের চাষের গরু পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে এবং গোদুগ্ধ দ্বারা শিশুপালন করা অধিকতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে? কৃষকদের অবনতির এই সকল প্রত্যক্ষ কারণগুলি সকলেরই জানা আছে। রংচঙে বিলাতী কাপড়ের মোহে, কাচের চুড়ীর আকর্ষণে ও বিক্রীত বিচারের ফাঁদে পা দিয়া তাহারা কি ভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই সকল বন্ধ করিতে গেলে যে স্বার্থে আঘাত লাগে, বিলাস উপভোগ করিবার, অনাবশ্যক সৈন্য পোষণ করিয়া প্রভুত্ব জারি করিবার টাকার কমতি পড়ে; বেশী টাকা দিয়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুলিশ কর্ম্মচারী পোষণ করিয়া জাতীয় ভাবকে দাবাইয়া রাখিবার সুবিধা হয় না, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারত গড়িয়া শাসনের ভেল্কী দেখাইয়া অজ্ঞ লোকের চিত্ত চমকাইবার সুযোগ হয় না, তাই সোজাসুজি জানা কারণগুলি উপেক্ষা করিয়া নানাবিধ কমিটি কমিশনের আড়ম্বর দরকার হয়। আমরা পাবলিক সার্ভিস্‌ কমিশনের ফলাফল দেখিয়াছি, শিক্ষার উন্নতির জন্য সেড্‌লার কমিশন দেখিয়াছি, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটি দেখিয়াছি, অল্পদিন হইল লী কমিশনের নিরপেক্ষ বিচারেরও পরিচয় পাইয়াছি, আরও যে সকল কমিটি ও কমিশন ভারতের ভাগ্যরচনায় নিযুক্ত আছে তাহাদেরও উপক্রমণিকাতেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি; সুতরাং এই নব নিয়োজিত কৃষিকমিশনের ফলে সরল বিশ্বাসী কৃষকগণ আবার কি এক নূতন নাগপাশে আবদ্ধ হইবে, সে আশঙ্কাই আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। গত সপ্তাহে বলিয়াছিলাম, আজও বলিতেছি ঐন্দ্রজালিক শুভ ইচ্ছার আকর্ষণের ভিতর দিয়া যখনই মোহকরী বংশীধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তখনই বেশী সাবধান হইতে হয়। তাই দেশবাসী কৃষকদের নিকট নিবেদন, তাহারা যেন সহজে ঋণ পাইবার অথবা অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিবার অলীক আশায় মুগ্ধ হইয়া মনে না করে যে এই কমিশনের ফলাফল বাহির হইলেই তাহাদের সকল রকমের দুঃখ ও অভাবের শান্তি হইবে। চিরকাল স্মরণ রাখিবে, নিজেদের উন্নতি নিজেরা না করিলে বাহিরের কেহ তাহা সাধন করিয়া দিবে না। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত চরকা গ্রহণ ও খদ্দর পরিধানই তাহাদের বর্ত্ত-মান ক্ষেত্রে উদ্ধার পাইবার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উপায়। একথা ভুলিয়া গেলে চিরদিনই চাষের মালিকই মাত্র থাকিতে হইবে, গ্রাসের মালিক কোন দিনই হইতে পারিবে না।

ঝুলমীর প্রতিমা।

মানভূমের হিন্দুসমাজ যে এতটা জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমদের জানা ছিল না। মানভূমেরই বুকের উপরে বিধর্ম্মীর হাতে হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা মানভূমবাসী যে এমন অম্লানবদনে সহ্য করিয়া লইতে পারিবে—তাহার ক্ষমাশীলতা যে এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আমরা এই প্রথম বুঝিতে পারিলাম। জড়ত্ব আর কাহাকে বলে? সেদিন রেলওয়ের এক শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত ঝুলমী গ্রামে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতির সুবিধা লইয়া এক গৃহ হইতে দ্বাদশভুজা সিংহবাহিনীর একখানা মূর্ত্তি মোটরে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করে। এ সংবাদ যথা-সময়ে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কৈ, মানভূমবাসীর নিষ্পন্দ নির্ব্বিকার জীবনে একটিও চাঞ্চল্যের তরঙ্গ ত লক্ষিত হইল না! আমাদের হিন্দুত্ব কি প্রকৃতই বাক্যে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে?

কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনি কিনা?

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ইচাগড়ে কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন মেম্বরের নামে পুলিশ এই-মর্ম্মে একখানা নোটীশ জারি করিয়াছে যে, যেহেতু তাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য সেইজন্য তাঁহাদের বন্দুকের লাইসেন্স কেন কাড়িয়া লওয়া হইবে না—তাহার উচিৎ কারণ দর্শাইতে হইবে। কেবল কংগ্রেস-মেম্বরগণের উপরই এইরূপ নোটীশ জারি হইয়াছে তাহা নয়; দুই একজন এমন

ভদ্রলোককেও নোটীশ দেওয়া হইয়াছে—যাঁহারা নিজেরা মেম্বর নহেন, তাঁহাদের পুত্রগণ মেম্বর। সরকার যদি কংগ্রেসেকমিটি গুলিকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তবে এইরূপ নোটীশের মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কংগ্রেস কমিটিগুলিত বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, তবে কংগ্রেস-মেম্বর গণের উপর এই প্রকারের নোটীশ জারি করা হইয়াছে—কোন আইন অনুসারে? প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার স্থানীয় কোনও সদস্য ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সরকারের মতামত আমরা জানিতে পারিতাম।

বড়লাটসাহেবের অভিভাষণ।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটসাহেবের অভিভাষণ লইয়া কয়েকদিন খুব হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। যাঁহারা এই অভিভাষণে বড় একটা কিছু শুনিবার প্রতীক্ষায় থাকিয়া বালসুলভ সরলতারই পরিচয় দিতেছিলেন, তাঁহারাই কেবল নিরাশ হইয়াছেন। চিরকালের প্রথা অনুসারে, এই অভিভাষণে প্রয়োজনীয় কোন কথাই ছিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকার সমস্যা সম্বন্ধে কোন প্রকার সিদ্ধান্তেরই আভাষ এই অভিভাষণে পাওয়া যায় নাই। অভিভাষণে আছে—স্বরাজ্যদলের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন, আর আছে—কৃষি সম্বন্ধে এক রয়্যাল্‌ কমিশন নিয়োগের ঘোষণা। এই রয়্যাল্‌ কমিশনের প্রচেষ্টার ফলে কৃষিজীবীদের উপকার কতটা হইবে জানি না। তবে, তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সংস্পর্শ হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া লইবার জন্যই যে এইরূপ একটা ব্যাপার খাড়া করিবার উদ্যোগ চলিতেছে—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দরিদ্র কৃষিজীবিগণের জন্য যদি এতই দরদ—তবে লবণের ট্যাক্সটা এখনও উঠিল না কেন? তাহাদেররই কষ্টলব্ধ অর্থের বেশ বড় রকম একটা অংশ থলির ভিতর পুরিয়া যখন রয়্যাল্‌ কমিশনের সদস্যগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন কৃষিজীবিরা চোখ খুলিয়া দেখিবে—যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই আছি।

উড়িষ্যা প্লাবন।

বিহার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধি-বেশনে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহ এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কটক ও পুরী জিলার বন্যাপীড়িত অধিবাসিগণের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার দুই লক্ষ টাকা ধার্য্য করুন। তিনি বলেন যে এণ্ডরুজ সাহেবের বিবরণ হইতেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন—প্লাবিত স্থানগুলিতে লোকের কি প্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টপক্ষ হইতে মিঃ হ্যামণ্ড এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন—আর করিবার প্রয়োজন নাই।—কৃষিজীবীদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত ভারত সরকারের অধীন বিহারগবর্ণমেণ্টের এ কার্পণ্য কেন?

ব্যবস্থাপক সভার ঐ বৈঠকেই জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে প্লাবন পরিদর্শন উপলক্ষে উড়িষ্যা পরিভ্রমণ কালে মিঃ এণ্ডরুজের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত হয় নাই, তবে তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর খবরাখবর রাখিবার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

এই "বন্দোবস্ত" করিবার জন্য অর্থের অভাব ত সরকারের হয় নাই! তাই সরকারপক্ষ হইতে কৃষি-জীবীদের প্রতি দরদের কথা শুনিলেই মনে হয়—সরকার কৃষিজীবীদিগকে প্রকৃতই "মায়ের অপেক্ষাও অধিক" ভালবাসেন!

শিক্ষাধর্ম্মী পরিব্রাজক।

(টি, এল্‌, ভাস্বানীর ইংরাজীর অনুবাদ।)

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক। এমন দিন গিয়াছে যখন আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় ছিল। ব্রিটীশ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অল্পকালের মধ্যেই গ্রাম্য পাঞ্চায়েৎ গুলির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য বিদ্যালয় গুলিও লোপ পাইল। রাজকর্ম্মচারিগণ অতি নির্দ্দয়ভাবেই গ্রাম্যজীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ফলে আজ গ্রামবাসীর অজ্ঞতা আমাদের মনে নৈরাশ্যই আনিয়া দিতেছে। দেশের কৃষিজীবীগণ বহুদিন হইতে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে—তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কোনই চেষ্টা হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন:—'কৃষিজীবীদের শ্রমলব্ধ ধনসম্পদ তাহাদেরই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রযুক্ত না হইয়া পরদেশী রক্তশোষক (পরগাছা) আমলাতন্ত্রের আমলাদিগকে বর্দ্ধিতহারে বেতন যোগাইবার জন্য ব্যয়িত হইতেছে, অথবা বিদেশে বিদেশীর অর্থকষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে দেশের বাহিরে প্রেরিত হইতেছে'।

যে সকল চিন্তার ধারা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রভাবে বর্ত্তমান যুগে মানব জীবন নবভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে আমাদের কৃষিজীবিগণ তাহার কোনই সংবাদ রাখে না। যে আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া, যে সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া ভারত পুরাযুগে মহিমান্বিত হইয়াছিল, তাহার

কথাও ইহারা কিছু জানে না। পুরাকালে আমাদের দেশে বহু পরিব্রজক-শিক্ষক ছিলেন; তাঁহাদের কায ছিল গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া জনমণ্ডলীকে শিক্ষাদান করা। এই দেশে এইরূপ শিক্ষকেরই এখন প্রয়োজন। সার্ব্বজনীন শিক্ষার দিক হইতে দেখিতে গেলে, ইউরোপের মধ্যে বোধ হয় সুইডেন্ এবং ডেন্মার্কই এখন অন্যান্য দেশগুলি অপেক্ষা সমধিক উন্নত। তাহাদের এই উন্নতির মূলে যে শিক্ষাপদ্ধতিটি রহিয়াছে তাহা আমাদের দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত পরিব্রাজক-শিক্ষকগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত সার্ব্বজনীন শিক্ষার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ডেন্মার্ক দেশটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পূর্ণ। সেখানে এই সকল বিদ্যালয় "ফোক্-স্কুল" নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রদিগকে দেশের পরম্পরাগত গৌরব কাহিনী শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং দেশের বালক বালিকারা একটা দেশপ্রীতির আব্‌হাওয়ার মধ্যেই লালিত পালিত হইয়া উঠে। এই সকল বিদ্যালয়গুলি ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য অন্য বিদ্যালয়ও আছে। সেখানে কৃষিকার্য্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের শিক্ষার, এবং উপযুক্ত গৃহিণী হইতে হইলে মেয়েদের যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক তাহারও ব্যাবস্থা আছে।

কৃষিজীবীদের জীবনে একটা জাগরণের আহ্বান অচিরেই আসিয়া পৌঁছিবে, এবং তাহারা নবজীবন লাভ করিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। একটা নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী যেদিন আমাদের কৃষকদের মন শক্তিতে এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসে পূর্ণ করিয়া দিবে, আশান্বিতচিত্তে সেই শুভ মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও কার্য্যতঃ অতি বর্ব্বর এক সাম্রাজ্যবাদের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়া ভারত তাহার অতীতের কথা ও ভবিষ্যতের আশা ভুলিতে বসিয়াছে। অতীতের যে গৌরব ও সাধনার অধিকারী বলিয়াই জগৎকে মহৎ একটা কিছু দান করিবার শক্তি তাহার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, সে সাধনার কথা, সে শক্তির কথা দেশের কৃষকগণ কিছুই জানে না। সে বিষয়ে তাহাদের অজ্ঞতা দূর করিতে হইলে প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার থাকা আবশ্যক।

পৃথিবীর বহু স্থানেই অশিক্ষিত জনমণ্ডলী ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছে—সমাজ তাহাদের উপরে কতটা নির্ভর করে। বর্ত্তমান যুগ জনমণ্ডলীরই যুগ। কিন্তু ভারতে গ্রামবাসিগণ দারিদ্র্য ও ভয়ের পঙ্কে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

তবে, তাহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে মুক্তির দিনের মধুর স্বপ্ন এখনও থাকিয়া থাকিয়া আশার আলো ছড়াইতেছে।

পৃথিবীকে সত্যের পথে চালিত করিতে হইলে, দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, ভারতের নারী—ভারতের দীনদরিদ্র অপাংক্তেয় জনমণ্ডলী জাগিয়া উঠিলেই সেই শক্তি ফিরিয়া আসিবে।

কারণ, দীনহীনের হৃদয়ে ঐশ্বরিক শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে। যখন সেই শক্তি ভারতের কোটি নর নারীর প্রাণে জাগ্রত হইয়া উঠিবে তখনই পাশবিক বল পরাভূত হইবে, তখনই ভারত তাহার হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইব।

—০—

গান।

সিন্ধু-মিশ্র—একতালা।

ওরে মন পাখী, মুদে দুটী আঁখি,
দেখ দেখি হৃদি কন্দরে স্থিরে।
যেন অনিমেষে, চেয়ে আছ ব'সে,
একাকী অসীম সাগর তীরে॥
ঐরে প্রবল-বাসনা—বাতাসে,
কতই তরঙ্গ উঠে, ডুবে, ভাসে
ধীর সমীর, ক্রমে সিন্ধুনীর
শান্ত হ'য়ে আসে ধীরে ধীরে॥
অবিচ্ছিন্ন-ধারে ঘণ্টাধ্বনি প্রায়,
কোথা হ'তে আসে, কিসে মিশে যায়,
ও শব্দ আশ্রয়ে চল ধরি তায়,
ভেদি চিদাকাশ সূক্ষ্ম-শরীরে॥
শূন্য শূন্য শুধু শূন্য চারিধারে,
শূন্যময় আমি শূন্যের মাঝারে,
তাও নিভে যায়, আপনা হারায়,
আনন্দে আনন্দ আনন্দ নীরে॥

শ্রীতপানন্দ।

—০—

স্বাধীনতার ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে প্রজার পুঞ্জীভূত শক্তিই রাজশক্তি। উক্ত শক্তি দেশ কাল অনুসারে ক্রমশঃ কি আকার ধারণ করিয়াছে—কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়েও কোন দেশে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বিশদভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠকগণসমক্ষে পরে উপস্থিত করিবার আশা রহিল।

ইংরেজীভাষায় যে সমস্ত পুস্তক স্কুলে পড়িয়াছি :তাহাতে ভারতবর্ষের রাজশক্তি ও প্রজশক্তির সংঘর্ষ সম্বন্ধে কোন ইতিবৃত্ত পাঠ করি নাই। গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে এসম্বন্ধে যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিব। ইংরেজ জাতি ভারতের শাসক; ভারত ইংলণ্ডের অধীন দেশ (Dependency); ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে, সেজন্য প্রথমতঃ ইংলণ্ডের রাজনৈতিক-ইতিহাস বর্ণনা করিব।

পৃথিবীর মানচিত্রে ইউরোপ মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে আটলাণ্টিক মহাসাগরে যে একটী দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম আয়ারল্যাণ্ড; এই দ্বীপের পূর্ব্ব দিকে আরও একটী বড় দ্বীপ আছে; তাহারই নাম গ্রেটব্রিটেন। গ্রেটব্রিটেনের দক্ষিণার্দ্ধের নাম ইংলণ্ড ও উত্তরার্দ্ধের নাম স্কটল্যাণ্ড। এই দুইটি দ্বীপ এবং পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি একত্রে ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া খ্যাত; এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণই ব্রিটীশ জাতি এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহারাই ভারতবাসিগণের ভাগ্যবিধাতা। ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ১২১০০০ বর্গ মাইল। সিন্ধুদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আয়তন একত্রে ১২৩০০০ বর্গমাইল। ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা চারি কোটি পঁয়ষট্টিলক্ষ, বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা চারি কোটি পঞ্চাশলক্ষ। গ্রেটব্রিটেনের রাষ্ট্রবিপ্লব বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তথাকার আদিম অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

রোমক সেনাপতি জুলিয়স্ সিজর প্রায় ২০০০ বৎসর গত হইল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫ অব্দে ব্রিটেন আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে রোমকগণের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান আছে; তৎপূর্ব্বকালে ব্রিটেনের অবস্থা বিশেষভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু চেষ্টা করিয়া সাধারণের নিকট যে বিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড পুরাকালে এক আদিম অসভ্য জাতির আবাসভূমি ছিল। পরবর্ত্তীকালে কেল্‌ট (Celt) জাতির শাখা গেলিকগণ (Gaelic or Goidel) ব্রিটেনের আদিম অনার্য্য জাতির সহিত ক্রমশঃ মিশ্রিত হয়, ও পরে অন্যতর শাখা ব্রিটন জাতি ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রভৃতি প্রদেশ হইতে গ্রেটবিটেনে আসিয়া পূর্ব্ব মিশ্রজাতির সহিত মিশিয়া যায়। রোমকগণ ইংলণ্ড অধিকার করার সময় এই মিশ্রিত জাতির লোকই ইংলণ্ডে দেখিতে পাইয়াছিলেন—ইহারাই আদি ব্রিটীশ জাতি। পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গ্রেটবিটেনের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ নানা জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কেল্‌ট (Celt) জাতির আগমনের পূর্ব্বে যে সকল অনার্য্যজাতি ব্রিটিনে বাস করিত তাহাদের শারীরিক লক্ষণ বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন ব্যক্তির শরীরে পরিলক্ষিত হয়।* জুলিয়স্ সিজর ব্রিটনগণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহারা নিতান্ত বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল, প্রায় উলঙ্গ দেহে থাকিত এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই সর্ব্বাঙ্গ উল্কি দ্বারা ভূষিত করিত। পারিবারিক জীবনও বর্ব্বরোচিত ছিল—এক রমণীর বহুপতি, এমন কি পিতা এবং পুত্রেরও কোন কোন সময়ে একই পত্নী থাকিত। এই অসভ্য জাতির সহিত সমসাময়িক ভারতের আর্য্যগণের তুলনা করুন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৫ অব্দে— জুলিয়স্ সিজরের বর্ণিত সময়ের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে, বেবিলনের গ্রীক রাজা সেলিউকস্ ভারত আক্রমণ করেন ও মগধের মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া চন্দ্রগুপ্তকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। স্যার হেনরি কটন (Sir Henry Cotton) মহোদয় বলিয়াছেন "We were tatooed savages living in mountain caves when the Hindoos had attained the zenith of civilization."— যে সময়ে হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সে সময়ে আমরা (ইংরাজগণ) উল্কিপরা অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিতাম।

(ক্রমশঃ)

*Anthropologists are agreed, however, that study of the remains of skulls and of the physique and complexion of the existing inhabitants of the United Kingdom demonstrates a mingling of races; and it is held that the non-Aryan race or races who were here before the coming of the Celts impressed their physical traits so potently that they may be traced in certain individuals of our own day.—Historians' History of the World Vol. XVIII. p-3.

মুক্তি সাধনে তুলসী দাস।

(শ্রীমদনমোহন চৌধুরী।)

মুক্তি কি বুঝিতে হইলে বন্ধন কি তাহা বুঝা আবশ্যক। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা (সমষ্টি) এবং জীব সেই সচ্চিদানন্দময়ের অংশ (ব্যষ্টি) সেই জীবে মায়াবশে আপনস্বরূপ ভুলিয়া জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া ঘোর ভবকূপে পড়িয়া যে দুঃখভোগ করে তাহারই নাম বন্ধন। সেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি।

তাই মহাত্মা গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"জিয় জব্‌তে হরি বিলগ্যানো।
তব্‌তে দেহ গেহ নিজ জান্যো ॥
মায়াবশ স্বরূপ বিসরায়ো।
তেহি ভ্রমসে দারুণ দুখ পায়ো ॥"

অনুবাদ... ত্যজিয়াছ যদবধি হরিকে রে মন।
বুঝিয়াছ গেহ বলি দেহকে আপন ॥
মায়াবশে ভুলিয়াছ নিজরূপ তোর।
সেই ভ্রমে পাইতেছ দুখ অতি ঘোর ॥

বিনয় পত্রিকা ১৩৬

অতএব মায়া কি তাহা বুঝা আবশ্যক কারণ মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে জীবের মুক্তি অসম্ভব। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন

"মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।
জ্যহি বশ কীন্হে জীব নিকায়া ॥
গো গোচর জহঁলগি মন জাই।
সো সব মায়া জানব ভাই ॥"

অনুবাদ... 'আমি-তুমি-মম-তব-জ্ঞান' মায়া তাহা।
জগতে সকল জীবে বশ করে যাহা ॥
স্বভাবতঃ রত যাহে ইন্দ্রিয় ও মন।
তাহাই জানিবে ভ্রাতঃ! মায়ার কারণ ॥

তুলসী রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ২০ পৃষ্ঠা।

এক্ষণ এই মায়াপাশ ছিন্ন করিবার উপায় কি তাহা বুঝা আবশ্যক। তাই মহাত্মা গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"মাধব অসি তুম্হারি য়হ মায়া।
করি উপায় পচি মরিয় তরিয় নহিঁ
জবলগি করহু ন দায়া ॥
জ্ঞান ভক্তি সাধন অনেক সব সত্য
ঝূট কছুনাহী। তুলসীদাস হরিকৃপা
মিটৈ ভ্রম য়হ ভরোস মনমাহী ॥"

অনুবাদ... এই তব মায়া গাঢ় মাধব! এমন।
মরিলেও পচি করি বিবিধ যতন ॥
তরিতে না পারে কেহ মায়াপারাবার।
যাবত না কর তুমি করুণা অপার ॥
জ্ঞান ভক্তি সাধন অনেক, সমুদয়।
মিথ্যা নহে কিছু, সত্য সকলই হয় ॥
ভরসা ইহাই এক তুলসীচিত্তায়।
মিটিবেক ভ্রম এই হরির কৃপায় ॥

তাই বলি—

যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ তিনি গৌর হরি।
তবে কেন বৃথা আমি দ্বন্দ্ব করি মরি ॥
তিনি আমি আমি তিনি বৃথা মুখে বলি।
দেহ সুখ তরে সদা ফিরি গলি গলি ॥
ব্রহ্ম জীব এক যদি হয় বিশ্বময়।
তবে কেন দেহ ধরি ভেদ বুদ্ধি হয় ॥
তিনি আমি কহিলাম জনমি যখন।
রোষে মাতা আসি জ্ঞান করিলা হরণ ॥
হোক জন্ম যথা তথা কর্ম্ম ভাল চাই।
করম বিহনে সুখ কোথাও না পাই ॥
করম সকলি ভাল যদি করে মন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ বরজন ॥
মনের বিকার মন না ত্যজিলে ভাই।
অপর উপায় ভব তরিবার নাই ॥
ইন্দ্রিয়ের বশে মন সদা ঘুরে ভাই।
মনকে করিতে বশ সাধ্য কারো নাই ॥
মনের প্রেরক যিনি তাঁহার শরণ।
না লইলে হইবে না কভু বশ মন ॥
ভাবিয়া দেখহ ভাই অন্তরে আপন।
সত্য কিনা কহে গুপ্ত মদন মোহন।

মানভুমবাসীদিগের নিকট নিবেদন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) গত কাণপুর বৈঠকে এই স্থির হইয়াছে যে আঠার বৎসর বা তাহার চেয়ে বেশী বয়সের যে কেহ কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য—বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা—স্বীকার করিয়া নিজ হাতের কাটা বেশ পাকওয়ালা সমান সূতা ২০০০ দুই হাজার গজ অথবা ।০ চারি আনা পয়সা বার্ষিক চাঁদা দিবেন তিনিই কংগ্রেসের মেম্বর অর্থাৎ সভ্য হইতে পারিবেন।

আমরা যে স্বরাজ চাই ইহা জানাইবার সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে—সকলেরই কংগ্রেসের সভ্য হওয়া। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী আশা করেন যে সকলেই যেন ।০ চারি আনা পয়সার পরিবর্ত্তে নিজহাতে সূতা কাটিয়া ২০০০ গজ সূতা চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের সভ্য হন। তাঁহার আশা পূর্ণ হওয়া না হওয়া দেশবাসীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। স্বরাজ লাভের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকিলে নিজ হাতে ২০০০ গজ সূতা কাটিয়া তাহা চাঁদাস্বরূপ দিয়া কংগ্রেসের সভ্য হওয়া কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে। প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কংগ্রেসের মেম্বর হইয়া স্বরাজ আন্দোলনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

আমরা আশাকরি মানভূম জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের কংগ্রেসের মেম্বর হইবার কোনরূপ বাধা নাই তাঁহারা সকলেই নিজ হাতের কাটা সূতা ২০০০ দুই হাজার গজ অথবা ।০ চারি আনা পয়সা চাঁদা দিয়া ইং ১৯২৬ সালের জন্য কংগ্রেসের মেম্বর হইবেন। ইতি—

ইং ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৬ সাল।
বিনীত শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ।
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি
পুরুলিয়া।

প্রেরিত পত্র।

প্রিয় নিবারণ বাবু,

আপনার ১০ ই ডিসেম্বরের পত্র যখন আমার নিকট পৌছায় তখনও আমি রোগশয্যায় শায়িত। কাজেই এত দিন তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। "মুক্তি" এত দিনে বাহির হইয়াছে কিনা জানি না কিন্তু আপনারা যে একেবারে গোড়া বাঁধিয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার সম্বন্ধে আমি যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে "মুক্তি" অচিরে একটি আদর্শ সংবাদপত্রে পরিণত হইবে। তবে আমার ভয় হয় পাছে "মুক্তি" আপনাদের জেলার কংগ্রেসের মুখপত্র বলিয়া কেবলমাত্র একটি কটমট রাজনৈতিক সংবাদপত্রে দাঁড়ায়। প্রথম কথা আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকেরা ভালরূপে উচ্চ রাজনৈতিক বিষয়গুলি বুঝিবে না এবং তাহাদিগকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিলেই আমাদিগের স্বরাজ লাভ ঘটিবে না। নানা কারণে আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকেরা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে আপাততঃ তাহাদের অবস্থার কতকটা উন্নতি না করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই হইবে না। আমাদিগের দেশের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য এবং ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা। এই তিনটি বিষয়েই আমাদিগের দেশের লোক অতি নিম্নে পড়িয়া আছে। অবশ্য স্বরাজ লাভ করিতে পারিলে এই সমস্ত উন্নতির পথ আমরা সহজে উন্মুক্ত করিতে পারিব। কিন্তু যাহারা আবার নানা বাধা বিঘ্ন সত্বেও নিজেদের উন্নতি করিতে পারে তাহারাই ক্রমে স্বরাজ লাভে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ মফঃস্বলের সংবাদ-পত্র ঠিক কিরূপভাবে চালান উচিত সে সম্বন্ধেও দেশে একটি বিশেষ অভাব আছে। আটান্ন বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমপূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় যখন "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রকাশ করেন তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছিলেন বঙ্গ-পল্লির উপযোগী করিয়া কিরূপভাবে সংবাদ-পত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। আমাদিগের দেশের অধিকাংশের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কৃষি, শিল্প, গৃহ-পালিত পশু এবং রোগের সহিত। পূর্ব্বে গো মহিষাদি কিরূপে পালন করা হইত, গ্রাম্য শিল্পগুলি কিরূপ ছিল তাহা দেশের লোক ভুলিয়া যাইতেছে অধিকন্তু নানাবিধ নূতন ২ রোগে আক্রান্ত হইয়া এবং সে সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকাতে বিশেষরূপে নিপীড়িত হইছে! "অমৃত বাজারে" যখন সাপ, বিছা, চাঁদ মাকড়সা প্রভৃতির কামড়ে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে এবং গোজাতির নানাবিধ রোগে কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল তখন প্রথমে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন কিন্তু পরে সেগুলির উপযোগিতা বুঝিয়া ছিলেন। তাহার পর চৌকীদারী ট্যাক্স, রোডসেস প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে। আমার মনে হয় দেশের লোকদিগকে নানা বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার উপায় করিতে পারিলে স্বরাজ লাভের পথ সুগম হইবে এবং এই বিষয়ে "মুক্তি" যত টুকু করিতে পারিবে তাহাতেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

পরিশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনার এই নূতন উদ্যমে তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। নিবেদন ইতি

শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ।
অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস,
কলিকাতা, ২২শে জনুয়ারী, ১৯২৬।

স্থানীয় সংবাদ।

ভূমিহার ব্রাহ্মণসভা—গত ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী ভজুডি গ্রামে হাজারিবাগ, সাঁওতালপরগণা ও মানভূম এই তিন জেলার ভূমিহার ব্রাহ্মণগণের সামাজিক সভার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। ধানোয়ারের রাজা শ্রীযুক্ত মহেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূমিহার ব্রাহ্মণগণের জাতীয় উন্নতিবিধানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ চৌধুরী মহাশয় সংক্ষেপে তাঁহাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ এবং আচার ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল ত্রুটি আছে তাহা সংশোধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে সাধারণ সভার সভাপতি ধর্ম্মশিক্ষা ও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার জন্য সামাজিক সংগঠনের কথা উল্লেখ করিয়া হৃদয়গ্রাহিভাবে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিখ্যাত কর্ম্মী স্বামী সহজানন্দও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণদের আদর্শ, সুশিক্ষার অভাব ও তাহার পরিণাম প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে অভিনব উৎসাহের সঞ্চার করেন। পরদিন বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে প্রস্তাবিত জাতীয় উন্নতি বিধায়ক নির্দ্ধারণসমূহ অধিকাংশ স্থলেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। একনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত আচার গ্রহণ, ধর্ম্মশিক্ষার প্রচার, শ্রাদ্ধ ও বিবাহোৎসব উপলক্ষে সামাজিক ভোজে মাংস ত্যাগ, বাল্য বিবাহ ও পণগ্রহণপ্রথা পরিবর্জ্জন প্রভৃতি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকর অনেক প্রস্তাবের সঙ্গে চরকা ও খদ্দর ব্যবহার এবং পঞ্চায়তি দ্বারা মামলা মোকদ্দমা মিটাইবার প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আমরা আশা করি এই সভার অধিবেশনে যে সকল কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া ধার্য্য হইল, ভূমিহার ব্রাহ্মণগণ কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপালন করিয়া দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

সহরে বসন্ত—সহরে বসন্তের প্রকোপে যথেষ্টই রহিয়াছে। প্রায়ই দুই একটি মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। খবর পাওয়া গিয়াছে যে এ পর্য্যন্ত সহরে প্রায় ৬০ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। শীত কমিয়া গেল; তাহাতে রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটি হইতে স্থানে স্থানে টীকা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সকলেরই পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হওয়া উচিত।

—(*)—

রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য—সাধারণের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রেলগাড়ীগুলির যাতায়াতের সময় নির্দ্দিষ্ট করা যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য—তাহা বি, এন, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাও বুঝিবেন না,

কেহ বুঝাইয়া দিলেও ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করিবেন না। আদ্রা ও চক্রধরপুরের মধ্যে যে সব ট্রেনগুলি যাতায়াত করে, তাহাদের ছাড়িবার ও পৌঁছিবার নির্দ্দিষ্ট সময়গুলিই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতার পরিচয় দেয়। আদ্রা, পুরুলিয়া প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশন গুলিতে উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের থাকিবার ভাল বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের থাকিবার বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র যেমন সুন্দর এ সব জায়গাতেও তাই। সাধারণ যাত্রীদের রাত্রি-যাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলেও এইরূপ সৃষ্টিছাড়া সময়ে যাতায়াতের কষ্টের কিছু লাঘব হইত; কিন্তু তাহাও ত নাই। রেলওয়ে বোর্ড নাকি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে যথেষ্ট নজর দিতেছেন। এই তাহার নমুনা নাকি?

ব্যাঘ্রভীতি—একজন সংবাদদাতা জানাইতেছেন—বাগদা গ্রামের উত্তরাংশে এক মাইল ব্যবধানে কালাপাথরের জঙ্গলে ও শিলাবতী নদীর তীরে একটী নেকড়ে বাঘ বহুদিন যাবৎ এ অঞ্চলের গরু, ছাগল ইত্যাদি নষ্ট করিয়া কৃষিজীবী ও অন্যান্য সকলকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ প্রায় বৎসরাধিক কাল ঐ ব্যাঘ্রটীর অত্যাচার অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে, মাসে প্রায় ৮।১০টী করিয়া গরু ছাগল নষ্ট করিতেছে। একেই ত এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং কৃষিজীবী তদুপরি আবার এ বৎসর ভালরূপ ফসল না হওয়ায় ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা দিয়াছে, তার উপর এই ব্যাঘ্রের উৎপাত। এ যাবৎ ঐ ব্যাঘ্রটী মানুষের উপর অত্যাচার করে নাই কিন্তু গত ১০ই মাঘ তারিখ কয়েকজন যুবক ঐ অঞ্চলে শশক শিকার করিতে যাইয়া ঘটনা-চক্রে ঐ নেকড়ে বাঘের সম্মুখীন হইয়া পড়ে এবং প্রভাস ঘোষ নামক একব্যক্তি একেবারে উহার সম্মুখে পড়ায় ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতর ভাবে জখম করিয়াছে। কোনও উৎসাহী শিকারী ঐ ব্যাঘ্রটীকে নষ্ট করিয়া এতদঞ্চলের জনসাধারণের উপকার বিধান করিতে অগ্রসর হইলে, গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

বিবিধ সংবাদ।

মহাত্মা গান্ধী—ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিন খুব কষ্ট পাইয়াছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। জ্বরত্যাগ হইয়াছে, তবে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে এখনও খুব সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মৃত্যু সংবাদ...ফিরিঙ্গিমহলের মৌলানা আবদুল-বারি গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। মুসলমানগণের ধর্ম্মনেতা হিসাবে মৌলানা সাহেবের ভারতের ও বাহিরের মুসলমান সমাজের উপর খুব প্রভাব ছিল। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা—বর্ত্তমান অধিবেশনে শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামীর রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি ও রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতিপ্রদান বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হোমমেম্বরের বক্তৃতা হইতে মনে হয় যে সরকার এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত নহেন।

একটি প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন যে ১৯২৪-১৯২৫ সনে লী কমিশনের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী বর্দ্ধিতহারে বেতন যোগাইবার জন্য সরকারের ৪৯,৮৩,০০০, টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে, এবং ১৯২৫-২৬ সনে ৪৪,১৯,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্দ্ধেকেরও বেশী আই, সি, এস্ এবং আই, পি, এস্ (ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস) এর কর্ম্মচারিগণের বেতনের জন্য লাগিয়াছে।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে জানা গিয়াছে—বেলজিয়ামের রাজার ভারতে আগমন উপলক্ষে ভারত সরকারের ৯১,০০০ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে।

চীনে বয়কট—লণ্ডনের "মর্ণিং পোষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশ যে চীনদেশবাসিগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত বর্জ্জন-নীতির ফলে চীনে প্রবাসী ইংরাজ ব্যবসায়িগণের অবস্থা অতি কাহিল হইয়াছে। হংকংএ ব্যবসায় বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। বর্জ্জন-নীতির এইরূপ প্রসার হইতে থাকিলে অচিরেই ব্রিটীশ উপনিবেশটি ইংরাজদের হস্তচ্যুত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। দক্ষিণ চীনে কোন ও ব্রিটীশ প্রজাকে ব্যবসায় করিতে দেওয়া হয় না। চীনাগণ যাহাতে ইংরাজ প্রবাসীদের কোন ও প্রকারের চাকুরি গ্রহণ না করে তাহার জন্য অতি কঠোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব কারণে চীনে ইংরাজ প্রবাসীর অবস্থা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছে।

আকালীনেতৃবৃন্দেরমুক্তি—গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে গুরুদ্বার-আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত সর্দ্দার বাহাদুর সর্দ্দার মেহতাব সিং প্রমুখ আকালী নেতৃবৃন্দ মুক্ত হইয়াছেন। এখন ইঁহারা নূতন গুরুদ্বার-আইন অনুসারে গুরুদ্বারগুলির সংশোধন ও সুগঠন ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিবেন। আকালীগণকে এই আইন অনুসারেই কার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়া সত্বেও সরকার এতদিন কেন যে ইহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক, নেতৃবৃন্দের মুক্তি বীর আকালীগণের জয় ঘোষণাই করিতেছে।

কলিকাতায় মৌলানা শওকত আলি—মৌলানা শওকৎ আলির কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে মৌলানা সাহেবকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার জন্য শ্রামপার্কে হিন্দু মুসলমানগণের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভায় মৌলানা সাহেব একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, মাঝে মাঝে দুই এক স্থানে হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে যে কলহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা দুষ্ট লোকের চক্রান্তেরই ফল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশ যে ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গাঢ় করিয়া একই কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হইলে স্বরাজ-লাভ অসম্ভব। সুতরাং যদি স্বরাজ লাভ করিতে হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টকারীদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া হিন্দু মুসলমানগণ ভ্রাতৃবোধে পরস্পরের সহিত মিলিত হউন, স্বরাজ অচিরেই আসিবে।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

বসন্ত রোগের প্রতিকার।

সহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই কারণে জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন:—

১। পীড়িত ব্যক্তিকে একটি গৃহে একা রাখা উচিত এবং মাত্র একজন বা দুইজনকে তাহার শুশ্রূষার্থে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

২। গৃহের অন্যান্য সকল ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ টিকা লওয়া উচিত। যদি তৎক্ষণাৎ এরূপ করা হয়, তাহা হইলে তাহারা রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে।

৩। রোগীর বস্ত্রাদি এবং শয্যা জলে ফুটাইয়া বা ঔষধপ্রাপ্ত জলে শোধন করিয়া ও পরিশেষে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেওয়া উচিত।

৪। রোগ-সংবাদ অতি সত্বর নিকটস্থ থানা, মিউনিসিপ্যাল আফিসে ও ডিসপেন্সারীতে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে টিকা দেওয়াইবার জন্য মিউনিসিপ্যাল টিকাদারগণকে খবর দেওয়া উচিত এবং রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি শোধন করিবার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

৫। রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইলে, ঐ গৃহে গন্ধক জ্বালিয়া গৃহ বিশুদ্ধ করা উচিত। গোবরের সহিত এক তোলা পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া ঐরূপ দুই এক শত ঘুঁটে ঐ গৃহের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

৬। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে টিকা লইলে বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুরা এক বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে পুনরায় টিকা দিলে তাহাদের আর কখনও বসন্ত হইবে না।

৭। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে টিকা দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে টিকাদারকে সংবাদ দিলে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া পরদানসীন মহিলাগণকে ও অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে টিকাদার টিকা দিয়া আসিবে। তাহার জন্য কোনপ্রকার ফি দিতে হইবে না।

১। পুরুলিয়া সদর হাঁসপাতাল।

সিভিল সার্জ্জনের আফিসের বারান্দাতে—
সোমবার—বেলা ৭টা হইতে ১০টা।

২। কেতিকা ডিপো।

দুর্গামেলাতে—
মঙ্গলবার— ঐ

৩। নডিহা ডিপো।

শিবমন্দিরের বারান্দাতে—
বুধবার— ঐ

৪। ডাটবাঁধ ডিপো।

মিশন স্কুলের প্রাঙ্গনে—
বৃহস্পতিবার— ঐ

৫। নামপুরুলিয়া দুর্গামেলা।

শুক্রবার— ঐ

৬। নীলকুঠিডাঙ্গা ডিপো।

শ্রীযুক্তশশধর গাঙ্গুলীর বাড়ীর বারান্দাতে—
শনিবার— ঐ

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
২৮শে জানুয়ারি ১৯২৬

স্বাঃ—এস্, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

—§§§—

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸৴০ টাকা ও ১৸৴০ টাকা লাগিবে।

২। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং
স্বদেশী কাপড়ের দোকান
চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া
খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া আয়ুর্ব্বেদাশ্রম।
এখানে প্রায় সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈল প্রস্তুত থাকে ও অর্ডার মত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি, বাতব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ বৃহচ্ছাগলাদ্য তৈল ২৪৲ সের, প্রতি অর্দ্ধ পোয়া ৩৲ টাকা, খাঁটী চ্যবনপ্রাশ ৴১ সের ৪৲ টাকা, অতি উৎকৃষ্ট সালসা, রক্ত পরিষ্কারক, বায়ুদোষ ও শ্লেষ্মানাশক, বলবীর্য্যপুষ্টিকারক, অমোঘ রসায়ন—মহাশক্তি রসায়ন ২৪ আউন্স বোতল ৩।০, পেটেন্ট।
ঔষধাদি ভিঃ পিঃ তেও পাঠান হয়।
কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস রায় কবিভূষণ।
পুরুলিয়া বাজার।

শঙ্কর।
হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।
শ্রীশ্রীসীতারাম।
এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।
ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী।
এইচ, এম, বি,
নাম পুরুলিয়া।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি থান ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন। বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

দেশবন্ধু প্রেস

পুরুলিয়া

এই প্রেসে যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে।
চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

শিবরাত্রি।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।　　　　প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা

১ম বর্ষ	পুরুলিয়া, সোমবার। ২৫শে মাঘ ১৩৩২, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬	৮ম সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—৷৴০ ও ৸০　　　　সারিবাদ্যাসব—৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা　　　　ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৴০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির আগামী ১৯২৬-২৭ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবের ইংরাজী কপি ও তাহার বাংলানুকরণ সাধারণের পরিদর্শন জন্য মিউনিসিপ্যাল আফিসে মজুত রাখা হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু আপত্ত্য বা মন্তব্য থাকিলে তিনি এই নোটীশের তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে লিখিত মন্তব্য বা অপাত্য মিউনিসিপ্যাল আফিসে দাখিল করিবেন।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
২রা ফেব্রুয়ারী।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নিম্নলিখিত জায়গাটি আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা ৩টার সময় মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশ্যনিলামে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা যাইবে। সেলামীর টাকা যিনি যত ডাক দিতে ইচ্ছা করেন তিনি উক্ত দিন উক্ত স্থানে হাজির থাকিয়া নিজের ডাক নিলামে ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ নিম্নলিখিত জায়গাটির বাৎসরিক খাজনা বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। এবং আরও প্রকাশ থাকে যে যাঁহার ডাক বিঘা প্রতি ৫০০৲ টাকার নিম্নে হইবে তাঁহার ডাক গ্রাহ্য করা যাইবে না, ~~ও যাঁহার নামে ডাক খতম হইবে তাঁহার ডাক গ্রাহ্য করা যাইবে না,~~ ও যাঁহার নামে ডাক খতম হইবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকের সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল আফিসে জমা দিতে হইবে ও বাকী টাকা দ্বিতীয় নোটীশ প্রাপ্তিমাত্র আফিসে জমা দিতে হইবে ও আবশ্যকীয় কবুলতি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত ডাকের সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিবেন।

পতিত জায়গার বিবরণ :—

রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে বাঁকুড়া রোডের নিকট পুরাতন কাটসরাই জায়গা। (সমস্ত জমি বা খণ্ডাকারে বন্দোবস্ত করা যাইবে—প্রত্যেক খণ্ড কমবেশী ১০ কাঠা হইবে)। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫ বিঘা ৫ কাঠা ৪ ছটাক।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

স্বাঃ—এস, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।
যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস অফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

স্বর্ণ ঘটিত
শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকনিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারীতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুল ৷৵০ আনা, ৬ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

ভাস্কর তৈল।

সর্ব্বপ্রকার খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগের মহৌষধ। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন।

মূল্য প্রত্যেক এক আউন্স শিশি (অর্দ্ধ ছটাক) ।০ আনা।
„ দুই „ „ (এক ছটাক) ৷০ আনা।
„ চারি „ „ দুই ছটাক ১৲ টাকা।
ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

আচারিয়া এণ্ড সন্স।
নিলকুঠীডাঙ্গা
পুরুলিয়া।

মুক্তি।

বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধঅন্ধকার !
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট !

রবীন্দ্র নাথ।

সন ১৩৩২ সাল ২৫শে মাঘ, সোমবার।

শিবরাত্রি।

আর তিন দিন পরেই শিবচতুর্দ্দশী। ভারতের সর্ব্বত্রই এই তিথিতে শিবের আরাধনা হইবে। কাশী, বৈদ্যনাথ, চন্দ্রনাথ, রামেশ্বর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থস্থানসমূহে লক্ষ লক্ষ হিন্দুভক্তের সমাগম হইবে, হিন্দুর গৃহে গৃহে হর হর বম্ বম্ ধ্বনি উঠিবে। উৎসব নাই, আমোদ নাই, প্রসাদ গ্রহণের আকর্ষণ নাই, অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই, শুধু সংযম, উপবাস, জাগরণ আর পরম পুরুষের আনন্দময় মূর্ত্তির ধ্যান। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যাশক্তি সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনায়, তাঁহারই কৃপালাভে, অবিদ্যা নিরস্ত হইয়া গিয়াছে, বিগতসন্দেহ, ক্ষয়িতকর্ম্ম, নিরহঙ্কার ভক্ত এই পরমশুভক্ষণের সুযোগ পাইয়া বিক্ষেপশূন্য চিত্তে, স্থির ধীর অচঞ্চল মনে লীলাতীত নির্গুণতত্ত্বের উপাসনায় মানবজীবন সার্থক করিবে। আজ তাহার আহারের চিন্তা নাই, সংযমসিদ্ধ হইয়া রাত্রিতেও সে জাগিয়া আছে, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ববিনির্মুক্ত হইয়া নির্বিষয় আনন্দসমুদ্রে আজ সে নিমগ্ন হইবে। ধন্য তাহার সাধনা, ধন্য তাহার তপশ্চর্য্যা, ধন্য তাহার জীবন !

শিবচতুর্দ্দশীর ইহাই তত্ত্বকথা, শিবরাত্রিব্রত পালনের ইহাই উদ্দেশ্য, কিন্তু হিন্দুর আজ এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য কোথায় ? মানবজীবন সার্থক করিবার এই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি কোথায় ? এই মহিমাময় আদর্শের অভিমুখে গতি কোথায় ? আজ সে উপাসনা করিতেছে মঙ্গলময় শিবব্রহ্মের কিন্তু ছুটিয়াছে কেন অমঙ্গলের পথে ? আজ সে আরাধনা করিতেছে গঙ্গাধরের কিন্তু ধাবিত হইতেছে কেন অপবিত্র ডোবার জলের সন্ধানে ? আজ সে অর্চ্চনা করিতেছে মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের কিন্তু বন্ধনরজ্জু গলে পরিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? একি বিষম বিড়ম্বনা ? একি বিষম প্রহেলিকা ? অনুষ্ঠান ত সবই আছে, সেই সংযম, সেই উপবাস, সেই রাত্রি জাগরণ, সেই পুষ্প, সেই বিল্বপত্র, সেই গঙ্গাজল, সেই স্ফটিকের বিগ্রহ লিঙ্গ, কিছুরই ত অভাব নাই। তীর্থে জনসমাগম, মন্দিরে স্তোত্র মন্ত্রের পবিত্র ধ্বনি, গৃহে গৃহে একনিষ্ঠ জপ ধ্যান এই দুর্দ্দিনেও ত বিলুপ্ত হয় নাই ! তবুও কেন এই বিপরীত গতি, এই বিষময় ফললাভ, এই আত্মনাশী অনর্থঘটন ? এই জটিল সমস্যার মীমাংসা কোথায় ?

হিন্দুর সবই আছে ; যুগযুগান্তপূর্ব্বে যেরূপ পূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যেরূপ আচার অনুষ্ঠান, সেবানিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও তাহা একরকম ঠিক সেই ভাবেই চলিতেছে, কিন্তু ভাবের ঘরে একটা বিষম ফাঁকি জুটিয়াছে বলিয়াই কাজের বেলায় সব মাটি। হিন্দু উপাসনার বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু উপাসনার প্রকৃত তত্ত্ব,দেবার্চ্চনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছে। পরকালে স্বর্গলাভের একটা আবছায়া ধারণা, পুণ্য সঞ্চয়ের একটা সংস্কারগত কামনা পূজা উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই যে উপাসনার অঙ্গীভূত কর্ম্মগুলি বিহিত হইয়াছে, অভীষ্ট দেবতার সমীপস্থ হওয়াই যে উপাসনার অর্থ, উপাস্যের লীলাপরিকল্পিত আদর্শে উপাসকের জীবন গঠন করাই যে উপাসনার তাৎপর্য্য, বহির্মুখী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছে। তাই, সর্ব্বত্যাগী মহাদেবের উপাসক আজ টাকা টাকা করিয়া বিধর্ম্মীর দাসত্ব করিতে লজ্জা বোধ করে না, অন্নযজ্ঞের উপকরণগুলি অখাদ্য মিশ্রণে কলুষিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, মাতৃতুল্যা বৃদ্ধা গাভীকে কসাইএর হাতে সমর্পণ করিতে শঙ্কিত হয় না, শিক্ষক সাজিয়া গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরী লইতে, উকীল সাজিয়া বিচারবিভ্রাট ঘটাইতে, ব্যবসায়ী সাজিয়া প্রবঞ্চনা করিতে এবং ধার্ম্মিক সাজিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না। পূজা অর্চ্চনার ভিতরকার কথা, পূর্ব্বাচার্য্যগণের মহীয়ানভাব হিন্দু আজ চমকপ্রদ বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই মন্মথবিজয়ী ধূর্জ্জটির উপাসক আজ ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া, তপস্যা ভুলিয়া প্রবৃত্তির প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া নরকের পথের যাত্রী হইয়াছে, রুদ্রদেবের পূজক আজ ভূতপ্রেতের নৃত্য দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া আছে, বিশ্বনাথের চরণাশ্রিত আজ অনাশ্রিত হইয়া এই বিরাট বিশ্বে আশ্রয়ের কাঙ্গাল হইয়াছে, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারীর সেবক আজ অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় অকালমৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। এই শোচনীয় পরিণাম, এই ভীষণ দুর্গতি, এই চরম অধঃপতন কিসের সূচনা করিতেছে ? হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, না প্রতিক্রিয়ায় পুনরুত্থান ? ধ্বংস না পুনর্গঠন ? অনন্ত নির্য্যাতন না সাময়িক শাস্তি বিধান ? রুদ্ররোষে দক্ষের মুণ্ডপাত না ভক্তের পরীক্ষান্তে পাশুপত

অন্ন লাভ? হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে ইহা কিসের পূর্ব্বাভাস? শিবচতুর্দ্দশীর প্রাক্কালে সংশয়দোলায়িত চিত্তে আজ এই প্রশ্নেরই মীমাংসা খুঁজিতেছি। পূজায় বসিবার পূর্ব্বে, উপাস্য দেবতার নিকট আত্মনিবেদন করিবার পূর্ব্বে সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইব। হে ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগিন্, একবার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিয়া দাও তোমার অভিপ্রায় কি? তুমিই ত একদিন অর্জ্জুনের সারথি হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে নৈরাশ্যনিমগ্ন ভক্তকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলে—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। সেই অভয় বাণীত এই দুর্দ্দিনেও আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমাদের অদৃষ্টে কি ভগবানের বাক্যও মিথ্যা হইবে? মৃত্যুঞ্জয়! তুমিই ত একদিন যমভয়ে ভীত মার্কণ্ডেয়কে অভয় দান করিয়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, ভক্ত উপাসককে অমরত্ব দান করিয়াছিলে! আমরাও ত বর্ত্তমান যুগের যমদূত ম্যালেরিয়া, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর হাত হইতে নিস্তার লাভ করিবার নিমিত্ত সব চেষ্টা ছাড়িয়া তোমার কৃপার উপরই নির্ভর করিয়া আছি। তবুও আমরা অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি না কেন? ভক্ত মার্কণ্ডেয়ের ঐকান্তিকতায় তুমি মুগ্ধ হইয়াছিলে—আর আমাদের ভিতর সেই ব্যাকুলতা, সেই নির্ভরভাব, সেই সরল বিশ্বাস নাই বলিয়াই কি তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিতেছি না? মহাদেব! তোমার বিরোধী হইয়াও ত ধনঞ্জয় কিরাতবেশী তোমার নিকট হইতেই পাশুপত অস্ত্রলাভ করিয়াছিল। আমরাও ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অমঙ্গলকে বরণ করিয়া নিরন্তর শিবত্বের সহিত লড়াই করিতেছি—তবে আমরাই বা কেন তোমার বরলাভে বঞ্চিত হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় নিত্যদাসত্বের অভিশাপগ্রস্ত হইয়া রহিলাম? অর্জ্জুনের বীরত্ব দেখিয়া তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলে! তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে! নিরন্তর লাঞ্ছিত অপমানিত আমাদের ভিতর সেই বীরত্ব, সেই সাহস, সেই নির্ভীকতা, সেই তেজস্বিতা খুঁজিয়া পাইতেছ না বলিয়াই কি আমাদিগকে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার নরকে ফেলিয়া শাস্তি দিতেছ? আশুতোষ! আমরা ব্রতকথায় শুনিয়াছি তোমার কৃপা পূজার উপকরণের অপেক্ষা রাখে না, শ্রদ্ধাভক্তির প্রতীক্ষা করে না, পাত্রাপাত্র বিচার করে না—পতিত অবজ্ঞাত অনাশ্রিত জনের তুমিই একমাত্র ভরসা। তাই, হিংসাজীবী ব্যাধকেও তুমি উদ্ধার করিয়াছিলে। আমরাও ত আজ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। জগতের অন্যান্য জাতির নিকট অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত হইয়া আছি। আর্য্যত্বের অহঙ্কার থাকিলেও ব্যাধ অপেক্ষা ত কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নই। কর্ম্মক্ষেত্রে ত আমরা ব্যাধের বৃত্তি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতেছি। ব্যাধ জীবিকার সংস্থানের নিমিত্ত পশুপক্ষীর মাংস বিক্রয় করে, আর আমরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়া মাংসবিক্রয়ী হইয়াছি—শিশুকন্যাগুলিকে বৃদ্ধ বিলাসীর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া ফেলি, ঘরের ছেলেগুলিকে টাকার বিনিময়ে ধনীর ঘরের বাঁধা বলদ করিয়া রাখি। ব্যাধ বনের পশুকে বাণবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, আর আমরা আমাদের স্নেহাস্পদ সুকুমার বালকগুলির মাথার উপরে দুর্ব্বিবহ পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া অকালমৃত্যুর হাতে উহাদিগকে সমর্পণ করি। ব্যাধের সহিত প্রভেদ কোথায়? শঙ্কর! তোমার অহেতুকী কৃপা ব্যতীত এই পতিত জাতির উদ্ধারের আর উপায় নাই। তাই, কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করি—হয় মহাকালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রুদ্ররোষে আমাদের এই দুর্ব্বিবহ অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দাও, কামদেবকে ক্রোধাগ্নিতে যেরূপে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলে, তেমন করিয়া আমাদিগকেও ভস্মে পরিণত করিয়া ফেল, নতুবা মৃত্যুঞ্জয়ী করস্পর্শে আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তোল। রুগ্ন ক্লিষ্ট লাঞ্ছিত অস্তিত্ব অপেক্ষা ধ্বংসই শ্রেয়স্কর। হে জাতিসমূহের অদৃষ্ট নিয়ামক! তুমি কি ইচ্ছা করিয়াছ তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? তবে, একটিমাত্র ভরসা আছে, কালচক্রে শ্মশানে পরিণত হইলেও এই দেশই তোমার প্রণয়িনীর পবিত্র অস্থিগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া আদর্শ সতীর মহিমা প্রচার করিতেছে। সতীনাথ! কোন প্রাণে তুমি ইহার ধ্বংস সাধন করিবে? পূর্ব্বে ত অনেকবারই এইরূপ বিপদ আপদের ঝঞ্ঝা এই জাতির, এই দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোন দিনই ত তোমার অহেতুকী কৃপার অভাব হয় নাই। তাই বিশ্বাস হয় তোমার করুণাদৃষ্টি এই মৃতপ্রায় জাতিকে উদ্ধার করিবেই করিবে। কর্ম্মফলের নিয়ম অনুসারে সঞ্চিত পাপের ফলভোগের আশঙ্কাও আর মনে জাগিতেছে না। নীলকণ্ঠ! দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন সময়ে তুমি যে জগতের সমস্ত পাপবিষ গ্রহণ করিয়া জগতকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাই প্রার্থনা করিতে সাহস হয়, আমাদেরও বহুশতাব্দীর পুঞ্জীভূত পাপের রাশি গ্রহণ করিয়া অমৃতত্বের পথ দেখাইয়া দাও। মুক্তিনাথ! শিবচতুর্দ্দশীতে শুভক্ষণের মাহাত্ম্যে যে যা তোমার নিকট প্রার্থনা করে তাহাই নাকি তুমি দিয়া থাক—আমরা এবার তোমার নিকট সালোক্য, সাযুজ্য কিছুই চাই না, চাই শুধু পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি।

সহরের অভাব অভিযোগ—কিছুদিন পূর্ব্বে সহরের সংক্রামক ব্যাধির হাঁসপাতালের (Segregation Ward) কথা আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম, এই হাঁসপাতালটি মিউনিসিপ্যালিটির অধীন নয়, জয়েণ্ট কমিটিই ইহার তত্ত্বাবধান করেন। যাহা হউক, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য ছিল—সহরবাসীর সুবিধার জন্য এই হাঁসপাতালটিতে যথোচিত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা অতি আবশ্যক। অর্থাভাবেই এইরূপ বন্দোবস্ত হয় নাই—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যদি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ সহরের উচ্চহৃদয় ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন, তবে হয়ত তাঁহারা সফলকাম হইবেন; তখন এই অর্থ জয়েণ্ট কমিটির হাতে দিয়া বা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া হাঁসপাতালটির সংস্কারের চেষ্টা চলিতে পারিবে। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব খুবই বেশী; কারণ, সহরের সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের জীবন মরণ, ও সঙ্গেসঙ্গে অন্য সহরবাসিগণেরও এইরূপ সংক্রামক রোগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া—এই হাঁসপাতালে যথোচিত শুশ্রূষার ব্যবস্থা থাকার উপরই নির্ভর করিতেছে।

আর একটি কথা। বেকারবাঁধের সংস্কার অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সহরের বহুলোক এই বাঁধের জল পান করে। সেইজন্য, এই বাঁধের জল যাহাতে পানোপযোগী থাকে তাহার ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যালিটির একান্ত কর্ত্তব্য। পোকাবাঁধের সংস্কার হইয়াছে, এবার বেকারবাঁধের সংস্কারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। সংস্কার-অভাবে বাঁধটির জল ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিতেছে, সময় থাকিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে সহরের এক অংশের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দূর হইবে।

পুলিশের কৃতিত্ব—প্রায়ই এদেশের বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া থাকেন যে আমাদের দেশের পুলিশের মত এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ একনিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী দুনিয়ায় আর কোথায় মিলা দুষ্কর; সাধারণের সুখসুবিধা বিধান করিতে এবং উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সাধারণের সুখসুবিধার কথাটা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক; তবে উপরওয়ালাদের সব রকমের হুকুম তামিল করিতে যে তাহারা খুবই তৎপর—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ ছিল না। কিন্তু ফরিদপুরে কিছুদিন পূর্ব্বে যে এই হুকুম তামিল করার ব্যাপারেও তৎপরতার কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে—ইহাই বিড়ম্বনার কথা। ফরিদপুর কলেজের খেলার মাঠে এক ক্রীড়াপ্রদর্শনীতে জনৈক কনষ্টেবল ছাত্রদের সহিত বিশেষ একটি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে; পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে অনুপযুক্ত মনে করিয়া আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। উপস্থিত লালপাগড়ীদের ইহাতে বড়ই অপমান বোধ হয়। প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা সদলবলে লগুড়হস্তে নিরীহ ছাত্রদের উপর আক্রমণ করে। দুই একটি অল্পবয়স্ক বালক নিদারুণভাবে আহতও হয়। কলেজের ছাত্রদের কাহারও হাতে একখানা লাঠিও ছিল না; আত্মরক্ষার জন্য কলেজগৃহ হইতে হকিষ্টিক আনিতে তাহারা গিয়াছিল, কিন্তু কয়েকজন প্রোফেসর নিষেধ করায় তাহাও তাহারা পারে নাই। সুতরাং নিঃসহায়ভাবেই তাহাদের মার খাইতে হইয়াছিল। আবার, অনতিদূরে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর প্রাঙ্গনে বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন; পাছে, তাঁহাদের উপর কোন অত্যাচার হয় এই আশঙ্কায়ও ছাত্রগণকে বাধ্য হইয়া চুপ্‌চাপ্‌ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। হকিষ্টিক আনিতে পারিলে এবং অন্য অন্তরায় বর্ত্তমান না থাকিলে ফরিদপুরের ছেলেদের হাতে পুলিশপুঙ্গবগণের অবস্থা কি হইত—সে বিষয়ে কল্পনা করিয়া কিছু লাভ নাই। মোট কথা, নানাকারণে তাহাদের নিঃসহায়তার সুযোগেই লালপাগড়ীদের বীরত্বের মাত্রা এত বাড়িয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও এসিষ্টেণ্ট পুলিশ সুপারিন্টেনডেণ্ট অন্য কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত পুলিশদের নিরস্ত করিতে যাইয়া, তাহাদের নিরস্ত করিতেত পারেনই নাই বরং তাহাদের হাতে জখম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করিতে তৎপরতার নিদর্শন বটে! "আইন ও শৃঙ্খলা" দেবীর চেলারা হয়ত ভাবিয়াছিল যে এ ক্ষেত্রে হুকুম তামিল না করিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। তবে, লাঠি চালাইবার ঝোঁকে পড়িয়া কর্ত্তাদের দেহে যে দুই এক ঘা বসাইয়া দিয়াছে—এটাই যা ভাবনার কথা।

রমণীর ভূমিকায় বাঙ্গালী যুবক—"ইংলিশম্যান" পত্রিকায় বাঙ্গালী যুবকগণের অভিনয়কৃতিত্বের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালী আণ্ডার-গ্রাজুয়েটগণ যে রমণীর ভূমিকায় অতি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, তাহারই ভূয়সী প্রশংসা এই প্রবন্ধের বিষয়। প্রবন্ধলেখক কোন একটি অভিনয়ে বাঙ্গালী ছেলেদের এইরূপ কৃতিত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। রমণীর ভূমিকায় বাঙ্গালী ছেলেরা যে এতটা স্বাভাবিকতার পরিচয় দেয়—এমন বেমালুম মেয়ে সাজিতে পারে যে, কথাবার্ত্তায়, ভাবভঙ্গীতে, চালচলনে তাহাদের স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই বলিয়া মনে হয় না, এই ব্যাপারটাই তাঁহার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগিয়াছে।

পাটনার "বিহার হেরাল্ড" পত্রিকার সম্পাদক এই

সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, নাট্যবিদ্যানুরাগী যুবকগণ এইরূপ প্রশংসা খুবই উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের যুবকগণ যে এমন স্ত্রীভাবাপন্ন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চালচলন যে একেবারে মেয়েদেরই মত—এই ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের গর্ব্বের বিষয় কি না, ভাবিয়া দেখিবার কথা।

তুলার চাষ।

নাইল নদীর উপরে তিন মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ দিয়া তুলার চাষের সুবিধার জন্ম সুডানের অনুর্ব্বর ভূমিতে জল যোগাইবার বন্দোবস্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। আমাদের দেশে সিন্ধু প্রদেশেও এইরূপ একটি বাঁধ দিবার আয়োজন ভারত সরকার করিতেছেন। বেশী পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইবে—এই আশাতেই সরকারের এই উত্তম। ম্যানচেষ্টারের কলগুলির জন্ম যে পরিমাণ তুলার দরকার, তাহার বেশ বড় রকমেরই একটা অংশ আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে হয়। পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বড় দায়। তাই, নিজেদের সাম্রাজ্যেরই মধ্যে তুলাটা উৎপন্ন করাইয়া লইতে পারিলে ঝঞ্ঝাট অনেকটা কমে—এই জন্যই ভারতের ও সুডানের কৃষকদের উপর মহৎহৃদয় ইংরাজদের এত দয়া। কেহ যদি মনে করেন যে এই উৎপন্ন তুলা দেশের অভাব দূর করিবার জন্যও প্রযুক্ত হইতে পারে, তবে তাঁহার ভুল হইবে। নানা উপায়ে কৃষকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে যে, তাহাদেরই সুবিধার জন্ম যে সব রেলগাড়ী ও জাহাজ রহিয়াছে, সেগুলির সাহায্যে এই কাঁচা মাল বিলাতে রপ্তানী করিলে তাহাদের লভ্যাংশ খুবই বেশী হইবে, দেশে বিক্রয় করিলে ততটা হইবে না। সুতরাং ম্যানচেষ্টারের ধনিকদের পক্ষ হইতে বড় বড় দালালরা এই সব কাঁচা মাল কিনিয়া লইয়া ম্যানচেষ্টারের কলগুলির রাক্ষসী ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বাধা কি থাকিবে? কাঁচা মাল রপ্তানী করিবার সুবিধার জন্ম সরকার বন্দোবস্তের ত্রুটী করেন নাই। রেল জাহাজের ভাড়া এইরূপ রপ্তানীর খুবই অনুকূল। সাম্রাজ্যবাদের চরম সার্থকতা কৃষি-উন্নতি-বিষয়ক এই সকল প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

বিবিধ চিত্র।

সাংসারিক খরচসঙ্কুলন।

কর্ত্তা—আমি আগেই বলছিলাম, টানাটানির সংসার, থিয়েটারে যেয়ে কাজ নাই; এখন কুলুই কি ক'রে? ধার ত আর মিলছে না; দোকানবাকীর তাগাদার জ্বালায় বাজারেও আর বেরুতে পাচ্ছি না।

গিন্নী—কেন, হয়েছে কি? একদিন একটু থিয়েটার দেখতে গিয়েছি, কটাই বা টাকা তাতেই তোমার-কথার জ্বালায় টেকা দায় হয়েছে! সংসারী খরচার ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না, আমি গোয়ালা-কে ব'লে দিয়েছি, দু'মাস আর দুধ রাখব না।

কর্ত্তা—খোকার কি উপায় হবে? একটু সাদা জল না হ'লে যে ওর চলে না!

গিন্নী—খোকার জন্য তোমার আর দরদ দেখাতে হবে না, যেমন অদেষ্ট নিয়ে জন্মেছে তেমনই ত জুটবে। আমি বার্লি টার্লি বা হয় খাইয়ে রাখব।

কর্ত্তা—রোজ্ চাএর দুধের যোগাড় হবে কি ক'রে? আমি না হয় লজ্জার মাথা খেয়ে বিলাস বাবুর বাড়ী আড্ডা দেওয়ার ছলে এক পেয়ালা ক'রে খেয়ে আসব। তোমার ত দু'বেলা চা না হ'লে তিষ্ঠানই দায়!

গিন্নী—রোজ্ মাথা ধরে ব'লে একটু চাএর অভ্যাস করেছি, তা নিয়েও আবার কথার জ্বালায় পিত্তি জ্বলে যায়। বলি, এখনও ত মনোহারী দোকানে ধার বন্ধ হয় নি, একটিন কনডেন্সড্ মিল্ক এনে দেওয়ার যোগ্যতাও কি হবে না?

—০—

শবদাহের ব্যবস্থা।

সমাজপতি—কিহে দীনু! এত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটী ক'রে বেড়াচ্ছ কেন?

দীনু—আজ্ঞে, বড়ই নিরুপায়ে পড়েছি, স্বজাতির ঘরে ঘরে গেলাম কেউ মরা ছুঁতে রাজি হচ্ছে না। সকাল থেকে ঘরেই লাস্ প'ড়ে রয়েছে, কিছুই ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।

সমাজপতি—বসন্তের মরা, লোকে ধরেই বা কি ক'রে? সকলেরই ত প্রাণের ভয় আছে। একটা কাজ কর। চুপি চুপি মেথর দিয়ে ফেলে দেও গিয়ে। বালাই চুকে যাক্।

দীনু—আজ্ঞে, বলেন কি? নিজের বড় ভাজ্ মায়ের তুল্য। তাঁর শবদেহটা শেষে মেথর দিয়ে ফেলে দিতে হবে! হিন্দুর ঘরে জন্মে এই ছিল আমার অদেষ্টে! আপনি হলেন আমাদের সমাজের কর্ত্তা, কিছুই ব্যবস্থা করবেন না?

সমাজপতি—আরে! সে কাল কি আর আছে? কে কার কথা শুনছে? (স্বগত) লোককে ব.িই বা কি করে? যাকে বলব সে বেটাই অমনি মুখের উপর বলে দিবে, মশাই পরের উপর হুকুম জারি সবাই কর্ত্তে পারে; আপনিও ত জাতেরই একজন, একবার ধরুনত গিয়ে দেখি সেই, বসন্তে ফুলা লাস্ া। অমনি চুপ ক'রে থাকতে হবে। (প্রকাশ্যে) এখন কি আর সে মান্যমাননা আছে হে, দীনু! সহর বাজার স্থান, কেউ টের পাবে না, আমি যা বল্লুম তাই কর গিয়ে।

দীনু—আজ্ঞে, জানাজানি ত হয়েই গেছে। ধর্ম্ম ত গেলই, শেষে সমাজে ও কি ঠেকো হ'য়ে থাকতে হবে? এখন যারা মরা ছুঁতে চাচ্ছে না তারাই দেখবেন শেষে এক ঘরে করবার মাতব্বরি করবে।

সমাজপতি—আরে! সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। আমিইত আছি। না হয় একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তোমায় জাতে তুলে নিব। কিছু টাকা খরচ বই ত নয়! না হয় দোকানঘরটি বন্ধক দিবে! এখন ত উদ্ধার পাও, গরীব মানুষ অত ভবিষ্যতের কথা ভাবলে চলবে কেন?

—০—

কলের মজুর।

(প্রাপ্ত)

গাঁয়ে আজ ভারি পড়ে গেছে সাড়া,
বহুদিন পরে এসেছে ফিরিয়া,
সাকচি সহর হ'তে
ছুটু মাঝি—তাই দেখিতে তাহারে,
পড়ে গেছে এত তাড়া।
ও পাড়া হইতে এল রঘুসিং
হঁড়িয়ার ভাঁড় নিয়ে;
এ পাড়া হইতে দুখন ভূমিজ
তাড়াতাড়ি এল ধেয়ে।
ভেটিবে আজিকে বহুদিন পরে,
কত কথা আজ সুধাইবে তারে,
কেমন ছিল সে সাকচি সহরে
কলের চাক্‌রী নিয়ে।
কেনই বা এল এতদিন পরে
হঠাৎ ফিরিয়া গাঁয়ে।
গিয়ে দেখে তারা আঙ্গিনার মাঝে,
ব'সে গেছে বহু জনা,
উৎসুক হ'য়ে দেখিছে কাহারে
সব হ'য়ে একমনা।
ছুটু মাঝি ঐ বসি এক কোণে,
বিড়ির বদলে সিগারেট টানে
মাঝে মাঝে চাহি চারিদিক পানে
দেখিতেছে আনাগোনা।
পরিধানে তার বড়ই বাহার
মিহি ধুতি একখানা।
তখন ভূমিজ কহিল দাঁড়ায়ে,
সম্ভ্রম সহকারে
বিচারপ্রার্থী বিচার মাগিছে
যেন বা রাজার দ্বারে।
বাঁশের লাঠীটি হাতেতে ধরিয়া
কহিল, "আমরা জুটেছি আসিয়া,
শুধু শুনিবার তরে
কেমনে কাটালে সাকচি সহরে
বৎসরটেক ধ'রে?
শুনি সেটা নাকি মস্ত সহর
এই পরগণা মাঝে;
শুনেছি সেথায় অগণিত লোক
ব্যস্ত সদাই কাজে
অভাব নাহিক পয়সা টাকার
মুস্কিল নাহিক পেট চালাবার
যে যায় সেখানে ফূর্ত্তি তাহার
হাতধরা নাকি আছে।
কলের চাকরি শুনি বড় সুখ
এই দুনিয়ার মাঝে।
হাসিয়া কহিল মাঝির পুত্র
চুরুটে র ধুঁয়া ছাড়ি,
দূর হ তে ভাই সকল জিনিষই
সুন্দর লাগে ভারি।
শুধু এই টুকু শুনে রাখ ভাই,
সহরে ফিরিয়া যেতে নাহি চাই
গ্রামের মানুষ গ্রামে যেন পাই
থাকিতে জীবন ভরি
পয়সা হলেও কলের চাকরি
বড় বেশী ঝকমারি।
কারখানা সেটা মস্ত বড় যে
সন্দেহ নাহিক তার;
কোথা দিয়ে যে গো কিযে হ'য়ে যায়
বুঝে উঠা মহাভার।
মস্ত মস্ত লোহাকে পিটিয়া
গড়ে কতরূপে কলেতে ফেলিয়া
অবাক্ হইবে দেখিয়া শুনিয়া
ব্যাপার সেখানকার।
মস্ত একটা বিরাট ব্যাপার

কি কহিব আমি আর।
হাজার হাজার মজুর খাটিছে
সারাদিন রাত ধ'রে,
হুকুম তামিল করিয়া চলেছে
কলেরি মতন ক'রে।
একটুকু হ'লে এদিক ওদিক
গালাগালি দিয়ে ক'রে দেয় ঠিক
না চলিলে ঠিক হুকুম মাফিক
পড়িতে হয় যে স'রে
দয়ামায়া ব'লে কিছু নাই সেথা,
কুলি মজুরের তরে।

পয়সা অনেক রয়েছে শুধুই,
প্রাণ নাই সেইখানে,
বিপদে আপদে ফিরিয়া কেহই
চাহে না কাহারও পানে।
নাইক সেথায় সমাজ-শাসন,
নাইক সেথায় ঘরের বাঁধন
কেবল নিজের স্বার্থ সাধন
জাতিমান বলিদানে।

কলের জীবন কি কহিব আর,
নরকেও হার মানে।
পরব পার্ব্বণ নাইক সেথায়
জ্বলে না সাঁঝের বাতি,
মদ গাঁজা খেয়ে জন্তুর মতন
আছে শুধু মাতামাতি।
এই সব দেখে আসিলাম ফিরে
আপনার গ্রামে আপনার ঘরে
পরম সুখেতে চাষ বাস ক'রে
কাটাব দিবস রাতি,
আছে যে হেথায় অনেক আমার,
সুখে দুখে চিরসাথী।

কলে খেটে খেটে এতদিন ধ'রে,
এটুকু বুঝেছি ভাই,
গ্রামে ব'সে ব'সে চাষ বাস করা
এর বেশী সুখ নাই।
ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে কাটে দিন
গরীব হ'লেও হইনা শ্রীহীন
স্নেহ প্রেম দয়া স্বার্থ বিহীন
আর কিছু নাহি চাই।
পয়সা আমার মাথায় থাকুক,
এত সুখ কোথা পাই।

বিবেকানন্দ সংখ্যা

"প্রবর্ত্তক"।

পৌষ মাসের বিবেকানন্দ সংখ্যা "প্রবর্ত্তক" খানা হাতে পড়ায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া, শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই। আজকাল সাধারণতঃ মাসিক পত্র দেখিলে বড় একটা পড়িতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, পাতা উল্টাইলেই বুঝি অতি সু(?)- রুচি-সম্পন্ন, কলাবিদ্যার চরম উৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ রংবেরঙের নানা রকমের ছবিই চক্ষে পড়িবে; তারপর অগণিত ছোট গল্প ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি। সেগুলির একঘেয়ে রকমের কাঁদুনীর সুর, আর সামাজিক সমস্যা উত্থাপনের নামে রুচিবিগর্হিত ব্যাপারের প্রকটন—মন বিরক্তিতে ভরিয়া দিয়াছে।

সাধারণ গ্রাহকদের মন যোগাইবার জন্য যা তা জিনিষ পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সচেষ্ট নয় বলিয়াই "প্রবর্ত্তক" এবং এই শ্রেণীরই আর কয়েকখানা মাসিক পত্র আমাদের এত ভাল লাগে। বিশেষতঃ "প্রবর্ত্তকের" উদ্দেশ্য—লোকশিক্ষা ও বাঙ্গালীর মনে জাতীয় ভাবের সৃষ্টি করা। বিবেকানন্দ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি এই হিসাবে নিখুঁত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত সাধনা কি ভাবে আমাদের জাতির চিন্তার ধারা ফিরাইয়া জাতির অন্তরে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল—এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ভিতরে কি শিক্ষা দেশবাসীকে তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রথম প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশে অতি সুন্দরভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে :—

"যে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, অক্ষমতার মহাপাপে পঙ্গু, সে দেশে আত্মমুক্তির প্রয়াস ভগবানের অভিপ্রায় নয়, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাই তিনি ঈশ্বরকে দীন হীন কাঙালের মধ্যে দেখিতেন, মূঢ়, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য মানবের তিনি পূজা করিতেন……………………অনুরাগের দায়ে এমন কাঙাল হইতে আর কেহ পারে নাই………। ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের এই নিগূঢ় সঙ্কেত ঠাকুর মর্ম্ম যদি না কেহ বুঝিয়া থাক, দক্ষিণেশ্বর তীর্থ বলিয়া বৃথাই তোমরা মাথা নত কর………।"

মানভূম জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্য বিবরণী।

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পণ্ডিতগণকে পল্লীস্বাস্থ্য এবং আহতজনের প্রথম প্রতিকার বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত জানুয়ারী মাসে বান্দা, বাইকাটী, কুড়া, দ্বারিকা, বড়দা, চন্দনকেয়ারী, মানপুর, মামামাটিয়া, বুরদা এবং বাগমুণ্ডী কেন্দ্রে উক্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়াছে।

২। স্বাস্থ্যবিষয়ের চার্টের দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে স্বাস্থ্যবিষয়ে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত মাসে নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে চার্টের দ্বারা শিক্ষাদান করা হইয়াছে :—

বড়দা, রুদ্রা, জয়পুর, মুকুন্দপুর, চন্দনকেয়ারী, বেগুণকুদর, বড়তোলিয়া, বাগরজুড়, কুকুরগড়া, বেলজুড়ি, আর্ষা, কলিবড়দা, এবং সুমলাড়া।

৩। বসন্তরোগাক্রান্ত কয়েকটি গ্রামে হেল্থ ইন্সপেক্টরগণ কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি টিকা দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

৪। কলেরায় আক্রান্ত কয়েকটি গ্রামে উপস্থিত থাকিয়া রোগীগণকে ঔষধপত্র দিয়াছেন এবং গ্রামের জলাশয়াদির সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রামবাসীগণকে সংক্রামক রোগগুলির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায়াদি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৫। আলোক চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যশিক্ষা দিবার আয়োজন হইয়াছে। এই মাসে জয়রামপুর, ডাভা, বিরেণটাঁড়, বাগমুণ্ডী এবং তোড়াংএ উপরোক্ত প্রকারে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

৬। ইহা ছাড়া অনেকগুলি গ্রামের পথ ঘাট ইত্যাদির আবর্জ্জনাসংশোধন কার্য্যও হইয়াছে।

৭। বেড়োর নিকটে গত মাসে যে মেলা হইয়াছিল তাহার জন্য যথোচিত আয়োজন করা হইয়াছিল। মেলার পথঘাটগুলি পরিষ্কার রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জলাশয়াদির সংশোধন কার্য্য এবং মিষ্টান্ন এবং অন্য খাদ্যাদির দোকান সমূহের তদারক কার্য্য করা হইয়াছিল।

স্থানীয় সংবাদ।

শোক সংবাদ—গত ২০শে মাঘ বুধবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামে নিজ গৃহে আমাদের সহরের স্বনামধন্য প্রবীণ অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ রায় সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। বৃদ্ধবয়সে যুবজনোচিত উৎসাহ ও কর্ম্মশীলতা তাঁহার ছিল। এমনটি আজকাল আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুলিয়ার বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি লিপ্ত ছিলেন। সময়ে অসময়ে নানা জটিল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া সহরবাসী অনেকেই উপকৃত হইয়াছে। অন্যের আপদে বিপদে তাঁহার আত্মীয়ের মত ব্যবহার ও আন্তরিকতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পুরুলিয়াবাসী সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে আজ একজন অতি নিকট আত্মীয়ের অভাব বোধ করিতেছে।

অগ্নিকাণ্ড—শ্রীযুক্ত চতুর্ভুজ চরিকণ মাড়োয়ারীর গুদামে আগুন লাগিয়া বহু টাকার মাল ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় খাতাপত্র পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, তামাক অথবা বিড়ি খাইয়া যেখানে সেখানে আগুন ফেলিবার ফলেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

থিয়েটার—পুরুলিয়ায় কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার আসাতে সহরে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। শারদীয় উৎসবেও সহরে এত ভিড় হয় কিনা সন্দেহ। প্রায় ৬ হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এবার এই জিলায় ভাল ধান ও হয় নাই; তাহা সত্বেও এতগুলি টাকা কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় করা জিলাবাসীর উচিত হইল কি না ভাবিবার কথা। এই টাকাতে স্থায়ী একটা কিছু জনহিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইলে, জিলাবাসীর তাহাতেই অধিক লাভ হইত না কি? কলাবিদ্যার উৎকর্ষের জন্য নাট্যবিদ্যার অনুশীলনের দিক হইতে এইরূপ অভিনয়ের প্রয়োজন আমাদের জিলায় আছে কিনা—সে বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ধনিগণ পয়সা খরচ করিয়া আমোদ উপভোগ করিবেন—তাহাতেও বলিবার কিছু নাই। কিন্তু তাঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্নাভাবগ্রস্ত লোকেরাও যে আমোদ প্রমোদের জন্য অন্যায় রকম খরচ করিয়া ফেলে—এটাই দুঃখের বিষয়। সেই হিসাবেই আমরা বলিতে চাই যে এইরূপ আমোদ প্রমোদের সরঞ্জাম কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকগুলির সম্মুখে ধরিয়া তাহাদিগকে অমঙ্গলের পথে টানিয়া লওয়া কি বিবেচনার কাজ হইয়াছে?

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—মানভূম জিলাবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেনঃ—কোথাও কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে যাহাতে যথাসময়ে এবং নিয়মিতরূপে সেই খবর বোর্ডের আফিসে পৌঁছায়, সেইজন্য বোর্ড গত ১৯শে জানুয়ারীর অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন—যে ব্যক্তি এইরূপ কলেরার খবর সর্ব্বাগ্রে বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে দিতে পারিবেন তাঁহাকে এক টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্যলাভের জন্য মহাত্মা গান্ধী আগামী মাসে কোনও গিরি-নিবাসে যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং এখনও চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন।

ছোটনাগপুর গ্রাম্য পুলিশ আইন—গত ২৭শে জানুয়ারী বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে উক্ত বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। চৌকীদারের দ্বারা আর ঝরিয়া, কাতরাস প্রভৃতি কয়লার খনি সংলগ্ন স্থানগুলিতে চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি অপরাধের দমন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সুনিয়ন্ত্রিত পুলিশদলের আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য সরকার এই আইন গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এই নব পুলিশবাহিনীর ব্যয়ের ⅓ অংশ বিহার সরকার দিবেন; অবশিষ্ট ব্যয়ভার কোলিয়ারিগুলির উপরেই পড়িল। শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন প্রভৃতি কয়েক জন সদস্য এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শান্তিরক্ষা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য; সুতরাং শান্তিরক্ষার জন্য কোলিয়ারীগুলির উপর নূতন কর না বসাইয়া, সরকারের বর্ত্তমান আয় হইতেই এই ব্যয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। অধিকন্তু চৌকীদারী প্রথার সংশোধন করিলেই উক্ত স্থানগুলিতে শান্তিরক্ষার কার্য্য চলিতে পারিত; কোলিয়ারীগুলির এই ভীষণ সঙ্কটের সময় তাহাদের উপর নূতন বোঝা চাপান অন্যায় হইবে। কিন্তু ইহাদের প্রতিবাদ সত্বেও অধিকাংশ ভোটে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এশিয়া-বিদ্বেষ বিলের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতার টাউন হলে গত বুধবার এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু নেতা এবং সকল শ্রেণীর ভারতবাসী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ মহোদয় (ভারতের খৃষ্টান চার্চ্চের প্রধান) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ১৯১৪ সনে মহাত্মা গান্ধী ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনেরেল্ স্মাট্‌স প্রবাসী

ভারতীয়গণের অধিকার সম্বন্ধে যে মীমাংসাপত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, এই বিল সেই মীমাংসার সর্ত্ত ও স্বত্ব পরিপন্থী। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার যদি এখন প্রবাসী ভারতীয়গণকে কোণঠাসা করিয়া উক্ত দেশ হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও নৈতিক হিসাবে কাজটা বড়ই অন্যায় হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকারই প্রয়োজনের সময় ভারত সরকার ভারতীয়গণকে উক্ত দেশে পাঠাইবার চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারত সরকারের এই বিষয়ে দায়িত্ব খুব বেশী। নূতন আইন করিয়া যদি দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বপ্রদত্ত ও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত অধিকারগুলি প্রবাসী ভারতীয়গণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করেন, তবে খৃষ্টান বলিয়াই তাঁহার সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত বলেন যে, এই ব্যাপারে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণের উদ্ধারের জন্য কি উপায় অবলম্বন করেন, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—ভারত সসম্মানে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকুক—ইহা ব্রিটীশ সরকারের অভিপ্রেত কি না। যদি উক্ত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার এই কার্য্যে বাধা না দেন, তবে এমন দিন আসিবে যখন ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান হয়ত এশিয়া মহাদেশ হইতে ইউরোপীয়দিগকে দূর করিয়া দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

সভার শেষে এশিয়া-বিদ্বেষ বিলের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জামালপুরে পুলিশের জুলুম—

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরের ছয় জন ব্যক্তির উপরে পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জামালপুরের জনৈক কনষ্টেবলকে সোনাকান্দা গ্রামের শ্যামা ঝালর নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট সহ পাঠান হয়। কনষ্টেবল গভীর রাত্রিতে উক্ত গ্রামে যাইয়া শ্যামার গৃহের কপাট ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। শ্যামা তখন গৃহে ছিলনা; অন্যান্য সকলে নিদ্রামগ্ন ছিল। শ্যামার বধূর পায়ে কনষ্টেবলের পায়ের আঘাত লাগাতে সে জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করে; তখন বাড়ীর অন্যান্য সকলে আসিয়া কনষ্টেবলকে চোর ভাবিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং ঠিক করে যে পরদিন প্রাতে তাহাকে থানায় দিয়া আসিবে। গ্রামের চৌকীদার উক্ত খবর পাইয়া সরিষাবাড়ী পুলিশ ষ্টেসনে যাইয়া খবর দেয়। প্রকাশ যে, এই খবর পাইয়া উক্ত থানা হইতে একজন জমাদার জনকয়েক কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া শ্যামার গৃহে প্রবেশ করে, এবং গৃহের সকলকেই নির্দ্দয়ভাবে মারধর করে। পরে ছয়জনকে বাঁধিয়া লইয়া ট্রেনযোগে জামালপুরে পৌঁছে। সেখানে তাহাদিগকে হাজতে রাখা হয়, এবং কয়েকজন কনষ্টেবল ও দুই জন জমাদার মিলিয়া সেখানে তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে প্রহার করে। হতভাগ্য আসামীদের আর্ত্তচীৎকারে বহু ভদ্রলোক থানাতে আসিয়া উপস্থিত হন। একজন জমাদার আসিয়া অত্যন্ত অভদ্রভাবেই তাঁহাদিগকে থানার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হুকুম দেয়। তখন জনৈক ভদ্রলোক ইন্‌স্‌পেক্টরের আফিসে যাইয়া খবর দেন। ইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া দুইজন কনষ্টেবল ও দুইজন জমাদারকে গ্রেপ্তার করেন। প্রকাশ যে উহারা জামিনে খালাস হইয়াছে।

হাজারিবাগের ডেপুটি কমিশনারের নামে মানহানির মোকদ্দমা।

হাজারিবাগের মুন্সেফী আদালতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বল্লভ সহায় হাজারিবাগের ডেপুটি কমিশনারের নামে একটি মানহানির মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। প্রকাশ যে গত ১৯২৫ সনের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে সব ডিভিশনাল অফিসারের বিচারগৃহে উক্ত ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং তাঁহার সঙ্গীয় কয়েক জন ভদ্রলোকের সহিত অতি অভদ্র ও অপমানজনক ব্যবহার করেন। সদর সবডিভিশনাল অফিসারের আহ্বানেই তাঁহারা একটি মোটর দুর্ঘটনার তদন্ত ব্যাপারে সাহায্য করিতে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডেপুটি কমিশনার সাহেবই উক্ত মোটর চালনা করিতেছিলেন বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বল্লভ সহায় ১০০০৲ সহস্র টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন।

ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়ের কারামুক্তি—ন্যূনাধিক ছয় মাস কাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার ন্যায় উৎসাহী কর্ম্মীর বড়ই প্রয়োজন। সকলেই আশা করিতেছে যে তিনি আবার নূতন উৎসাহে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন।

বিহার গবর্ণমেণ্টের সার্কুলার—"অমৃত বাজার পত্রিকার" পাটনার সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন—বিহার গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন, যে উক্ত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য আছেন তাঁহারা যেন এমন কোনও প্রস্তাব সিনেটে উত্থাপন না করেন যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ভাগবতভক্তবৃন্দ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী কথকবংশাবতংশ সুকণ্ঠ, বাগ্মী শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বহুদিবস হইতে বহু সুধী সমাজে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত কথকতা করিয়া ভক্তগণচিত্তে অপূর্ব্ব ভক্তিরসের সৃষ্টি করিতেছেন। উক্ত প্রভুর চিত্তাকর্ষী মধুর কথকতা শুনিলে ঘোর পাপীর প্রাণও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। ভাগবতভক্তগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে উক্ত প্রভুর সন্ধান পাইবেন। ইতি—

নিবেদক

শ্রীসুশান্ত কুমার রায়।

৮আগমেশ্বরী পাড়া। (নবদ্বীপ)

হাল মোকাম:— শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র সিংহ মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাটী। পুরুলিয়া, মানভূম।

বিজ্ঞাপন।

ষ্টেসন প্রাঙ্গনে নূতন লাইন বসান হইতেছে তজ্জন্য আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত মানবাজার রোডের যে অংশে রেললাইন আছে তথায় গাড়ী যাতায়াত বন্ধ থাকিবে।
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬। স্বাঃ- শশধর গাঙ্গুলী।
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্

বাজার দর।

(পুরুলিয়া ২৫ শে মাঘ)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৷৷০ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২১৷৵১০আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭২৷৷০ ,,

দেশী নূতন চাল রাশি ৫৷৵০ ঐ মাঝারি ৫৷৷৵০ ঐ সাফি ৫৸০-৬৵০ ঐ কলম কাটি ৬৷০ ঐ পুরাতন ৭৷৷০ টাকা। ধান ৩৷০

বিরি কলাই ৫৷৷০, অরহর ডাল ১ নং ৭৷৷০ ঐ ১নং ৭৵০ টাকা। মুসুরীর ডাল ৭৷৵০ খেসারীর ডাল ৪৸০ বুটের ডাল ৬৷০ মুগের ডাল ৮৷৷০ টাকা। বুট (ছোলা) ৪৬৵০ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৫৷৵০ আনা, রুলের ময়দা (বস্তা) ১৭৸৵০ আনা। ঘি খণ্টের ১নং (মণ) ৭১৷৷০ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৪৷৷০ ঐ ২নং ২২৷৷০ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১২৵০ আনা, দেশী কাণপুরী ১৩৷৷০ টাকা। সূতার দর—হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷৷০ নং ৭৸০ আনা, ১০৷৷ নং ৭৷৵০ আনা, গোলাপ মার্কা ১২৷৷ নং ৭৷৴০ আনা, ঐ ১১৷৷ নং ৭৷৷০ টাকা। কাঁচা কয়লা—মণ ।০ আনা। গালার দর—টিয়েন ৭০৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৭৫৲, সুপার ফাইন ৮০৲ । লাহার দর—ফুকি ৩৬৲, বৈশাখি ৪০, কুসমি ৫০৲, আরি ২৮৲ টাকা।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নির্ভুল ও অমিশ্র সত্যের জগন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—।৵০ আনা।

চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

রবীন্দ্র বাবুর খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের দোকান

শীতের বিপুল আয়োজন!

একদর, ঠিক জিনিষ— পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নানারকম ফ্যান্সি খদ্দরের আলোয়ান, দেশী কম্বল ও র‍্যাগ কানপুরী লুই ও এণ্ডি গায়ের কাপড়, মোজাও গেঞ্জি এবং যাবতীয় স্বদেশী মিলের কাপড়, জামার নানারকম ছিট, ফরেসডাঙ্গা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি তাঁতের ধোয়া ও কোরা ধুতি, শাড়ী এবং মার্কিন, মাটা, লংক্লথ প্রভৃতি সর্ব্বদা বাজার অপেক্ষা সুলভমূল্যে বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

—§§§—

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

২। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া আয়ুর্ব্বেদাশ্রম।

এখানে প্রায় সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈল প্রস্তুত থাকে ও অর্ডার মত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি, বাতব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ বৃহচ্ছাগলাদ্য তৈল ২৪৲ সের, প্রতি অর্দ্ধ পোয়া ৩৲ টাকা, খাঁটী চ্যবনপ্রাশ ৴১ সের ৪৲ টাকা, অতি উৎকৃষ্ট সালসা, রক্ত পরিষ্কারক, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মানাশক, বলবীর্য্যপুষ্টিকারক, অমোঘ রসায়ন—মহাশক্তি রসায়ন ২৪ আউন্স বোতল ৩৷০, পেটেন্ট।

ঔষধাদি ভিঃ পিঃ তেও পাঠান হয়।

কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস রায় কবিভূষণ।

পুরুলিয়া বাজার।

শঙ্কর।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

শ্রীশ্রীসীতারাম।

এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ওব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী।

এইচ, এম, বি,

নাম পুরুলিয়া—

নার্সিং হোম।

মফস্বলের রোগীদের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ। কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি থান ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন। বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

দেশবন্ধু প্রেস
পুরুলিয়া

এই প্রেসে যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা
অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে।
চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

দেশপ্রেম।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার। ৩রা ফাল্গুন ১৩৩২, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ { ৯ম সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৶০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (৩)পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

—:০:—

নোটীশ।

—:•:—

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নিম্নলিখিত জায়গাটি আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা ৩টার সময় মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশ্যনিলামে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা যাইবে। সেলামীর টাকা যিনি যত ডাক দিতে ইচ্ছা করেন তিনি উক্ত দিন উক্ত স্থানে হাজির থাকিয়া নিজের ডাক নিলামে ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ নিম্নলিখিত জায়গাটির বাৎসরিক খাজনা বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। এবং আরও প্রকাশ থাকে যে যাঁহার ডাক বিঘা প্রতি ৫০০৲ টাকার নিম্নে হইবে তাঁহার ডাক গ্রাহ্য করা যাইবে না, ও যাঁহার নামে ডাক খতম হইবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকের সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল আফিসে জমা দিতে হইবে ও বাকী টাকা দ্বিতীয় নোটীশ প্রাপ্তিমাত্র আফিসে জমা দিতে হইবে ও আবশ্যকীয় কবুলতি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত ডাকের সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিবেন।

পতিত জায়গার বিবরণ :—

রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে বাঁকুড়া রোডের নিকট পুরাতন কাটসরাই জায়গা। (সমস্ত জমি বা খণ্ডাকারে বন্দোবস্ত করা যাইবে—প্রত্যেক খণ্ড কমবেশী ১০ কাঠা হইবে)। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫ বিঘা ৫ কাঠা ৪ ছটাক।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া।
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

স্বাঃ—এস্, গাঙ্গুলি,
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, নডিহা শিবতলা লেন হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি আশু মাহাতর জমিতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী বা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল আফিসে কোনও প্রকার আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
১০ই ফেব্রুয়ারী।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি
ভাইস্-চেয়ারম্যান

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য—৩৩০ ফুট।

প্রস্থ— ১০ ফুট।

পূর্ব্ব সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) মাদারী জোলার বাস্ত এবং বাড়ী।
(৩) বিশথা মাহাতর বাড়ী।
(৪) রাধানাথ ষড়ঙ্গীর পতিত বাড়ী।
(৫) একটি গলি।
(৬) ডিঙ্গলি মাহাতর পতিত জমি।

পশ্চিম সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের গৃহ এবং প্রাঙ্গণে প্রাচীর।
(৩) যোগেন্দ্রবাবুর গৃহ।
(৪) আশু মাহাতর বাস্ত এবং বাড়ী।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

বাজার দর।

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া ২রা ফাল্গুন)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৮০ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২১৷।৵০ রূপা ১০০ ভরি ৭১৮০ „
দেশী নূতন চাল রাশি ৫৷৵০ ঐ মাঝারি ৭৷৵০ ঐ সাফি ৫৮০৵০ ঐ কলম কাটি ৬৷০ ঐ পুরাতন ৭৷৷০ টাকা। ধান ৩০ বিরি কলাই ৫৷৷০, অরহর ডাল ১ নং ৭৷৷০ ঐ ১নং ৭৵০ টাকা মুসুরীর ডাল ৮৲ খেসারীর ডাল ৪৮০ বুটের ডাল ৬০ মুগ ডাল ৮৷৷০ টাকা। বুট (ছোলা) ৪৸৵০ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৫৷৵০ আনা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৭৷০ আনা। ঘি ঘট্টা ১নং (মণ) ৭১৲ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৪৲ ঐ ২নং ২২৷৷০ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১২৵০ আনা, দেশী কাণপুরী ১৩৷৷০ টাকা। সুতার দর—হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্ক ১২৷৷০ নং ৭৷৷৵০ আনা, ১০৷৷ নং ৭৷০ আনা, গোলাপ মার্ক ১২৷৷ নং ৭৷৵০ আনা, ঐ ১১৷৷ নং ৭৷৵০ টাকা। কাঁচা কয়লা—মণ।০ আনা। গাঁজার দর—টিয়েন ৭২৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৭৭৲ সুপার ফাইন ৮২৲ । লাহার দর—কুকি ৩৮৲, বৈশাখি ৪১৲, কুসমি ৫২৲, আরি ৩০৲ টাকা।

মুক্তি।

"তুমি যদি হ'তে ব্যর্থ মরুভূ উষর
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কঙ্কর,
হতে যদি আলোহীন তুহীনের দেশ
নাহি যেথা শ্যাম শোভা গীত-গন্ধ-লেশ,
হতে যদি বর্ব্বরের বিহারের ভূমি
তবু এই জীবনের তীর্থ হতে তুমি।"

—প্রমথ নাথ।

সন ১৩৩২ সাল ৩রা ফাল্গুন, সোমবার।

দেশপ্রেম।

দেশকে ভালবাসার অর্থই দেশের লোককে ভালবাসা। দেশের লোকের প্রকৃতি ভালই হউক আর মন্দই হউক, দেশের লোকের ব্যবহার রুচির অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, দেশের লোকের বিচারবুদ্ধি প্রশংসাপ্রবণই হউক বা নিন্দাপ্রবণই হউক, দেশকে যে প্রকৃতভাবে ভালবাসিবে সে কিছুরই অপেক্ষা রাখিবে না। জননী যেরূপ সন্তানের গুণাগুণ বিচার করে না, পতিব্রতা সতী যেরূপ স্বামীর ভালমন্দ ব্যবহারের অপেক্ষা করে না, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র যেরূপ পিতামাতার নিন্দা-প্রশংসার ধার ধারে না, তদ্রূপ প্রকৃত দেশভক্ত দেশের লোকের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। দেশপ্রেমের এই আদর্শ দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত হয় না বলিয়াই গ্রামে প্রচার করিতে গিয়া যখন দেখি বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকজনের আশানুরূপ সমাগম হয় নাই, সংগঠনের কার্য্য করিতে গিয়া যখন দেখি চার বৎসরের চেষ্টায়ও চরকায় কাহারও তেমন আন্তরিক আস্থা হয় নাই, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার সময় যখন বুঝি দেশের কাজকে একটি ছাত্রও জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে না, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করিতে গিয়া যখন টের পাই সহকর্ম্মীরা সব নিজ নিজ স্বার্থসাধনের দিকে চলিয়াছে তখন নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। মনে হয়, এই হতভাগ্য দেশের লোকগুলির সেবা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। যাহারা গুণের আদর করিতে জানে না, ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করিবার যাহাদের শক্তি নাই, কার্য্যকুশলতা দেখিয়াও যাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছাই জন্মে না, সাধারণের কাজ করিতে গিয়াও যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলিতে পারে না, তাহাদের সেবায় শরীর মন নষ্ট করিয়া কি হইবে? তাহাদের উন্নতির নিমিত্ত বৃথা প্রয়াস করিয়া লাভ কি? তাহাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা যে অসম্ভব! ইহাপেক্ষা নির্জ্জনে গিয়া সাধনভজন করিলে অথবা একান্তে বসিয়া দর্শন, সাহিত্যের আলোচনা করিলে ভাল হইত। এইরূপভাবে নিষ্ফলতার ধারণা ক্রমশঃ অধিকার স্থাপন করিয়া দেশসেবায় ব্রতী অনেকের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, অবিশ্বাস আসিয়া তাহাদের কর্ম্মস্পৃহা শিথিল করিয়া দিতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দেশের প্রতি প্রকৃত প্রেম আমাদের মনে স্থিতি লাভ করে নাই, দেশকে আমরা মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। প্রতাপসিংহ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী যেরূপভাবে দেশকে ভাল বাসিতেন সেরূপভাবে ভালবাসিতে পারি নাই। শুধু একটা নৈতিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাময়িক ভাবের প্ররোচনায় দেশকে উদ্ধার করিব, দেশের উন্নতি সাধন করিব, দেশকে মুক্ত করিব এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছি; যখনই সঙ্কল্পসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে হইতেছে, তখনই অবিশ্বাস আসিতেছে। কিন্তু প্রেমিকের সেবাধর্ম্মে অবিশ্বাসের স্থান নাই, চিরবিশ্বাসই প্রেমকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখে। গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনের একটি ঘটনায় আমরা এই ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাঁহার একজন সহকর্ম্মী বন্ধু ছিলেন, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তিনি তাঁহাকে প্রধান সহায় বলিয়া মনে করিতেন, অতিশয় বিশ্বাসী সুহৃদ্ বলিয়া তাঁহার সহিতই সব বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। একবার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারাও অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না। কালক্রমে এই বন্ধুটিই শত্রুপক্ষের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া গুরুগোবিন্দসিংহের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই গুরুগোবিন্দ সব জানিতে পারিলেন। অন্তঃকরণে অতিশয় আঘাত লাগিল, কিন্তু এই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতায়ও তিনি বিচলিত হইলেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে পরমাত্মন, ইহারাই আমার দেশের লোক, ইহাদিগকে লইয়াই আমার থাকিতে হইবে, ইহাদের জন্যই আমি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছি, ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসঘাতকতায় যেন মন ক্ষুব্ধ না হয়, মানবচরিত্রে অবিশ্বাস না জন্মে"। এই আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ এইভাবে দেশকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অবিচলিতচিত্তে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেশের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। আর, আমাদের সেই প্রেম, সেই ভালবাসা নাই বলিয়াই আমরা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া দেশের লোকের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া নিষ্ফলতার দোষ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করি

এবং দেশের সেবায় একনিষ্ঠভাবে লাগিয়া থাকিবার অক্ষমতাকে নিজের ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ হই। ভিতরে প্রকৃত দেশপ্রেম নাই বলিয়াই প্রত্যেক কাজে এত হিসাব নিকাশ করিবার প্রবৃত্তি হয়, লোকের দোষ দিয়া আত্মদোষক্ষালন করিবার চেষ্টা হয়। প্রেমের দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তরাভিমুখী, তাই দেশপ্রেমিকের ফলাফল বিচারের সময় নিজের দিকেই লক্ষ্য হইবে। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে আমরা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগে অন্তর্লক্ষ্যের (Inwardness of Non-co-operation) বিষয় বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই নৈরাশ্য-নিমগ্নচিত্তে উপায়ান্তর খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। চরকাকে আশ্রয় করিয়া অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের সেবা করিতে করিতে যখন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে এবং হৃদয়মধ্যে অনাবিল দেশপ্রেম ফুটিয়া উঠিবে তখনই দেখিতে পাইব অসহযোগে যে ত্যাগ আবশ্যক, অসহযোগে যে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, অসহযোগে যে সহিষ্ণুতা ও নিরভিমানতা আবশ্যক তাহার কিছুরই অভাব নাই। নিখিলভারতীয় চরকাসমিতি স্থাপন করিয়া মহাত্মা গান্ধী অনাড়ম্বর কর্ম্মে নিরত থাকিয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তেরই অপেক্ষা করিতেছেন।

দেশপ্রেমের আর একটি লক্ষণ আছে। দেশের লোকের দুঃখ কষ্ট দেশপ্রেমিকের মন সর্ব্বদা বিদ্ধ করে। জননী যেরূপ সন্তানের যাতনা দেখিলে হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করেন, দেশকে যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে তাহার মনেও সেইরূপ অনাহারক্লিষ্ট, রোগ-ক্ষীণ, দীন দুঃখী দেশের লোকের দুরবস্থার স্মৃতি অসহনীয় বেদনার সৃষ্টি করে। তাহার দৈনন্দিন জীবনেও এই ভিতরের জ্বালার সাড়া পাওয়া যায়। দৈবক্রমে কোন বিলাসের সামগ্রী তাহার ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সে যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে। স্বদেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের এই বেদনা অনুভব হইত বলিয়াই তিনি আমেরিকায় অবস্থানকালে দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিকালে মেজেতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেন এবং অভিযোগের কণ্ঠে ভগবানের নিকট নিবেদন করিতেন—"হে ভগবন্‌, ভারতের কত দরিদ্র কৃষক সামান্য গাত্রবস্ত্রের অভাবে শীতে কষ্ট পায়, আর আমাকে তুমি এই বিলাসের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছ"! এই জ্বালা তীব্রভাবে হৃদয়কে আঘাত করে বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী সমস্ত অনাবশ্যক পরিধেয় পরিত্যাগ করিয়া কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়াছেন। যে দেশের গরীবলোক মা বোনের লজ্জা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, সেই একই দেশের লোক হইয়া কোন প্রাণে আবশ্যকের অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের গরব করিবেন? ইহা আত্মমুক্তিলাভের নিমিত্ত কৃচ্ছ্রসাধন নহে, প্রকৃত প্রেমিকের অন্তর্নিহিত বেদনার বহির্বিকাশ মাত্র। আমাদের ভিতর ভালবাসার অভাবে সেই যাতনার অনুভূতি নাই বলিয়াই দেশহিতৈষণার অভিমান পোষণ করিয়াও আহারে, শয্যায়, পোষাকে কিছুতেই বিলাসের ভাব পরিত্যাগ করিতে পারি না। নিজেদের বেলা কতকটা ত্যাগ করিতে পারিলেও পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনকে বিলাসিতায় পুষ্ট করিয়া আভিজাত্যের গৌরব অনুভব করি। দেশপ্রেমের ত ইহা লক্ষণ নহে।

দেশপ্রেমিক এমন কোন কাজ করিতে পারে না যাহাতে দেশের লোকের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অবনতি হইতে পারে, এরূপকোন আচরণ করিতে পারে না যাহা অনুকরণ করিলে দেশের লোকের আর্থিক বা নৈতিক ক্ষতি হয়। নিজের বা পরিজনবর্গের জীবিকার জন্যও যদি ঐরূপ কার্য্য বা আচরণ করে তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে প্রকৃত দেশপ্রেম তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে নাই। এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঋণগ্রস্ত হইয়াও পুনরায় ব্যারিষ্টারি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করেন নাই, পূর্ব্বজীবনের বহু বিলাসিতার অভ্যাসই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে সে যে সব ত্যাগ করিয়া "চরণের দাসী" সাজিয়াছে, কামনা বাসনার যে সে অতীত হইয়াছে, তুচ্ছ লজ্জা ভয় মান তাহাকে কেমন করিয়া বিচলিত করিবে? দেশের কাজ, যাঁহারা জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই এই দেশপ্রেমের আদর্শের কথা বলিলাম।

পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণ—বহুদিনব্যাপী অন্ধ অনুকরণের পরে ভারত আজ আবার চোখ খুলিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে—যেটাকে বজায় না রাখিয়া কোনও কাযে হাত দিলে, তাহার চেষ্টা সফল হইবে না। তাই আজ দেখিতেছি—অতীতের সা[illegible] বর্ত্তমানের একটা যোগের চেষ্টা, একটা সামঞ্জ[illegible] বিধানের প্রয়াস। তাহার অন্তরে যে একটা বিশি[illegible] "সৃজন-প্রতিভা", একটা "নিজস্বতা" এই অবনতি[illegible] দিনেও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা সম্পূ[illegible] মুছিয়া ফেলিয়া পাশ্চাত্য চিন্তার ধারায় পাশ্চা[illegible] আদর্শের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। পাশ্চাত্যভাব সে গ্র[illegible] করিতে পারে, যদি সেটা তাহার প্রকৃতির বিরোধী না হয়[illegible] কিন্তু সেখানেও তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই সে[illegible] গ্রহণ করিবে। মানুষের বিশিষ্টতা ও মনুষ্যত্ববিনাশী কোন[illegible]

আদর্শই সে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই মনে হয়, এদেশে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হইবেই। সমস্ত দেশটা কলকারখানায় ভরিয়া ফেলিয়া এবং সে উদ্যমেরই সহায়করূপে ধনিকদের অর্থ এই ব্যাপারে প্রযুক্ত করিয়া দেশের লোকগুলিকে অর্থাগমের উপযোগী রক্তমাংসওয়ালা কতকগুলি যন্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা আমাদের দেশের পক্ষে কতটা উপযোগী ও কল্যাণকর হইবে, ভাবিয়া দেখিবার কথা। এইরূপ চেষ্টার ফলে কিছুদিনের জন্য কতক গুলি লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিবার আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু চেষ্টাটা কতদূর সফল হইবে, তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইউরোপেরও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই কলকারখানার সভ্যতার পরিণতি কোথায়? এই অর্থনৈতিক আদর্শের অনুসরণ করিয়া ইউরোপ যে ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই দেখিয়াই তাঁহারা আর্ত্তকণ্ঠে বলিতেছেন—ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও; মানুষের মনুষ্যত্বকে, বিশিষ্টতাকে আর এমন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে পিশিয়া ফেলিও না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইন্‌ পার্লামেণ্টের গত নির্ব্বাচনের সময় তাঁহার ঘোষণাপত্রে বলিয়াছিলেন—ইংলণ্ডকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে হইলে, বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, গ্রামগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে; কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন করতে হইবে; গ্রামের লোকের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে—Back to the villages. এই এই সব দেখিয়া শুনিয়াও, বিলাতী সভ্যতার চাকচিক্যে ভুলিয়া সেই ধ্বংসের পথেই আমাদের দেশটাকে টানিয়া লইবার যে উদ্যোগ এদেশে আরম্ভ হইয়াছে—তাহা, নূতন একটা কিছু বলিয়া বা করিয়া কৃতিত্ব দেখাইবার নিরর্থক প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নয়—এইরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

ভারতের দারিদ্র্য—মিঃ হোম্‌স নামক জনৈক আমেরিকাবাসী ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীর অবস্থা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে আসিলে বিদেশীর চোখে প্রথমেই পড়ে এদেশের সুপরিস্ফুট দারিদ্র্য; আবার যখন জনকয়েক দেশী ও বিদেশী ধনী ব্যক্তির বিলাসবাহুল্যের সহিত এই ব্যাপক দারিদ্র্যের তুলনা করিয়া দেখা যায়, তখন এইরূপ অবস্থার অস্বাভাবিকতাটাই আরও বেশী করিয়া চোখে পড়ে। আমাদের দেশের বড়লাট, ছোটলাট সাহেবদের চোখে কিন্তু এ রকমের কোন জিনিষই পড়ে না। তাঁহারা এদেশে দেখেন—ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের বাহুল্য; ঘি-দুধের ছড়াছড়ি। তাহা না দেখিলে, সাধারণের অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইয়া প্রাপ্ত রাজস্বের অর্দ্ধেকেরও বেশী সেনাবিভাগের জন্য ব্যয় করাই বা চলে কি করিয়া, আর ইংলণ্ডাগত বড় বড় শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদিগের অশোভন রকমের মোটা মোটা বেতনই বা যোগান যায় কোন্‌ মুখে?

ট্রেড্‌স-ইউনিয়ন্‌ বিল—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ট্রেড্‌স-ইউনিয়ন্‌ বিল্‌ পাশ হইয়া গেল। শ্রমিকদের সুখ সুবিধার কথা সর্ব্বদাই চিন্তা করেন—এমন কয়েকজন সদস্যের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলেই ইহা হইয়াছে। এই নূতন আইনের বলে কলকারখানার রেজেষ্ট্রীকরা মজুর সঙ্ঘগুলি কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু নানা উপায়ে তাহাদের ক্ষমতা গণ্ডীবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী সরকার করেন নাই। সঙ্ঘগুলি রাজনৈতিক ব্যাপারে, বা পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যও সঙ্ঘের অর্থভাণ্ডার হইতে কিছু ব্যয় করিতে পারিবে না। সঙ্ঘভুক্ত শ্রমিকদের সঙ্কীর্ণ সুখসুবিধার জন্যই সমস্ত অর্থ প্রযুক্ত হইবে। বাহিরের লোক সঙ্ঘের মধ্যে অধিক সংখ্যায় প্রবেশলাভ করিয়া, সঙ্ঘগুলিকে অতিরিক্তমাত্রায় অসুবিধাজনক না করিয়া তুলে—সেই দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। চোখে ধূলা দিবার উদ্দেশ্যে একহাতে কিছু দান করিয়া, অন্য হাতে তাহা কাড়িয়া লইবার অভ্যাস ও তজ্জনিত নিপুণতা সরকারের খুবই আছে।

সহরে গুণ্ডামি—ষ্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয়-রজনীতে পুরুলিয়ায় অভিনয় প্রাঙ্গণে যে এত বড় একটা অশোভন ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। শুনিতে পাইলাম, কয়েকজন লোক অলক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া প্রাঙ্গণের প্রাচীরের বাহির হইতে বড় বড় ঢিল ছুড়িতেছিল, তাহারই ফলে একজন মহিলা মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান। জখম এত গুরুতর হইয়াছিল যে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকাইয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই গুণ্ডামির কারণ কি, এবং কাহারাই বা এইরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল--সে বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া যায় নাই।

যে সহর যত বড় এবং সভ্যতার আমদানী যেখানে যত বেশী হইয়াছে, সেখানে গুণ্ডামির প্রকোপও তত বেশী দেখা যায়, যেমন কলিকাতা। আমরা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম যে পুরুলিয়া এখনও ততটা সভ্য হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে পুরুলিয়া ধীরে ধীরে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল—ইহাতে কাঁদিব না হাসিব বুঝিতে পারিতেছি না।

বিবিধ চিত্র।

পরীক্ষায় বিঘ্ন।

পরীক্ষার্থীর পিতা—ডাক্তার বাবু, মনোজের জ্বরটা যে কিছুতেই ছাড়্ছে না; ছয় দাগ ওষুদ খাইয়েছি, কিন্তু গায়ে যে তাপ সে তাপই আছে। কাল রাত্তিরে একশ চার উঠেছিল, আবার খুঁক্ খুঁক্ ক'রে একটু কাশিও টের পাচ্ছি। এখন উপায় করি কি বলুন দেখি!

ডাক্তার—মশাই, অত আটু পাটু করলেই কি ব্যারাম সারে? আমি ত আগেই বলেছি জ্বরটার ধরণ ভাল নয়, একটু সময় লাগ্‌বে। বেশী নড়া চড়া করতে দিবেন না, যে ওষুদ খাওয়াচ্ছিলেন তাই খাওয়ান গিয়ে।

পরীক্ষার্থীর পিতা—বলেন কি মশাই! পরশু যে মনোজের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হবে। সারা বছর, রাত নাই দিন নাই, কত মেহনত ক'রে পড়লে, আর শেষটা কি সামান্য জ্বরের জন্য পরীক্ষাটা দিতে পারবে না! এক বছর লস্ হ'লে যে, ডাক্তার বাবু, ম'রে যাব। কোন রকমে কুইনাইন্ টুইনাইন্ চাপা দিয়ে এযাত্রা রক্ষে করুন। নিন, আপনাকে আমি ডবল্ ফিস দিচ্ছি।

ডাক্তার—বেশী ডোজে কুইনাইন্ দিলে জ্বরটা ত মশায় থামান যায়, কিন্তু কাশিটার জন্যই একটু ভয় হচ্ছে। তা, আপনার যখন এতই দরকার তখন ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আগেই ব'লে রাখ্‌ছি মশাই, আপনার ছেলের স্বাস্থ্যটা কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে যাবে। শেষটায় আমার দোষ দিতে পারবেন না।

পরীক্ষার্থীর পিতা—দোষ আবার দিব কি? ডাক্তার বাবু! আপনার ন্যায় বিবেচক কে আছে এই সহরটার মাঝে? আমার মনোজ যদি কোন রকমে মাথা খাড়া ক'রে পরীক্ষাটা দিয়ে উঠ্‌তে পারে, তা হ'লেই সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে, আপনারও একটা নাম ডাক প'ড়ে যাবে। শরীরটারও সারাবার জন্য ভাবনা করিনা। শেষে না হয় কবিরাজের পাচন টাচন খাওয়ান যাবে, না হয় বেশী হ'লে দু'চার মাস ছুটী নিয়ে চেঞ্জে গিয়ে সারিয়ে আসব। পরীক্ষাটা ত দিক্, ডাক্তার বাবু!

—০—

পাশের খবর।

পিতা—এই এক দাগ ওষুদ খেয়ে নেও ত বাবা! বুক্‌টা বড় বেদনা কচ্ছে? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? কি করব বাছা, মানুষের ত কিছু সাধ্য নাই! একটু সুস্থির হ'য়ে ঘুমোও, তা হ'লেই বেশ আরাম পাবে।

মনোজ—বাবা! বাবা! অঙ্কে কোন রকম ক'রে পাশের নম্বরটা থাক্‌বে? ঐ গার্ড আস্‌ছে! থাম থাম কাগজটা নিবে এখন! উঃ, বড় জ্বালা!

মাতা—দেখ্‌ছি কি? মনোজ যে প্রলাপ বক্‌ছে খেয়াল নাই! শীগ্‌গীর বরফের জন্য লোক পাঠাও। আগেই বল্‌ছিলাম পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই, এখন ছেলে যে যায়!

টেলিগ্রাফ পিয়ন—বাবু! বাবু! তার এসেছে, নিয়ে যান্

মাতা—বাইরে ব'সে তার টার দেখ্‌তে হবে না, শীগ্‌গির এস, মনোজ কেমন কচ্ছে, দেখ এসে।

পিতা—মনোজ! মনোজ! বাবা আমার! তুমি যে পাশ হয়েছ!

ডাক্তার—কার কাছে আর বল্‌ছেন, সব শেষ হ'য়ে গেছে।

—০—

বর্ত্তমান শিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জন।

শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানী হইবে, ধার্ম্মিক হইবে, নীতি-পরায়ণ হইবে—এক কথায় মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলী সমস্তই শিক্ষা হইতে আসিবে। তাই শিক্ষার এত আদর, তাই দেশের সভ্যতার পরিমাপ করিতে হইলে শিক্ষিতের সংখ্যা গণনা করিতে হয়। তাই দেশের মঙ্গল সাধনের কথা উঠিলে আগে স্কুল কলেজ স্থাপনের কথা উঠে। তাই বর্ত্তমান শিক্ষাবর্জ্জনকে সকলেই ভয়ের চক্ষে দেখেন। কিন্তু যদি এই শিক্ষা উপযুক্ত গুণাবলী প্রদানে সক্ষম না হয় তাহা হইলে সমস্ত শিক্ষার আয়োজনটাকে একটা মস্ত ফাঁকিবাজি বলা যাইতে পারে, সেইজন্যই শিক্ষার এই দিকে দাবী কতটুকু তা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা দরকার।

কিন্তু একথার অবতারণা করিতে গেলেই অনেকে বলিয়া উঠিবেন, "ও সব অত বুঝি না—ইংরাজী অর্থকরী

বিদ্যা—শিক্ষার জন্য যত না হউক, তাহারা অর্থোপার্জ্জন-ক্ষম হইবে এই আশায় ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতেছি"। অভিভাবকেরাই শুধু এই কথা বলেন না—শিক্ষার্থীরাও এই কথা মনে করে। প্রথমে এইটাই দেখা যাক্। "লেখাপড়া করেযে গাড়িঘোড়া চড়ে সে"—একথা বাল্য-কাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, কাণপুর প্রভৃতি সহরে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর ও বড় বাড়ীর মালিকদের তালিকা লইয়া দেখাইবার সময় নাই। কিন্তু সে তালিকাতে যে এম্, এ, বি, এর স্থান বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহা নিশ্চয়।

সাধারণ শিক্ষা অর্থকরী না হইলেও ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওকালতী অর্থকরী শিক্ষা বটে, কিন্তু এই সব বিষয় কয়জন শিক্ষালাভ করিতে পারে? বর্ত্তমানের কলেজগুলিতে কতগুলি ছাত্র পড়িতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। যাহাদের ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলেজে পড়িবার দরকার কি? ওকালতীর কথা বলিব না। আজকাল যাহার কোনও কিছু করিবার নাই তাহাকেই উকিল দেখিতেছি। ইহাতে কেবলমাত্র যে নিজেদের কিছুই হইবে না তাহা নহে, যাহাদের এই ব্যবসায়ে দক্ষতা লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, যে সে উকিল হইতে গিয়া অনাবশ্যক প্রতি-যোগিতা সৃজন করিয়া তাহাদের পথের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, বারের দুই, এক জন উকিল ছাড়া অন্য সকল উকিলের রোজগারের একটা হিসাব লইলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এত পয়সা খরচ করিয়া উকিল হইবার পর যে পয়সা তাঁহারা রোজগার করেন, যাহা খরচ করিয়া আসিয়াছেন তাহার তুলনায় সেটা কিছুই নয়। এক্ষণে একজন ছাত্রকে বি, এ পড়াইতে মোটামুটি কত খরচ পড়ে তাহা দেখুন :—

	বেতন	বোর্ডিং	জলখাবার ইত্যাদি
ইণ্টারমিডিয়েট			
২ বৎসরে	১৭০৲	৪০০৲	৮০৲
			পুস্তকাদি ১০০৲ মোট ৭৫০৲ টাকা।
বি, এ ২ বৎসরে	১৭০৲	৪০০৲	৮০৲
			পুস্তকাদি ১৫০৲ মোট ৮০০৲ টাকা।
			১৫৫০৲

কিন্তু বস্তুতঃ খরচ পড়ে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ সকলেই কিছু একবারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া অসুখ বিসুখে খরচ আছে। এই পরিমাণ টাকাটা সাধারণভাবে কোনও গ্রাজুয়েটের সঞ্চয় করিতে কতদিন লাগে তাহা গ্রাজুয়েটদের নিকট সন্ধান লইলে জানিতে পারা যাইবে।

তা ছাড়া চাক্‌রী বা অন্য কিছু কাজকর্ম্মের যোগাড় করিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া যায়, তাহাতে ২০০৲ শত টাকা বাজে খরচ হয়। আজকাল গ্রাজুয়েটদের মধ্যে আর কোনও পথ না পাইয়া ওকালতী করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, তাহার জন্য পিতামাতার আরও ৫০০৲।৭০০৲ টাকা অধিক ব্যয় হয়। এইরূপে মিছামিছি অনেকগুলি বৎসরও অনর্থক নষ্ট হয়। ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার পরিবর্ত্তে ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা দিয়া কোনও ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়া দিলে টাকার দিক হইতে সুবিধাই হইত। এত খরচ পত্র করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইলে পিতামাতা দেখিলেন ছেলে হাকিম হওয়া দূরে থাকুক ৪০৲।৫০৲ টাকা মাসিক রোজগার করিবার চাকরী যোগাড় করিতে পারিতেছে না। যদিই বা কেহ যোগাড় করিল সে ত সহরের বাসা খরচ করিয়া মাসে ১০৲।১৫৲ টাকাও পিতামাতাকে দিতে সক্ষম হয় না। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এইরূপ আশাহত মরীচিকামুগ্ধ পিতামাতার অভাব নাই। এসব কথা যে সকলে একেবারে বুঝেন না তাহা নহে কিন্তু গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিবার অভ্যাস আমাদের মধ্যে এমন বদ্ধমূল যে ধীরভাবে বিবে-চনা করিয়া তাহার পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহ চাহেন না। যেমন জুয়ারী জুয়া খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তথাপি ঋণ করিয়া জুয়া খেলিয়া সব ফিরাইতে চাহে তেমনি অভিভাবকেরাও শিক্ষার জুয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়া-ছেন। "বুঝ্‌ছি কিছু হবেনা তবু দেখি"—এই তাহাদের কথা। এই দেখিবার প্রবৃত্তি যতদিন না যাইবে ততদিন ধনে প্রাণে ধ্বংসের হাত হইতে মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকদের কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও সাধনা।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ, অথ, এই মাঙ্গলিক দুই শব্দ শাস্ত্রমতে বেরিয়েছিল
সবের আগে ব্রহ্মার কণ্ঠ হ'তে।

অতি সত্য শাস্ত্রবাক্য, মাথায় ক'রে মানি
কিইবা বুঝি, মাতৃ-ভাষা, তাও কি ভাল জানি?
মোটামুটি দেখে শুনে করি অনুমান,
কেও নাই আর এ সংসারে মায়েরই সমান।
মায়ের কৃপায় বল, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, শরীর,
মায়ের শিক্ষায়, মায়ের দীক্ষায় জ্ঞানী, কর্ম্মবীর।
মায়ের মতন আপন ভুলে কেও ভাল না বাসে;
বুকের রক্ত দিয়ে কেবা আমরণ কাল পোষে?
মা না থাক্‌লে সকল আঁধার থাক্ না আর সবাই,

কৃমিকীটের অধম সে যার "মা" টী মুখে নাই।

ভাষা শ্রেষ্ঠ মাতৃভাষা, ভূমি মাতৃভূমি,
এমনটী আর কোথাও নাই ভাই, স্বর্গে যাও না তুমি।
সবার আগে মায়ের কোলে, মায়ের মুখটি দেখে
মায়ের রসে রক্তে পুষ্ট শিশু "মা মা" শিখে।
"মা" সিদ্ধি, "মা" সাধন ভজন, মা গুরু, মা ইষ্ট,
মা সারাৎসার, সুধার আধার, "মা" বুলিটী মিষ্ট।
মাতৃভক্তি, মায়ের সেবা, ভবসাগরের সেতু;
সর্ব্বমঙ্গলা মা যে আমার সর্ব্ব মঙ্গলের হেতু।
মাতৃভাবটী ভুলে গিয়েই এত দুর্দ্দশা কষ্ট;
মাতৃমূর্ত্তির মর্য্যাদা ভুলেই দেশটা হ'ল নষ্ট।
স্ত্রী পুরুষ সব মায়ের মূর্ত্তি গুরু মুখে জেনে,
কোটী কোটী কোটী মায়ের প্রণাম শ্রীচরণে।
মা, মা, শ্যামা, ওগো ওমা! পাগলী মা আমার!
বাবার বুকে পাটী দিয়ে দাঁড়াও না একবার!
হাতে অসি, এলোকেশী, গলায় মুণ্ডমালা,
তাথৈ তথৈ নাচ দেখি মা, আয় মা গিরিবালা!
কালোরূপে আলো কর, দেখি আপন ভুলে
শুনি রুণু ঝুণু রুণু নাচি মা মা ব'লে।
হৃদে বসে মিষ্ট ভাষে বলাও তোমার বাণী;
শাস্ত্রমর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম জানাও গো জননী।
মা, বাপ, ভাইয়ে ভক্তি, ভালবাসা সর্ব্বজীবে,
স্ত্রীমূর্ত্তিতে জগন্মাতা দেখে বিভোর ভাবে;
দশের জন্য, দেশের জন্ত, সত্যের জন্য ম'রে,
বিশ্বের কিসে সুখ শান্তি হয় সদাই চিন্তা ক'রে,
সকলের ভিতর তোমায় দেখবো এই জন্য প্রাণ কাঁদে,
অটল থাকে শুদ্ধাভক্তি, নিবেদন শ্রীপদে।

ক্রমশঃ

শ্রীতপানন্দ স্বামী

স্থানীয় সংবাদ।

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড—

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ভজুডিতে এক অতি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ এই যে ১১৯ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার যখন রাত্রিবেলা ভজুডি ষ্টেশনের বাহিরে সিগ্‌নেলের কাছে আসে তখন হঠাৎ গাড়ী থামিয়া যায়। ড্রাইভার কারণ জানিবার জন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া অন্যান্ত লোকজন লইয়া গার্ডের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখে যে গার্ড রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় তাহার গাড়ীতে শায়িত এবং নীচে একটী লোহার সিন্দুক পড়িয়া আছে। এই সিন্দুকে সেদিন ছোট ছোট ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৭০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আদ্রায় পাঠান হইতেছিল—দস্যুদলের বোধ হয় এই টাকা লুণ্ঠন করিবারই উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারে নাই, তাহা বহিয়াও লইয়া যাইতে পারে নাই। গার্ড মিঃ গর্ডন অতি অল্পবয়স্ক ছিল। তাহার গাড়ির আগে ৫।৬ খানা মালগাড়ি থাকাতে হতভাগ্যের চীৎকার পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পায় নাই। তাহার সমস্ত শরীরে প্রায় ৩৭টী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান। পুলিশ তদন্ত করিতেছে। লাস সদরে চালান দেওয়া হইয়াছে।

পরার্থে প্রাণদান—গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১১টার সময় স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারের অফিসের হেড্ এ্যাসিস্‌টেন্ট শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষের ১০ বৎসর বয়স্কা ভাইজি তাঁহার বাড়ীর চাক্‌রাণী যোগী বাউরিণীর সহিত সাজিলাল সাহেবের বেড়স্থিত পুকুরে স্নান করিতে যায়। স্নান করিবার সময় মেয়েটী জলে ডুবিবার উপক্রম হয়। যোগী বাউরিণী তখন তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটী তাহাকে শুদ্ধ জড়াইয়া ধরাতে উভয়েই তলাইয়া যায়। শ্রীমান্ অকিঞ্চন মুখোপাধ্যায় নামক একটি যুবক জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া মেয়েটী উপরে ভাসিতেছে দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করে এবং কিছুক্ষণ খোঁজ করিয়া অবশেষে চাক্‌রাণী মৃতদেহ জল হইতে উঠায়। উভয়কেই হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে মেয়েটির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। কিন্তু ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মিত্র ও লেডী ডাক্তার মহাশয়া ও অন্যান্য ডাক্তারগণ বহু চেষ্টা করিয়াও যোগী বাউরিণীর দেহে সংজ্ঞার সঞ্চার করিতে পারিলেন না। পরার্থে জীবন দিয়া যোগী বাউরিণী দিবাধামে চলিয়া গেল।

পুরুলিয়ায় আবার থিয়েটার—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে পুরুলিয়ায় পার্শী থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ষ্টার থিয়েটার আসিয়া পুরুলিয়া হইতে টাকা লুটিয়া লইবার যে সহজ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহাই অনুসরণ করিয়া বড় বড় সহরের অভাবগ্রস্ত থিয়েটারের দলগুলি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির বন্যায় আমাদের এই অসুন্দর সহরটীকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ব্যাপারে উদাসীনতাই এই কথা বলিবার কারণ নহে। তবে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে বুঝিয়াছি যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহু অসুন্দর ব্যাপারের সংঘটন এস্থানে হয়—ইহাই বিড়ম্বনার কথা।

বিবিধ সংবাদ।

নিখিল-ভারত-দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডার—উক্ত ভাণ্ডারের সম্পাদক ২৩শে জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদ হইতে জানাইয়াছেন যে তখন পর্য্যন্ত ভাণ্ডারে মোট ১২২,৩৮৮৵০ আনা আদায় হইয়াছে।

ভারতে শিক্ষা—১৯২৩-২৪ সনে ভারতবর্ষে

বিদ্যালয় ছিল—২১৯,১৩১ টি

ছাত্র সংখ্যা—৯,৩১৭,৬৫১।

এই বিদ্যালয়ের জন্ত সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল—৮০ লক্ষ টাকা।

বালিকা বিদ্যালয়—২৪,৭৭৭ টি।

ছাত্রী সংখ্যা—৯৪৪,০৫০। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রীই অল্পমাত্র শিক্ষালাভ করিবার পরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে।

আমদানী ও রপ্তানী—করাচি বন্দরে গত জানুয়ারী মাসে নিম্নপ্রদত্ত তালিকানুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে :—

বস্ত্র আমদানী হইয়াছে—৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের।

তুলা রপ্তানী হইয়াছে—৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা মূল্যের।

জাপান হইতে ১৯২৫-২৬ সনে ৯ মাসে—৪৯,৯৮০,০০০৲ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় ভারতে চালান আসিয়াছে।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি—সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্থির করিয়াছেন যে আগামী ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইবে; ৬ই এবং ৭ই মার্চ্চ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা—বেকার সমস্তার সমাধানের জন্তএকটী কমিটি গঠনের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার উদ্দেশ্য এই যে কমিটি কর্ম্মহীনতার কারণ অনুসন্ধান করিবে এবং তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবে।

সরকার এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবেন কিনা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। স্বরাজ্য দলের বাধা সত্ত্বেও কন্‌টেম্প্‌ট অব কোর্ট বিল পাশ হইয়াছে। হাইকোর্ট ও চীফ্‌কোর্টগুলিকে নূতন ক্ষমতা দান করিয়া সংবাদপত্র গুলির স্বাধীনমত ব্যক্ত করিবার পথে একটি অভিনব বাধার সৃষ্টি করা হইল।

বড়লাট সাহেবের ঘোষণা—

কাউন্‌সিল অব ষ্টেটের উদ্বোধন উপলক্ষে বড়লাট লর্ড রেডিং প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রিটীশরাজ ভারতে একটি নৌবাহিনী গঠন করিতে সম্মতি দিয়াছেন। ইহা ভারতের অর্থে তাহার নিজস্ব নৌবহর হইবে এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ভারতের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। ভারতবাসীরা এই নৌবহরে প্রবেশের অধিকার পাইবে এবং আপাততঃ বৎসরে একজন করিয়া ভারতবাসীকে নৌবিভাগের সামরিক কার্য্যে শিক্ষিত করা হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে আফিম রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে—এই নীতি অবলম্বন করিয়াই ভারত সরকার এখন আফিমের চাষ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিতে আরম্ভ করিবেন। ঔষধপত্রে ব্যবহারের জন্ত যতটা প্রয়োজন কেবল সেই পরিমাণে আফিমই বিদেশে রপ্তানী হইবে—ইহাই সরকারের উদ্দেশ্য। কাবটা ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে।

বাওলা হত্যার জের—

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে যখন বোম্বাইতে বাওলা হত্যার মামলা চলিতেছিল তখন এই ব্যাপারের সহিত মহারাজা হোলকারের নাম জড়িত হইয়াছিল। মহারাজা হোলকার প্রকৃতই এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন কিনা অনুসন্ধান করিবার জন্ত ভারত সরকার একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ এই কমিশনে বিকানীরের মহারাজা, মহীশুরের মহারাজা, দুইজন হাইকোর্টের জজ—স্যার্ গ্রিম্‌উড মেয়ার্স ও স্যার সি সি, সি ঘোষ এবং ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী থাকিবেন। প্রথম গুজব রটিয়াছিল যে মহারাজা এই তদন্ত ব্যাপারে মত দিবেন না, বরং স্বেচ্ছায় গদি ত্যাগ করিবেন। কিন্তু এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি তদন্তব্যাপারে আপত্তি করিবেন না, কারণ ব্রিটীশ বিচারবুদ্ধির উপরে তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে।

ঢাকায় রবীন্দ্র নাথ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ঢাকায় পৌছিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত ঢাকায় বিপুল আয়োজন চলিতেছিল। ঢাকাবাসী কবীন্দ্রকে যথেষ্ট সমাদরের সহিতই অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে। ইহার পর কবি কুমিল্লা যাইবেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী অভয়াশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

জগৎগুরুর আবির্ভাব—

৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় মিসেস্ বেশান্ত বলিয়াছেন—পৃথিবীর উদ্ধারের জন্ত জগৎগুরুর আবির্ভাবের সময় আসিয়াছে। পূর্ব্বে পৃথিবীর সঙ্কটকালে মানবজাতির ত্রাণের জন্ত জগৎগুরুর আবির্ভাবের সময় যে যে লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এখন সেই সব লক্ষণই আবার মানুষের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

পাটের কলের শ্রমিকদের অবস্থা—

মিঃ জনষ্টন্ এবং ডাণ্ডি পাটের কলের মজুরসঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ জে, এফ্, সিম্ ভারতে পাটের কলের মজুরগণের অবস্থা নিজেদের চক্ষে দেখিয়া গিয়া বিলাতে একটী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে ১৯১৫ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে পাটের কলের অংশীদারগণ তাঁহাদের মূলধনের উপর শতকরা ৯৫৲ টাকা লাভ করিয়াছেন, আর মজুরদের বেতন বর্ত্তমানে মাসিক ষোল টাকার অধিক নয়। তাহাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১০ বৎসরেরও কম যাহাদের বয়স তাহাদের মৃত্যুর হার বৎসরে শতকরা ৫০। শিশুমজুরদের জন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই।

বিশ্ব ভারতীতে দান—

নাভানগরের জামসাহেব বিশ্বভারতীর কলাভবনের জন্ত ১০,০০০৲ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বে আরও দুইবার ১০,০০০৲ সহস্র করিয়া টাকা তিনি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা—

হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন দিল্লীতে ১২ই মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে।

হংকং—

চীনা কুলি ও নাবিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে; ক্যাণ্টনের প্ররোচনায়ই তাহারা এইরূপ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শান্তিভঙ্গ না হয় এইজন্য নৌ-সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবকগণ রাস্তায় পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে।

মসুল সমস্যা—

ইরাক লইয়া তুরস্ক ও ইংলণ্ডের সহিত যে মনোমালিন্য চলিতেছে তাহার মিটমাট হইয়া গিয়াছে—পার্লামেণ্টে রাজার অভিভাষণে এই কথা বলা হইয়াছে। এই সংবাদে তুরস্কের জনসাধারণ আদৌ সন্তুষ্ট হয় নাই। যত দিন ইংলণ্ড বর্ত্তমান নীতিরই অনুসরণ করিবে তত দিন মীমাংসার কোনই সম্ভাবনা নাই—ইহাই তাঁহাদের মত। পূর্ব্বযুগের তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া কাষ করান চলিত কিন্তু ব্রিটীশ মন্ত্রিসভা যে এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—আধুনিক তুরস্ক পূর্ব্বকালের তুরস্ক নয়—ইহা তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

ইংলণ্ডে কৃষকদিগকে ঋণ-দানের ব্যবস্থা—

প্রকাশ যে ব্রিটীশ মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডের কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদিগকে সুবিধায় ঋণ দিবার জন্য একটা উপায় স্থির করিতেছেন। প্রাপ্য ফসলের জামিনের উপরেই যাহাতে কৃষকেরা এইরূপ ঋণ পাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এইরূপ ঋণদানের ব্যবস্থা কোন দিনই ছিল না।

তরবারির সাহায্যে শান্তিস্থাপন—

ইটালির প্রধান মন্ত্রী মুসোলিনি ইটালির প্রতিনিধিসভায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমারা শান্তি চাই। যদিও চারিদিকে "শান্তি! শান্তি!" একটা রব উঠিয়াছে, কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া দেখি বৃহদাকার বিমানে আকাশ সমাকীর্ণ, আবার নিম্নের দিকে তাকাইয়া দেখি নবনির্ম্মিত রণপোত সমুদ্রগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছে। ....সুতরাং প্রকৃত শান্তির জন্য তরবারির আশ্রয়ই আমাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়"।

মিশরে বর্জ্জন নীতি—

মিশরে জগ্লুলপাশার দলভুক্ত দেশসেবকগণ এবং উদারনৈতিক দলের ও ওয়াটানিষ্ট দলের সভ্যগণ সম্মিলিতভাবে এই মর্ম্মে একখানা ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, যেহেতু মিশর সরকার এখনও পূর্ব্বেরই ন্যায় জাতির ইচ্ছাকে দমন করিবার এবং আইনানুমোদিত শাসনপদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ ইহারা আগামী নির্ব্বাচনে যোগদান করিবেন না। নূতন আইন অনুসারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রজা নির্ব্বাচনাধিকার পাইয়াছে বটে, কিন্তু সরকারের অন্যায় আচরণই তাঁহাদিগকে এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

মানভূমের অঙ্গচ্ছেদ।

আজ প্রায় তিন বৎসরের উপর হইতে চলিল, মানভূম জিলাকে ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জিলা সৃষ্টি করিবার একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই জিলায় ৭।৮ পুরুষ ধরিয়া বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, এবং যাঁহারা নিজেরা জমি জমা করিয়া এখানে চিরকালের জন্য বসতি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, অর্থাৎ মানভূম জিলার স্থায়ী অধিবাসিগণ—সদর সব্ডিভিসনে বা ধানবাদ অঞ্চলে, যেখানেই বাস করুন না কেন—কোনও আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াই এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই। আদিম অধিবাসীদের কথা বাধ্য হইয়াই বাদ দিতে হইতেছে, কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা এখনও এসব ব্যাপারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষিত হইয়া উঠে নাই। মানভূমবাসীদের পক্ষে এইরূপ বিভাগের ইচ্ছা প্রকাশ করা অস্বাভাবিক, কারণ সদরেই বাস করুন আর ধানবাদ অঞ্চলেই বাস করুন, কোনরূপ স্বার্থের সংঘাত বা আচার ব্যবহারের বৈষম্য যে তাঁহাদের মধ্যে নাই বরং নানা ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ—এটা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই জানেন।

তাই আমাদের বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক—বিভাগের কথাটা উঠিলই বা কেমন করিয়া, আর কাহারাই বা কথাটা তুলিলেন। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন কোন স্থলে জিলার সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অপারক হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জিলা ভাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানভূমের কোনও ডেপুটিকমিশনার কোন দিন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই নাই। কেবল মিঃ হিগ্নেল্ একবার জিলার কার্য্যনির্ব্বাহের সুবিধার জন্য একজন এডিস্‌নাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জিলার রাজকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব ডেপুটিকমিশনারের; মানভূমের রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারটা একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব—এইরূপ অভিযোগ এক মিঃ হিগ্নেল ছাড়া আর কোন ডেপুটিকমিশনারই করেন নাই এবং তিনিও একজন সাহায্যকারী চাহিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জিলা ভাগের প্রস্তাবটা আসিল একজন সবডিভিস্নাল অফিসারের নিকট হইতে, যাঁহার উপরে জিলার কোন দায়িত্বই নাই। আর এই সবডিভিস্নাল অফিসার হইতেছেন স্বনামধন্য মিঃ হর্ণলে।

একজন সবডিভিস্নাল্ অফিসার জিলা ভাগের কথাটা তুলিলেন—ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জিলার সমগ্র রাজকার্য্যের দিক হইতে এই প্রস্তাবের সূচনা হয় নাই; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সে দায়িত্ব ডেপুটিকমিশনারের। মিঃ হর্ণলে প্রস্তাবিত বিভাগের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ধানবাদে একটি পৃথক্ জিলাবোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাই প্রধান। অন্য যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা পরে করিব। তিনি বলিয়াছেন মানভূম জিলাবোর্ড ধানবাদের অভাব অভিযোগগুলির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেয়

না; সদর সব ডিভিসনের প্রতিই বোর্ডের অধিক দৃষ্টি। এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য বোর্ডের আয় ব্যয়ের একটা বিস্তারিত হিসাব দেওয়া এ প্রবন্ধে অসম্ভব; তবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের একটি ছোট হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত বোর্ড ব্যয় করিয়াছে মোট—

ধানবাদ সব্-ডিভিসনের জন্য প্রায় ১৩,৮৯০০০৲
সদর ... ... ১১,৫২০০০৲

রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য—

ধানবাদ প্রায় ১০১৮০০০৲
সদর „ ৮২৬০০০৲

জিলা বোর্ডনির্ম্মিত পথের সমষ্টির দৈর্ঘ্য:—

	১(ক)	১(খ)	২(ক)	২(খ)
সদর—	প্রায় ২১ মাঃ	৮ মাঃ	৬৮ মাঃ	৩৮৬ মাঃ
ধানবাদ—	„ ৭৪ „	২৫ „	১১ „	৭২ „
	—৩(কাঁচা)	৪(কাঁচা)		
	—৮ মাঃ	৫৭ মাঃ		

• •

দুর্ভিক্ষের সময় আরম্ভ করা হইয়াছিল এরূপ অসম্পূর্ণ পথের সমষ্টির দৈর্ঘ্য:—

সদর ৩০ মাইল।
ধানবাদ ২৪ „

গ্রাম্য পথের সমষ্টির দৈর্ঘ্য:—

সদর ৩৭৫ মাইল
ধানবাদ—প্রায় ১৫৬ „

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে ধানবাদের জন্য রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও তাহার জন্য যথাসম্ভব ব্যয় করিতে জিলাবোর্ড কিছুই কার্পণ্য করে নাই। সুতরাং জিলাবোর্ড ধানবাদকে অবহেলা করিয়াছে—এ কথাটার মূলে সত্য কতটুকু পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন।

ধানবাদের জন্য পৃথক একটি জিলাবোর্ড থাকার প্রয়োজন আছে—এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য মিঃ হর্ণলে আর যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে (১) ধানবাদ অঞ্চলের লোকের স্থানীয় ব্যাপার পরিচালনবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়; পুরুলিয়ায় বোর্ড থাকাতে এই স্বাধীনতা ধানবাদস্থ লোকেরা পাইতেছে না। (২) ধানবাদ অধিক পরিমাণে সেস্ দেয়, সুতরাং বোর্ডের সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ ধানবাদ অঞ্চল হইতেই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত; তাহা হয় নাই। (৩) বোর্ডের আয়ের অধিকাংশ ধানবাদের জন্যই ব্যয় হওয়া উচিত; তাহাও হয় না। (৪) ধানবাদের সভ্যদের পুরুলিয়াতে যাতায়াতের অসুবিধা। প্রথম কথার উত্তর এই যে ধানবাদ লোক্যাল বোর্ডকে যতটা সম্ভব ক্ষমতা দিতে বোর্ড মোটেই কুণ্ঠিত হয় নাই এবং এ ব্যাপারে ধানবাদের সভ্যদের ইচ্ছানুসারেই কায হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা—কেহ ট্যাক্স বেশী দিলেই ভোট একাধিক পাইবে—এইরূপ ব্যাপার কোথাও দেখা যায় না। তবুও ধানবাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে যে কয়জন সদস্য বোর্ডে নির্ব্বাচিত হইবার কথা, তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্য ধানবাদ হইতে নির্ব্বাচিত হয়। আর, (৩) সেস্ বেশী দিলেই যদি বেশী সুখ সুবিধার দাবী করা চলে তবে পঞ্চকোটের রাজা বাহাদুর, তাঁহার রাজধানীর জন্য বর্ত্তমানে বোর্ড যাহা করিতে পারিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু দাবী করিতে পারেন, কারণ জিলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেস্ তিনিই দিয়া থাকেন। এই হিসাবে চলিলে যে কোন প্রতিষ্ঠানেরই কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা সত্বেও উল্লিখিত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ধানবাদ সবডিভিসনের রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও সংস্কারের জন্য সদর সবডিভিসন অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং হইতেছে। (৪) যাতায়াতের অসুবিধার কথা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ধানবাদ হইতে পুরুলিয়াতে আসিতে যত না অসুবিধা, ইচাগড় ও বাগমুণ্ডি হইতে পুরুলিয়া আসায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অসুবিধা। তাই বলিয়া ইচাগড়ে একটি পৃথক বোর্ড করিতে হইবে নাকি? ধানবাদ অঞ্চলের সদস্য দিগের সুবিধার জন্য দামোদরের উপর ৯ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বোর্ড একটি পুল করিয়া দিয়াছে।

পৃথক জিলা বোর্ড না থাকায় ধানবাদবাসীদের বড় অসুবিধা হইতেছে; সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটি পৃথক বোর্ড থাকা প্রয়োজন। পৃথক জিলা না হইলে পৃথক বোর্ড হইতে পারে না; সুতরাং জিলাটাকে দুই ভাগ করা হউক—ইহাই মিঃ হর্ণলের বক্তব্য এবং তাঁহার যুক্তির দৌড়ও এই পর্য্যন্তই। তার উপর যদি পাঠক মনে রাখেন যে ছোটনাগপুরের জিলাবোর্ডগুলিতে বিহার ও উড়িষ্যার স্বায়ত্বশাসন আইন অনুসারে কার্য্য হয় না; সেখানে জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান জিলার ডেপুটিকমিশনারই হইয়া থাকেন, তবেই বোধ হয় পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিবেন জিলা ভাগের জন্য এত প্রয়াস কেন। পাঠকগণ সম্ভব পূর্ব্ববর্ণিত বিবরণ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, যে অসুবিধার কথা হর্ণলে সাহেব বলিয়াছেন তাহার অস্তিত্ব কল্পনারাজ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। মিঃ হর্ণলের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন জন কয়েক ধানবাদস্থ উকিল যাঁহারা ব্যবসায় উপলক্ষেই ধানবাদে বাস করিতেছেন। আর সমর্থন করিয়াছেন সাহেব ব্যবসায়িগণ; নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের এমন সুযোগ আর মিলিবে না ভাবিয়াই বোধ

তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া এই ব্যাপারে লাগিয়াছেন। এই শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের আবদারটাকে মানভূমের তথা ধানবাদের জনসাধারণের মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি কার্য্যে অগ্রসর হন, তবে বুঝিতে হইবে সাধারণের মত উপেক্ষা করাই রাজ্য পরিচালনার নীতি বলিয়া গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত জিলাবোর্ডের দিক হইতে কথাটার আলোচনা করিয়াছি, এখন সাধারণ ভাবে আলোচনা করা যাউক। মিঃ হর্ণলে তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে সদর সবডিভিসনের ও ধানবাদ অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে ভাষার, আচারব্যবহারের এবং স্বার্থেরও বৈষম্য রহিয়াছে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে একথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। কোলিয়ারীর কুলিদের কথা বাদ দিলে, ধানবাদ অঞ্চলের লোকের ভাষা বাঙ্গালা-তাহারা বাঙ্গালী। আর জনকয়েক অন্য প্রদেশের যে ব্যবসায়ী আছেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং ধানবাদ ও সদরের মধ্যে এবিষয়ে বৈষম্য যদি কিছু থাকে তাহা নামমাত্র। স্বার্থের বৈষম্যের কথাটাও এই দরেরই। বহু এমন জমিদার এই জিলায় আছেন, যাঁহাদের উভয় সবডিভিসনেই জমিদারী বর্ত্তমান। তাহা ছাড়া বিবাহাদি সূত্রে উভয় স্থানের বহু লোক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এবিষয়ের পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মোট কথা পৃথক একটি জিলা গঠন করিবার স্বপক্ষে যে সব কারণ দেখান হইয়াছে, তাহার কোনটারই সারবত্তা কিছু নাই। ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে একটা কিছু বলিতে হইবে বলিয়াই বলা হইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে কেবল ধানবাদ সবডিভিসনটিকে লইয়া একটি জিলা গঠন করা সম্ভব কি না। ধানবাদ সবডিভিসনের আয়তন ৮০৩ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪লক্ষ এবং রাজস্ব ৮১৮৫৲টাকা। সমস্ত মানভূম জিলার আয়তন ৪১৩০বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫লক্ষ। হাজারিবাগ, রাঁচি এবং প্যালামৌ—এই তিনটি জিলার প্রত্যেকটিরই আয়তন মানভূম অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং আয়তন হিসাবে বিভাগের কিছু প্রয়োজন নাই—এটা ধরিয়া লইতে হইবে। সে যাহা হউক, ধানবাদের এই সামান্য রাজস্বের উপর নির্ভর করিয়া, এই সামান্যসংখ্যক লোক লইয়া, এই অল্পায়তন ভূমিখণ্ডের উপরে একটি পৃথক জিলার বোঝা চাপান কি করিয়া চলিতে পারে? ধানবাদে মাদক দ্রব্যের বিক্রয় হইতে যে আয়টা সরকারের এখন হইতেছে, চিরকালই কি তাহা একভাবে থাকিবে? এখন কয়লার বাজার যেরূপ দেখা যাইতেছে এবং যেরূপভাবে কয়লার খনিগুলি বন্ধ হইতেছে, তাহাতে ধানবাদ অঞ্চলের কুলিমজুরদের নিকট হইতে আবগারীর আয় পূর্ব্বের মত উঠান কঠিন নয় কি? কয়লার খনিগুলি চিরকাল থাকিবে না। তখন এই স্থিতিহীন লোকসংখ্যার হ্রাস যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলা বাহুল্য; রাণীগঞ্জের অবস্থা দেখিয়াই ইহা বুঝিতে পারা যায়। লোকসংখ্যা কমিলে মাদকদ্রব্য বিক্রয়, কোর্ট ফি, রেজিষ্ট্রেসন ফি প্রভৃতিতে সরকারের এখন যাহা আয় হইতেছে, তাহা হইতে অনেক কম হইবে। তখন নূতন জিলার খরচ গবর্ণমেন্ট যোগাইবেন কোথা হইতে? জমি হইতে যে রাজস্বটা আদায় হয় তাহার একটা স্থিতিশীলতা আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই নূতন কোন ব্যাপারে হাত দেওয়া সরকারের পক্ষে বিবেচনার কার্য্য হইবে। কিন্তু ধানবাদ হইতে জমির জন্য যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া একটা জিলার কাজ চলিতে পারে কি না, গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

যুক্তির দিক দিয়া মানভূমের বিভাগের কথা উঠিতেই পারে না। মানভূমের মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত যাহাদের অস্তিত্ব জড়িত, তাহারাও এইরূপ দ্বিধাকরণের পক্ষপাতী নয়। গবর্ণমেণ্টের এই সব ব্যাপারগুলি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যদি সাধারণের সুখ সুবিধার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সদর ও ধানবাদ সবডিভিসনের অধিবাসিগণের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহা নির্ম্মম ভাবে ছিন্ন করিয়া বিহার সরকার এই অন্যায় আব্‌দার রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তবে বুঝিব—গত বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন হইতে কোন শিক্ষাই তাঁহারা লাভ করেন নাই।

এই জিলাবিভাগ সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ঘটনার উল্লেখ বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সদরের দূরত্ব অছিলায় কোন এক শ্বেতাঙ্গ কোম্পানির আবেদন ও আন্দোলনের ফলে খাতড়া, রায়পুর ও শিমলাপাল থানা মানভূম জিলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঁকুড়াতে সংযুক্ত করা হয়। অবশ্য তৎকালে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল এজন্য এই বিভাগের সমর্থন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে, মোটর গাড়ী ও রেলের বহুল প্রচলন সত্ত্বেও ধানবাদবিভাগ কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। নীলব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গ কোম্পানির আন্দোলনে তাহাদের বিশেষ সুবিধার জন্য সারণ জিলা হইতে চম্পারণ পৃথক করিয়া নন-রেগুলেটিং জিলা করা হইয়াছিল। নূতন জিলা করিয়া চম্পারণে সরকার বাহাদুর শ্বেতাঙ্গ কোম্পানির মনোমত আইন-কানুন চালাইয়াছিলেন। এই আইনকানুনে "চম্পারণ প্রজা হাঙ্গামা" রূপ যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ ভারতীয় নেতাগনের চেষ্টায় এই হাঙ্গামা প্রশমিত হয় এবং সরকার বাহাদুর চম্পারণ রেগুলেটিং জিলাতে পরিণত করিতে বাধ্য হয়েন। এই সব ঘটনা আলোচনা করিয়া আশঙ্কা হয়—ধানবাদকে স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত করিয়া সরকার বাহাদুর কয়লাব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গ কোম্পানিদিগের সুবিধার্থে নূতন নূতন আইনকানুন প্রবর্ত্তন করিলেও করিতে পারেন কিন্তু ইহার ফল যে কিরূপ বিষময় হইবে তাহা আপাততঃ কল্পনাও করা যায় না।

শ্রীজীমূত বাহন সেন।

পোষ্ট-অফিসে টিকেট না থাকায় মফঃস্বলে কাগজ পাঠা-ইতে বিলম্ব হইল।

সম্পাদক।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার।

সাধারণ পৃষ্ঠা।	... ...	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা— ২ কলম	... ...	১০৲ টাকা
„ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা—১ কলম	... ...	৬৲
„ সিকি পৃষ্ঠা— ½ কলম	... ...	৩॥০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

কর্ম্মখালি।

পল্লীসেবক আবশ্যক—পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক (কৃষি-সমিতি) হইতে সমবায়-প্রণালীতে কৃষি ও পল্লীসেবা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দুইটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বৃত্তি মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে ছয় মাসের জন্য দেওয়া হইবে। যাঁহারা উক্ত বৃত্তির প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক :—

(১) বাঙ্গালা ও ইংরেজী লিখিতে পড়িতে ও হিসাব রাখিতে হইবে এবং তাহা গ্রামের লোকদের শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) গ্রামের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা তাহা শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। স্বহস্তে লাঙ্গল দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) কৃষক ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত সাংসারিক আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ এবং গ্রামের সমষ্টিগত বা সমাজিক জীবনের আর্থিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপায় নিরূপণ করিবার অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ থাকা আবশ্যক।

(৪) বৃত্তিভোগীদের সব সময় গ্রামে বসবাস করিতে হইবে এবং সেজন্য শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৫) বৃত্তিপ্রার্থীদের চরিত্র বিষয়ে সার্টিফিকেট আবশ্যক। উক্ত কাজে চরিত্রবলই প্রধান সম্বল।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

পুরুলিয়া।
৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার,
সম্পাদক কৃষি সমিতি।
পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক।

জমি বিক্রয়।

পুরুলিয়া ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোডের উপরে পুরাতন পুলিশক্লাবের পশ্চিমে আন্দাজ ৪ বিঘা পরিমাণ জমি বিক্রয় হইবে। জমিটি বড় রাস্তার উপরে, এবং চারিদিক বেশ খোলা। কেহ ইচ্ছা করিলে সমস্ত জমিই কিনিতে পারেন, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়াও বিক্রয় হইতে পারে। সমস্ত জমি নিলে কিছু সুবিধায় দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই জমির সম্বন্ধে কিছু খবর জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

১৪।২।২৬

শ্রীসুবোধ চন্দ্র ঘোষ
পুরাতন পুলিশ ক্লাব।
ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোড,
পুরুলিয়া।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস অফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

দেশবন্ধু প্রেস

পুরুলিয়া

এই প্রেসে প্রীতি-উপহার

VISITING CARDS, INVITATION CARDS, LETTER HEAD

প্রভৃতি যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা ছাপা

অতি সুন্দর ভাবে হইয়া থাকে।

চেক দাখিলা প্রভৃতি সমুদয় জিনিষ মজুত আছে

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—:o:—

মিউনিসিপ্যালিটী।

বসন্ত রোগের প্রতিকার।

সহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই কারণে জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন :—

১। পীড়িত ব্যক্তিকে একটি গৃহে একা রাখা উচিত এবং মাত্র একজন বা দুইজনকে তাহার শুশ্রূষার্থে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

২। গৃহের অন্যান্য সকল ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ টিকা লওয়া উচিত। যদি তৎক্ষণাৎ এরূপ করা হয়, তাহা হইলে তাহারা রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে।

৩। রোগীর বস্ত্রাদি এবং শয্যা জলে ফুটাইয়া বা উষ্ণপ্রাপ্ত জলে শোধন করিয়া ও পরিশেষে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেওয়া উচিত।

৪। রোগ-সংবাদ অতি সত্বর নিকটস্থ থানা, মিউনিসিপ্যাল আফিসে ও ডিসপেন্সারীতে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে টিকা দেওয়াইবার জন্য মিউনিসিপ্যাল টিকাদারগণকে খবর দেওয়া উচিত এবং রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি শোধন করিবার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

৫। রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইলে, ঐ গৃহে গন্ধক জালিয়া গৃহ বিশুদ্ধ করা উচিত। গোবরের সহিত এক তোলা পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া ঐরূপ দুই এক শত ঘুঁটে ঐ গৃহের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

৬। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে টিকা লইলে বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুরা এক বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে পুনরায় টিকা দিলে তাহাদের আর কখনও বসন্ত হইবে না।

৭। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে টিকা দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে টিকাদারকে সংবাদ দিলে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া পরদানশীন মহিলাগণকে ও অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে টিকাদার টিকা দিয়া আসিবে। তাহার জন্য কোনপ্রকার ফি দিতে হইবে না।

১। পুরুলিয়া সদর হাঁসপাতাল।
সিভিল সার্জ্জেনের আফিসের বারান্দাতে —
সোমবার—বেলা ৭টা হইতে ১০টা।

২। কেতিকা ডিপো।
দুর্গামেলাতে—
মঙ্গলবার— ঐ

৩। নডিহা ডিপো।
শিবমন্দিরের বারান্দাতে—
বুধবার— ঐ

৪। ভাটবাঁধ ডিপো।
মিশন স্কুলের প্রাঙ্গনে—
বৃহস্পতিবার— ঐ

৫। নামপুরুলিয়া দুর্গামেলা।
শুক্রবার — ঐ

৬। নীলকুঠিডাঙ্গা ডিপো।
শ্রীযুক্তশশধর গাঙ্গুলীর বাড়ীর বারান্দাতে—
শনিবার— ঐ

"মুক্তি"র নিয়মাবলী।

—§§§—

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা এবং যান্মাসিক ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ⁄০ এক আনা। ভি পি তে যথাক্রমে ২৸৴০ টাকা ও ১৸৴০ টাকা লাগিবে।

২। যাঁহারা "মুক্তিতে" বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপনের হার জানিতে পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি" পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং
স্বদেশী কাপড়ের দোকান
চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া
খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজি, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বরকম ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়, সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া আয়ুর্ব্বেদাশ্রম।
এখানে প্রায় সর্ব্ববিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তৈল প্রস্তুত থাকে ও অর্ডার মত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি, বাতব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ বৃহচ্ছাগালাদ্য তৈল ২৪৲ সের, প্রতি অর্দ্ধ পোয়া ৩৲ টাকা, খাঁটী চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৪৲ টাকা, অতি উৎকৃষ্ট সালসা, রক্ত পরিষ্কারক, বায়ুদোষ ও শ্লেষ্মানাশক, বলবীর্য্যপুষ্টিকারক, অমোঘ রসায়ন—মহাশক্তি রসায়ন ২৪ আউন্স বোতল ৩।০, পেটেন্ট।
ঔষধাদি ভিঃ পিঃ তেও পাঠান হয়।
কবিরাজ—শ্রীদুর্গাদাস রায় কবিভূষণ।
পুরুলিয়া বাজার।

শঙ্কর।
হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।
শ্রীশ্রীসীতারাম।
এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।
ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী।
এইচ, এম, বি,
নাম পুরুলিয়া।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি
শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তি স্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

স্বর্ণ ঘটিত

শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারিতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুল ৷৶০ আনা, ৬ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

প্রতি খান ১০ তোলা।

গবর্ণমেণ্টের টাকশালের ছাপযুক্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণ খরিদ করুন। বাজারের খাদ মিশ্রিত সোণা ক্রয় করিয়া যাহাতে কেহ প্রতারিত না হন সেজন্য আমরা এই খাঁটি সোণা আমদানী করিয়াছি।

ইহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট
ব্রাঞ্চ ঝরিয়া।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত
"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩৷৶০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—।৶০ আনা।
চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

মানুষ হ'!

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

প্রতি সংখ্যা ⁄০ আনা

বাসন্তী দেবী

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার। ১০ই ফাল্গুন ১৩৩২, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ { ১০ম সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

. এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।⁄০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২)•সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ⁄০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

——:✿:——

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সালের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৭(১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, চাঁইবাসা রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি জোলাগ'ড়্যার ময়লার ডিপোতে যাইবার রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাস কাল মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল অফিসে কোন আপত্তি দাখিল না করেন, তাহা হইলে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬	স্বা—শশধর গঙ্গুলী, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালটির ভাইস্-চেয়ারম্যান।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত গলিতে যাঁহার কিছু স্বত্ব আছে এরূপ যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যাল অফিসে—মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার কর্ত্তৃক প্রস্তুত নক্সা বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য ৬৩০ ফুট।

প্রস্থ ৭ হইতে ১০½ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) গোকুল দাত্তর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(২) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৩) ৺ভূয়ালি মিস্ত্রীর কূপ (ব্যাস—১০ ফুট)।
(৪) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৫) রঘুনাথ সিংএর গৃহ।
(৬) বদ্রী নারায়ণ মাড়োয়ারীর পতিত জমি।
(৭) রামবরণ রামের গৃহ।
(৮) রামবরণ রামের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সখীচাঁদ ভকতের গৃহ।
(২) বিজন সাহার গৃহ।
(৩) শালগ্রাম পাঁড়ের গৃহ।
(৪) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৫) কুঞ্জ মাড়োয়ারীর গৃহ এবং বাড়ী।
(৬) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৭) মহম্মদ সাফীর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৮) আজিম খাঁর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৯) মকবুল খাঁর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১০) ফৈজ মহম্মদের প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১১) মকবুল খাঁর গৃহ এবং বাড়ী।
(১২) উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(১৩) সবু মুচীর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, নডিহা শিবতলা লেন হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি আশু মাহাতর জমিতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী বা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল আফিসে কোনও প্রকার আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

পুরুলিয়া, মিউনিসিপ্যাল আফিস। ১০ই ফেব্রুয়ারী।	স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি। ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য—৩৩০ ফুট।

প্রস্থ— ১০ ফুট।

পূর্ব্ব সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) মাদারী জোলার বাস্তু এবং বাড়ী।
(৩) বিশখা মাহাতর বাড়ী।
(৪) রাধানাথ বড়ঙ্গীর পতিত বাড়ী।
(৫) একটি গলি।
(৬) ডিঙ্গলি মাহাতর পতিত জমি।

পশ্চিম সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৩) যোগেন্দ্রবাবুর গৃহ।
(৪) আশু মাহাতর বাস্তু এবং বাড়ী।

—:০:—

"মুক্তি"

"কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।"

—দ্বিজেন্দ্র লাল।

সন ১৩৩২ সাল ১০ই ফাল্গুন, সোমবার।

আবার তোরা মানুষ হ'!

ওরে তরুণের দল! তোদের এরূপ নিরুৎসাহ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তোরাই যে দেশের জীবনীশক্তি, তোরাই যে সকলের প্রাণের বল, একমাত্র আশার স্থল। তোদের ভিতর শক্তির সাড়া পেয়েই ত স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক বলে বিশ্ববিজয় করবার কল্পনা করেছিলেন, তোদের ভাবের প্রেরণায় বিশ্বাস করেই ত ভাবুক চিত্তরঞ্জন ধন মান বিভব এমনকি প্রাণটা পর্য্যন্ত তুচ্ছ ক'রে দেশের কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, তোদের দৃঢ়তার উপর ভরসা করেইত সুভাষ অনিল বন্দীজীবনের লাঞ্ছনা বরন ক'রে নিয়েছিল। তোরা এখন পিছিয়ে পড়লে মানব কেন, এগিয়ে যেতে ভয় পেলে দেশের লোক শুনবে কেন? কাজে তোদের লাগতেই হবে, ভাবের বন্যায় তোদের ভাসতেই হবে, দেশের জীবন মরণের লড়াইয়ে তোদের ঝাপিয়ে পড়তেই হবে, স'রে দাঁড়ালে চলবে না। রেখে দে এখন তোদের আরাম বিরামের অজুহাত, রেখে দে এখন তোদের কলাবিদ্যার অনুশীলন, রেখে দে এখন তোদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অন্বেষণ; আগে খাঁটি মানুষ হ'য়ে মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে শিখ, অধীনতার কলঙ্ক কপাল থেকে পুছে ফেল্, স্বাধীনভাবে জগতের সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। তারপর যে পথে চলতে হয় চলিস্, যে দিকে মন যেতে চায় যাস্, যে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছা হয় করিস্। তখন ভোগ করতে ইচ্ছা হ'লেও স্বাধীনভাবেই ভোগের ইন্ধন যোগাতে পারবি, ত্যাগ করতে মন গেলেও নির্ভীক ভাবেই ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে লেগে থাকতে পারবি। এখন তোদের এদিক্ ওদিক্ কোন দিক্ই হচ্ছে না, সে কথা ভেবে দেখেছিস্ কি? কিসের আশায়, কোন ভরসায় বৃথা খেটে খেটে শরীর মন সব নষ্ট কচ্ছিস্? কেন শুধু না খেয়ে, রাত্রি জাগরণ ক'রে কতকগুলি অকেজো পুথির বাঁধাবুলি, পূর্ব্বপুরুষের গ্লানিকর কতকগুলি মিথ্যাকলঙ্কের কথা, আর তোদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না জন্মাতে পারে তার জন্য মতলব ক'রে লেখা কতকগুলি জালকরা মনগড়া কাহিনী মাথার ভিতর ঢুকাতে চেষ্টা ক'রে অকালমৃত্যুকে সাধ ক'রে ডেকে আন্‌ছিস্? কি হবে এই পণ্ডশ্রম ক'রে, কি হবে এই ষাঁড়ের গোবর বহন ক'রে, এই মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান্ হ'য়ে? কোন্ কুহকে আকৃষ্ট হয়ে তোরা জীবনের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে,—মনুষ্যত্বের দাবী ছেড়ে দিয়ে, ধর্ম্মে কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে পথভ্রান্ত পথিকের মত প্রকৃত স্বার্থেরও বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছিস্? বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা নিয়ে লোকের মত লোক ব'লে গণ্য হবি? তাও ত আর হচ্ছেনা, পাশকরা বাবু ব'লে দেশের অজ্ঞ মূর্খ লোকগুলাও ত আর সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে তফাতে দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাক্‌ছে না! পাশের মুরাদ্ যে অশিক্ষিত কুলি মজুররাও বুঝে গেছে। চাকরি ক'রে জীবিকার সংস্থান ক'রে নিবি? তাও ত দেখ্‌ছি মুস্কিল ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একে ত চাকরি মেলাই ভার, তারপরে উপরওয়ালার লাথি জুতা খেয়ে দু'দশ টাকা রোজগার হ'লেও জিনিষ পত্রের যেরূপ দাম চ'ড়ে গেছে, আর তোদের চালচলনের যেরূপ মাত্রা বেড়ে গেছে, তাতে পরিবার প্রতিপালন ত দূরের কথা, নিজের বাজে খরচগুলিও কুলান দায়। উকীল মোক্তার হ'য়ে দেহাতের অজ্ঞলোকদের পরস্পর কলহ ক'রে আত্মনাশ করবার নারকীপ্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে নিত্যনূতন টাকা পয়সা আমদানি ক'রে একটু আরাম বিরামে জীবন কাটাবি ইহাই কি তোদের অভিপ্রায়? সে পথেও দেখছি বেজায় বিঘ্ন। যে সকল নবীনের দল ওপথে গিয়েছে, আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে তাদের দুর্দ্দশা দেখলে যে ওপথে পা বাড়াতেও ইচ্ছা যাবে না। কেউ বা বটতলায় ব'সে মক্কেলের প্রতীক্ষায় হাহুতাশ কচ্ছে, আর কেউবা উকীলখানায় বা মোক্তারখানায় ব'সে কড়িকাঠ গুণে স্কুলে থাকতে যে গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিল তার পরিচয় দিচ্ছে আবার ঘরে এসে সিগারেটের বিলের টাকা শোধ করতে না পারায় তাগাদার জ্বালায় অস্থির হচ্ছে। কোথায় শান্তি সুখ? ডেপুটী বা মুনসেফ্ হ'য়ে হাকিমী করবার উচ্চাভিলাষ হয়েছে? তোদের প্রতিভার অপব্যয় করবার বেশ উপযুক্ত সুযোগ মিলবে বটে, উপরওয়ালার হুকুম মাফিক ফাইল সাফ্ করবার জন্য একজনের জমী অন্যকে দিতে, বা নির্দ্দোষীকে ফন্দীবাজের কথায় দণ্ড দিতে যে হিসাব ক'রে কলম চালাতে হয় তাতে ভাষার কায়দা বা লজিক্ শিক্ষার সার্থকতা হবে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে, বা বিবেক থাকলে তার বৃশ্চিকদংশনে রাত্রের অনিদ্রায় যে অকালে বহুমূত্র রোগে তোদের দেহটাকে পেয়ে বসবে সে কথা খেয়াল আছে কি? এ সব ছোট খাট হাকিমীতে পোষাবে না, তাই একটা বড় রকমের পরীক্ষায় পাশ ক'রে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার কল্পনা করেছিস্? তা, সেটা বড় মন্দ নয়। দাঁড়কাক

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সালের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৭(১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, চাঁইবাসা রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি জোলাগ'ড়্যার ময়লার ডিপোতে যাইবার রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাস কাল মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল অফিসে কোন আপত্তি দাখিল না করেন, তাহা হইলে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

স্বা—শশধর গঙ্গুলী,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালটির
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত গলিতে যাঁহার কিছু স্বত্ব আছে এরূপ যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যাল অফিসে—মিউনিসিপ্যাল স্বব্-ওভারসিয়ার কর্ত্তৃক প্রস্তুত নক্সা বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য ৬৩০ ফুট।
প্রস্থ ৭ হইতে ১০½ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) গোকুল দাস্তর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(২) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৩) ভূয়ালি মিস্ত্রীর কূপ (ব্যাস—১০ ফুট)।
(৪) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৫) রঘুনাথ সিংএর গৃহ।
(৬) বদ্রী নারায়ণ মাড়োয়ারীর পতিত জমি।
(৭) রামবরণ রামের গৃহ।
(৮) রামবরণ রামের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সখীচাঁদ ভকতের গৃহ।
(২) বিজন সাহার গৃহ।
(৩) শালগ্রাম পাঁড়ের গৃহ।
(৪) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৫) কুঞ্জ মাড়োয়ারীর গৃহ এবং বাড়ী।
(৬) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৭) মহম্মদ সাফীর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৮) আজিম খাঁর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৯) মক্‌বুল খাঁর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১০) কৈজ মহম্মদের প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১১) মক্‌বুল খাঁর গৃহ এবং বাড়ী।
(১২) উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(১৩) সবু মুচীর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, নডিহা শিবতলা লেন হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি আশু মাহাতর জমিতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী বা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল আফিসে কোনও প্রকার আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
১০ই ফেব্রুয়ারী।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য—৩৩০ ফুট।
প্রস্থ— ১০ ফুট।

পূর্ব্ব সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) মাদারী জোলার বাস্তু এবং বাড়ী।
(৩) বিশখা মাহাতর বাড়ী।
(৪) রাধানাথ মড়ঙ্গীর পতিত বাড়ী।
(৫) একটি গলি।
(৬) ডিঙ্গলি মাহাতর পতিত জমি।

পশ্চিম সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৩) যোগেন্দ্রবাবুর গৃহ।
(৪) আশু মাহাতর বাস্তু এবং বাড়ী।

—:o:—

"মুক্তি"

"কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।"
—দ্বিজেন্দ্র লাল।

সন ১৩৩২ সাল ১০ই ফাল্গুন, সোমবার।

আবার তোরা মানুষ হ'!

ওরে তরুণের দল! তোদের এরূপ নিরুৎসাহ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তোরাই যে দেশের জীবনীশক্তি, তোরাই যে সকলের প্রাণের বল, একমাত্র আশার স্থল। তোদের ভিতর শক্তির সাড়া পেয়েই ত স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক বলে বিশ্ববিজয় করবার কল্পনা করেছিলেন, তোদের ভাবের প্রেরণায় বিশ্বাস করেই ত ভাবুক চিত্তরঞ্জন ধন মান বিভব এমনকি প্রাণটা পর্য্যন্ত তুচ্ছ ক'রে দেশের কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, তোদের দৃঢ়তার উপর ভরসা করেইত সুভাষ অনিল বন্দীজীবনের লাঞ্ছনা বরণ ক'রে নিয়েছিল। তোরা এখন পিছিয়ে পড়্‌লে মানব কেন, এগিয়ে যেতে ভয় পেলে দেশের লোক শুনবে কেন? কাজে তোদের লাগতেই হবে, ভাবের বন্যায় তোদের ভাস্‌তেই হবে, দেশের জীবন মরণের লড়াইয়ে তোদের ঝাপিয়ে পড়্‌তেই হবে, স'রে দাঁড়ালে চল্‌বে না। রেখে দে এখন তোদের আরাম বিরামের অজুহাত, রেখে দে এখন তোদের কলাবিদ্যার অনুশীলন, রেখে দে এখন তোদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অন্বেষণ; আগে খাঁটি মানুষ হ'য়ে মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে শিখ্, অধীনতার কলঙ্ক কপাল থেকে পুছে ফেল্, স্বাধীনভাবে জগতের সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। তারপর যে পথে চল্‌তে হয় চলিস্, যে দিকে মন যেতে চায় যাস্, যে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছা হয় করিস্। তখন ভোগ করতে ইচ্ছা হ'লেও স্বাধীনভাবেই ভোগের ইন্ধন যোগাতে পারবি, ত্যাগ করতে মন গেলেও নির্ভীক ভাবেই ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে লেগে থাকতে পারবি। এখন তোদের এদিক্ ওদিক্ কোন দিক্‌ই হচ্ছে না, সে কথা ভেবে দেখেছিস্ কি? কিসের আশায়, কোন ভরসায় বৃথা খেটে খেটে শরীর মন সব নষ্ট কচ্ছিস্? কেন শুধু না খেয়ে, রাত্রি জাগরণ ক'রে কতকগুলি অকেজো পুথির বাঁধাবুলি, পূর্ব্বপুরুষের গ্লানিকর কতকগুলি মিথ্যাকলঙ্কের কথা, আর তোদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না জন্মাতে পারে তার জন্য মতলব ক'রে লেখা কতকগুলি জালকরা মনগড়া কাহিনী মাথার ভিতর ঢুকাতে চেষ্টা ক'রে অকালমৃত্যুকে সাধ ক'রে ডেকে আন্‌ছিস্? কি হবে এই পণ্ডশ্রম ক'রে, কি হবে এই ষাঁড়ের গোবর বহন ক'রে, এই মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান্ হ'য়ে? কোন্ কুহকে আকৃষ্ট হয়ে তোরা জীবনের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে,—মনুষ্যত্বের দাবী ছেড়ে দিয়ে, ধর্ম্মে কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে পথভ্রান্ত পথিকের মত প্রকৃত স্বার্থেরও বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছিস্? বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা নিয়ে লোকের মত লোক ব'লে গণ্য হবি? তাও ত আর হচ্ছেনা, পাশকরা বাবু ব'লে দেশের অজ্ঞ মূর্খ লোকগুলাও ত আর সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে তফাতে দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাক্‌ছে না! পাশের মুরাদ্ যে অশিক্ষিত কুলি মজুররাও বুঝে গেছে। চাকরি ক'রে জীবিকার সংস্থান ক'রে নিবি? তাও ত দেখ্‌ছি মুস্কিল ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একে ত চাকরি মেলাই ভার, তারপরে উপরওয়ালার লাথি জুতা খেয়ে দু দশ টাকা রোজগার হ'লেও জিনিষ পত্রের যেরূপ দাম চ'ড়ে গেছে, আর তোদের চালচলনের যেরূপ মাত্রা বেড়ে গেছে, তাতে পরিবার প্রতিপালন ত দূরের কথা, নিজের বাজে খরচগুলিও কুলান দায়। উকীল মোক্তার হ'য়ে দেহাতের অজ্ঞলোকদের পরস্পর কলহ ক'রে আত্মনাশ করবার নারকীপ্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে নিত্যনূতন টাকা পয়সা আমদানি ক'রে একটু আরাম বিরামে জীবন কাটাবি ইহাই কি তোদের অভিপ্রায়? সে পথেও দেখছি বেজায় বিঘ্ন। যে সকল নবীনের দল ওপথে গিয়েছে, আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে তাদের দুর্দ্দশা দেখলে যে ওপথে পা বাড়াতেও ইচ্ছা যাবে না। কেউ বা বটতলায় ব'সে মক্কেলের প্রতীক্ষায় হাহুতাশ কচ্ছে, আর কেউ বা উকীলখানায় বা মোক্তারখানায় ব'সে কড়িকাঠ গুণে স্কুলে থাক্‌তে যে গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিল তার পরিচয় দিচ্ছে আবার ঘরে এসে সিগারেটের বিলের টাকা শোধ করতে না পারায় তাগাদার জ্বালায় অস্থির হচ্ছে। কোথায় শান্তি সুখ? ডেপুটী বা মুনসেফ্ হ'য়ে হাকিমী করবার উচ্চাভিলাষ হয়েছে? তোদের প্রতিভার অপব্যয় করবার বেশ উপযুক্ত সুযোগ মিল্‌বে বটে, উপরওয়ালার হুকুম মাফিক ফাইল সাফ্ করবার জন্য একজনের জমী অন্যকে দিতে, বা নির্দ্দোষীকে ফন্দীবাজের কথায় দণ্ড দিতে যে হিসাব ক'রে কলম চালাতে হয় তাতে ভাষার কায়দা বা লজিক্ শিক্ষার সার্থকতা হবে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে, বা বিবেক থাক্‌লে তার বৃশ্চিকদংশনে রাত্রের অনিদ্রায় যে অকালে বহুমূত্র রোগে তোদের দেহটাকে পেয়ে বস্‌বে সে কথা খেয়াল আছে কি? এ সব ছোট খাট হাকিমীতে পোষাবে না, তাই একটা বড় রকমের পরীক্ষায় পাশ ক'রে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার কল্পনা করেছিস্? তা, সেটা বড় মন্দ নয়। দাঁড়কাক

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সালের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৭(১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, চাঁইবাসা রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি জোলাগ'ড়্যার ময়লার ডিপোতে যাইবার রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাস কাল মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল অফিসে কোন আপত্তি দাখিল না করেন, তাহা হইলে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

স্বা—শশধর গঙ্গুলী,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালটির
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত গলিতে যাঁহার কিছু স্বত্ব আছে এরূপ যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যাল অফিসে—মিউনিসিপ্যাল সব্-ওভারসিয়ার কর্ত্তৃক প্রস্তুত নক্সা বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য ৬৩০ ফুট।
প্রস্থ ৭ হইতে ১০½ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) গোকুল দাস্তর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(২) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৩) ৺ভুয়ালি মিস্ত্রীর কূপ (ব্যাস—১০ ফুট)।
(৪) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৫) রঘুনাথ সিংএর গৃহ।
(৬) বদ্রী নারায়ণ মাড়োয়ারীর পতিত জমি।
(৭) রামবরণ রামের গৃহ।
(৮) রামবরণ রামের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সখীচাঁদ ভকতের গৃহ।
(২) বিজন সাহার গৃহ।
(৩) শালগ্রাম পাঁড়ের গৃহ।
(৪) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৫) কুঞ্জ মাড়োয়ারীর গৃহ এবং বাড়ী।
(৬) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৭) মহম্মদ সাফীর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৮) আজিম খাঁর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৯) মকবুল খাঁর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১০) ফৈজ মহম্মদের প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১১) মকবুল খাঁর গৃহ এবং বাড়ী।
(১২) উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(১৩) সবু মুচীর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, নডিহা শিবতলা লেন হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি আশু মাহাতর জমিতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত সমগ্র গলির, উহার কোনও অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী বা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল আফিসে কোনও প্রকার আপত্তি দাখিল না করেন, তবে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
১০ই ফেব্রুয়ারী।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য—৩৩০ ফুট।
প্রস্থ— ১০ ফুট।

পূর্ব্ব সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) মাদারী জোলার বাস্তু এবং বাড়ী।
(৩) বিশখা মাহাতর বাড়ী।
(৪) রাধানাথ বড়ঙ্গীর পতিত বাড়ী।
(৫) একটি গলি।
(৬) ডিঙ্গলি মাহাতর পতিত জমি।

পশ্চিম সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ।
(২) সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৩) যোগেন্দ্রবাবুর গৃহ।
(৪) আশু মাহাতর বাস্তু এবং বাড়ী।

—:০:—

“মুক্তি”

“কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।”
—দ্বিজেন্দ্র লাল।

সন ১৩৩২ সাল ১০ই ফাল্গুন, সোমবার।

আবার তোরা মানুষ হ'!

---

(১) ওরে তরুণের দল! তোদের এরূপ নিরুৎসাহ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তোরাই যে দেশের জীবনীশক্তি, তোরাই যে সকলের প্রাণের বল, একমাত্র আশার স্থল। তোদের ভিতর শক্তির সাড়া পেয়েই ত স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক বলে বিশ্ববিজয় করবার কল্পনা করেছিলেন, তোদের ভাবের প্রেরণায় বিশ্বাস করেই ত ভাবুক চিত্তরঞ্জন ধন মান বিভব এমনকি প্রাণটা পর্য্যন্ত তুচ্ছ ক'রে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তোদের দৃঢ়তার উপর ভরসা করেইত সুভাষ অনিল বন্দীজীবনের লাঞ্ছনা বরণ ক'রে নিয়েছিল। তোরা এখন পিছিয়ে পড়্‌লে মানবে কেন, এগিয়ে যেতে ভয় পেলে দেশের লোক শুনবে কেন? কাজে তোদের লাগতেই হবে, ভাবের বন্যায় তোদের ভাস্‌তেই হবে, দেশের জীবন মরণের লড়াইয়ে তোদের ঝাঁপিয়ে পড়্‌তেই হবে, স'রে দাঁড়ালে চল্‌বে না। রেখে দে এখন তোদের আরাম বিরামের অজুহাত, রেখে দে এখন তোদের কলাবিদ্যার অনুশীলন, রেখে দে এখন তোদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অন্বেষণ; আগে খাঁটি মানুষ হ'য়ে মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে শিখ্, অধীনতার কলঙ্ক কপাল থেকে পুছে ফেল্, স্বাধীনভাবে জগতের সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। তারপর যে পথে চল্‌তে হয় চলিস্, যে দিকে মন যেতে চায় যাস্, যে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছা হয় করিস্। তখন ভোগ করতে ইচ্ছা হ'লেও স্বাধীনভাবেই ভোগের ইন্ধন যোগাতে পারবি, ত্যাগ করতে মন গেলেও নির্ভীক ভাবেই ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে লেগে থাকতে পারবি। এখন তোদের এদিক্ ওদিক্ কোন দিক্ই হচ্ছে না, সে কথা ভেবে দেখেছিস্ কি? কিসের আশায়, কোন ভরসায় বৃথা খেটে খেটে শরীর মন সব নষ্ট কচ্ছিস্? কেন শুধু না খেয়ে, রাত্রি জাগরণ ক'রে কতকগুলি অকেজো পুথির বাঁধাবুলি, পূর্ব্বপুরুষের গ্লানিকর কতকগুলি মিথ্যাকলঙ্কের কথা, আর তোদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না জন্মাতে পারে তার জন্য মতলব ক'রে লেখা কতকগুলি জালকরা মনগড়া কাহিনী মাথার ভিতর ঢুকাতে চেষ্টা ক'রে অকালমৃত্যুকে সাধ ক'রে ডেকে আন্‌ছিস্? কি হবে এই পণ্ডশ্রম ক'রে, কি হবে এই ষাঁড়ের গোবর বহন ক'রে, এই মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান্ হ'য়ে? কোন্ কুহকে আকৃষ্ট হয়ে তোরা জীবনের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে,—মনুষ্যত্বের দাবী ছেড়ে দিয়ে, ধর্ম্মে কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে পথভ্রান্ত পথিকের মত প্রকৃত স্বার্থেরও বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছিস্? বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা নিয়ে লোকের মত লোক ব'লে গণ্য হবি? তাও ত আর হচ্ছেনা, পাশকরা বাবু ব'লে দেশের অজ্ঞ মূর্খ লোকগুলাও ত আর সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে তফাতে দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকছে না! পাশের মুরাদ্ যে অশিক্ষিত কুলি মজুররাও বুঝে গেছে। চাকরি ক'রে জীবিকার সংস্থান ক'রে নিবি? তাও ত দেখ্‌ছি মুস্কিল ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একে ত চাকরি মেলাই ভার, তারপরে উপরওয়ালার লাথি জুতা খেয়ে দু দশ টাকা রোজগার হ'লেও জিনিষ পত্রের যেরূপ দাম চ'ড়ে গেছে, আর তোদের চালচলনের যেরূপ মাত্রা বেড়ে গেছে, তাতে পরিবার প্রতিপালন ত দূরের কথা, নিজের বাজে খরচগুলিও কুলান দায়। উকীল মোক্তার হ'য়ে দেহাতের অজ্ঞলোকদের পরস্পর কলহ ক'রে আত্মনাশ করবার নারকীপ্রবৃত্তিকে আশ্রয় ক'রে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে নিত্যনূতন টাকা পয়সা আমদানি ক'রে একটু আরাম বিরামে জীবন কাটাবি ইহাই কি তোদের অভিপ্রায়? সে পথেও দেখছি বেজায় বিঘ্ন। যে সকল নবীনের দল ওপথে গিয়েছে, আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে তাদের দুর্দ্দশা দেখলে যে ওপথে পা বাড়াতেও ইচ্ছা যাবে না। কেউ বা বটতলায় ব'সে মক্কেলের প্রতীক্ষায় হাহুতাশ কচ্ছে, আর কেউ বা উকীল-খানায় বা মোক্তারখানায় ব'সে কড়িকাঠ গুণে স্কুলে থাকতে যে গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিল তার পরিচয় দিচ্ছে আবার ঘরে এসে সিগারেটের বিলের টাকা শোধ করতে না পারায় তাগাদার জ্বালায় অস্থির হচ্ছে। কোথায় শান্তি সুখ? ডেপুটী বা মুন্সেফ্ হ'য়ে হাকিমী করবার উচ্চাভিলাষ হয়েছে? তোদের প্রতিভার অপব্যয় করবার বেশ উপযুক্ত সুযোগ মিল্‌বে বটে, উপরওয়ালার হুকুম মাফিক ফাইল সাফ্ করবার জন্য একজনের জমী অন্যকে দিতে, বা নির্দ্দোষীকে ফন্দীবাজের কথায় দণ্ড দিতে যে হিসাব ক'রে কলম চালাতে হয় তাতে ভাষার কায়দা বা লজিক্ শিক্ষার সার্থকতা হবে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে, বা বিবেক থাকলে তার বৃশ্চিকদংশনে রাত্রের অনিদ্রায় যে অকালে বহুমূত্র রোগে তোদের দেহটাকে পেয়ে বস্‌বে সে কথা খেয়াল আছে কি? এ সব ছোট খাট হাকিমীতে পোষাবে না, তাই একটা বড় রকমের পরীক্ষায় পাশ ক'রে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার কল্পনা করেছিস্? তা, সেটা বড় মন্দ নয়। দাঁড়কাক

যেরূপ ময়ূরের পুচ্ছ প'রে ময়ূর সাজতে চেয়েছিল ঠিক তেম্নি ক'রে শাদাদের সঙ্গে মিশবার অভিমান ক'রে দেশের কালা আদমীদের ঘৃণাও করতে পার্‌বি, আর ওদের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব অতিক্রম ক'রে দুই একটা মৃত্যুঞ্জয়ী স্বদেশসেবী বীর যুবকের যদি আবির্ভাব হয় তা হ'লে তাদের ফাঁসির রজ্জুর গেরোটা একটু ক'সে এটে দেওয়া হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করবারও সুযোগ মিল্‌বে। কিন্তু শাদাদের ঠুক্‌রানিতে তোদের পুচ্ছগুলি যখন খ'সে পড়্‌বে, আর কালাদের উপর জুলুমের প্রতিক্রিয়ায় তারাও যখন দলে নিতে অস্বীকার কর্‌বে তখন তোদের যে এ কুল ও কুল দু'কুল মাটী হবে তা ভেবে দেখেছিস্ কি ? ওরে, গতানুগতিক ভাবে চ'লে চ'লে এমন বদ্ধ জায়গায় এসে পড়েছিস্ যে কোন দিকেই তোদের পথ নাই, এমন অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ কারছিস্ যে আলোর রেখাও দেখতে পাস্ না। একেবারে ঠেকায় প'ড়ে শেষে বেকার-সমস্যা ব'লে রব উঠিয়েছিস্ কিন্তু মনে মনে ভাবছিস্ যে চাকরীর বাজারটা আর একটু সস্তা হ'লে বুঝি বেঁচে যাবি। ওরে তোরা নাকি অর্থনীতিশাস্ত্র প'ড়ে প'ড়ে সব পণ্ডিত হয়েছিস্, তবে দেশে যে ধান চাল গম তুলা প্রভৃতি শস্য দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয় তাই ভাগ বাটারা ক'রে নিয়ে কুলি-মজুর চাষীবাসী থেকে আরম্ভ ক'রে যারা মটরগাড়ী হাকায় অথবা বিজলীর পাখার নীচে আরাম কেদরায় শুয়ে শুয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে তারা সকলেই যে বেঁচে আছে এই সহজ সত্য কথাটা বুঝিস্ না কেন ? বুদ্ধির জোরে দেশের চাষী-বাসীদের ফাঁকি দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের বেশীর ভাগটা বা সারাংশটা নিজেরাই ভোগ কর্‌তে থাক্‌ব এই মতলব ক'রে বেকার সমস্যার মীমাংসা করা চল্‌বে না। যারা খেটে খায় তারাও আর বেশী দিন নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে, দিতে রাজি হবে না। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ঐ শ্রেণীর লোকেদের ভাবধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পার্‌বি যে যারা চিরকাল ঘুমিয়ে ছিল তাদের ভিতরও জাগরণ আসছে। ভেবেছিস্ কি তোদের তখন উপায় কি হবে ? ধ্বংস-রাক্ষসী তোদের গ্রাস করবার জন্য যে হা ক'রে রয়েছে। বাঁচবি যদি তবে এখনও সাবধান হ'; ফিকির ফন্দির বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে সব সুজনের পরামর্শ শোন, তিলক বিবেকানন্দের অনুবর্ত্তী হ'; দেশবন্ধু তোদের যে পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথটি ধ'রে চল্‌তে শিখ্। এঁরা যে তোদের প্রাণদিয়ে ভালবাসতেন সে কথা ভুলে যাচ্ছিস্ কেন ? ওঁদের কথা না শুনেও বা কর্‌বি কি ? আর সব পথ যে তোদের রুদ্ধ হয়েছে। বেড়া আগুনে যে তোদের ঘিরে ফেলেছে। এখনও রক্ষা পাবার একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। বিলাস বাসনের সে পথ নয়, সুখ দুঃখের হিসাবী বুদ্ধির সে পথ নয়, আরাম বিরাম আলস্য জড়ত্বের সে পথ নয়, মুখস্থ বুলি আউড়িয়ে বাহাদুরী নেওয়ার সে পথ নয়, সে পথ তপস্যার, সে পথ নির্ভীকতার, সে পথ কন্টকে বরণ ক'রে নেওয়ার, সে পথ প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের। কৃষকের কুটীর অভিমুখে সেই পথ, শ্রমিকের ভাঙ্গা ঝুপ্‌রির দিকে সেই পথ, পীড়িতের রুগ্ন শয্যার দিকে সেই পথ, ক্ষুধার্ত্ত পরিবারের শূন্যস্থালী হেঁসেলের দিকে সে পথ। জল কাদায় ভয় কর্‌লে চল্‌বে না, কাঁটা ফুটবার আশঙ্কা করলে চলবে না, লোকলজ্জায় থমকে দাঁড়ালে হবে না। ও ত কামনার পথ নয়, ও যে প্রেমের পথ, ও ত সুখ দুঃখের পথ নয় ও যে ভালবাসার পথ, ও ত ভোগের পথ নয়, ও যে প্রাণ দিয়ে সেবার পথ। মহাত্মাজী তোদের এই পথেই যেতে বলেছেন, কৃষক মজুর-দের সঙ্গে তোরা যে একটা স্বার্থপর কৃত্রিম ভেদভাবের সৃষ্টি করেছিস্ সেটা ঘুচিয়ে দিতে বল্‌ছেন, ওদের সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তে বল্‌ছেন, ছুঁতমার্গ ছেড়ে দিয়ে ওদের ভালবাসতে বল্‌ছেন, হিতকরী শিক্ষা দিয়ে ওদের অজ্ঞতা দূর করতে বল্‌ছেন; আর এই সেবা, এই শিক্ষা, এই ভেদবুদ্ধিশূন্য ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ ওদের ঘরে ঘরে চরকা বসিয়ে ওদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব—কাপড়ের অভাবটা দূর ক'রে দিয়ে সকলের সুপ্ত কর্ম্মশক্তি জাগিয়ে তুল্‌তে মিনতি কচ্ছেন। মহাজনের উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে এই মঙ্গলের পথে চল্‌তে চলতেই তোরা বুঝতে পারবি যাদের তোরা এখন অবজ্ঞা করিস্ প্রেমের সাড়া পেয়ে তাদের হৃদয়ে কি প্রাণ-দেওয়া ভালবাসা ফু'টে উঠবে। খাওয়া পরার জন্য তোদের আর লাথি জুতো খেয়ে—চাকরী কর্ত্তে হবে না। ফিকির ফন্দী ক'রে ঠকামী বুদ্ধির ব্যবসায় খুলতে হবে না। ওরাই তোদের বাঁচিয়ে রাখবে। নিজেরা না খেয়েও তোদের আহার যোগাবে। নিজেরা কৌপীন প'রেও তোদের লজ্জা রক্ষা কর্ত্তে দ্বিধা বোধ করবে না। তোদের শক্তি আর ওদের শক্তি যুক্ত হ'লে যে মহাশক্তির উদ্ভব হবে তাতে সব দুর্ব্বলতা, সব অসারতা, সব অধীনতা ভাসিয়ে নেবে। এমনি ক'রে জাতীয় ভাবের মনুষ্যত্ব যেদিন বিকশিত হবে সেদিন বুঝবি তোরা কত বড় শক্তিশালী, কেমন তোদের অমিত তেজ—আর কত বড় তোদের প্রেমের প্রসার। এখন যে স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত শক্তি দেশের সেরা যুবকগুলিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মিথ্যা অজুহাতে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে সাহস পাচ্ছে, তা কেবল তোদেরই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে। যেদিন তোরা মানুষ হবি—যেদিন তোরা শক্তিমান হ'য়ে গরীয়ান হবি—যেদিন তোরা একতার বন্ধনে প্রেমের বন্ধনে যুক্ত হবি—যেদিন তোরা সত্যিকার মানুষ হ'য়ে দাঁড়াতে শিখবি সেই দিন তোরা দেখতে পাবি বন্দী-গৃহের লোহার কপাটগুলি খুলে গেছে—সুভাষ অনিল সব বেরিয়ে এসেছে—স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস সব মুখরিত হয়েছে, আর ত্রিদিব হ'তে কানাই যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তোদেরই চিত্তরঞ্জন এসে অজস্র আশীর্ব্বাদের পুষ্প তোদের মাথায় বর্ষণ কচ্ছেন। সে দিন কি আর আসবে না ? আসৃতেই হবে রে আসতেই হবে—শুধু "তোরা আবার মানুষ হ'রে মানুষ হ'।"

ধানবাদে পৃথক্ জিলা—মানভূমের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া সদর সবডিভিসনে একটি ও ধানবাদ সবডিভিসনে একটি-দুইটি পৃথক জিলা গঠন কতিবার সঙ্কল্প নাকি বিহার সরকার করিয়াছেন। সঙ্কল্প যদি তাঁহারা করিয়া থাকেন, তবে কাযটা হইবেই, কারণ সাধারণের মতামতের অপেক্ষা সরকার বড় একটা করেন না। এখন কথা হইতেছে, এই সঙ্কল্পের কারণ কি ? জিলাটা অতি বড়, একজন ডেপুটিকমিশনারের পক্ষে এত বড় জিলার রাজকার্য্য চালান অসম্ভব—ইহাই যদি জিলা ভাগের কারণ হইত তবু-ও বুঝিতাম, সঙ্কল্পটার মূলে যুক্তি কিছু আছে। কিন্তু দেখিতেছি, হাজারিবাগ, রাঁচি প্রভৃতি জিলার আয়তন মানভূম অপেক্ষা অনেক বেশী, অথচ সেগুলিকে ভাগ কবিবার প্রয়োজন ত হয় না। মানভূমের বেলাই ভাগের প্রয়োজনটা সরকার এত অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভব করি-তেছেন কেন ? শ্বেতাঙ্গ কয়লাওয়ালাদের আন্দোলনই কি সরকারের এই সঙ্কল্পের কারণ ? তাহাদেরই মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের নিষ্কণ্টক প্রভুত্ব জাহিরের গণ্ডী আঁকিয়া দিয়া সরকার কি প্রতিপন্ন করিতে চান যে "শোষণের" পার্শ্বচররূপেই "শাসন" এদেশে বিরাজ করিতেছে ?

মিউনিসিপ্যালিটির বজেট—আগমী বৎসরে মিউনিসি-প্যালিটির কত টাকা আয় হইতে পারে এবং কিরূপ-ভাবেই বা তাহা ব্যয় করা উচিত—তাহার একটা হিসাবের খসড়া (বজেট) মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়া-ছেন। কমিশনারগণের এক মিটিংএ এই বিষয়ের যথোচিত আলোচনার পর ব্যয়ের তালিকা স্থির হইবে। মিউনিসি-প্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে সাধারণের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। পরে অযথা নিন্দাবাদ না করিয়া, প্রয়োজন বোধ কারলে এখনই নিজ নিজ মত মিউনিসিপ্যাল আফি-সে লিখিয়া পাঠাইলে বুদ্ধিমানের কায হইবে। আগামী বৎসরের আয় ধরা হইয়াছে——৮৯২৮৭৲ টাকা।

মোট খরচ ....৮১৮৭০৲

উদ্বৃত্ত..................৭৪১৭৲

দুই একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য খরচ কিছু কম ধরা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। ড্রেনের জন্য খরচ ধরা হইয়াছে ৩২৯৯৲ টাকা। এই ব্যাপারে আরও কিছু টাকা ব্যয় করিয়া সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য। সহরের বহু স্থানে ড্রেনগুলির অবস্থা অতি জঘন্য; সহরে প্রায়ই সংক্রামক ব্যাধির যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ড্রেন-গুলির রীতিমত সংস্কার না হইলে "স্বাস্থ্যের আবাস" পুরুলিয়া "মহামারীর আবাসে" পরিণত হইবে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিকারের চেষ্টা ও টিকা দিবার জন্য খরচ ধরা হইয়াছে ৬৫০৲ টাকা। ইহাও অতি কম হইয়াছে। সহরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই ব্যাপারের জন্য আরও বেশী টাকা ধার্য্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঁধ, পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য যে খরচ ধরা হইয়াছে তাহাও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বেকার বাঁধ ও হাট বাঁধের সংস্কারের জন্য যথাসম্ভব ব্যয় এবৎসর মিউনি-সিপ্যালিটির করিতেই হইবে, তাহা না হইলে সহরের স্বাস্থ্য-হানির যে অতিমাত্রায় আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কূপ খনন ও সংস্কারের দিকেও মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট নজর দিতে হইবে, কারণ খুব সম্ভব এবারও সহরে জল কষ্ট উপস্থিত হইবে। তাই কূপ ও পুষ্করিণী খনন ও সংস্কারের জন্য যে মোটে ২০০৲ টাকা ধরা হইয়াছে তাহা একেবারেই প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে উক্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলির জন্য আরও বেশী খরচ করিয়া যদি উদ্বৃত্ত কিছু কম থাকে তাহাও করা উচিত। অন্ততঃ, অন্যান্য ব্যাপারে কিছু কম ব্যয় করিয়া এই ব্যাপারগুলির জন্য প্রয়োজনানুরূপ খরচ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, মিউনি-সিপ্যাল কমিশনারগণ স্মরণ রাথিবেন যে, সহরের স্বাস্থ্য বিধানের প্রয়াসই মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষা—পুরুলিয়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মিত্র সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার একটি প্রবন্ধ "মুক্তির" এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল। এবিষয়ে সাধারণের মতামত জানিতে পারিলে নগেন্দ্র বাবু সুখী হইবেন। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত এই মহৎ চেষ্টা সফল হইতে পারে না। আমরা আশা করি সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নগেন্দ্র বাবুকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবেন।

কোথায় তুমি ?

(টি, এল্. ভাস্বানীর ইংরাজীর অনুবাদ।)

আমাদের দেশে বহু পুরাকাল হইতে একটা বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে ভগবান বুদ্ধ আবার আবির্ভূত হইবেন; আবির্ভাবের পর রাজগৃহে "সোণাভাণ্ডারে" যে ধনরাশি গুপ্ত রহিয়াছে তাহা তিনি বাহির করিয়া আনিয়া

যেরূপ ময়ূরের পুচ্ছ প'রে ময়ূর সাজতে চেয়েছিল ঠিক তেমনি ক'রে শাদাদের সঙ্গে মিশবার অভিমান ক'রে দেশের কালা আদমীদের ঘৃণাও করতে পারবি, আর ওদের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব অতিক্রম ক'রে দুই একটা মৃত্যুঞ্জয়ী স্বদেশসেবী বীর যুবকের যদি আবির্ভাব হয় তা হ'লে তাদের ফাঁসির রজ্জুর গেরোটা একটু ক'সে এটে দেওয়া হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করবারও সুযোগ মিলবে। কিন্তু শাদাদের ঠুক্‌রানিতে তোদের পুচ্ছগুলি যখন খ'সে পড়বে, আর কালাদের উপর জুলুমের প্রতিক্রিয়ায় তারাও যখন দলে নিতে অস্বীকার করবে তখন তোদের যে এ কুল ও কুল দু'কুল মাটী হবে তা ভেবে দেখেছিস্ কি? ওরে, গতানুগতিক ভাবে চ'লে চ'লে এমন বদ্ধ জায়গায় এসে পড়েছিস্ যে কোন দিকেই তোদের পথ নাই, এমন অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করেছিস্ যে আলোর রেখাও দেখতে পাস্ না। একেবারে ঠেকায় প'ড়ে শেষে বেকার-সমস্যা ব'লে রব উঠিয়েছিস্ কিন্তু মনে মনে ভাবছিস্ যে চাকরীর বাজারটা আর একটু সস্তা হ'লে বুঝি বেঁচে যাবি। ওরে তোরা নাকি অর্থনীতিশাস্ত্র প'ড়ে প'ড়ে সব পণ্ডিত হয়েছিস্, তবে দেশে যে ধান চাল গম তুলা প্রভৃতি শস্য দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয় তাই ভাগ বাটারা ক'রে নিয়ে কুলি-মজুর চাষীবাসী থেকে আরম্ভ ক'রে যারা মটরগাড়ী হাকায় অথবা বিজলীর পাখার নীচে আরাম কেদরায় শুয়ে শুয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে তারা সকলেই যে বেঁচে আছে এই সহজ সত্য কথাটা বুঝিস্ না কেন? বুদ্ধির জোরে দেশের চাষী-বাসীদের ফাঁকি দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের বেশীর ভাগটা বা সারাংশটা নিজেরাই ভোগ করতে থাকব এই মতলব ক'রে বেকার সমস্যার মীমাংসা করা চলবে না। যারা খেটে খায় তারাও আর বেশী দিন নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি হবে না। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ঐ শ্রেণীর লোকেদের ভাবধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি যে যারা চিরকাল ঘুমিয়ে ছিল তাদের ভিতরও জাগরণ আসছে। ভেবেছিস্ কি তোদের তখন উপায় কি হবে? ধ্বংস-রাক্ষসী তোদের গ্রাস করবার জন্য যে হা ক'রে রয়েছে। বাঁচবি যদি তবে এখনও সাবধান হ'; ফিকির ফন্দির বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে সব সুজনের পরামর্শ শোন, তিলক বিবেকানন্দের অনুবর্ত্তী হ'; দেশবন্ধু তোদের যে পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথটি ধ'রে চলতে শিখ্। এঁরা যে তোদের প্রাণদিয়ে ভালবাসতেন সে কথা ভুলে যাচ্ছিস্ কেন? ওঁদের কথা না শুনেও বা করবি কি? আর সব পথ যে তোদের রুদ্ধ হয়েছে। বেড়া আগুনে যে তোদের ঘিরে ফেলেছে। এখনও রক্ষা পাবার একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। বিলাস ব্যসনের সে পথ নয়, সুখ দুঃখের হিসাবী বুদ্ধির সে পথ নয়, আরাম বিরাম আলস্য জড়ত্বের সে পথ নয়, মুখস্থ বুলি আউড়িয়ে বাহাদুরী নেওয়ার সে পথ নয়, সে পথ তপস্যার, সে পথ নির্ভীকতার, সে পথ কন্টককে বরণ ক'রে নেওয়ার, সে পথ প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের। কৃষকের কুটীর অভিমুখে সেই পথ, শ্রমিকের ভাঙ্গা ঝুপ্‌ড়ির দিকে সেই পথ, পীড়িতের রুগ্ন শয্যার দিকে সেই পথ, ক্ষুধার্ত্ত পরিবারের শূন্যস্থালী হেঁসেলের দিকে সে পথ। জল কাদায় ভয় করলে চলবে না, কাঁটা ফুটবার আশঙ্কা করলে চলবে না, লোকলজ্জায় থমকে দাঁড়ালে হবে না। ও ত কামনার পথ নয়, ও যে প্রেমের পথ, ও ত সুখ দুঃখের পথ নয় ও যে ভালবাসার পথ, ও ত ভোগের পথ নয়, ও যে প্রাণ দিয়ে সেবার পথ। মহাত্মাজী তেদের এই পথেই যেতে বলেছেন, কৃষক মজুরদের সঙ্গে তোরা যে একটা স্বার্থপর কৃত্রিম ভেদভাবের সৃষ্টি করেছিস্ সেটা ঘুচিয়ে দিতে বলছেন, ওদের সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তে বলছেন, ছুঁতমার্গ ছেড়ে দিয়ে ওদের ভালবাসতে বলছেন, হিতকরী শিক্ষা দিয়ে ওদের অজ্ঞতা দূর করতে বলছেন; আর এই সেবা, এই শিক্ষা, এই ভেদবুদ্ধিশূন্য ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ ওদের ঘরে ঘরে চরকা বসিয়ে ওদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব—কাপড়ের অভাবটা দূর ক'রে দিয়ে সকলের সুপ্ত কর্ম্মশক্তি জাগিয়ে তুলতে মিনতি কচ্ছেন। মহাজনের উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে এই মঙ্গলের পথে চলতে চলতেই তোরা বুঝতে পারবি যাদের তোরা এখন অবজ্ঞা করিস্ প্রেমের সাড়া পেয়ে তাদের হৃদয়ে কি প্রাণ-দেওয়া ভালবাসা ফু'টে উঠবে। খাওয়া পরার জন্য তোদের আর লাথি জুতো খেয়ে—চাকরী কর্ত্তে হবে না। ফিকির ফন্দী ক'রে ঠকামী বুদ্ধির ব্যবসায় খুলতে হবে না। ওরাই তোদের বাঁচিয়ে রাখবে। নিজেরা না খেয়েও তোদের আহার যোগাবে। নিজেরা কৌপীন প'রেও তোদের লজ্জা রক্ষা কর্ত্তে দ্বিধা বোধ করবে না। তোদের শক্তি আর ওদের শক্তি যুক্ত হ'লে যে মহাশক্তির উদ্ভব হবে তাতে সব দুর্ব্বলতা, সব অসারতা, সব অধীনতা ভাসিয়ে নেবে। এমনি ক'রে জাতীয় ভাবের মনুষ্যত্ব যেদিন বিকশিত হবে সেদিন বুঝবি তোরা কত বড় শক্তিশালী, কেমন তোদের অমিত তেজ—আর কত বড় তোদের প্রেমের প্রসার। এখন যে স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত শক্তি দেশের সেরা যুবকগুলিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মিথ্যা অজুহাতে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে সাহস পাচ্ছে, তা কেবল তোদেরই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে। যেদিন তোরা মানুষ হবি—যেদিন তোরা শক্তিমান হ'য়ে গরীয়ান হবি—যেদিন তোরা একতার বন্ধনে প্রেমের বন্ধনে যুক্ত হবি—যেদিন তোরা সত্যিকার মানুষ হ'য়ে দাঁড়াতে শিখবি সেই দিন তোরা দেখতে পাবি বন্দী-গৃহের লোহার কপাটগুলি খুলে গেছে—সুভাষ অনিল সব বেরিয়ে এসেছে—স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস সব মুখরিত হয়েছে, আর ত্রিদিব হ'তে কানাই যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তোদেরই চিত্তরঞ্জন এসে অজস্র আশীর্ব্বাদের পুষ্প তোদের মাথায় বর্ষণ কচ্ছেন। সে দিন কি আর আসবে না? আস্‌তেই হবে রে আসতেই হবে—শুধু "তোরা আবার মানুষ হ'রে মানুষ হ'।"

ধানবাদে পৃথক্ জিলা—মানভূমের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া সদর সবডিভিসনে একটি ও ধানবাদ সবডিভিসনে একটি-দুইটি পৃথক জিলা গঠন কবিবার সঙ্কল্প নাকি বিহার সরকার করিয়াছেন। সঙ্কল্প যদি তাঁহারা করিয়া থাকেন, তবে কাযটা হইবেই, কারণ সাধারণের মতামতের অপেক্ষা সরকার বড় একটা করেন না। এখন কথা হইতেছে, এই সঙ্কল্পের কারণ কি? জিলাটা অতি বড়, একজন ডেপুটিকমিশনারের পক্ষে এত বড় জিলার রাজকার্য্য চালান অসম্ভব—ইহাই যদি জিলা ভাগের কারণ হইত তবুও বুঝিতাম, সঙ্কল্পটার মূলে যুক্তি কিছু আছে। কিন্তু দেখিতেছি, হাজারিবাগ, রাঁচি প্রভৃতি জিলার আয়তন মানভূম অপেক্ষা অনেক বেশী, অথচ সেগুলিকে ভাগ কবিবার প্রয়োজন ত হয় না। মানভূমের বেলাই ভাগের প্রয়োজনটা সরকার এত অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভব করিতেছেন কেন? শ্বেতাঙ্গ কয়লাওয়ালাদের আন্দোলনই কি সরকারের এই সঙ্কল্পের কারণ? তাহাদেরই মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের নিষ্কণ্টক প্রভুত্ব জাহিরের গণ্ডী আঁকিয়া দিয়া সরকার কি প্রতিপন্ন করিতে চান যে "শোষণের" পার্শ্বচররূপেই "শাসন" এদেশে বিরাজ করিতেছে?

মিউনিসিপ্যালিটির বজেট—আগামী বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটির কত টাকা আয় হইতে পারে এবং কিরূপভাবেই বা তাহা ব্যয় করা উচিত—তাহার একটা হিসাবের খসড়া (বজেট) মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশনারগণের এক মিটিংএ এই বিষয়ের যথোচিত আলোচনার পর ব্যয়ের তালিকা স্থির হইবে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে সাধারণের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। পরে অযথা নিন্দাবাদ না করিয়া, প্রয়োজন বোধ করিলে এখনই নিজ নিজ মত মিউনিসিপ্যাল আফিসে লিখিয়া পাঠাইলে বুদ্ধিমানের কায হইবে। আগামী বৎসরের আয় ধরা হইয়াছে——৮৯২৮৭৲ টাকা।

মোট খরচ ....৮১৮৭০৲

উদ্বৃত্ত..................৭৪১৭৲

দুই একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য খরচ কিছু কম ধরা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। ড্রেনের জন্য খরচ ধরা হইয়াছে ৩২৯৯৲ টাকা। এই ব্যাপারে আরও কিছু টাকা ব্যয় করিয়া সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য। সহরের বহু স্থানে ড্রেনগুলির অবস্থা অতি জঘন্য; সহরে প্রায়ই সংক্রামক ব্যাধির যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ড্রেনগুলির রীতিমত সংস্কার না হইলে "স্বাস্থ্যের আবাস" পুরুলিয়া "মহামারীর আবাসে" পরিণত হইবে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিকারের চেষ্টা ও টিকা দিবার জন্য খরচ ধরা হইয়াছে ৬৫০, টাকা। ইহাও অতি কম হইয়াছে। সহরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই ব্যাপারের জন্য আরও বেশী টাকা ধার্য্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঁধ, পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য যে খরচ ধরা হইয়াছে তাহাও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বেকার বাঁধ ও হাট বাঁধের সংস্কারের জন্য যথাসম্ভব ব্যয় এবৎসর মিউনিসিপ্যালিটির করিতেই হইবে, তাহা না হইলে সহরের স্বাস্থ্যহানির যে অতিমাত্রায় আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কূপ খনন ও সংস্কারের দিকেও মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট নজর দিতে হইবে, কারণ খুব সম্ভব এবারও সহরে জল কষ্ট উপস্থিত হইবে। তাই কূপ ও পুষ্করিণী খনন ও সংস্কারের জন্য যে মোটে ২০০৲ টাকা ধরা হইয়াছে তাহা একেবারেই প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে উক্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলির জন্য আরও বেশী খরচ করিয়া যদি উদ্বৃত্ত কিছু কম থাকে তাহাও করা উচিত। অন্ততঃ, অন্যান্য ব্যাপারে কিছু কম ব্যয় করিয়া এই ব্যাপারগুলির জন্য প্রয়োজনানুরূপ খরচ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ স্মরণ রাখিবেন যে, সহরের স্বাস্থ্য বিধানের প্রয়াসই মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষা—পুরুলিয়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মিত্র সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার একটি প্রবন্ধ "মুক্তির" এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল। এবিষয়ে সাধারণের মতামত জানিতে পারিলে নগেন্দ্র বাবু সুখী হইবেন। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত এই মহৎ চেষ্টা সফল হইতে পারে না। আমরা আশা করি সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নগেন্দ্র বাবুকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবেন।

কোথায় তুমি?

(টি, এল্, ভাস্বানীর ইংরাজীর অনুবাদ।)

আমাদের দেশে বহু পুরাকাল হইতে একটা বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে ভগবান বুদ্ধ আবার আবির্ভূত হইবেন; আবির্ভাবের পর রাজগৃহে "সোণাভাণ্ডারে" যে ধনরাশি গুপ্ত রহিয়াছে তাহা তিনি বাহির করিয়া আনিয়া

দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত জনমণ্ডলীর সেবায় উৎসর্গ করিবেন। বন্ধুগণ, তোমাদের অন্তরেও একটি "সোণা-ভাণ্ডার"—একটি প্রেমের ভাণ্ডার নিহিত রহিয়াছে। প্রেম-সম্পদের এই অক্ষয় ভাণ্ডারটি দীনহীনের সেবার জন্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাও—এই আমার অনুরোধ। যৌবনের প্রারম্ভে আমার মনে একটা জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল—"ভগবান, তুমি কোথায় ?" অন্তরে অনেকবার এই উত্তর আসিয়া পৌঁছিয়াছে—"তোমার প্রভু দরিদ্রের কুটীরে রহিয়াছেন"। তাই বলিতেছি—"যাও, বন্ধুগণ! দরিদ্রের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দাও। কিন্তু—তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি—এ কথা যেন কখনও মনে না আসে। শত শত বৎসর ধরিয়া কত অন্যায় আচরণ যে তাহাদের সঙ্গে করিয়াছি—উদ্ধার করিবার আমরা কে ? দীনদরিদ্রের পূজাই আমাদের করিতে হইবে"। যে দিন আমাদের দেশে সর্ব্বত্র যুবকগণ দলে দলে নম্র প্রীতিপূর্ণ-চিত্তে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে, সেদিনই ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে; আমরা কেহ কেহ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মধুর স্বপ্ন হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেছে সেদিনই সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে; সেদিনই ভারতের পুনর্জ্জন্ম!

স্ত্রী শিক্ষা।

আমরা সকলেই জানি ও বুঝি যে বাবা মা ভাল হইলে, ছেলে মেয়ে প্রায়ই সেইরূপ হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সত্য। সেজন্য সত্য মিথ্যা হইতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে যাহা ঘটে, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া মানি।

আর ইহাও দেখি, যে এই সংসারে বাবার অপেক্ষা মার দায়িত্ব গুরুতর। মা ই আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে খাওয়ান, পরান ও প্রথম শিক্ষা দেন। তাঁহারই যত্নে, দাস দাসী আমাদের সেবা করে। তাঁহারই শুশ্রূষাতে আমরা রোগমুক্ত হই। তাঁহারই সেবাতে ঘরের গরু দুগ্ধ দেয় ও তাহা পান করিয়া আমরা রক্ষিত হই। তাহারই আরাধনায়, পূজাপাঠে ও যাগযজ্ঞে, দেব-দেবী আমাদের গৃহে আসেন। বস্তুতঃ মা ই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, ভগবতী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মার যত্ন, স্নেহ ও শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় পাইবার আশা সকল ছেলে মেয়েই করে। যেরূপ সময় এখন পড়িয়াছে ও জীবন-সংগ্রাম যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে মার দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কি করিলে আমাদের প্রত্যেক ঘরে 'মার' স্থান বজায় থাকে। ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমাদের মেয়েরা যেন এমন শিক্ষা পায়, যে ভবিষ্যতে তাহারা পূর্ণমাত্রায় 'মার' দায়িত্ব বহন করিতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যই মাতৃত্ব। সেই লক্ষ্য হইতে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

দেশ, কাল, পাত্র ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই পুরুলিয়া সহরে যে প্রকার স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এখন সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবিয়া ঠিক করা উচিত যে কি প্রকার শিক্ষাতে আমাদের মেয়েরা ভবিষ্যতে 'মা' হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে। এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব।

পুরুলিয়া } শ্রীনগেন্দ্র নাথ মিত্র।
৩ রা ফাল্গুন ১৩৩২। }

বিবিধ চিত্র।

ছাত্রের জ্যাঠামি।

ছাত্র—স্যার, এত ক'রে বাছা বাছা প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে রাখলেন আর ইনিস্‌পেক্টার সাহেবটা একটা কথাও জিজ্ঞেস কল্লে না!

মাষ্টার—আরে চুপ্ কর্, চুপ্ কর্! সাহেব ইস্কুল থেকে বেরিয়ে যাক্, তার পর যা হয় বলিস্।

ছাত্র—স্যার, সাহেব এখন লাইব্রেরী ঘরে চলে গেছে, হেড মাষ্টারের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কি কথা বলছে, কিছুই শুনতে পাবে না। বলুন না আমাদের ক্লাশে এসে শুধু একটা খুঁটোর মতন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাহেবটা চলে গেল কেন ?

মাষ্টার—ফের্, ওসব কথায় তোদের দরকার কি ?

ছাত্র—হুঁ, মাষ্টার মশায় আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমাদেরই শুধু পরীক্ষা দিতে হয় না, আপনাদেরও পরীক্ষা আছে—

মাষ্টার—ভারি জ্যাঠা হয়েছেত!

শিক্ষকের যোগ্যতা।

ইনস্‌পেক্টার—হেড্ মাষ্টার, আপনি কি একবার আপনার থার্ড মাষ্টারকে আমার কাছে ডেকে দেবেন ?

হেড্ মাষ্টার—নিশ্চয় হুজুর! আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ হ'য়ে আছি।

ইনস্‌পেক্টার—(থার্ড মাষ্টারের প্রতি) আপনি এখানে কতদিন শিক্ষকতা কচ্ছেন ?

থার্ড মাষ্টার—আজ্ঞে, তিন বৎসর কাল। হুজুরই আমাকে অনুগ্রহ ক'রে চাক্‌রীতে বহাল করেছেন।

ইনস্‌পেক্টার—আপনি যে এখনও ভাল ক'রে পাঠটীকা (Notes of lessons) দিতে শেখেন নি।

থার্ড মাষ্টার—কেন হুজুর, কিছু দোষ হয়েছে নাকি ?

ইনস্‌পেক্টার—একটা নয়, অনেক। পাঠটীকার ঘরগুলিতে রুল করা ঠিক হয় নাই। পাঠের হাতের লেখাগুলি ৬ ডিগ্রি ডানদিকে যে লিখ্‌তে হয় তা আপনি জানেন ব'লে মনে হ'ল না। আর কত দোষের কথা বলব ? আপনার পড়ানোর রীতিটীও ভাল না। বোর্ডের বাঁদিকে দাঁড়ান যে বর্ত্তমান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধ তাও আপনি শেখেন নি ? আপনাকে দেখ্‌ছি এক বৎসর ট্রেইনিং কলেজে যেয়ে এসব শিখে আস্‌তে হবে।

থার্ড মাষ্টার—হুজুর, আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে প্রস্তুত।

অপ্রকাশ্য অলাপন।

ইনস্‌পেক্টার—হেড্ মাষ্টার, আপনার স্কুল পরিদর্শন করা শেষ হ'ল। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

হেড্ মাষ্টার—হুজুর, কি কথা সেটা শুন্‌বার আমি উপযুক্ত কি ?

ইনস্‌পেক্টার—হাঁ আপনার কাজ কর্ম্ম দেখে সন্তুষ্ট হ'য়েছি ব'লেই ব'লছি! আপনি যে ইস্কুলের মাষ্টার ও ছাত্রদের রাজদ্রোহ আন্দোলনে যোগদান কর্‌বার বিষয়ে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দিয়াছেন তাতে উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনার কথাত বলেন নাই। অথচ পুলি-শের টিকটিকিবিভাগের খবর থেকে জানা যায় যে আপনাদের স্কুলের একটা ছাত্র কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে মিশে সহরে কলেরা রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়েছিল।

হেড্ মাষ্টার—ক্ষমা করুন হুজুর। আমি ওখবর আদৌ পাই নি। কালই খোঁজ ক'রে তাকে রাস্‌টীকেট্ কর্‌বার জন্য আমি নাম পাঠিয়ে দোবো।

ইনস্‌পেক্টার—বহু ধন্যবাদ। আমি এখন চল্লুম, আর একটা স্কুল দেখ্‌তে হ'বে।

উদ্ধত হেড্ মাষ্টার।

ইনস্‌পেক্টার— শুভ প্রাতঃকাল। আপনাকে দেখে আনন্দিত হলাম।

হেড্ মাষ্টার—সেদিন স্কুল দেখে গেছেন। এত শীগ্‌গীর আবার আপনার আগমন কেন ?

ইনস্‌পেক্টার—আপনার স্কুলটাই আমার বিভাগে সবচেয়ে ভাল স্কুল। তাই আপনার স্কুলটা দেখতে বড় আনন্দ পাই।

হেড্ মাষ্টার—তা বেশ! যে যে ক্লাশ দেখতে ইচ্ছে হয় দেখুন গিয়ে। দপ্তরী, সাহেবকে সব ক্লাশগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসত।

ইনস্‌পেক্টার—না ক্লাশগুলি দেখে আর কি হবে? আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি। জানেনইত আজ কাল-কার দিন, পুলিশ বিভাগের কাণ্ড! কি ক'রব কর্ত্তব্যের খাতিরে সবই কর্ত্তে হচ্ছে। আপনার স্কুলের কতকগুলি ছেলে নাকি একজন নামকরা রাজদ্রোহীর মৃতদেহসৎকারে সাহায্য করেছিল ?

হেড্ মাষ্টার—তাতে হয়েছে কি ? আমিইত এসব কাজে ওদের উৎসাহ দিই। দেশের ছেলে দেশের কাজ করবে না, কেবল সেলাম ঠুক্‌তেই শিখবে ? আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি একটা কিছু মতলব নিয়ে এসেছেন, আর মিষ্টি মিষ্টি বুলিও তার জন্যই হচ্ছিল! ওসব গোয়েন্দাগীরির কাজ আমার দ্বারা হবে না। চাক্‌রী কচ্ছি বলে ত আর বিবেকটাকে বিক্রী করিনি!

স্বাধীনতার ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড রোমকগণের অধিকারে ছিল। চতুর্দ্দিক হইতে গথ ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করায় রোমকগণ ইতালী রক্ষার নিমিত্ত ব্রিটেন হইতে রোমকসৈন্যদল ও বহুতর ব্রিটীশ সৈন্য ইতালিতে আনয়ন করে। তখন ব্রিটেনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এঙ্গেল্‌স্, স্যাক্সনস্ ও জুটস্ নামক তিনটি বর্ব্বর জাতির আক্রমণে ব্রিটনগণ পরাভূত হইয়া ক্রমশঃ ওয়েল্‌স্, কর্ণওয়াল প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুসংখ্যক ব্রিটন বিজেতা স্যাক্সন জাতির দাসরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের বংশধরগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ কৃতদাস (serfs) বলিয়া পরিগণিত ছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দেও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে বহুসংখ্যক কৃতদাস বর্ত্তমান ছিল। রোমকগণের অধিকার কালে ব্রিটনগণ রোমক-গণের অনুকরণে অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল। রোমকগণ ব্রিটেনে অনেক সুন্দর নগর, গৃহ ও প্রশস্ত রাজ-পথাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু এঙ্গেল্‌স্ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির আক্রমণে ব্রিটন আবার প্রায় পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে সমস্ত ব্রিটনগণ ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল তাহারাও বর্ব্বর জাতির সংঘর্ষে পুনরায় বর্ব্বর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এঙ্গেল্‌স্, স্যাক্সন ও জুট, এই তিনটি বর্ব্বরজাতি ইংলণ্ড অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাগ করিয়া লইল। এঙ্গেল জাতির নাম অনুসারেই পরে তাহাদের অধিকৃত দেশ ইংলণ্ড বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এঙ্গলো-স্যাক্সনগণের আক্রমণের ও তৎপরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে পাঠ করিলে বর্ব্বর জাতির

দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত জনমণ্ডলীর সেবায় উৎসর্গ করিবেন। বন্ধুগণ, তোমাদের অন্তরেও একটি "সোণা-ভাণ্ডার"—একটি প্রেমের ভাণ্ডার নিহিত রহিয়াছে। প্রেম-সম্পদের এই অক্ষয় ভাণ্ডারটি দীনহীনের সেবার জন্য উদ্ঘাটিত করিয়া দাও—এই আমার অনুরোধ। যৌবনের প্রারম্ভে আমার মনে একটা জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল—"ভগবান, তুমি কোথায় ?" অন্তরে অনেকবার এই উত্তর আসিয়া পৌঁছিয়াছে—"তোমার প্রভু দরিদ্রের কুটীরে রহিয়াছেন"। তাই বলিতেছি—"যাও, বন্ধুগণ! দরিদ্রের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দাও। কিন্তু—তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি—এ কথা যেন কখনও মনে না আসে। শত শত বৎসর ধরিয়া কত অন্যায় আচরণ যে তাহাদের সঙ্গে করিয়াছি—উদ্ধার করিবার আমরা কে ? দীনদরিদ্রের পূজাই আমাদের করিতে হইবে"। যে দিন আমাদের দেশে সর্ব্বত্র যুবকগণ দলে দলে নম্র প্রীতিপূর্ণ-চিত্তে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে, সেদিনই ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে; আমরা কেহ কেহ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মধুর স্বপ্ন হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেছে সেদিনই সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে; সেদিনই ভারতের পুনর্জ্জন্ম!

স্ত্রী শিক্ষা।

আমরা সকলেই জানি ও বুঝি যে বাবা মা ভাল হইলে, ছেলে মেয়ে প্রায়ই সেইরূপ হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সত্য। সেজন্য সত্য মিথ্যা হইতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে যাহা ঘটে, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া মানি।

আর ইহাও দেখি, যে এই সংসারে বাবার অপেক্ষা মার দায়িত্ব গুরুতর। মা ই আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে খাওয়ান, পরান ও প্রথম শিক্ষা দেন। তাঁহারই যত্নে, দাস দাসী আমাদের সেবা করে। তাঁহারই শুশ্রূষাতে আমরা রোগমুক্ত হই। তাঁহারই সেবাতে ঘরের গরু দুগ্ধ দেয় ও তাহা পান করিয়া আমরা রক্ষিত হই। তাঁহারই আরাধনায়, পূজাপাঠে ও যাগযজ্ঞে, দেব-দেবী আমাদের গৃহে আসেন। বস্তুতঃ মা ই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, ভগবতী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মার যত্ন, স্নেহ ও শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় পাইবার আশা সকল ছেলে মেয়েই করে। যেরূপ সময় এখন পড়িয়াছে ও জীবন-সংগ্রাম যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে মার দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কি করিলে আমাদের প্রত্যেক ঘরে 'মার' স্থান বজায় থাকে। ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমাদের মেয়েরা যেন এমন শিক্ষা পায় যে ভবিষ্যতে তাহারা পূর্ণমাত্রায় 'মার' দায়িত্ব বহন করিতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যই মাতৃত্ব। সেই লক্ষ্য হইতে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

দেশ, কাল, পাত্র ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই পুরুলিয়া সহরে যে প্রকার স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এখন সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবিয়া ঠিক করা উচিত যে কি প্রকার শিক্ষাতে আমাদের মেয়েরা ভবিষ্যতে 'মা' হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে। এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব।

পুরুলিয়া
৩ রা ফাল্গুন ১৩৩২। } শ্রীনগেন্দ্র নাথ মিত্র।

বিবিধ চিত্র।

ছাত্রের জ্যাঠামি।

ছাত্র—স্যার, এত ক'রে বাছা বাছা প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে রাখলেন আর ইনিস্পেক্টার সাহেবটা একটা কথাও জিজ্ঞেস কল্লে না!

মাষ্টার—আরে চুপ্ কর্, চুপ্ কর্! সাহেব ইস্কুল থেকে বেরিয়ে যাক্, তার পর যা হয় বলিস্।

ছাত্র—স্যার, সাহেব এখন লাইব্রেরী ঘরে চলে গেছে, হেড মাষ্টারের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কি কথা বলছে, কিছুই শুনতে পাবে না। বলুন না আমাদের ক্লাশে এসে শুধু একটা খুঁটোর মতন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাহেবটা চলে গেল কেন?

মাষ্টার—যেন্, ওসব কথায় তোদের দরকার কি?

ছাত্র—হুঁ, মাষ্টার মশায় আমি বুঝ্তে পেরেছি। আমাদেরই শুধু পরীক্ষা দিতে হয় না, আপনাদেরও পরীক্ষা আছে—

মাষ্টার—ভারি জ্যাঠা হয়েছেত!

শিক্ষকের যোগ্যতা।

ইনস্পেক্টার—হেড্ মাষ্টার, আপনি কি একবার আপনার থার্ড মাষ্টারকে আমার কাছে ডেকে দেবেন?

হেড্ মাষ্টার—নিশ্চয় হুজুর! আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ হ'য়ে আছি।

ইনস্পেক্টার—(থার্ড মাষ্টারের প্রতি) আপনি এখানে কতদিন শিক্ষকতা কচ্ছেন?

থার্ড মাষ্টার—আজ্ঞে, তিন বৎসর কাল। হুজুরই আমাকে অনুগ্রহ ক'রে চাক্‌রীতে বহাল করেছেন।

ইনস্পেক্টার—আপনি যে এখনও ভাল ক'রে পাঠটীকা (Notes of lessons) দিতে শেখেন নি।

থার্ড মাষ্টার—কেন হুজুর, কিছু দোষ হয়েছে নাকি?

ইনস্পেক্টার—একটা নয়, অনেক। পাঠটীকার ঘরগুলিতে রুল করা ঠিক হয় নাই। পাঠের হাতের লেখাগুলি ৬ ডিগ্রি ডানদিকে যে লিখ্তে হয় তা আপনি জানেন ব'লে মনে হ'ল না। আর কত দোষের কথা ব'লব? আপনার পড়ানোর রীতিটীও ভাল না। বোর্ডের বাঁদিকে দাঁড়ান যে বর্ত্তমান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধ তাও আপনি শেখেন নি? আপনাকে দেখ্‌ছি এক বৎসর ট্রেইনিং কলেজে যেয়ে এসব শিখে আস্‌তে হবে।

থার্ড মাষ্টার—হুজুর, আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে প্রস্তুত।

অপ্রকাশ্য অলাপন।

ইনস্পেক্টার—হেড্ মাষ্টার, আপনার স্কুল পরিদর্শন করা শেষ হ'ল। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

হেড্ মাষ্টার—হুজুর, কি কথা সেটা শুন্‌বার আমি উপযুক্ত কি?

ইনস্পেক্টার—হাঁ আপনার কাজ কর্ম্ম দেখে সন্তুষ্ট হ'য়েছি ব'লেই ব'লছি! আপনি যে ইস্কুলের মাষ্টার ও ছাত্রদের রাজদ্রোহ আন্দোলনে যোগদান কর্‌বার বিষয়ে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দিয়াছেন তাতে উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনার কথাত বলেন নাই। অথচ পুলিশের টিকটিকিবিভাগের খবর থেকে জানা যায় যে আপনাদের স্কুলের একটা ছাত্র কংগ্রেসের ভলান্‌টিয়ারদের সঙ্গে মিশে সহরে কলেরা রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়েছিল।

হেড্ মাষ্টার—ক্ষমা করুন হুজুর। আমি ওখবর আদৌ পাই নি। কালই খোঁজ ক'রে তাকে রাস্‌টিকেট্ কর্‌বার জন্য আমি নাম পাঠিয়ে দোবো।

ইনস্পেক্টার—বহু ধন্যবাদ। আমি এখন চল্লুম, আর একটা স্কুল দেখ্‌তে হ'বে।

উদ্ধত হেড্ মাষ্টার।

ইনস্পেক্টার—শুভ প্রাতঃকাল। আপনাকে দেখে আনন্দিত হলাম।

হেড্ মাষ্টার—সেদিন স্কুল দেখে গেছেন। এত শীগ্‌গীর আবার আপনার আগমন কেন?

ইনস্পেক্টার—আপনার স্কুলটাই আমার বিভাগে সবচেয়ে ভাল স্কুল। তাই আপনার স্কুলটা দেখতে বড় আনন্দ পাই।

হেড্ মাষ্টার—তা বেশ! যে যে ক্লাশ দেখতে ইচ্ছে হয় দেখুন গিয়ে। দপ্তরী, সাহেবকে সব ক্লাশগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসত।

ইনস্পেক্টার—না ক্লাশগুলি দেখে আর কি হবে? আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি। জানেনইত আজ কাল-কার দিন, পুলিশ বিভাগের কাণ্ড! কি ক'রব কর্ত্তব্যের খাতিরে সবই কর্ত্তে হচ্ছে। আপনার স্কুলের কতকগুলি ছেলে নাকি একজন নামকরা রাজদ্রোহীর মৃতদেহসৎকারে সাহায্য করেছিল?

হেড্ মাষ্টার—তাতে হয়েছে কি? আমিইত এসব কাজে ওদের উৎসাহ দিই। দেশের ছেলে দেশের কাজ কর্‌বে না, কেবল সেলাম ঠুকতেই শিখবে? আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি একটা কিছু মতলব নিয়ে এসেছেন, আর মিষ্টি মিষ্টি বুলিও তার জন্যই হচ্ছিল! ওসব গোয়েন্দাগীরির কাজ আমার দ্বারা হবে না। চাক্‌রী কচ্ছি বলে ত আর বিবেকটাকে বিক্রী করিনি!

স্বাধীনতার ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড রোমকগণের অধিকারে ছিল। চতুর্দ্দিক হইতে গথ ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি রোমক সাম্রাজ্য আক্রমণ করায় রোমকগণ ইতালী রক্ষার নিমিত্ত ব্রিটেন হইতে রোমকসৈন্যদল ও বহুতর ব্রিটীশ সৈন্য ইতালিতে আনয়ন করে। তখন ব্রিটেনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এঙ্গেল্‌স্, স্যাক্সন্‌স্ ও জুট্‌স্ নামক তিনটি বর্ব্বর জাতির আক্রমণে ব্রিটনগণ পরাভূত হইয়া ক্রমশঃ ওয়েলস্, কর্ণওয়াল প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুসংখ্যক ব্রিটন বিজেতা স্যাক্সন জাতির দাসরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের বংশধরগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ কৃতদাস (serfs) বলিয়া পরিগণিত ছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দেও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে বহুসংখ্যক কৃতদাস বর্ত্তমান ছিল। রোমকগণের অধিকার কালে ব্রিটনগণ রোমক-গণের অনুকরণে অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল। রোমকগণ ব্রিটেনে অনেক সুন্দর নগর, গৃহ ও প্রশস্ত রাজ-পথাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু এঙ্গেল্‌স্ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির আক্রমণে ব্রিটন আবার প্রায় পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে সমস্ত ব্রিটনগণ ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল তাহারাও বর্ব্বর জাতির সংঘর্ষে পুনরায় বর্ব্বর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এঙ্গেল্‌স্, স্যাক্সন ও জুট, এই তিনটি বর্ব্বরজাতি ইংলণ্ড অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাগ করিয়া লইল। এঙ্গেল জাতির নাম অনুসারেই পরে তাহাদের অধিকৃত দেশ ইংলণ্ড বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এঙ্গলো-স্যাক্সনগণের আক্রমণের ও তৎপরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে পাঠ করিলে বর্ব্বর জাতির

প্রকৃতি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহারা ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে বর্ব্বর জাতির তাণ্ডব নৃত্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি বল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলি ও ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশ এঙ্গেল, স্যাক্সন, জুট, ডেন, গল, জার্ম্মাণ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি ছিল। ইহাদের মধ্যে এঙ্গেল, স্যাক্সন জুট ও ডেন প্রভৃতি জাতি জলদস্যু। ইহাদের জীবিকার উপায় লুণ্ঠন; ইহাদের প্রকৃতি হিংস্র পশু হইতেও ভীষণ। ইহারা কোন দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সে দেশের যে কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বর্ণনা করাও কঠিন—দেশবাসিগনের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, গৃহাদি ভস্মীভূত করিত; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কেহই তাহাদের হস্তে পরিত্রাণ পাইত না—সকলকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করিত; স্ত্রীগণের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত —বন্য পশুও এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে পারে কিনা সন্দেহ। প্রথমতঃ এঙ্গেল, স্যাক্সনগণ ও জুটগণ ব্রিটেন অধিকার করিল। পরে আবার ডেনগণ এবং নর্থমেনগণ ইংলণ্ডের উত্তরাংশ অধিকার করিল। ৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই জলদস্যুগণের আক্রমণ আরম্ভ হয়। পরিশেষে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ক্যানিউট নামক জনৈক ডেন সমস্ত ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিল। ডেন ও নর্থমেনগণ এঙ্গলো-স্যাক্সনগণ সহ একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে এই মিশ্রিত জাতিটিকে এঙ্গলো-স্যাক্সন জাতিই বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই মিশ্র জাতিটিকে ডেন জাতিই বা বলা যাইবে না কেন? কোনও ইংরাজ ঐতিহাসিক এই জাতিটিকে এঙ্গলো-ডেন জাতি বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। ডেনজাতীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ওয়ার্স1 (Worsa) বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উত্তরাংশের লোকের অবয়ব সম্পূর্ণরূপ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসিগণের অনুরূপ।

ডেনদিগের আক্রমণ শেষ হওয়ার পরেও ব্রিটেন শান্তি পায় নাই। আবারও ফ্রান্সের নরমাণ্ডি নামক প্রদেশ হইতে নরম্যান জাতি আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার বসিল। নরম্যানগণও পূর্ব্বোক্ত নর্থমেন বা স্ক্যান্‌ডিনেভীয় জাতি। নরম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়ম ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করিয়া "বিজেতা" (The Conqueror) খ্যাতি পাইয়াছেন—নরম্যানগণও পূর্ব্বকথিত এঙ্গলো-স্যাক্সন, বা এঙ্গলো-ডেনগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই মিশ্রিত জাতির মধ্যে কত অংশ অনার্য্য, কতটা কেলটিক, কতটা এঙ্গলো-স্যাক্সন; কত পরিমাণে ডেন জাতি মিশিয়াছে এবং সর্ব্বশেষে নরম্যানগণ যখন ব্রিটেন জয় করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মিশ্রিত জাতির গলায় দাসত্বশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া সমগ্র স্যাক্সন জাতিটাকে উৎপীড়ন করিয়া ধূলা রাশিতে পরিণত করিল, পুরাতন জমীদার শ্রেণীকে মারিয়া ফেলিল বা তাড়াইয়া দিল এবং ব্রিটেনের উত্তরাংশ লুটপাট করিয়া ও আগুন জ্বালাইয়া জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেশটাই নরম্যানগণ ভোগ করিতে লাগিল, তখনই বা ব্রিটেনের অধিবাসিগণের মধ্যে কত পরিমাণে নরম্যান রক্ত মিশ্রিত হইল তাহার পরিমাণ কি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন?

ক্রমশঃ।

পত্রিকা সমালোচনা।

শ্রীহট্টের "জন শক্তি" কনফারেন্স সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বিশিষ্ট লেখকবর্গের প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ এই সংখ্যাটি প্রকৃতই সুপাঠ্য হইয়াছে। সম্পাদক ও কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে—সেই জন্যই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

শ্রীহট্টের "দেশবন্ধু" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাইলাম। সুযোগ্য সম্পাদকের হাতেই এই পত্রিকার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কার্য্যকে সফলতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা সহযোগীর সার্থক হউক —ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

বরিশালে অহোরাত্রচরকাউৎসব

আগামী ১২ই ফাল্গুন বুধবার বরিশাল টাউন হলে অহোরাত্রব্যাপী চরকা উৎসব হইবে। তৎসঙ্গে পূজা, স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োজনও করা হইতেছে।

স্থানীয় সংবাদ।

গরীবের উপর অত্যাচার—

পুরুলিয়া ডাকবাংলার উত্তর দিকে ৺অশেষ ঘোষের যে খানিকটা জমি আছে সেখানে কয়েকটি খোলার ঘরে মধু দোসাদ প্রভৃতি কয়েকজন গরীব লোক ভাড়া দিয়া বাস করে। তাহারা এই বলিয়া থানায় অভিযোগ করিয়াছে যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর বেলা দাউদ খাঁ, হীরা খাঁ প্রভৃতি ১২।১৩ জন লোক যাইয়া মধু দোসাদের স্ত্রী কন্যাকে মার পিট করে ও ৪।৫ খানা ঘরের খোলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রকাশ, থানা হইতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের কোনরূপ ব্যবস্থা ত দূরের কথা, এই অভিযোগ গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করা হয়; দারোগা তাহাদিগকে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। থানার অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে এরূপ জুলুমের সংবাদ পাইয়াও প্রতিকারের চেষ্টা পুলিশ কেন করিল না তাহার তদন্ত হওয়া উচিত।

X দুলমীর প্রতিমা—

আমরা অবগত হইলাম যে অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে পাতকুমের রাজা সাহেব দুলমীর প্রতিমাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য ডেপুটিকমিশনার মিঃ টপ্‌লিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে চাণ্ডিলের রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবও কুঠীতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ টপ্‌লিস্ রাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি হইলে তিনি এই প্রতিমাসংক্রান্ত ব্যাপার মিটাইয়া লইতে রাজী হইতে পারেন। রাজা সাহেব বলেন—"সর্ব্বসাধারণের এক সভা আহ্বান করিয়া, সেই সভাতে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যদি তাঁহার গর্হিত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে মিট্‌মাটে আমি রাজী আছি। অবশ্য ইহার উপরে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই আমি স্বীকৃত হইব।" তখন মিঃ টপ্‌লিস্ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে ডাকিয়া রাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তদনুসারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাজা সাহেব তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। প্রতিমা-অপহরণের ব্যাপারের পরিসমাপ্তি এখানেই হইল।

জিলার স্বাস্থ্য—ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রকাশ যে গত জানুয়ারী মাসে সদর সবডিভিসনে মোট ৯০ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিল, তন্মধ্যে ৪৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সহরে বসন্ত—সহরে বসন্তের প্রকোপ খুবই চলিতেছে। প্রায়ই দুই, চারিটি মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ৯ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১০৮ জন লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

শোক সংবাদ—গত ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতি বার প্রাতঃকালে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺রামকুমার দে মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান সূর্য্য কান্ত দে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতি অল্পবয়স্ক হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় বদান্যতায় তিনি সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পরের দুঃখে তিনি প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেন, যে বৎসর যখন সহরে খুব কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছিল তখনই আমরা তাঁহার চরিত্রের এই মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। ভগবান্ এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতার মনে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ড এবং অদূরপ্রাচ্য—

ব্রিটীশ মন্ত্রণসভার অন্যতম সদস্য মিঃ এমেরি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইরাকের উপরে ইংলণ্ডের প্রভাব বজায় রাখিতে পারিলে অর্থনৈতিক হিসাবে ও সাম্রাজ্যসম্পর্কীয় অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডের লাভ যথেষ্টই হইবে; সুতরাং সহজে এই আধিপত্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। মিশরের সম্বন্ধেও এই কথাই তিনি বলিয়াছেন; মিশর ব্রিটীশসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি সুবিধা ইংলণ্ডকে দিতে বাধ্য। মিশর হইতে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়া লওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

তুরস্ক ও রাশিয়া—

কৃষ্ণসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে তুরস্কের কতকগুলি বন্দর সুরক্ষিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। রাশিয়া নাকি এই ব্যাপারে তুরস্কের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তুরস্কের সহিত রাশিয়ার প্রীতির বন্ধন দিন দিন গাঢ় হইতেছে, কিন্তু পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাড়িয়াই চলিল।

জাতিসঙ্ঘ ও জার্ম্মাণী—

জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘের সদস্য হইবার প্রার্থী হইয়া জাতিসঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। এখনও ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না—ইউরোপের বড় বড় জাতিগুলি তাহাকে সকল রকমের সুবিধা দান করিতে স্বীকৃত হইবে কি না। ইটালির অধীন টেন্‌টিনো নামক স্থানে অল্পসংখ্যক মাত্র জার্ম্মাণ বাস করে। তাহাদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘকে অনুরোধ করিবে। এই সংবাদে ইটালির সর্ব্বেসর্ব্বা মুসোলিনি তাহাকে অতি অপমানসূচক ভাষায় শাসাইয়াছে। পূর্ব্ব শক্তি জার্ম্মাণীর থাকিলে ইহার ফলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নিজ নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অন্যায় প্রশ্রয়ের ফলে নিজের দেশকে নিরাপদ মনে করিয়াই মুসোলিনি এতটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল।

চীনে বয়কট—

দক্ষিণ চীনে বিলাতী মাল বর্জ্জনের ফলে ইংলণ্ডে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। পররাষ্ট্রসচিব চেম্বার্লেন সাহেব সেদিন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে ক্যাণ্টন ও হংকংএর মধ্যে কোনও প্রকার মিট্‌মাটের চেষ্টাই সফল হইতেছে না, কারণ ইংরাজবিদ্বেষই ক্যাণ্টন সরকারের সকল কার্য্যের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে চীনের অন্যত্র ইংরাজ ব্যবসায়িগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

এই সঙ্গেই আর একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে দেখা যায়, ব্রিটীশ সরকারের মনে হঠাৎ চীনবাসীদের জন্য অহেতুকী করুণার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া চীন সরকারের যে আয়টা হইত, "বক্সার" যুদ্ধের পরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্রিটীশ সরকার তাহা হস্তগত করিয়া লন। এখন শুনা যাইতেছে যে এই অর্থের আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবার জন্য যে একটি কমিটি চীনে আছে, তাহাতে দুই একজন চীনা ভদ্রলোককেও স্থান দেওয়া হইবে। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে নাকি এই টাকাটার কিছু অংশ চীনের হিতের জন্যই ব্যয়িত হইবে। সাধু সঙ্কল্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রস্তাবটা কতদূর বাস্তবে পরিণত হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। অধিকন্তু, বর্জ্জননীতি যখন চীনে ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে ঠিক সেই সময়েই এইরূপ সঙ্কল্পের কারন কি? করুণাটা কি প্রকৃতই "অহেতুকী"?

সিরিয়ার অবস্থা—

সিরিয়ার ফরাসী শাসনকর্ত্তা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সিরিয়াতে "আইনানুমোদিত" শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই ফ্রান্সের উদ্দেশ্য; কিন্তু রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া না আসিলে এইরূপ শাসনপদ্ধতি প্রচলিত করা অসম্ভব, তাই কামান বন্দুকের সাহায্যে দুষ্ট ড্রুসদিগের মধ্যে শান্তি আনয়নের চেষ্টা তিনি করিতেছেন।

বিমানযোগে করাচী হইতে রেঙ্গুন—

করাচী হইতে রেঙ্গুন যাইবার জন্য উড়ো জাহাজের সার্ভিস্ শীঘ্রই খোলা হইবে। প্রকাশ ভারত সরকার ইহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টের বজেট্—

আগামী বৎসরে সকল প্রকার ব্যাপারে যথোচিত ব্যয় করিবার পরেও সরকারের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকবে—আয় ব্যয়ের হিসাবের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার কালে মিঃ সিংহ এই কথা বলিয়াছেন। "যথোচিত" ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব আমরা এখনও পাই নাই, তবে একটা জিনিষ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আবগারীর আয় নাকি এবৎসর ২ কোটি টাকা হইবে। বিহার সরকারের আর্থিক অবস্থা এই কারণেই এত সচ্ছল হইয়াছে।

প্রকৃতি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহারা ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে বর্ব্বর জাতির তাণ্ডব নৃত্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি বল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলি ও ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশ এঙ্গেল, স্যাক্সন, জুট, ডেন, গল, জার্ম্মাণ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি ছিল। ইহাদের মধ্যে এঙ্গেল, স্যাক্সন জুট ও ডেন প্রভৃতি জাতি জলদস্যু। ইহাদের জীবিকার উপায় লুণ্ঠন; ইহাদের প্রকৃতি হিংস্র পশু হইতেও ভীষণ। ইহারা কোন দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সে দেশের যে কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বর্ণনা করাও কঠিন—দেশবাসিগনের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, গৃহাদি ভস্মীভূত করিত; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কেহই তাহাদের হস্তে পরিত্রাণ পাইত না—সকলকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করিত; স্ত্রীগণের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত—বন্য পশুও এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে পারে কিনা সন্দেহ। প্রথমতঃ এঙ্গেল, স্যাক্সনগণ ও জুটগণ ব্রিটেন অধিকার করিল। পরে আবার ডেনগণ এবং নর্থমেনগণ ইংলণ্ডের উত্তরাংশ অধিকার করিল। ৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই জলদস্যুগণের আক্রমণ আরম্ভ হয়। পরিশেষে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ক্যানিউট নামক জনৈক ডেন সমস্ত ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিল। ডেন ও নর্থমেনগণ এঙ্গলো-স্যাক্সনগণ সহ একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে এই মিশ্রিত জাতিটিকে এঙ্গলো-স্যাক্সন জাতিই বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই মিশ্র জাতিটিকে ডেন জাতিই বা বলা যাইবে না কেন? কোনও ইংরাজ ঐতিহাসিক এই জাতিটিকে এঙ্গলো-ডেন জাতি বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। ডেনজাতীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ওয়ার্সা (Worsa) বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উত্তরাংশের লোকের অবয়ব সম্পূর্ণরূপ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসিগণের অনুরূপ।

ডেনদিগের আক্রমণ শেষ হওয়ার পরেও ব্রিটেন শান্তি পায় নাই। আবারও ফ্রান্সের নরমাণ্ডি নামক প্রদেশ হইতে নরম্যান জতি আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার বসিল। নরম্যানগণও পূর্ব্বোক্ত নর্থমেন বা স্ক্যানডিনেভীয় জাতি। নরম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়ম ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করিয়া "বিজেতা" (The Conqueror) খ্যাতি পাইয়াছেন—নরম্যানগণও পূর্ব্বকথিত এঙ্গলো-স্যাক্সন, বা এঙ্গলো-ডেনগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই মিশ্রিত জাতির মধ্যে কত অংশ অনার্য্য, কতটা কেলটিক, কতটা এঙ্গলো-স্যাক্সন; কত পরিমাণে ডেন জাতি মিশিয়াছে এবং সর্ব্বশেষে নরম্যানগণ যখন ব্রিটেন জয় করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মিশ্রিত জাতির গলায় দাসত্বশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া সমগ্র স্যাক্সন জাতিটাকে উৎপীড়ন করিয়া ধূলা রাশিতে পরিণত করিল, পুরাতন জমীদার শ্রেণীকে মারিয়া ফেলিল বা তাড়াইয়া দিল এবং ব্রিটেনের উত্তরাংশ লুটপাট করিয়া ও আগুন জ্বালাইয়া জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেশটাই নরম্যানগণ ভোগ করিতে লাগিল, তখনই বা ব্রিটেনের অধিবাসিগণের মধ্যে কত পরিমাণে নরম্যান রক্ত মিশ্রিত হইল তাহার পরিমাণ কি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন?

ক্রমশঃ।

পত্রিকা সমালোচনা।

শ্রীহট্টের "জন শক্তি" কনফারেন্স সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বিশিষ্ট লেখকবর্গের প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ এই সংখ্যাটি প্রকৃতই সুপাঠ্য হইয়াছে। সম্পাদক ও কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে—সেই জন্যই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

শ্রীহট্টের "দেশবন্ধু" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাইলাম। সুযোগ্য সম্পাদকের হাতেই এই পত্রিকার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কার্য্যকে সফলতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা সহযোগীর সার্থক হউক—ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

বরিশালে অহোরাত্রচরকাউৎসব

আগামী ১২ই ফাল্গুন বুধবার বরিশাল টাউন হলে অহোরাত্রব্যাপী চরকা উৎসব হইবে। তৎসঙ্গে পূজা, স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োজনও করা হইতেছে।

স্থানীয় সংবাদ।

গরীবের উপর অত্যাচার—

পুরুলিয়া ডাকবাংলার উত্তর দিকে ৺অশেষ ঘোষের যে খানিকটা জমি আছে সেখানে কয়েকটি খোলার ঘরে ধনু দোসাদ প্রভৃতি কয়েকজন গরীব লোক ভাড়া দিয়া বাস করে। তাহারা এই বলিয়া থানায় অভিযোগ করিয়াছে যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর বেলা দাউদ খাঁ, হীরা খাঁ প্রভৃতি ১২।১৩ জন লোক যাইয়া ধনু দোসাদের স্ত্রী কন্যাকে মার পিট করে ও ৪।৫ খানা ঘরের খোলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রকাশ, থানা হইতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের কোনরূপ ব্যবস্থা ত দূরের কথা, এই অভিযোগ গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করা হয়; দারোগা তাহাদিগকে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। থানার অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে এরূপ জুলুমের সংবাদ পাইয়াও প্রতিকারের চেষ্টা পুলিশ কেন করিল না তাহার তদন্ত হওয়া উচিত।

X দুলমীর প্রতিমা—

আমরা অবগত হইলাম যে অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে পাতকুমের রাজা সাহেব দুলমীর প্রতিমাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য ডেপুটিকমিশনার মিঃ টপ্‌লিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে চাণ্ডিলের রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবও কুঠীতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ টপ্‌লিস্ রাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি হইলে তিনি এই প্রতিমাসংক্রান্ত ব্যাপার মিটাইয়া লইতে রাজী হইতে পারেন। রাজা সাহেব বলেন—"সর্ব্বসাধারণের এক সভা আহ্বান করিয়া, সেই সভাতে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যদি তাঁহার গর্হিত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে মিটমাটে আমি রাজী আছি। অবশ্য ইহার উপরে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই আমি স্বীকৃত হইব।" তখন মিঃ টপ্‌লিস্ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে ডাকিয়া রাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তদনুসারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাজা সাহেব তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। প্রতিমা-অপহরণের ব্যাপারের পরিসমাপ্তি এখানেই হইল।

জিলার স্বাস্থ্য—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রকাশ যে গত জানুয়ারী মাসে সদর সবডিভিসনে মোট ৯০ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিল, তন্মধ্যে ৪৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সহরে বসন্ত—সহরে বসন্তের প্রকোপ খুবই চলিতেছে। প্রায়ই দুই, চারিটি মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ৯ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১০৮ জন লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

শোক সংবাদ—গত ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতি বার প্রাতঃকালে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺রামকুমার দে মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান সূর্য্য কান্ত দে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতি অল্পবয়স্ক হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় বদান্যতায় তিনি সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পরের দুঃখে তিনি প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেন, যে বৎসর যখন সহরে খুব কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছিল তখনই আমরা তাঁহার চরিত্রের এই মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। ভগবান্ এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতার মনে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ড এবং অদূরপ্রাচ্য—

ব্রিটীশ মন্ত্রসভার অন্যতম সদস্য মিঃ এমেরি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইরাকের উপরে ইংলণ্ডের প্রভাব বজায় রাখিতে পারিলে অর্থনৈতিক হিসাবে ও সাম্রাজ্যসম্পর্কীয় অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডের লাভ যথেষ্টই হইবে; সুতরাং সহজে এই আধিপত্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। মিশরের সম্বন্ধেও এই কথাই তিনি বলিয়াছেন; মিশর ব্রিটীশসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি সুবিধা ইংলণ্ডকে দিতে বাধ্য। মিশর হইতে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়া লওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

তুরস্ক ও রাশিয়া—

কৃষ্ণসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে তুরস্কের কতকগুলি বন্দর সুরক্ষিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। রাশিয়া নাকি এই ব্যাপারে তুরস্কের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তুরস্কের সহিত রাশিয়ার প্রীতির বন্ধন দিন দিন গাঢ় হইতেছে, কিন্তু পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাড়িয়াই চলিল।

জাতিসঙ্ঘ ও জার্ম্মাণী—

জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘের সদস্য হইবার প্রার্থী হইয়া জাতিসঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। এখনও ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না—ইউরোপের বড় বড় জাতিগুলি তাহাকে সকল রকমের সুবিধা দান করিতে স্বীকৃত হইবে কি না। ইটালির অধীন টেনটিনো নামক স্থানে অল্পসংখ্যক মাত্র জার্ম্মাণ বাস করে। তাহাদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘকে অনুরোধ করিবে। এই সংবাদে ইটালির সর্ব্বেসর্ব্বা মুসোলিনি তাহাকে অতি অপমানসূচক ভাষায় শাসাইয়াছে। পূর্ব্ব শক্তি জার্ম্মাণীর থাকিলে ইহার ফলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নিজ নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অন্যায় প্রশ্রয়ের ফলে নিজের দেশকে নিরাপদ মনে করিয়াই মুসোলিনি এতটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল।

চীনে বয়কট্—

দক্ষিণ চীনে বিলাতী মাল বর্জ্জনের ফলে ইংলণ্ডে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। পররাষ্ট্রসচিব চেম্বার্লেন সাহেব সেদিন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে ক্যাণ্টন ও হংকংএর মধ্যে কোনও প্রকার মিটমাটের চেষ্টাই সফল হইতেছে না, কারণ ইংরাজ-বিদ্বেষই ক্যাণ্টন সরকারের সকল কার্য্যের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে চীনের অন্যত্র ইংরাজ ব্যবসায়িগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

এই সঙ্গেই আর একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে দেখা যায়, ব্রিটীশ সরকারের মনে হঠাৎ চীনবাসীদের জন্য অহেতুকী করুণার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া চীন সরকারের যে আয়টা হইত, "বক্সার" যুদ্ধের পরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্রিটীশ সরকার তাহা হস্তগত করিয়া লন। এখন শুনা যাইতেছে যে এই অর্থের আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবার জন্য যে একটি কমিটি চীনে আছে, তাহাতে দুই একজন চীনা ভদ্রলোককেও স্থান দেওয়া হইবে। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে নাকি এই টাকাটার কিছু অংশ চীনের হিতের জন্যই ব্যয়িত হইবে। সাধু সঙ্কল্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রস্তাবটা কতদূর বাস্তবে পরিণত হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। অধিকন্তু, বর্জ্জননীতি যখন চীনে ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে ঠিক সেই সময়েই এইরূপ সঙ্কল্পের কারন কি? করুণাটা কি প্রকৃতই "অহেতুকী"?

সিরিয়ার অবস্থা—

সিরিয়ার ফরাসী শাসনকর্ত্তা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সিরিয়াতে "আইনানুমোদিত" শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই ফ্রান্সের উদ্দেশ্য; কিন্তু রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া না আসিলে এইরূপ শাসনপদ্ধতি প্রচলিত করা অসম্ভব, তাই কামান বন্দুকের সাহায্যে দুষ্ট ড্রুসদিগের মধ্যে শান্তি আনয়নের চেষ্টা তিনি করিতেছেন।

বিমানযোগে করাচী হইতে রেঙ্গুন—

করাচী হইতে রেঙ্গুন যাইবার জন্য উড়ো জাহাজের সার্ভিস্ শীঘ্রই খোলা হইবে। প্রকাশ ভারত সরকার ইহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টের বজেট্—

আগামী বৎসরে সকল প্রকার ব্যাপারে যথোচিত ব্যয় করিবার পরেও সরকারের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিবে—আয় ব্যয়ের হিসাবের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার কালে মিঃ সিংহ এই কথা বলিয়াছেন। "যথোচিত" ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব আমরা এখনও পাই নাই, তবে একটা জিনিষ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আবগারীর আয় নাকি এবৎসর ২ কোটি টাকা হইবে। বিহার সরকারের আর্থিক অবস্থা এই কারণেই এত সচ্ছল হইয়াছে।

প্রকৃতি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহারা ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে বর্ব্বর জাতির তাণ্ডব নৃত্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি বল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলি ও ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশ এঙ্গেল, স্যাক্সন, জুট, ডেন, গল, জার্ম্মাণ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি ছিল। ইহাদের মধ্যে এঙ্গেল, স্যাক্সন জুট ও ডেন প্রভৃতি জাতি জলদস্যু। ইহাদের জীবিকার উপায় লুণ্ঠন; ইহাদের প্রকৃতি হিংস্র পশু হইতেও ভীষণ। ইহারা কোন দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সে দেশের যে কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বর্ণনা করাও কঠিন—দেশবাসিগনের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, গৃহাদি ভস্মীভূত করিত; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কেহই তাহাদের হস্তে পরিত্রাণ পাইত না—সকলকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করিত; স্ত্রীগণের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত—বন্য পশুও এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে পারে কিনা সন্দেহ। প্রথমতঃ এঙ্গেল, স্যাক্সনগণ ও জুটগণ ব্রিটেন অধিকার করিল। পরে আবার ডেনগণ এবং নর্থমেনগণ ইংলণ্ডের উত্তরাংশ অধিকার করিল। ৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই জলদস্যুগণের আক্রমণ আরম্ভ হয়। পরিশেষে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ক্যানিউট নামক জনৈক ডেন সমস্ত ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিল। ডেন ও নর্থমেনগণ এঙ্গলো-স্যাক্সনগণ সহ একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে এই মিশ্রিত জাতিটিকে এঙ্গলো-স্যাক্সন জাতিই বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই মিশ্র জাতিটিকে ডেন জাতিই বা বলা যাইবে না কেন? কোনও ইংরাজ ঐতিহাসিক এই জাতিটিকে এঙ্গলো-ডেন জাতি বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। ডেনজাতীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ওয়ার্সা (Worsa) বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উত্তরাংশের লোকের অবয়ব সম্পূর্ণরূপ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসিগণের অনুরূপ।

ডেনদিগের আক্রমণ শেষ হওয়ার পরেও ব্রিটেন শান্তি পায় নাই। আবারও ফ্রান্সের নরমাণ্ডি নামক প্রদেশ হইতে নরম্যান জাতি আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার বসিল। নরম্যানগণও পূর্ব্বোক্ত নর্থমেন বা স্ক্যান্‌ডিনেভীয় জাতি। নরম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়ম ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করিয়া "বিজেতা" (The Conqueror) খ্যাতি পাইয়াছেন—নরম্যানগণও পূর্ব্বকথিত এঙ্গলো-স্যাক্সন, বা এঙ্গলো-ডেনগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই মিশ্রিত জাতির মধ্যে কত অংশ অনার্য্য, কতটা কেলটিক, কতটা এঙ্গলো-স্যাক্সন, কত পরিমাণে ডেন জাতি মিশিয়াছে এবং সর্ব্বশেষে নরম্যানগণ যখন ব্রিটেন জয় করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মিশ্রিত জাতির গলায় দাসত্বশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া সমগ্র স্যাক্সন জাতিটাকে উৎপীড়ন করিয়া ধূলা রাশিতে পরিণত করিল, পুরাতন জমীদার শ্রেণীকে মারিয়া ফেলিল বা তাড়াইয়া দিল এবং ব্রিটেনের উত্তরাংশ লুটপাট করিয়া ও আগুন জ্বালাইয়া জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেশটাই নরম্যানগণ ভোগ করিতে লাগিল, তখনই বা ব্রিটেনের অধিবাসিগণের মধ্যে কত পরিমাণে নরম্যান রক্ত মিশ্রিত হইল তাহার পরিমাণ কি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন?

ক্রমশঃ।

পত্রিকা সমালোচনা।

শ্রীহট্টের "জন শক্তি" কন্‌ফারেন্স সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বিশিষ্ট লেখকবর্গের প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ এই সংখ্যাটি প্রকৃতই সুপাঠ্য হইয়াছে। সম্পাদক ও কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে—সেই জন্যই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

শ্রীহট্টের "দেশবন্ধু" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাইলাম। সুযোগ্য সম্পাদকের হাতেই এই পত্রিকার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কার্য্যকে সফলতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা সহযোগীর সার্থক হউক—ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

বরিশালে অহোরাত্রচরকাউৎসব

আগামী ১২ই ফাল্গুন বুধবার বরিশাল টাউন হলে অহোরাত্র-ব্যাপী চরকা উৎসব হইবে। তৎসঙ্গে পূজা, স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রভৃতির আয়োজনও করা হইতেছে।

স্থানীয় সংবাদ।

গরীবের উপর অত্যাচার—

পুরুলিয়া ডাকবাংলার উত্তর দিকে ৺অশেষ ঘোষের যে খানিকটা জমি আছে- সেখানে কয়েকটি খোলার ঘরে মধু দোসাদ প্রভৃতি কয়েকজন গরীব লোক ভাড়া দিয়া বাস করে। তাহারা এই বলিয়া থানায় অভিযোগ করিয়াছে যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর বেলা দাউদ খাঁ, হীরা খাঁ প্রভৃতি ১২।১৩ জন লোক যাইয়া মধু দোসাদের স্ত্রী কন্যাকে মার পিট করে ও ৪।৫ খানা ঘরের খোলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রকাশ, থানা হইতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের কোনরূপ ব্যবস্থা ত দূরের কথা, এই অভিযোগ গ্রহণ করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করা হয়; দারোগা তাহাদিগকে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। থানার অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে এরূপ জুলুমের সংবাদ পাইয়াও প্রতিকারের চেষ্টা পুলিশ কেন করিল না তাহার তদন্ত হওয়া উচিত।

দুলমীর প্রতিমা—

আমরা অবগত হইলাম যে অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে পাতকুমের রাজা সাহেব দুলমীর প্রতিমাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য ডেপুটিকমিশনার মিঃ টপ্‌লিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে চাণ্ডিলের রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবও কুঠীতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ টপ্‌লিস্ রাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি হইলে তিনি এই প্রতিমাসংক্রান্ত ব্যাপার মিটাইয়া লইতে রাজী হইতে পারেন। রাজা সাহেব বলেন—"সর্ব্ব সাধারণের এক সভা আহ্বান করিয়া, সেই সভাতে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যদি তাঁহার গর্হিত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে মিটমাটে আমি রাজী আছি। অবশ্য ইহার উপরে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই আমি স্বীকৃত হইব।" তখন মিঃ টপ্‌লিস্ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে ডাকিয়া রাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তদনুসারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাজা সাহেব তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। প্রতিমা-অপহরণের ব্যাপারের পরিসমাপ্তি এখানেই হইল।

জিলার স্বাস্থ্য—ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রকাশ যে গত জানুয়ারী মাসে সদর সবডিভিসনে মোট ৯০ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিল, তন্মধ্যে ৪৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সহরে বসন্ত—সহরে বসন্তের প্রকোপ খুবই চলিতেছে। প্রায়ই দুই, চারিটি মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ৯ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ২০ শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১০৮ জন লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

শোক সংবাদ—গত ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতি বার প্রাতঃকালে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺রামকুমার দে মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান সূর্য্য কান্ত দে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতি অল্পবয়স্ক হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় বদান্যতায় তিনি সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পরের দুঃখে তিনি প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেন, যে বৎসর যখন সহরে খুব কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছিল তখনই আমরা তাঁহার চরিত্রের এই মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। ভগবান্ এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতার মনে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ড এবং অদূরপ্রাচ্য—

ব্রিটীশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য মিঃ এমেরি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইরাকের উপরে ইংলণ্ডের প্রভাব বজায় রাখিতে পারিলে অর্থনৈতিক হিসাবে ও সাম্রাজ্যসম্পর্কীয় অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডের লাভ যথেষ্টই হইবে; সুতরাং সহজে এই আধিপত্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। মিশরের সম্বন্ধেও এই কথাই তিনি বলিয়াছেন; মিশর ব্রিটীশসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি সুবিধা ইংলণ্ডকে দিতে বাধ্য। মিশর হইতে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়া লওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

তুরস্ক ও রাশিয়া—

কৃষ্ণসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে তুরস্কের কতকগুলি বন্দর সুরক্ষিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। রাশিয়া নাকি এই ব্যাপারে তুরস্কের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তুরস্কের সহিত রাশিয়ার প্রীতির বন্ধন দিন দিন গাঢ় হইতেছে, কিন্তু পারস্য ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাড়িয়াই চলিল।

জাতিসঙ্ঘ ও জার্ম্মাণী—

জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘের সদস্য হইবার প্রার্থী হইয়া জাতিসঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। এখনও ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না—ইউরোপের বড় বড় জাতিগুলি তাহাকে সকল রকমের সুবিধা দান করিতে স্বীকৃত হইবে কি না। ইটালির অধীন টেন্‌টিনো নামক স্থানে অল্পসংখ্যক মাত্র জার্ম্মান বাস করে। তাহাদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘকে অনুরোধ করিবে। এই সংবাদে ইটালির সর্ব্বেসর্ব্বা মুসোলিনি তাহাকে অতি অপমানসূচক ভাষায় শাসাইয়াছে। পূর্ব্ব শক্তি জার্ম্মাণীর থাকিলে ইহার ফলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নিজ নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অন্যায় প্রশ্রয়ের ফলে নিজের দেশকে নিরাপদ মনে করিয়াই মুসোলিনি এতটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল।

চীনে বয়কট—

দক্ষিণ চীনে বিলাতী মাল বর্জ্জনের ফলে ইংলণ্ডে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। পররাষ্ট্রসচিব চেম্বার্লেন সাহেব সেদিন পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে ক্যান্টন ও হংকংএর মধ্যে কোনও প্রকার মিটমাটের চেষ্টাই সফল হইতেছে না, কারণ ইংরাজ-বিদ্বেষই ক্যান্টন সরকারের সকল কার্য্যের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে চীনের অন্যত্র ইংরাজ ব্যবসায়িগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

এই সঙ্গেই আর একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে দেখা যায়, ব্রিটীশ সরকারের মনে হঠাৎ চীনবাসীদের জন্য অহেতুকী করুণার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া চীন সরকারের যে আয়টা হইত, "বক্সার" যুদ্ধের পরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্রিটীশ সরকার তাহা হস্তগত করিয়া লন। এখন শুনা যাইতেছে যে এই অর্থের আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবার জন্য যে একটি কমিটি চীনে আছে, তাহাতে দুই একজন চীনা ভদ্রলোককেও স্থান দেওয়া হইবে। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে নাকি এই টাকাটার কিছু অংশ চীনের হিতের জন্যই ব্যয়িত হইবে। সাধু সঙ্কল্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রস্তাবটা কতদূর বাস্তবে পরিণত হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। অধিকন্তু, বর্জ্জননীতি যখন চীনে ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে ঠিক সেই সময়েই এইরূপ সঙ্কল্পের কারন কি? করুণাটা কি প্রকৃতই "অহেতুকী"?

সিরিয়ার অবস্থা—

সিরিয়ার ফরাসী শাসনকর্ত্তা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সিরিয়াতে "আইনানুমোদিত" শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই ফ্রান্সের উদ্দেশ্য; কিন্তু রাজ্যে শান্তি ফিরিয়া না আসিলে এইরূপ শাসনপদ্ধতি প্রচলিত করা অসম্ভব, তাই কামান বন্দুকের সাহায্যে দুষ্ট ড্রুসদিগের মধ্যে শান্তি আনয়নের চেষ্টা তিনি করিতেছেন।

বিমানযোগে করাচী হইতে রেঙ্গুন—

করাচী হইতে রেঙ্গুন যাইবার জন্য উড়ো জাহাজের সার্ভিস্ শীঘ্রই খোলা হইবে। প্রকাশ ভারত সরকার ইহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টের বজেট—

আগামী বৎসরে সকল প্রকার ব্যাপারে যথোচিত ব্যয় করিবার পরেও সরকারের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিবে—আয় ব্যয়ের হিসাবের খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার কালে মিঃ সিংহ এই কথা বলিয়াছেন। "যথোচিত" ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব আমরা এখনও পাই নাই, তবে একটা জিনিষ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আবগারীর আয় নাকি এবৎসর ২ কোটি টাকা হইবে। বিহার সরকারের আর্থিক অবস্থা এই কারণেই এত সচ্ছল হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোম্ মেম্বারের নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া যদি কোনও ব্যক্তি জামিন না দেয়, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজনবোধে তাহাকে সশ্রম কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করিতে পারিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সংশোধক প্রস্তাবের ফলে এই ধারা অনুসারে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিবার ক্ষমতা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন ; এখন আবার তাহা ফিরিয়া পাইলেন।

ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট একটি আইন করিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত প্রবাসীকে ব্রহ্মদেশ হইতে দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা আদায় করিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এই আইনের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারতসচিবকে এই আইন বাতিল করিতে অনুরোধ করা হউক, অথবা ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন করিয়া ব্রহ্মের সরকারের হাত হইতে এই অন্যায় ক্ষমতা কাড়িয়া লউন। সরকারপক্ষ এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বে-সরকারী প্রায় সকল সদস্যই এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে—ব্রহ্মে প্রবাসী ভারতীয় রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়েই এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

দক্ষিণআফ্রিকা সমস্যা সম্বন্ধে সরকার জানাইয়াছেন যে, এসিয়া-বিদ্বেষ বিলের সর্ত্তগুলি আলোচনা করিবার জন্য ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করিয়াছেন, ভারত সরকারের ডেপুটেশন সেই কমিটিতে উক্ত বিল সম্বন্ধে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের সাহায্যের জন্য ইহার বেশী আর কিছু করিতে পারিলেন না—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়!

খদ্দর প্রচার—

মাদ্রাজ কর্পোরেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে কর্পোরেশনের অধীন বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক সুতাকাটা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদিগকে খদ্দরের ইউনিফর্ম্ম দেওয়া হইবে।

রাজবন্দীর দুঃখ—

রাজবন্দীগণের নির্য্যাতনের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানা রোগে কষ্ট পাইতেছেন; চিকিৎসার ব্যবস্থাও সব সময়ে প্রয়োজনানুরূপ হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী একজন রাজবন্দী। তিনি এখন মাণ্ডালে জেলে আছেন। তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। সরকারের নিকট তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীকে মুক্তি দেওয়া যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্ততপক্ষে নিজ গৃহেই তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হউক, যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে একবারের জন্যও স্বামীর সাক্ষাৎলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে। সরকার উত্তর দিয়াছেন—ইহা অসম্ভব। রাজকার্য্য পরিচালনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাও ত' মানুষ তবে এতটা হৃদয়হীনতার পরিচয় তাঁহারা দিতে পারেন কি করিয়া?

স্বরাজ্য দলের জয়ঃ

নাগপুরে ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ মুঞ্জের স্থানে একজন স্বরাজী সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আপেক্ষিক—সহযোগীদলের মনোনীত প্রার্থীর পরাজয় হইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা—

উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বাকী রাজস্বের জন্য কোনও জমিদারী নিলাম হইলেও নিলামের ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ সহ বাকী টাকা জমা দিলে নিলাম রহিত হইবে।

শিক্ষাবিভাগের নিম্নস্তরের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্যও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নিবেদনঃ

আপনারা অবগত আছেন যে আনাড়ার প্রসিদ্ধ শিবমন্দির বহুদিন হইল সংস্কারাভাবে পড়িয়াছিল। গত বৎসর আনাড়া সমবায়সমিতির উৎসাহে ও সাহায্যে উক্ত মন্দিরটীর কতক অংশ সংস্কার করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ উহার সংস্কার কার্য্য শেষ হয় নাই। মানভূমের হিন্দু জনসাধারণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে উক্ত মন্দিরটীর বাকী সংস্কারের নিমিত্ত সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। সাহায্যাদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

১৪।২।২৬ } শ্রীগিরিশ চন্দ্র মজুমদার
ম্যানেজার।
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

বাজার দরঃ

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া ৯ই ফাল্গুন)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৮৵০ টাঃ। সোণা চেনাপাত ভরি ২২৮০ আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭১॥০ আঃ

দেশী নূতন চাল রাশি ৫।৵০ ঐ মাঝারি ৫॥৵০ ঐ সাফি ৫৮০-৮৵০ ঐ কলম কাটি ৬।০ ঐ পুরাতন ৭॥০ টাকা। ধান ৩।০

বিরি কলাই ৫॥০, অরহর ডাল ১নং ৭॥০ ঐ ২নং ৭৵০ টাকা। মুসূরীর ডাল ৭॥৵০ খেসারীর ডাল ৪৮০ বুটের ডাল ৬।০ মুগের ডাল ৮॥০ টাকা। বুট (ছোলা) ৫৲ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৫।০ আনা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৭।০ আনা। ঘি হল্টের ১নং (মণ) ৭১৲ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৪৲ ঐ ২নং ২২॥০ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১২।০ আনা, দেশী কাশপুরী ১৩॥০ টাকা। সূতার দর—হিরন ঘাট বাঘ মার্কা ১২॥০ নং ৭৵০ আনা, ১০॥ নং ৭৶০ আনা, গোপাল মার্কা ১২॥ নং ৭।০ আনা, ঐ ১১॥ নং ৭।০ টাকা। কাচা কয়লা—মণ ৶১০ আনা। গালার দর—টিয়েন ৬৫৲, টোয়াই ওয়ান ৭২৲, সুপার ফাইন ৭৫৲। লাহার দর—ফুকি ৩০৲, বৈশাখি ৩৫৲ কুসুম ৪৫৲।

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার

অক্ষয় কবচ

ধারণ করুণ, মাতার কৃপায় এই দুর্দ্দিনে শান্তি পাইবেন। এই কবচের গুণ আশ্চর্য্যঃ—ধারণে অতি শীঘ্র যে কোনও উৎকট ব্যাধির উপশম হয় এবং বসন্তের আক্রমণভীতি দূর হয়। যে কোনও জাতি অবাধে ইহা ধারণ করিতে পারেন। শ্রীশ্রী৺শীতলামাতার পূজার জন্য ।৴৫ সওয়া পাঁচ আনা মাত্র গ্রহণে এই কবচ বিতরিত হয়। অদ্যই পত্র লিখুন।

শ্রীকামাখ্যা চরণ আচার্য্য
নীলকুঠিডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

কর্ম্মখালিঃ

পল্লীসেবক আবশ্যক—পুরুলিয়া সেণ্ট্র্যাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক (কৃষি-সমিতি) হইতে সমবায়-প্রণালীতে কৃষি ও পল্লীসেবা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দুইটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বৃত্তি মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে ছয় মাসের জন্য দেওয়া হইবে। যাঁহারা উক্ত বৃত্তির প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক :—

(১) বাঙ্গালা ও ইংরেজী লিখিতে পড়িতে ও হিসাব রাখিতে হইবে এবং তাহা গ্রামের লোকদের শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) গ্রামের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা তাহা শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। স্বহস্তে লাঙ্গল দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) কৃষক ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত সাংসারিক আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ এবং গ্রামের সমষ্টিগত বা সমাজিক জীবনের আর্থিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপায় নিরূপণ করিবার অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ থাকা আবশ্যক।

(৪) বৃত্তিভোগীদের সব সময় গ্রামে বসবাস করিতে হইবে এবং সেজন্য শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৫) বৃত্তিপ্রার্থীদের চরিত্র বিষয়ে সার্টিফিকেট আবশ্যক। উক্ত কাজে চরিত্রবলই প্রধান সম্বল।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

পুরুলিয়া। } শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার,
৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ } সম্পাদক কৃষি সমিতি।
পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক।

জমি বিক্রয়।

পুরুলিয়া ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোডের উপরে পুরাতন পুলিশক্লাবের পশ্চিমে আন্দাজ ৪ বিঘা পরিমাণ জমি বিক্রয় হইবে। জমিটি বড় রাস্তার উপরে, এবং চারিদিক বেশ খোলা। কেহ ইচ্ছা করিলে সমস্ত জমিই কিনিতে পারেন, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়াও বিক্রয় হইতে পারে। সমস্ত জমি নিলে কিছু সুবিধায় দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই জমির সম্বন্ধে কিছু খবর জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

১৪।২।২৬ } শ্রীসুবোধ চন্দ্র ঘোষ
পুরাতন পুলিশ ক্লাব।
ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোড,
পুরুলিয়া।

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হারঃ

সাধারণ পৃষ্ঠা	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা— ২ কলম	১০৲ টাকা
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১ কলম	৬৲
„ সিকি পৃষ্ঠা— ½ কলম	৩।০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

এস, বি এণ্ড কোং
মোটর সার্ভিসঃ

(পুরুলিয়া হইতে চাষ, ভায়া চন্দনকিয়ারী)

আমরা একটী নূতন সার্ভিস জনসাধারনের সুবিধার খুলিতেছি।

প্রোপ্রাইটার
শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেষ কুমার সরকার

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস অফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে স্বর্ণ সুযোগ ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

স্বর্ণ ঘটিত

শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারিতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা, মাশুল ।৶৹ আনা ৩ শিশি ২৸৹ আনা, মাশুল ৷৶৹ আনা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।
রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড অফিস :—বোম্বাই।

শাখা :— কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসানসোল, অম্রিতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লি, হাপুর, কাম্বুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ করাচি, লাক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৹ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোণা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা থান), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখার অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত
"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩৶৹ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জ্বলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—।৶৹ আনা।
চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

জাতিগঠনে নারীশক্তি।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴৹ আনা

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার। ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩২, ১লা মার্চ্চ ১৯২৬ { ১১শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৶৹ ও ৸৹ সারিবাদ্যাসব—৸৹
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

•এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৴৹ ও ৷৹ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের" ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

স্বর্ণ ঘটিত
শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকার সৃষ্টি করে এবং স্বাস্থ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারিতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶৹ আনা ৩ শিশি ২৸৹ আনা, মাশুল ৷৶৹ আনা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।
রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড অফিস :—বোম্বাই।
শাখা :— কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসানসোল, অম্রিতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লি, হাপুর, কাম্বুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ করাচি, লাক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫॥৹ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪॥৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোণা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা থান), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত
"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩।৶৹ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৷৶৹ আনা।
চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

জাতিগঠনে নারীশক্তি।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ⁄০ আনা

১ম বর্ষ	পুরুলিয়া, সোমবার। ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩২, ১লা মার্চ্চ ১৯২৬	১১শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

•এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।⁄০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ⁄০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

———:•:———

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২২ সালের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৭(১) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, চাঁইবাসা রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি জোলাগ'ড়্যার ময়লার ডিপোতে যাইবার রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাস কাল মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল অফিসে কোন আপত্তি দাখিল না করেন, তাহা হইলে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

স্বা—শশধর গঙ্গুলী,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালটির
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

দ্রষ্টব্য :—উক্ত গলিতে যাঁহার কিছু স্বত্ব আছে এরূপ যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যাল অফিসে—মিউনিসিপ্যাল সব্-ওভারসিয়ার কর্ত্তৃক প্রস্তুত নক্সা বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য ৬৩০ ফুট।

প্রস্থ ৭ হইতে ১০½ ফুট।

উত্তর সীমা :—

(১) গোকুল দাত্তর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(২) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৩) ৺ভূয়ালি মিস্ত্রীর কূপ (ব্যাস—১০ ফুট)।
(৪) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৫) রঘুনাথ সিংএর গৃহ।
(৬) বদ্রী নারায়ণ মাড়োয়ারীর পতিত জমি।
(৭) রামবরণ রামের গৃহ।
(৮) রামবরণ রামের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সর্ব্বচাঁদ ভকতের গৃহ।
(২) বিজন সাহার গৃহ।
(৩) শালগ্রাম পাঁড়ের গৃহ।
(৪) বিশ্বেশ্বর বাবুর গৃহ।
(৫) কুঞ্জ মাড়োয়ারীর গৃহ এবং বাড়ী।
(৬) শিবলাল সাওএর গৃহ।
(৭) মহম্মদ সাফীর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৮) আজিম খাঁর প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(৯) মকবুল খাঁর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১০) ফৈজ মহম্মদের প্রাঙ্গণের প্রাচীর।
(১১) মকবুল খাঁর গৃহ এবং বাড়ী।
(১২) উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(১৩) সবু মুচীর গৃহ এবং প্রাঙ্গণের প্রাচীর।

এস, বি এণ্ড কোং
মোটর সার্ভিস।

(পুরুলিয়া হইতে চাষ, ভায়া চন্দনকিয়ারী)

আমরা একটা নূতন সার্ভিস জনসাধারণের সুবিধার খুলিতেছে।

প্রোপ্রাইটার
শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেশ কুমার সরকার

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস অফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

গন্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়,

---

EXCHANGE OF SERVICES (POSTAL.)

Postal employees if willing to exchange services to Rangoon G. P. O. please enquire of MR. D. R. Bhowmick the Agent of Messrs Medland Bose & Co. Purulia for particulars.

"মুক্তি"

"তোমাদের ভেরী ভারতে বাজিলে
ভৈরব নিনাদে প্রতিধ্বনি হবে
তোমাদের মুখে বীরকথা শুনে
পতি পুত্র ভ্রাতা প্রমত্ত হবে"।

সন ১৩৩২ সাল ১৭ই ফাল্গুন, সোমবার।

জাতি গঠনে নারীশক্তি।

পঞ্চনদে গুরুগোবিন্দ যখন স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, মুষ্টিমেয় শিখ সৈন্যের সাহায্যে দুর্জ্জয় মোগলশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছিলেন, তখন একদিকে যেমন নূতন নূতন লোক আসিয়া তাঁহার দলে যোগদান করিতেছিল, অপরদিকে আবার নিষ্ফলতার নৈরাশ্যে নিরুৎসাহ হইয়া অনেকে তাঁহার দল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিল। ঐরূপ একদল শিখ সৈন্য একদা তাহাদের গুরুজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের পর পারিবারিক শান্তি সুখের আশায় নিজের নিজের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মাতা ভগিনী পত্নী কন্যারা অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিল যে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পূর্ব্বেই ধৈর্য্যের অভাবে তাহাদেরই পিতা, তাহাদেরই ভ্রাতা, তাহাদেরই পতিপুত্রগণ গুরুদেবের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সেই অঞ্চলের সমস্ত রমণী একস্থানে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিল যে শিশু পুত্রকন্যাদের প্রতিপালনের ভার পুরুষদের উপর সমর্পণ করিয়া নিজেরাই গুরুজীর স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করিবে, ভীরু কাপুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিবে না। তদনুসারে তাহারা সেই প্রত্যাগত পুরুষের দলকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা তুচ্ছ পারিবারিক সুখের লালসায় যখন এত বড় কর্ত্তব্যের দায়িত্ব অনায়াসে ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের দিকে, মান সম্মানের দিকে, জাতীয় গৌরবের দিকে, এমন কি যিনি মনে প্রাণে তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন সেই গুরুদেবের দিকেও না তাকাইয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছ তখন পুরুষোচিত বীরত্বের কাজ যে তোমাদের দ্বারা চলিবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, গ্রামে থাকিয়া তোমরা ঘরকন্নার কাজ দেখ, শিশু পুত্রকন্যাদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ কর, আর আমাদিগকে তোমাদের ঐ তরোয়ালগুলি দাও, আমাদের অত প্রাণের মায়া নাই, আমরা গুরুজীর কার্য্য উদ্ধার করিবই, স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়া কিছুতেই ফিরিয়া আসিব না"। যাহাদের প্রাণের মায়া লাভের নিমিত্ত কাপুরুষতার অপমান উপেক্ষা করিয়া, গুরুজীর মনে আঘাত দিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই উক্তভাবে তিরস্কৃত ও বিকৃত হইয়া সেই সৈনিকদলের মনে আবার নবোৎসাহের বৈদ্যুতিক শক্তি চমকিয়া উঠিল, সুপ্ত বীরত্বের ভাব প্রাণে প্রাণে জাগ্রত হইল, হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল, তারপর যে যুদ্ধে গেল আর ফিরিবার কথা মনেও ভাবিল না। গুরুগোবিন্দ এবার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, শিখজাতি গড়িয়া উঠিল।

পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তিতেই চিরকাল জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে, মৃতদেহেও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, দুর্ব্বলের প্রাণেও বল আসিয়াছে, নিদ্রিত মনুষ্যত্বও জাগ্রত হইয়াছে। নারীশক্তিই সর্ব্বপ্রথমে আসুরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, নারীশক্তিই যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, নারীশক্তিই কারবালার রণক্ষেত্রে নববিবাহিত মুষলমান যুবকের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিয়া ধর্ম্মের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, নারীশক্তিই কার্থেজের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, স্পার্টার হৃদয়ে বল দিয়াছিল এবং ফরাসীর সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাইয়াছিল; নারীশক্তিই রাজস্থানের বীরত্ব কাহিনীতে, পঞ্চনদের শিখ-অভ্যুদয়ে, আনন্দমঠের সন্তানদলের আত্মোৎসর্গে ভারতের ইতিহাস পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। সেই নারীশক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও এই বিরাট জাতির যাবতীয় বিশৃঙ্খল শক্তি কেন্দ্রস্থ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব উদ্বোধিত করা, দাসত্বের কলঙ্ক ঘুচাইয়া স্বাধীনতার গৌরব অর্জ্জন করা—এক কথায় জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার অবিচার দ্বারা নারীশক্তিকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া আমরা জাতীয় জীবনকে যতদূর পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি এবং অধঃপতনের দিকে যতটা অগ্রসর হইয়াছি এত আর কিছুতেই হয় নাই। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" বা "নাস্তি স্ত্রিয়ঃ স্বতন্ত্রতা" প্রভৃতি বাক্য আবৃত্তি করিয়া স্ত্রীজাতির শক্তিস্ফুরণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া, মুষলমান সভ্যতার অনুকরণে ভয় ও সন্দেহের লীলাক্ষেত্রে অবরোধপ্রথার সৃষ্টি করিয়া, কৌলিন্যমর্য্যাদার ভ্রান্ত ধারণায় বহুবিবাহের বীভৎস নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া, পুত্রকন্যার জীবন শুধু ক্ষণিক আমোদ প্রমোদ বা খেলার সামগ্রীরূপে কল্পনা করিয়া, শিশুবিবাহের অভিনয় করিয়া আমরা নারীশক্তিকে যতই উপেক্ষা ও অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত করিয়াছি, দুর্ব্বলতাজনিত দাসত্বের শৃঙ্খল আমাদিগকে ততই দৃঢ়রূপে আবদ্ধ

করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও অতিরিক্ত অর্থ-লালসাপ্রসূত বর্ব্বরো[illegible] পণপ্রথার কলঙ্ক বহিতে সহস্র সহস্র ঘরসংসার ছারখার করিয়া নারীত্বের যে বিষম অবমাননা করিতেছি, বৃদ্ধের নিকট কচি শিশুকে বিবাহ দিয়া, কর্ম্মশক্তির প্রতীকস্বরূপ স্ত্রীজাতিকে ভোগবিলাসের সামগ্রীরূপে কল্পনা করিয়া সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাহা-দিগকে অপসারিত করিয়া, জীবন্ত কর্ম্মোৎসাহকে মোমের পুতুলরূপে পরিণত করিয়া নারীশক্তির জাগরণে যে বাধা দিতেছি; তাহার ফলেই জাতীয় জীবন গঠনের অপূর্ব্ব সুযোগের সন্ধিক্ষণেও সবল হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না, দুর্ব্বলতা আসিয়া সমগ্র চেষ্টাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল, স্বাধীনতার দ্বারে উপস্থিত হইয়াও ফিরিয়া আসিতে হইল। ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, ভোগবিলাসের অলীক আশা পরিত্যাগ করিয়া, সমাজ হইতে অর্থাকাঙ্ক্ষার বিষ নিষ্কাষণ করিয়া, নারীশক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়া, স্ত্রীজাতিকে পূজা করিতে শিখিয়া আমরা যে যুগযুগান্তব্যাপী কৃতপাপের স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিব তাহা অনুমান করা অসম্ভব। তবে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, অত্যাচার অবিচারের প্রতিক্রিয়ার ধর্ম্ম অনুসারে, ভাবধারার প্রবাহ অনুসারে আমাদের প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও নারীশক্তির নবজাগরণের যে প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, পুরুষের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের আভাস লক্ষিত হইতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে অচিরেই স্ত্রীজাতির মধ্যে আমরা এক অভিনব ভাবের উন্মেষ দেখিতে পাইব। আর বেশী দিন বাকী নাই যখন কুমারীগণ বাধ্য হইয়াই বলিয়া বসিবে অর্থগৃধ্নু শ্বশুরের পুত্রবধূ হইতে আমরা লজ্জা বোধ করি, ভীরু কাপুরুষ আত্মসুখরত ও বিলাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্বের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিতে, আমরা রাজি নই, গান বাজনার পরীক্ষা দিয়া বাপ মায়ের ধারকরা টাকায় গয়না পরিয়া মোমের পুতুল সাজিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সৃষ্ট ভাবী গোলামীর তকমাযুক্ত আত্ম-সম্মানবর্জ্জিত দুর্ব্বল কঙ্কালের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে আমরা কিছুতেই প্রস্তুত নই। নিজেরা গৃহশিল্পে রত থাকিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া একবেলা শাকান্ন খাইয়া জীবন-ধারণ করিব, তাহাও বরং ভাল তবুও পরপদানত নীতি-জ্ঞানহীন মনুষ্যনামধারী অমানুষের পত্নীরূপে পরিচয় দিয়া নারীত্বের অবমাননা করিব না। দেশের সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে এই বিষাক্তসমাজধ্বংসী মঙ্গলময় বিদ্রোহধ্বনি অচিরেই বাজিয়া উঠিবে। ভাবের প্রতিক্রিয়ার এই নারীত্বপ্রতিষ্ঠার শক্তিবিকাশ যে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের স্বার্থপরতার পুঞ্জীভূত শক্তিও ইহাকে রোধ করিতে পারিবে না। প্রচলিত ধারণার হিসাবে জীর্ণসমাজের পক্ষে নারী-শক্তির এই নবোদ্যম সহ্য করা কঠিন হইবে সত্য [illegible] এই শক্তি যখন আত্মবিকাশ করিবে তখনই নবীন [illegible] আলোক সম্পাতে ভারতের সুপ্ত মনুষ্যত্ব পুনরায় [illegible] আসিবে। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন [illegible] শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যখন জাতীয় জীবন [illegible] প্রয়াস হইবে তখনই ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ ক[illegible] ভারত ধন্য হইবে, জগৎকেও এক মহান্ আদর্শে [illegible] প্রাণিত করিয়া মঙ্গলের পথে লইয়া চলিবে।

নূতন সংবাদ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রা[illegible] গণকে উপাধিবিতরণ উপলক্ষে এক বক্তৃতায় লর্ড [illegible] প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে অনেকে মনে করি[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুলগুলিতে বাঙ্গালা ভা[illegible] শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে, তাহা [illegible] সাহেবের শিক্ষানীতির অবসানের সূচনা করিবে। [illegible] প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়; বরং এইরূপ ব্যবস্থা [illegible] সাহেবের প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতিরই পরিণতি [illegible] তিনি মনে করেন। ভারতের প্রচলিত ভাষা[illegible] ভাবসম্পদে সম্পন্ন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই [illegible] ইংরাজিশিক্ষার প্রবর্ত্তন এদেশে করিয়াছিলেন। [illegible] ফলে পুষ্ট পূর্ণ বাঙ্গালা ভাষা আজ ইংরাজি[illegible] অধিকার করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে[illegible]

কথাটা খুবই নূতন, চমকপ্রদ এবং উপ[illegible] সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার কবি—বাঙ্গালার কবি আজ [illegible] স্থানে স্থানে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া ফিরি[illegible] কবি চিত্তরঞ্জন তাঁহার মহান্ ত্যাগের ও উদ্দ[illegible] প্রেরণার মূর্ত্ত কাব্য বাঙ্গালীর চোখের সম্মু[illegible] কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে ভাবের বন্যা [illegible] ছিলেন, দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্য সকলের প্রাণে [illegible] তুলিয়াছিল। তারপরে সব চুপ্ চাপ। আ[illegible] বহুদিন পরে বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহা[illegible] ঝঙ্কারে দেশের তৃষ্ণাতুর প্রাণে [illegible] প্রয়াস পাইতেছেন। কবির কাযে কবি [illegible] করিয়াছেন দেখিয়া মনে আশা হইতেছে যে [illegible] "স্বদেশী যুগের" দিনগুলি ফিরিয়া আসি[illegible] ভাবের বন্যায় বাঙ্গালী ভাসিবে। বাঙ্গালী[illegible] মরা গাঙ্গে বান যদি কবি আবার ডাকিয়া [illegible] পারেন, এই শুষ্ক তরু যদি আবার তাঁহা[illegible] বাতাসে মুঞ্জরিয়া উঠে, তবে বুঝিব সার্থক [illegible] কবির রসসৃষ্টি, সার্থক তাঁহার বাণীর সেবা। [illegible] যে তাহার কবির সঙ্গ কতটা আকাঙ্ক্ষা করে, [illegible] সর্ব্বত্র রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার [illegible] আয়োজনই তাহার পরিচয় দিতেছে।

মাদক দ্রব্য ও মোকর্দ্দমা—এবৎসর বিহার সরকারের আব্গারী বিভাগের আয় হইবে দুই কোটি টাকা, কিন্তু কোর্ট ফি হইতে আয়টা কিছু কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বাঙ্গালা সরকারের কোর্ট ফি হইতে আয় যথেষ্ট হইবে, কিন্তু আব্গারীর আয়টা কিছু কম। বাঙ্গালী ও বিহারী যদি শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যের উন্নতি চায় তবে যথাক্রমে তাহাকে পূর্ণমাত্রায় মাদকদ্রব্যসেবনে ও মাম্লাবাজিতে রত হইতে হইবে। সভ্য দেশের মত উন্নতিশীল হইবার ইচ্ছা থাকিলে, নেশা ও মাম্লা মোকর্দ্দমা করিয়া সভ্যতার পরিচয় দিতেই হইবে। মাছও ধরিব পানিও ছুঁইব না—এ রকম ব্যাপার প্রাকৃ-তিক আইন কানুনের বিরুদ্ধ।

দুল্মীর প্রতিমা চুরির অপূর্ব্ব মীমাংসা।

আমরা অবগত হইলাম, পাতকুম পরগণার অন্তর্গত দুল্মী গ্রাম হইতে পাতকুমের ক্ষত্রিয় রাজারই সংরক্ষিত যে দ্বাদশভুজা পাষাণময়ী মূর্ত্তি বাড়ীর মালীকের অনুপস্থিত কালে রেলওয়ের একজন শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য মোটর [illegible]াড়ী যোগে উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল—এত [illegible]নের পরে তাহার অপরাধের বিচার হইয়া গিয়াছে। [illegible] ডেপুটী কমিশনারের বাংলায় নাকি পাতকুমের [illegible]াজা সাহেবের নিকট উক্ত চোর বা ডাকাত (আইন জ্ঞানের অভাবে কি বলিব জানি না) সাহেবটী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। দেশের "কালা আদমি"দের মধ্যে যদি কোন হতভাগ্য মোটর গাড়ীর অভাবে কাঁধে করিয়া মালিকের অজ্ঞাতে এরূপ ভাবে কোন জিনিষ লইয়া পলায়ন করিত তাহা হইলে ধরা পড়িবামাত্র হাতকড়ি ও রুলের গুঁতা, হাজতবাস এবং পরিশেষে ঘানিতে বলদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অপরাধীর বর্ণটা একে শাদা, তদুপরি হ্যাট কোট নেকটাই তাহার পোষাক, সভ্যতার আস্ত বিজ্ঞাপন মোটর গাড়ী তাহার বাহন এবং সর্ব্বোপরি জেলার বিচার ও শাসনের কর্ত্তা ডেপুটী কমিশনার মধ্যস্থ। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ মনে করেন যে একটা ক্ষমাপ্রার্থনার প্রহসন ব্যতীত অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে অন্য কোনও দণ্ড হওয়া উচিত ছিল তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞতা ও বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের বংশধর পাতকুমের রাজা সাহেব এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করেন? মান, সম্ভ্রম ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য এতদঞ্চলের ক্ষত্রিয় ভূস্বামীবর্গের অগ্রণীর উপযুক্ত মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার নিমিত্ত এবং স্থানীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতৃত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি ত আর জেলার কর্ত্তার বিরাগভাজন হইতে পারেন না! অতঃপর ঈদৃশ কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন শ্বেতাঙ্গ যদি খেয়ালবশে দেবীপ্রতিমার পরিবর্ত্তে কোন অরক্ষিতা নারীকে পথে ঘাটে পাইয়া মোটরকারে উঠাইয়া উধাও হন তাহা হইলেও এইরূপ বিচারেরই যে অন্য রকমের একটা প্রহসন হইবে তাহা অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়। কাহারই বা দোষ দিব? হিন্দু যতদিন দুর্ব্বল থাকিবে, আত্মরক্ষায়, সম্মান-রক্ষায়, ধর্ম্মরক্ষায় এমন কি মাতা ভগিনীদের রক্ষার ভার অপরের উপর ন্যস্ত থাকিবে ততদিন এরূপ চোর ডাকাতেরও অভাব হইবে না, আবার বিচারের প্রহসনও চলিতেই থাকিবে।

জাতিরক্ষা।

(প্রাপ্ত)

বন্ধুরা ডেকে বলিল পিতারে—
"দেখ্ছনা কি যে হচ্ছে,
ছেলেটা তোমার কি কহিব আর
একেবারে বয়ে যাচ্ছে।
তোমার পুত্র হ'ল কি না এই,
কাণ্ডাকাণ্ড কিছু জ্ঞান নেই—
যেখানেই দেখি সেখানেই সেই,
নানা অকর্ম্ম কচ্ছে
সহরশুদ্ধ সব লোকগুলি
শুধু গালাগালি দিচ্ছে"।

"হিন্দুর ছেলে মেথর পাড়ায়
দিনরাত আনাগোনা।
বন্ধুর ছেলে কত বলি তারে
তবুও শোনে না মানা।
বিচার আচার সব পায়ে ঠেলি
বাগদীর সাথে করে কোলাকুলি
শাস্ত্র পড়ায় পরকাল ভুলি
এ কিরে দুর্ঘটনা!
চক্ষু থাকিতে বন্ধু তুমি কি—
হ'লে একবারে কানা"?

"বন্ধু, তোমার প্রাণে ব্যথা দেওয়া
ইচ্ছা মোদের নয়,
কি করিব বল ধর্ম্মের তরে
সকলই করিতে হয়।
বামুনের ছেলে দিয়ে বলিদান
এতদিনকার জাতি কুল মান

চাঁড়ালের হাতে করে জলপান,
ধর্ম্মে ইহা কি সয় ?
উপায় একটা করহে যাহাতে
বিহিত ইহার হয়"।

রজনীতে যবে শ্রান্ত দেহেতে
পুত্র ফিরিল ঘরে
ভর্ৎসনা করি কহিলেন পিতা
ক্রোধকম্পিত স্বরে—
"ওরে হতভাগা পাজি নচ্ছার,
তোর তরে মোর টেঁকা হল ভার,
আমার ছেলের এই ব্যবহার,
সকলে কুৎসা করে!
এখনি চলে যা যেখানে পারিস্
স্থান নাই তোর ঘরে"।

পুত্র এখন শান্ত সুবোধ
নাহি আর কোন জ্বালা,
পিতা ছেলে বেচে বিবাহের নামে
অর্থ পাইল মেলা।
ছেলের শ্বশুর চাকরে মস্ত
সাহেবিয়ানায় অতি দুরস্ত,
রান্না হইতে খাওয়া সমস্ত
বিলাতী ছাঁচেতে ঢালা;
ছেলে হতে বুড়ো সব একেবারে
যেন সাহেবের চেলা।

পুত্র পাইল মস্ত চাকরী
শ্বশুরের সুপারিসে।
পিতা তার গুণ গাইয়া বেড়ান
শতমুখে দেশে দেশে।
পুত্র এখন হ্যাট্‌কোট পরে,
বাবুর্চ্চি খানা দিয়ে যায় ঘরে,
সাহেবের সাথে বসে মদ মারে
মুর্গী মাটন ক'সে।
বাপ বলে "আহা ছেলেটা আমার
সুনাম রাখিল দেশে"।

বৃদ্ধ সে এক স্পষ্ট বক্তা
বাপেরে কহিল ডাকি,
"এখন তোমার জাতি মান সব
শিকেয় তুলিলে নাকি"?
বন্ধুরা সব উঠে রাগে জ্ব'লে
বলে, "তুমি বুড়ো কোথা হতে এলে,
ধর্ম্মের কথা বড় যে বলিলে
শাস্ত্র পড়েছ কি?
সাহেবেরা দেবের অংশ
এটাও জাননা——ছিঃ"!

চৌকিদারী ট্যাক্স।

স্বায়ত্বশাসন বা স্বাধীনতার একটি মূল কথা—no taxation without reprsentation অর্থাৎ যদি কোনও কারণে আমরা খাজনা দিই তবে সেই টাকা যাতে খরচ হয় সেই খরচের ব্যাপারে আমাদর হাত থাকবে। স্বাধীন দেশে এমন কোনও কর নেই যে করের টাকা প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্যয় হবে না। সে সব করের টাকা খামখেয়ালী ভাবে খরচ করবার কোনও একজনের অধিকার নেই, তা তিনি যত বড় লোকই হন না কেন। প্রজাদেরই পাঁচজনে মিলে পঞ্চায়েৎ সভা করে সে কর লোকের উপর বসাবে, তারাই আবার টাকাটা কেমন ভাবে খরচ হবে তা ঠিক করে দেবে। আমাদের পরাধীন দেশ, নুনের ওপর টেক্স, লায়ের ওপর টেক্স, আয়ের ওপর টেক্স, রাস্তার ওপর টেক্স সব আদায় হবে ইংরাজ প্রভুদের খুসীর ওপর আর সেটা খরচ হবেও সেই তাদেরই খুসীর ওপর। তুমি আমি টেক্স দিতে বাধ্য, ওজর আপত্তি চলবে না—খরচ কিসে হ'ল তা হুজুরেরা দয়া করে শোনাতে পারেন বটে কিন্তু যদি নাই বা শোনান তাতেও কোনও হাত নেই। সেই টাকাটা তোমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় না হয়ে তোমাদের মুগুররূপে ব্যয় হতে পারে চৌকিদারী টেক্সকে এই রকম একটা মুগুর টেক্স বলা যেতে পারে।

চৌকিদারী তহশীলদার এলেন, যে কোনও গ্রামে গিয়া বসলেন, ২।৫ দিন রাজার হালে তোমার আমার খরচ রইলেন, সকলের কাছে যে টাকা তার নামে ধার্য্য আছে তা আদায় করিলেন, কখনও কখনও বা নিজের খরচা বলে কিছু অতিরিক্ত আদায়ও করলেন তারপর চলে গেলেন। সে টাকা হুজুরের কাছে জমা হল। সে টাকাটা কি হবে? না চৌকিদারদের বেতন দেওয়া হবে, তাদের পোষাক হবে। বাস্—চৌকিদার কিন্তু তোমারই টাকায় মাইনে পাবে কিন্তু পাহারা দেবে না—কোনও রকমেই না। দারোগার কাছে নালিশ কর ফল হবে না। তোমার কোনও কাযে সে লাগবে না—তার কায দারোগার বাজার হাট করা, জমাদারের কাঠ ফাড়া। হাকিম সাহেব এলে পাছু পাছু ঘোরা, আর যদি কোনও চুরী চামারী হয় দয়া করে দারোগাকে খবর দেওয়া। এ ছাড়া আরও একটি বড় কাজ আছে সেটা লাট সাহেবরা ঐ রকম কিছু একটা দেশের মধ্য দিয়ে রেখে চেপে গেছে লাইনের ধারে সারবন্দী হয়ে

দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের গাড়ির গার্ড সাহেবকে সেলাম করা—কারণ লাট সাহেবকে দেখবার বা চেনবার উপায় নেই। বেচারী চৌকিদার করবে কি? এত কম মাইনেতে এত কায কর্ত্তে তাদের কষ্ট হয় তাই সময়ে অসময়ে পার্ব্বণী বলে তোমার কাছে এসে হাত পাতে। তোমার আমার ঘরে পাহারা দিতে গেলে সে বেচারা পারবে কি করে? তারা যা বেতন পায় মাসে ৪ দিন ৩।৪ ক্রোশ পথ হেঁটে থানায় হাজরী দিতেই তার উসুল হয়ে যায়, অপর কায কর্বে কেন?

একবার চৌকিদারদের কাযে গাফলতির কথা কোনও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান হয়েছিল, তিনি নাকি বলেছিলেন চৌকিদার রাখা হয় চৌকি পাহারা দেবার জন্যে নয়—ওদের কায থানায় খবরাখবর দেওয়া। এটুকু করলেই যথেষ্ট, জানি না সরকার বাহাদুরের চৌকিদার রাখবার ভেতরকার মতলব কি—কিন্তু বাইরে থেকে যা বুঝতে পারি তাতে ঐ কথাই সত্য মনে হয় এবং যতদিন না কাযে এর ব্যতিক্রম দেখব ততদিন ঐটাই আসল মতলব বলে মনে করব।

এতক্ষণ যা বললাম এটা সাধারণ অভিযোগ। কিন্তু মানভূম জিলায় যা লক্ষ্য করছি তাতে প্রজার সুখ আর একটু বেশী মনে হয়। এখানে কর বাড়বে কি কমবে সেটা তহশীলদারের হাতে বলেই মনে হয়। তুমি তহশীলদারের কোনও একটা ফরমায়েস শুনলে না তিনি শাসিয়ে এলেন তোমার টেক্স এবার তিনি বেশী করে দেবেন। ফলে তাঁর হুকুম তামিল কর্ত্তে লোকে পথ পায় না।

বাঙ্গলাতে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে সেখানকার অবস্থাও এর চেয়ে বিশেষ ভাল নয়। লোককে প্রথমে বোঝান হল চৌকিদারী টেক্স কার কত হবে তোমাদেরই পঞ্চায়েতে সেটা ঠিক করবে আর চৌকিদারী বেতন বাদে যদি কিছু বেশী আদায় হয় তোমাদেরই গ্রামের মঙ্গলের জন্য সেটা খরচ করা হবে। তাই চেষ্টা করে দেখা গেল, কিন্তু লোকে যা দিচ্ছিল তার চেয়ে বেশী সহজে দিতে পারে না, যদি বা ২০০৲।১০০৲ টাকা বেশী আদায় হল তা আবার ইউনিয়ন বোর্ডের আফিস খরচেই ব্যয় হয়। ভারী ত আফিস তাতে আবার একজন সেক্রেটারী চাই। তার মাইনে যোগাবে গ্রামের লোক। গতিক মন্দ দেখে মতলব করা গেল ২ জন চৌকিদার কমলে কাযেরও ক্ষতি হবে না অথচ সেই টাকাতে রাস্তা ঘাট মেরামত করা যাবে। কিন্তু সরকার আমাদের স্বায়ত্বশাসন দিয়েছেন কি না তাই এই প্রস্তাবটা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গ্রাহ্য করলেন না। সম্প্রতি বাংলার কাউন্সিলে চৌকিদার বহাল করার ভার যাতে ইউনিয়ন বোর্ডের ওপর দেওয়া হয় তার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু তা কর্ত্তারা সহজে হতে দেবেন না। আমার চাপরাসী, তাকে নিযুক্ত করবে তোমরা এ হতেই পারে না, তোমরা ২।১টা নাম দিতে পার এই পর্য্যন্ত, মাইনেটে ত দেবেই। কাযেই সুবিধা কিছু না হলেও প্রজারা অতিরিক্ত টেক্সটা দিতেই থাকল। মানুষের সবই সয়, কষ্ট হলেও এটাও সয়ে গেল— যেমন বোঝার ওপর শাকের আটি। কিন্তু আটি ক্রমেই বেড়ে চলছে, ঘাড় ভাঙতে বেশী বিলম্ব নেই। কিন্তু পরাধীন জাতি, তোমাকে এ সব ছোট খাট উপদ্রব সইতেই হবে, কারণ সইতে পারাই রাজভক্তি।

সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায কর্ত্তে পারি না। ইউনিয়ন বোর্ডকে টেক্স দিয়ে তার মারফৎ কূপ খননের ব্যবস্থা না করে নিজেরা চাঁদা তুলে সে সব করবার প্রবৃত্তিও নেই—তাতেই ত সরকার বাহাদুর আমাদের প্রলুব্ধ করতে পারছেন, আমরাও স্বায়ত্বশাসনের মধুর রস অস্বাদনের নামে নেচে উঠ্‌ছি।

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য।

(শ্রীমণীন্দ্র সেন এম, বি, লিখিত)

—•—

আমাদের পল্লীগ্রামগুলির শান্তি ও স্বাস্থ্য ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। 'পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা' মনোহর পল্লীগুলি মহামারীর প্রবল আক্রমণে শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যাহাদের প্রতিকার করিবার সামর্থ্য আছে তাহারাই গ্রাম ছাড়িয়া সহরের বাসিন্দা হইবার জন্য লালায়িত, তাই পল্লীলক্ষ্মী আজ শ্রীহীনা।

আমাদের পল্লীগুলির লুপ্তশ্রী কেমন করিয়া ফিরাইয়া আনা যায়? প্রধান উপায়ই, স্বাবলম্বন। গ্রামে কলেরার খুব প্রাদুর্ভাব, ঘরে ঘরে হাহাকার—আমরা কিন্তু বসিয়া আছি কোনও অনিশ্চিত সাহায্যের আশায়, দেশ নির্জ্জীবতায়। ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। ১। বিশুদ্ধ বায়ু ২। নির্ম্মল পানীয় ৩। পবিত্র খাদ্য। এই তিনটির মধ্যে আবার নির্ম্মল পানীয়েরই গ্রামগুলিতে বিশেষ অভাব। গ্রীষ্মে যখন জলাশয়গুলি সব শুকাইয়া যায়, হয়ত একটি মাত্র বাঁধ বা অন্য জলাশয় দুই তিনটি গ্রামের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এতগুলি প্রাণীর জল-টুকু যেখান হইতে নেওয়া হয়, তাহার রক্ষার ভার কেহই লইবে না। 'ভাগের মা', কাজেই ক্রমে ক্রমে জল দূষিত হইল, আর সেই হইতে হইল, ঘরে ঘরে হাহাকার।

এদিকে আবার কতকগুলি মহামারী আর সংক্রামক ব্যাধি আমাদের গ্রামগুলিতে বেশ জমাইয়া বসিয়াছে। যেমন কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, রক্ত-অতিসার ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রোগগুলির প্রতিরোধ করা যায় কি করিয়া? গ্রাম হইতে এ রাক্ষসীগুলিকে কি করিয়া তাড়ান যায়? উপায় স্থির করার পূর্ব্বে, কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা প্রয়োজন। ইহাদের সংক্রমণ কি করিয়া হয়? মানুষের রোগের বীজাণুগুলি

কতক বায়ুর সাহায্যে, কতক খাদ্যের সাহায্যে আর কতক পানীয়ের সাহায্যে দেহে প্রবেশ করে। তারপর এই অনাহূত অতিথিগুলি আমাদের রক্ত আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে মরণের পথে ক্রমে অগ্রসর করে।

১। পানীয় ও আহার্য্যের সাহায্যে দেহে প্রবেশ করে—কলেরা, টাইফয়েড, অতিসার।

২। বায়ুর সাহায্যে—যক্ষা।

৩। স্পর্শ সংক্রামক—বসন্ত।

(ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর—ইহাদের বাহন মশা এবং ছারপোকা)। ইহাদের প্রতিরোধের উপায় কি কি?

১। পানীয় দূষিত হইতে না দেওয়া। কি প্রকারে পানীয় দূষিত হইতে পারে?

(ক) জলাশয়ে রোগীর মলমূত্র ধোয়া।

(খ) কাপড় কাচা।

(গ) অবগাহন করা।

(ঘ) শৌচাদি করা।

(ঙ) পশাদি স্নান করান।

(চ) জলাশয়ের ধারে মলমূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি।

২। আহার্য্য দূষিত হইতে না দেওয়া। কি প্রকারে আমাদের খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইতে পারে?

(ক) দুষ্ট (Infected) মাছি আহার্য্যে বসা।

(খ) দূষিত হাতে খাওয়া।

(গ) দূষিত পাত্রে খাওয়া।

(ঘ) দূষিত ব্যক্তির প্রস্তুত আহার্য্য খাওয়া।

(ঙ) রান্নাঘরের নিকট আবর্জ্জনা থাকা বা মলমূত্র ত্যাগের স্থান থাকা।

(চ) পচা জিনিষ খাওয়া।

৩। বায়ু দূষিত হইতে না দেওয়া। কি প্রকারে বায়ু দূষিত হয়?

(ক) বদ্ধবায়ু।

(খ) কফ, থুথু (droplet infection)।

(গ) জনতা।

(ঘ) আবর্জ্জনা।

(ঙ) রোগীর নিশ্বাস।

ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার উপদ্রবের জন্য মশাই (এনোফিলিস্) প্রধানতঃ দায়ী। দূষিত ব্যক্তির রক্ত হইতে একজন সুস্থ লোকের দেহে বীজাণু সংক্রমণ ইহাদের কাজ। সুতরাং মশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধক। কালাজ্বর এখনও ছারপোকার স্কন্ধেই চাপিয়া আছেন, বাহনটি এ যাবৎ সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

ভগবান্ আমাদের শরীর, অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য অনেকগুলি উপায় করিয়া দিয়াছেন। যথা:—১। পাকস্থলীতে অম্লরস—অনেক রোগের বীজাণু অম্লরসে ধ্বংস হয়। তাই কলেরা রোগীর নিকট খালিপেটে যাইতে নাই। আর সে সময় যাহাতে পাকযন্ত্রের কোনও ব্যতিক্রম না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ২। রক্তের শ্বেতকণিকা (white corpuscles)—বীজাণুগুলিই ইহাদের ভক্ষ্য দ্রব্য। ইহা ব্যতীত রক্তের সিরম্ বা জলীয়ভাগ অনেক প্রকারে বীজাণুগুলিকে বাধা দেয়। ৩। গায়ের ত্বক বীজাণুর আক্রমণে বর্ম্মের মত। সর্ব্বোপরি মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি ও জীবনীশক্তি। যাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মানিয়া চলেন এবং মিতাচারী, তাঁহাদের উপর রোগের আক্রমণ কম হয়। আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ৮০।১০০ বৎসর অটুট স্বাস্থ্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিতেন ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। বিশুদ্ধ পানীয় এবং খাদ্যের তাঁহাদের অভাব ছিল না। তাঁহারা ছিলেন সংযমী তাই তাঁহারা দীর্ঘায়ু ছিলেন। রোগ তাঁহাদের নিকট আসিতে সাহস করিত না।

বর্ত্তমানে পল্লীঅঞ্চলে শীতলাদেবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা। তাই কি করিয়া এই ভীষণ মহামারী প্রতিরোধ করা যায় তাহাই দেখা যাক্। এই রোগটীর বীজাণু এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা স্পর্শসংক্রামক—কি করিয়া সংক্রামিত হয়?

১। রোগীর স্পর্শ।

২। শুশ্রূষাকারীর স্পর্শ।

৩। সংক্রামিত যান আরোহণ।

৪। মাছি।

সংক্রমণের (পাঁচ হইতে একুশ দিনের), সাধারণতঃ বার দিনের মধ্যেই রোগটী দেখা দেয়। পূর্ব্বলক্ষণ—ভয়ানক মাথাধরা

গা ব্যথা

বমি

জ্বর (খুব বেশী ১০৩°।১০৪° F)।

তারপর গুটিগুলি উঠে এবং জ্বর একটু কম হয়। ৮।৯ দিন পর গুটিগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও বেশী হয়। ২০।২১ দিনের মধ্যে হয় আরোগ্য, নয় মৃত্যু। প্রতিরোধক——

১। টীকা দেওয়া। সংক্রমণের ৩।৪ দিনের মধ্যেও টীকা দিতে পারিলে অনেকটা আশার কথা।

২। রোগীর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা। ঘরের আসবাবপত্র সরাইয়া শুধু একখানি মাত্র তক্তপোষে যথাসম্ভব যত্ন করিয়া রোগীর বিছানা করিতে হয়। শুশ্রূষাকারীর জন্য একখানা আসন। ৪।৫ বৎসরের ভিতর টীকা না হইয়া থাকিলে তাহার টীকা লওয়া প্রয়োজন। রোগীর মাথার দিকের জানালা বন্ধ রাখিয়া অন্য দরজা ও জানালাগুলিতে লাল পর্দ্দা টাঙ্গান উচিত। (লাল আলোতে গুটী শীঘ্র শুকায় এবং পরে দাগ কম হয়)। রোগীর পথ্য দিবার পাত্র ও গ্লাস ইত্যাদির ভিন্ন ব্যবস্থা দরকার।

৩। গ্রামের কোনও ঘরে বসন্ত হইলে পঞ্চায়েৎ বা অন্য কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে তাঁহারা রোগ নিবারণ করিবার ও প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পূর্ব্বাহ্নেই করিতে পারেন।

৪। রোগী ব্যাধিমুক্ত হইলেও যতদিন না ঘায়ের শুষ্ক আবরণগুলি সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায় ততদিন সে স্পর্শসংক্রমণসাধ্য। এই সময় যাহাতে ঐ শুষ্ক আবরণীগুলির অংশবিশেষ বায়ুকে দূষিত করিতে না পারে সেইজন্য পরিষ্কার নারিকেল তৈল বা অন্য কোনও উপযুক্ত তৈল দ্বারা রোগীর শরীর সিক্ত রাখা দরকার।

৫। শুশ্রূষাকারীদের ব্যবস্থা—শুশ্রূষাকারীদের ধুতিজামা রোগীর ঘরেই থাকিবে। বাহিরে যাইবার সময় হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইবে। মানসিক সাহস
কিন্তু অসম সাহস মূর্খতা।

৬। রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্রের ব্যবস্থা—ব্যবহৃত জিনিষগুলি যতদূর সম্ভব অগ্নিসাৎ করাই ভাল) যাহা আগুনে পোড়ান চলে না সেইগুলি পূর্ব্বে গরমজলে সিদ্ধ করিয়া পরে (দশ ভাগ জলে এক ভাগ। ফরমালডিহাইড লোশান দিয়া ধুইয়ালওয়া চলে। ঘরখানা—বিশেষতঃ ঘরের মেঝে ও কোণগুলি হাইড্রার্জ পারক্লোর লোশান দিয়া (দুই হাজার ভাগ জলে, একভাগ) পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

শুশ্রূষাকারীদের হাত ধোয়ার জন্য গ্লাইকোথাইমলিন লোশান (এক আউন্স জলে এক ড্রাম) বা ফরমালডিহাইড লোশান ব্যবহার করা যাইতে পারে। রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে অর্থাৎ ঘা শুকাইয়া শুষ্ক আবরণীগুলি সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলে তাহাকে স্নান ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া ঘরের বাহির হইতে দেওয়া হয়। রোগীর মৃত্যু হইলে সৎকারের ব্যবস্থাও একটু সাবধানে করা উচিত। মোটা কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া যাওয়া (ফরমালডিহাইড লোশানে ভিজান কাপড় হইলে আরও ভাল হয়) উচিত। সৎকারের পর যাহারা সঙ্গে গিয়াছিল তাহাদের ধুতিজামা সিক্ত করিয়া ধোয়া এবং হাত পা প্রতিষেধক লোশানে ধোয়া প্রয়োজন

বসন্তের প্রতিরোধক:—

১। প্রত্যেক ৩।৪ বৎসর অন্তর টীকা লওয়া।

২। হোমিওপ্যাথিক মতে—(ক) ম্যালেণ্ড্রিনাম্ ৩০ (খ) পালসেটীলা ৩× (গ) ভেরিওলিনাম ও ভ্যাক্সিনিনাম্ ১০০ পর পর দিবসে পৃথক্‌ভাবে সেবনীয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে— মুষ্টিযোগ—
(ক) কণ্টিকারী সিদ্ধজল।
(খ) সিমুল তুলার বীজের শাঁস ৪টী চিনি মিশাইয়া প্রাতে সেবনীয়।
(গ) নিমপাতার ব্যঞ্জন, মাঝে ২ খাওয়া——ইত্যাদি।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

সম্প্রতি ইচাগড়ে চতুর্ম্মুখ মহামেলা উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতে অনেক লোকসমাগম হইয়াছিল। দোকানপাটও আসিয়াছিল বিস্তর। যাত্রা ও নাচনী নাচের বন্দোবস্তেরও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় হরেক রকমের জুয়াখেলার আবির্ভাব। প্রায় ৪০।৫০ রকমের জুয়াখেলার আমদানি হইয়াছিল। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা এই সব ছদ্মবেশী তস্করের দ্বারা রীতিমত লুণ্ঠিত হইয়াছিল। মেলার স্বত্বাধিকারী রাজাসাহেব বা স্থানীয় ভদ্রলোকগণ এই দুর্নীতির বাধা প্রদান দূরে থাকুক প্রকারান্তরে তস্করদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। অবস্থা এইরূপ দাড়াইয়াছিল যে দোকানদারেরা ৩।৪ দিবস পরে রাজাসাহেবের নিকট আবেদন করে যে জুয়াখেলা বন্ধ না করিলে দোকানে বিক্রয় হইবার আশা নাই। কারণ দর্শকেরা জুয়াড়ীদের প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইতেছিল।

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী হইতে প্রস্তাব হয় মেলাস্থানে কোনও রূপ কূপ বা তারা বাঁধ না থাকায় পরিষ্কার পানীয় জলের অভাবে পীড়াদির আশঙ্কা হেতু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই রাজাসাহেব কংগ্রেসের নামধারী কোনও কিছু হইতে দিবেন না এইরূপ হুকুমজারি করায় কার্য্যটী হইতে পারে নাই। শুধু ইহাই নহে, মেলাতে কংগ্রেসের তরফ হইতে কোনও প্রকার খদ্দরের দোকানও খুলিতে দেওয়া হইবে না এ হুকুমও দেওয়া হইয়াছিল।

সম্পাদক, ইচাগড় কংগ্রেস কমিটি।

স্থানীয় সংবাদ।

সরকারী জুলুম—

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতে আগামী নির্ব্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের লিষ্ট সংশোধিত হইতেছে—আমরা অবগত হইলাম, এই উপলক্ষে গ্রামবাসীদিগকে তাঁহাদের চেক দাখিলা সহ থানায় আহ্বান করা হইতেছে। উদ্দেশ্য সেইগুলি দেখিয়া তালিকা সংশোধন করা। গ্রামে গিয়া এ কার্য সম্পাদন না করিয়া বহুদূর হইতে প্রজাদের ডাকিয়া তাহাদিগকে নানা অসুবিধায় ফেলা সঙ্গত হইতেছে কি?

বি, এন্ রেলওয়ে কোম্পানীর সুবন্দোবস্ত—

আদ্রা-চক্রধরপুর লাইনের ট্রেণ দুটীর যাতায়াতের সময় যিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহার বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়! যেন সাধারণের কষ্ট বৃদ্ধি করিবার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়াই এইরূপ বিসদৃশ সময়ে ট্রেণগুলি ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমরা পূর্ব্বে আকর্ষণ করিয়াছি তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও ফল হয় নাই। পুরুলিয়া ষ্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া যাত্রীগণকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহারও কোনও প্রতিকার হইল না। দেখা যায় যাত্রীর ভীড় জমিয়া গিয়াছে, ট্রেণ আসিবার সময় হইল—কিন্তু টিকিটের জানালা আর খোলে না। অনেকক্ষণ পরে যখন খুলিল তখন তাড়াতাড়ি করিয়াও সকলকে টিকিট দেওয়া হইয়া উঠে না। কখনও বা ট্রেণ ছাড়িবার অনেক আগেই টিকিট দেওয়া বন্ধ হয়। ফলে হয় টিকিট না করিয়া excess fare দাও নয় মোটমাটরী নিয়ে ফিরে এস। এটা কি একসেস্ ফেয়ার আদায় করিবার একটা ফন্দী নাকি?

ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেণ্টের আসল কায কি জানি না কিন্তু মদ খাইয়া রাস্তার লোকের ওপর নানাপ্রকার উপদ্রব করা যে এই ডিপার্টমেণ্টের গুরখা পাহারাওয়ালাদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক কায হইয়াদাঁড়াইয়াছে তাহা সকলের চোখেই পড়িয়াছে। সাধারণ মাতাল অপেক্ষা ইহাদের উপদ্রবটি কিছু অতিরিক্ত রকমের। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সাধারণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারুন আর নাই পারুন, অসুবিধার সৃষ্টি যে যথেষ্টই করিতে পারেন, উল্লিখিত ব্যাপারগুলি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাধারণের অর্থে পুষ্ট রেলওয়ে কোম্পানির সাধারণেরই সুখ সুবিধা সম্বন্ধে উদাসীনতা একমাত্র আমাদের মত পরাধীন দেশেই সম্ভব।

বসন্ত—

সংবাদ পাওয়া গেল, গত ২০শে হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সহরে আরও সাতজন লোক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

বৃদ্ধা আর হয় নাই।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড—

আমরা অবগত হইলাম, মানভূমে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে অধিবেশন হইয়াগেল তাহাতে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। বোর্ডের সদস্য মিঃ রথ্-গেটের চেষ্টায় এই ব্যাপারের একটা নিট্‌মাটের ব্যবস্থা হওয়ায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়। তারপর মীমাংসার জন্য যে কন্‌ফারেন্স হয়, সেখানে চেয়ারম্যান্ সাহেব কংগ্রেস-দলের উপরে তাঁহার ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করেন—ফলে ভাইস্‌চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেনের ও চেয়ারম্যানের মধ্যে বেশ গরম গরম কথাবার্ত্তার আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। চেয়ারম্যান্ মিঃ টপ্‌লিস্ (মানভূমের ডেপুটী কমিশনার) মাসিয়া পত্রের দ্বারা ভাইস্‌চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন। জীমূত বাবু এবং তাঁহার সঙ্গে কংগ্রেস-দলের উপর পুঞ্জীভূত ক্রোধাগ্নি এইরূপভাবে ঢালিয়া চেয়ারম্যান সাহেব ভাবিতেছেন—শত্রু ঘরে গিয়া মরিবে নিশ্চয়। বিস্তারিত বিবরণ পরের সংখ্যায় বাহির হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত পণ্ডিত মতিলালের সাক্ষাৎ—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লী হইতে আমেদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

রাজবন্দীগণের অনশন—মাণ্ডালে জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালার যে কয়েকজন দেশভক্ত আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহারা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন—এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজার খরচ সরকার দিতে অস্বীকার করাতেই নাকি তাঁহারা এই চরম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে মাণ্ডালে জেলের রাজবন্দীগণের অনশন সম্পর্কীয় ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য সভার অন্যান্য কার্য্য কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত থাকুক। সভাপতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেদিনই বেলা ৪টার আলোচনার সময় নির্দ্ধারিত করেন। এদিকে কিন্তু বাঙ্গলা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এইরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়—অনিলবাবু এখন বহরমপুর জেলে আছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বহরমপুর সদর হাঁসপাতালে তাঁহার চোখে একটি অস্ত্রোপচার হইয়াছে। তিনি এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় আচরণ—মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্য পণ্ডিচারীতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ফরাসী পুলিশের হাতে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। এই সংবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের উপরে অতিরিক্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। এই ব্যাপারে গণতন্ত্রিক ফ্রান্স ইংলণ্ডেরই সমকক্ষ।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা—উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত অমর নাথ দত্তের "তিন আইনের" প্রত্যাহারমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। তিন ভোটে সরকারপক্ষের জয় হইয়াছে। স্বরাজ্যদল ও স্বতন্ত্রদলের কয়েকজন সদস্যের অনুপস্থিতিই এই পরাজয়ের কারণ। ইহাদের নির্ব্বাচকগণ এইরূপ অনুপস্থিতির কারণ ইহাদের নিকট জানিবার দাবী করিয়া, আগামী নির্ব্বাচনের সময় তদনুসারে ইহাদের ভোট দেওয়া না দেওয়া স্থির করিলেই দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

রেলওয়ে বজেট—উক্ত সভায় রেলওয়ে বজেট উপস্থিত করা হইয়াছে। আগামী বৎসর ভারতবর্ষের নানাস্থানে নূতন লাইন যাহা খোলা হইবে তাহার দৈর্ঘ্যের সমষ্টি ২৫০০ মাইল। কয়লার রেল-ভাড়া (৪০০ শত মাইলের উপরের জন্য) শতকরা দশটাকা হিসাবে এবং ট্রেনের নিম্নশ্রেণীগুলির ভাড়া কিছু কিছু কমিবার ফলে এদিকে আয় কিছু কম হইলেও সরকার আশা করেন যে মোটের উপর ক্ষতি কিছু হইবেনা। ১৯২৪-২৫ সনে লি কমিশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে বড় বড় কর্ম্মচারীদের বেতন যোগাইবার জন্য, ব্যবস্থা-পরিষদের অনিচ্ছা সত্বেও বড়লাট সাহেবের সার্টিফিকেশনের বলে ৩৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হইয়াছিল।

এবৎসর রেলওয়ে বোর্ডের জন্য এবং লি কমিশনের মতানুযায়ী বেতন যোগাইবার জন্য যে ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশ ভোটে তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছে। তবে এবারও বড়লাট সাহেবের সার্টিফিকেশনের বলে ব্যবস্থাপক সভার মত অগ্রাহ্য হইবে—ইহা নিশ্চয়। ব্যবস্থাপক সভার এই বিরুদ্ধাচরণের কারণ—যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয়কে রেলওয়েগুলিতে চাকুরী না দেওয়া; তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি না দেওয়া; অত্যধিক ব্যয়েও ইংলণ্ড হইতে রেলওয়ের জন্য বিলাতী মাল আমদানী করা ইত্যাদি।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতি বহিষ্কারের প্রস্তাব—স্যর আব্দার রহিমের একটি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি-দান সম্পর্কে কয়েকজন সদস্যের সহিত সভাপতি কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের অশোভন রকমের বচসা হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যকে সভাগৃহ ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। প্রতিবাদস্বরূপ স্বরাজদলের ও জাতীয়দলের সদস্যগণ সভাগৃহ ত্যাগ করেন। ইহারাই ফলে সভাপতি বহিষ্কারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অনুমতি লাট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়। লাটসাহেব অনুমতি দেন। মাঝে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে একটা মিটমাট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী উক্ত প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হয়। স্বরাজ্যদলের সকল এবং স্বতন্ত্রদলের অধিকাংশ সদস্যই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন কিন্তু তাঁহারা হারিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। যাহা হউক কুমার শিবশেখরেশ্বর সভাপতির আসনেই থাকিয়া গেলেন। সরকারপক্ষের আনুকূল্যেই তাঁহার ইজ্জৎ বজায় রহিল।

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার
অক্ষয় কবচ

ধারণ করুন, মাতার কৃপায় এই দুর্দ্দিনে শান্তি পাইবেন। এই কবচের গুণ আত্যাশ্চর্য্য:—ধারণে অতি শীঘ্র যে কোনও উৎকট ব্যাধির উপশম হয় এবং বসন্তের আক্রমণভীতি দূর হয়। যে কোনও জাত অবাধে ইহা ধারণ করিতে পারেন। শ্রীশ্রী৺শীতলামাতার পূজার জন্য ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা মাত্র গ্রহণে এই কবচ বিতরিত হয়। অদ্যই পত্র লিখুন।

শ্রীকামাখ্যা চরণ আচার্য্য
পুরুলিয়া নীলকুঠিডাঙ্গা।

কর্ম্মখালি।

পল্লীসেবক আবশ্যক—পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক (কৃষি-সমিতি) হইতে সমবায়-প্রণালীতে কৃষি ও পল্লীসেবা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দুইটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বৃত্তি মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে ছয় মাসের জন্য দেওয়া হইবে। যাঁহারা উক্ত বৃত্তির প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক :—

(১) বাঙ্গালা ও ইংরেজী লিখিতে পড়িতে ও হিসাব রাখিতে হইবে এবং তাহা গ্রামের লোকদের শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) গ্রামের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা তাহা শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। স্বহস্তে লাঙ্গল দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) কৃষক ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত সাংসারিক আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ এবং গ্রামের সমষ্টিগত বা সমাজিক জীবনের আর্থিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপায় নিরূপণ করিবার অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ থাকা আবশ্যক।

(৪) বৃত্তিভোগীদের সব সময় গ্রামে বসবাস করিতে হইবে এবং সেজন্য শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৫) বৃত্তিপ্রার্থীদের চরিত্র বিষয়ে সার্টিফিকেট আবশ্যক। উক্ত কাজে চরিত্রবলই প্রধান সম্বল।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

পুরুলিয়া।
৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার,
সম্পাদক কৃষি সমিতি।
পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক।

জমি বিক্রয়।

পুরুলিয়া ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোডের উপরে পুরাতন পুলিশক্লাবের পশ্চিমে আন্দাজ ৪ বিঘা পরিমাণ জমি বিক্রয় হইবে। জমিটি বড় রাস্তার উপরে, এবং চারিদিক বেশ খোলা। কেহ ইচ্ছা করিলে সমস্ত জমিই কিনিতে পারেন, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়াও বিক্রয় হইতে পারে। সমস্ত জমি নিলে কিছু সুবিধায় দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই জমির সম্বন্ধে কিছু খবর জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

১৪।২।২৬

শ্রীসুবোধ চন্দ্র ঘোষ
পুরাতন পুলিশ ক্লাব।
ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোড,
পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া মিউসিপালিটি
বসন্ত রোগের প্রতিকার।

সহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই কারণে জন-সাধারণকে জানান যাইতেছে যে নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন :—

১। পীড়িত ব্যক্তিকে একটি গৃহে একা রাখা উচিত এবং মাত্র একজন বা দুইজনকে তাহার শুশ্রূষার্থে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

২। গৃহের অন্যান্য সকল ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ টিকা লওয়া উচিত। যদি তৎক্ষণাৎ এরূপ করা হয়, তাহা হইলে তাহারা রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে।

৩। রোগীর বস্ত্রাদি এবং শয্যা জলে ফুটাইয়া বা শুদ্ধপ্রাপ্ত জলে শোধন করিয়া ও পরিশেষে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেওয়া উচিত।

৪। রোগ-সংবাদ অতি সত্বর নিকটস্থ থানা মিউনিসিপ্যাল আফিসে ও ডিসপেন্‌সারীতে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে টিকা দেওয়াইবার জন্য মিউনিসিপ্যাল টিকাদারগণকে খবর দেওয়া উচিত এবং রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি শোধন করিবার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

৫। রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইলে, ঐ গৃহে গন্ধক জালিয়া গৃহ বিশুদ্ধ করা উচিত। গোবরের সহিত এক তোলা পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া ঐরূপ দুই এক শত ঘুঁটে ঐ গৃহের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

৬। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে টিকা লইলে বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুরা এক বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে পুনরায় টিকা দিলে তাহাদের আর কখনও বসন্ত হইবে না।

৭। নিম্নলিখিত স্থানসমূহের টিকা দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে টিকাদারকে সংবাদ দিলে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া পরদানশীন মহিলাগণকে ও অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণকে টিকাদার টিকা দিয়া আসিবে। তাহার জন্য কোনপ্রকার ফি দিতে হইবে না।

১। পুরুলিয়া সদর হাঁসপাতাল।
সিভিল সার্জ্জেনের আফিসের বারান্দাতে—
সোমবার—বেলা ৭ টা হইতে ১০ টা।

২। কেতিকা ডিপো।
দুর্গামেলাতে—
মঙ্গলবার— ঐ

৩। নডিহা ডিপো।
শিবমন্দিরেরব বারান্দাতে—
বুধবার— ঐ

৪। ভাটবাঁধ ডিপো।
মিশন স্কুলের প্রাঙ্গনে—
বৃহস্পতিবার— ঐ

৫। নামপুরুলিয়ার দুর্গামেলা।
শুক্রবার— ঐ

৬। নীলকুঠিডাঙ্গা ডিপো।
শ্রীশশধর গাঙ্গুলীর বাড়ীর বারান্দাতে—
শনিবার— ঐ

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ! কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

স্বর্ণ ঘটিত
শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দুষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারিতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶৹ আনা ৩ শিশি ২॥৹ আনা, মাশুল ॥৶৹ আনা, ৬ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড অফিস :—বোম্বাই।

শাখা :— কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্বুর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসানসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লি, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ করাচি, লাক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫॥৹ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪॥৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চল্‌তি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোণা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা থান), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত
"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩৷৶৹ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৷৶৹ আনা।
চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. P. 185.

বন্দে মাতরম্।

কে বট হে তুমি ?

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র।)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার। ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩২, ৮ই মার্চ্চ ১৯২৬ | ১২শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নিম্নলিখিত জায়গাটি আগামী ১৫ই মার্চ্চ তারিখে বেলা ৪টার সময় মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশ্যনিলামে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা যাইবে। সেলামীর টাকা যিনি যত ডাক দিতে ইচ্ছা করেন তিনি উক্ত দিন উক্ত স্থানে হাজির থাকিয়া নিজের ডাক নিলামে ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ নিম্নলিখিত জায়গাটির বাৎসরিক খাজনা বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। এবং আরও প্রকাশ থাকে যে যাঁহার ডাক বিঘা প্রতি ৫০০৲ টাকার নিম্নে হইবে তাঁহার ডাক গ্রাহ্য করা যাইবে না, ও যাঁহার নামে ডাক খতম হইবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকের সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল আফিসে জমা দিতে হইবে ও বাকী টাকা দ্বিতীয় নোটীশ প্রাপ্তিমাত্র আফিসে জমা দিতে হইবে ও আবশ্যকীয় কবুলতি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত ডাকের সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিবেন।

পতিত জায়গার বিবরণ:—

রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে বাঁকুড়া রোডের নিকট পুরাতন কার্টসরাই জায়গা। [সমস্ত জমি বা খণ্ডাকারে বন্দোবস্ত করা যাইবে—প্রত্যেক খণ্ড কমবেশী ১০ কাঠা হইবে]। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫ বিঘা ৫ কাঠা ৪ ছটাক।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
৮ই মার্চ্চ ।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার।

সাধারণ পৃষ্ঠা।	... ...	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা— ২ কলম	... ...	১০৲ টাকা
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা— ১ কলম	... ...	৬৲
" সিকি পৃষ্ঠা— ½ কলম	... ...	৩৷৷০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

আমার একটি গাভী একমাস হইতে পাওয়া যাইতেছে না। গাভীটির বয়স কিছু বেশী—মাঝারি সাইজ—সাদা রং, লাথু ফোঁড়া, সিং ২টী মাঝারি একটু বাঁকা। পশ্চিমা গাভীর মত দেখিতে। কেহ সন্ধান পাইলে নিম্ন ঠিকানাতে খবর দিলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীমন্মথ নাথ মোদক, ঝালিদা।

এস, বি এণ্ড কোং
মোটর সার্ভিস।

(পুরুলিয়া হইতে চাষ, ভায়া চন্দনকিয়ারী)

আমরা একটী নূতন সার্ভিস জনসাধারনের সুবিধার জন্য খুলিতেছি।

প্রোপ্রাইটার
শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেশ কুমার সরকার

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

EXCHANGE OF SERVICES (POSTAL.)

Postal employees if willing to exchange services to Rangoon G. P. O. please enquire of MR. D. R. Bhowmick the Agent of Messrs Medland Bose & Co. Purulia for particulars.

"মুক্তি"

"কাল-জলধিতে জলবিম্ব প্রায়
উঠে কত শক্তি কত ভেসে যায়,
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়
আবার পতনে লাগে কতক্ষণ"?

—কাব্যবিশারদ।

সন ১৩৩২ সাল, ২৪শে ফাল্গুন, সোমবার।

কে বট হে তুমি?

প্রথমে যখন দিল্লীর বাদসার সভায় কুর্ণিশ করতে করতে এসে বাণিজ্যের জন্য একটু আশ্রয়স্থান ভিক্ষা করেছিলে এবং তোষামোদজীবীর স্বভাবসুলভ চাটু-বাক্য প্রয়োগ ক'রে করুণ কটাক্ষের চিহ্নস্বরূপ সামান্য একটু অধিকার লাভ ক'রে মনে মনে ভেবেছিলে বসতে যখন স্থান মিল্‌ল, তখন শয়নের স্থানও ক'রে নেওয়া যাবে, তখন ভেবেছিলাম তুমি শুধু একটি চতুর চালাক স্বার্থপরায়ণ বণিক্‌মাত্র। আবার যখন বাঙ্গালার জনকয়েক অদূরদর্শী দেশদ্রোহীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির আশ্রয় ল'য়ে তাদের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লে এবং পলাশীক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে গোটাকয়েক বন্দুক কামান যোগ ক'রে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালার নবাবকে, তোমাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সাহায্য করলে তখন মনে হ'ল ছলে বলে কৌশলে বাণিজ্য ক'রে কিছু পয়সা রোজগার করাই তোমার একমাত্র মতলব নয়, অন্য একটা বৃহৎ দুরভিসন্ধিও তুমি ভিতরে ভিতরে পোষণ কর্চ্ছ। পরে যখন জানা গেল যাহার সাহায্যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাতে পারলে সেই গোয়েন্দা বেচারী উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ওয়াট্‌সনের নামটি জাল করতেও দ্বিধা বোধ হ'ল না এবং প্রতিশ্রুত ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা নির্লজ্জ বেহায়ার মতন অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হ'লে না, তখন বুঝ্‌তে পারা গেল তোমার অভিসন্ধিটা যে শুধু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নিজে ভোগ করা তা নয়, মতলব হাঁসিল করবার জন্য মানবের ইতিহাসে এমন কোনও জঘন্য কায নেই যা তুমি না করতে পার। আবার যখন পথের কণ্টক মনে ভেবে পৈশাচিক নীচতার সাহায্য করতে অনভ্যস্ত সত্যসন্ধ নির্ভীক ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে জাল করার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে একটা মূর্খের মনভুলান বিচারের প্রহসন ক'রে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে হৃদয়হীনতা ও নৃশংসতার চূড়ান্ত অভিনয় করলে তখন অনেকেই বুঝ্‌তে পারলে কিরূপ বীভৎস নারকীয় প্রবৃত্তিতে তোমার হৃদয় গঠিত, কিন্তু প্রতিবিধানের তখন সুযোগ ছিল না, আত্মকলহ ও আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতায় দেশের লোক তখনও অবসন্ন ছিল। যখন দেশের বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি আত্ম-দ্রোহে রত হ'য়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমার কু-বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হ'য়ে তোমাকেই মধ্যস্থ ক'রে পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করতে আরম্ভ কর'লে এবং সেই সুযোগে তুমি পরের শক্তির প্রশ্রয় পেয়ে অভাবনীয় সৌভাগ্যে উল্লসিত হ'য়ে পায়ে হাত দেওয়া তোষামোদপরায়ণ বণিকের বেশটি পরিত্যাগ ক'রে উদ্ধত শাসকের বেশ পরিগ্রহ ক'রলে তখন তোমার বিশ্বাসঘাতকার, নির্দ্দয়তার ও কৃতঘ্নতার সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় পেয়েও সঙ্ঘশক্তির অভাবে দেশের হিন্দু মুসলমান সব যূথভ্রষ্ট স্বাধীনতা-বর্জ্জিত হস্তীর মত কষাঘাত সইতেই লাগল। যারা প্রতীকারের চেষ্টা ক'র্‌ল তারাও নানাবিধ ষড়যন্ত্র, প্রবঞ্চনার ফন্দিবাজী চালে টিঁকে থাক্‌তে পারল না তোমার তখন স্বরূপ প্রকাশ হ'তে আরম্ভ হ'ল নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে—হায়দার আলির পর টিপু সুলতানের কাছে সময়ে তুমি হাঁটু গেড়ে শান্তি ভিক্ষা করলে আবার অন্যের সহিত তার বিরোধের সূত্র পেয়েই সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌লে; নবাব ওয়াজিরের সঙ্গে ঘুষের বন্দোবস্ত ক'রে সাহসী রোহিলাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করলে আবার ঘুষের দাদনস্বরূপ চৈতসিংএর ক্ষুদ্র রাজ্য হ'তে কর আদায়ের অসম্ভব চাপ দিয়ে তাহাকে ভিটেছাড়া কর'লে; ইহাতেও তোমার টাকার ক্ষুধা মিট্‌ল না ব'লে শেষে কিনা ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত জাল বিস্তার ক'রে অযোধ্যার বেগমদের লুণ্ঠন ক'রে তাদের টাকাগুলি আত্মসাৎ করলে। পাণিপথযুদ্ধে বিধ্বস্ত মহারাষ্ট্রশক্তির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য ক'রে সিন্ধিয়া, হোলকার, পেশওয়া প্রভৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পরস্পর বিরোধের প্রবৃত্তিকে কৌশলে উত্তেজিত ক'রে, তুমি যখন সন্ধিবিগ্রহের ফন্দি এঁটে প্রভুত্বের গদিতে নিজেকে অধিষ্ঠিত দেখ্‌তে পেলে তখন তোমার চিন্তা হ'ল এ বিশাল দেশটাকে অধীনে রেখে আমার নিজের পুষ্টি কেমন ক'রে সাধন করি। তখন তুমি এক মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ কর'লে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সভ্যতার মুখোস প'রে জড়বিজ্ঞানের আপাতমনোহর চাকচিক্যে ভূষিত হ'য়ে যখন ভিতরকার অভিপ্রায় লুকিয়ে রেখে সরল বিশ্বাসী দেশীয় লোককে সময়ে চাকরী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে, সময়ে পাশ্চত্য বিদ্যা ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ক'রে, তুমি হিতৈষীর মূর্ত্তি ধর'লে তখনও

অনেকের সন্দেহ হ'ল বটে, এই কি সেই? কিন্তু তোমার পাখার বাতাসে তারা আবার ঘুমিয়ে প'ড়ল। তলে তলে অতি লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে যখন ধ্বংসাবশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলি হস্তগত করলে এবং যাদের আশ্রয় ক'রে কার্য্যসিদ্ধি করলে তাদের উপরই অত্যাচার চালাতে সুরু করলে তখন যে শ্রেণীর লোক একদিন অবরুদ্ধ হ'য়ে নিজেরা ভাতের মাড় খেয়েও তোমাকে ভাতগুলি দিয়ে তোমার দেহ পুষ্ট রেখেছিল তারাও নাকি তোমার তখনকার কৃতঘ্নতার বীভৎসরূপ দেখে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলে না—তোমার জারিজুরি ভেঙ্গে দিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ল। তুমি তখন বেগতিক দেখে আবার পায়ে হাত দেওয়া তোষামুদের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে দেশের লোকের আশ্রয় নিলে, আর সরল বিশ্বাসী লোকগুলি তোমাদের দুঃখ দেখে পূর্ব্বের কথা সব ভুলে গিয়ে বাঁচিয়ে দিলে তোমার প্রাণটাকে। সেই ধাক্কা সাম্‌লিয়ে নিয়ে যখন বুঝতে পারলে দেশের লোকের অনুকম্পা ব্যতীত তোমার নিজের বলে তুমি তিষ্ঠাতে পার না তখন একটা সমতার বাণী ঘোষণা ক'রে উদারতার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে কত লীলাই না করলে, নানাকথার ছাঁদে তার ইতিহাস গোপন রাখ্‌তে চাইলেও তা প্রকাশ হ'য়েই পড়ল। শিক্ষা, সংস্কার, রেলওয়ে, ষ্টীমার, স্বায়ত্বশাসন আর কমিটি কমিশন সবই যে তোমার স্বার্থসিদ্ধির বাহনমাত্র তা সকলে ভাল ক'রে বুঝলেও যারা বরাবর তোমার বহুরূপী মূর্ত্তির সন্ধান রেখেছে তারা বুঝে ফেল্‌ল এবং অপরকেও বুঝাতে লাগ্‌ল। তুমি বেগতিক দেখে ঐ ভুল--ভাঙ্গান লোকগুলিকে শাসন করতে গিয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারলে না। আইনকানুনের বাঁধনে তাদের বাঁধতে চাইলে, জেল ফাঁসির ভয় দেখিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ শক্তিকে বিলুপ্ত করতে চেষ্টা করলে, তাদের শান্ত শিষ্ট ভাই বোনগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রে একটা নৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের অদম্য উদ্যমকে দমিয়ে দিতে প্রয়াস পেলে, তাদের পরিচালকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে তাদের দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি ক'রে তাদের সঙ্ঘশক্তি ভেঙ্গে দিবার ফন্দী আঁটলে কিন্তু বুঝ্‌লে না যে ভাবরাজ্যে ওদের অক্ষয় জীবন, মৃত্যুকে ওরা জয় ক'রে ফেলেছে, প্রেমের বাঁধনে ওরা সবাইকে বেঁধে ফেলেছে। রুষিয়ার সম্রাটের মানুষের ভাব-শক্তিকে নিষ্পিষ্ট ক'রে রাখবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, ফরাসীর প্রজাশক্তি যখন জাগ্রত হ'ল তখন কোথা গেল আভিজাত্যের জারিজুরি আর কোথায়ই বা গেল ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার আর প্রভুত্বের ঔদ্ধত্য? নীরো গিয়েছে, লুই গিয়েছে, তোমারই দেশের প্রথম চার্লস এর মাথাটা তুমিই কেটে ফেলে দিয়েছ। স্কটল্যাণ্ডের গ্রেন্‌কোর কথা ভুলে গিয়েছ কি? নিশীথে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে যে হতভাগ্য সপরিবারে একটা বীরের বংশ ধ্বংস করেছিল সেই পাপিষ্ঠ এখনও কি বেঁচে আছে? নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকুমার নন্দকুমারকে যে ফাঁসিতে লট্‌কিয়েছিল তাকেও কি আজ জীবিতের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছ? যতই চেষ্টা কর না কেন জগতের ইতিহাসটা তোমার জন্য নূতন ক'রে গড়বে না। ১৯২১ সালে প'ড়ে পাওয়া প্রভুত্বটা যায় যায় ভেবে একবার পায় হাত দেওয়ার মামুলি পোষাক পরিধান ক'রে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করেছিলে, আবার পূর্ব্বাভ্যাসের প্রতিক্রিয়াতে অসহযোগ আন্দোলন একটু মন্দা হওয়াতে ভাবলে এই সুযোগে দেশের উদীয়মান ভাবটাকে আটক ক'রে রাখ্‌লে বুঝি নিরাপদ। কিন্তু মন্দালয়ের জেলে পচিয়ে ধর্ম্মচর্য্যায় বাধা দিয়ে আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে ঐ ভাবোন্মত্ত তরুণদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই বাধ্য কর, আর ম্যালেরিয়ার বাস্তুভূমিতে অন্তরীন ক'রে ধীরে ধীরে রোগজীর্ণ ক'রে মেরে ফেলবার বন্দোবস্তই কর, কোন চেষ্টাতেই আর ভারতের বর্ত্তমান ভাবশক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। যদি এখনও ভ্রম না গিয়ে থাকে তবে সুভাষ-প্রমুখ মন্দালয়ের মৃত্যুঞ্জয়ী বন্দীরা ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্য তোমার অপমান-কলুষিত অন্ন পরিত্যাগ করতে গিয়ে যে অভ্রান্ত সত্যের প্রচার করেছে তাহা হৃদয়ের ভিতর গেঁথে রেখো। পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, কন্দর সব প্রতিধ্বনিত করতে করতে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ভেদ ক'রে বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদিষ্ট বাণী শুধু ভারতে কেন সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়বেই পড়বে, কেউ বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। জানি আমরা পন্টিয়াস্ পাইলেটের ধাতে গড়া তোমার কঠিন হৃদয়ে ঐ প্রেমের ধ্বনি প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসবে, ভোগে উন্মত্ত তুমি ঐ আধ্যাত্মিক সত্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারবে না, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, জগতের কাছে তোমার স্বরূপটি আর লুকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না, সকলে এখন ভাল ক'রেই জানতে পারবে—কে বট হে তুমি।

রাজবন্দী।

জেলে রাজবন্দীগণ সরকারী কর্ম্মচারিগণের হাতে কিরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকেন, ১৯১৯-২০ সনের জেল কমিটির রিপোর্টে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল মাল্‌ভেনী নামক জনৈক ইংরাজ জেল-কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন যে যদিও সরকারী রিপোর্ট, ইস্তাহার প্রভৃতিতে লেখা হয়—রাজবন্দীগণের প্রতি জেল-কর্ম্মচারিগণের আচরণ অনিন্দনীয়, তবুও বাধ্য হইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে, এই সব রিপোর্ট, ইস্তাহার প্রভৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেক স্থানে রাজবন্দীগণের উপরে এরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা হয় যে তাহার ফলে দুই একজন বন্দীর পাগল হইয়া যাওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। জেলের আইনকানুন অনুসারে যতটা নির্দ্দয় ব্যবহার ইঁহাদের সহিত করা চলে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী নির্দ্দয় ব্যবহার ইঁহাদের প্রতি করা হয়। কার্য্যতঃ এইরূপ আচরণ অবলম্বিত হইলেও, সরকারের নিকট মিথ্যা রিপোর্টই পাঠান হইয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পুলিশের হুকুমেই উপরওয়ালারা জেলের অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ আচরণ করিতে আদেশ দিয়া থাকেন। যদিই বা কখনও কোনও জেল-কর্ম্মচারী সত্য রিপোর্ট সরকারের নিকট পাঠাইতে চান, উপরওয়ালা নিষেধ করিয়া বলেন—"এইরূপ করিও না, সিমলার দেবতাদের কোপে পড়িবে"। কাযেই ভাবিয়া চিন্তিয়া মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়াই জেল-কর্ম্মচারীদের সরকারের নিকট পাঠাইতে হয়।

এই বিবরণটি এতদিন সরকারের দপ্তরখানার অন্ধকারেই গা ঢাকা দিয়া ছিল। মাণ্ডালে জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু, সত্যেন্দ্র নাথ মিত্র প্রভৃতি রাজবন্দীগণের অনশন-অবলম্বনের সংবাদ প্রকাশিত হইবার দুই চারি দিনের মধ্যেই কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক পত্র "ফরওয়ার্ড" এই বিবরণটি বাহির করেন। সরকার ইচ্ছা করিয়াই এ বিবরণ এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাপারটি প্রচারিত হইয়া পড়ায় তাঁহারা মহা ফাঁপড়ে পড়িলেন। সরকারপক্ষ চিরকালই রাজবন্দীগণের উপরে নির্য্যাতনের অভিযোগগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু সাধারণের মনের ভাব তাহাতে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মাণ্ডালে দুর্গের প্রাকার ভেদ করিয়া, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র পার হইয়া অথবা আলিপুর জেলের প্রহরীরক্ষিত অভ্রভেদী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া এই সব নির্য্যাতনের খবরগুলি কি করিয়া দেশবাসীর নিকট আসিয়া পৌঁছায় তাহা জানি না, তবে খবরগুলি যে পৌঁছিতেছে এবং দেশবাসী তাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, এটার আর নূতন করিয়া প্রমাণের প্রয়োজন নাই। সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা চিরকালই ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আজ যে তাঁহাদেরই একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কথায় পৃথিবীর সমক্ষে অতি জঘন্য এক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া সরকারকে দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাহার কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—মাল্‌ভেনী সাহেবের রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য নহে। একই নিশ্বাসে আবার বলা হইয়াছে—১৯১৫ সনে যেমনই থাকুক না কেন, রাজবন্দীগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন আজ পর্য্যন্ত অনেক হইয়াছে। এই সব কথা বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় সরকারপক্ষ যতই দেন না কেন, আমরা যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিয়া লইয়াছি।

বাঙ্গালা মায়ের সাগরছেঁচা মাণিক—সুভাষ, সত্যেন কেন যে অনশনে প্রাণ আহুতি দিতে বসিয়াছে, তাহার কারণও ভারতবাসীর বুঝিতে বাকী নাই। সেদিন কলিকাতার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হরতালে দেশবাসীর মর্ম্মন্তুদ যাতনা আত্মপ্রকাশ করিয়া সরকারকে জানাইয়া দিয়াছে—যাহা করিতেছ বুঝিতেছি, সত্যের আসনে মিথ্যাকে আর এমন করিয়া আনিয়া বসাইও না।

মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

আমরা গত সপ্তাহে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান্ ও ভাইস্-চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি। সমস্ত আফিসের কার্য্যের ভার নিজহাতে লওয়া সত্বেও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বারগণ সভায় মিলিত হইয়া যে নির্দ্ধারণ করিবেন তাহা পালন করিতেই চেয়ারম্যান্ বাধ্য—জনসাধারণের সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমলাতন্ত্রের ভৃত্যগণ খেয়ালের বশে তাহাদেরই গঠিত আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যে দম্ভের পরিচয় দেয় তাহার এরূপ দৃষ্টান্ত নূতন নহে, আবার লোকমতের শক্তি দেখিলেই যে অতি বিনয়ী হইয়া দুঃখ প্রকাশ করে, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বারগণ এই ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখাইয়া তাঁহারা যে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি তাহার পরিচয় দিবেন—ইহাই আমরা আশা করি। আমাদের ধারণা—যাঁহাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আছে তাঁহারা সরকারী চেয়ারম্যানের সঙ্গে কংগ্রেস-দলের এই সংঘর্ষকে জনমতগঠন সম্বন্ধে অবশ্যম্ভাবীই মনে করিবেন এবং যাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের জয়মাল্যই দান করিবেন। আর যে শ্রেণীর লোক ক্ষণিক প্রভুত্বের ঔদ্ধত্য দেখিয়া এই ব্যাপারে কংগ্রেস-ওয়ালাগণ খুব জব্দ হইল ভাবিয়া দাসসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

ভারতীয় বাজেট্।

ভারত সরকারের ১৯২৬-২৭ সালের আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাবের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। সরকার আশা করিতেছেন যে এ বৎসরের শেষে কোষাগারে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। গরীব রায়তদিগের মুখের দিকে চাহিয়াই লবণের ট্যাক্স তুলিয়া লইতে আর পোষ্টকার্ড, খামের দাম কমাইতে সরকার পারেন নাই। পোষ্টকার্ড, খামের দাম কমাইলে পোস্ট-আফিসের কর্ম্মচারীদের বেশী বেতন দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং এই গরীবদের উপকারের জন্যই দামটা কমান গেল না। আর লবণের ট্যাক্স তুলিয়া লইলেই বা কৃষি-কমিশন বসিয়া কি করিয়া কৃষকদের উদ্ধার সাধন করিবে? সুতরাং সেটাও মণ প্রতি ১।০ পাঁচ সিকাই থাকিয়া গেল। তারপরে এটাও বিবেচনা করা উচিত যে বোম্বাইয়ের মিলওয়ালাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে বয়ন-শুল্কটা তুলিয়া লওয়া হইল, তাহারই ফলে কোষাগারের যে অংশটা ফাঁকা হইয়া গেল তাহা কিছু পরিমাণেও পূরণ করিয়া লইতে না পারিলে সৈন্য সামন্ত রাখিয়া দেশটাকে রক্ষাই বা করা যায় কি উপায়ে? তাও ত' মোটে ৫৫ (প্রায়) কোটী টাকা (অর্থাৎ ভারত সরকারের রাজস্বের দ্বাদশ ভাগের পাঁচ ভাগ) সেনাবিভাগের খরচের জন্য ধার্য্য হইয়াছে। চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া দেশের মধ্যে বিদ্রোহীর আক্রমণের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিয়া কি করিয়া ইহা অপেক্ষাও কম খরচে নিরাপদে রাজ্যশাসন করা যায়? তা ছাড়া, সৈন্য সামন্ত পোষণ করিবার নামে সহস্র সহস্র বেকার ইংরেজকে প্রতিপালন করা, তাও ত' এদেশের গরীব প্রজাদেরই হিতের জন্য। তবুও কিনা অবিবেচক লোকগুলি বলিয়া বেড়াইবে—সরকারের প্রাণ গরীবের দুঃখে কাঁদে না!

স্বাধীনতার ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

নরম্যানগণ ইংলণ্ড অধিকার করিবার পরে আর কোন বৈদেশিক জাতি ইংলণ্ড অধিকার করে নাই। ইংলণ্ডের পুরাতন আচার ব্যবহার, আইনকানুন নরম্যান্গণ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল এবং ফরাসী ভাষা ইংলণ্ডে প্রচলন করিয়াছিল। নরম্যান্গণের সভ্যতার আদর্শ ছিল ফ্রান্স—ইংলণ্ডের সভ্যতাও নরম্যান্গণ ফরাসীদের অনুকরণেই গঠন করিয়াছিল। এদিকে ফ্রান্সের সভ্যতা আবার ইতালীর অনুকরণে গঠিত। সুতরাং নরম্যান্গণ ইংলণ্ডের সভ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে ল্যাটিন আদর্শেই গঠন করিয়াছিল। ল্যাটিন আদর্শ বর্ব্বর নরম্যান্ ও টিউটন জাতির সংস্পর্শে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাতে এঙ্গলো-স্যাক্সন জাতির বিশেষ কোন প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যে এঙ্গলো-স্যাক্সনগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হন তাহারও কোন কারণ দেখা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানধর্ম্ম সংস্কার (রিফর্মেশন—Reformation) হইয়া প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোমের পোপ (রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের গুরু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশসমূ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বময় কর্ত্তা ত ছিলেনই—রাজনৈতি ব্যাপারেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ইচ্ছ করিলে অনেক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি তেন—অনেক বিষয়েই ইউরোপ রোমের অধীন ছিল সে সময়ে ইউরোপের অবস্থা অতি ভীষণ—একদিে বিভিন্ন বর্ব্বর জাতির যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন ও নৃশংস অত্যা চারে সমস্ত ইউরোপের প্রজাবৃন্দ সন্ত্রস্ত, আবার অপ দিকে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিচারবুদ্ধিহীন গোঁড়া ও ধর্ম্মযাজকগণের ভণ্ডামিতে ইউরোপ অজ্ঞানান্ধকা মগ্ন। এই যুগটিকে এইজন্য অন্ধকার যুগ (Dark Ag বলা হয়। ইউরোপের অপর দেশগুলির ন্যায় ইংলণ্ডও সে সময়ে অসভ্য, বর্ব্বর অবস্থায় অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল।

উইলিয়ম্ (The conqueror—বিজেতা) ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। তাহার পরে তাঁহার পুত্র উইলিয়ম্ ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হেন্‌রি ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা সমগ্র দেশটাকেই ইঁহাদের তরবারিদ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া মনে করিতেন। সমস্ত জমীদার ও জাইগীরদারগণ রাজাকে তাঁহাদের জমীদারীর মালিক বলিয়া স্বীকার করিরা লইয়া রাজার সম্মুখে জানু পাতিয়া তাঁহার হস্তচুম্বন করিতে বাধ্য হইতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহে নিজ নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজার অধীনে তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে হইত। প্রজাগণের কোন প্রকার অধিকারই ছিল না—তাহারা রাজা ও জমীদারগণের সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন ছিল। হেন্‌রির রাজত্বকালে ইংলণ্ড কিছুকালের জন্য শান্তি উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাগিনেয় ষ্টিফেনের রাজত্বকালে ইংলণ্ড আবার জমীদার (Baron)- গণের অত্যাচারে ভয়ানক উৎপীড়িত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত জমীদারগণের (Baron) প্রকৃতি কিরূপ বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর ছিল তাহার পরিচয় পাইলে স্তম্ভিত হইতে হয়। রবার্ট নামক জনৈক ব্যারনের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকের উক্তি পাঠ করিলে তৎকালীন ইংরেজগণের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। রবার্ট জমীদারবর্গের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর। সে ভয়ানক দাম্ভিক, প্রবঞ্চক ও অর্থগৃধ্নু ছিল, লুটপাট

করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই তাহার বৃত্তি ছিল। এই সমস্ত পাপে লিপ্ত লোকের তখন ইংলণ্ডে অভাব ছিল না কিন্তু সেই অসভ্য এবং বর্ব্বর যুগেও নিষ্ঠুরতায় রবার্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাভূত ব্যক্তিগণকে মূল্য লইয়া ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেই সে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিত। স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীগণকে শূলে চড়াইয়া তাহাদের শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া সে আনন্দ সাগরে ভাসিত। তাহার পালিত পুত্রের পিতা সামান্য কিছু অপরাধ করিয়া পলায়ন করায় তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া পালিত পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় নিজহস্তে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিল।

উইলিয়মের (The conqueror—বিজেতা) জ্যেষ্ঠ পুত্র রবার্ট নরম্যান্‌ডিতে রাজা হইয়াছিল। মধ্যম পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়মকে তাহার পিতাই ইংলণ্ড দান করিয়া যান। দ্বিতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেনরি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্টকে বঞ্চিত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হয়। পরে নরম্যান্‌ডির রাজত্ব হস্তগত করিবার জন্য রবার্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দী করে ও আজীবন বন্দী করিয়া রাখে—এরূপ জনশ্রুতি আছে যে হেন্‌রি রবার্টকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। হেন্‌রি মৃত্যুকালে তাহার কন্যা ম্যাটিল্‌ডাকে ইংলণ্ডের রাণী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক জমীদার ও ধর্ম্মযাজকগণ এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিল—কিন্তু হেন্‌রির মৃত্যুর পরে তাহার ভাগিনেয় ষ্টিফেন ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল এবং প্রজাবর্গও তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল।

ষ্টিফেনের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। রাজসিংহাসন লইয়া হেন্‌রির কন্যা ম্যাটিলডার সহিত তাহার ভয়ানক যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায় প্রজাকূলের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। উভয় দলের সৈনিকগণের ও জমীদার (ব্যারন)-গণের অমানুষিক বর্ব্বরতায় প্রজাবর্গের ভয়ানক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিহাসে ব্যারনগণের পাশবিক অত্যাচার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে কোন পুরুষ বা নারীর অধিকারে বহুল পরিমাণে ধনরত্ন আছে—এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলেই তাহাকে বন্দী করিয়া ব্যারনগণ নিজ নিজ দুর্গে আনিত এবং অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। কাহারও পা বাঁধিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া দিয়া ঠিক মাথার নীচে আগুন জ্বালাইয়া দিত, কাহারও মাথা বা অঙ্গুষ্ঠে বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিয়া পরে জ্বলন্ত কোন ও জিনিষ তাহার দেহে বাঁধিয়া দিত। কাহারও মাথায় লোহার শিকল বাঁধিয়া তাহা এমনভাবে কষিয়া দিত যে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যাইত; কাহাকেও বা ছোট সিন্ধুকে পুরিয়া এমনভাবে সিন্ধুকের কপাট বন্ধ করা হইত যে লোকটির হাড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত; গ্রাম, নগর লুণ্ঠন করিয়া, আগুনে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিত। এইরূপে নানাপ্রকারে প্রজাকুলকে ও পরস্পরকে এত নৃশংসভাবে যন্ত্রণা দিত যে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টিফেনের মৃত্যু হয়। তাহার ১৯ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে ইংলণ্ডের অবস্থা এইরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল যে ইংলণ্ডের যে কোন অংশে সমস্ত দিন ধরিয়া পথ চলিলেও কোন নগরে বা শস্যক্ষেত্রে মনুষ্য দৃষ্ট হইত না। ধর্ম্মযাজকগণেরও এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি ছিল না; তাঁহাদেরও ধনরত্ন, জমীজায়গা লুষ্ঠিত হইত—প্রজাকুল অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া মনে করিত যে ভগবান বুঝি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ের সময়েও অরাজকতা হইয়াছিল কিন্তু ইংরেজগণের পূর্ব্বোক্ত সময়কার বর্ব্বরতার তুলনা নাই। ভারতীয় দস্যু এবং ঠগীরাও উল্লিখিত ইংরেজ ব্যারনগণের ন্যায় পৈশাচিক বর্ব্বতার পরিচয় দেয় নাই।

ষ্টিফেনের মৃত্যুর পরে ম্যাটিলডার পুত্র প্রথম হেন্‌রির দৌহিত্র দ্বিতীয় হেন্‌রি ইংলণ্ড ও নরম্যান্‌ডির রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। উইলিয়ম্ (বিজেতা—The conqueror)নিজ বাহুবলে ইংলণ্ড জয় করিয়া প্রায় সমস্ত ইংরেজ জমীদারগণের ধ্বংস সাধন করিয়া নরম্যান্ ও ফরাসী ব্যারনগণকে ইংলণ্ডের জমীদারী বিভাগ করিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী নরম্যান্ ও ফরাসী রাজাগণ উত্তরাধিকারিসূত্রে অসির বলেই ইংলণ্ডের রাজত্ব ভোগ করিয়াছিল। প্রথম উইলিয়ম্ দস্যুবৃত্তিদ্বারাই ইংলণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়ম্ দস্যুর ন্যায়ই তরবারির সাহায্যে ইংলণ্ড লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। প্রথম হেন্‌রি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রবার্টকে বঞ্চিত করিয়া অধর্ম্মলব্ধ রাজ্য শান্তিতে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাবর্গকে বশীভূত করিবার জন্য আইনানুসারে দেশ শাসন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

দ্বিতীয় হেন্‌রি বিশেষ প্রতাপশালী ও বুদ্ধিমান নরপতি ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে দুর্দ্দান্ত ব্যারনগণ ভয়ে কথঞ্চিত শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল—এবং সাধারণ প্রজাবর্গ বহুকাল পরে কয়েক বৎসরের নিমিত্ত শান্তিভোগ করিয়াছিল। নরম্যান্ অধিকার কালে তিনিই প্রথমে আইনকানুন (constitution) অনুসারে শাসনপ্রণালী প্রচলন করেন। তাঁহার নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করাই এই প্রণালী প্রচলন করার প্রধান

উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা এবং উদারতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রজাবর্গের শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধিতে রাজারও শক্তি এবং সুখ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে—এ জ্ঞান তাঁহার ছিল এবং সমস্ত দেশেই বুদ্ধিমান রাজা-মাত্রেই হেনরির ন্যায় সুশৃঙ্খল রাজ্যশাসনের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। হেনরির প্রচলিত আইনকানুন তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত দান—তিনি প্রজাবর্গকে লুণ্ঠন করা অপেক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করাই সমধিক লাভজনক ও সুখপ্রদ মনে করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় রিচার্ড এবং তৎপরে কনিষ্ঠ পুত্র জন্ ইংলণ্ডের রাজা হয়। তাহারা তাহাদের পিতার নীতি অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজাগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। জন্ এত বেশী অত্যাচার করিতে লাগিল যে অধিকাংশ ব্যারণগনই তাহাদের সম্পত্তিরক্ষার জন্য জনের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে জনকে আইনানুসারে দেশ শাসন করিতে বাধ্য করিবে। মাত্র সাত জন ব্যারন জনের পক্ষ অবলম্বন করে, অবশিষ্ট সকল ব্যারনগণ একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তখন ভীত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারনগণের লিখিত সনন্দপত্র (যাহা ইতিহাসে ম্যাগ্‌নাকার্টা—Magna Carta— The great charter—মহান সনন্দপত্র বলিয়া খ্যাত) স্বাক্ষর করিয়া দিতে বাধ্য হয়। এই সনন্দপত্রের মর্ম্ম এই যে জন্ আইনানুসারে ইংলণ্ড শাসন করিবে। ঐ সনন্দের সর্ত্তগুলি পরে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

বসন্তের প্রতিষেধক।

(শ্রীনীলমণি ঘটক।)

বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—"টীকা" লওয়া, ইহাই সাধারণের ধারণা। এই ধারণার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও আপাততঃ এ বিষয়ের অবতারণা করিব না। কলিকাতায় গত দুই তিন বারের বসন্ত মহামারীতে সে বিষয় বেশ প্রমাণ হইয়াছে। সে যাহা হউক, যাঁহাদের মতে "টীকা" লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত তাঁহারা "টীকা" লইতে পারেন, তবে যাহাতে প্রকৃত প্রতিষেধ হইতে পারে, অর্থাৎ বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা হইতে পারে, তাহারই উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে ম্যালেণ্ড্রিনাম্ ও ভেরিওলিনাম্ (Malandrinum and Variolinum) নামক ২টী ঔষধই বিশেষ ব্যবহার্য্য। এই ২টীর মধ্যে আবার ম্যালেণ্ড্রিনাম্ অধিক কার্য্যকারী। ফলতঃ এই ২টীর মধ্যে যে কোনওটী প্রতিষেধক কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কোনও স্থানে বসন্ত রোগের প্রকোপ আরম্ভ হইবামাত্র উপরোক্ত ২টী ঔষধের যে কোনওটী ব্যবহার করিলে আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে; কেহ কেহ বলেন যে মহামারীর সময় ২।১ দিন পরে পরে ভেরিওলিনাম্ ৩০ শক্তি কিম্বা ২০০ শক্তি ১ মাত্রা করিয়া অথবা ম্যালেণ্ড্রিনাম ৩০ কিম্বা ২০০ শক্তি সপ্তাহে এক মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিলেই প্রতিষেধক কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাপেক্ষা আরও উৎকৃষ্টতর প্রণালী লিখিত হইতেছে, এই প্রণালী অবলম্বন করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা হয়, ইহা আমরা বিস্তর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়াছি ও প্রামাণিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণের উপকারার্থে ঐ বিশেষ প্রণালীটী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বসন্ত মহামারীর সময়ে উপরোক্ত ২টী ঔষধের মধ্যে যে কোনওটী যদিও প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তত্রাচ ম্যালেণ্ড্রিনাম্‌ই অধিক ফলপ্রদ বলিয়া আমরা জানি। ফলতঃ যে কোনওটী ব্যবহার করা যায়, একথা ভূয়োদর্শী সুচিৎসক মহোদয়গণ লিখিয়াছেন। যাহাহউক, এই ২টীর মধ্যে কোনওটীর দ্বারা প্রতিষেধক কার্য্য করিতে হইলে নিত্য প্রাতে ১ মাত্রা করিয়া ৭।৮।৯।১০ দিন পর্য্যন্ত খাইতে হয়। যদি ২০০ শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তবে নিত্য নিত্য প্রাতে ১ মাত্রা অথবা যদি ৩০ শক্তির প্রয়োগ করা হয়, তবে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, অর্থাৎ নিত্য [illegible] খাওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে ৪।৫ হইতে ৮।৯ দিনের মধ্যে দেখা যায় যে যাহাকে ঐরূপ ভাবে খাওয়ান হইতেছে তাহার জ্বর বোধ হইতেছে, মাথাভার, বিশেষতঃ কপালের দিকে, সর্ব্বদা বিবমিষা অর্থাৎ বমনেচ্ছা, কোমরে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণসমূহযুক্ত সামান্য জ্বর হইয়াছে; যখন এই সকল লক্ষণযুক্ত জ্বর দেখা যাইবে, তখনই ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে জানিতে হইবে ও ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। ঔষধ দেওয়া বন্ধ হইলেই ২৪।৩৬ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর ও তাহার আনুসঙ্গিক উপরোক্ত লক্ষণসমূহ চলিয়া যাইবে, এবং ঐ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে। এই ব্যক্তির বসন্ত হইবার কোনও ভয় থাকিবে না, ইহা অতি নিশ্চয় কথা। ফলতঃ যতদিন না ঐ প্রকার জ্বর ও লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইবে, ততদিন ঔষধ ব্যবহার চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, কাহারও ৪।৫ দিন, আবার কাহারও বা ১০।১১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ-প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হয়।

একণে মনে করুন, এই ঔষধের ঐরূপভাবে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই বসন্তরোগের আক্রমণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ মাথার সম্মুখের দিকে দারুণ বেদনা, বিবমিষা, অত্যন্ত অঙ্গবেদনা, সর্ব্বাঙ্গ লালাভ, ভয়ানক জ্বর, আচ্ছন্নতা ও পিপাসা ইত্যাদি উপস্থিত হইয়াছে। এ অবস্থায় উপায় কি? এ অবস্থায় ম্যালেণ্ড্রিনাম্ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৪।৫ মাত্রা দিলেই জ্বরটী ত্যাগ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর বসন্ত হইবার ভয় থাকিবে না। এমনকি, ঐ অবস্থার ঔষধ না পড়ায় যদি রোগীর শরীরে গুটীকাও বাহির হয়, সে অবস্থাতেও ঐ ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগী সেই অবস্থাতেই আরোগ্য লাভ করিবে এবং বসন্তের গুটীকাগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে। অবশ্য প্রতিষেধক কার্য্য ব্যতীত বসন্তের লক্ষণবিশেষে চিকিৎসাও অতি চমৎকার, তাহা আবশ্যক হইলে পরে লিখিত হইবে।

"টীকা" লওয়ার পরেও, এমনকি ২।৩ বার "টীকা" হইবার পরেও বসন্ত হইয়াছে ও রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে ও যায়, কাজেই "টীকা"র উপর নির্ভর করা অপেক্ষা উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মাত্রার কথা অনেকে জানেন না। অতএব সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, কোনও ঔষধের ৪।৫টী ছোট ছোট বটীকাতেই ১ মাত্রা হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেদিগকে ২।৩টী বটীকা দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাদের অতি অল্পদিন হইল "টীকা" দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরও উপরোক্ত প্রণালীতে প্রতিষেধ করা চলিতে পারে। যাহাদের "টীকা" আদৌ হয় নাই, তাহাদের ত কথাই নাই। আর এক কথা, "টীকাতে" অনেক সময় রোগীর জ্বর, বিকার, উন্মাদ ইত্যাদি আসিতে পারে, আমাদের প্রতিষেধ ক্রিয়ার সে ভয় আদৌ নাই। নানা কারণে হোমিওপ্যাথীতে প্রতিষেধ কার্য্য অর্থাৎ অভ্যন্তর "টীকা" সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

অবশ্য মনুষ্যের দ্বারা প্রতিষেধ করিবার উপায়মাত্র লিখিত হইল, ফলাফল কিন্তু একমাত্র ভগবদিচ্ছার উপরেই একান্ত নির্ভর করে, একথা লেখাই বাহুল্য।

স্থানীয় সংবাদ।

চরকা কাটায় উৎসাহ দান—শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন আমাদের জানাইয়াছেন যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে যে সকল স্কুলে সূতাকাটা হইতেছে, সেই সব সূতা অন্যত্র বিক্রয় না হইলে তিনি কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। যে সকল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে চরকা চলিতেছে, সেগুলির পরিচালকবর্গকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই এই সংবাদ প্রকাশিত হইল।

সাঁওতাল বালিকার অপূর্ব্ব সাহস—চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত চিলুগো গ্রামের একটি সাঁওতাল বালিকার অপূর্ব্ব সাহসিকতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মিনি তাহার সঙ্গিনী মলয়ার সহিত গ্রামের অনতিদূরে এক বনে কাঠ কুড়াইতে যায়। সেখানে এক নর-ঘাতক ব্যাঘ্র আসিয়া হঠাৎ মলয়াকে আক্রমণ করে। মিনি তখন এক টুকরা পাথর তুলিয়া লইয়া ঐ ব্যাঘ্রের মুখে জোরে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। ফলে শিকার ছাড়িয়া ব্যাঘ্রকে পলায়ন করিতে হয়। মলয়া খুবই গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল, কিন্তু প্রানে বাঁচিয়া গিয়াছে। মিনির মত সাহসী বালিকা এখনও আমাদের গ্রামগুলিতে দুটি, একটি যে নাই তাহা নয়, তবে তাহাদের খবর আমরা রাখি না বা পাই না—ইহাই দুঃখের বিষয়। মানভূমের ডেপুটী কমিশনার উক্ত বালিকাকে এই সাহসিক কাযের জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

ভূমিহার ব্রাহ্মণসভা—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার ভদ্রুডি ষ্টেসনের নিকট টী লুটিটাড় গ্রামে ভূমিহার ব্রাহ্মণ-সভার অভ্যর্থনাসমিতির শেষ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় পাঁচ শত ভূমিহার ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। গত সভার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত ও গৃহীত হইবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে অবলম্বিত হয়:—

১। মানভূম জিলার ভূমিহার ব্রাহ্মণসভার দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী বৎসর শারদীয়া পূজার পর চাষ থানার অন্তর্গত ভুলুর-জোড় গ্রামে হইবে। ২। মানভূমের সকল ভূমিহার ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে দুই, এক আনা করিয়া চাঁদা তুলিয়া—সেই অর্থে চন্দনকিয়ারী থানার অন্তঃপাতী বেলুডি গ্রামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। শ্রীযুক্ত দিবাকর মাহাতো নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ দুই মাসের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। ছাত্রাবাস অন্য চাঁদা হইতে প্রস্তুত করান হইবে। ৩। আগামী নিখিল ভারতীয় ভূমিহার ব্রাহ্মণ-মহাসভার পাটনা অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইল।

এ পর্য্যন্ত কয়েকটি বিবাহে ও শ্রাদ্ধে ভদ্রুডির গত সভায় নির্দ্ধারিত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে।

সহরের অভাব অভিযোগ—গব্‌রা গড়্যা ভরাট করার কায বন্ধ হইবার পরে এ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই। আগামী গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে অবশিষ্ট জল শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইলে, দুর্গন্ধে উক্ত পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকের অধিবাসিগণের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে—এইরূপ অভিযোগ আমাদের কাছে পৌছিয়াছে॥ এ ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রত্যক ওয়ার্ডের কমিশনারগণ নিজ নিজ ওয়ার্ডের কর-দাতাগণের অভাব অভিযোগগুলি সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিলে সাধারণের অসুবিধা অনেক পরিমাণে কমিতে পারে এবং কমিশনারগণেরও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেওয়া হয়—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সহরে বসন্ত—২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আরও ৪১ জন লোক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত ১০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

রাজবন্দীগণের অনশন ত্যাগ—আমরা সংবাদ পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম যে মাণ্ডালে জেলের রাজবন্দীগণ অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হইবার পরে এ খবর আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গালা সরকার রাজবন্দীগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পূজার খরচ দিতে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হওয়াতেই ইহারা আবার খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারের একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য মৌলানা শওকৎ আলি রেঙ্গুনে থাকিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এই জন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

রাজবন্দীর মুক্তি—রাজবন্দী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষের মুক্তির সংবাদে আমরা অতীব আনন্দিত হইলাম।

স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল ত্যাগ—স্থির হইয়াছে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ও কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের স্বরাজ্যদলভুক্ত সদস্যগণ ৮ই মার্চ্চ তারিখে পরিষদ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন। সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্যদলভুক্ত সদস্যগণও এই কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। প্রথমে স্থির হইয়াছিল, জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য হইলে বাজেট প্রত্যাখ্যান করিবার পর কাউন্সিল ত্যাগ করা হইবে, কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্বতন্ত্রদলভুক্ত সদস্যগণের সাহচর্য্যের উপর নির্ভর করা আর যুক্তিযুক্ত নয়

বলিয়াই, এখনই এই নীতি অবলম্বন করিতে হইল। বাজেট্ প্রত্যাখ্যান ব্যাপারে স্বতন্ত্রদলের সহায়তা পাওয়া যাইবে না, সুতরাং বাজেট্ প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। তাই বাজেট প্রত্যাখ্যানের জন্ত অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া আসাই ইহারা সঙ্গত বিবেচনা মনে করিয়াছেন। জাতীয় দাবী সম্বন্ধে সরকার এখন পর্য্যন্ত উচ্চবাচ্য করিলেন না দেখিয়াই কাণপুর কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে এই কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইল। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই ব্যাপারের আলোচনার পর ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির হইবে।

মহারাজা হোলকারের গদিত্যাগ—হোলকার ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিশনারের সমক্ষে বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হওয়া অপমানজনক মনে করিয়া, সরকারকে জানাইয়াছেন—আমি গদি ত্যাগ করিলাম, কমিশনের সমক্ষে উপস্থিত হইতে আমি স্বীকৃত নই। সরকার তাহাতেই রাজী হইয়াছেন। কমিশন আর বসিবে না। মহারাজা হোলকার গদি ত্যাগ করায় তাঁহার পুত্র এখন ইন্দোরের গদিতে আরোহণ করিবেন।

সিমলা কুলিহত্যার মামলা—পদাঘাতে জনৈক কুলির ভবযন্ত্রণা দূর করিবার অভিযোগে গ্রেডেল্ নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ সেসন্ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ উক্ত সাহেবকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কালা আদমীকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত বহু শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে অল্প কয়েকজন মাত্র কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে—গ্রেডেল্ সাহেব তাহাদের মধ্যে একজন। গ্রেডেল্ সাহেব হাইকোর্টে আপীল করিবে; তাহার জামিনের প্রার্থনা হাইকোর্ট না-মঞ্জুর করিয়াছেন।

"আর্থিক উন্নতি"—আগামী বৈশাখ মাস হইতে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার "আর্থিক উন্নতি" নামে একখানা মাসিক পত্র বাহির করিবেন। অধ্যাপক সরকারের ন্যায় বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ সম্পাদকের পরিচালনায় পত্রিকাখানা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আদর্শ জমিদার—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার বিখ্যাত জমিদার জনাব মৌলবী ওয়াজেদ আলী খান পানি ওরফে চাঁদ মিঞা সাহেব গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার বিশাল জমিদারী "ওয়াকফ্ এষ্টেট" করিয়া স্বয়ং তাহার প্রথম মাতোয়ালী হইয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির আয়ের সামান্ত অংশ পরিবারের ভরণ পোষণের জন্ত ব্যয়িত হইয়া, অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিভিন্ন জনহিতকর ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে। এই দানপত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার জমিদারীর সকল প্রজাকে অবাধে বৃক্ষাদি ছেদন, পাকা ইমারত নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননের অধিকার দিয়াছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

বিহার ব্যবস্থাপক সভা—"চৌকিদারদের দ্বারা শান্তিরক্ষার কায আদৌ চলেনা, সুতরাং চৌকিদারী ট্যাক্স একেবারে তুলিয়া দিয়া চৌকিদারদের বরখাস্ত করা হউক এবং তাহাদের স্থলে আরও দফাদার নিযুক্ত করিয়া, ইহাদের ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতেই বহন করা হউক" —এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে কটক ও পুরী জিলার যে যে অংশে বন্যার ফলে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের জমিদার ও রায়তদিগের রাজস্ব ও খাজনা আদায় এ বৎসরের মত মাফ্ করা হউক। সরকারপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

নোটীশ।

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগামী ১৫ই মার্চ্চ সোমবার বেলা ৪ চারি ঘটিকার সময় মিউনিসিপ্যাল আফিসে মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনস্থ পাউণ্ড (খোঁয়াড়) ও ময়লা-পোঁতা কতকগুলি জায়গা প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত করা যাইবে। যে কেহ ডাকিতে ইচ্ছা করেন তিনি উক্ত দিনে উক্ত স্থানে উক্ত সময়ে হাজির হইয়া নিলাম ডাকিতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটী সর্ব্বনিম্ন বা যে কোনও ডাকে যে কোনও ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য নহেন। কোনও বাধা না থাকিলে মিউনিসিপ্যালিটী সর্ব্বোচ্চ ডাকদাতার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। যাঁহার নামে ডাক খতম হইবে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাকের সিকি টাকা ও ৭ সাত দিবস মধ্যে আরও সিকি টাকা মিউনিসিপ্যাল আফিসে জামিনস্বরূপ জমা দিতে হইবে ও মিউনিসিপ্যালিটীর প্রচলিত কবুলতি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে, নতুবা পূর্ব্বপ্রদত্ত সিকি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে ও নূতন বন্দোবস্ত করা হইবে ইতি—

নিম্নলিখিত হারে খোঁয়াড়বদ্ধ পশুর খোরাকী ও জরিমানা আদায় হইবে :—

	জরিমানার হার।	দৈনিক খোরাকী।
প্রত্যেক হস্তী……………	৩৲ টাকা … …	১৷৹ টাকা।
প্রত্যেক উষ্ট্র বা মহিষ……	৸৹ আনা … …	।৴৹ আনা।
প্রত্যেক ঘোড়া, ঘুড়ি, টাট্টু ও খচ্চর………	।৶৹ „ … …	৷৹ „
প্রত্যেক গরু, বলদ, দামড়া	।৶৹ „ … …	৶৹ „
প্রত্যেক বাছুর, গাধা, শূকর	৶৹ „ … …	৵৹ „
প্রত্যেক ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি	৵৹ „ … …	৴৹ „

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
৮ই মার্চ্চ ১৯২৬।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

বাজার দর।

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া ২৩শে ফাল্গুন)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৪৲ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২১৸৹আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭০৷৹ আঃ

দেশী নূতন চাল রাশি ৫।৶৹ ঐ মাঝারি ৫৷৶৹ ঐ সাফি ৫৸৹-৸৶৹ ঐ কলম কাটি ৬৷৹ ঐ পুরাতন ৭৷৷৹ টাকা। ধান ৩৷৹ বিরি কলাই ৫৷৶৹, অরহর ডাল ১নং ৭৷৹ ঐ ২নং ৬৸৶৹ টাকা. মুহরীর ডাল ৭৶৹ খেসারীর ডাল ৪৸৹ বুটের ডাল ৬৷৹ মুগের ডাল ৮৷৷৹ টাকা। বুট (ছোলা) ৫৲ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৫৶৹ আনা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৬৸৹ আনা। ঘি ঘন্টর ১নং (মণ) ৭১৲ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৩৸৹ ঐ ২নং ২২৷৹ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১২৷৹ আনা, দেশী কাণপুরী ১৩৷৷৹ টাকা। সূতার দর—হিজন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷৷৹ নং ৭।৴৹ আনা, ১০৷৷ নং ৭।৴৹ আনা, গোপাল মার্কা ১২৷৷ নং ৭৷৹ আনা, ঐ ১১৷৷ নং ৭৶৹ টাকা। কাঁচা কয়লা—মণ ৶১৹ আনা। গালার দর —চিয়েন ৬২৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৬৫৲, সুপার ফাইন ৭০৲। লাহার দর—ফুকি ৩০৲, বৈশাখি ৩৫৲ কুসমি ৪৪৲।

কর্ম্মখালি।

পল্লীসেবক আবশ্যক—পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক (কৃষি-সমিতি) হইতে সমবায়-প্রণালীতে কৃষি ও পল্লীসেবা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দুইটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বৃত্তি মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে ছয় মাসের জন্য দেওয়া হইবে। যাঁহারা উক্ত বৃত্তির প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক :—

(১) বাঙ্গালা ও ইংরেজী লিখিতে, পড়িতে ও হিসাব রাখিতে হইবে এবং তাহা গ্রামের লোকদের শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) গ্রামের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা তাহা শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। স্বহস্তে লাঙ্গল দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) কৃষক ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত সাংসারিক আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ এবং গ্রামের সমষ্টিগত বা সামাজিক জীবনের আর্থিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপায় নিরূপণ করিবার অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ থাকা আবশ্যক।

(৪) বৃত্তিভোগীদের সব সময় গ্রামে বসবাস করিতে হইবে এবং সেজন্য শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৫) বৃত্তিপ্রার্থীদের চরিত্র বিষয়ে সার্টিফিকেট আবশ্যক। উক্ত কাজে চরিত্রবলই প্রধান সম্বল।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

পুরুলিয়া।
৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬

শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার,
সম্পাদক কৃষি সমিতি।
পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক।

জমি বিক্রয়।

পুরুলিয়া ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোডের উপরে পুরাতন পুলিশক্লাবের পশ্চিমে আন্দাজ ৪ বিঘা পরিমাণ জমি বিক্রয় হইবে। জমিটি বড় রাস্তার উপরে, এবং চারিদিক বেশ খোলা। কেহ ইচ্ছা করিলে সমস্ত জমিই কিনিতে পারেন, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়াও বিক্রয় হইতে পারে। সমস্ত জমি নিলে কিছু সুবিধায় দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই জমির সম্বন্ধে কিছু খবর জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

১৪।২।২৬

শ্রীসুবোধ চন্দ্র ঘোষ
পুরাতন পুলিশ ক্লাব।
ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোড,
পুরুলিয়া।

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

রবীন্দ্র বাবুর দোকান।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট আফিসের সম্মুখে)।

খাঁটি স্বদেশী বস্ত্রালয়।

একদর, ঠিক জিনিষ পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দর এবং উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা
বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

বন্দে মাতরম্।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের

সুবিখ্যাত সন্দেশের দোকান।

বিশুদ্ধ ঘৃতে তৈয়ারী।
আসুন, পরীক্ষা করুন। দর সুলভ, ওজন পাকা,
অর্ডার মত সর্ব্বপ্রকার ঢাকাই খাবার পাইবেন।
লুচি তরকারী— ৷৶০ আনা সের।
বর্দ্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা—৸৶০ আনা।

শঙ্কর।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

শ্রীশ্রীসীতারাম।

এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী
এইচ, এম, বি,

শ্রীশ্রী৺শীতলা মাতার
অক্ষয় কবচ

ধারণ করুন, মাতার কৃপায় এই দুর্দ্দিনে, শান্তি পাইবেন। এই কবচের গুণ আশ্চর্য্য:—ধারণে অতি শীঘ্র যে কোনও উৎকট ব্যাধির উপশম হয় এবং বসন্তের আক্রমণভীতি দূর হয়। যে কোনও জাতি অবাধে ইহা ধারণ করিতে পারেন। শ্রীশ্রী৺শীতলামাতার পূজার জন্য ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা মাত্র গ্রহণে এই কবচ বিতরিত হয়। অদ্যই পত্র লিখুন।

শ্রীকামাক্ষা চরণ আচার্য্য।
পুরুলিয়া, নীলকুঠিডাঙ্গা।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।
সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।
যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে
চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে
অনুসন্ধান করিবেন।

নার্সিং হোম।

মফঃস্বলের রোগীদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। কোনও কঠিন পীড়া হইলে অনেক সময়ে সহরে আনিয়া চিকিৎসা করান দরকার হয়। কেবল বাড়ীভাড়া লইলেই চলে না। শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। এই নার্সিং হোমে রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেই সর্ব্বপ্রকার উত্তম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। এখানে পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা, মেডিকেল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্য এবং সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকের শুশ্রূষা পাওয়া যাইবে। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীর প্রয়োজন মত পৃথক ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে কোন রোগীকে যে কোনও অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে, অধিকন্তু, আশায় বুক বাঁধিয়া, এখানে রাখা চলে।

পুরুলিয়ার "কো-অপারেটীভ এসোসিয়েশনের"
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার
মহাশয়ের নিকট লিখিলে প্রয়োজনীয়
জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

স্বর্ণ ঘটিত
শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চিহ্ন, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারিতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুল ৷৷৵০ আনা, ৬ শিশি ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।
অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।
রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।
হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্নুর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, আসনসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী হাপুর, ঝরিয়া, হায়দ্রাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৷০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা থান), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

এজেণ্ট চাই।

মফঃস্বলে সর্ব্বত্র মুক্তি বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট দরকার উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত
"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩৶০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মগোপনের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই "প্রবর্ত্তক" কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নির্ভুত ও অমিশ্র সত্যের অলন্ত বার্ত্তা বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—।৵০ আনা।
চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. P. 185.

অহীন অমান্যের পূর্ব্বাভাস।

বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার ; ১লা চৈত্র ১৩৩২, ১৫ই মার্চ্চ ১৯২৬ { ১৩শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃমি ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস—ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময়মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মিউনিসিপ্যালিটির নূতন কমিশনারগণের নিয়োগের জন্য আগামী বৎসর নব নির্ব্বাচন হইবে। আগামী এপ্রিল মাস হইতে নির্ব্বাচকগণের (ভোটার গণের) নূতন তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা হইবে। ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৫-(২।এ) ধারার নির্দ্দেশ মত, নির্ব্বাচন-নিয়মাবলীর ৫ম নিয়মানুসারে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয় স্থির করিয়াছেন যে, ইং ১৯২৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল মধ্যে যে কোনও পুরুষ ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ধার্য্য কোনও ট্যাক্স অথবা ফি এর বাবত মিউনিসিপ্যালিটিকে মোট ১॥০ টাকা দিবে, আগামী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন-অধিকার পাইবার জন্য নিজ নাম নির্ব্বাচকগণের তালিকাভুক্ত করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
৫ই মার্চ্চ ১৯২৬।

স্বাঃ- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

শ্রীমতিলাল রায় সম্পাদিত

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—।৵০ আনা।

চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

কার্টসরাই রোড হইতে বাহির হইয়া রাসু ঠাকুরের পুকুর পর্য্যন্ত যে গলিটি গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য উক্ত গলিটিকে সাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ইং ১৯২২ সালের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুসারে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও আপত্তি মিউনিসিপ্যাল আফিসে দাখিল করা হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত গলিটি সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষিত হইল।

পুরুলিয়া,
মিউনিসিপ্যাল আফিস।
৯ই মার্চ্চ, ১৯২৬।

স্বা :- এস্ গাঙ্গুলি।
ভাইস্-চেয়ারম্যান।

গলির বিবরণ :—

দের্ঘ্য—৬৫২ ফুট্।

উত্তর সীমা :—

(১) একটি পাকা প্রাচীর।
(২) কৃষ্ণ সর্দ্দারের বাস্তু।
(৩) পদ্ম বাউরির বাস্তু।
(৪) হাবু বাউরির বাস্তু।

দক্ষিণ সীমা :—

(১) সুনী গোয়ালিনীর বাস্তু।
(২) বুধা সওদাগরের বাড়ী।
(৩) কেদার বাউরির বাড়ী।
(৪) বুধু বাউরির বাড়ী।
(৫) রাধা বাউরির বাড়ী।
(৬) বসন্ত বাউরির প্রাঙ্গণের প্রাচীর এবং বাস্তু।

প্রস্থ :—৪ ফুট্ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত।

"মুক্তি"

"আগে চল্ আগে চল্, ভাই,
পড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কি বা ফল, ভাই ?
আগে চল্ আগে চল্, ভাই!"
—রবীন্দ্রনাথ।

সন ১৩৩২ সাল, ১লা চৈত্র, সোমবার।

আইন-অমান্যের পূর্ব্বাভাস।

স্বরাজ্যদল বর্ত্তমান ব্যবস্থাপরিষদ্গুলিতে তাঁহাদের বাধাপ্রদান নীতি সম্পূর্ণরূপে সফল হইতেছে না দেখিয়া আগামী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া আরও অধিক সংখ্যায় কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া যাহাতে কাউন্সিলের কার্য্য একেবারে অচল করিতে পারেন তজ্জন্য একযোগে আইন সভাগুলি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। দিল্লীর বড় মজলিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জাব, বিহার, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি প্রাদেশিক ছোট মজ্লিসে—সর্ব্বত্র একই নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের মধ্যে এই কাউন্সিল পরিত্যাগ বিষয়ে কোথাও কোন মতভেদ দৃষ্ট হয় নাই। দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে ও স্বরাজ্যদলের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যেরূপ কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে কোনও স্বরাজী সদস্যই দ্বিধা বোধ করেন নাই। এমন কি কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেটের নবপ্রবিষ্ট সদস্যগণও তাঁহাদের সঙ্কল্পিত অনেক প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্যোগ পরিত্যাগ করিয়া এই সাময়িক কাউন্সিল বর্জ্জনে নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুকরণযোগ্য নিদর্শন দেখাইয়াছেন। কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, সুতরাং কাউন্সিলে থাকিয়া সরকারী সদস্যগণের এবং যো-হুজুরী বে-সরকারী সদস্যগণের অসঙ্গত কথাগুলির উপযুক্ত জবাব দিয়া বক্তৃতা করিবার এবং তাহাতে কৃতিত্বের পরিচয় দিবার প্রলোভন নিতান্ত কম নয়। এই দুর্জ্জয় প্রলোভনের মোহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে অচল থাকিয়া স্বরাজ্যদলের সদস্যগণ যে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও একতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা দেশবাসীর শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিবেন, এবং এই শ্রদ্ধার ফলস্বরূপ তাঁহারা আগামী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিবেন ইহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে, আমলাতন্ত্রগঠিত নির্ব্বাচনের নিয়মপদ্ধতির শৃঙ্খলে জড়িত থাকিয়া তাঁহারা যতবার যেরূপ ভাবেই আইনসভাগুলিকে অধিকার করুন না কেন, আমলাতন্ত্রের রসভোগী অনুচরগণ কিছুতেই এই সূত্রে তাঁহাদের প্রভুত্বের ভাব পরিত্যাগ করিয়া একটা সত্যিকার মীমাংসার ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া জনমত অনুযায়ী শাসনপদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইতে রাজী হইবে না। গঠনমূলক কার্য্য দ্বারা, নির্ভীকভাবে জাতীয়তার প্রচার দ্বারা এবং প্রকৃত জাতীয় ভাবের শিক্ষা দ্বারা জনসাধারণকে উদ্বোধিত করিয়া আইন অমান্যের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করিতে না পারিলে অন্য কোন উপায়েই বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। পুনরায় কাউন্সিলে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ্গুলিকে অচল করিতে চেষ্টা করিয়া সংস্কার আইনের ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া উহার প্রকৃত স্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারিলে দেশের লোককে নিজেদের জন্মগত অধিকার লাভের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করিবার সহজে সুযোগ ঘটিবে, কিংবা এখন হইতেই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের জন্য যে কর্ম্মশক্তি ও অর্থব্যয় হইবে তাহা জাতি গঠনে প্রয়োগ করিয়া সমগ্র চেষ্টা দেশের লোককে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করিতে প্রয়োগ করা উচিত, সে বিষয় বিচার বিতর্ক করিয়া কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতীত ভুলভ্রান্তির পুনরুল্লেখ করিয়া নিজেদের দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে গিয়া অপরের অদূরদর্শিতার প্রতি কটাক্ষ করিলে ব্যক্তিগত বা দলগত অহংভাবেরই সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতে মিলনবিরোধী বিদ্বেষভাবেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অন্তর্গত যে দলের যেরূপ কার্য্যপদ্ধতিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাঁহাদের তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সুযোগ দিয়া সমগ্র জাতিকে আইন অমান্যের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। যাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়া কাউন্সিলের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতে চান তাঁহারা আংশিকভাবেই হউক অথবা পূর্ণভাবেই হউক তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রয়োগ করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হউন। পরে যখন তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে এই পথে কিছু হইবার নহে, অথবা এই পথে যতটা সফলতা লাভ করিবার দরকার ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি, তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহাদের অধ্যবসায় এবং একাগ্রতা স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রযুক্ত হইলে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। অতি অল্পসংখ্যক কর্ম্মীই কাউন্সিলে যাইয়া কাজ করিবার অধিকারী হইবেন। বাকী সকলে এখন হইতেই, উঁহারা শেষবার কাউন্সিল্ হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই যদি

দেশকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকেন তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্মী বিগতসন্দেহ হইয়া যখন তাঁহাদের বিপুল শক্তি লইয়া জাতিগঠন কার্য্যে যোগদান করিবেন তখন জাতির মধ্যে ১৯২১ সালের মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। নেতৃবৃন্দই হউন বা সাধারণ কর্ম্মীই হউন, মহাত্মা গান্ধীর উদারতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ব্যক্তিগত অহঙ্কার, দলগত অহঙ্কার, এমন কি মতগত অহঙ্কারও পরিত্যাগ করিয়া যদি জাতীয় যুদ্ধের সৈনিকরূপে নিজেদের পরিণত করিতে না পারেন তাহা হইলে সমস্ত বিচ্ছিন্ন চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। সংস্কারগত দাসত্ব, সাম্প্রদায়িক অন্তর্বিদ্রোহ এবং বাহিরের বিষ প্রয়োগ, এই ত্রিদোষের বিষম প্রকোপ হইতে জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে স্বার্থবিরহিত অবিচ্ছিন্ন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই একমাত্র উপায়। স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপদ্ধতির দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহাদের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও তাঁহাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একযোগে আইনসভা হইতে বাহির হইয়া আসা সম্বন্ধে যে অদ্ভুত একতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচয় পাইয়াছি, সমগ্র জাতি যদি তাহা জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টায় অনুকরণ করে তাহা হইলে বেশীদিন আর অধীনতার দুরপেনয় কলঙ্ক বহন করিতে হইবে না। দিল্লীর এক জনসাধারণের সভায় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সত্য সত্যই বলিয়াছেন—দেশ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে, কংগ্রেসের ভিতর দিয়া দেশবাসীর এখন ঘোষণা করিবার সময় আসিয়াছে যে তাহারা আর অধীন থাকিতে চায় না। আমাদের মনে হয় স্বরাজ্যদলের একযোগে কাউন্সিল্ ত্যাগই স্বাধীনতার যুদ্ধে আইন-অমান্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বাভাস।

মিঃ প্যাটেল্।

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্যদলের সদস্যগণ পরিষদ্ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, "আপদ গেল" ভাবিয়া সরকারী সদস্যগণ যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সভাপতি শ্রীযুক্ত প্যাটেল্ তাঁহাদের সুখের স্বপ্ন যে এমন নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া দিবেন, পূর্ব্বে তাহার আভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই। সভাপতি উঠিয়া বলিলেন, আজিকার মত সভার কার্য্য স্থগিত রহিল। স্বরাজ্যদলের সদস্যগণ সভা ত্যাগ করায় এই পরিষদ্‌কে আর এখন যথার্থ প্রতিনিধি-সভা বলা যাইতে পারে না। এই অবস্থায় পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব্যতীত অন্য এমন কোনও বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করা সরকারপক্ষের উচিত হইবে না, যাহার সম্বন্ধে অতিরিক্তমাত্রায় মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। তবে যদিই বা সরকারপক্ষ এইরূপ কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, আমাকে বাধ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ অনিশ্চিতকালের জন্য সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইবে। এ ক্ষমতা সভাপতিহিসাবে আমার আছে, এবং দেশের মঙ্গলের জন্য, প্রয়োজন হইলে, এ ক্ষমতার প্রয়োগ আমি করিব।

দেশের জন্যই আইনকানুন, আইনকানুনের জন্য দেশ নহে—এ কথাটা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস—শ্রীযুক্ত প্যাটেল্ মানুষের মত আচরণ করিয়া দেখাইবেন, আইনকানুন যদি রাখিতে হয়, দেশের মঙ্গলের জন্যই তাহা রাখিতে হইবে, নচেৎ তাহা রাখিবার কিছু প্রয়োজন নাই।

গলাবাজি।

একটা যুগ ছিল যখন অসির বলেই পৃথিবী বশ হইত; তারপর আসিল লেখনীর যুগ। অনেকের ধারণা—এখনও লেখনীর যুগই চলিতেছে; কিন্তু ভারতসরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ যে এইরূপ মনে করেন না, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিবেচনায়, লেখনীর যুগ পার হইয়া আমরা এখন গলাবাজির যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্যদলের পরিষদ্ ত্যাগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে যখন মাল্‌ভেনী সাহেবের কথা তুলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে জনৈক শ্বেতাঙ্গ সরকারী সদস্য নির্লজ্জের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, মাল্‌ভেনী সাহেব (তাঁহারই স্বদেশের লোক) মিথ্যাবাদী। কাগজে কলমে লেখা সরকারের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে মাল্‌ভেনী সাহেবের সাক্ষ্যটাকে গলাবাজির জোরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় বাহাদুরী আছে, সন্দেহ নাই। দেশে, বিদেশে সর্ব্বত্র গলাবাজির উপর শাসকসম্প্রদায়ের উত্তোরত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আস্থা দেখিয়া মনে হয়, বুঝি বা গলাবাজিই বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম!

রাজা কে?

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধসভার সভাপতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "গবর্ণর পর্য্যন্ত সকল ইংরেজই মিথ্যাবাদী—এ কথা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিব।" এই বক্তৃতা দিবার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সেসন্স্ আদালতে তিনি দণ্ডিত হইয়াছেন। হাইকোর্টে সেসন্স্ জজের রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে—প্রত্যেক ইংরেজই এদেশের রাজা; যে কোনও ইংরেজকে মিথ্যাবাদী বলিলে "রাজদ্রোহের" অপরাধ হইবে। সাধারণ লোকে যাহাই ভাবুক না কেন, অনেকের এতদিন ধারণা ছিল যে আইনকানুনে "রাজা" বলিতে কোনও ইংরেজ বা ইংরেজ জাতিটাকে বুঝায় না, শাসন প্রতিষ্ঠানটাকেই বুঝায়। যাহা হউক, এবার সে ভুলটা ভাঙ্গিল।

ইংলণ্ড-গৌরব স্যার ব্রোড্‌রিক্ হার্টওয়েল বার্ট।

অনেক বিজ্ঞ মহাপুরুষ আমাদের দেশে আছেন, যাঁহারা দেশবাসীর দুই একটা অন্যায়, অবৈধ আচরণের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠিয়া উপদেশের বন্যায় স্বাধীনতালাভের সকল প্রচেষ্টাকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠেন—আমাদের কিছু হইবে না, এমন অধঃপতিত আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে, স্বাধীন দেশগুলির প্রত্যেক লোকই এক একজন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কিন্তু ইংলণ্ডের মত দেশেও যে সকল "ভদ্র" লোকই সাধু নহে, ফাল্গুন মাসের "প্রবাসীর" বিবিধ প্রসঙ্গের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে:—

স্যার ব্রোড্‌রিক্ হার্টওয়েল জাতিতে ইংরেজ ও সামাজিক মর্য্যাদায় ব্যারনেট্। আমেরিকা যখন প্রাণপণে সুরাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিতেছিল (সে সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই), সেই সময় স্যার্ ব্রোড্‌রিক্ আমেরিকায় গোপনে হুইস্কি নামক মদ চালান করিবার জন্য একটি কোম্পানি গঠন করেন। তিনি তাঁর অংশীদারদিগকে প্রতি দুই মাস অন্তর শতকরা কুড়ি টাকা করিয়া লাভ দিতে অঙ্গীকার করেন। অতঃপর কিছুকাল লাভ করিবার পর তাঁহার বিদ্যা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার ব্যবসা ফাঁসিয়া যায়। আমেরিকান্‌রা এই বৃটিশ অভিজাতের কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছে। একটি আমেরিকান্ কাগজে লিখিত হইয়াছে:—

"এই প্রকার ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষরাই, পৃথিবীতে যখন সর্ব্বত্র দাসব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়, তখনও জাহাজে করিয়া নিগ্রো দাস চালান দিত। আশা করি ইংরেজরা, এই মহাপুরুষের ব্যাপার দেখিয়া, অতঃপর যাহাতে তাহাদের স্বজাতির লোকেরা অপর দেশের আইন ভাঙ্গিয়া ছেঁচরামি আর না করে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে।"

এই ব্যক্তির ব্যাপারে মনে হইতেছে, যে, সকল ইংরেজ, এমনকি সকল সম্ভ্রান্ত ইংরেজও, মহানুভব নহে।

শান্তি না উপদ্রব?

এই পৌনে দুশো বছরের শাসনের দ্বারা ইংরাজেরা সত্য বা মিথ্যা ২১১টা সুনাম ও ১০।১২টা দুর্নাম নিয়েছেন। আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রভুদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই বলে তাঁদের সুনামটাকে কলঙ্কিত করব এ ইচ্ছা নেই কিন্তু আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়ে যেটা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য নয় সেটা স্বীকার করাবার চেষ্টা সফল হবে না—এটাও ঠিক। সুশাসনের ব্যাপারগুলোর মধ্যে এমন ২।১টা বিষয় আছে যেটা তাঁদের সত্যিকার প্রাপ্য নয় অথচ তার বড়াই শুধু যে সরকারই করেন তা নয়, আমাদের বিজ্ঞ দেশবাসীরাও তারই বাহবা দিয়ে প্রভুর জয়গান কর্ত্তে থাকেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বাহাদুরীটা এই রকম একটা ফাঁকিবাজি মাত্র। নানাবিধ মিথ্যা ইতিহাস ও অযথা গল্প রচনা করে কতকগুলি দেশবাসীর মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে বর্ত্তমান শাসনের গুণে দেশের লোকের সুখ বাড়ুক না বাড়ুক দেশ নিরুপদ্রপ হয়েছে, দেশময় শান্তি স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে তাঁদের কর্তৃত্ব লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের লোক নিরাপদে ও নির্ভয়ে বাস করতে পারত না।

ইংরেজদের আসবার ঠিক প্রথম সময়টার কথা ধরে একথা প্রমাণ কর্ত্তে গেলে চল্‌বে না, কারণ তখন দেশে রাজা কেউ ছিল না এবং সেইজন্যই উপদ্রবটাও নানা রকম ছিল—এটা ঠিক্। কিন্তু ঐ রকম সময়টা বাদ দিলে অন্য সময়েও লোকে ধনপ্রাণ নিয়ে নিরাপদে বাস কর্ত্তে পারত না, এটা বল্লে গায়ের জোরে বল্‌তে হবে। ইতিহাস তা বলে না।

রাজধানী কলকাতা সহরেই গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা লুট তরাজগুলো হয়েছে তাতে করে কি মনে হয় না—আমরা কোথাও নিরাপদে নেই? প্রকাশ্য দিবালোকে বড় বড় বাড়ী লুট হয়েছে, গাড়ি থেকে নামিয়ে লোককে রাস্তায় ঠেলে ফেলে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, আর সেখানে ২।৪ শত দর্শক দাঁড়িয়ে ভীতিব্যাকুল চক্ষে এদৃশ্য দেখছে—এটাত কল্পিত গল্প কথা নয়। সৈন্য সামন্ত পুলিশ পাহারার ত্রুটি ত ছিল না তবে এমনটি হল কেন? স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, ভয়ে রাস্তা দিয়ে লোক চলত না কেন? ধন প্রাণ খুব নিরাপদ হয়েছে বলে নাকি? একবার নয় ২।৩ বার এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। মুসলমান রাজাদের আমলে দিল্লীতে বা মুর্শিদাবাদে এমন ধারা ব্যাপার কখনও ঘটতে পারত কি? আহম্মদ সা আবদালী, নাদির সা, তৈমুরলঙ্গের লুণ্ঠনের কথা ধরলে চলবে না, কারণ তাঁদের আক্রমণে রাজারা নিজেই ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এখনকার ঘটনাগুলির বিশেষত্ব এই, রাজার গায়ে আঁচরটী লাগে নি, লুট তরাজ হচ্চে প্রজারই। কৈ, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ত কিছু গোলযোগ হয় নি?

এ সব ত ঢাক বাজিয়ে লুট করার কথা বল্লাম—তা ছাড়া পকেট-কাটা গুণ্ডাদের অত্যাচার সহ্য করেন নি কলকাতায় বাস করেন এমন লোক কয়জন আছেন

জানি না। তবে আগেকার রাজাদের আমলে এ সব গুপ্ত উপদ্রব কম হত তা বল্‌তে চাই না। কিন্তু এই সভ্যযুগে কমাটা উচিত ছিল না কি? এগুলোর কথা বাদ দিলেও বড়বাজার, ডালহউসিস্কোয়ারে মোটর ডাকাতি কি খুব নিরুপদ্রব শান্তির পরিচায়ক? মনে করুন দেখি, নবাবদের আমলে ডাকাতদের হাতে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের কুঠি লুট, অথবা দিল্লীর চকবাজারে কোন দোকান থেকে সন্ধ্যার সময় লুটপাট ক'রে দস্যুদের পলায়ন! এটা তখন সম্ভব হতে পারত কি? রাজারা যদি নিজে কর্ত্তেন তাহলে হতে পারত, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ এসে এ রকম অত্যাচার করলে সহর কোতোয়ালের মাথা থাকত না তাই এসব কাণ্ডকারখানা হওয়াটাও অসম্ভব ছিল।

আপনারা বল্‌বেন রাস্তা ঘাট নিরাপদ হয়েছে। এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হলে এখন আর প্রাণ হাতে করে যেতে হয় না। ঠিক্ কথা, কিন্তু এখন যাতায়াতের রাস্তা ত সে রকম নেই, এখন রেলপথ হয়েছে। কিন্তু রেলপথে নিত্য নূতন যে সব বিপদের কথা শুনতে পাই তাতে টাকা কড়ি নিয়ে যাওয়া নিরাপদ একেবারেই নয়, প্রাণ বাঁচলেও হ্যাটকোটধারী সাহেবদের হাত থেকে মান বাঁচান দায়।

জিনিষপত্র ব্যবসার জন্যেই হোক আর ঘরের ব্যবহারের জন্যই হোক, দূরে নিয়ে যেতে হলে আমরা আর ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাই না। মাল গাড়ীতে বুক করে দিয়েই নিশ্চিন্ত—এটা একটা ভারী সুবিধা হয়েছে এখন—কিন্তু মাল অবশ্য যতটা পাঠান হল ততটা পৌঁছিবে না, এটাও ঠিক। গাঁটকে গাঁট চুরী না হলেও অন্ততঃ যতটা কমবে তাতে ব্যবসাদার মাথায় হাত দিয়ে না বসলেও তাঁর মনটা যে প্রফুল্ল হয়ে উঠবে না এতে কোনও সন্দেহ নাই। আবার যদি Fresh fruit অর্থাৎ টাটকা ফল—যেমন আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি—ছেলেকে বা জামাইকে দূর দেশে পাঠাতে চান ত অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ বলতে হবে, অর্দ্ধেকের বেশী কোথায় যাবে তার খোঁজ নেই। এটা বাড়িয়ে বলছি কি না, আপনারা এই আম কাঁঠালের সময় আসছে, দিনকতক দূরের আত্মীয় স্বজনদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে কথার সত্যাসত্যটা পরীক্ষা করবেন। এই চুরীর জন্যে কাউকে দায়ী করবার যো নেই। Risk Note নামধারী এমন সব চমৎকার দলীল আছে যাতে বোঝান হয়েছে এই সব দুর্ঘটনা হলে নিজের বরাতকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কাউকে কিছু বলবার অধিকার নেই।

আগেকার রাজাদের আমলে চুরী, ডাকাতী, খুনের ফর্দ্দ সরকারী আফিসে জমা থাকত কি না জানি না, এখন তার কোনও হিসাব পাবার উপায় নেই। এখনকার হিসাব দেখলে সেটা যে বিশেষ কমছে না তা বেশ বোধ হয়। প্রতি সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশেই কতগুলো চুরী ডাকাতি হয় সরকার তার যে ফর্দ্দ বার করেন তা দেখলেই চক্ষু স্থির!

খুন করে হাতে হাতে যদি কেউ ধরা পড়ল ভালই, নইলে পরে যে খুনের কিনারা হয়েছে তা ত বড় একটা দেখি নি। যদি হাতে নাতে কেউ তখনি ধরে ফেলল ত পুলিশ পাকড়াও করলে—যদি চালাকি করে একটু গা ঢাকা দিলে ত পুলিশ Final Report দিয়েই খালাস।

যদি কোনও পুলিশের লোক এটা পড়েন, তিনি চট্‌বেন নিশ্চয়; কিন্তু তিনি নিজের হিসাব নিজেই নিয়ে দেখুন না কেন কতগুলো কেস তাঁর কাছে রিপোর্ট হয়েছে, কতগুলোই বা তিনি কিনারা করেছেন।

দুর্বৃত্তদের দ্বারা পথে ঘাটে মাঠে রেলে স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচারের মাত্রাটা আজকালকার এই সভ্যযুগেও আমাদের দেশে পুরা মাত্রাতেই চল্‌ছে তারও ত খবরের কাগজ থেকে নিত্য নূতন সংবাদ পাচ্ছি।

এই সমস্ত ঘটনা ধীরভাবে দেখলে এই সিদ্ধান্তই হয় আমরা এখনও শান্তিতে বাস করতে পারছি না—পুলিশ ও সৈন্যের ব্যয় অবশ্য বেড়েই চল্‌ছে—লক্ষ টাকার হিসাবে নয় কোটি টাকার হিসাবে। কিন্তু অত্যাচার উপদ্রব কমছে না কেন? কারণ পুলিশ ইত্যাদি এসব নিবারণ করবার জন্যে রাখা হয়নি, বোধ হয় তাদের কায কংগ্রেসের মিটিং বন্ধ করা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে সব লোকের মনে আছে তাদের হায়রান করা—অন্ধ কারাকক্ষে বিনা দোষে অথবা বিনা বিচারে অবরুদ্ধ দেশের সেরা সেরা লোকগুলিকে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়া, খানাতল্লাসীর অজুহাতে দেশভক্তদের নাস্তানাবুদ করা, সর্ব্বোপরি প্রতিবাদ করবার জন্য একত্রীভূত নিরীহ জনসঙ্ঘের ওপর জালিয়ানাওয়ালাবাগ প্রভৃতি নানা স্থানে গুলিবর্ষণ করে তাদের করে চুপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করে শান্তিরক্ষার বাহাদুরী নেওয়া।

যদি দেশে উপদ্রব নিবারণের প্রকৃত ইচ্ছা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের অথবা প্রভুদের থাকে তাহলে সেই অজুহাতে তাঁরা পুলিশের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়ে তাদের অত্যাচারে দেশবাসীকে জর্জ্জরিত করে, দেশের কল্পনাপ্রবণ যুবকদের নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করে দেশব্যাপী একটা মহাভীতির সঞ্চার দ্বারা সমস্ত দেশটাকে মেরে পিষে অসাড় করে দেবার চেষ্টা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব না করে—দেশের লোককে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে, পুলিশের ক্ষমতা অন্যদিকে নিয়োজিত করে, দেশবাসীর মিলিত দাবী গ্রাহ্য করে

দেশে শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পারেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ—তাই শান্তিরক্ষার নামে শান্তির ব্যবস্থার আড়ম্বরই দেখছি।

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানভুম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

মানভূম জিলাবোর্ডের ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ব্বেকার অবস্থাটা একটু জানা দরকার। কংগ্রেস হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দখল করিবার পূর্ব্বে যাহারা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপে মনোনীত হইতেন তাঁহারা প্রায়ই রাজা, জমিদার অথবা ধনী সম্প্রদায়ের লোক। চেয়ারম্যান্ (ডেঃ কমিশনার) যাহাই করুন না কেন—ন্যায়ই করুন আর অন্যায়েরই প্রশ্রয়ই দিন—সভ্যগণ নির্ব্বিবাদে তাহা সমর্থন করিয়া যাইতেন। সাধারণের অর্থের অপব্যয় হইতেছে অথবা ইহা ঠিক ভাবে সাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্যয়িত হইতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার আবশ্যকতা তাঁহারা বোধ করিতেন না। বোধ করিলেও চেয়ারম্যানের অভিমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহাদের হইত না।

কিন্তু যেদিন কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়া সভ্যরূপে জিলাবোর্ডে প্রবেশ করিলেন সেদিন হইতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। ইঞ্জিনীয়ারের নানারূপ অন্যায় কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ব্যাপারে তাঁহার কার্য্যের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। চেয়ারম্যানগণ কিন্তু অবিচলিত চিত্তে ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যাবলীর সমর্থন করিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বোধ হয় এই বলিয়া নিজেদের প্রবোধ দিলেন যে, সদস্যগণের সমালোচনা শ্বেত-বিদ্বেষ প্রসূত। ইহাতে ফল হইল এই যে, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব জিলাবোর্ডের সদস্যগণের মতামত একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গেলেন যে, জিলাবোর্ডের সদস্যগণই তাঁহার নিয়োক্তা—প্রভু। চিঠিপত্রেও তিনি এই সকল সদস্যগণের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, স্বয়ং চেয়ারম্যান্ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ বিষয়ে সংযত হইতে বলিতে বাধ্য হইলেন।

এতাবৎ কাল ব্যাপার এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। ইঞ্জিনীয়ার অন্যায় করিলে সভ্যগণ তাহার প্রতিকারার্থে যখনই সচেষ্ট হইতেন, সাহেব চেয়ারম্যান্ নানা উপায়ে ইঞ্জিনীয়ারের ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য জিলাবাসীর স্বার্থের কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়া স্বজাতিবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতেন না।

কিছুদিন হইল নাংসাই নদীর উপরে ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে একটি পুল নির্ম্মিত হয়। প্রথমতঃ প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়, কিন্তু পুলটি তৈয়ারী হইতে না হইতেই এরূপভাবে ভাঙ্গিয়া গেল যে তাহার সংস্কারার্থ আরও দশ হাজার টাকা বোর্ডের ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার পুলটি পরিদর্শন করিয়া না কি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জিলাবোর্ডের ইঞ্জিনীয়ারের গাফ্‌লতির জন্যই পুলটি এইরূপভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ধানবাদে জিলাবোর্ডের যে অধিবেশন হয় তাহাতে কংগ্রেস-দলের সভ্যগণ দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বোর্ডের সভ্যগণের সম্বন্ধে অভদ্রোচিত ভাষা ব্যবহার করিবার জন্য ইঞ্জিনীয়ারকে তিরস্কার করাই প্রথম প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল। ইঞ্জিনীয়ারেরই দোষে ন্যাংসাই পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বোর্ডের বিশের ক্ষতি হইয়াছে, সুতরাং এই অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করা হউক — ইহাই ছিল দ্বিতীয় প্রস্তাবটির মর্ম্ম।

প্রথম প্রস্তাবটি জনৈক সাহেব সভ্যের অনুরোধে, ব্যাপারটার আপোষে মীমাংসা হইবে বলিয়া উঠাইয়া লওয়া হয় এবং দ্বিতীয়টি চেয়ারম্যান্ সাহেব বাহাদুর বে-আইনী বলিয়া উত্থাপন করিতে দেন নাই। শুনিলাম, সভাভঙ্গের পরে এইসমস্ত প্রস্তাবের ব্যাপার আপোষে মীমাংসা করিবার জন্য এক কন্‌ফারেন্স হয়। সেখানে চেয়ারম্যান্ সাহেব, ভাইস্‌-চেয়ারম্যান্ জীমূতবাবু, উপরোক্ত সাহেব সভ্য এবং অপর দুই জন সভ্য এই ব্যাপারের আলোচনা করেন। সেই সময়ে চেয়ারম্যান্‌সাহেব বাহাদুরের সহিত জীমূতবাবু ও অপর ২ জন সভ্যের ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা হয়। ফলে তৎপরদিন প্রাতেই চেয়ারম্যান্ সাহেব জীমূতবাবুর সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লন।

কংগ্রেস-দলভুক্ত সভ্যগণ, জিলা বোর্ডের করদাতাগণের হিতকল্পে যে যে কার্য্য করা উচিত, সেই সেই কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য চেয়ারম্যান্‌সাহেব বাহাদুরকে ক্রমাগত অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন এবং তদুপলক্ষে কোথায় রাস্তাঘাট উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, কোথায় রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ হইয়াছে, কোন্ হাসপাতাল উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় নাই, কোন্ নদীর পুল ফাটিয়াছে, কোথায় জলাভাব, কোন্ কারণ বশতঃ হুকুম হওয়া সত্ত্বেও কূপ খনন হয় নাই — এইরূপ সমুদয় ব্যাপারে চেয়ারম্যান্ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতেছেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কার্য্যের সমালোচনা করিতে হয় বলিয়া শুনিতে পাই চেয়ারম্যান্‌সাহেব বাহাদুর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সভ্যগণের, এমনকি ভাইস্‌-চেয়ারম্যানেরও ঐরূপ সমালোচনা করিবার ক্ষমতা নাই।

এমনকি, তাঁহার মতে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করিবার অধিকার বোর্ডেরও নাই। যদি চেয়ারম্যান্ সাহেবের এইরূপ অভিমত সরকারবাহাদুর ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান আইন রদ করিয়া কেন যে কেবল চেয়ারম্যান্ ও ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা জিলাবোর্ডের কার্য্য চালনা করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেছেন না — হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। ৩২ জন সভ্য লইয়া জিলাবোর্ড গঠন করিয়া এক তামাসা করিবার কি কারণ আছে? আমাদের মতে, সকল সভ্যেরই ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কার্য্য সমালোচনা করিবার যথেষ্ট অধিকার আছে, এবং আমাদের বিশ্বাস—সভ্যগণ সেই ক্ষমতা বজায় রাখিয়া, নির্ভীকচিত্তে জিলাবোর্ডের কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তাঁহারাই জিলার প্রজাবর্গের প্রতিনিধি।

তাঁহাদের বিবেচনায় প্রজাবর্গের যাহা হিতকর তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহারা কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। এ দেশ তাঁহাদেরই—সরকারী চেয়ারম্যান্ কিংবা সাহেব ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের নহে। তাঁহাদেরই অর্থে জিলাবোর্ডের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতেছে। জিলাবোর্ডটি কোনও ব্যক্তিবিশেষের খাস সম্পত্তি নহে, তা তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না কেন—একথা আমাদের সব সময়ই মনে রাখিতে হইবে।

বরিশালে চরকা-উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা।

(সারাংশ)

জ্ঞানাঞ্জন বাবু বলেন— চরকাকে বাদ দিয়া স্বরাজ যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না; এই চরকার সাহায্যেই যে স্বরাজ আসিবে, সে সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রোড়পতি, অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিকগণের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে যে শত বৎসর পরেই হউক বা সহস্র বৎসর পরেই হউক, জগতকে চরকা গ্রহণ করিতেই হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন—কলকারখানার সভ্যতার যুগে এ এক অসম্ভব কথা! পৃথিবী কি আবার সেই আদিম যুগের চরকায় ফিরিয়া যাইতে পারে? আমি মনে করি, ফিরিয়া তাহাকে যাইতেই হইবে; কারণ, কলকারখানা ঐশ্বর্য্য আনিয়াছে বটে কিন্তু শান্তি আনিতে পারে নাই। কলকারখানা শ্রমিকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, পাশ্চাত্যের আত্মাকে পিশিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে; মধুর সম্পর্কগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া পারিবারিক জীবনের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। তাই ইউরোপ ও আমেরিকার মনীষিগণ ভাঙ্গা ঘর গড়িয়া তুলিবার জন্য, শান্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য উপায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মহাত্মা গান্ধীর বাণীতে সেই উপায়ের সন্ধান তাঁহাদের মিলিয়াছে: তাঁহারা বুঝিয়াছেন চরকাই এই উপায়।

তাই বলি চরকা গ্রহণ করুন। চরকা ভারতের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবে, জগতকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিবে। আজ হউক, কাল হউক—পৃথিবী চরকা গ্রহণ করিবেই। মহাত্মা গান্ধীর দেশবাসী কলকারখানার সভ্যতার মোহে ভুলিয়া পাশ্চাত্যের বিপদ নিজেদের দেশে ডাকিয়া আনিতে চান কি? মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তির উপায় জগতকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে—এই আশায় যে পাশ্চাত্যের ধনৈশ্বর্য্যভারাক্রান্ত আত্মা ভারতবাসীর মুখের দিকেই চাহিয়া আছে!

—•—

সাহিত্য ও পত্রিকা

সমালোচনা।

"আরতি"—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। কান্তকবি ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ পাবনা রজনীকান্ত পাঠাগার হইতে প্রচারিত। বার্ষিক সাহায্য সডাক ২৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৷৹ আনা। পত্রিকাখানা সুন্দর হইয়াছে। পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রেই তৃপ্তি লাভ করিবেন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

—•—

"সচিত্র বয়ন শিক্ষা" ১ম ভাগ—শ্রীমতী প্রমদা দেবী ও শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন বি-এল প্রণীত। মূল্য ৷৷৵৹ আনা। প্রাপ্তি স্থান—কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার। যাঁহারা বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে চান, এই পুস্তিকা খানা তাঁহাদের খুবই কাজে লাগিবে। যে সকল জাতীয় বিদ্যালয়ে বয়নশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে ছেলেদের সুবিধার জন্য এই পুস্তিকাখানা পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা উচিত।

—•—

"গুরুদ্রোণ"—নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক—প্রণেতা ও প্রকাশক—শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার—পোঃ মধুতটি, মানভূম। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাচীন মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত নাটক খানাতে গ্রন্থকার ভাব ও ভাষা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া চরিত্রবিশ্লেষণে যথেষ্ট নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

—•—

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্য-বিবরণী।

গত মাসে মানভূম জিলার সদর মহকুমার অনেকগুলি গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেইজন্য মানভূম জিলাবোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ কলেরা রোগাক্রান্ত গ্রামগুলিতে কার্য্য করিয়াছেন। প্রাথমিক স্কুলসমূহের গুরুদিগকে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়ার কার্য্য মাত্র দুইটী কেন্দ্রে সম্ভব হইয়াছিল,—ঝাপড়া এবং পাড়া। ছোটডাভা, কোড়াং, ইছাগড়, পাতকুম, বাঁদু এবং চাণ্ডিলে আলোক-চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং গোপালনগর আর মানবাজারে স্বাস্থ্য বিষয়ক চার্ট দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কলেরার জন্য নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে কার্য্য হইয়াছে:—মোহনপুর, নদিয়াড়া, কালিয়াডাগ, ডাককেন্দা, চিরুবঙ্গরা, চাণ্ডিল, পাতিবাদ, সিমড়া, বানুর্ডা, বাবুগাঁ, জোড়-বেড়িয়া, নতুনডি। গত মাসে ৩৪৬ জনকে বসন্তের টীকা দেওয়া হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ।

—•—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—রাঁচির অন্তর্গত হিনু ও ডোরাণ্ডার ভক্তবৃন্দ গত ২৩শে ফাল্গুন রবিবার মহাসমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

বৃষ্টিবাদলা সত্ত্বেও উৎসবের সকল অনুষ্ঠান গুলিই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে গোষ্ঠলীলা গান ও ঠাকুরের পূজা, মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ উপলক্ষে বহু দরিদ্র নারায়ণের সেবা এবং রাত্রিতে প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতা এবং প্রহ্লাদচরিত্র অবলম্বনে পাঁচালী গান উৎসবক্ষেত্রকে সমস্ত সময়ই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল। পুরুলিয়া হইতে আগত স্বামী তপানন্দ তাঁহার ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত এবং সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মহিলাদের জন্যও উৎসবে যোগদান করিবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

নডিহার সংস্কৃত কলেজ ও ইংরাজি স্কুল—এই জিলারই নডিহা গ্রামের শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সাংখ্যস্মৃতিবেদান্ততীর্থ, জ্যোতির্ভূষণ, তর্কচূড়ামণি মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী চুড়ুমি গ্রামে একটি সংস্কৃত কলেজ ও একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপিত করিয়াছেন। বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে একটি টোলে অধ্যাপকের কায করিয়া তিনি মাসিক প্রায় ২০০৲ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। গ্রামবাসীর উন্নতিকল্পে, টোল ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃত কলেজ ও ইংরাজি স্কুল স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে এখন তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। নিজের সাংসারিক অনাটন ত আছেই, তাহার উপর আবার অন্যস্থান হইতে আগত শিক্ষকগণের বেতন যোগানর ভারও তাঁহার উপরেই পড়িয়াছে। এ অবস্থায় জিলার মহানুভব ধনী ব্যক্তিবর্গের সহায়তা না পাইলে তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড—আগামী ২২শে মার্চ্চ পুরুলিয়াতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি—গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের যে সভা হইয়াছিল তাহাতে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সদর হাঁসপাতাল ও সাধারণের সুবিধার জন্য জল সরবরাহ করিবার যে প্ল্যান্ পুরুলিয়া সদর হাঁসপাতালের জয়েন্ট কমিটির সেক্রেটারী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হইলে সহরবাসীর বিশেষ কিছু উপকার হইবে বলিয়া কমিশনারগণ মনে না করায়, এবং মিউনিসিপ্যালিটির অতি অল্প আয় হইতে উক্ত ব্যাপারের জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করাও একবারেই অসম্ভব বলিয়া—জয়েন্ট কমিটিকে অর্থ সাহায্য করিতে মিউনিসিপ্যালিটি অক্ষম।

সহরে বসন্ত—

৮ই মার্চ্চ হইতে ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আরও ৯ জন লোক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বসন্তরোগাক্রান্ত ৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

স্বজাতিকতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা—

মুসলমানদিগের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইউনিয়নে মাস-দেড়েক পূর্ব্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, সাম্প্রদায়িক সুবিধার উদ্দেশ্যে রচিত কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে রচিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হউক। মিঃ মোহম্মদ আলি, জিন্না, স্যার্ আলি ইমাম্, স্যার্ মোহম্মদ সাফী, প্রভৃতি নেতাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, এই প্রস্তাব হইতে হয়ত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৩২।

বিহার বিদ্যাপীঠ—আগামী ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ তারিখে বিহার বিদ্যাপীঠের উপাধিবিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারিয়ার এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান বৎসরের জন্য আশ্রমে অবস্থান করার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তদনুসারেই কার্য্য করিবেন। তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তবে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কোথায় যাইবেন তাহা এখনও স্থির করেন্ নাই।

খদ্দর প্রচার—

"খাদি প্রতিষ্ঠান" ও "অভয়াশ্রম" খদ্দর প্রচারের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ "খাদি-প্রতিষ্ঠান" ও "অভয়াশ্রমের" কর্ম্মিগণ বাঙ্গালার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায়চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে সাধারণের মধ্যে নূতন-উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বরিশালে চরকা-উৎসব উপলক্ষে যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ফলে বরিশালবাসীর মনে চরকার প্রয়োজনীয়তার কথা বদ্ধমূল হইয়াছে। "খাদি-প্রতিষ্ঠান" ও "অভয়াশ্রম" সাধারণের সুবিধার জন্য খদ্দরের মূল্য অনেক পরিমাণে কমাইয়াছে।

স্বরাজ্যদল ও কাউন্সিল বর্জ্জন—

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্বরাজ্যদলের কার্য্যকরী সমিতির পরামর্শ অনুসারে দিল্লীর অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, আইন-সভাগুলির স্বরাজ্যদলভুক্ত সদস্যগণের এখন পরিষদ্‌গুলি পরিত্যাগ করিয়া আসা কর্ত্তব্য, কারণ সেগুলির ভিতরে থাকিয়া আর কিছু প্রয়োজনীয় কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতের সকল ব্যবস্থা-পরিষদের স্বরাজী সদস্যগণ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশমত এখন তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র গঠনমূলক কার্য্যেরত থাকিয়া, আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে আরও অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন সেই চেষ্টা করিবেন। বিহার ব্যবস্থাপক সভা হইতে স্বরাজ্যদলভুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত আরও নয় জন সদস্য বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা বলিয়াছেন, সরকার তাঁহাদের কোন ন্যায্য দাবীই গ্রাহ্য করিতে রাজী নহেন। মধ্য প্রদেশের আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রিগণের বেতন ধার্য্য করিতে অস্বীকার করিবার পর, স্বরাজী সদস্যগণ সভা ত্যাগ করিয়াছেন। এবংসহও নাগপুরের সভায় মন্ত্রী নিযুক্ত হইবে না।

মিঃ প্যাটেল্ —

অতিরিক্ত মতবৈধমূলক কোনও প্রস্তাব সরকারপক্ষ উত্থাপিত করিলে, সভার কার্য্য অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইব, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মিঃ প্যাটেলের এই কথা এখনও কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহার কথা অনুসারে কার্য্য তিনি করিবেন — এই বিশ্বাস আমাদের আছে। স্বরাজী সদস্যগণের অনুপস্থিতির সুবিধা লইয়া সরকারপক্ষ অন্যায় কোনও প্রস্তাব ব্যবস্থাপরিষদের দ্বারা গৃহীত করাইয়া লইতে না পারে, এই জন্যই মিঃ প্যাটেলের উক্ত কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইতে পারে। অতিরিক্ত মতবৈধমূলক কোনও প্রস্তাব এখনও উপস্থিত করা হয় নাই।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি —

গত দিল্লীর অধিবেশনে কংগ্রেস কমিটি এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধ গয়ার মন্দিরের পরিদর্শণের ভার কয়েকজন হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং বিহার সরকারের হিন্দু মন্ত্রী কর্তৃক গঠিত এক কমিটির হাতে ন্যস্ত হউক; এই কমিটি হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন, এবং তীর্থযাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

হিন্দু মহাসভা—

১৩ই মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্জাবের রাজা নরেন্দ্র নাথ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছেন।

গালুডিতে দোলযাত্রা উৎসব—শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ স্বাস্থ্যলাভের জন্য এখন গালুডিতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ও উৎসাহে গত ১৫ই ফাল্গুন গালুডিতে দোলপূর্ণিমা ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সংকীর্ত্তন, ভাগবৎপাঠ এবং কথকতা প্রভৃতির আয়োজন করিয়া সমাগত ভক্ত ও ভদ্রবৃন্দের আনন্দলাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমাগত জনমণ্ডলীকে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া পীযূষবাবু অতি সুন্দর একটি বক্তৃতা করেন। উপস্থিত সকলেই এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান এবং পীযূষবাবুর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

আমেরিকা—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে হত্যার স্রোত দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২১ সালে সেখানে খুন হইয়াছে ৯, ৫০০ জন; ১৯২৩ সালে ১০, ০০০ এবং ১৯২৪ সালে ১১, ০০০। এই সময়ের মধ্যে এক নিউ ইওর্ক নগরেই ২৭৪ জন লোক খুন হইয়াছে।

জাতি সঙ্ঘ —

ইংলণ্ডের ইচ্ছা জার্ম্মানীকে জাতি সঙ্ঘে একটা স্থায়ী আসন দেওয়া; ফ্রান্সের সেটা আদৌ পছন্দমাফিক নয়। এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি ও জাপান — এই চারি জাতি জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী সভ্য। জার্ম্মানী জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্যপদপ্রার্থী হওয়ার পরেই পোল্যাণ্ড এবং ব্রেজিল দরখাস্ত লইয়া হাজির হইয়াছে। স্পেন বলিতেছে — জার্ম্মানী স্থায়ী সভ্য হইলে আমিই বা কি দোষ করিলাম? ফ্রান্স নেপথ্যে থাকিয়া কল টিপিতেছে, আর ইংলণ্ড লোকার্ণোর প্রতিশ্রুতিটা কি করিয়া রাখা যায় ভাবিয়া আকুল হইতেছে। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলিয়াছে ভাল!

দক্ষিণ আফ্রিকা — দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিঃ এণ্ড্রুজ মহাত্মা গান্ধীর নিকট এক খানা পত্র লিখিয়াছেন। এই সপ্তাহের "ইয়ং ইণ্ডিয়াতে" পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পড়িলে বেশ পরিষ্কার করিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের হাতে প্রবাসী ভারতীয়গণের সম্বন্ধে ন্যায় আচরণ আশা করা একেবারেই অসম্ভব। মাঝে মনে হইয়াছিল বটে, সরকার হয়ত কিছু দিনের জন্য এশিয়া-বিদ্বেষ বিলের আলোচনাটা স্থগিত রাখিবেন। কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষ আইন গৃহীত হইবার পরে সে আশাও আর করা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকাল ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না, থাকিলেও সহানুভূতিবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা এতই কম ও তাঁহাদের প্রভাব এতই অল্প যে, তাঁহাদের পক্ষে ভারতীয়গণের কোনও প্রকার উপকার করা অসম্ভব। এশিয়া-বিদ্বেষ বিল আইনে পরিণত করিয়া যে প্রবাসী ভারতীয়গণকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা পুরাদস্তুরই চলিবে — সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সিরিয়া এবং রীফ্—সিরিয়ার ফরাসী শাসনকর্ত্তা ড্রুসদের জানাইয়াছেন, আত্মসমর্পণ কর, নচেৎ নিস্তার নাই। ড্রুস্ জবাব দিয়াছে—পূর্ণ স্বাধীনতা আমি চাই, প্রাণ থাকিতে আত্মসমর্পণ করিব না। রীফে আবার রনভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হয় না। মুষ্টিমেয় রীফ ও ড্রুস্ ফ্রান্স ও স্পেনের অগণিত সেনাদলের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের পরিচয় দিতেছে, পরপদানত জাতিগুলির নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা একটিও চাঞ্চল্যের তরঙ্গ তুলিবে কি?

চীন—চীনের অবস্থাটা একটু বিশেষ রকমের গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনস্থ বৈদেশিক জাতিগুলির প্রতিনিধিগণ একযোগে চীন সরকারের পররাষ্ট্রসচিবকে জানাইয়াছেন—সাবধান হও, নচেৎ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

এজেণ্ট চাই।

মফঃস্বলে সর্ব্বত্র মুক্তি বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট দরকার। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

শ্রীশ্রীসীতারাম।

এখানে গরীবদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এখানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ পাওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীসদানন্দ চৌধুরী
এইচ, এম, বি,

To LET.
Apply
MANAGER,
MUKTI.

মুক্তি বিজ্ঞাপনী।

শুভ ১লা চৈত্র।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

To LET.
Apply
MANAGER,
MUKTI.

সন্দেশাদি।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

বন্দে মাতরম্।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে শ্রীরামকিঙ্কর নাগের সুবিখ্যাত সন্দেশের দোকান।

বিশুদ্ধ ঘৃতে তৈয়ারী।

আসুন, পরীক্ষা করুন। দর সুলভ, ওজন পাকা, অর্ডার মত সর্ব্বপ্রকার ঢাকাই খাবার পাইবেন।

লুচি তরকারী— ॥৵০ আনা সের।

বৰ্দ্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা ও সিতাভোগ—৸০ আনা।

বস্ত্রাদি।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটা অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজ, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মহালক্ষ্মী-ভাণ্ডার।

রবীন্দ্র বাবুর দোকান।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট আফিসের সম্মুখে)।

খাটি স্বদেশী বস্ত্রালয়।

একদর, ঠিক জিনিষ পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দর এবং উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

ঔষধাদি।

স্বর্ণ ঘটিত

শক্তি সঞ্জীবনী সালসা।

উপদংশ, (গর্ম্মি) পারাবিষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শরীরে চক্রাকৃতি চক্ক, কাল দাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টিজনিত পীড়া, বাত, (আমবাত ও গেঁটেবাত), রসবাত, দূষিত মেহ, পৈত্রিক রক্তদোষ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি ব্যাধিগুলি আশু বিদূরিত করিয়া দেহে নূতন রক্তকণিকার সৃষ্টি করে এবং রূপলাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি করে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

ইহার উপকারিতার নিদর্শন স্বরূপ আপনার বন্ধুগণকে ইহার গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন। ইহার জন্য অন্য কোন প্রশংসাপত্রের আবশ্যক করে না। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা ৩ শিশি ২৸০ আনা, মাশুল ॥৵০ আনা, দাম ৫৲ টাকা ডজন ৯৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অনাথবন্ধু ঔষধালয়—১নং হেয়ারষ্ট্রীট, ঢাকা।

পুস্তক আদি।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার।

সাধারণ পৃষ্ঠা … … …	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা—২ কলম … … …	১০৲ টাকা
" অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা—১ কলম … …	৬৲
" সিকি পৃষ্ঠা—½ কলম … …	৩।০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

এস, সি এণ্ড কোং
মোটর সার্ভিস।

(পুরুলিয়া হইতে চাস, ভায়া চন্দনকিয়ারী)

আমরা একটী নূতন সার্ভিস জনসাধারনের সুবিধার জন্য খুলিতেছি।

প্রোপ্রাইটার
শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেশ কুমার সরকার

EXCHANGE OF SERVICES (Postal.)

Postal employees if willing to exchange services to Rangoon G. P. O. please enquire of Mr. D. R. Bhowmick the Agent of Messrs Medland Bose & Co. Purulia for particulars.

জমি বিক্রয়।

পুরুলিয়া ইণ্ডিগো ফ্যাক্টারী রোডের উপরে পুরাতন পুলিশক্লাবের পশ্চিমে আন্দাজ ৪ বিঘা পরিমাণ জমি বিক্রয় হইবে। জমিটি রাস্তার উপরে, এবং চারিদিক বেশ খোলা। কেহ ইচ্ছা করিলে সমস্ত জমিই কিনিতে পারেন, অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়াও বিক্রয় হইতে পারে। সমস্ত জমি নিলে কিছু সুবিধায় দেওয়া যাইবে। যাহারা এই জমির সম্বন্ধে কিছু খবর জানিতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

১৪।২।২৬ } শ্রীসুবোধ চন্দ্র ঘোষ
পুরাতন পুলিশ ক্লাব,
ইণ্ডিগো ফ্যাক্টারী রোড,
পুরুলিয়া।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে-১২৫৲, রাজহুইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷০, ঐ এরোস্পেশাল-১১০৲, বারটন হাম্বার এডভ্যান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট লাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সঙ্গে পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স্
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ব্লুব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার, ১টী নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২ টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১ টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউনটেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশেলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাজার দর।
(পাইকারী)
(পুরুলিয়া ১ লা চৈত্র)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৸৵০ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২১৸০ আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭০৲ টাঃ

দেশী নূতন চাল রাশি ৫৷৵০ ঐ মাঝারি ৫৷৷৵০ ঐ সাফি ৫৸০-৸৵০ ঐ কলম কাটি ৬।০ ঐ পুরাতন ৭৷৷০ টাকা। ধান ৩।০ সিদ্ধ কলাই ৫৷৵০, অড়হর ডাল ১নং ৭।০ ঐ ২নং ৬।০ টাকা। মুহরীর ডাল ৭৲ খেসারীর ডাল ৪৸০ বুটের ডাল ৬।০ মুগের ডাল ৮৷৷০ টাকা। বুট (ছোলা) ৪৸৵০ টাকা। আটা হলমি (বস্তা) ১৪৸৵০ আনা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৩৸০ আনা। ঘি ঘণ্টের ১নং (মণ) ৭০।০ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৩৸০ ঐ ২নং ২২।০ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১২৵০ আনা, দেশী কাণপুরী ১৩৷৷০ টাকা। সূতার দর—হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷৷০ নং ৭৶০ আনা, ১০৷৷ নং ৭৶০ আনা, গোপাল মার্কা ১২৷৷ নং ৭৵০ আনা, ঐ ১১৷৷ নং ৭/০ টাকা। কাঁচা কয়লা—মণ ৶১০ আনা। গালার দর—টিয়েন ৬৪৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৬৮৲, সুপার ফাইন ৭২৲। লাহার দর—কুকি ৩২৲, বৈশাখি ৪৯৲ কুসমি ৪৯৲।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স—৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড্ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সি, ডি, কর্ম্মকার।
(স্থাপিত ১৮৬১ সাল)

দি বেঙ্গল টাইপফাউণ্ড্রি
(স্থাপিত ১৯০৮ সাল)

৪০ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

একমাত্র সত্বাধিকারী—এন্, এন্ সান্যাল।

আমরা গত ৬০ বৎসর যাবৎ উত্তম ছেনী প্রস্তুত করিয়া উত্তম মেটালে প্রস্তুত টাইপ বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। বাজারের টাইপ অপেক্ষা আমাদের টাইপ অধিকদিন স্থায়ী।

আজকাল বহুসংখ্যক টাইপ ফাউণ্ড্রি হওয়াতে মফঃস্বলের মুদ্রাযন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়।

আমাদের ষ্টকে প্রচুর পরিমাণে অক্ষর, কোয়ার্ডস্, স্পেস্, লেড্, কোটেশন প্রভৃতি মজুত থাকে। সর্ট টাইপের জন্য আপনাদিগকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী
(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, কস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for Dindayal Pharmacy.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস :—বোম্বাই।

শাখা :—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্বুর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসনসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৷০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চল্‌তি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা বার), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর। এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র

	সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক ,,	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক ,,	৩৲	৪৲
মাসিক ,,	১০	১৷৷০

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭।১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. P. 185.

কিসের ভয় ?

বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ; ৮ই চৈত্র ১৩৩২, ২২শে মার্চ্চ ১৯২৬ | ১৪শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।/০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর .(৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) মিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময়মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ব্লু ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫ টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১ টী, বোতাম ২ টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১ টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউনটেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশোলী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়

একশত টাকার উপকার

স্বদেশী—

আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুদ্ধ। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা।

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১০ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।

৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বন্দে মাতরম্।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের

সুবিখ্যাত সন্দেশের দোকান।

বিশুদ্ধ ঘৃতে তৈয়ারী।

আসুন, পরীক্ষা করুন। দর সুলভ, ওজন পাকা,

অর্ডার মত সর্ব্বপ্রকার ঢাকাই খাবার পাইবেন।

লুচি তরকারী— ॥৵০ আনা সের।

বর্দ্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা ও সিতাভোগ—৸০ আনা।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।

যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু ষ্টেজে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ ও অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

লক্ষ্মীকান্ত নাগের

সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

"মুক্তি"

"আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না!"

—রবীন্দ্রনাথ।

সন ১৩৩২ সাল, ৮ই চৈত্র, সোমবার।

কিসের ভয়?

ভয়ে ভয়েই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। যখন দেশে ঐশ্বর্য্য ছিল, ধন-ধান্যে দেশ পূর্ণ ছিল, যাগযজ্ঞ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল, সমাজ ছিল, সুশাসন ছিল, সুখশান্তি সম্ভোগের আশায় মনপ্রাণ ভরপূর ছিল, তখন না হয় ভয়ের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই নিরন্ন দেশে, এই ধনরত্নহীন দেশে, এই কঙ্কালসার দেশে তোমার আছে কি যে তাহা হারাবার ভয়ে সর্ব্বদা জড় সড় হয়ে পলে পলে মৃত্যুর অসাড়তাকে বরণ করে নিচ্ছ? পুরাকালে যখন তোমার যাগযজ্ঞে বিশ্বাস ছিল, পূজা অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ছিল তখন না হয় একটা আশঙ্কার কারণ ছিল—কখন কোন যজ্ঞদ্বেষী নিশাচর এসে অনুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মায়, হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে বাধা দেয় বা যজ্ঞস্থল অপবিত্র ক'রে সব আয়োজন পণ্ড করে দেয়। মধ্য যুগে যখন বহু শতাব্দী ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ কর্চ্ছিল, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ গ্রাম ও নগরগুলি সব ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিকট স্বর্গরাজ্য ব'লে পরিকীর্ত্তিত হচ্ছিল তখন বরং তোমার রাজ্যলিপ্সু গ্রীক নরপতির আক্রমণে অথবা প্রবল পরাক্রান্ত শকহূণদের অতর্কিত অভিযানে সর্ব্বদা ভীত ও আশঙ্কিত থাক্‌বার সম্ভাবনা ছিল। মুসলমানদের সময়েও অগণিত স্বর্ণ মুদ্রার আকর্ষণ ছিল, শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে বাস ক'রে সুখ ভোগ করবার আশা ছিল, সমাজবদ্ধ জীবনে থেকে কুটুম্ব পরিজনের প্রতি মায়া ছিল, তখন যে নবাব বাদ্‌সার খামখেয়ালীতে শঙ্কিত হয়েছ, নাদির সাহের আক্রমণকে ভয় করেছ, ঠগী বা বরগীর হাঙ্গামায় আতঙ্কিত হয়েছ তার একটা অর্থ বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু এখন আর তুমি কিসের জন্য কোন্ সুখের আশায় নিরন্তর ভয়ে ভয়ে থেকে অপমান লাঞ্ছনার কষাঘাত সহ্য কর্চ্ছ, সুস্পষ্ট ভাবে দুটো সত্য কথা ব'লে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার সাহস সঞ্চয় করতে পার্চ্ছনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটু প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছ, স্বেচ্ছাচারের প্রতিকারজন্য জোঁট বেঁধে কাজ করতে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসছ? তোমার আছে কি যে তা বাঁচাবার জন্য মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে মিথ্যা ভয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করতে উৎকণ্ঠিত হয়েছ? ধন রত্ন? তা ত বহুদিন হল লুণ্ঠিত হয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। সুপ্রসিদ্ধ ময়ুরসিংহাসন? তোমার পূর্ব্ব পুরুষরা ত শত চেষ্টা করেও প্রবল দস্যু-হস্ত হতে তা রক্ষা করতে পারে নি। মণিশ্রেষ্ঠ কোহিনুর? তা ত ঢের দিন হ'ল সাগর পার হয়ে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের শোভা বর্দ্ধন কর্চ্ছে। মুসলান বাদ্‌সাদের আমলের অগণিত স্বর্ণ মুদ্রার কথা মনে হচ্ছে? তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ সব ছাপ দেওয়া কাগজে পরিণত হ'য়ে তোমার ভার বইবার ক্লেশ লাঘব করে দিয়েছে। বিরাট রাজার আমলের বহু পূর্ব্ব হতে যে গোধনের বড়াই করতে তার কথা ভাব্‌ছ? গোরাচাঁদের দেহ পুষ্টির নিমিত্ত এবং বিদেশে শুষ্ক মাংস চালান দেওয়ার জন্য যে তোমারই দেশের কসাইখানা-গুলিতে প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটি গরুর গলদেশে নৃশংসভাবে ছুরি চালান হয়, সে খবর তুমি রাখ না কি? তোমার সুকুমার শিশুগুলিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার একমাত্র উপায় গোদুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে শতকরা সাতাইশটি শিশু যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, সে কথা এখনও শোন নাই কি? মরা গরু মহিষের হাড়গুলি জমিতে প'ড়ে থেকে যে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করবে তার উপায় নেই, ওগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে জাহাজ বোঝাই ক'রে বিদেশে চালান ক'রে দেওয়া হচ্ছে। তোমার শস্যসম্পদ রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে নিত্যভীতিকে আশ্রয় করেছ কি তুমি? বেশ কথা! কিন্তু তোমার ক্ষেতগুলিতে দিবা রাত্রি পরিশ্রমের ফলে যে ধান গম যব তিল সরিষা কার্পাস উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলি তুমি প্রয়োজনমত সঞ্চিত ক'রে রাখ্‌তে পার কি? কোন্ দিক্ দিয়ে যে তোমার ঐ দেহরক্ষার সামগ্রীগুলি উধাও হ'য়ে দেশান্তরে চলে যাচ্ছে, তা এক বৎসর অনাবৃষ্টি হ'লে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েও তুমি এই শোষণপদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছ না। কিসের ভয়ে সর্ব্বদা ভীতিবিহ্বলচিত্তে এই ধিক্কৃত জীবন যাপন কর্চ্ছ? তোমার ঐশ্বর্য্য গিয়েছে, শস্যসম্ভার গিয়েছে, শিশুগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র উপায় দুধটুকু পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। কি আর তোমার আছে? তুমি যে সংসারী হ'য়েও ফকির হয়েছ। ফকিরের আবার ভয় কি আছে? ধর্ম্মরক্ষার কথা ভাব্‌ছ? তা নাস্তিক্যশিক্ষার প্রভাবে মিথ্যাচার প্রবেশ ক'রে ত তোমার ধর্ম্মজীবনকে অলসতা কপটতা ও প্রবঞ্চনার লীলা-ভূমি ক'রে তুলেছে। তরুণদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি কি হবে তাই ভেবে আকুল হ'য়ে উঠেছ? তা লাট বেলাট ত কাউকে হতে দিচ্ছে না, আর দিলেও ত তার মাথা ঠিক থাক্‌ছে না, যে অত উতলা হ'য়ে ওদের নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার শক্তিটা কেড়ে নিয়ে শুধু কাপুরুষতা ও ভীরুতার

প্রশ্রয় দিচ্ছ। সমাজ ? তা কাকে নিয়ে সমাজ গড়বে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থোপাসনার বিকৃত ভাবটুকু গ্রহণ ক'রে সকলেই যে আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে প'ড়ে আছে, সংহতিশক্তির মর্ম্মোপলব্ধি করবার তাদের ক্ষমতা কোথায় ?

সব দিক্ দিয়েই দেখ্‌ছি বর্ত্তমান সময়ে তোমার এমন কিছুই নাই, যার জন্য তুমি শঙ্কিত হ'য়ে জাতীয় জীবনকে আরও জড়তার দিকে নিয়ে যেতে পার। ভেবেছিলাম অভাবের জ্ঞানই তোমাকে নির্ভীক্ ক'রে তুল্‌বে, কিন্তু লোক যেমন সংস্কারগত মিথ্যা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে তদ্রূপ তুমিও দেখ্‌ছি কতকগুলি মিথ্যা ভয়দেখান সাজসরঞ্জামকে সত্যিকার ভয়ের কারণ মনে ক'রে জড়বৎ হ'য়ে আছ। ভগবান্ তোমাকে স্বাধীনভাবে মনোভাব প্রকাশ ক'র্‌তে যে ক্ষমতা দিয়েছেন নির্ভীক্‌ভাবে তার সদ্‌ব্যবহার ক'রে তুমি যে ধন্য হবে অতটুকু সাহস অবলম্বন কর্‌তেও তোমার শঙ্কা হচ্ছে। এই ভয়টাই যে তোমার একটা বিরাট ভ্রম তা যতদিন না বুঝ্‌তে পার্চ্ছ ততদিন মুক্তির জন্য যতদিক্ দিয়ে যতই চেষ্টা কর না কেন সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। নির্ভীকতার সাধনাই বাঁচবার এখন একমাত্র উপায়। নির্ভীকতার সঞ্জীবনীমন্ত্রেই তোমার মৃতপ্রায় জাতীয় দেহে প্রাণসঞ্চার ক'রে দেবে, তোমার সমস্ত সুপ্ত শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুল্‌বে, স্বাধীনতার সংগ্রামে তোমাকে জয়যুক্ত কর্‌বে। নির্ভীকতার দৃষ্টি খুলে গেলে তোমাকে ভয় দেখিয়ে শিষ্ট শান্ত ক'রে রাখবার জন্য যে সকল ফিকির ফন্দীর আয়োজন ক'রে রেখেছে সেগুলিকে স্পষ্টই মনে হবে এ সব শুধু ভেল্‌কীর খেলা বই আর কিছুই নয়। আত্মদৃষ্টি খুলে গেলে সাধক যেমন সাংসারিক মায়ার বন্ধনগুলিকে আনন্দস্বরূপেরই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ-রূপে উপলব্ধি করে, নির্ভীকতার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'লে জাতীয় মুক্তির উপাসক তুমিও তেম্‌নি বুঝ্‌তেপার্‌বে বন্ধন ও মৃত্যুর বিভীষিকারূপে যাহা নানা কৌশলে রচিত হয়েছে তাহা মুক্তি ও অমৃতত্ব লাভেরই উপায় ভিন্ন আর কিছুই নয়। জেলখানার উচ্চ প্রাচীরগুলি তখন তোমার চক্ষে জাতীয় ভাব বহন ক'রে আন্‌বার বৈদ্যুতিক তাররূপেই দেখ্‌তে পাবে, ফাঁসির রজ্জুটাকেও আর মৃত্যুর নিগড়রূপে না দেখে অমৃতত্বেরই অগ্রদূতরূপে উপলব্ধি কর্‌বে। যে যুগে যে দেশে যে অবস্থায় যখনই যাহার চিত্তমধ্যে নির্ভীকতার ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই সে সমস্ত দৈন্য, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অবসাদ হ'তে মুক্তি লাভ ক'রে নিজে নিজে শুধু যে কৃতকৃতার্থ হয়েছে তা নয়, একটা নবভাবের প্রেরণা দিয়ে জগতের শত সহস্র লোকের উদ্ধারের পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছে। নির্ভীকতার বলেই প্রহ্লাদ মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়ে ত্রিলোকজয়ী দৈত্যের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যের মহিমা প্রচার কর্‌তে সক্ষম হ'য়েছিল, নির্ভীকতার বলেই সক্রেটিস্ সত্য প্রচার কর্‌তে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ ক'রেও প্রকৃত অমরত্ব লাভ ক'রে গ্রীক্‌জাতির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছেন। একমাত্র নির্ভীকতা সাধন ক'রেই শিবাজী ঔরঙ্গজেবের সভায় সেই গর্ব্বোদ্ধত সম্রাট্‌কেও সত্যের মহিমার নিকট মস্তক অবনত কর্‌তে বাধ্য করে-ছিলেন। আর বর্ত্তমান যুগেও বাঙ্গলার কতিপয় যুবকের নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে বরণ কর্‌বার শক্তি উপলব্ধি ক'রে, আর মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকভাবে সত্য প্রচার কর্‌বার দৃঢ়তা লক্ষ্য করে অসত্যের উপর যাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। তাই বল্‌ছি, এই মৃত্যুমুখী গতি হ'তে যদি উদ্ধার পেতে চাও, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাবে তুমি নির্ভীক হ'তে চেষ্টা কর। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "নির্ভীকতাই স্বরাজ"। মহাপুরুষের ভাব হৃদয়ঙ্গম ক'রে জাতীয় জীবন গঠন কর—অচিরেই দেখ্‌তে পাবে তোমার সমস্ত বন্ধন খুলে গেছে, তুমি পূর্ব্বে যেরূপ মুক্ত ছিলে, ঠিক সেরূপভাবে মুক্ত হ'য়েই আছ।

মানুষ বড় না লোকাচার বড়—

দিল্লীতে হিন্দুমহাসভার গত অধিবেশনে, "অস্পৃশ্য" হিন্দুদের দুর্গতির ভার কিছুপরিমাণে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া সনাতনীদল আচারনিষ্ঠার নামে যেরূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উদারতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দুর যোগ্য নয়। "অস্পৃশ্য" হিন্দুগণ যেন আর বিদ্যালয়ে প্রবেশ, পথঘাট ও কূপ ব্যবহার এবং মন্দিরে দেব দেবীর মূর্ত্তিদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে কোনওরূপ অন্যায় বাধা না পায়, সে বিষয়ে প্রত্যেক হিন্দুরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য — এই ছিল প্রস্তাবটির মর্ম্ম। ইহাতে সনাতনীগণ "ধর্ম্ম গেল", "শাস্ত্র গেল"—রবে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া একটা হুলুস্থূল বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। পণ্ডিত মালব্যজী অতিকষ্টে ইঁহাদের ঠাণ্ডা করেন। * * * * * * এই দেশেরই কবি একদিন গাহিয়াছিলেন —

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই —"

—:—

বাঙ্গালার নূতন মুসলমান নেতা —

মানুষ যখনই, ঘরের দিকে আর না তাকাইয়া বাহিরের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিল, তখনই বুঝিতে হইবে — সে নেতার আসন পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। নেতাগিরির ইহাই নাকি একটা প্রধান লক্ষণ। আমাদের স্যার্ আব্‌দারও নেতা হইয়াছেন,

তাই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদের বলিয়াছেন — তোমরা সব বাঙ্গালা ভুলিয়া উর্দ্দু শিক্ষা কর, উর্দ্দুতেই কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ কর। শুধু তাই নয়, তিনি বাঙ্গালী মুসলমানসমাজের প্রতিনিধিহিসাবে সরকারকে জানাইয়াছেন যে, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে মুসলমানগণের শিক্ষার জন্য অন্যত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলিলে যে তুরস্ক, মিশর, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ বাঙ্গালী মুসলমানকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে করিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে ? স্যার আব্‌দার ব্যতীত অন্য বাঙ্গালী মুসলমানগণ কিন্তু এরূপ কিছু মনে করেন না। সেদিন বাঙ্গালা ও আসামের বিখ্যাত উলেমাগণের এক সাধারণ সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী এবং আসামী মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা সুতরাং বাঙ্গালাই তাঁহাদের প্রচলিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে। এ অবস্থায় আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না — স্যার্ আব্‌দারের নেতৃত্বের এবং প্রতিনিধিত্বের দাবীর মূল্য কতটুকু ? —এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধেই বলা হইয়া থাকে—"গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল !"

—:—

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ওকালতি ত্যাগের কারণ—

জনৈক ইংরেজ এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন — অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদের সাহেবদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার না পাওয়াতে মনের দুঃখেই পণ্ডিতজী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই লেখা পণ্ডিতজীর চোখে পড়ায় "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্" পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছেন — "সাহেবেদের কোনও ক্লাবের সদস্যপদপ্রার্থী আমি কোন দিন হই নাই। তবে সদস্য হইবার জন্য একবার আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমি স্বীকৃত হই নাই। এই ঘটনার পরেও অন্ততঃ ২০ বৎসর কাল বেশ ভাল ভাবেই আমার ওকালতি ব্যবসায়টা চলিয়াছিল।"

কবে শুনিতে হইবে — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বোম্বাইয়ের পুলিশকোর্টের হাকিমের পদপ্রার্থী হইয়া ব্যর্থমনোরথ হন, এবং সেই ক্ষোভেই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন !

—:—

মানভূম জিলাবোর্ড —

আজ জিলা বোর্ডের অধিবেশন। আমাদের বিশ্বাস — সমাগত কংগ্রেস-দলভুক্ত সদস্যগণ নির্ভীক-ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দেখাইবেন যে, জিলাবাসিগণ তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপরে পূর্ণমাত্রায়ই আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হইলে, নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া, জিলার সার্ব্বজনীন স্বার্থ ও সম্মান বজায় রাখিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার তাঁহাদের ক্ষমতা আছে—তাহারও পরিচয় তাঁহাদের নিকটে পাইবার আশায় সমুৎসুক চিত্তে আমরা অপেক্ষা করিতেছি।

—:—

স্বাধীনতার ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

নরম্যান্‌গণ বাহুবলেই ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। ইংলণ্ড জনের পূর্ব্বপুরুষগণের অসিবলেই অধিকৃত হইয়াছিল—তাই বলিয়া ইংরেজগণ নীরবে জনের অত্যাচার সহ্য করে নাই। স্বদেশী হউক বিদেশী হউক কোন রাজারই তাহার অধীন দেশের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিবার অধিকার নাই—আইনকানুন মানিয়া চলিতে রাজা বাধ্য। আইনকানুনও খেয়াল অনুসারে প্রস্তুত করিবার অধিকার রাজার নাই। দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত আইনকানুন ও প্রথা অনুযায়ী এবং নীতি-অনুমোদিত আইনকানুন প্রস্তুত করার অধিকার প্রজাবর্গ বা তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণের আছে ও চির-দিনই থাকিবে। রাজা বা রাজকর্ম্মচারী স্বেচ্ছাচারী হইলে পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়েই রাজা প্রজায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং কালক্রমে প্রজাশক্তিরই জয় হয়, কারণ প্রজাশক্তিই রাজশক্তির ভিত্তিস্বরূপ। ইংলণ্ডের সমস্ত প্রজাশক্তি মিলিত হইয়া যখন জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল তখন জনকেও সেই মিলিত শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। প্রজাগণ বাহুবলে রাজাকে বাধ্য করিয়া আইন অনুসারে দেশ শাসন করিতে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহারই ফল ম্যাগনা কার্টা—পূর্ব্বোক্ত সেই সনন্দপত্র।

ইংলণ্ডের ঐ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ইংরেজগণ নরম্যান্-ফরাসী জাতিকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। ফরাসীরা ইংলণ্ড দখল করিয়া বসিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ উত্তর আমেরিকা দখল করিয়া তথাকার আদিম অধিবাসিগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে; দক্ষিণ আমেরিকা ও মেক্সিকো দেশে পর্টুগিজ ও স্পেনদেশীয়গণ তথাকার আদিম অধিবাসিগণ সহ মিশিয়া মালেটো নামক মিশ্র জাতি

সৃষ্টি করিয়াছে। নরম্যান-ফরাসীগণও পুরাতন ইংরেজগণকে নিঃশেষ করে নাই। জমিদারবংশ প্রায় ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু কৃষক ও দাসশ্রেণী জীবিত ছিল। বৈদেশিক কোনও পরাক্রমশালী জাতি কোন দেশ অধিকার করিলে উপরোক্তরূপে হয়ত পুরাতন অধিবাসিগণ লোপ পায়; কিম্বা বিজেতার সহিত মিশিয়া যায়। এই দুই অবস্থাতেই বিজিত জাতির লাঞ্ছনার অবসান হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসিগণের ন্যায় কোন পুরাতন সভ্য জাতি নূতন জাতির কবলে পতিত হইলে তাহাদের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় তাহা দূর করা বিপুল আয়াসসাধ্য।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে সর্ব্বপ্রথম আফগানজাতীয় মুসলমানগণের আধিপত্য আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে মহম্মদ বিন কাশিম আরব দেশ হইতে আসিয়া সিন্ধুদেশ অল্পদিনের জন্য অধিকার করিয়াছিল এবং পরে সুলতান মামুদ অনেকবার ভারতের সমৃদ্ধিশালী কতকগুলি নগর ও তীর্থস্থান লুণ্ঠন করিয়া পরে পাঞ্জাব দেশ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই দুই দেশ, হিন্দুগণ অল্পকাল পরেই মুসলমানগণকে বহিষ্কৃত করিয়া পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলে যে কল্পিত ইতিহাস পড়ান হয় তাহতে মুসলমান বা হিন্দু রাজত্বকালে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকগুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনেক পুরাতন কাগজপত্র ও পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ঘটনাবলী সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। নরম্যান-ফরাসীগণ যেরূপে ইংলণ্ড অধিকার করিয়াছিল ভারতবর্ষ কখনও সেরূপে মুসলমানগনের অধীনে আসে নাই। মুসলমানবিজেতা কোন কোন স্থানের হিন্দুরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলেও প্রজাগণের উপর বা হিন্দুসমাজের উপর মুসলমানগণের প্রভাব অতি অল্প পরিমাণেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের গ্রামগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বহু পুরাকাল হইতে অপরিবর্ত্তিতভাবে বর্ত্তমান ছিল। তখনকার গ্রামগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রীয়কেন্দ্র বলা যাইতে পারিত। রাজকর আদায় করা ব্যতীত গ্রামসমূহের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে রাজা হস্তক্ষেপ করিতেন না। মুসলমান সম্রাট বা রাজা হিন্দুদের সহায়তা লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন; হিন্দু মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া সুখে শান্তিতে বাস করিয়াছে; হিন্দুগণ মুসলমান জাতির গোলাম বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বিশেষতঃ মুসলমান রাজা ও প্রজা সকলে ভারতবাসীই ছিল, ভারতের সমৃদ্ধিতে তাহাদের সমৃদ্ধি, দুর্দ্দশায় তাহাদের দুর্দ্দশা হইত। মুসলমানপ্রাধান্য ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চারিশত বৎসর স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যেও—পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোগলদের অভ্যুত্থানের সময়ে—চিতোর প্রভৃতি হিন্দুরাজাগুলি বিশেষ বল সঞ্চয় করিয়াছিল। প্রত্যুতঃ রাজপুতগণের হস্ত হইতেই বাবর শাহ ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে ভারতসাম্রাজ্য লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুপ্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য মুসলমান রাজাগণ একত্র হইয়া ধ্বংস করে কিন্তু সে সময়েও হিন্দুগণ একেবারে বলহীন হয় নাই। ইহার একশত বৎসর পরেই প্রাতঃস্মরণীয় ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়—রাজা শিবাজী মারাঠাদেশে ও মহারাণা রাজসিংহ মেবারে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইলেন। তদবধি ক্রমশঃ মুসলমান রাজাগণ হীনবীর্য্য হইতে থাকে ও ভারতের অনেক স্থানেই হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে—যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ইংরেজপ্রভুত্ব স্থাপিত করিতে আরম্ভ করে সে সময়ে ভারতে হিন্দুশক্তিই প্রবল। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম্ হাণ্টার লিখিয়াছেন যে ইংরেজগণ ভারতবর্ষ হিন্দুগণের নিকট হইতেই জয় করিয়াছিল। লর্ড মেকলে প্রভৃতি কতকগুলি মিথ্যাবাদী লেখকের স্বকপোলকল্পিত ইতিহাস-নামধারী গল্পপুস্তক ইংরাজী স্কুল কলেজে সুকুমারমতি বালকগণকে পাঠ করিতে বাধ্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্ব্বাচক সমিতি স্বজাতিকে যে কাপুরুষ, অক্ষম — এককথায় মনুষ্যত্বহীন ভাবিতে শিখাইয়াছে, সে ভ্রম — তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষায়ও ভাঙ্গিতেছে না। তিলক, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় লোক যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন — যে মহাত্মাজীকে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া বৈদেশিকগণও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন— সে দেশের লোকের এখনও আত্মশক্তিতে আস্থা জন্মিতেছে না, কি পরিতাপের বিষয়!

(ক্রমশঃ।)

ছোটনাগপুর জিলাবোর্ডগুলির অবস্থা।

ছোটনাগপুর বিভাগের রাজকার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধীয় প্রত্যকটি ব্যাপারই অতি অদ্ভুত রকমের। এখানে জিলার ডেপুটি কমিশনারগণই জিলাবোর্ডগুলিতে

চেয়ারম্যানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ২১ ধারা অনুসারে এই চেয়ারম্যানগণ সাধারণ সভ্যের সকল অধিকার ও সুবিধাই ভোগ করিতেছেন। "অনুন্নত" (Backward) বিভাগগুলির সম্বন্ধে বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণরমহোদয়ের যে আইন-অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে, তাহারই বলে উক্ত কর্ম্মচারিগণকে জিলাবোর্ডগুলির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া, স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ৭ধারায়*বর্ণিত সাধারণের অধিকারগুলি খর্ব্ব করিতে তিনি অথবা বিহার সরকার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। ফলে চেয়ারম্যানরূপী ডেপুটি কমিশনারগণ জিলাবোর্ডগুলির অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত হওয়াতে, নির্ব্বাচিত সভ্যসংখ্যার অনুপাতে সরকার-নিযুক্ত সভ্যসংখ্যা যত হওয়া উচিত তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে আমি মানভূম জিলাবোর্ডের ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ হিসাবে এই ব্যাপারে বিহার সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। জবাব আসিল—"আইন-বিরুদ্ধ কিছুই করা হয় নাই"। "অনুন্নত" বিভাগের ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয়ের ক্ষমতা কিছুই নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই কথা লিখিতে হইয়াছিল। তাঁহাদেরই কৃত আইনের এই প্রকার ব্যতিক্রমের সংশোধন ত দূরের কথা, ছোটনাগপুর বিভাগের জিলাবোর্ডগুলিতে সরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে—স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ১৯, ২০, ২৪ এবং ২৫ ধারাগুলির সম্পর্কে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, ৭ ধারায় বর্ণিত ব্যাপারগুলিকে স্থগিত রাখিবার জন্যও তদনুরূপ আইন-অনুমোদিত উপায় অবলম্বন করিয়া নামেমাত্রও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার প্রয়োজন বিহার সরকার বোধ করেন নাই। সরকারের ব্যবস্থাবিৎ পরামর্শদাতাগণের মতে এইরূপ কার্য্য আদৌ আইন-বিগর্হিত হয় নাই; ফলে সেই সময় হইতেই, এই অসঙ্গত ব্যাপারটা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়া তজ্জনিত নানা প্রকার নিগ্রহ ছোটনাগপুরের জিলাবোর্ডগুলির সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে। ডেপুটি কমিশনারই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং সেই হিসাবে, তাঁহার এলাকার মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনও ব্যক্তি বা জিলাবোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির আদেশ অথবা মন্তব্যানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আরব্ধপ্রায়, এমন-কি আরব্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানও স্থগিত রাখার ক্ষমতা স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ১২৪ ধারা অনুসারে তাঁহার আছে, অবশ্য যদি তিনি মনে করেন যে ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে সাধারণের অথবা সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের বিশেষ ক্ষতি হইবে, কিংবা তাহাতে শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। সুতরাং বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যকর্ত্তৃক গৃহীত বা প্রদত্ত যে কোনও প্রস্তাব অথবা আদেশ (—অর্থাৎ বোর্ডেরই প্রস্তাব অথবা আদেশ) ডেপুটি কমিশনারের মনোমত না হইলে ১২৪ধারা অনুসারে তাহা নাকোচ করিয়া করদাতাগণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার ন্যায্য দাবী তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। যদি আমরা মনে রাখি যে, প্রতিনিধি-মূলক একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য হইয়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ডেঃ কমিশনার পাইয়াছেন, তাহা হইলেই এই ব্যাপারের অন্যায্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। যে যে স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান্ নহেন, সেস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তরূপ ক্ষমতা থাকিলেও তিনি নিরপেক্ষ ভাবেই বোর্ডসংক্রান্ত ব্যাপারে আদেশ প্রচার করেন বলিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী এরূপ অসঙ্গত হয় না। ডেঃ কমিশনার জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে কোন বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করিয়া বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং পরমুহূর্ত্তেই ম্যাজিষ্ট্রেট্-হিসাবে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে বাধ্য করিয়াছেন—এইরূপ ব্যাপার মানভূম জিলাবোর্ডে ঘটিয়াছে।

বোর্ডের কার্য্যাবলী পরিদর্শনের ভার ডেঃ কমিশনার-হিসাবে তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছে। এই সুবিধা অবলম্বনে ডেঃ কমিশনারগণ বোর্ডসংক্রান্ত নিজ নিজ কার্য্যাবলীর বহুল প্রশংসা করিবার, এবং সেই সঙ্গে সদস্যগণের প্রস্তাবিত অতি প্রয়োজনীয় জনহিতকর কার্য্য-পদ্ধতিগুলিকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের উপর অযথা গালিবর্ষণ করিবার সুযোগ অনেক স্থলেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান স্বায়ত্ত-শাসন বিধিতে বোর্ডের অধিবেশন-সংক্রান্ত কার্য্যপরিচালনের জন্য সভাপতি নিয়োগের কোনও রূপ ব্যবস্থা নাই বলিয়া ডেঃ কমিশনারগণই চেয়ারম্যানরূপে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং এই পদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা তাঁহারা নিজেদের সুবিধার্থ প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। আইনের অতি অদ্ভুত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা সদস্য-

---

* স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিধির ৭ ধারা :—

"১ম সর্ত্ত—নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা মোট সভ্যসংখ্যার $\frac{3}{4}$ অংশের কম হইবে না; এবং

২য় সর্ত্ত—নিযুক্ত (সরকার মনোনীত) সভ্যগণের মধ্যে মোট সংখ্যার অন্ততঃ $\frac{1}{2}$ অংশ এমন লোক হওয়া চাই যাহারা সরকারের বেতনভোগী ভৃত্য নহেন।"

মানভূম জিলাবোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যা ৩২; ইহাদের মধ্যে ২৪ জন নির্ব্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৮ জন সরকার-নিযুক্ত। ডেঃ কমিশনারকে বোর্ডের অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত করায় নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা ২৪ রহিল, কিন্তু নিযুক্ত সভ্যসংখ্যা হইল ৯—তাহাতে নির্ব্বাচিত অনুপাতের ব্যতিক্রম ঘটিল।

গণকে সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেন না এবং এমন ব্যাপারও হইয়াছে যখন বে-আইনী বলিয়া, ন্যায্য প্রস্তাবসমূহের উত্থাপন সম্বন্ধে বাধা দিতেও ইঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। জিলাবাসীর প্রকৃত মঙ্গলের কথা চিন্তা করিবার অল্পমাত্র প্রয়োজনও এই ডেঃ কমিশনারগণ বোধ করেন কি না, অথবা শাসনব্যাপারে তথাকথিত যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেই ইঁহারা অধিকতর ব্যস্ত—সেবিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা দুঃসাধ্য। গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের সমস্যাটা ইঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, গ্রামের রাস্তাঘাটের জন্য অর্থব্যয় করা ইঁহারা অপব্যয় বলিয়াই মনে করেন। এইরূপ ব্যাপারে অর্থব্যয় না করিয়া, তাহা যদি বড় বড় রাস্তাগুলির উপরে আল্‌কাত্‌রা ঢালিবার জন্য অথবা মোটর গাড়ীতে করিয়া চলাচলের উপযোগী বড় বড় পুল নির্ম্মাণের জন্য প্রযুক্ত করা যায় তবেই টাকাটার সদ্ব্যবহার হয়—ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এইরূপ রাস্তা ও পুল নির্ম্মিত হইলে মোটরকারনালিকগণের নিজ নিজ যানের গতিবেগ নিরীক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ত হয়ই; অধিকন্তু কমিশনার, এক্‌সিকিউটিভ্ কাউন্সিলার এবং গবর্ণরের নিকট হইতে—অর্থাৎ উপরওয়ালাগণের নিকট হইতে—ভাল সার্টিফিকেট্ আদায় করিয়া লইবার সুযোগ ডেঃ কমিশনার সাহেবের ঘটে, কারণ কোনও জিলাতে পদার্পণ করিলে উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এই সব রাস্তা, পুল প্রভৃতির উপর দিয়াই মোটরযোগে যাতায়াত করেন, জিলার অভ্যন্তরে তাঁহাদের যাইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। ছোটনাগপুরের এক জিলা হইতে অন্য জিলায় মোটরযোগে যাতায়াতের ব্যাপারটা কত সুখের ও আরামের—সে অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন এইরূপ রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য আগন্তুক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই সব রাস্তাঘাটের নির্ম্মাতাকে প্রশংসাপত্র দিতে পারেন কি না। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ নির্ব্বাচনকেন্দ্রের জনমণ্ডলীর সুবিধার জন্য জিলার অভ্যন্তরেই—গ্রামগুলিতে—রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যবিধানের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্যই সমধিক ব্যগ্র; ফলে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ এবং চেয়ারম্যানগণের মধ্যে মতদ্বৈধ অবশ্যম্ভাবী। উপরি উক্ত গ্রাম্য সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য উত্থাপিত যে কোনও প্রস্তাবের পথে বাধা যে আসিয়া পড়িবেই তাহা সুনিশ্চিত; ডেঃ কমিশনার, চেয়ারম্যান্ তথা সভাপতি—এই ত্রিরূপবিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী যে এইরূপ প্রস্তাবের মধ্যে অনাবশ্যক আড়ম্বর দেখিতে পাইবেন—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই প্রকারের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি চেয়ারম্যানরূপে কাগজে কলমে লড়াই আরম্ভ করেন, অথবা সভাপতিরূপে বে-আইনী বলিয়া ইহা উপস্থিত করিতে দেন না; যদিই বা উক্ত উভয় উপায় ব্যর্থ হইয়া যায় তখন ডেঃ কমিশনাররূপে নিজ পরিদর্শন-রিপোর্টে উক্ত প্রস্তাবটিকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার হুকুম দিয়া এই বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি করেন। এই সব বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়াই ছোটনাগপুরের জিলাবোর্ডের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির কার্য্য করিতে হয়। ইহার ফলে বোর্ডের কার্য্যাবলীতে দোষ লক্ষিত হইলে, দায়িত্বটা অবশ্য সমগ্র বোর্ডের স্কন্ধেই চাপাইয়া দেওয়া হয়। তখন জিলার মালিক, ডেঃ কমিশনারহিসাবে এই ব্যাপারের সম্যক্ আলোচনা করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট পাঠান যে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের অন্যায় বিরুদ্ধাচরণের ফলেই বোর্ড কাজ কিছু করিতে পারে নাই। ইহাই ছোটনাগপুরের জিলাবোর্ডগুলির অবস্থা।

এইরূপভাবে ছোটনাগপুর বিভাগের যে কোনও জিলাতে ডেঃ কমিশনার একলাই জিলাবোর্ডের সকল প্রকারের প্রচেষ্টার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। আবার যখন ডেঃ কমিশনার জিলাবোর্ডকর্ত্তৃক নিযুক্ত, বোর্ডেরই কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একযোগে লড়াই আরম্ভ করেন, তখন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ধরুন, যদি চেয়ারম্যান্ এবং বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ার একই ক্লাবের সভ্য হন, অথবা ইঞ্জিনীয়ার চেয়ারম্যানের স্বজাতীয় হন—তাহা হইলে অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে, কোন নির্ব্বাচিত সদস্যই বোর্ডের উক্ত কর্ম্মচারীর কার্য্যের সমালোচনা করিতে অথবা তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অধিকার নির্ব্বাচিত সদস্যের থাকিয়াও না থাকিবারই সামিল হয়—কারণ এই প্রকার প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি তিনি যে এই অবস্থায় পাইতে পারেন না, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যে সদস্য এই প্রকার অন্যায় চেষ্টা করিবেন, দেবতার কোপে তিনি পড়িবেন—ইহা নিশ্চয়। ইহা সত্ত্বেও যদি তিনি অভিযোগ উপস্থিত করেন—অনাদর, অমনোযোগ এবং অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই পাইবার আশা তিনি করিতে পারেন না। যদি তিনি অতিরিক্ত পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন, তবে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত একটি রিপোর্টের তলব হয়। তখন রিপোর্টের পরিবর্ত্তে চেয়ারম্যান সাহেবের মারফৎ যে জবাবখানা উক্ত সদস্যের হাতে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা পড়িয়া মনে হয়—জবাবদাতা কোনরূপ রিপোর্ট দিতেই বাধ্য নহেন, কোনরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকারও সেই সদস্যের নাই। করদাতাগণের স্বার্থ বজায় রাখিতে যাইয়া বোর্ডেরই কর্ম্মচারীর হাতে এইরূপ অপমান সদস্যগণের সহ্য করিতে হয়। যদি বোর্ডের সদস্যগণ এইরূপ আচরণের প্রতিবাদ করেন, তখন হয়ত চেয়ারম্যান্‌সাহেব উপহাসচ্ছলে ইঞ্জিনীয়ারকে লিখিয়া পাঠান—"এই ব্যাপারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিও না! উপযুক্ত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন কর!! রিপোর্ট পাঠাও!!!" এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত নিজের মনোভাবও ইঞ্জিনীয়ারকে জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গীয় পত্রে লিখিতে ভুলেন না—"এই গর্দ্দভগুলির জ্বালায় আর পারা যায় না! একটা রিপোর্ট, দেখিতেছি, তোমাকে পাঠাইতেই হইবে"। চেয়ারম্যান্‌সাহেব বোর্ডের নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে উক্তরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া ইঞ্জিনীয়ারের মনোরঞ্জনের উপকরণ যোগাইয়া থাকেন!

তারপর একজন সাহেব ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য সরকারের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হয়। ডেঃ কমিশনার কমিশনারের সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন। সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার অযাচিতভাবে ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের গুণাতিশয্যের প্রশংসাপত্র পাঠাইতে আরম্ভ করেন। দায়িত্বপূর্ণ ও অত্যুচ্চ পদে অধিষ্ঠিত সরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণও ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ারগণের অভিমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়া বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—মানভূম জিলাবোর্ডের সদস্যগণ একাধিকবার এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এদিকে আবার ডেঃ কমিশনার জিলাবোর্ডের অধিবেশনে চেয়ারম্যানরূপে অবতীর্ণ হইয়া—ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারেরই অধীন কর্ম্মচারী, বোর্ডের তাঁহার উপরে কিছুই ক্ষমতা নাই—এই মত অবলম্বনে, ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যকলাপসম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে দেন না। মানভূমে স্বায়ত্ত-শাসন বিধির ১২৩ ধারার এইরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে!

আর কতকাল এইরূপ অবস্থায় আমাদের বাস করিতে হইবে? "অনুন্নত" বিভাগগুলিতে যে অদ্ভুত রকমের শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহারই ফলে, আদিম অধিবাসীদের হিতের দোহাই দিয়া বহু অন্যায় ব্যাপারের অনুষ্ঠান এইস্থান গুলিতে হইতেছে। অসঙ্গত ক্ষমতাবাহুল্যের অধিকারী করিয়া ডেঃ কমিশনারগণকে বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে নিযুক্ত করাও এইরূপ আইন-বিরুদ্ধ আচরণসমূহের অন্যতম।

শ্রীজীমূতবাহন সেন।

স্থানীয় সংবাদ।

জিলা বোর্ড—২২শে মার্চ, সোমবার বেলা ১টার সময় জুবিলি টাউন হলে জিলা বোর্ডের অধিবেশন হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হইবে :—

১ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করিবেন—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিধির প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অংশানুযায়ী কার্য্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে সকল ক্ষমতা বোর্ডের উপরে ন্যস্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে চেয়ারম্যানের আর কোনও হাত থাকিবে না। এখন হইতে বোর্ডই উক্ত ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করিবেন।

২য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার প্রস্তাব করিবেন—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিধির ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যসমূহের যথোচিত পরিচালন ও সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বোর্ড উক্ত কার্য্যসমূহের পরিচালনের ভার চেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে ভাইস্‌চেয়ারম্যানকেই অর্পণ করিতেছেন।

৩য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার প্রস্তাব করিবেন—ন্যাংসাই নদীর উপরে পুল নির্ম্মাণ ব্যাপারে—ইন্সপেক্টর অব্ লোক্যাল্ ওয়ার্ক্‌স্ এর মতে ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের দোষে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জরিমানাস্বরূপ উক্ত কর্ম্মচারীর অর্দ্ধমাসের বেতন কাটিয়া লওয়া হউক।

৪র্থ প্রস্তাব— শ্রীযুক্ত শশধর গাঙ্গুলী প্রস্তাব করিবেন—বর্ত্তমান ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারকে বরখাস্ত করিয়া বিধি অনুযায়ী তাহার স্থানে অন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হউক।

বিবিধ সংবাদ

মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী সম্ভবতঃ [illegible] জন্য এপ্রিল মাসে সবরমতী আশ্রম হইতে [illegible] গমন করিবেন এবং সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করিয়া বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

জাতীয় সপ্তাহ—

মহাত্মা গান্ধী ১৮ই মার্চ তারিখের "ইয়ং ইণ্ডিয়াতে" লিখিয়াছেন—এবার জাতীয় সপ্তাহে হরতাল না করিয়া খদ্দরপ্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই দেশবাসীর কর্ত্তব্য। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জনমণ্ডলীর কর্ম্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে—একমাত্র চরকাই তাহার উপায়। চরকাচালনার ভিতর দিয়াই দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। খদ্দরপ্রচার কার্য্যের উন্নতির জন্য এই সপ্তাহে নিখিল-ভারত-দেশবন্ধু-স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য—

অতিপরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। কবির চিকিৎসকগণ কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিয়াছেন।

রাজবন্দী—

প্রকাশ—দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডিত ব্যক্তিগণ এক সপ্তাহব্যাপী অনশনের পর গত ৩রা মার্চ খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন্ ব্যাপারের প্রতিবাদস্বরূপ এই চরম উপায়টি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সরকার এখনও তাহার কিছু কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

মৌলানা শওকৎ আলি রেঙ্গুন হইতে জানাইতেছেন যে, মান্দালয় জেলের [illegible] কেবল নেতৃবর্গের অনুরোধে

অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের ভার এখন নেতৃবর্গের উপরেই অর্পণ করিয়া, কিছুদিনের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া দেখিবেন, নেতারা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন কি না। তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া ইঁহারা মনে করিয়াছেন তাহা পালন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। রাজবন্দীগণের ধারণা—এই উপায় অবলম্বনেই দেশবাসীকে তাঁহারা বুঝাইতে পারিবেন, কি অবস্থায় তাঁহারা কাল কাটাইতেছেন।

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

দেশবন্ধু স্মৃতি রক্ষা—

"আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশ—দেশবন্ধু-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে, দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ সাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া যে স্ত্রী-হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার কথা হইয়াছিল, তাহার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ডাক্তার ও নার্স নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশবন্ধুর গৃহ হাঁসপাতালের উপযুক্ত করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। হাঁসপাতালটির নাম হইবে—"দেশবন্ধু সেবাসদন"। আগামী ২২শে মার্চ্চ হইতে তথায় স্ত্রীরোগীদের গ্রহণ করিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইবে। রবিবার ব্যতীত সকল দিন সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বাহিরের স্ত্রীরোগীদের জন্য হাঁসপাতাল খোলা থাকিবে।

হিন্দু মহাসভা—

হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কথা ছিল যে, আগামী নির্ব্বাচনে হিন্দুসভার মনোনীত সদস্যপদপ্রার্থিগণ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যোগদান করিবেন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর উক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুসারে আগামী নির্ব্বাচনে, কোনও হিন্দু সদস্য-পদপ্রার্থীকে, স্থানীয় হিন্দুসভার বিবেচনায়, সমাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিবার কারণ থাকলে, হিন্দুসভা নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহার কাউন্সিলে যাওয়া বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইবেন। হিন্দুমহাসভাকর্ত্তৃক মনোনীত প্রার্থী দাঁড় করাইবার প্রস্তাব প্রধানতঃ লালা লাজপৎ রায়ের চেষ্টাতেই প্রত্যাহৃত হয়।

ব্যবস্থাপরিষদ—

দেশের সর্ব্বত্রই স্বরাজী সদস্যগণ ব্যবস্থাসভাগুলি ত্যাগ করায় সরকারপক্ষ বিনা ঝঞ্ঝাটে ইচ্ছামত কায করিয়া যাইতেছেন। স্থানে স্থানে স্বতন্ত্রদলের সদস্যগণ কান্নাকাটি করিয়া একটু আধটু প্রতিবাদ করিতেছেন বটে, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে মিঃ জিন্নার ১৯২৯ সালের পূর্ব্বেই রয়াল্ কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব অতি অনাদরের সহিত সরকারপক্ষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পোষ্টকার্ড, খামের মূল্য ও লবণের ট্যাক্স কমাইবার প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

বাঙ্গালার স্বতন্ত্রদলের অধিকাংশ সদস্যই স্ব ইচ্ছায় সভা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এবং কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের ব্যবস্থা-সভারও ২৫ স্বতন্ত্রদলীয় সদস্য বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালার "জাতীয় দলের" নেতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী দু'চারজন সাঙ্গোপাঙ্গ সহ এখনও কাউন্সিলে যোগ দিতেছেন। প্রকাশ যে, তিনি নাকি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াও সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন—এবার না হউক, আগামী বারে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় মহাসভার শ্রমিকদলের সভাপতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"ভারতীয়গণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিতে হইবে যেন তাহারা দলে দলে এদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য কেহ যদি আমাকে বর্ণবিদ্বেষী বলিতে চান, সে কথা স্বীকার করিয়া লইতে আমি প্রস্তুত আছি।"

ফিরিঙ্গির পৈশাচিক হৃদয়হীনতা—হাওড়া—জগাছা থানা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষ একটী অতি লোমহর্ষণ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলের তিন জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারী সাঁতরাগাছি ষ্টেশনের নিকটে একটী পুকুরে পাখী শিকার করিতে যায়। তাহাদের গুলিতে কয়েকটী পাখীও মরে; কিন্তু তাহারা নিজে জলে নামিয়া এগুলি তুলিতে না পারিয়া একজন উড়িয়া বালককে ডাকিয়া আনে। উড়িয়া বালকটী উহাদেরই মধ্যে একজনের ভৃত্য। বালক প্রথমে জলে নামিতে অস্বীকার করে; কিন্তু শেষে তাহার চাকরী যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইলে বেচারা অগত্যা পুকুরে নামে। পুকুরটী দাম ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বালকটী অতিকষ্টে সাঁতরাইয়া কয়েকটী মৃত পাখী লইয়া যখন ফিরিতেছিল, তখন সে দামের মধ্যে পথ হারাইয়া ডুবিয়া যায় এবং বহু চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারে না। ফিরিঙ্গিত্রয় তীরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। তাহারা বালকের কাতর চীৎকারেও কর্ণপাত করে নাই, শেষে নিজেদের দায়িত্ব বাঁচাইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। ফলে হতভাগ্য বালকটী নিতান্ত অসহায়ভাবে জলে ডুবিয়া মরে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩২।

ছাত্রদের ধর্ম্মঘট—

রাজসাহী কলেজ ও কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের ছাত্রগণ প্রায় একই সময়ে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। উভয় স্থানেই প্রিন্সিপ্যালের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ ছাত্রগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালের কায প্রায় অচল হইয়াছে। অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্রগণ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে, আশা করি।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাগণকে জানান যাইতেছে যে, ৩নং ওয়ার্ডের অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে আর একজন কমিশনার নিয়োগের জন্য আগামী ২৭শে মার্চ্চ নির্ব্বাচন হইবে। উক্ত তারিখে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিসে বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ভোটারগণের ভোট গৃহীত হইবে।

মিউনিসিপ্যাল্ অফিস্
পুরুলিয়া
২০শে মার্চ্চ, ১৯২৬।

স্বাঃ শশধর গাঙ্গুলী
ভাইস্-চেয়ারম্যান্
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্‌মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড্ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, ডি, কর্ম্মকার।

(স্থাপিত ১৮৬১ সাল)

দি বেঙ্গল টাইপফাউণ্ড্রি

(স্থাপিত ১৯০৮ সাল)

৪০ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী—এন, এন্ সান্যাল।

আমরা গত ৬০ বৎসর যাবৎ উত্তম ছেনী প্রস্তুত করিয়া উত্তম মেটালে প্রস্তুত টাইপ বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। বাজারের টাইপ অপেক্ষা আমাদের টাইপ অধিকদিন স্থায়ী।

আজকাল বহুসংখ্যক টাইপ ফাউণ্ড্রি হওয়াতে মফঃস্বলের মুদ্রাযন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়।

আমাদের ষ্টকে প্রচুর পরিমাণে অক্ষর, কোয়ার্ড্‌স্, স্পেস, রেড্, কোটেশন প্রভৃতি মজুত থাকে। সর্ট টাইপের জন্য আপনাদিগকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট কেস, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা:—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reserved for Dindayal Pharmacy.

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২॥০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ∕০ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পৃষ্ঠা	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা— ২ কলম	১০৲ টাকা
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১ কলম	৬৲
" সিকি পৃষ্ঠা— ½ কলম	৩॥০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

এস, বি এণ্ড কোং
মোটর সার্ভিস।

(পুরুলিয়া হইতে চাষ, ভায়া চন্দনকিয়ারী)

আমরা একটী নূতন সার্ভিস জনসাধারনের সুবিধার জন্য খুলিয়াছি।

প্রোপ্রাইটার
শ্রীঅন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেশ কুমার সরকার

EXCHANGE OF SERVICES (POSTAL.)

Postal employees if willing to exchange services to Rangoon G. P. O. please enquire of MR. D. R. Bhowmick the Agent of Messrs Medland Bose & Co. Purulia for particulars.

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

মায়ের ডাক।

বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার।
১৫ই চৈত্র ১৩৩২, ২৯শে মার্চ্চ ১৯২৬ { ১৫শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৶০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড্ আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।/০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

—:৹:—

দেশবন্ধু প্রেস।

সবরকম প্রকারের ছাপা সুলভে, সময়মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নোটীশ।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বিহার উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৫-ধারা অনুযায়ী হোল্ডিংএর (বাস্ত বাড়ীর) বাৎসরিক মূল্যের এবং তদুপরি মিউনিসিপ্যাল টেক্সের পরিবর্ত্তিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিসে রাখা হইয়াছে। ঐ তালিকা, আফিস যে দিন বন্ধ থাকিবে তাহা ব্যতীত সকল দিন আফিসের সময় ইচ্ছা করিলে যে কেহ মিউনিসিপ্যাল আফিসে যাইয়া দেখিতে পারেন। যে টেক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, কিম্বা বাৎসরিক যে মূল্য ধৃত হইয়াছে অথবা যদি কেহ কোন হোল্ডিং দখল করেন না—এরূপ হয় বা তিনি তৎসম্বন্ধে টেক্স দিতে দায়ী নহেন—এরূপ আপত্তিও থাকে তাহা হইলে এই নোটীশ প্রকাশিত হইবার ১ মাস মধ্যে দরখাস্ত করিবেন। এইরূপ আপত্তি করিবার দরখাস্ত ফরম্ মিউনিসিপ্যাল আফিসে ১০ পয়সা মূল্যে পাওয়া যাইবে। ইতি—

মিউনিসিপ্যাল আফিস, পুরুলিয়া
তাং ২৫শে মার্চ ১৯২৬

স্বাঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ
চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

কর্ম্মখালি

মফঃস্বলে একটি মাইনর স্কুলের জন্য একজন সুদক্ষ নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিত আবশ্যক—বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা। স্থান স্বাস্থ্য কর——ও রেলষ্টেশনের সন্নিকট।

নিম্ন ঠিকানয় আবেদন করুন।
ম্যানেজার "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৹, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, বিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

রবীন্দ্র বাবুর দোকান।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট আফিসের সম্মুখে)।

খাঁটি স্বদেশী বস্ত্রালয়।

একদর, ঠিক্ ওজন পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দর এবং উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

বন্দে মাতরম্।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
সুবিখ্যাত সন্দেশের দোকান।

বিশুদ্ধ ঘৃতে তৈয়ারী।
আসুন, পরীক্ষা করুন। দর সুলভ, ওজন পাকা,
অর্ডার মত সর্ব্বপ্রকার ঢাকাই খাবার পাইবেন।
লুচি তরকারী— ৷৶৹ আনা সের।
বর্দ্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা ও সিতাভোগ—৸৹ আনা।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।
যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ ও অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

"মুক্তি"

"কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশা ভরে
চাহিছে মুখ পরে ?
সে যে আমার জননী রে !"
—রবীন্দ্র নাথ।

সন ১৩৩২ সাল, ১৫ই চৈত্র, সোমবার।

মায়ের ডাক।

মায়ের ডাক তোমাকে শুনতেই হবে। ডাইনীর মায়া তোমাকে আর অভিভূত করে রাখ্তে পারছেনা। বাহির হতে যখন মা তোমাকে ডাকেন তখন তুমি না হয় সে আহ্বানধ্বনি না শুনেও থাক্তে পার, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর হতে যখন তিনি ডাকেন তখন ত আর তা না শুনে উপায় নেই। ছেলের দল যখন রজনীশেষে তাদের মধুর কণ্ঠে তোমার দুয়োর দিয়ে গান গেয়ে যায় "ঐ শোন, ঐ শোন, সকরুণ মায়ের আহ্বান," তখন না হয় ঘুমের আবল্যে তুমি মায়ের সে ডাক শুনেও না শুনবার ভান করে পড়ে থাক্তে পার। অথবা মা যখন তাঁর ভক্ত সন্তান গান্ধীজীকে তোমার কাছে এনে তার ভিতর দিয়ে ডেকে বল্লেন, "ওরে, মায়ের চাইতে কি আর কেউ বেশী ভাল বাস্তে পারে, তা সে ডাইনীই হউক, প্রেতিনীই হউক, আর মোহিনীবিদ্যায় শিক্ষিতা পুতনা রাক্ষসীর সহচারিণীই হউক, ওদের সঙ্গ ছেড়ে, ওদের মায়া কাটিয়ে ঘরের ছেলে সব ঘরে আয়" তখনও না হয় তুমি সেই স্নেহ-পূর্ণ আহ্বানের আকর্ষণকে ভয় করে দূরে দূরে স'রে থেকে আত্মপ্রবঞ্চনা কর্‌বার অবসর পেলে। কিন্তু মা যখন অন্তরের অন্তরতম স্থলে অধিষ্ঠিত হয়ে তোমার নিত্য অভাবের জ্বালার ভিতর দিয়ে, অপমান লাঞ্ছনার কষাঘাতের ভিতর দিয়ে, মায়াবিনী বিদেশিনীর উপেক্ষার বেদনার ভিতর দিয়ে, তাঁর অপার স্নেহের আশ্রয় নিতে তোমাকে ডাক্‌ছেন, তখন সে কল্যাণের বাণী না শুনে ত তোমার উদ্ধার নেই। তুমি মাকে না চাইলে কি হয়, মায়ের করুণা যে অহেতুকী; তাঁর অন্ন, তাঁর জল, তাঁর বায়ুতে পুষ্ট হ'য়েও অকৃতজ্ঞ তুমি তার স্নেহকে ভুলে থাকতে পার, কিন্তু তিনি ত তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুল্‌তে পারেন না, তুমি যে তাঁর অঞ্চলের নিধি। তাই বাহির থেকে ডেকে ডেকে যখন সাড়া পাচ্ছিলেন না তখন ভিতর থেকে ডেকে ডেকে তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন, তোমার ভুলগুলি সব ভেঙ্গে দিচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠার লোভেই হউক অথবা সাময়িক শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগৃতির ফলেই হউক সাধারণের প্রতিনিধিত্ব যোগাড় করে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে গেলে দশজনের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ কর্‌বে বলে। যতদিন শ্যাম কুল উভয় রক্ষা হচ্ছিল ততদিন বেশ কেটে গেল, কিন্তু পরীক্ষার সময় যখন এসে পড়্‌ল তখন ভাবলে শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। যারা মায়ের নাম ভুলান ডাইনীর নিত্য অনুচর হয়েছে তারা বল্লে মাতৃসেবা টেবা ও সব শুধু একটা পাগলামীর ভাব, বুদ্ধিমান তুমি, হিসাবী তুমি, নৃত্যকলাভিজ্ঞ তুমি আমাদের মতন কুল মানের কথা সব ভুলে গিয়ে গোরাচাঁদকেই আশ্রয় কর, যে কালের যে ধর্ম্ম তা অবলম্বন করাইত বিজ্ঞজনের কর্ত্তব্য ! আবার যারা মায়াবিনীর মায়া কাটিয়ে নিজের মাকে চিনে ফেলেছে তারা বল্লে, তোমাকে কি ভূতে পেয়েছে যে কাজের সময় সহকর্ম্মীদের সব সঙ্গ ছেড়ে, সয়তানী বুদ্ধির প্রশ্রয় পেয়ে মায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে দ্বিধা বোধ হচ্ছে না ? যে তোমাকে গাধা ব'লে পদাঘাত করতে চায় তার চরণতলেই লুটিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছ, একি তোমার বুদ্ধিভ্রম ? বিবেকের কষাঘাতও উপেক্ষা ক'রে যখন তুমি লোভও আতঙ্কের বশবর্ত্তী হ'য়ে বন্ধুজনের সাবধান বাণীও অবহেলা কর্‌তে যাচ্ছিলে, মা কিন্তু তখন আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারলেন না, তোমার হৃদয়ের নিভৃত স্থান হ'তে ডেকে বল্লেন "ওরে হতভাগা, তোর দুর্ব্বলতার জন্য, তোর ভীরুতার জন্য, তোর কপটতার জন্য আমার যে জগতের কাছে মুখ দেখান দায় হ'য়ে উঠল, সন্তান হ'য়ে মায়ের মান অপমানের কথা ভাব্‌ছিস্ না, ভয়ে ভয়ে মৃতকল্প থেকে ঐন্দ্রজালিক অর্থ বা উপাধির লোভে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে কি হবে তোর ? যদি শক্তি না থাকে তবে এসব কাজে আর আসিস্ না, যদি এসেছিস্ তবে আর লোক হাসিয়ে তোর মায়ের মুখটি ম্লান করিস্ না।" পার্‌লে কি জননীর এই সকরুণ সতর্কের কথা একেবারে অবহেলা কর্‌তে ? তাই বল্‌ছিলাম মায়ের ডাক তোমায় শুনতেই হবে, শুন্‌তেই হবে; কাণদুটো বন্ধ করে রাখলেও হৃদয়ের ভিতর তা ধ্বনিত হবেই হবে।

তরুণ তুমি এম্, বি উপাধি লাভ ক'রে ডাক্তার নাম ধ'রে বিলাতী ঔষধ বিক্রয়ের মস্ত বড় একজন এজেন্ট হ'য়ে বিবাহের বাজারে নিজেকে বাঁধা দিয়ে শ্বশুরের পয়সায় ডিস্‌পেন্‌সারী হাকিয়ে অথবা ঘৃণ্য গোলামীর খাতায় নাম লিখিয়ে বহুত টাকা রোজগার করবার লোভে অনেক সুপারিশের জোরে প্রবেশ কর্‌লে মেডিকেল কলেজে। মায়ের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাঁরা যাদুকরের মায়াজালের সন্ধান রাখেন, তাঁদের আশ্রয় ক'রে মা ডেকে বল্লেন, "ওরে তরুণ, আমি যে এখনও বন্দিনী রয়েছি আগে আমাকে মুক্ত কর, টাকা পয়সা রোজগারের কথা পরে ভাব্‌বি, নিজের জননী যার শৃঙ্খলিতা তার আবার ভবিষ্যৎ সুখসম্ভোগের চিন্তা কিরে ?" তখনকার সেই সকরুণ ডাক অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে কুহকের বেড়া জালের ভিতরই

প্রবেশ করলে। কিন্তু এখন সেই যাদু ঘরের অধ্যক্ষ তোমাকে চোর ব'লে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার বেদনায় যে বিদ্ধ করলে এখন ত আর সেই মর্ম্ম-জ্বালার ভিতর দিয়ে মায়ের ডাক না শুনে একেবারে বধির হয়ে থাক্‌তে পারছ না। ইউনিভার্সিটির খেতাবের আশায় মায়ের দুর্দ্দশার কথা না ভেবে বড় বড় বাড়ী, বেশী মাইনের প্রফেসার, আর খেলা ধুলার ঢং ঢাং দেখে পড়্‌তে যাচ্ছ খাস গভর্ণমেণ্টের কলেজে আর রাজসাহীর বা ঢাকার কলেজের উদ্ধত প্রভুরা তোমাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিচ্ছে আবার ভবিষ্যৎ জীবনে কবে একটুক্‌রা রুটি মিল্‌বে তার লোভ দেখিয়ে ডেকে নিচ্ছে। মায়ের ডাকে একবার ভাল ক'রে সাড়া দিতে না পেরে নানা রকমে লাঞ্ছিত হয়েছিলে ব'লে যা সইবার নয় তা হৃদয়ে তীব্র জ্বালা নিয়ে ও স'য়ে যাচ্ছ, কিন্তু এই অন্তরের যাতনার ভিতর দিয়ে যে মায়ের সকরুণ আহ্বান শুনতে পাচ্ছ তাতে তুমি কি আর বেশী দিন কতকগুলি অকেজো পুথির বন্ধনের ভিতর নিজেকে আট্‌কে রাখতে পারবে, না কতকগুলি মিথ্যা জারিজুরির নিকট আত্ম-বিক্রয় ক'রে সোয়াস্তিতে কাল কাটাতে পারবে? চীনদেশের শান্তি-প্রিয় যুবকগণও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল কিন্তু তাদের মা যখন গুলির আঘাতের ছট্‌ফটানির ভিতর দিয়ে তাদের ডাক্‌লেন তখন কি আর তারা নিরস্ত থাকতে পারলে; দলে দলে বেরিয়ে এসে গোলা-গুলির মারণ-শক্তিকে পরাজিত ক'রে সঙ্ঘশক্তির প্রভাব বিস্তার করে কি রকম অদ্ভুতভাবে তারা পশুবলকে বিব্রত ক'রে তুলেছে তাকি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? রুষদেশের যুবক ছাত্রদের বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলেই ত আভিজাত্যের অত্যাচার ও ধনিকবর্গের ঔদ্ধত্য হ'তে সে দেশের কৃষক ও শ্রমিকেরা নিষ্কৃতি পেয়ে এখন একটু স্বাধীনভাবে নিশ্বাস ফেল্‌তে সুযোগ পেয়েছে। তরুণের দল যদি মায়ের ডাকে সাড়া না দিত তা হ'লে কি জগলুলপাশা আজ মিশরের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার জন্য এমন দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াতে পারত, না কামালপাশা আজ পশ্চিমা দস্যুদের হাত হ'তে মাতৃভূমিকে উদ্ধার কর্‌তে পারত? ভারতের যুবক! তুমিও যখন ক্রমাগত অপমানের যাতনা, লাঞ্ছনার বেদনা এবং সর্ব্বশেষে অন্নাভাবে বুভুক্ষার বিষম জ্বালা সইতে না পেরে মায়ের ডাকে আত্মস্থ হ'য়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাতে আস্‌বে তখনই বুঝ্‌বে চীন রুষ তুরস্ক সব দেশের ছেলেদের চাইতে তোমার শক্তি বেশী, তোমার প্রতিভা বেশী, তোমার মায়ের সন্তান ব'লে পরিচয় দেওয়ার অধিকার বেশী। তারা শুধু মারতে গিয়ে মর্‌তে জানে, আর তুমি ভারতমায়ের সন্তান ব'লে মর্‌তে গিয়ে বাঁচাতে জান। একুশ সালের মায়ের ডাকে ডাইনীর মায়া একবার কাটিয়েছিলে, কিন্তু সেবার মায়াবিনী যে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তোমার মনটা ঘুরিয়ে দিলে, তাই এবার মা তোমার অন্তরে প্রবেশ করে আহত হৃদয়ের তীব্র দাহ আশ্রয় করে ডাক্‌তে সুরু করেছেন, এই ভিতরকার ডাক একটু ব্যাপকভাবে আস্‌লেই আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবে না। টিক্‌টিকির গুপ্তচরদের অভিযান, গোয়েন্দা অধ্যক্ষের যাণ্মাসিক সিডিসন্ রিপোর্ট, শৃঙ্খলার নামে প্রভুদের অত্যাচার, তারপরে কথায় কথায় কুকুরের মতন তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখান ত তোমার কলেজী জীবনের নিত্য সহচর হয়ে আছেই। আবার চাকরীর বাজার যেরূপ মন্দা পড়েছে, ওকালতী ডাক্তারিতে যেরূপ ভীড় লেগে গেছে এবং সর্ব্বোপরি দেশের মুটে মজুর কৃষকেরা যেরূপ ঠক্‌তে নারাজ হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতের আশার দিকটাও দেখছ কুয়াসাচ্ছন্ন। মায়ার সবগুলি কুহকই যখন তোমার নিকট স্পষ্ট আকার ধারণ করছে, তখন মায়ের ডাকে সাড়া দিতে আর শঙ্কা কেন?

তুমি তরুণই হও আর প্রৌঢ়ই হও, বালকই হও আর বৃদ্ধই হও, ফাঁকিবাজির আড্ডা কাউন্সিলের সদস্যই হও আর স্বায়ত্বশাসনের ঐন্দ্রজালিক প্রতিষ্ঠান ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বরই হও, স্কুল কলেজের ছাত্রই হও, আর আফিস্ আদালতে চাকরী ক'রে জীবিকার্জ্জনই কর, জননী জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞানে অথবা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাসে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাক্‌লেও উপেক্ষা অবজ্ঞার কষাঘাতেই হউক, বা উদ্ধত সরকারী চেয়ারম্যানের অভদ্র ভাষায় গালাগালিতেই হউক, প্রিন্সিপালের ঠেঙ্গা খেয়েই হউক বা টিক্‌টিকি পুলিশের হুমকি দেখেই হউক, অভাবের সংসারে গৃহিণীর তাড়নায়ই হউক বা উপরওয়ালা সাহেবের দন্তভরা লাথিজুতাতেই হউক হৃদয়দগ্ধিত জ্বালা যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে, অন্তরে লুক্কায়িত অপমান লাঞ্ছনার বেদনার ভিতর দিয়ে মা যখন ডাকতে আরম্ভ করেছেন, তখন সেই আকুল আহ্বান তোমার শুন্‌তেই হবে। বাহিরের ডাক তুচ্ছ জ্ঞান করেছ কিন্তু ভিতরকার ডাকে তোমাকে অস্থির করবেই করবে; মায়ের ডাকে ডাইনীর মায়া ছাড়্‌তেই হবে হে, ছাড়্‌তেই হবে।

জাতি বিদ্বেষ—

১৮ই মার্চ্চের "ইয়ং ইণ্ডিয়াতে" গ্লাস্‌গোর ভারতীয় সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক প্রেরিত একখানা পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, হোম সেক্রেটারীর আদেশ অনুসারে গ্লাস্‌গোর ৬৩ জন প্রবাসী ভারতীয়ের নাম পররাজ্যের প্রজা বলিয়া রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। এই প্রকার রেজিষ্ট্রেশনের অর্থ—ঐ সকল লোকের ন্যায্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করা।

মহাত্মা গান্ধী এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—ভারতীয়গণের প্রতি এই প্রকারের আচরণ, দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়গণের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের আচরণেরই অনুরূপ, তফাৎ এই যে, ইংলণ্ডে ভারতীয় প্রবাসিগণের সংখ্যা খুবই অল্প, তাই প্রবাসিগণের নির্য্যাতনের বোঝাটা এখনও কিঞ্চিৎ লঘু। সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে, উভয় স্থানে ভারতবাসীর অবস্থা যে একই প্রকারের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই ত অবস্থা—ইহাতেও দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের ন্যায্য অধিকারগুলি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বিলাতেরই পার্লামেণ্টসভার করুণা উদ্রেক করিবার জন্য নিরন্তর যে চেষ্টা আমাদের দেশে চলিতেছে, তাহার মূলে যে কি আছে আমরা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ব্রিটিশ গায়েনা—

ভারতীয়গণ ব্রিটিশ গায়েনা উপনিবেশে যাইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত ভারতসরকার করিয়াছেন। সুখের এমন রঙ্গীন ছবি চোখের সাম্‌নে ধরিলে দলে দলে দরিদ্র ভারতবাসী যে সপরিবারে সেখানে যাইয়া বসতি করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সরকারও তাহাই চান—কারণ সেখানে এখন মজুরের প্রয়োজন। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের চাষ আবাদ করিয়া দিয়া, অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে দেহপাত করিয়া ভারতের হতভাগ্য মজুরের দল ছাড়া কে আর তাহাদের ঐশ্বর্য্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে? আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত নেতারাও এ প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বুদ্ধিকে বাহবা না দিয়া পারা যায় না। দক্ষিণ-আফ্রিকার ধনসম্পদ এই ভারতের কুলী দিয়াই ত উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন এই সরকারই পীঠে হাত বুলাইয়া তাহাদিগকে প্রবাসে পাঠাইয়াছিলেন। —কিন্তু এখন? গায়েনার সম্বন্ধেও যে এরূপই হইবে না, তাহার কিছু স্থিরতা আছে কি?

বিহার বিদ্যাপীঠ—

গত ২০শে মার্চ্চ বিহার বিদ্যাপীঠের উপাধি-বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিদওয়ানী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ব্যতীত মিঃ গণেশ দত্ত, স্যার ফকিরুদ্দিন, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ পি কে সেন, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার প্রমুখ বিহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপীঠের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে, বিদ্যাপীঠের অধীন বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় তিন সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করে। অসহযোগের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে প্রতিষ্ঠানগুলি বিনা আড়ম্বরে উপযুক্ত দেশসেবক ও কর্ম্মী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে, বিহার বিদ্যাপীঠ তাহাদের মধ্যে একটি। দেশের এ অবসাদের সময়েও এতগুলি বালক ও যুবকের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার ভার লইয়া এবং তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যে কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় বিহার বিদ্যাপীঠ দিতেছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে আশারই সঞ্চার হয়।

মানভূম জিলাবোর্ড—

জিলাবোর্ডের গত অধিবেশনসংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জনসাধারণ জিলাবোর্ডের কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি বিবরণ জানিবার জন্য যেরূপ আগ্রহ সে দিন প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইতে বেশ ভাল করিয়াই বুঝা যায়, তাহারা আর বিশেষ কোনও রাজপুরুষের হাতে জিলাবোর্ডের সমস্ত ব্যাপার পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে প্রস্তুত নহে। জিলাবোর্ডের অর্থের অপব্যয়ে তাহাদেরই ক্ষতি এবং নির্ব্বাচিত সদস্যগণের লাঞ্ছনায় তাহাদেরই অপমান—এ ধারণাটাও তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। তাই সে দিন সরকারী চেয়ারম্যানের অন্যায় জিদ্ সত্ত্বেও করদাতাগণের স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশের প্রশংসাযোগ্য চেষ্টার পরিচয় পাইয়া তাহারা আশান্বিত হইয়াছে। যে সকল নির্ব্বাচিত সদস্য অমূলক ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা অন্য কোনও কারণে তাঁহাদের নির্ব্বাচকগণের মঙ্গলের জন্য চেয়ারম্যানের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে মাথা সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, তাঁহারা যেন মনে রাখেন—আজই হউক, কালই হউক কর্ত্তব্যবিচ্যুতির জন্য নির্ব্বাচকগণের নিকট জবাবদিহি তাঁহাদের করিতেই হইবে। যে বিশ্বাস ও দায়িত্ব তাঁহাদের উপর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অনাদর পূর্ব্বেরই মত নির্ব্বিকার চিত্তে জনসাধারণ সহ্য করিয়া লইবে, একথা যেন ভুলেও তাঁহারা মনে না করেন। নীতির দিক দিয়া তাঁহাদের আচরণের বিচার করিবার সার্থকতা কিছু আছে কি? —কে শুনিবে?

রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতা।

(টি, এল্ ভাস্বানীর ইংরাজির অনুবাদ)

আমাদের দেশের রাজনীতি আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক প্রচেষ্টা

তপস্যার শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইবার প্রবৃত্তি আমাদের মনে জাগাইতে হইবে।

সূর্য্যের উত্তাপে শস্য পাকিয়া উঠে; নির্য্যাতনের দহনযন্ত্রণার ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিবে। সব শেষ হইয়া গেলেও ত্যাগের শক্তি নিজমহিমাতেই অটলভাবে বিরাজ করিতে থাকে।

বিশ্বমানবের সেবার উদ্দেশেই কি আমরা স্বরাজ গড়িয়া তুলিতে চাই? তপস্যার বলের উপর-নির্ভর করিয়াই তাহা হইলে সে লক্ষ্যের অভিমুখে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

কোন ও প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে জাতিকে একটি বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাহাতে আছে—"বৃক্ষটি বর্দ্ধিত হইয়া ফলসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠুক—ইহাই যদি তোমার কাম্য হয় তবে তোমাকে বৃক্ষে জল সেচন করিতে হইবে।"

বন্ধুগণ! আমারও অনুরোধ—প্রার্থনা ও তপস্যা, প্রেম ও ত্যাগের অমৃত প্রবাহে দেশের শুষ্ক প্রাণ সরস করিয়া তুলুন, এমন দিন আসিবে যখন পুনর্জ্জীবিত ভারত লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানবকে "মুক্তি" ফলের রসাস্বাদনে চরিতার্থ করিতে পারিবে।

———•———

ভারতে বুদ্ধের প্রভাব।

(প্রাপ্ত)

রাজার ছেলে—একই ছেলে—বংশের দুলাল; যেমন রূপ তেমনই গুণ; রাজরাণীর নয়নতারা, প্রজাকুলের মাথার মণি। স্রক্-চন্দন-বস্ত্র-বনিতা-তাম্বুলাদির অভাব ত নাই ই, অতি প্রাচুর্য্য—ভোগের মহামহোৎসব। নব যৌবন, নবীনা স্ত্রী—অনবদ্যাঙ্গী রাজকন্যা অনন্তসদৃশী। অন্যদুর্লভ যানবাহন, প্রমোদ-উদ্যান। লোকের যা কামনার বস্তু সবই আছে।

তথাপি কুমারের মনে শান্তি নাই—আনন্দ নাই। অভিলষিতের প্রাপ্তিতে অন্তঃকরণের যে বিকাশ, উহাই আনন্দ। যে যা চায় না, তা যত কেন মহার্ঘ হউক না, বর্ণ গন্ধ আকৃতি প্রকৃতি নিখিল বিশ্বের স্পৃহণীয় হইলেও তার তাতে আনন্দ নাই। লোকের বাহবা, রাজার খেতাব, মোটা মাইনে, গাড়ীজুড়ী বা জারিজুরি কি সবাইকেই আনন্দ দেয়? সৃষ্টিছাড়া মতিগতিও ত লোকের থাকে। কিন্তু বিনা কারণে কিছুই হয়না,—এক কণা বালুকার স্থানপরিবর্ত্তন হইতে বিশ্ববিলোপ পর্য্যন্ত সব কিছুরই মূলে একটা হেতু আছে।

রাজকুমার অনন্যসাধারণ করুণার্দ্র হৃদয় হইয়া দেখিতেছিলেন,—মানুষের ক্লেশ জীবের দুঃখ। বাসনার দুর্নিবার বেগে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় জীব এই যে ভোগের পিছনে ছুটিতেছে; হোঁচট্ খাইয়া হাত পা ভাঙ্গিতেছে, বাধা বিপত্তির কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলে উঠিয়া আবার ধাইয়া চলিয়াছে, ইহার নিবৃত্তি কোথায়? কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ফুৎকারে আশার বাসা তার কোথায় উড়িয়া যায়, কোন শূন্যে বিলীন হইয়া তার তরে কেবল একটা বুকভাঙ্গা হাহাকার রাখিয়া যায়, তথাপি সে সেই তিক্তের স্বাদকেই মধুর করিয়া লইতে চায়। হায় হায়! এমন যৌবন, থাকে ত না; এহেন স্বাস্থ্য, রহে ত না; তার পর, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ময় এই বিচিত্র ধরণী পরিত্যাগ করিয়া কত অনিচ্ছায় অলক্ষিত এক আকর্ষণে কোন অপরিজ্ঞাত দেশে চলিয়া যায়।

ইহার কি কোনই প্রতিকার নাই! রুগ্ন না হইয়া, জীর্ণ না হইয়া, চির নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া না পড়িয়া, প্রিয়জনকে বিসর্জ্জন না দিয়া এমনি ভাবেই কি থাকিতে পারা যায় না! হয়ত পারা যায়; লোকে তা জানে না, জানিবার জন্য যে কৃচ্ছ্রসাধন দরকার তাও করে না, করে নাই।

চিরসুখলালিত দেহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রাজনন্দন এই সুচির-আকাঙ্ক্ষিত অভাবের পরিপূরণের তরে মাতাপিতা, পুত্রবনিতা, দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, রাজৈশ্বর্য্য, ভোগবিলাস অহিনির্ম্মোকের ন্যায় পরিহার করিয়া উন্মুক্ত বিশ্বে বাহির হইয়া পড়িলেন। দুঃখ নাই, পরিতাপ নাই; বরং সান্ত্বনার আশা—

যে ধনের তরে হইনু সন্ন্যাসী
পাই যদি তারে
নিজেও তরিব, তরিবে সংসার,
খুলিবে ধরায় স্বর্গের দুয়ার।

কত গিরিদরী কাননপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া চীরবল্কল পরিধানে দেশে দেশে পর্য্যটন, কত শাস্ত্রের অধ্যয়ন, কত ঋষিকল্প জ্ঞানিজনের সম্মেলন, কায়ক্লেশসাধ্য দুশ্চর তপস্যা; কিন্তু ঈপ্সিতের সন্ধান মিলিল না। তথাপি উদ্যম শিথিল হয় নাই; দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন,—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্।'

দীর্ঘ ছয় বৎসরের পর কুমার গৌতম, সন্ন্যাসী গৌতম, তপস্বী গৌতম সিদ্ধার্থ হইলেন; তখন সেই জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বানের মানসমূর্ত্তি 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ'

জগতের দুঃখ কিন্তু ঘুচিল না; জরাব্যাধিমৃত্যুর আক্রমণ হইতে জীবের উদ্ধার হইল না; জরাজীর্ণরুগ্ন বৃদ্ধ মরণের স্পর্শে ঘুমাইয়া পড়িলেন; সৃষ্টির আদি হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছিল তাহাই চলিতে লাগিল।

তুমি লোকশিক্ষক; মূর্খকে বুঝাইয়া দাও,—উহা দেহের জরা, শরীরের রোগ কলেবরের ধ্বংস। চালাকেরা বলিবে, আত্মার ত ওসব বালাই কোনও কালেই ছিল না। গীতা ও উপনিষৎ যাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক কি বলিলেন? যাহা দূর করিবেন বলিয়া অপূর্ব্ব ত্যাগ দেখাইলেন, তাহাই যদি না পাইলেন,—না করিতে পারিলেন,—তবে আর সিদ্ধার্থ হইলেন কেমন করিয়া? প্রতিনিয়ত মানুষের চক্ষের সুমুখে ঐ বিভীষিকা তিনটি যেমন আগেও করিত, এখনও তেমনি বিজয় গৌরবে নৃত্য করিতেছে; আর সেই নৃত্যের তালে তালে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শিথিল হইয়া আসিতেছে। মানুষকে তিনি দিলেন কি, মানুষ পাইল কি?

হাঁ! তিনি যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার জন্য স্নেহের অনন্তবন্ধন হেলায় ছিঁড়িয়াছিলেন তাহাই জগৎকে দিয়া গিয়াছেন। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু এখনও আছে, সত্য কথা; কিন্তু তাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ যুবার আনন্দ লইয়া মৃত্যুকে সাদর আলিঙ্গন করিয়াছেন। রোগ ও জরাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। নিজে জয়ী হইয়াছেন; জগৎকে সেই বিজয়ের অংশ বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অভিনব, একথা তিনি বলেন নাই; বরং বলিয়াছেন, যে সত্য লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল প্রাচীন কালের সেই আবিষ্কৃত সত্যেরই তিনি পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু, এজন্য তিনি যে মধ্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন উহা একান্তই অভিনব। প্রাচীনের বিস্মৃত উৎসের মুখ খুলিয়া দিয়া স্রোত বহাইয়া বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে যে ধারা লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, অন্ধবধির সে সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে—ধন্য হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধের বাণীর বিশ্লেষণ কিংবা সাধনপ্রণালীর বর্ণনার এ স্থান নয়, তার প্রয়োজনও নাই। একটা কথা কেবল ভাবিয়া বুঝিতে হয়;—বুদ্ধদেব ভারতের, অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিলুপ্তপ্রায় কেন?

আমরা বলি, আমরা বিশ্বাস করি,—ভারতবর্ষ তথাগতের বার্ত্তা ভুলিয়া যায় নাই—ভুলিতে পারে না। যখনই সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইহা তাহার পৈতামহ সম্পত্তি, তখন হইতে আর পৃথক্ নাম নির্দ্দেশের প্রয়োজন বোধ করিতেছে না। বৌদ্ধপ্রভাব, বুদ্ধের বাণী ভারতের ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সরল হইয়া জীবনের সঙ্গী হইয়াছে। ইহা যে সত্য, মনে হয়, এখন আর তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আমি যদি, স্বার্থের তাড়নায় তোমাকে বঞ্চিত করি, আর তুমি যদি তোমার, আমার ও বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রতিবাদ করিতে গিয়া আমার দেওয়া নির্য্যাতনও হাসিমুখে বরণ করিয়া লও, তখন আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, তুমি বৌদ্ধ। বিশ্বমঙ্গলের ধারা অব্যাহত রাখিতে গিয়া তুমি যখন আত্মত্যাগও শ্রেয়ঃকল্প মনে কর, উহাকে আত্মহত্যা বলিয়া তোমার ভ্রম হয় না, তখনই বুঝি—তুমি বৌদ্ধ।

অধিকন্তু, তুমি যখন পার্থিব সুখসম্পৎ, মানযশঃ, পদগৌরবের মোহ কাটাইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে অভিনন্দন কর, বুঝিতে পারি, তখন তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছ।

শিক্ষার নমুনা।

কোনও শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে, ঐ শিক্ষাপদ্ধতি যে শিক্ষা যোগায় তাহা শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক সাহস, সত্যে শ্রদ্ধা ও দেশপ্রীতি কি পরিমাণে জন্মাইতে পারে, এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা বিচারবুদ্ধিটাকে শাণধার করিয়া তুলিতে কতটা সাহায্য করে। আজকাল জ্ঞান, বুদ্ধি ও নীতি বিষয়ক শিক্ষা পুস্তকের সাহায্যেই দেওয়া হয়। ফলে পুস্তকগুলির সমালোচনা করিলেই শিক্ষারও রকমটা আমরা বুঝিতে পারিব।

পুরাকালে আমাদের দেশে নিয়ম ছিল পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শিক্ষার্থী ভগবানের নামগান করিত। আজকাল আমাদের দেশে পূর্ব্বপদ্ধতির পরিবর্ত্তে যাহা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কি আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহারই আলোচনা এখন করিব। যে কোনও পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকগুলির পাতা উল্টাইলে দেখিতে পাওয়া যাবে,—সেগুলির মধ্যে অন্ততঃ একখানা এমন পুস্তক আছেই, যাহার মধ্যে "রাজারাণীর" ছবিওয়ালা একটি কবিতা বা প্রবন্ধ প্রথমেই চোখে পড়ে। অতি "যোগ্য" গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদের মুখে এই কবিতা বা প্রবন্ধের আবৃত্তিরূপ মঙ্গলাচরণ দ্বারাই পাঠশালার কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। এইরূপ একটি কবিতার দুই একটি ছত্র নমুনাস্বরূপ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

কবিতাটির মধ্যে প্রথমেই পাঠকের চোখে পড়ে,—

"দেব-অংশ মহারাজ! ধন্য অবতার,
ভক্তি সহ্তে আমি নমি বার বার।"

গ্রন্থকারের উচিত ছিল কবিতার শীর্ষেই এই শ্লোকটিকে স্থান দেওয়া। "নমি" কথাটা এমন অশোভনভাবে প্রথম হইতে ছয় লাইন বাদ দিয়া বসাইবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। ইহাতে সঙ্কোচের কি আছে? পূর্ব্বেও ভগবানের স্তোত্র আবৃত্তি করান হইত। "শিশুটিকে" "প্রণমামি শিবং"—এই বাক্যটি প্রথম শ্লোকেই আছে; সুতরাং এক্ষেত্রেও মঙ্গলময় "দেব-অংশ মহারাজের" সম্বন্ধে "নমি" কথাটা প্রথমেই থাকা উচিত ছিল।

তার পর—

"রাজমন্ত্রী সবে দেখি রাজার মতন,
যেমন দেবতা তাঁর তেমনি বাহন।"

অর্থাৎ "তাঁহা হ'তে" যত উপকার পাই, "বাহন" হ'তেও তত উপকারই পাই। সত্যে শ্রদ্ধা জন্মান যদি প্রকৃত শিক্ষার একটা অঙ্গ হয়, আমাদের দেখিতে হইবে এই কবিতাপাঠে শিশুদের মনে সেই ভাব কি পরিমাণে উদয় হইতে পারে। রাজা নিজে আমাদের কিছু উপকার করিতে পারেন কিনা সেই ব্যাপারটা বুঝিবার সুযোগ ছেলেদের ঘটিবার পূর্ব্বেই এইরূপ একটা কথা সত্য বলিয়া তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার

চেষ্টাটা কি ছেলেদের মনে সত্যানুরাগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থকারের নিকট চাহিয়া লাভ নাই ; কেবল Text Book Committeeই এ বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুলিয়া দিতে পারেন। "বাহনদের" সম্বন্ধেও ঐ কথা। তবে এ স্থলে প্রশ্নটা হইতেছে "উপকার করেন কিনা !"—উপকার করিতে পারেন কিনা ?" নয়।

অন্যত্র—

"আমাদের লাট যিনি ধর্ম্ম অবতার,
প্রজার হিতের তরে সদা যত্ন তাঁর।"

"ধর্ম্মঅবতার তাঁর" বক্তের মধ্যে অর্ডিন্যান্স জারি, লবণের উপর ট্যাক্স বসান, পোষ্ট কার্ডের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ছেলেদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। পণ্ডিতেরা বলেন, সাধারণভাবে বলা অপেক্ষা বিশেষভাবেই বলিলেই ব্যাপারটা বেশী সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। পাঠশালা পরিদর্শকগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন, যেন গুরুমহাশয়েরা এ বিষয়ে ফাঁকি দিতে না পারেন।

আর এক স্থানে—

"ইংরাজ রাজত্ব দেখ কিবা শান্তিময়,
বর্গী ঠগী ডাকাতের নাহি কোন ভয়।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন" ইত্যাদি।

এই কয়টি লাইন ছেলেদের কাছে ব্যাখ্যা করিবার সময় গুরুমহাশয়গণ যেন উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে ভুলেন না—মহাত্মা, দেশবন্ধু প্রভৃতি ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইয়া, জালিয়ানওয়ালা বাগে গুলি চালাইয়া, জেনারেল ডায়ারকে পুরা বেতনে দেশে পাঠাইয়া দিয়া কিরূপভাবে "দুষ্টের দমন" আর "শিষ্টের পালন" করা হইতেছে। আর যে সব চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামির খবর প্রত্যহই পাওয়া যায় সেগুলির সম্বন্ধে যেন বলা হয়— "এগুলি ছেলে খেলা !" ছেলেদের এইরূপভাবেই সত্যবাদিতা শিক্ষা দিতে হয়। আমাদের এই কথায় বিশ্বাস না হইলে ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।

আবার,—

"রাজপুরুষেরা সবে ন্যায় দণ্ডহাতে,
এমন সুখের রাজ্য হয় না ভারতে।"

শিক্ষাপরিদর্শক কর্ম্মচারী যেন গুরুমহাশয়কে লিখিয়া পাঠান—"ছেলেদের বুঝাইয়া দিও শাদা ও কালার মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিচার বাটিয়া দিয়া শাদার গুরুত্ব ও কালার লঘুত্বের গৌরব বজায় রাখিয়া কিরূপভাবে ন্যায়(যম ?)-দণ্ডধারীরা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।"

পরে,

"একছত্রে সুশাসন এ ভারতভূমি,
কখন যা হয় নাই, দেখ আজ তুমি।"

গুরুমহাশয়েরা যেন ব্যাকরণের সূত্রের শুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ "একছত্রে" (এক+ছত্রে) কথাটি ছাত্রদের মুখস্থ করাইয়া রাখেন। "কখনও যা হয় নাই, দেখ আজ তুমি"—এ কথাটি ছাত্রদের মনে প্রথম স্বতঃসিদ্ধের (First Axiom) মত সত্য বলিয়া বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিলে, বিচারবুদ্ধির অনুশীলনের পথ পরিষ্কারই হইবে।

"বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, চিকিৎসা-আলয়" এর কথা বুঝাইবার সময় গুরুমহাশয় যেন বলেন যে, এরূপ আর কখনও ছিল না এবং ইংরাজেরা আমাদের অতিশয় ভালবাসেন—তাহার জন্যই এ সব আমরা পাইয়াছি, দাবী আমাদের কিছুই নাই। এইরূপ না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

"দেবতার বাহনদের" অধস্তন বাহনদিগকে এবং বিশেষ করিয়া "দেব-অংশ" রাজার স্বগোত্রীয়দের আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম না করিলে পাতক হইবে—এ কথাটাও যেন প্রসঙ্গক্রমে ছাত্রদের বুঝাইয়া দিয়া নৈতিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি করিতে ভুলেন না।

কবিতাটির স্থানে স্থানে (একাধিকবার) লেখা হইয়াছে—"এমন সুখের রাজ্য হয় নি ভারতে।" রামরাজত্বের কথাটা ছেলেদের মুখে শুনিলে যদি গুরুমহাশয় তাহাদের সাজা না দেন, তবে সব্-ইন্সপেক্টর মহাশয়ের উচিত হইবে—তাঁহাকে জরিমানা করা। এরূপ না করিলে ছেলেগুলি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া মিথ্যাতেই ডুবিয়া থাকিবে। অশোক, হর্ষবর্দ্ধনের কথা—ওঃ, সে ত সিডিসন্।

মেকলে সাহেব যে পালা আরম্ভ করিয়াছিলেন তার পরিসমাপ্তি হইল— "নবমুকুল"—দ্বিতীয় ভাগের—"রাজভক্তি"তে; সময়ের ব্যবধান অনেক, তাই বলিয়া সঙ্গতির অমর্য্যাদা হয় নাই। কবিতাটি নিখুঁত হইত, যদি নিম্নলিখিত লাইন কয়টি গ্রন্থকার যোগ করিয়া দিতেন :—

পূর্ব্বে এই দেশে, বাছা, বসন না ছিল,
দেখহ রাজার জাতি লজ্জা নিবারিল।
অসভ্য ভারতবাসী পরিত বল্কল,
বসন তাদের দিল বিলাতের কল।
অতি মিহি বস্ত্র সে যে পর সযতনে
অবশ্য মিলিবে তাহা সহরে দোকানে।
অতএব যোড়করে করিয়া প্রণতি
আমরা রহিব ঋণী তাঁহাদের প্রতি।

আশা করি গ্রন্থকার ১১শ সংস্করণে ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

"মল্লিনাথ"।

তুলার চাষ।

তুলার চাষের সময় আসিল। মনে রাখিতে হইবে তুলা উৎপন্ন করিতে পারিলে বস্ত্র সমস্যার একটা প্রধান ব্যাপারের সমাধান হইবে। নিজ পরিবারের বস্ত্রাদির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত তুলা বাজারে অনায়াসেই বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা লাভ করা যাইতে পারে।

মানভুম জিলাবোর্ডের অধিবেশন।

সভাগৃহে গিয়া দেখিলাম মেম্বরগণ সকলেই প্রায় আসিয়াছেন। দর্শকদের আসনও শূন্য ছিলনা, তাহা ছাড়া সকল দরজাতেই বাহু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া নানা শ্রেণীর লোক ব্যাপারটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। বারাণ্ডাতেও চাপরাসী, ঠিকাদার, ২।৫ জন উকিল ও অন্যান্য ভদ্র লোকেরা জটলা পাকাইতে ছিলেন। যাহারা সভার কার্য্য কিছুই বুঝে না এমন শ্রেণীর বহু লোকও কৌতূহলী হইয়া কি হইতেছে জানিবার জন্য সামনের গাছতলায় এ উহাকে প্রশ্ন করিতেছে। এই সভার আলোচ্য বিষয় জনসাধারণের খুব মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল।

হাওয়াটা কোন দিকে বহিবে তাহা প্রথমে বুঝা যাইতেছিল না। কিন্তু কংগ্রেসপক্ষীয় ও যো-হুজুরের দল উভয় পক্ষই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান্ ডেপুটী কমিশনার সাহেব যে উঁচু মেজাজেই ছিলেন তা গোড়াতেই বেশ বুঝা যাইতেছিল। বোর্ডের কার্য্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রশ্ন সভ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে স্বপক্ষীয় কর্ম্মচারীদের কাযের গলতি ধরা পড়িবে এই আশঙ্কাতেই হউক আর জনমত যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা তাচ্ছিল্য করিবার জন্যই হউক, চেয়ারম্যান্ প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করিতে দিলেন না।

এই প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসাদির সময়ে বেশ একটু গরম গরম কথার আদান প্রদান হইয়াছিল এবং তাহাতে বেশ একটু উপভোগ করিবার বিষয় ছিল—এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১টী ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ফেব্রুয়ারী মাসের ধানবাদের মিটিংএর শেষে চেয়ারম্যান্‌সাহেব সুরেশবাবুর হাতে কতকগুলি কাগজ দিয়া তাঁহাকে গৃহে যাইয়া সেগুলি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ কাগজে ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যাবলী ও মেম্বরদের এ বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে তাঁহার ধারনা লেখা আছে—তাহাতে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হইবে। ঐ কাগজগুলিতে নাকি যে সব সভ্যেরা দামোদরের নূতন পুল ফাটিয়া যাওয়ার ব্যাপারে চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি খুব অভদ্রোচিত গালাগালি ছিল। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ঐ মেম্বরদের আহাম্মক, গাধা বলা হইয়াছিল। এ কথাগুলির সম্বন্ধে চেয়ারম্যান্‌কে যে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল তার কোন জবাবই চেয়ারম্যান্ দেন নাই। শশধরবাবু ঐ কথা চেয়ারম্যান্ লিখিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে ধানবাদের টমসন সাহেব এমন সরস অবমাননার কথা কালা বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল শুনিয়া আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন —আর লিখিতে লজ্জা হয়, আমাদেরই "ঘরের ঢেঁকী কুমীরের" দলও তাহাতে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। জীমূতবাবু কিন্তু এই বিসদৃশ ব্যাপারটা নীরবে সহ্য করিলেন না। তৎক্ষণাৎ পুরুষোচিত ভঙ্গীসহকারে তিনি চেয়ারম্যানের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, চেয়ারম্যান্ যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বেকুবীরই পরিচায়ক(Idiotic Expression)। কথাটী বোধ হয় টমসন বা হর্ণলে সাহেবের শ্রুতিগোচর হয় নাই তাই তাঁহারা জীমূতবাবুকে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে বলেন ; কিন্তু জীমূতবাবু দমিবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া অধিকতর জোরের সহিত ইহার পুনরাবৃত্তি করিলেন, এমন কি অবশেষে Idiot কথাটীবানান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহার পরে ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—সকলগুলিরই ঐ একমাত্র উত্তর—উত্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না। চেয়ারম্যান্ নিজের ব্যবহার অন্যায় বলিয়া মনে না করিলেও হর্ণলেসাহেবের মনে হইয়াছিল, তিনি একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন তাই তিনিও চেয়ারম্যানকে এ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের কাহিনী কে শুনিবে ?

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা এই স্থানেই শেষ হইল। ইহার পর শশধরবাবু উঠিয়া বলিলেন চেয়ারম্যান্ ভাইস্‌চেয়ারম্যান্‌মহাশয়ের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ও ধানবাদের সভায় ইঞ্জিনীয়ার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে না দিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন সেই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ সভার কার্য্য ২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকুক। এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন, পরবর্ত্তী ৪টী বিশেষ প্রস্তাব চেয়ারম্যান্ উপস্থাপিত করিতে দিবেন না—তিনি ইহাই আশঙ্কা করেন সুতরাং এই সময়েই চেয়ারম্যানের কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা হউক। কিন্তু চেয়ারম্যান্ ভরসা দিলেন যে, প্রস্তাব উত্থাপনে তিনি বাধা দিবেন না, কাজেই শশধরবাবু বন্ধের প্রস্তাব—২ ঘণ্টার স্থলে পাঁচ মিনিট—করিতে রাজী হইলেন। প্রস্তাবটী গৃহীত হইলে ডেপুটী কমিশনারের কার্য্যের নিন্দা করা হইবে, এজন্য আশঙ্কা হইতেছিল সভ্যেরা সকলে এ বিষয় সমর্থন করিতে ভয় পাইবেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের মেরুদণ্ড একেবারে বক্র হইয়া যায় নাই, তাই ১৭—১৩ ভোটে ইহা গৃহীত হয়।

এই ব্যাপারে ধামাধরার দল যে একটু দমিয়া গেলেন তাহা তাঁহাদের আকৃতি হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছিল। ইহার পরে কিছুক্ষণ কতকগুলি সাধারণ কার্য্য হইল। তিনটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরে কংগ্রেসদলভুক্ত শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মজুমদার তাঁহার প্রস্তাব আনিলেন—"বোর্ডের হইয়া চেয়ারম্যান্ যে সকল কার্য্য করেন তাহা আর তিনি করিতে পারিবেন না"। তিনি এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিলেন না, এইবার শশধরবাবু তাঁহাকে সমর্থন করিতে উঠিয়া বলিলেন যে, ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ জীমূতবাবু সকলের শ্রদ্ধাভাজন এবং জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁহাকে কায করিতে না দিয়া চেয়ারম্যান্ বিদ্বেষভাবের পরিচয় দিয়াছেন। মানভূমের দুর্ভাগ্য, চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কাজেই যাঁহাকে বাহির হইতে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহাকে ঘাড়ের উপর রাখিতেই হইবে যতদিন না এই আইন বদলায়। কিন্তু সে জন্য তিনি আমাদের আহাম্মক গাধা বলিলে আমরা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। গাধা কথাটার পুনরুল্লেখ হইলে চেয়ারম্যান্ এবং শ্বেতাঙ্গ সভ্যেরা বেশ উপভোগ করিতেছেন বোধ হইল। আক্ষেপের বিষয় প্রভুর প্রসাদে কৃতার্থম্মন্য দেশীয় মার্কামারা সভ্যেরাও মনের উল্লাসে করতালি ধ্বনি দিয়া উঠেন নাই কেন—তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয় শ্বেতাঙ্গ দেবতাগণ ভদ্রতার বাহিরাবরণ দ্বারা তাঁহাদের মনোভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহারা কি করিলে তাঁহাদের মনের মতন হইবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। নচেৎ হয়ত উল্লম্ফনপূর্ব্বক "জয় চেয়ারম্যানের জয়, হউক যতই লাঞ্ছনা মোদের, সবই মোদের সয়" বলিয়া তান ধরিতেন।

বিষয়টী ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবের পক্ষে ১২জন ও বিপক্ষে ১১ জন হইয়া প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। ইহার পরে সুরেশবাবুর প্রথম প্রস্তাব চেয়ারম্যান্ অগ্রাহ্য করেন। তাহার পর সুরেশ বাবু আবার প্রস্তাব করিলেন, ক্যাংসাই নদীর পুল সম্বন্ধে ইঞ্জিনীয়ারের মূর্খতার জন্য তাঁহাকে জরিমানা করা হউক"; কিন্তু এবারও চেয়ারম্যান্ নিজের হাতের আইন লইয়া ইহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দেন।

ইঞ্জিনীয়ার রক্ষা পাইলেন। কিন্তু চেয়ারম্যান্ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। এতাবৎকাল গায়ের ঝাল মিটাইয়া কংগ্রেসওয়ালাদের ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধার কোনও একটী জবাব দিবার সুযোগ খুঁজিতে-

ছিলেন। সুরেশবাবুর প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি এক তাড়া লম্বা কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে কখন ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ প্রভৃতির সম্বন্ধে তিনি ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপমানসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" আরম্ভ করিলেন। এ সেই কাগজ যাহা সুরেশবাবুর হস্তে দেওয়া হইয়াছিল, তবে তিনি নিজে পড়িবার সময়ে, আর সাহস করিয়া গাধার কথাটী উল্লেখ করিলেন না দেখিয়া জীমূতবাবু অস্ফুটস্বরে "Coward!"—এই কথাটী উচ্চারণ করিলেন শুনিতে পাওয়া গেল। এই বিবরণ পাঠের সময় জীমূতবাবু বলিলেন যে এই সময়ে তাঁহার Chairman এর ওসব কথার সার্থকতা নাই কিন্তু চেয়ারম্যান নিজের বিদ্যা জাহির করিবার সুযোগ ছাড়িতে পারিলেননা, কাজেই সভাগণকে আড়াই দেড় ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার বর্ণনা শুনিতে হইল। ইতিহাসের পড়া মুখস্থর মত চেয়ারম্যানের এই পাঠনা যাঁ তাঁহার অনুগত কেরাণীদল ও বেতনভোগী ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

সর্ব্বশেষে শশধরবাবু ইঞ্জিনীয়ারকে বরখাস্ত করিবার প্রস্তাব আনিলেন। তিনি এ বিষয়ে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন ও প্রমাণ প্রয়োগের দলিলাদি উপস্থিত করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ নির্ভীকতা ও আবেগের সহিত যখন ঘটনাপরম্পরা বর্ণনা করিতেছিলেন—সকলেই উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারের কুকীর্ত্তি সম্বন্ধীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ইঞ্জিনীয়ারের মন্তব্য ইত্যাদি কাগজপত্র এতদিন সাধারণের নিকট হইতে লুকান ছিল তাহার ব্যাখ্যা শুনিবার সময় চেয়ারম্যান্ ও তাঁহার "মারিলে মারিতে পার, রাখিলে কে করে মানা"—ভাব ধরার দল পর্য্যন্ত জীবনের মধ্যে একবার লজ্জা অনুভব করিয়াছিলেন। কেশ দেখা গেল কার্য্যতঃ তাঁহাদের যাহাই করিবার ইচ্ছা থাকুক না কেন তাঁহারা যে একটা hopeless case হইয়া আসিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিবার মত বুদ্ধিটুকু তাঁহাদের পরিত্যাগ করে নাই। তবে একজন সদস্যের (তিনি সরকারেরই মনোনীত) ঘটে এটুকু বুঝিবার বুদ্ধিও ছিলনা দেখা গেল যখন তিনি বলিলেন "এ সব অনেক দিনের কথা, তামাদি হইয়া গিয়াছে।" আমরা মনে করিতাম—এরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় বুঝি কেবল "সধবার একাদশী"র যুগেই মিলিত, কিন্তু তাহা ভুল; বর্ত্তমানেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

হর্ণলে সাহেব কিন্তু চৈতন্য হারান নাই। তিনি দোষ ঢাকা যাইবে না বুঝিয়া এটাকে ছোট করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি ব্যাপারটাকে লঘুভাবে দেখিবার জন্যই সকলকে অনুরোধ করিলেন। জীমূতবাবু উঠিয়া বলিলেন চেয়ারম্যান্ সাহেবের সহিত ইঞ্জিনীয়ারের অসঙ্গত মৈত্রীর ফলে করদাতাগণের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায়—ইঞ্জিনীয়ারকে বরখাস্ত করা। অন্য পক্ষও সমভাবেই দোষী, কিন্তু তাঁহার উপরে বোর্ডের ত আর কিছু হাত নাই।

সুরেশবাবু বলিলেন ইঞ্জিনীয়ার দোষ স্বীকার করিলে সভ্যেরা ত্রুটীটাকে লঘু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু অনুশোচনার চিহ্ন ত কিছুই দেখিতেছি না, বরং চেয়ারম্যান্ চুনকাম করিতেই ব্যস্ত! —শ্বেতদ্বীপবাসী রাজার কুটুম্ব দোষ স্বীকার করিতে কেন বাধ্য হইবেন? কাজেই হর্ণলে সাহেবের এই শুভ চেষ্টা ফলদায়ক হইল না।

এই সময়ে সতীশবাবু উঠিয়া ইঞ্জিনীয়ারকে তিন মাসের জন্য বাচাইবার ইন্‌জেক্‌সন্ দিলেন। চেয়ারম্যান্ তখন বরিয়া অকুল পাথারে কূলের চিহ্ন দেখিয়া রায় দিলেন, যখন তিন মাসের নোটীশ দেওয়া হয় নাই তখন ইঞ্জিনীয়ার কর্ম্মচ্যুত হইতে পারে না। অতএব এ প্রস্তাব চলিবে না। এইরূপে সোমবারের পালা শেষ হইল।

বাহির হইবার সময় শুনিলাম, কে যেন বলিয়া উঠিল চেয়ারম্যান্ সাহেব দিন কতক আইন কলেজে পড়িয়া আসুন, সরকার বাহাদুরের আইনের আর এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিবেন না— সুতরাং তাঁহাকে এই মর্ম্মে এক অনুরোধ করা হউক। কিন্তু বেদ যেমন ভগবানের বাণী বলিয়া অভ্রান্ত—কলিযুগে শ্বেতমুখনিঃসৃত বাণীই ভারতের নূতন বেদ—এ কথা বোধ হয় তাঁহার জানা ছিল না।

—◆—

(প্রেরিত পত্র)

(লেখকের মত যেন কেহ সম্পাদকের মত বলিয়া গ্রহণ না করেন)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু——

মহাশয়,

গত ১লা চৈত্রের "মুক্তি"তে "নদীয়ার সংস্কৃত কলেজ ও টোল" শীর্ষক সংবাদ পড়িয়া হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে উত্তরকামের কোন স্থানে অথবা কলেজ নদীয়া গ্রামেই স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু আমি বলিতে চাই যে ঐ স্কুল কিম্বা কলেজ নদীয়া গ্রামে স্থাপিত হয় নাই এবং নদীয়া গ্রামের উক্ত ব্যাপারের সহিত কোনরূপেই সংশ্লিষ্ট নহে। যে ব্যক্তির উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তর্কচূড়ামণি মহাশয় চড়ম গ্রামে উক্ত বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি হঠাৎ উধাও হওয়ায় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ অবস্থা দেখিয়া [illegible] স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। আশা করি পত্রটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। নিবেদন ইতি

"মুক্তি"র জনৈক গ্রাহক।

৫ই চৈত্র ১৩৩২

বাজার দর।

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া ১৫ই চৈত্র)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৸৹ টাঃ। সোণা চলাপাত ভরি ২২৸৹ আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭০৲ টাঃ

দেশী নূতন চাল রাশি ৫৷৶৹ ঐ মাঝারি ৫৸৶৹ ঐ সরু ৬৸৹-৬৶৹ ঐ কলম কাটি ৬৷৹ পুরাতন ৭৷৹ টাকা। ধান ৩৶৹

বিরি কলাই ৫৷৶৹, অড়হর ডাল ১নং ৭৷৹ ঐ ২নং ৬৸৹ টাকা। মুসূরীর ডাল ৬৷৹ খেসারীর ডাল ৪৸৹ বুটের ডাল ৬৷৹ মুগের ডাল ৮৷৹ টাকা। বুট (ছোলা) ৪৸৶৹ টাকা। আটা কলের (বস্তা) ১৪৶৹ আনা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৬৲ টাকা। ঘি ঘণ্টর ১নং (মণ) ৭০৷৹ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৩৸৹ ঐ ২নং ২২৷৹ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১২৲ টাকা, দেশী কাণপুরী ১৩৷৹ টাকা। সূতার দর—বিলাতী ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷৷৹ নং ৭৶৹ আনা, ১০৷৷৹ নং ৭৴৹ আনা, গোপাল মার্কা ১২৷৷ নং ৭৴৹ আনা, ঐ ১১৷৷ নং ৭৲ টাকা। কাঁচা কয়লা— মণ ৶১০ আনা। গালার দর—টিয়েন ৬৩৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৬৭৲, সুপার ফাইন ৭৫৲। লাহার দর—ঝুকি ২৮৲, বৈশাখি ৩৬৲ কুসুম ৪৫৲।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের কারামুক্তি—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, অচিরে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া তিনি আবার তাঁহার অতুলনীয় উদ্যমের সহিত দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিবেন।

মহাত্মার আত্মকথা—

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ "ইউনিটি" পত্রের সম্পাদক ডাক্তার হোম্‌স্ মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা "ইউনিটি" পত্রে প্রকাশ করিবার অনুমতি লইয়া, তাহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছেন। "আত্মকথা" সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এই যে পৃথিবীর সর্ব্বকালের মহাপুরুষগণের লিখিত আত্মজীবনচরিতের মধ্যে ইহা শীঘ্রই স্থান পাইবে।

রাজবন্দী—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র অনশনের ফলে ওজনে প্রায় ৯ সের কমিয়া গিয়াছেন।

বহরমপুর জেল হইতে যে চারিজন রাজবন্দীকে মধ্যপ্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ নির্য্যাতনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত একখানা প্রেরিত পত্র হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার দত্ত ও শ্যামানন্দ সেন গুপ্তকে বহরমপুর জেল হইতে হাজারিবাগ জেলে পাঠান হইয়াছে, এবং সেখানে তাঁহাদের অবস্থা যতটা অসহ্য করিয়া তোলা সম্ভব, করা হইয়াছে।

ইন্‌সেন্ জেলে আবদ্ধ রাজবন্দীদের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গের খবর পাওয়া গিয়াছে।

পার্লামেণ্টে জনৈক শ্রমিক সভ্য সেদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারতসরকার কি বিনা বিচারে এতগুলি লোককে (রাজবন্দীগণকে) আজীবন আটক করিয়া রাখিতে চান্? আর্ল উইন্‌টার্টন্ কিছু সন্তোষজনক উত্তর দেন নাই।

কলিকাতার ৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটের এম্, হুসেইনকে অর্ডিন্যান্স আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইয়াছে এবং সেখানে তিনি আমাশয় রোগে ভুগিতেছেন।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—

কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী নাইডু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ, দেশ বাসীর অজ্ঞতাপ্রসূত জড়তা প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস—গ্রামসংগঠন কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার উপরেই স্বরাজ লাভের আশা নির্ভর করিতেছে; গ্রামে যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, সাড়াও যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

বিহার সংবাদ—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহার ইয়ংমেন্‌স্ ইনষ্টিটিউটে আগামী ২৮শে ও ২৯শে মার্চ্চ একটি খাদি-প্রদর্শনী খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। অধ্যাপক ভাস্বানী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত চম্পারণ গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আচারিয়ার শীঘ্রই বিহার পরিত্যাগ করিবেন।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি—

উক্ত কমিটির কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, জিলা কংগ্রেস-কমিটিগুলির ২৯শে এপ্রিলের মধ্যে প্রাদেশিক আইন-সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের জন্য মনোনীত প্রার্থিগণের নাম প্রাদেশিক কমিটির আফিসে পাঠাইতে হইবে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা—

গত ২৪ শে মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ জিন্নার দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কথা ছিল, প্রস্তাবটিতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্টে এশিয়া-বিদ্বেষ আইন গৃহীত হইলে ভারতীয় প্রবাসিগণের মঙ্গলের জন্য যেন তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। হোম্ মেম্বর বলিলেন, এখন এইরূপ প্রস্তাবের আলোচনা হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার চটিয়া যাইবেন; সুতরাং এ প্রস্তাবের আলোচনা এখন না করাই ভাল। মিঃ জিন্না ইহাতে স্বীকৃত হইয়া হোম মেম্বরকে অনুরোধ করিলেন, প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ের আলোচনার জন্য ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ অধিবেশনের জন্য যেন বন্দোবস্ত করা হয়। উত্তরে হোম মেম্বর বলিলেন, নূতন লাটসাহেব আসিলে তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করা হইবে। তারপর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হইল।

ব্রিটিশ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ—

পার্লামেণ্টের ২২শে মার্চ্চের অধিবেশনে জনৈক সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য এশিয়াতে ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং ইংলণ্ড-অধিকৃত দেশগুলিতে যাহাতে বিলাতী পণ্যের অবাধ রপ্তানী (ও ফলে বিক্রয়বৃদ্ধি) হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। উপনিবেশ-সচিব বলেন যে, হংকং মালয় এবং এডেনে এরূপ বন্দোবস্ত আছে তবে সিলোন (লঙ্কা) এখনও এইরূপ ব্যবস্থা করিতে রাজী হয় নাই।

নৌবাহিনীর জন্য ভারতের ব্যয়—

নৌবাহিনীর জন্য ভারত ব্রিটিশ সরকারকে প্রতি বৎসর ১০০,০০০ পাউণ্ড দিতেছে। ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর কয়েক খানা রণপোত ভারতের উপকূল পাহারা দেয় তাহারই জন্য ভারতের ব্যয় হয় ১০০,০০০ গিনি।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার মুব্রাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টা), পেন হোলডার ১টা, নিব ১২টা, জলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫টা, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টা, বোতাম ২ টা, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টা, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টা, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১ টা, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।
সন্তকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টা জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টা চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টা কাউনটেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশোলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা বারসী বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে ...ত্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, আদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মৎস্য আবাদের জন্য
বাঁধ বন্দোবস্ত

পুরুলিয়ার অতি সন্নিকট বোঙ্গাবাড়ী মৌজায় মাঝলাবাঁধ নামক সুবৃহৎ পুষ্করণী মৎস্য আবাদের জন্য ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত করা যাইবে। উক্ত বাঁধের পত্তোজার করিবার জন্য ...কের টাকার মধ্যে ১০০০৲ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। বাকি টাকা সন সন কিস্তি অনুসারে দিতে হইবে। এতদুপলক্ষে আগামী ... এপ্রিল ১৯২৬ বাং ২৩শে চৈত্র ১৩৩২ সাল ডাক করা হইবে। ...ং প্রকাশ থাকে যে অন্যূন ১০০০৲ টাকার কমে উক্ত বাঁধ বন্দোবস্ত করা হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল মিত্র
গাড়িখানা
পুরুলিয়া—জেলা মানভূম।

সন ১৩৩৩ সালের
পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী
প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!!

কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মাদি পণ্ড হইবে না।

মূল্য সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

পুরুলিয়ার এজেন্ট—শ্রীগোপাল গোবিন্দ দত্ত
কালীতলা পুরুলিয়া

প্রকাশক—শ্রীনন্দলাল শীল
৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ এ্যাণ্ড সন্স
জুয়েলার্স, ওয়াচমেকার্স ও অপ্টিসিয়ান্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

হেড্ অফিস
৭৮।১ হারিসন রোড্
ফোন নং ২৫৯৬ বি, বি,
টেলি { ফোন ২৫২৭ / গ্রাম "ঘোষজ"
কলিকাতা

আধুনিক যুগের পছন্দমত সকল রকম ডিজাইনের গহনা সকল সময় প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে নিয়মিত সময়ে পছন্দমত অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়া সরবরাহ করা হয়। সকলপ্রকার ঘড়ি, ক্লক ও টাইমপিস্ ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে।

ঘড়ি মেরামত ও চশমার কার্য্য উত্তমরূপে করা হয়। পত্র লিখিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৸০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুভ্র, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অবাধ পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীবার—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Mathanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড্ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, ডি, কর্ম্মকার।
(স্থাপিত ১৮৬১ সাল)

দি বেঙ্গল টাইপফাউণ্ড্রি
(স্থাপিত ১৯০৮ সাল)

৪০ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র সত্বাধিকারী—এন্, এন্ সান্যাল।

আমরা গত ৬০ বৎসর যাবৎ উত্তম ছেনী প্রস্তুত করিয়া উত্তম মেটালে প্রস্তুত টাইপ বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। বাজারের টাইপ অপেক্ষা আমাদের টাইপ অধিকদিন স্থায়ী।

আজকাল বহুসংখ্যক টাইপ ফাউণ্ড্রি হওয়াতে মফঃস্বলের মুদ্রাযন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়।

আমাদের ষ্টকে প্রচুর পরিমাণে অক্ষর, কোয়ার্ডস, স্পেস, লেড, কোটেশন প্রভৃতি মজুত থাকে। সর্ট টাইপের জন্য আপনাদিগকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী
(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং সাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫ টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১ টী, বোতাম ২ টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১ টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন। **সরকার ব্রাদার্স** ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী কাউনটেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশোভী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়

একশত টাকার উপকার

স্বদেশী—

আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারশী বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মৎস্য আবাদের জন্য

বাঁধ বন্দোবস্ত

পুরুলিয়ার অতি সন্নিকট বোঙ্গাবাড়ী মৌজায় মাকলাবাধ নামক সুবৃহৎ পুষ্করণী মৎস্য আবাদের জন্য ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত করা যাইবে। উক্ত বাঁধের পত্তনিদার করিবার জন্য ডাকের টাকার মধ্যে ১০০০৲ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। বাকি টাকা সন সন কিস্তি অনুসারে দিতে হইবে। এতদুপলক্ষে আগামী ৬ই এপ্রিল ১৯২৬ বাং ২৩শে চৈত্র ১৩৩২ সাল ডাক করা হইবে। এবং প্রকাশ থাকে যে অন্যূন ১০০০৲ টাকার কমে উক্ত বাঁধ বন্দোবস্ত করা হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল মিত্র

গাড়িখানা

পুরুলিয়া—জেলা মানভূম।

সন ১৩৩৩ সালের

পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা ও

ডাইরেক্টরী

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!!

কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মাদি পণ্ড হইবে না।

মূল্য সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

পুরুলিয়ার এজেণ্ট—**শ্রীগোপাল গোবিন্দ দত্ত**

কালীতলা পুরুলিয়া

প্রকাশক—**শ্রীনন্দলাল শীল**

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ এ্যাণ্ড সন্স

জুয়েলার্স, ওয়াচমেকার্স ও অপ্টিসিয়ান্স্

১৬১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

হেড অফিস ৭৮১ হ্যারিসন রোড, ফোন নং ২৯৯৬ বি, বি,	টেলি	ফোন ২৫২৭ গ্রাম "ঘোষজ"

কলিকাতা

আধুনিক যুগের পছন্দমত সকল রকম ডিজাইনের গহনা সকল সময় প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে নিয়মত সময়ে পছন্দমত অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়া সরবরাহ করা হয়। সকলপ্রকার ঘড়ি, ক্লক ও টাইমপিস্ ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে।

ঘড়ি মেরামত ও চশমার কার্য্য উত্তমরূপে করা হয়। পত্র লিখিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৸০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অমৃত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন ১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিকেরস্ হাইড্রক্লাইড অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড্ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—

সকল ডাক্তারী দোকান অথবা

অমিতাভ ঘোষ,

১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সি, ডি, কর্ম্মকার।

(স্থাপিত ১৮৬১ সাল)

দি বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি

(স্থাপিত ১৯০৮ সাল)

৪০ নং বেচুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র সত্বাধিকারী—এন, এন্ সান্যাল।

আমরা গত ৬০ বৎসর যাবৎ উত্তম ছেনী প্রস্তুত করিয়া উত্তম মেটালে প্রস্তুত টাইপ বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। বাজারের টাইপ অপেক্ষা আমাদের টাইপ অধিকদিন স্থায়ী।

আজকাল বহুসংখ্যক টাইপ ফাউণ্ড্রি হওয়াতে মফস্বলের মুদ্রাযন্ত্রের কর্তৃপক্ষগণের অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়।

আমাদের ষ্টকে প্রচুর পরিমাণে অক্ষর, কোয়ার্ডস্, স্পেস, লেড, কোটেশন প্রভৃতি মজুত থাকে। সর্ট টাইপের জন্য আপনাদিগকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট কেস্, এটেচি কেস, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।

শাখা:—কমল ভাণ্ডার

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা।

Reserved for Dindayal Pharmacy.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্বুর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, আসানসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দৌসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দ্রাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৹ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা বার), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর। এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া কলিকাতার সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। যে সকল মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র-পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৴১০ দুই পয়সা মাত্র

	সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲	৪৲
মাসিক "	১৷৹	১৷৹

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭৷১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

অনিল বরণ।

বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা।

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার ; ২২শে চৈত্র ১৩৩২, ৫ই এপ্রিল ১৯২৬ { ১৬শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
আম্বীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৴০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

——:*:——

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময়মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বিহার উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৫ ধারা অনুযায়ী হোল্ডিংএর (বাস্ত বাড়ীর) বাৎসরিক মূল্যের এবং তদুপরি মিউনিসিপ্যাল টেক্সের পরিবর্ত্তিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিসে রাখা হইয়াছে। ঐ তালিকা, আফিস যে দিন বন্ধ থাকিবে তাহা ব্যতীত সকল দিন আফিসের সময় ইচ্ছা করিলে যে কেহ মিউনিসিপ্যাল আফিসে যাইয়া দেখিতে পারেন। যে টেক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, কিম্বা বাৎসরিক যে মূল্য ধৃত হইয়াছে অথবা যদি কেহ কোন হোল্ডিং দখল করেন না—এরূপ হয় বা তিনি তৎসম্বন্ধে টেক্স দিতে দায়ী নহেন—এরূপ আপত্তিও থাকে তাহা হইলে এই নোটীশ প্রকাশিত হইবার ১ মাস মধ্যে দরখাস্ত করিবেন। এইরূপ আপত্তি করিবার দরখাস্ত ফরম্ মিউনিসিপ্যাল আফিসে ৴১০ পয়সা মূল্যে পাওয়া যাইবে। ইতি—

মিউনিসিপ্যাল আফিস, পুরুলিয়া } স্বাঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহ, চেয়ারম্যান, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

তাং ২৫শে মার্চ্চ ১৯২৬

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২ টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টর রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১ টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অতিসুক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘন্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউনটেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশেলী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বন্দে মাতরম্।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
সুবিখ্যাত সন্দেশের দোকান।

বিশুদ্ধ ঘৃতে তৈয়ারী।

আসুন, পরীক্ষা করুন। দর সুলভ, ওজন পাকা, অর্ডার মত সর্ব্বপ্রকার ঢাকাই খাবার পাইবেন।

লুচি তরকারী— ৷৵০ আনা সের।

বর্দ্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা ও সিতাভোগ—৸০ আনা।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!

ইহা ত্সর গরদের ন্যায় শুদ্ধ। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

"মুক্তি"

"প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন,
হবে তার মাতৃ-ঋণ প্রতিদান।"

সন ১৩৩২ সাল ২২শে চৈত্র সোমবার।

অনিলবরণ।

একবৎসর পাঁচ মাস কারাবাসের পর অগ্নিদাহে প্রোজ্জ্বল সুবর্ণের ন্যায় আমলাতন্ত্রের নিগ্রহের ফলে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া দেশপ্রাণ অনিলবরণ পুনরায় প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহাকে স্বাগতং বলিয়া অভ্যর্থনা করিবার যোগ্যতা আমরা অর্জ্জন করিতে পারি নাই, কারণ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত সময়ে আমরা এমন কোন কাজ করি নাই যাহাতে তাঁহার ত্যাগ ও কর্ম্মশক্তি আমাদের জীবনের উপর প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের কর্ম্মবীরা প্রভুত্বের ঔদ্ধত্যকে লোকমতের নিকট অবনমিত করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্যও করিতে পারি নাই। যাহারা মতলব করিয়া নিজেদের প্রভুত্বকে নিরাপদ রাখিবার জন্য স্বাধীনতার উদীয়মান ভাব ও তদনুকূল বিপুল কর্ম্মশক্তিকে ইট পাথরের প্রাচীরের মধ্যে আটক রাখিতে চেষ্টা করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারাই আবার জনমতের বিচ্ছিন্নতা ও দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের আধিপত্যটাই চিরস্থায়ী করিবার জন্য একটা অনুগ্রহের অভিনয় করিয়া জনপ্রিয় নেতাকে কারাগারের বাহিরে আসিতে অনুমতি দিয়াছে। যে দেশে শুধু পশুবলের প্রয়োগ দ্বারাই বিজেতা বিজিত জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে সেই দেশে যে অত্যাচার অবিচার হয় তাহাতে অনেকটা প্রকাশ্যভাবের স্পষ্টতা আছে, শান্তি, শৃঙ্খলা প্রভৃতি নৈতিক কথার আবরণ দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না, অথবা ফাঁকিবাজির কৈফিয়ৎ দিয়া তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কপটতা ও অসত্যের আশ্রয় নেওয়ারও আবশ্যক হয় না। কিন্তু যে দেশে বিজিত জাতির সহযোগিতা এবং দাসসুলভ অনুবর্ত্তিতা ব্যতীত পশুবল অচল হইয়া যায় এবং প্রভুত্বের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করা অসম্ভব হয় সে স্থলে ভয়ে ও মোহে জনসাধারণকে অভিভূত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে নরম ও গরম নীতির অনুসরণ না করিলে চলেনা। অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক শক্তি যে সেই দেশের আদিম নিবাসীদের উপর পশুর মত ব্যবহার করিয়া তাহাদের বংশ লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে, অথবা রুষদেশের সম্রাট পোল্যাণ্ড বিজয় করিয়া সেই দেশের অধিবাসীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল গর্ব্বোদ্ধত শক্তির নিজেদের নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার সমর্থনের নিমিত্ত মিষ্ট কথার কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। কিন্তু ভারতের জাতীয় ভাবের দুর্ব্বলতা ও বিচ্ছিন্নতাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা প্রভুত্বের গদিতে সমাসীন হইয়াছে তাহারা ভালরূপেই জানে যে নিরবচ্ছিন্ন পশুবলের প্রয়োগ দ্বারা ত্রিশ কোটি লোকের আবাসস্থল এই বিশাল দেশটাকে করায়ত্ত রাখিয়া কায়েমীভাবে ভোগ দখল করা সম্ভব নয়। তাই বিনা বিচারে বন্দী করিবার গরম নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া কিছুদিন একটু কোমল নীতি, একটু মনভুলান অনুগ্রহ-নীতি চলিতে থাকিবে। নূতন বড়লাট লর্ড আরউইন্ বিলাত হইতেই মিষ্টি কথার ঝুড়ি লইয়া আসিয়াছেন। সেই কোমল নীতির ফলস্বরূপ আরও দুই চার জন রাজবন্দী হয়ত মুক্ত হইবে, দুই একটা অশোভন আইনের অস্ত্র হয়ত প্রত্যাহৃত হইবে, লর্ড রেডিং যে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে জল ঢালিবার হয়ত হরেক রকম চেষ্টা হইবে, কিন্তু গরম নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাহা, নরম নীতিরও উদ্দেশ্য ঠিক তাহাই। উভয়েরই উদ্দেশ্য স্বাধীনতার ভাব ভারতবাসীর মনে যাহাতে অঙ্কুরিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। জাতীয়তাহিসাবে ভয় ও মোহই স্বাধীনতার ভাববিকাশের বিরোধী। দমন-নীতি দ্বারা ভয়ে এবং মোহন-নীতি দ্বারা মোহে জাতিটাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারিলেই প্রভুত্বের আধিপত্য নিষ্কণ্টক, নিশ্চিন্ত মনে খামখেয়ালি মেজাজে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে। এই ত হিসাব। দেড়শত বৎসর ধরিয়াই এই হিসাব চলিয়া আসিতেছে, পর্য্যায়ক্রমে দমন ও মোহন নীতির অভিনয় করা হইতেছে। জাতির মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া যখন যে নীতির প্রয়োজন হয় তখনই তাহা অবলম্বন করা হয়। অনিলবরণ, উপেন্দ্র, অতুল বা অমরনাথের কারামুক্তি একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে, জনমতকে মোহাভিভূত করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টায় একটা নীতি পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস মাত্র। অনিলবরণের কারামুক্তির পূর্ব্বে ষ্টিফেন্‌সন সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ধারণা পরিবর্ত্তনের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা একটা ছেলেভুলান স্তোক বাক্য মাত্র। এই অহিংসাপন্থী, অসহযোগী কর্ম্মবীর সম্বন্ধে উঁহাদের পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল এখনও তাহাই আছে, কিন্তু দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থা চিন্তা করিয়া ইঁহারা বুঝিয়াছেন যে অনিলবরণকে আটক রাখিয়া এখন আর কোন ফল নাই, তাই তাঁহাকে মতলব করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, দয়া করিয়াও নহে, ভুল সংশোধন করিবার জন্যও নহে। জাতি

গঠন যাঁহারা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জনসাধারণের মনে দমন ও মোহন উভয় নীতির প্রয়োগ সময়েই যদি অচঞ্চল ও সজাগ থাকিবার ভাব উৎপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলেই কূট নীতির প্রভাব হইতে এই ভয় ও মোহে অভিভূত জাতির উদ্ধার হইতে পারে।

অনিলবরণের কারামুক্তি উপলক্ষে একটা কথা সকলেরই মনে রাখিতে হইবে যে ব্যক্তিগতভাবে অনিলবরণের উপর আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে কাহারও কোনরূপ ভালবাসাও নাই, বিদ্বেষভাবও নাই। এই নির্ভীক সত্যসন্ধ প্রেমিক পুরুষের ভিতর দিয়া যে ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা ভারতের জাতীয় জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে অসত্য ও অন্যায়ের উপর যাহাদের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অবস্থিত তাহাদের সেই আধিপত্য অব্যাহত রাখা অসম্ভব। তাই এই অবসন্ন বিচ্ছিন্ন জাতির অন্তঃকরণে যে কেহ সত্যের আলোক বহন করিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে তাহাকেই সময়ে দণ্ড-নীতির আশ্রয় লইয়া, সময়ে অনুগ্রহ-নীতির আশ্রয় লইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল কৌশল কার্য্যকরী হয় বলিয়া সব ক্ষেত্রেই উহা প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের প্রণালী যে মানুষের ভাবজগতে প্রযুক্ত হইতে পারে না তাহা ক্ষমতার গর্ব্বে ও প্রভুত্বের অহঙ্কারে পশুবলে বিশ্বাসী স্বার্থান্ধগণ স্মরণ রাখিতে পারে না। ফলে মিথ্যা, অন্যায় ও ভেদনীতির বিরোধী সত্য, ন্যায় ও প্রেমের ভাবরাশি যখন ঘনীভূত হইয়া একশ্রেণীর প্রাণবান্ মানুষের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে তখন তাহার প্রকাশে বাধা দিতে গিয়া বিপরীত ফলই লাভ হয়। সত্য ও প্রেমের মহিমা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আধিপত্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। দৃঢ়চিত্ত অনিলবরণ দণ্ড ও অনুগ্রহের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সত্য ও প্রেমের আলোক লইয়া মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন। বিরোধী শক্তির তাঁহাকে হীনবল করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বর্দ্ধিত শক্তি লইয়া, বিশুদ্ধতর অনুভূতি লইয়া, অদম্য উৎসাহ লইয়া এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎকৃপায় সম্পূর্ণ নির্ভরভাব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অক্লান্ত কর্ম্মী অনিলবরণ কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া ধীরভাবে দেশের অবস্থার কথা ভাবিয়াছেন। সাধকসুলভ অনুভূতির সাহায্যে তিনি স্থিরভাবে বুঝিয়াছেন যে শুধু একটা সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করা যাইবে না, একটা মূলনীতিকে আশ্রয় করিয়া সত্য ও প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিতে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। অনলে দগ্ধ সুবর্ণের অঙ্গে যেরূপ উহার স্বরূপ প্রভা ফুটিয়া উঠে, বিশুদ্ধহৃদয় অনিলবরণের বাক্যেও তেমনি সত্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই অমূল্য অভিজ্ঞতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার ত্যাগ ও কর্ম্মোৎসাহে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া, দেশপ্রেমকে জীবনের সম্বল করিয়া, বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনার অপেক্ষা না করিয়া যদি জাতিগঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি তাহা হইলেই অনিলবরণের মুক্তিতে আমাদের আনন্দ প্রকাশের অধিকার হইবে, নতুবা শিষ্টাচারের অভিনয় করিয়া শুধু সভা-সমিতিতে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বেশী সার্থকতা নাই। তাঁহার নির্ভীকতা আমাদিগকে আমলাতন্ত্রের রুদ্রনীতির উৎপীড়ন সানন্দচিত্তে সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুক, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা আমাদিগকে জাতীয়ভাবে সত্যসন্ধ করিয়া তুলুক, তাঁহার আড়ম্বরশূন্য ত্যাগ আমাদিগকে দেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করুক, তাহা হইলে তিনিও নিজের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিবেন, আমরাও দেশমাতৃকার সেবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইব।

আইন-অমান্য——আইন-অমান্যের কথা উঠিলেই একদল বিজ্ঞ রাজনীতিক আছেন যাঁহারা কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন, আইন-অমান্য আরম্ভ হইলে এদেশের লোক নিরুপদ্রবভাবে তাহা চালাইতে পারিবে না। বেশী দিনের কথা নয়, আকালী শিখগণ প্রমাণ করিয়াছেন, কিরূপে নানা বিঘ্ন, বিপদ ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়াও অহিংসানীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়। পশুবলদৃপ্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই প্রকারের শান্তিপূর্ণ সার্থক অভিযান আমাদের দেশের অনেকেরই চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াও দেখিতে চান না, বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলেও বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বলিবেন—ভারতের সকলেই ত আকালী শিখ নয়। সকলেই আকালী শিখ নয়—এ কথাটা যতখানি সত্য, চেষ্টা করিলে আকালীদের গুণগুলি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি—সে কথাটাও ততখানিই সত্য। মোট কথা—আইন-অমান্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে চাই সাহস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইচ্ছা আর সঙ্ঘবদ্ধতা। এই কয়টা গুণ অতি অল্প চেষ্টাতেই যে আমরা অর্জ্জন করিতে পারি, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে, অপরিমিত বিশ্বাসপ্রবণতার প্রয়োজন হয় না। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কাঁথিতে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এত বেশী দিন পূর্ব্বে হয় নাই যে, সে কথা কাহারও মনে থাকিতে পারে না। আর এই সেদিন বরিশাল জিলার অন্তর্গত লাউখানি ইউনিয়নের লোকেরা দেখাইয়াছে, সামান্য দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেই কাম্য বস্তু কত সহজে আপনি আসিয়া ধরা দেয়। তাহারা ইউনিয়ন বোর্ড চায় নাই, জোর করিয়াই ইউনিয়ন বোর্ড তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শেষ অস্ত্রস্বরূপ তাহারা ইউনিয়নের ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিলেন, মিলিটারী পুলিশ আসিল। গ্রামবাসীদের মাল পত্র নিলামে উঠাইবার জন্য অন্যত্র পাঠাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল, বহিয়া লইয়া যাইবার লোক মিলিল না। পুলিশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনকে নির্দ্দয়ভাবে মারপিট্ করিল, দুইটি শিশু মাল বহিয়া লইয়া যাইতে অস্বীকার করায় শান্তিরক্ষকগণ শিশু-অঙ্গে লগুড়চিহ্ন আঁকিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু গ্রামবাসিগণ ধৈর্য্য ধরিয়া—সব গ্লানি সব লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া—নির্ভীকভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বে-গতিক দেখিয়া সদর হইতে ছুটিয়া আসিলেন, মিষ্ট কথায় গ্রামবাসীদের ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না, শেষে বাধ্য হইয়া গ্রামবাসীদের ডাকিয়া প্রচার করিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া লওয়া হইল। ক্ষুদ্র গ্রাম, অল্পসংখ্যক গ্রামবাসী—নিরস্ত্র দুর্ব্বল, সহায়হীন—একদিকে, আর একদিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সশস্ত্র শান্তিরক্ষকের দল—মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে, জয় হইল পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণজীবী মুষ্টিমেয় গ্রামবাসীর, কারণ তাহাদের সহায় ছিল—সাহস, অন্যায়াসহিষ্ণুতা, আর সঙ্ঘবদ্ধতা। বিশ্বাস হয় কি?

সম্মিলিত জাতীয় দল—

কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা একটি সম্মিলিত জাতীয় দল সৃষ্টি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্বরাজ্যদল ভিন্ন সকল অপর দলের সভ্য লইয়া এই দলটি খাড়া করিবার চেষ্টা চলিতেছে। উদ্দেশ্য—স্বরাজ্যদলকে আগামী নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে কৃতকার্য্য হইতে না দেওয়া। এই দল কি কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, এবং কি নীতিই বা অনুসরণ করিবেন, তাহা এখনও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বোম্বাইয়ে এক কন্‌ফারেন্সে এই সব বিষয় স্থির হইবে। মিঃ জয়াকর, মিঃ কেল্‌কার প্রভৃতি আপেক্ষিক সহযোগী হইতে আরম্ভ করিয়া, কিছুদিন পূর্ব্বের মন্ত্রি-শত্রু জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এবং অতিরিক্ত মাত্রায় উদারনৈতিক রাজনীতিক শ্রীযুক্ত চিন্তামণিও এই দলে আছেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি যখন যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদের মন্ত্রী ছিলেন, সে অবস্থায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনের অরাজকতা হইতে দেশকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে "বে-আইনী" আইন প্রচলিত করিতে অযাচিতভাবে সম্মতি প্রদান করিয়া পণ্ডিত মতিলালপ্রমুখ শত শত কংগ্রেসকর্ম্মীকে কারারুদ্ধ করার ব্যাপারে সরকারের সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী সেদিন বাঙ্গালা কাউন্সিলে এইরূপ কয়েকটি আইন প্রচলনের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেল্‌কার, জয়াকরকে আমরা অগ্নিভুক্ বলিয়াই জানি। স্বরাজীদের উপরে অভিমান করিয়া একটি সম্মিলিত দল খাড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেও সকল বিষয়েই ইঁহারা একমত হইতে পারিবেন কি? লর্ড সিংহ পূর্ব্বাহ্নেই ইঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিতে ভুলেন নাই—ইংরাজের উপর শ্রদ্ধা হারাইও না; ইংলণ্ডকে বিশ্বাস কর, চক্ষু খুলিয়াই দেখিতে পাইবে "স্বরাজ" করতলগত হইয়াছে।

জাতিসঙ্ঘ—

জাতিসঙ্ঘের একটি কমিটি ইরাক্ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছে যে, ন্যায়তঃ মসুল তুরস্ক রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইংলণ্ড যে একথা মানিয়া লইতে রাজী নয়, তাহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এ দিকে আবার ফ্রান্স গোপনে কল টিপিয়া জার্ম্মাণীকে জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হইতে দিল না। জার্ম্মাণীকে জাতিসঙ্ঘের স্থায়ী আসন দিবার জন্য ইংলণ্ডের ব্যর্থ চেষ্টার মূলে নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেম যে কি পরিমাণে ছিল, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—প্রকৃতই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই কি জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে? অন্ততঃ আমেরিকা যে একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মাল্‌ভেনী সাহেবের সাক্ষ্য—

জেল কমিটিতে মাল্‌ভেনী সাহেব যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহা জানিলেই ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। "বিহার হিরাল্ড" পত্রিকা কয়েকটি নূতন খবর প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া মনে হয় মাল্‌ভেনী সাহেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে জেল কমিটি সহজে স্বীকৃত হন নাই। প্রথম উক্ত কমিটি মাল্‌ভেনী সাহেবকে একরূপ বলিয়াই দিয়াছিলেন, তোমার কথা আমরা শুনিতে চাই না। পরে ঐ একরোখা আইরিশম্যান্ যখন বলিয়া বসিলেন, তোমরা না শুনিতে চাও, "ক্যাথলিক হেরাল্ডে" আমার বক্তব্য আমি প্রকাশ করিব, তখন অগত্যা কমিটিকে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরের ব্যাপার পাঠক সবই শুনিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন মাল্‌ভেনী সাহেব সাক্ষ্য দেন তখন কমিটির ভারতীয় সভ্যগণ অনুপস্থিত ছিলেন। এইরূপ কেন হইল, তাহা জানা যায় নাই; সুতরাং অনুপস্থিতির কারণটা আমাদের অনুমান করিয়াই লইতে হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা অনেকেই স্বরাজ চাই। কিন্তু যত দিন না আমাদের ছেলে মেয়েরা স্বরাজের উপযুক্ত হইব, তত দিন স্বরাজ পাইলে ত আমাদের বিশেষ উপকার হইবে না। তাহাতে বরং অনিষ্ট হইতে পারে। এখন হইতে প্রাণপণে ছেলে মেয়েদের স্বরাজের উপযুক্ত করা চাই। আমি মেয়েদের জন্য লিখিতেছি। সুতরাং তাহাদের কথাই বলিব।

সাধনা ও শিক্ষা ভিন্ন মেয়েরা প্রকৃত 'মা' হইতে পারেন না। যে প্রকার শিক্ষাতে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চাই। হয় ত আমার সঙ্গে সকলে একমত হইবেন না। সে আশা করাও বৃথা।

আমার মনে হয় এখন যে প্রণালীতে অধিকাংশ স্কুলে স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার হইতে পারে না। যে শিক্ষা বালকের উপযোগী তাহা বালিকার নহে। কারণ প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। যার যেমন কর্ম্ম করিতে হয়, তার তেমন শিক্ষা আবশ্যক। বালক ও বালিকার কর্ম্ম ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। তবে উভয়েরই লক্ষ্য এক। দুয়ের কর্ম্মের ভিতর সামঞ্জস্য থাকা চাই। মেয়েরা বি, এ, এম, এ পাশ করিলে মনে করিতাম, স্বরাজ শীঘ্রই আসিবে। এখন সে ভাব আর নাই। কারণ, দেখিতেছি যে বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া মেয়েরা অনেক স্থলে প্রকৃত "মা" হইতে পারেন নাই। ইহা শিক্ষার দোষই বলিতে হইবে।

মেয়েরা যাহাতে ভবিষ্যতে আপনার, অপরের ও সমাজের কাযে সহায়তা করিতে শেখে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা প্রথম হইতেই দেওয়া উচিত।

আজ কাল মুক্ত বায়ুতে শিক্ষা প্রদানের পক্ষপাতী অনেকেই। তাহার মধ্যে আমিও একজন। ইহাতে কি ছেলে কি মেয়ে সকলেরই উপকার হয়। স্বাস্থ্যের জন্যও ইহা একান্ত আবশ্যক। স্কুলের চার দিক খোলা হইবে। স্থান এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে যে সেখানে সকলের যাওয়া আসার সুবিধা হয়। স্কুলে স্থান থাকা চাই। কারণ মেয়েরা ছুটোছুটি ও খেলা করিবে। একটু পর্দ্দাও থাকা দরকার। এইরূপ স্থান সহজে মেলা ভার। কিন্তু এমন এক স্বর্ণ সুযোগ আসিয়াছে যে পুরুলিয়া সহরবাসীর ভাগ্য ভালই বলিতে হইবে। পুরুলিয়া সদর হাঁসপাতাল শীঘ্র স্থানান্তরিত হইতেছে। তাহার সংলগ্ন ডাক্তারের ও কম্পাউণ্ডারের ঘর দুটি অচিরে খালি হইবে। আমি ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ মহোদয়কে ঐ দুটি ঘর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দিতে অনুরোধ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। সহরবাসীরা এ সুযোগ যেন না ছাড়েন, এই আমার সবিনয় অনুরোধ।

স্কুলে দু' একটা পশু পক্ষী থাকিবে—যথা হাঁস, পায়রা, ছাগল, বিড়াল ও কুকুর ইত্যাদি। মেয়েরা তাহাদের পুষিবে ও পালন করিবে। দু' একজন পীড়িতেরা স্কুলে স্থান পাইবে। মেয়েরা তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে শিখিবে। সামান্য একটি ফল ফুলের তরি তরকারির বাগান থাকিবে। তাহারই সাহায্যে মেয়েরা রন্ধন করিয়া পীড়িতদের খাওয়াইবে। চরকাতে সুতা কাটিয়া ও হাতে ও কলে সেলাই করিয়া জামা কাপড় তৈয়ার করিবে। গান বাজনা করিয়া সকলকে প্রফুল্ল করিবে। পুস্তক পড়িয়া নীতিকথা শুনাইবে। স্কুল গৃহে ছোট একটি ঠাকুর ঘর থাকিবে। তাহাতে মেয়েরা পূজাপাঠ ও দেবার্চ্চনা করিতে শিখিবে। মেয়েদের মারা আসিয়া মধ্যে মধ্যে শিক্ষা পরিদর্শন করিবেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী বোঝেন। তাঁহারা জানেন তাঁদের মেয়েদের কোন শিক্ষাতে বিশেষ উপকার হইবে। স্ত্রী-শিক্ষার ভার মাদের উপর থাকিলেই ভাল হয়। তবে আমরা তাঁদের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। 'মা' হওয়া বড় শক্ত। তার চেয়ে শক্ত 'মা' গড়া। বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা ব্যতীত 'মা' হওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার এত উজ্জ্বল আদর্শ আছে যে অন্য দেশে বোধ হয় তত নাই। দ্রৌপদীর মত দৃঢ়মনা, সীতার মত পতিগতপ্রাণা, খনার মত বিদূষী, অহল্যা বাইর মত দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোকহিতৈষিণী, রাণী ভবানীর মত কর্ম্মকুশলা ও ব্রহ্মচারিণী, লক্ষ্মী বাইর মত সাহসিকা ও রণপারদর্শিনী কোথায় পাইব? মাত্র কয়েকটির নাম করিলাম। আরও জ্ঞাত অজ্ঞাত কত কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের 'মা'রা ঈশ্বরে ভক্তি, স্বজনবন্ধুবান্ধবে স্নেহ, বিপদে ধৈর্য্য, কষ্টে সহিষ্ণুতা ত্যাগ ও সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সেই সমস্ত গুণের অধিকারিণী আমাদের মেয়েরা। যে দেশে এমন মারা আছেন, সে দেশে তাঁহাদের মেয়েরা কেন জাগ্রত হইবে না। কেবল শিক্ষার অভাবে ফল হইতেছে না। এখন হইতে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। যত দিন না মেয়েরা জাগ্রত হইবে, তত দিন ছেলেরা জাগ্রত হইলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। এদের কাযে অন্যের সহায়তা ভিন্ন চলিবেনা। শাস্ত্রেই আছে

> "তেজোঽভাবে যথা বায়ুর্ন প্রবাতি কদাচন।
> সহায়া যদি ন নার্য্যো নিষ্ক্রিয়াঃ পুরুষাস্তথা॥
> জননী দুহিতা পত্নী স্বসা স্নুষা চ বান্ধবী।
> নিত্যং করোতি কল্যাণ মিহস্বাত্র চ শাশ্বতম্॥"

শ্রীনগেন্দ্র নাথ মিত্র।

জাগরণ।

(প্রাপ্ত)

বন্দীর গলে শৃঙ্খল বাঁধা
মুয়ে পড়ে তার ভারে
সাধক আসিয়া কহিল তাহারে,
" "মুক্তি" এনিছি দ্বারে।
বাঁধন তোমার পড়িবে খসিয়া
দুঃখ শোক ভুলে উঠিবে হাসিয়া
এনেছি আমি যে লওগো আসিয়া
"মুক্তি" মাথায় করে,
বন্দী তুমি যে বন্ধন তব একেবারে
যাবে ছিঁড়ে॥"

রজনী তখন হতেছিলো শেষ
দিতেছিলো দেখা আলো,
সুপ্ত স্বামীরে ডাকি কহে বধূ,
"জাগো ওগো ভোর হোলো"।
কাননে পাখীরা পাগলপারা
উঠিল গাহিয়া আপনাহারা,
"হে প্রভু তোমার আশীষ-ধারা
ঢালো ওগো আরো ঢালো";
বন্দীর কাছে মুক্তি তখন লেগেছিলো
বড় ভালো॥

উন্নত করি অবনত শির চাহিল
দ্বারের পানে
কুহকিনী আশা কত কি যে কথা
কয়ে গেল তার কানে।
বিষাদক্লিষ্ট আননে তাহার
হাসির রেখাটী ফুটিল আবার,
সাধকের পানে চাহে বার বার
মন তার নাহি মানে,
মুক্তির বাণী আজিকে তাহারে
বাহিরেই শুধু টানে॥

শিকল তাহার উঠিল বাজিয়া
ঝন্ ঝন্ ঝন্‌রবে,
রক্ষীরা যত আসিল ছুটিয়া
ত্রস্ত ব্যস্ত সবে।
সেনানীরা আসে করি কলরব
কারা প্রাঙ্গণে জমা হল সব,
যেন রাজ্যের সকল বিভব
বন্দী লুটিয়া লবে;
উদ্বেগে সব উঠিল ফুকারি,
"কি উপায় করা যাবে?"

অরুণ কিরণে ভরে গেছে দিক
ভরে গেছে প্রাঙ্গণ,
বন্দী তখন বাঁধন ছিঁড়িতে
করিতেছে প্রাণপণ।
মুক্তির বাণী শুনেছে সে কাণে
রহিতে বাঁধনে প্রাণ নাহি মানে,
লভিবে মুক্তি আজি প্রাণদানে,
ছিঁড়িবে সে বন্ধন;
শৃঙ্খল তার রহিয়া রহিয়া
করি ওঠে ঝন্ ঝন্॥

সাধক তখনো বাহিরে দাঁড়ায়ে
মুখে তার হাসি রেখা,
শিরপরে তার কণক কিরীটে
মুক্তির বাণী লেখা।
কহিল, "বন্দী, হয়ো না নিরাশ
কঠিন ভাবিয়া পেয়োনাকো ত্রাস,
বাহিরিয়া এসো ছিঁড়িয়া এ পাশ
ঐ আলো যায় দেখা;
জ্বলিয়া উঠুক পরাণে তোমার
ভীষণ বজ্র শিখা॥"

বহুদিন পরে শিকল তাহার
ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজি,
বক্ষের মাঝে দ্রুততালে তাই
আনন্দ ওঠে বাজি।
বাহিরিল পথে ভাঙ্গি কারাগার
মুক্ত করিয়া রুদ্ধ দুয়ার,
রক্ষীরা সব করি মার মার
ছুটিয়া আসিল সাজি;
বন্দী তাদের রুখিয়া দাঁড়াল
পরাণের ভয় ত্যজি॥

কহিল, "আজিকে মুক্তি লভেছি
নিয়েছি আপনা চিনে,
দুনিয়াতে আর নাহি ভয় মোর
মরণে লয়েছি জিনে।
মুক্তি আমার জীবনের পণ
চির আদরের কামনার ধন,
পেয়েছি তাহারে করি প্রাণপণ
আজিকার শুভদিনে;
চিত্ত আমার কাঁপিবেনা আর
বৃথা তব গরজনে॥"

প্রেরিত পত্র।

(লেখকের মতামত যেন কেহ সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন।)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মহাশয়, নিম্নলিখিত সংবাদটীকে আগামী সপ্তাহের "মুক্তি"তে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদনমিতি—

ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ড, তোপচাঁচি।

তোপচাঁচির সন্নিকট আমাড়ি, কেন্দুয়াডি ও গণেশপুর ইত্যাদি মৌজার গরুমহিষাদি বরাবর সন্নিকট পাহাড়ে চরিত। এখন ওয়াটার বোর্ড কর্ত্তৃক উক্ত পাহাড় ও তৎসহ উপত্যকাভূমি ক্রয় করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত সমতল ভূমি পতিত থাকায় অতি সুন্দর কচি কচি ঘাস উৎপন্ন হইয়াছে, এখন উক্ত গ্রামসমূহের গোমহিষাদি লোভ সামলাইতে না পারিয়া উপত্যকা ভূমি ও তৎসংলগ্ন পাহাড়ে আরোহণ করতঃ নিজ নিজ উদর পূরণের চেষ্টা করিলে বা উক্ত ভূমির সন্নিকটে গেলেও ওয়াটার বোর্ডের নিযুক্ত দুইজন সিপাহীর দ্বারা ধৃত হয় ও পালে পালে আনীত হইয়া স্থানীয় তোপচাঁচি খোঁয়াড়ে প্রবেশ লাভ করে। উক্ত পশ্বাদির মালিকগণ প্রত্যহ জরিমানা দিয়া খোঁয়াড় হইতে গরু ছাড়ায়। তাহাদের প্রদত্ত জরিমানা পশ্বাদির মূল্য অপেক্ষা অধিক। কোনও কোনও দিন এক এক জন মালিককে পঁচিশ হইতে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়। এইরূপে দরিদ্র প্রজাগণের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা শ্রবণে স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয় বিগলিত হয়।

প্রজাগণ কয়েকবার ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জ্যাক্‌সনের ও চেয়ারম্যান্ মিঃ হর্ণলের নিকট গরু চরাইবার আদেশ প্রার্থনা করে এবং তাহাদের ক্ষতি প্রদর্শন করে কিন্তু উপরোক্ত বিচারক প্রজাগণের কথায় কর্ণপাত করেন নাই ও তাহাদের প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন। যদি একান্তই তাঁহারা প্রজাগণের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে নারাজ তাহা হইলে তাঁহাদের বোর্ডের গৃহীত চৌহদ্দির চারিধারে বেড়া (Fencing) দিতে পারেন যাহাতে পশুগণ প্রবেশ করিতে না পারে।

বোর্ডের কোনও সহৃদয় সদস্য এবিষয়ে বোর্ডে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলে খুব ভাল হইত।

নিঃ

১৭ই মার্চ্চ, ১৯২৬ শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সিংহ চৌধুরী।

মাননীয় "মুক্তি" সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

পুরুলিয়ার নূতন হাঁসপাতাল সম্বন্ধে আমি দুই একটী কথা বলিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকায় মুদ্রিত করিলে বাধিত হইবে।

শুনিতেছি আগামী ১লা এপ্রিল হইতে নূতন হাঁসপাতালে কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে ঔষধপত্র ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে। রোগীরা আগামী কল্য যাইবে। এত বড় একটী হাঁসপাতাল হইয়াছে কিন্তু জলের বন্দোবস্ত মোটেই নাই। একটী কূয়া আছে, তাহাতে অতি অল্পই জল আছে। হাঁসপাতাল-কমিটীর মধ্যে ত অনেকেই আছেন, তাঁহাদের মাথায় কি এটা খেয়াল হয় নাই যে জলের ভাল বন্দোবস্ত না হইলে হাঁসপাতালের কার্য্য চলবে না? মেম্বারদের জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "কেন, সাহেব বাঁধ আছে জলের কি ভাবনা?" বাড়ীতে বসিয়া সাহেব বাঁধ দেখান অতি সহজ।

হাঁসপাতালের ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, লেডি ডাক্তার ইত্যাদি সকলকেই হাঁসপাতালের নূতন বাড়ীতে যাইতে হইবে। রোগী ছাড়া আরও ২০০।৩০০ লোক থাকিবে। তাহাদের জন্য জলের কি বন্দোবস্ত হইয়াছে? ডাক্তারবাবুরা অবশ্য লোক রাখিয়া সাহেব বাঁধ হইতে জল আনাইতে পারেন—যদি লোক পাওয়া যায়—তবে কম্পাউণ্ডার, কেরানী প্রভৃতি সাহেব বাঁধ হইতে জল আনিবার কি বন্দোবস্ত করিবে? তাহারা কি জলের জন্য লোক রাখিতে সক্ষম হইবে? মেম্বরগণ একবার নূতন বাড়ীতে থাকিয়া দেখুন না কি সুখ?

কাল হাঁসপাতাল কমিটীর মিটিং ছিল। এই কথার কোনও মীমাংসা হইয়াছে কি না?

শুনিতেছি বাড়ী এমন চমৎকার হইয়াছে যে বৃষ্টির সময় জলই ঘরের ভিতর পড়ে। দরজা জানালা বন্ধ করিলে দেওয়ালের বালি খসিয়া পড়ে। নিজে দেখি নাই, একন্য এসম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারি না। বড় বড় কনট্রাক্টার, এনজিনীয়ার আছেন, তাঁহারা বুঝুন। মেম্বরগণ ইহার কি প্রতিকার করিবেন?

পুরুলিয়া, ৩১।৩।২৬ ইতি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

স্থানীয় সংবাদ।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান্ টপ্‌লিস্ সাহেবের নূতন কীর্ত্তি—মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ওয়েল্‌উড্ সাহেবের মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। যুদ্ধের পর জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ১৯২১ সাল হইতে পুর্ব্বকার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ইহাকে আরও মাসিক দেড়শত টাকা ভাতাস্বরূপ দিয়া আসিতেছিলেন। এই অতিরিক্ত ভাতার টাকা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারগণের বেতনের গ্রেড্ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্তই দেওয়ার কথা ছিল। গভর্ণমেণ্ট যখন স্থির করেন যে ইঁহাদের আর বেতন বৃদ্ধির আবশ্যক নাই, তখন আপনা হইতেই এই অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার প্রথা বন্ধ হইয়া যায়। অনুসারে বর্ত্তমান বোর্ডের আমলে প্রায় তিন মাস হইল ওয়েল্‌উড্ সাহেবের ভাতাও বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ওয়েল্‌উড্ সাহেব পুনরায় ঐ ভাতার টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করে। চেয়ারম্যানের এই টাকা মঞ্জুর করিবার নিজের ক্ষমতা নাই বলিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করেন। তদুত্তরে গভর্ণমেণ্ট বলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইচ্ছা করিলে ইঞ্জিনিয়ারের উপর বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে পারে। আমরা জানিতে পাইলাম যে টপ্‌লিস্ সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আবেদন পত্র পাঠাইবার পর ভাইসচেয়ারম্যান্ জীমূতবাবুর কাছে উহার উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাবু বলেন যে ওয়েল্‌উড্ সাহেবের অকর্ম্মণ্যতা ও ঔদ্ধত্যের জন্য মেম্বরগণ তাঁহার উপর মোটেই সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা এই টাকা মঞ্জুর করিবেন না। কিন্তু স্বজাতিবৎসল চেয়ারম্যান্ টপ্‌লিস্ সাহেব একে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভায় কৃষ্ণকায় মেম্বরদের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণস্বরূপ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অনুমতি না লইয়াই ইঞ্জিনিয়ারের উপর কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। অবিলম্বে টাকা দিবার জন্য চেক্ নিজে সহি করিয়া ভাইসচেয়ারম্যান্ জীমূতবাবুকে সহি করিতে পাঠান। এই টাকা দেওয়া নিতান্ত বে-আইনি বলিয়া জীমূতবাবু সহি করিতে-রাজি হন না। তখন টপ্‌লিস্ সাহেবের স্বজাতিবাৎসল্য একেবারে উথলিয়া উঠে। তিনি ভাইসচেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে স্কুলের ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌সপেক্টারকে দিয়া সহি করাইয়া স্বয়ং খাজনাখানায় গিয়া চেক ভাঙ্গাইয়া অনুগ্রহের চরম নিদর্শন দেখান। এই সব প্রভুদের হাতেই সাধারণের টাকাগুলি লইয়া ছিনিমিনি খেলার ভার রহিয়াছে। ইহারা না মানেন আইন, না জানেন নিয়মপ্রণালী। অপমানে, লাঞ্ছনায়ও ইঁহাদের লজ্জা নাই। যত দিন আমাদের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা থাকিবে তত দিন এই প্রভুদের ঔদ্ধত্য কোন না কোন আকারে দেখা দিবেই।

উপনির্ব্বাচন—মিউনিসিপ্যালিটির গত উপনির্ব্বাচনে ৩নং ওয়ার্ড হইতে ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় অধিকারী কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শোক সংবাদ—

পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ দাস মহাশয় সাধারণ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১০ই চৈত্র বুধবার বেলা ৩টার সময় ৮১ বৎসর বয়সে ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া পরলোক গত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই দিন মধ্যেই তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীও সামান্য জ্বররোগে তাঁহার অনুগমন করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণবাবুর পিতা পুরুলিয়াতে প্রথম মহকুমার স্থাপন সময়ে তৎকালীন ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক আহুত হইয়া নিজ নিবাস বর্দ্ধমান জেলার চম্পাই গ্রাম হইতে পুরুলিয়ায় আসেন এবং মোক্তারী কার্য্য করেন। গঙ্গানারায়ণবাবু পুরুলিয়ার প্রাচীনতম অধিবাসিগণের মধ্যে অন্যতম। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের এই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ডাক্তার বরদাকান্ত রায়ের পুরুলিয়ায় প্রত্যাগমন—

আমরা অবগত হইলাম, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ চক্ষু-চিকিৎসাবিশারদ পুরুলিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বাহাদুর মহাশয় গত প্রায় ৩ মাস যাবৎ বোলপুর শান্তিনিকেতন, সিউড়ি, ঢাকা, শুভড্ডা, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বহু দরিদ্র লোকের চক্ষের ছানি অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়া তিনি এ সমস্ত লোকের চিকিৎসা করিয়াছেন। তাঁহার এ নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের অনেক রোগী তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইবার আশায় এখানে আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের, ও আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক —সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে তিনি সম্প্রতি এখানে ফিরিয়া আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

জাতীয় সপ্তাহ।

প্রত্যেকে স্মরণ রাখিবেন ৬ এপ্রেল হইতে ১৩ এপ্রেল জাতীয় সপ্তাহ। এই পবিত্র সপ্তাহে প্রত্যেকে জাতীয় সপ্তাহের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যগুলি পালন করিবেন।

বন্দে মাতরম্

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি।

আগামী ১৮ই এপ্রেল রবিবার ৫ই বৈশাখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে জেলা কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। ইতি—৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৬।

আলোচ্য বিষয়:—

১। কাউন্সিল্ ও এসেম্বিলর কংগ্রেসপক্ষে সদস্য নির্ব্বাচন।

২। কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী।

৩। বিহার ষোড়শ প্রাদেশিক সম্মেলনীর আয় ব্যয়ের হিসাব।

৪। অন্যান্য আবশ্যক বিষয়।

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ

সেক্রেটারী

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি।

অভ্যর্থনা সমিতি।

আগামী ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৬ রবিবার বাংলা ৫ই বৈশাখ ১৩৩৩ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় পুরুলিয়ায় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ১৬শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হইবে। সকল সভ্যগণের উপস্থিত আবশ্যক ও প্রার্থনীয়।

শ্রীজীমূত বাহন সেন।

সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়:—

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্দ্ধারণমত সম্মেলনীর আয় ব্যয়ের হিসাবের তালিকা।

২। অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়।

আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচন।

বিহার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার (লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের) ও ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভার (ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লীর) আগামী নির্ব্বাচনে যাঁহারা কংগ্রেসপক্ষে নির্ব্বাচনপ্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে চাহেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের ঐরূপ ইচ্ছাজ্ঞাপক পত্র ও নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র, যাহা নিখিল ভারত কংগ্রেসকমিটির দিল্লী অধিবেশন নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা, স্বাক্ষর করিয়া আগামী ২০শে এপ্রেল তারিখের পূর্ব্বে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটির সেক্রেটারীর নিকট, খদ্দর ডিপো মোরাদপুর, পাটনা—ঠিকানায় পাঠাইবেন এবং ১৮ই এপ্রেলের পূর্ব্বে তাঁহাদের ঐরূপ পত্র ও প্রতিজ্ঞার নকল এক প্রস্থ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পুরুলিয়া কংগ্রেসকমিটি অফিসে পাঠাইবেন। ১৮ই এপ্রেল পুরুলিয়ায় মানভূম জেলা কংগ্রেসকমিটির অধিবেশনে কাউন্সিল নির্ব্বাচনপ্রার্থীগণের মনোনয়ন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির মতামত প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটিকে পাঠান হইবে।

প্রতিজ্ঞা পত্র—

"আমি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) একজন সভ্য। আগামী বিহার প্রাদেশিক কাউন্সিলের (অথবা ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের) সদস্যনির্ব্বাচনে একজন প্রার্থীস্বরূপ কংগ্রেসপক্ষে...নির্ব্বাচনক্ষেত্র হইতে দাঁড়াইতেছি এবং এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি আমি মনোনীত হই তাহা হইলে উক্ত নির্ব্বাচন ব্যাপার পরিচালনা সম্বন্ধে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটি বা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি অথবা ঐ ঐ কমিটির নির্দ্দেশ ও

উপদেশ অনুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটি যে যে নিয়ম ও উপদেশাবলী জারি করিয়াছেন বা করিবেন তদ্দারা আমি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য রহিলাম। যদি আমি মনোনীত না হই তবে এই নির্ব্বাচনে প্রার্থীস্বরূপ কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা (লড়াই) করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

আমি ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি আমি নির্ব্বাচিত হই তাহা হইলে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কাণপুর অধিবেশনের নির্দ্ধারণ ও নিখিলভারত কংগ্রেসকমিটির গত ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ তারিখের নির্দ্ধারণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি কর্ত্তৃক প্রচারিত আমার নির্ব্বাচনসংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের লিখিত মত কার্য্যনীতি ও কার্য্যধারা আমি বিশ্বস্তভাবে পালন করিব।

প্রাদেশিক কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের পরিচালনা সম্বন্ধে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি বা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি অথবা কাউন্সিলের কংগ্রেসদল সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও উপদেশাবলী জারি করিবেন তাহাও আমি বিশ্বস্তভাবে পালন করিব।

যদি আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কংগ্রেস অথবা নিখিলভারত কংগ্রেস-কমিটি বা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির, প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির অথবা প্রাদেশিক কাউন্সিলের কংগ্রেস-দলের কার্য্যনীতি ও উপদেশ অনুসারে কাজ না করি তাহা হইলে আমি আমার সদস্য পদ ত্যাগ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি।

পুরুলিয়া, ২রা এপ্রেল ১৯২৬। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেসকমিটি।

বিবিধ সংবাদ

মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বকার ন্যায় কাজ-কর্ম্ম তিনি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুসৌরীতে যাইবার এখনও কিছু দিন বিলম্ব আছে। জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে তিনি জানাইয়াছেন যে, হেলসিঙ্গফোর্সে বিশ্বছাত্র-সম্মেলনীতে যোগদান করিতে তাঁহার যাওয়া, না-যাওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তবে এ বিষয়ে এখনও তিনি কিছুই স্থির করেন নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জয়—

"ইংলিশম্যান্" লিমিটেড্ এবং অপরাপরের বিরুদ্ধে মানহানির জন্য ৫০,০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া সুভাষবাবু কলিকাতা হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। "ইংলিশম্যান্" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় এই মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, তাহাতে সুভাষবাবুকে "বিপ্লববাদী" বলা হইয়াছিল। মোকদ্দমা দায়ের হইবার পর "ইংলিশম্যান্" সুভাষবাবুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছিল। সেই দোষ স্বীকারের জন্যই দণ্ড খুব গুরুতর হয় নাই। হাইকোর্ট "ইংলিশম্যান্"কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সুভাষবাবুকে ২০০০৲টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিয়াছেন। "ইংলিশম্যান্" হয়ত ভাবিয়াছিল যে, সরকার যখন বিনা বিচারে সুভাষবাবুকে "বিপ্লববাদী" বলিয়া আটক করিয়াছে, তখন সেও বিনা কলঙ্কেই যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে, কিন্তু ভুলটা তাহার ভাঙ্গিয়াছে। এই রায়ের ফলে, বিনা বিচারে সরকারের সুভাষবাবু প্রভৃতি রাজবন্দীগণকে আটক করিয়া রাখা ব্যাপারটা কি পরিমাণে বিসদৃশ হইয়া দাঁড়াইল, পাঠক বুঝিয়া দেখুন।

এদিকে পার্লামেণ্টে কিন্তু ভারতের সহঃ সচিব জোরগলায়ই বলিতেছেন—খুন হইবার ভয়ে সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হইতে চায় না বলিয়াই সুভাষবাবুর প্রকাশ্য বিচার এখন হওয়া অসম্ভব। অনিলবাবুর সম্বন্ধেও ত এইরূপ কথাই বলা হইয়াছিল, তার পর। এই প্রহসন আর কত দিন চলিবে?

রাজবন্দীর স্ত্রীর মৃত্যু—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীসন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে আর হইয়া উঠিল না। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় সরকারের নিকট তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"আমার স্বামীকে ইন্‌সেইন্ জেল হইতে দেশে আনিয়া নিজ গৃহেই আবদ্ধ রাখা হউক, যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই।" কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই, কারণ পাষাণ-হৃদয় না হইলে ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। এই নিদারুণ সংবাদে ইনসেইন জেলে হরিকুমার বাবুর মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, ভগবানই জানেন।

আবার অর্ডিন্যান্স—

১২৭নং সার্কুলার রোডস্থ ছাত্রাবাস হইতে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ ইনিষ্টিটিউটের ছাত্র প্রেমরঞ্জন সেন গুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মাদারীপুরে ভীষণ ঝড়—

গত ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে মাদারীপুর মহকুমার উপর দিয়া ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু বহিয়া গিয়াছে। আকাশে একটি জলস্তম্ভ দেখা দেয়, সেই সঙ্গে প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়। আড়িয়াল খাঁ নদীতে অনেক নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। বহুলোক গৃহহীন হইয়াছে। ৭০ জনের অধিক লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ভারত-সচিব শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

গবর্ণরের বিরুদ্ধে মামলা—

গত ৩১শে মার্চ্চ বিহার ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজী সদস্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় পাটনা হাইকোর্টে বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর, শাসনপরিষদের সদস্যগণ এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের বিরুদ্ধে বিশেষ আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে, উক্ত রাজকর্ম্মচারিগণের ভ্রমণের ব্যয় বাবদ যে টাকা খরচ হয় তাহা এইবার কাউন্সিলের দ্বারা মঞ্জুর করান হয় নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে উক্ত ব্যয় কাউন্সিলের দ্বারা মঞ্জুর করাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্যই এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। অধিকন্তু, যাহাতে উক্ত কর্ম্মচারিগণ প্রাদেশিক রাজস্বের টাকার কোনও অংশ আপাততঃ ভ্রমণের জন্য ব্যয় করিতে না পারেন, তাহার জন্যও একটি বিশেষ আজ্ঞা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক (রাষ্ট্রীয়) সম্মেলনী—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সম্মেলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ আগামী ২২শে মে সম্মেলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড্ অব্ বিস্‌মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স—৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড্ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সি, ডি, কর্ম্মকার।

(স্থাপিত ১৮৬১ সাল)

দি বেঙ্গল টাইপফাউণ্ড্রি

(স্থাপিত ১৯০৮ সাল)

৪০ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী—এন্, এন্ সান্যাল।

আমরা গত ৬০ বৎসর যাবৎ উত্তম ছেনী প্রস্তুত করিয়া উত্তম মেটালে প্রস্তুত টাইপ বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। বাজারের টাইপ অপেক্ষা আমাদের টাইপ অধিকদিন স্থায়ী।

আজকাল বহুসংখ্যক টাইপ ফাউণ্ড্রি হওয়াতে মফঃস্বলের মুদ্রাযন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়।

আমাদের ষ্টকে প্রচুর পরিমাণে অক্ষর, কোয়ার্ডস্, স্পেস্, লেড্, কোটেশন প্রভৃতি মজুত থাকে। সর্ট টাইপের জন্য আপনাদিগকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reserved for Dindayal Pharmacy.

মৎস্য আবাদের জন্য বাঁধ বন্দোবস্ত

পুরুলিয়ার অতি সন্নিকট বোঙ্গাবাড়ী মৌজায় বাবলাবাধ নামক সুবৃহৎ পুকরণী মৎস্য আবাদের জন্য ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত করা যাইবে। উক্ত বাঁধের পত্তোদ্ধার করিবার জন্য ডাকের টাকার মধ্যে ১০০০৲ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। বাকি টাকা সন সন কিস্তি অনুসারে দিতে হইবে। এতদুপলক্ষে আগামী ৬ই এপ্রিল ১৯২৭ বাং ২৩শে চৈত্র ১৩৩২ সাল ডাক করা হইবে। এবং প্রকাশ থাকে যে অন্যূন ১০০০৲ টাকার কমে উক্ত বাঁধ বন্দোবস্ত করা হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল মিত্র
গাড়িখানা
পুরুলিয়া—জেলা মানভূম

সন ১৩৩৩ সালের

পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!!

কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মাদি পণ্ড হইবে না।

মূল্য সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

পুরুলিয়ার এজেণ্ট—**শ্রীদোল গোবিন্দ দত্ত কালীতলা পুরুলিয়া**

প্রকাশক—শ্রীনন্দলাল শীল

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের, সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

শ্মশানে নিশান।

from 17th issue

বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥৵ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা।

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার। ২৯শে চৈত্র ১৩৩২, ১২ই এপ্রিল ১৯২৬ | ১৭শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০ সারিবাদ্যাসব—৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড অফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭১ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময়মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ২৲ টাকায় লইলে উপহার ব্লু ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত "বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশেলী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বন্দে মাতরম্।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের

সুবিখ্যাত সন্দেশের দোকান।

বিশুদ্ধ ঘৃতে তৈয়ারী।

আসুন, পরীক্ষা করুন। দর সুলভ, ওজন পাকা, অর্ডার মত সর্ব্বপ্রকার ঢাকাই খাবার পাইবেন।

লুচি তরকারী— ।।৵০ আনা সের।

বর্দ্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা ও সিতাভোগ—৸০ আনা।

মাত্র ছয় টাকায়

একশত টাকার উপকার

স্বদেশী—

আলপাকা শাড়ী।

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার কারও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মজবুত ও টেকসই। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীকান্ত নাগের

সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

সন ১৩৩৩ সালের

পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা ও

ডাইরেক্টরী

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!!

কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মাদি পণ্ড হইবে না।

মূল্য সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

পুরুলিয়ার এজেণ্ট—**শ্রীগোপাল গোবিন্দ দত্ত**

কালীতলা পুরুলিয়া

প্রকাশক—**শ্রীনন্দলাল শীল**

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন) বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৸০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ ও অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

কয়েকটী নামজাদা

সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷০, ঐ এরোপ্লেশাল—১১০৲, বার্টন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেটল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে, প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

"মুক্তি"

"আবৃত নভ নিবিড় ঘনে
ভুবন ঘন আঁধারে,
গরজে গুরু অশনি ভীম নিনাদে।
জাগিয়া ক্ষীণ কিরণ-কণা
কাঁপে আঁধার মাঝারে,
হরষ যেন জাগে অসীম বিষাদে!"

——বিজয় চন্দ্র মজুমদার।

সন ১৩৩২ সাল ২৯শে চৈত্র সোমবার।

শ্মশানে নিশান।

সৌধমালাপরিশোভিত হইয়াও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীভৎসতায় কলিকাতা নগরী আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। মনুষ্য চরিত্রের মধ্যে যত রকমের নীচতা, পৈশাচিকতা, নিষ্ঠুরতা এবং বর্ব্বরতা কল্পিত হইতে পারে তাহা নাগরিক জীবনের উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া তাথৈ তাথৈ রবে ভৌতিক নৃত্যের অভিনয় করিতেছে। যুক্তি, তর্ক, নীতির কথা ত দূরে থাকুক সাধারণ ব্যবহারিক স্বার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত চক্রান্তকারী একশ্রেণী ধূর্ত্ত লোকের উত্তেজনায় ধর্ম্মান্ধ বিদ্বেষোন্মত্ত জনতার পৈশাচিক প্রতিহিংসালোলুপতার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রকাশ্যে হউক, গোপনে হউক, ইট পাথর লাঠি তলোয়ার যাহা পাওয়া যায় তাহাদ্বারাই পরস্পর পরস্পরকে হতাহত করিবার চেষ্টায় ছোট বড় সবাই যেন প্রমত্তের মত ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। দ্বেষভাব ও ঘৃণাভাবের ধূমায়িত অগ্নিরাশি সয়তানের অনুচরবর্গের প্ররোচনায় যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আত্মবিধ্বংসী বহ্নির জ্বলন্ত রূপ দেখিয়া পতঙ্গের মত দলে দলে হিন্দু মুসলমান নিজেদের সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া অনলের প্রদাহ শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। এই প্রচণ্ড অগ্নি-শিখায় কত কি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে কে তাহার গণনা করিবে? মন্দির, মসজিদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ, মনুষ্যত্ব সব যেন এক সময়ে এই ভীষণ শ্মশানের ভস্মস্তূপ-রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মনুষ্য হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি, ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি-গুলিও যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, দেবতার লীলাক্ষেত্র বোধ হয় ভূত প্রেতের আবাসভূমিতে পরিণত হইল। একতা স্থাপনের সঙ্কল্প, জাতীয়তার ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার সঙ্কল্প, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিয়া প্রেমের ক্ষেত্রে মিলিত হইবার সঙ্কল্প এবং সর্ব্বোপরি বিরোধী শক্তির সহিত যুক্ত-ভিত্তিতে লড়াই করিয়া স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প, সব যেন একেবারে চিরকালের মত এই বিদ্বেষদাবাগ্নি লক্ লক্ জিহ্বা প্রসারিত করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মানবের পাশবিক প্রকৃতির এই যুগান্তব্যাপী বুভুক্ষা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতারূপ দেবভাবগুলি উদরসাৎ করিয়া ধ্বংস করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা, মঙ্গলময়ের কল্যাণপ্রদ সৃষ্টিতত্ত্বকে মায়াবরণে ঢাকিয়া রাখিবার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস কি একই ভাবে বরাবর চলিতে থাকিবে? ইহাদের নিবৃত্তি, পরিসমাপ্তি বা অন্যথা পরিণতি কি কিছুতেই সম্ভব হইবে না? প্রেতস্থানে পরিবর্ত্তিত কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিলে আপাততঃ এরূপই মনে হয়। মনে হয় যেন ভারতের বর্ত্তমান যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে ভারতের ভবিষ্যত-ও বুঝি সেই নিবিড় অন্ধকারেই চিরতরে আবৃত থাকবে, আশার আলোক ফুটিয়া উঠিবার ত কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া, মানুষ যে মানুষের উপর ক্রোধান্ধ হইয়া কিরূপ বন্যপশুর মত নির্ম্মমভাবে ব্যবহার করিতে পারে সে কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া কেবলই মনে হইতেছিল তবে কি এই হতভাগ্য দেশের উপর সত্য সত্যই বিধাতা বিমুখ হইলেন, সত্য সত্যই কি সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদই ভারতের হিন্দু মুসলমানের সমস্ত প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতাকে আক্রমণ করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে? বীভৎস শ্মশানে পরিণত এই প্রাচীন দেশটার মানুষগুলির হৃদয়ভূমিতে কি একতার বীজ, সাম্যের বীজ, উদারতার বীজ এবং সর্ব্বোপরি প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইবেই না? মহাত্মা গান্ধীর ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরাট প্রচেষ্টা কি তবে একেবারেই ব্যর্থ হইতে চলিল? কিন্তু কলিকাতার এই নারকীয় দৃশ্যের অভ্যন্তরে, এই শ্মশানচিত্রের অন্তরালে আবার যখন দেখিতে পাইলাম এক শ্রেণীর নির্ভীক তরুণের দল বিজয়পতাকা হস্তে আত্মশক্তির দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াইয়া আপন পর ভুলিয়া গিয়া আশ্রিতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, প্রবলের হাত হইতে দুর্ব্বলকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, আততায়ীর হস্ত হইতে মন্দির মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নশ্বর দেহের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং স্থিরতা ধীরতার অদ্ভুত বলে এবং আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তির প্রভাবে পশুবলকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তখন মনে হইল এই শ্মশান শুধু ভূত প্রেতের আবাস-স্থল নয়, ইহা শুধু ডাকিনী প্রেতিনীর নৃত্যের স্থল নয়, প্রমথনাথের মাঙ্গল্যশক্তির ইহা লীলাভূমিও বটে। অমঙ্গলকে অতিক্রম করিয়া যে মঙ্গল উত্থিত হয় তাহাই স্থায়ীরূপে মানব হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে। অভিজ্ঞতা হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। কলিকাতার ব্যাপারেও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে ও ঘটিবে। কুলোকের

ছুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া যে সকল অজ্ঞ লোক একটা মিথ্যা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থক এই কলহাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছে তাহারা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছে এবং অনেকে শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে তাহারা যাহাদিগকে পরিচালক হিতৈষী ভাবিয়া এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে ধর্ম্মরক্ষা তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ তাহাদের মধ্যে সকলেই কার্য্যকালে মন্দির রক্ষা বা মসজিদ রক্ষায় ব্যস্ত না হইয়া নিজেদের প্রাণরক্ষায়ই ব্যস্ত হইয়াছে। এই যে বাঙ্গালী যুবকের দল প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও হিন্দু হউক, মুসলমান হউক সকলকে সমভাবে অভয় দিয়া প্রেমের পতাকা হস্তে আশ্রয় লাভের জন্য আহ্বান করিয়াছে এবং সব শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তদের নিকট তাহাদের রুদ্রবীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছে, এই অমঙ্গলের ঘটনায় উহাই অচিরে মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদরূপে সমাদৃত হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতের এই নির্ভীক সেবা এবং স্বার্থহীন উদারতাই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবে, একতা একতা বলিয়া সভাসমিতি বা পরামর্শ বৈঠকের প্রয়োজন হইবে না, ভিক্ষান্ন বণ্টনের শতকরা অংশ নির্ণয়েও প্রকৃত একতা আসিবে না।

আত্মকলহের শ্মশান ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি কল্যাণের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। কালে তাহা পুষ্পপত্রশোভিত বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে এবং বহু অনাশ্রিতকে আশ্রয়দানে তৃপ্ত করিবে। এতদিন সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে মন্দির মসজিদ্ আক্রান্ত হইলে নিরস্ত্র জনমণ্ডলীর বুঝি তাহা রক্ষা করিবার শক্তি সামর্থ্য নাই। পুলিশের হস্তেই তাহাদের জীবন মরণ, এমন-কি উপাসনা মন্দিরের ভার পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া নিরস্ত ছিল। কিন্তু, কলিকাতার এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে যে মানসিক দৃঢ়তা থাকিলে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে জানিলে পশুবল লইয়া কেহ তাহাদিগকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারে না। আত্মনির্ভরতার মাঙ্গল্যভাব এই অমঙ্গলের ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া পরিস্ফুট হইতে চলিয়াছে। নীলকণ্ঠ গ্রহণ করিলে বিষরাশিও যে অমৃতরূপে ক্রিয়া করে, এই মহান সত্য আজ অশুভের আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

নাগরিক জীবনের প্রধান দোষ—প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে ব্যথিত হয় না, একে অন্যের পরিচয় জানিবার আবশ্যক বোধ করে না। এই আত্মবিরোধী দুর্ঘটনায় কিন্তু কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দের পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আবশ্যকতা ভালরূপ উপলব্ধি হইয়াছে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। উত্তেজনাপূর্ণ নাগরিক জীবন অপেক্ষা সাধারণ গ্রাম্য জীবন যে কত শান্তিসুখময় সে ধারণাও অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। শিবের শিক্ষা এইভাবেই হইয়া থাকে।

হিন্দুগণ এই ব্যাপারে আরও একটী বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কার্য্যকালে মনে থাকিবে কি না জানি না। যে সকল হাড়ি, ডোম, মেথর জাতিকে অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত বলিয়া সমাজ বহু অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহারাই যে বিপদের সময় একমাত্র বন্ধু, এবং যাহাদিগকে দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, দেবতার বিগ্রহ রক্ষা করিবার সময় তাহাদেরই যে সাহায্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—এই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার এতদিন সুযোগ হয় নাই। কিন্তু এই উপলক্ষে আভিজাত্যের গৌরবে অন্ধ হিন্দুরও চক্ষু খুলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। যাহা চিরসত শঙ্করের বিধানে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে।

তাই বলিতেছিলাম, শ্মশানেও নিশানের সন্ধান মিলিয়াছে, ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার সন্ধান মিলিয়াছে। বিরোধের অভ্যন্তরে ঐক্যের সন্ধান মিলিয়াছে, বিদ্বেষের অভ্যন্তরে প্রেমের সন্ধান মিলিয়াছে, পশুত্বের অভ্যন্তরে দেবত্বের সন্ধান মিলিয়াছে। অন্তর্বিদ্রোহে ব্যথিত না হইয়া তুমি হিন্দু মুসলমানের কলহ দেখিয়া শ্লেষের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, স্বরাজ কত দূরে! যুক্তিতর্কে তোমার অবিশ্বস্ত চিত্তে বিশ্বাস আনিবার ক্ষমতা নাই। কলিকাতার এই বিরোধভূমিতে বাঙ্গালী যুবকগণ যে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তাহাতেই দেখিবে লিখিত রহিয়াছে—স্বার্থশূন্য সেবা, মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীকতা ও আত্মশক্তির প্রভাবই অচিরে স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন করিবে। ভারতের উপাস্য দেবতা ধ্বংসের কর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেবের এইভাবেরই শিবময় বিধান।

জাতীয় সপ্তাহ।

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল প্রতি বৎসর পঞ্চনদের জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা ভারতের প্রত্যেক নর নারী যাহাতে স্মরণ রাখে তজ্জন্য জাতীয় সপ্তাহে জাতীয়ভাবোদ্দীপক অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। যত দিন জাতীয় দুর্ব্বলতা বিদূরীত না হইবে, যত দিন আভ্যন্তরিক শক্তির স্ফুরণ না হইবে, দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইবে তত দিন আমাদের কাহারও জীবন যে নিরাপদ নহে, মান সম্মান যে কথার কথা মাত্র, জননী ভগিনীদের ইজ্জত যে পরের হাতের খেলার সামগ্রী মাত্র, গর্ব্বোদ্ধত বর্ব্বর ডায়ারের নিরস্ত্র জনমণ্ডলীকে জালিনওয়ালাবাগে নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ করিবার ব্যাপারে এবং সপ্তাহব্যাপী নানাবিধ অকথ্য অত্যাচারের অনুষ্ঠানেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সব অত্যাচার উৎপীড়নের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে ভারত গভর্ণমেণ্টের অথবা

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কৃপার উপর নির্ভর করিলে যে চলিবে না, আততায়ী ডায়ারের নিষ্কৃতি এবং তাহার প্রতি সাধারণ ইংরেজের সহানুভূতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া জনসাধারণের মনে একতাবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োগদ্বারা নির্ভীকতার ভাব জাগ্রত করিতে না পারিলে, শাসন ও সংরক্ষণের ভার জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে যে কোন আকারে অত্যাচার উৎপীড়ন আসিবেই আসিবে, কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হইবে না। তাই মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ আমাদের জাতীয় অক্ষমতার কথা, আমাদের নিঃসহায় অবস্থার কথা, আমাদের অপমান-লাঞ্ছনাময় অধীনতার কথা প্রত্যেকের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং সেই স্মৃতির কষাঘাতে জাতীয় মুক্তির প্রচেষ্টায় জীবন মন সমর্পণ করিবার নিমিত্ত এই সপ্তাহব্যাপী জাতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় ঐক্যসাধনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়া এবং জাতিগঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান খদ্দর প্রচার এবং খদ্দর পরিধান করিয়া সকলেই জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড যাহাতে কখনও পুনরায় অনুষ্ঠিত না হইতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হউন। পশু পক্ষীও ত আত্মরক্ষার চেষ্টায় বিরত হয় না। আমরা কি পশু পক্ষীরও অধম হইয়াছি?

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ—

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। নানা স্থান হইতে সঙ্ঘের কর্ম্মী ও সেবকগণ আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছেন। পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদানে নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আবার তাঁহারা সেবা ও প্রচার কার্য্যে বিপুল উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই ভাব ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়ের অতি শুভ ফল যে দেশের জীবনে অচিরে লক্ষিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দরিদ্র, পতিত, হীন জনমণ্ডলীর সেবার ভিতর দিয়া দেশের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলিতে হইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সঙ্ঘের পতাকাতলে দণ্ডায়মান সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মিগণের চেষ্টায় যে বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা আমরা দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালী যুবক যে আজ সেবাধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অত্যাচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সে আজ নিঃসঙ্কোচে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নিকটেই সে জন্য আমরা প্রধানতঃ ঋণী, তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে কি? তাই এই দুর্দ্দিনে শক্তিসাধক স্বামীজির ত্যাগ, সেবা ও কর্ম্মশক্তির মূর্ত্ত বিকাশ এই শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘকে আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

রাজবন্দী অম্বিকা প্রসাদ খানের আত্মহত্যা—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দী অম্বিকাপ্রসাদ খান কেরোসিন তৈলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া আগুন ধরাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি কেন এইরূপ কায করিলেন, তাহার কারণ অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নহে। কর্ম্মক্ষম দেহ লইয়া অন্যের ইচ্ছায় অলস ব্যর্থ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহাও চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্যর্থতার গ্লানি মানুষের বুকে যে বোঝা চাপাইয়া দেয়, তাহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষ সবই করিতে পারে। মনুষ্যনামধারী জড়পদার্থ শুধু বাঁচিয়া থাকিব বই লোভে এইরূপ কর্ম্মহীন জীবনকেও আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত মানুষের পক্ষে এ জীবন্ত সমাধি অসহ্য। তাই আজ অম্বিকাপ্রসাদের মত দেশভক্ত কর্ম্মীকে আমাদের হারাইতে হইল। অপরাধ করিয়া থাকিলে প্রকাশ্য বিচারে এইরূপ জীবন্ত সমাধির আদেশ হইলেও বা নিয়তির দোহাই দিয়া কেহ কেহ ব্যাপারটাকে বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু সে উপায়ও যে নাই। এই মূল্যবান প্রাণ যে এইরূপভাবে নষ্ট হইয়া গেল তাহার জন্য সরকার কি পরিমাণে দায়ী, সে বিষয়ের আলোচনা করিয়া কিছু লাভ নাই; কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, দায়িত্ব কি আমাদের কিছুই নাই?

বোম্বাই কনফারেন্স—

বোম্বাইয়ে অ-স্বরাজী রাজনীতিকগণের কনফারেন্সে স্থির হইয়াছে, ইঁহারা এবার "জাতীয় দল" নামধারণ পূর্ব্বক নরম-গরম নীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। ইংরাজের "অযাচিত" দান "রিফর্ম্মস্" (শাসন-সংস্কার) যতটা সম্ভব কাযে লাগাইয়া ইঁহারা প্রভুদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিবেন, ইহাই সম্মিলিত জাতীয় দলের মূল কার্য্যনীতি হইবে। তবে তাঁহারা আমাদের আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে দুই একটা হুমকী দিতে তাঁহারা ছাড়িবেন না। ব্যাপকভাবে আইন অমান্যের কথাটা তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে স্থান পায় নাই, কারণ এই ব্যাপারটা না কি বে-আইনী। তবে প্রয়োজন হইলে স্থানবিশেষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ তাঁহারা করিবেন, এবং গ্রাম-সংগঠন, অস্পৃশ্যতা-

দূরীকরণ প্রভৃতি কার্য্যও তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হইবে—ঢাক বাজাইয়া এ সংবাদটাও প্রচার করা হইয়াছে, যেন নির্ব্বাচকগণের কাণের ভিতর দিয়া কথাটা তাহাদের মরমে গিয়া পৌঁছায়। কংগ্রেসের অঙ্গীভূত-ভাবে তাঁহারা কায করিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ তাহা হইলে যে তাঁহাদের বিশিষ্টতা লোপ পাইবে। অধিকন্তু, স্বরাজীদের কার্য্যপদ্ধতিটাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া কংগ্রেস যে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, ধরমন্ত্রিক জাতীয়-দলওয়ালারা তাহা সহ্য করিয়া অন্তরের দেবতাকে রুষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। মোট কথা, নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়ী হইলে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৎসরে ৬৪,০০০৲ টাকা হিসাবে রাজস্বের একটা মোটা অংশ আত্মনারায়ণের সেবায় লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, আপাততঃ ইহাই তাঁহাদের কর্ম্ম-নীতির মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছে।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা।

কালকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা মিটাইবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও ইঁহারা এই ভ্রাতৃকলহ রোধ করিবার চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের একটি কার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় গত সোমবার কর্পোরেশন হলে কলিকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও কলিকাতার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভাতে একটি সেণ্ট্রাল বোর্ডের হাতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে শান্তিস্থাপনের চেষ্টার ভার দেওয়া হইয়াছে। এই কমিটি প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক একটি পৃথক্ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের চেষ্টা করিবেন। ওয়ার্ডকমিটি সেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় শান্তিরক্ষার ও গুণ্ডার অত্যাচারের হাত হইতে অসহায় লোকদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে কোনও বিরোধের সৃষ্টি না হইতে পারে, তাহার ও ব্যবস্থা করিবেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই সব কমিটিতে থাকিবেন। মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে উক্ত সভাতে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতেই অর্থসংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থ হইতে লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট মসজিদ ও মন্দিরগুলির সংস্কারের চেষ্টা করিতে হইবে। জেনারেল কমিটি স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে অর্থসংগ্রহের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি চিরে নির্ব্বাপিত হইবে।

"ঘরের হ'য়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন নানা দেশের রাজারা কেউ পাণ্ডবপক্ষে কেউ বা কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন তখন দু'দলের লোকেরাই অনেক রকম যুক্তির অবতারণা করে অপর দলের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধ ত ধর্ম্মযুদ্ধ—এটা কি এখনকার দিনে কেউ অস্বীকার করে? ধর্ম্মপক্ষ থাকতে অপরদিকে অত রাজরাজড়া যোগদান করে যুদ্ধটাকে ভীষণতর করে তুল্লেন কেন? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর প্রায় অর্দ্ধেকরকম লোকই কি ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন? তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে এমন্ ধারা আলোচনা নিশ্চয় করেছিলেন যেটা কল্পনাচক্ষে দেখতে গেলে এরকম দাঁড়ায়—যাই বল বাপু ভীমটা বড় গোঁয়ারগোবিন্দ, কোন্ দিন হয়ত মেরেই বসবে—কেউবা বল্লেন অর্জ্জুনের বড় দেমাক, ধনুর্ব্বিদ্যা খুব জানেন বলে আমাদের গ্রাহ্যই করেন না, আমরাই বা কিসে কম? যখন তার উত্তরে কেউ বল্লেন, কিন্তু সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য ত যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করা উচিত—তখনও নিশ্চয়ই কেউ বলেছিলেন, রেখে দাও তোমার ধর্ম্মের কথা—ভিজে বেড়ালটার মত চুপ করে থাকলেই যদি ধার্ম্মিক হওয়া যেত ত অনেকেই ধার্ম্মিক হতে পারত।

তার পর কত শতাব্দী, কত যুগ চলে গেছে কিন্তু ঐসব কথার প্রতিধ্বনি এখনও শুনতে পাচ্ছি। এখনও যদি কোথাও কাহাকেও ডাকতে যাই—"এস দেশের জন্য, দশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য কংগ্রেসের পতাকামূলে সকলে সমবেত হই"—তখনও ঐকথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। নেতাদের অন্যায় আচরণের কথা, আমাদের ক্ষুদ্র কর্ম্মীদের দুর্ব্বলতার কথা, দোষ-ক্রটীর কথাটাই সকলে বড় করে দেখেন ও সেই কথা শুনিয়ে আমাদের কাযে যোগ দিতে চান না। দেশকেও তাঁরা ভালবাসেন, কংগ্রেসের আদর্শটাকেও শ্রদ্ধা করেন তথাপি অগ্রসর হন না। কখনও কি হবেন না?

কিন্তু ভাই, ভায়ের ওপর রাগ করে ঘরের কাজ ভুলে থাকবে তোমরা? ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে মাকে উপবাসী রাখবে? একে তাই হচ্চে দেখছি। জানি আমরা অনেক আমাদের গলদ—জানি আমরা দেশের কায কর্ত্তে গিয়েও হীনতাকে সময়ে সময়ে ঝেড়ে ফেলতে পারি না—দেখ্‌ছি আমরা শিব গড়তে কখনও বাঁদরই গড়ে তুলছি—কখনও বা কাযটাকে পেছিয়েই দিচ্ছি—তা বলে মার কাযটাকে ত আমার কায বলে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকলে ঠিক হবে না। যুগে যুগে তোমরাই ত এমনি করে একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে মহাত্মাদের বাণী

উপেক্ষা করে জগতের মঙ্গল সাধনটা পেছিয়ে দিয়ে এসেছ। পুরাতন ইতিহাস অধ্যয়ন করে যখন যে সব সন্দিগ্ধচিত্ত শক্তিশালী লোকেরা জগতের, মানুষের কল্যাণকর শুভ প্রচেষ্টাসমূহ থেকে বিমুখ হয়ে মানব জাতিকে অগ্রসর হতে দেয়নি এগুলো দেখেছ, তখন তোমরাই কি অন্তমনে তাদের নিন্দা করনি? তোমার আমারই দ্বারে দ্বারে যুগে যুগে কত মহাপুরুষ মঙ্গলময় বাণী নিয়ে করাঘাত করে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করে লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেছিলেন—কিন্তু সময়ে ত আমরা সন্দেহবশে তাতে সাড়া দিইনি—তাতেই না পৃথিবীর ইতিহাসটা অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে একই বিষাদকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করছে? আমরাও এখন তাদের কথা ভেবে কত দুঃখই না করি কিন্তু সে যুগের দ্রোণ, কর্ণ, শল্যই কি আজ দেশের অপর পক্ষের মায়াজালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না?

কংগ্রেস ত একটা সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান; যদি বা কেউ বা কোন দল ফন্দী করে সেটাকে দখল করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করে থাকে, কিন্তু জনমত নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে ত এখানে কোনও অসম্ভব বাধা পাবে না। একটা সুযোগ ত রয়েছেই—চারি আনা চাঁদা দেওয়া কংগ্রেসের সভ্যরাই ত মতিলাল, দেশবন্ধুকে খাড়া করেছিল। আবার যদি অন্যমত প্রবল হয় ত এই সাধারণ সভ্যদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাতেই হতে পারে। যদি এই প্রতিষ্ঠানটাকে কোনও উৎকৃষ্টতর উপায়ে পরিচালনা করার ইচ্ছা থাকে তার পথ ত উন্মুক্ত রয়েছে। সেটা কিন্তু বাইরে থেকে রাগ করে বসে থাকলে হবে না—এরই অঙ্গীভূত হয়ে এর মধ্যেকার তথাকথিত দুর্নীতি বিশৃঙ্খলতাকে দূর কর্ত্তে হবে। সেটা ত অসম্ভব নয়।

তাই আজ বলছি এস ভাই একেএকে দু'য়ে দু'য়ে শতে শতে সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে আজ কংগ্রেসের পতাকামূলে দাঁড়াই। যারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, শুধু নামের জন্য নয়, প্রাণের আহ্বানের জন্যই আজ সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উপেক্ষা, লাঞ্ছনা, ধিক্কারে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ছে, দাঁড়িয়ে থেকে—তাদের দলের লোকের অকর্ম্মণ্যতার জন্য তাদের গালি পাড়লেই কি তার দুঃখ দূর হয়ে যাবে? একের পর একে যখন তারা এই সংগ্রামে পতিত হবে—তখন তোমরা নিশ্চয়ই আপশোষ করবে—কিন্তু এখনও সময় আছে এখনও তাদের কাছে এগিয়ে গেলে, তাদের কাণের কাছে আমরাও আছি বলে দাঁড়ালে, আর কিছু হ'ক না হ'ক, এই অসম সংগ্রামে প্রাণাহুতি দেবার সময়েও তাদের মনে ভরসা এনে দিতে পারবো—নিজেদের ভায়েদের গৌরবে তাদের বুকখানা যে দশহাত হয়ে ফুলে উঠ্‌বে।

তাই আবার বলছি আমাদের আত্মকলহে দস্যুহস্তে মাকে শৃঙ্খলিতা হবার যে সুযোগ দিয়েছি, একবার সেই দিকটাতে তাকিয়ে দেখি। ত্রিশকোটী আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে আছি, তাই না এতক্ষণ মার চোখের জলের দিকে আমাদের নজর পড়েনি—যদি পড়ত ত মুহূর্ত্তে যে শৃঙ্খল ঘুচে যেত। শৃঙ্খলটা যদি এতই দৃঢ় হয়ে থাকে যে আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টাতেও তার বন্ধন কণামাত্র শিথিল হবে না—তবুও যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে—জননীকে পীড়া দিচ্ছে শৃঙ্খলে যতটা—আমাদের উদাসীনতা তার চেয়ে আরও বেশী দিচ্ছে। এস ত ভাই একবার দেখাই-যাক না কেন; ঝগড়া কর্ত্তে হ'লে পরেই করা যাবে এখন—আপাততঃ সেটা ভুলে গিয়ে মার দিকে একটু চেয়ে দেখি যেন তিনি জানতে পারেন আমরা প্রকৃতিস্থ হয়েছি—দেখবে মার চোখের জল শুকিয়ে তাঁর মুখে হাসি দেখা দিচ্ছে—বন্ধনের পীড়াতে নয়, অপমানের প্রতি আমাদের যে ঔদাসীন্য তাঁর মুখখানি লজ্জার কালীতে ভরিয়ে দিচ্ছিল, আবার পুত্রস্নেহের গৌরবে সেই মুখ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠ্‌বে! এস ভাই কংগ্রেসের পতাকা হাতে ধরে আমরা একবাক্যে বলে উঠি—

> যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে
> আছে আজি আঁধার ঘোর,
> কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে
> আবার লালাটে তোর,
> আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
> মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
> দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার
> আমার দেশ।

যদি বিফল হই, অন্ততঃ কাপুরুষের, দেশদ্রোহীর নির্লজ্জতার অপবাদ নিয়ে মরব না, জয়গৌরবে দিগন্ত ভরে না উঠুক কলঙ্কের ডালিটা নামিয়ে যেতে পারব।

শ্রীশিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানভূম জেলাবাসিগণের নিকট নিবেদন—

কংগ্রেস স্থির করিয়াছেন, ছোটবড় সমস্ত কাউন্সিলগুলি কংগ্রেসকর্ত্তৃক অধিকার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের মেম্বরের পদগুলির জন্য কংগ্রেসদল হইতে বাছিয়া প্রার্থী দাঁড় করাইতে হইবে। কংগ্রেস মনোনীত সমস্ত প্রার্থিগণই যাহাতে নির্ব্বাচিত হন তজ্জন্য দেশবাসী সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণকেই যাহাতে ভোট দেওয়া হয় তজ্জন্য মানভূম জেলাবাসী ভোটারগণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা কংগ্রেসকমিটির বাছাই হইবার পূর্ব্বে যে কাহাকেও ভোট দিতে স্বীকার না করেন। প্রত্যেক ভোটারই স্মরণ রাখিবেন, কংগ্রেসমনোনীত দলকেই ভোট দিতে হইবে।

শ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক কংগ্রেস কমিটি।

স্থানীয় সংবাদ।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

আমরা অবগত হইলাম ছোটনাগপুরের কমিশনার সাহেব মানভূম জিলা বোর্ডের সদস্যগণের একটি কন্ফারেন্স আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ১২ই এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়াতে উক্ত কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইবে।

রেলযাত্রীর অসুবিধা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে ধানবাদের পর তেতুলমারি ও মাতারি ষ্টেসনে যাত্রিগণের জন্ত পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নাই। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নানাচেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। আর কিছু না হইলেও এই গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার জন্ত দুই ষ্টেসনে অন্ততঃ দুইজন পানিপাঁড়ে নিযুক্ত করা উচিৎ। এই দুই ষ্টেসনে হইতে রেলওয়ে কোম্পানীর যে আয় হয়, তাহা হইতে যাত্রীদের সুবিধার জন্ত এই সামান্ত অর্থব্যয় করা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঝালদা সুবর্ণবণিক সমিতি।

গত ১৯শে চৈত্র ঝালদাতে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের এক সভা হইয়াছিল। চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহে পণ গ্রহণপ্রথা বর্জ্জন, পঞ্চায়েৎগঠন করিয়া আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব।

ঝালদার নিকটবর্ত্তী মসনা গ্রামে হরিবাসর হইয়াছিল। ঐ গ্রামের মুসলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাদের যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ সৌহার্দ্দ মানভূমের গ্রাম্যজীবনের বিশেষত্ব।

মোটর দুর্ঘটনা।

ঝালদায় জনৈক সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে গত ১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার জনৈক গালাকুঠির সাহেব অতিদ্রুত মোটর চালাইয়া একটি গরুকে ভীষণভাবে আহত করিয়াছেন। অতিদ্রুত মোটর চালাইবার ফলে ঝালদাতে নাকি প্রায়ই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

পুরুলিয়াতে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা।

গত ৯ই এপ্রিল স্থানীয় কংগ্রেসকমিটির উদ্যোগে পুরুলিয়া চকবাজারে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হইয়াছে। নগরের বহু লোক বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রচনা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার।

পুরুলিয়ার "মুন্সেফডাঙ্গা সাহিত্য মন্দির" নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্ত দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ বাংলাতে লিখিতে হইবে, এবং "সাহিত্য-মন্দিরের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও বি, এল্ মহাশয়ের নিকট ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে পৌছান দরকার। বিষয়:—

১। জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারে পুস্তকালয় ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা। (ছাত্রদের জন্ত)

২। বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয় সম্ভব কি না? (সকলের জন্ত)

তিলুড়ি শিক্ষাশ্রম।

বিগত ২১শে চৈত্র রবিবার পঞ্চকোটের মহারাজা শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে তিলুড়ি শিক্ষাশ্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শে জীবন গঠন করিয়া যাহাতে শিক্ষার্থিগণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বোধন সভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বর্ত্তমান শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দেশের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারিকভাবে কিরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা প্রাঞ্জলভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মজুমদার এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচারক শ্রীযুক্ত হারাপদ রায় এতদুপলক্ষে তিলুড়ি আগমন করিয়া আলোকচিত্র প্রদর্শনে দেশের অবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর সামান্ত গাছ পালার সাহায্যে ব্যবহারিক কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা খুব শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলার প্রাণস্বরূপ স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় অল্প দিন হইল কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনিও এই উপলক্ষে তিলুড়ি আগমন করিয়াছিলেন। তিলুড়ির জনসাধারণ বিপুল উৎসাহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। উদ্বোধন সভায় তিনি আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে অতিশয় হৃদয়গ্রাহিভাবে বক্তৃতা করেন এবং ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদ্বারা ছাত্রজীবন গঠন করাই যে জাতিগঠনের প্রধান সূত্র তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। শিক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনের এই মহান্ উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই দেশের কল্যাণকামী সকলের ভগবৎসমীপে প্রার্থনা।

শোক সংবাদ।

নামপুকুরিয়ার সম্ভ্রান্ত সরকারবংশীয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সরকার মহাশয় গত ২১শে চৈত্র রবিবার পরলোক গত হইয়াছেন।

পুরুলিয়ার উদীয়মান উকিল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত মহীলাল বসু মহাশয় গত ২৪শে চৈত্র বুধবার ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

ভগবান তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনবর্গের হৃদয়ে শান্তি দান করুন।

লাইফ ইনসিওর যদি করিতে চান!

ফিনিক্স (Phœnix Company) কোম্পানিতে করুন! প্রত্যেক বৎসর ২২॥০ বোনাস হাজার টাকার পলিসিতে দিতেছি!

এজেণ্ট, পুরুলিয়া

বিবিধ সংবাদ।

কলিকাতায় ভীষণ অরাজকতা—হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা।

গত সপ্তাহের শুক্রবার হইতে কলিকাতা সহরে হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে খুন জখম মারামারি লুট তরাজে সহরবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশ, সৈন্য, পাহারা, স্বেচ্ছাসেবকদের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে দাঙ্গা কমিলেও সহরের লোকে এখনও নিরাপদ হইতে পারে নাই। গত শনিবার পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে রাস্তার উপরে গলিতে গলিতে নানা স্থানে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের গুণ্ডার অত্যাচারে লোক নির্য্যাতিত হইতেছে। শত শত লোক আহতও বহু লোক হত হইয়াছে এসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে এই রোমাঞ্চ কর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

বিবাদের সূত্রপাত—

শুক্রবার বেলা প্রায় চারিটার সময় হারিসন রোডের মারোয়ারী হাসপাতালের সম্মুখ দিয়া আর্য্য সমাজীদের একটী শোভাযাত্রা বাজনা বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল। হাসপাতালের বিপরীত দিকে একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় মসজিদের ভিতর হইতে জনকয়েক মুসলমান বাহির হইয়া আসে ও শোভাযাত্রা কারীদিগকে বাদ্য থামাইতে বলে। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে একটু বচসা হয়। এই বচসাই অল্পক্ষণের মধ্যে মারামারিতে পরিণত হয়। লাঠি, ইটপাটকেল, সোডাওয়াটারের বোতল চলিতে থাকে! ক্রমে এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে শুনিলেই বহুলোক যোগদান করে—অল্পক্ষণের মধ্যেই দাঙ্গা কদ্রূপ ধারণ করে। ইহার পরেই মুসলমানেরা হিন্দু দেখিতে পাইলেই লাঠি বা ছোরার আঘাত করিতে থাকে। পুলিশ আসিয়াও দাঙ্গা থামাইতে পারে নাই।

এই ঘটনার পরেই দাঙ্গা সহরের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। মন্দির ষ্ট্রীটে একটি শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মুসলমানেরা মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া দেয়। সহরের নানা জায়গাতে শিখ, মাড়োয়ারী, হিন্দু হতাহত হয়। আহত দিগকে মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে এত আহত ব্যক্তিকে স্থান দিতে হইয়াছিল যে তাহাদের চিকিৎসা করা কর্তৃপক্ষের দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

শনিবারে দাঙ্গা আরও ভীষণতর রূপ ধারণ করে। ঐদিন রাজাবাজার, মানিকতলা, কলেজষ্ট্রীট, শিবপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভীষণ দাঙ্গা চলিতে থাকে। লজ্জার বিষয় এই কোনও কোনও স্থানে হাজার দর্শকদের সামনে হিন্দু বা মুসলমান পথিকদের উপর অত্যাচার হইতে থাকিলেও নিরস্ত্র নিরুপায় জনসঙ্ঘ বাধা প্রদান করে নাই। আতঙ্কে ও লুট তরাজের ভয়ে সব দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায়।

ঐদিন প্রচারিত হয় মুসলমানেরা ঠনঠনিয়ার কালিবাড়ী লুটকরিবে। এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে হিন্দু যুবক কলেজের ছাত্র ইত্যাদি লাঠি হস্তে মন্দির রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হয়। ঐ দিন হইতে মুসলমানেরা কয়েকবার কালিবাড়ী আক্রমন করিতে আসে কিন্তু মার খাইয়া পলাইয়া যায়। পরেশনাথমন্দির, বৌবাজের শিবমন্দির প্রভৃতিও আক্রান্ত হয়। কিন্তু বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকদের ও অন্যান্য হিন্দুদের চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারে নাই। গুজব উঠে কালিঘাটে কালিমন্দিরও লুট হইবে কিন্তু তাহা হয় নাই।

হারিসন রোড, জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, চিৎপুর, মানিকতলা, রাজাবাজার, নারিকেলডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা চলিতে থাকে। হিন্দু গুণ্ডারদলও কয়েকটী মসজিদ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং কোথাও বা আগুন ধরাইয়া দেয়। এক দরগায় তাহারা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে।

কলিকাতার মেয়র, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ সার ওয়ার্দ্দি কে, সি রায় চৌধুরী আরও আরও অনেক গণ্য মান্য লোক নানা স্থানে যাবতীয় দাঙ্গাকারীদের নিরস্ত করিবার জন্ত দিবারাত্র অক্লান্ত চেষ্টা করিতে থাকেন। কোথাও কোথাও তাঁহাদের চেষ্টাতে কিছু ফল হইলেও উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে সকল স্থানে নিবৃত্ত করিতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই। পুলিশসৈন্য বিস্তর মোতায়েন করিয়াও দাঙ্গা থামাইতে পারা যায় নাই। বাঙ্গালী যুবকেরা নানা স্থানে শত শত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোথাও বা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরূপে কোথাওবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যে অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। সার্ব্বাপেক্ষা হর্ষের বিষয় হিন্দু ও মুসলমান যুবকেরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উভয় দলেরই লোকেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

গত রবিবার দিন প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সহরে তাঁহার এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন। ৫জন অপেক্ষা অধিক লোক একজায়গায় থাকিলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে এই মর্ম্মে নোটিশ জারি হইবার ফলে বাঙ্গালী যুবকেরা আর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে নাই। সশস্ত্র পুলিশ সৈন্য, বর্ম্মাবৃত মোটরকার প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে প্রকাশ্য দাঙ্গা কমিলেও নানাস্থানে অলিতে গলিতে, খুন জখম, লুট হইতেছে বুধবার পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ হয় নাই খবর পাওয়া গিয়াছে। শান্তিরক্ষার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে—এমন কি ইডেন গার্ডেনের নিকট একটি পুলিশঘাটী পর্য্যন্ত লুট হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। পুলিশের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও বিশেষ জখম হইয়াছেন।

কয়দিন হইতে কলিকাতাতে আফিস আদালত, স্কুল কলেজ, বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাকঘরের চিঠিও রীতিমত বিলি হইতেছে না। এপর্য্যন্ত হাসপাতালে ৫৩৬ জনকে ভর্ত্তি করা হয় তন্মধ্যে ৩৮ জন মারা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে—৩১০ জন হিন্দু ও ১৮৮ জন মুসলমান। আরও বহুলোক হতাহত হইয়াছে সঠিক সংবাদ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

ধর্ম্মের নামে দুর্বৃত্ত হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডাদের পৈশাচিকতার তাণ্ডবলীলা দেখিয়া একদিকে যেমন মন গভীর দুঃখে অবসন্ন হইয়া আসে অপর দিকে উভয় পক্ষেরই শিক্ষিত ব্যক্তিদের অপূর্ব্ব সৎসাহস ও ত্যাগের দৃষ্টান্তে প্রাণ আবার আশার আলোকে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। হেদুয়ার নিকটে কয়েকজন হিন্দু গুণ্ডা একটি মুসলমান বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে জনৈক হিন্দু বাঙ্গালী ছাত্র তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। যখন কোনও প্রকারেই সে কৃতকার্য্য হইল না তখন ঐ মুসলমান বালকের দেহের উপরে শুইয়া পড়িয়া সমস্ত আঘাত নিজের দেহের উপর

পাতিয়া লইতে থাকে। ইহাতে ঐ ছাত্রটি বিশেষ আহত হইয়াছে।

একটি মারোয়ারি রমণী মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ শেঠ ও আরোও অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা নিজ বাড়িতে বহু মুসলমান নরনারীদের আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছেন হিন্দু গুণ্ডারা নলিন বাবুর বাড়িও একত্র আক্রমণ করিলেও তিনি নিজের বিপদ গ্রাহ্য করেন নাই। পরে পুলিশ আসিয়া ঐসব ভীত ব্যাকুল নরনারীদের স্থানান্তরে লইয়া যায়। এইরূপে বহু মুসলমান ভদ্রলোকও নিজগৃহে হিন্দুদের আশ্রয় দিয়াছিলেন।

কাশীপুরে হিন্দু ও মুসলমান ভলেণ্টিয়ারেরা একযোগে কার্য্য করিয়াছিল। মুসলমান যুবকেরা হিন্দু দেবী মন্দির ও হিন্দু ভলেণ্টিয়ারেরা মুসলমানদের মসজিদ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করে।

বেলগেছিয়াতে শ্রীযুক্ত লুৎফর রহমান মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহু হিন্দু ও মুসলমান সমাবেত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়া মন্দির ও মসজিদ রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

সংবাদপত্র ছাপা হইতেছে এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল যে গোলোযোগ সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। এখনও স্থানে স্থানে গুণ্ডামি ও ছোটখাট দাঙ্গা চলিতেছে, তবে সহরের স্বাভাবিক অবস্থা অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। দোকান পাট খোলা হইতেছে।

শোক সংবাদ—

টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সদনুষ্ঠানে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

জাতীয় সপ্তাহে পণ্ডিত মতিলাল—

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু জাতীয় সপ্তাহে এলাহাবাদের পথে পথে খদ্দর ফেরী করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

সিমলা কুলিহত্যার মামলায় হাই কোর্টের রায়—

ম্যানসেল্ প্লেজেল নামক যে শ্বেতাঙ্গ গোরা কুলিহত্যার মামলায় নিম্ন আদালতের বিচারে দণ্ডিত হইয়াছিল—হাইকোর্টে আপীল করাতে তাহার আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে।

নুন্সাকালু স্মৃতি—

১৩৩০ সালের ১লা বৈশাখ বাখরগঞ্জ জিলার নুন্সাকালুহাটে লবন তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করার জন্য তিনজন মুসলমান পুলিশের হাতে নিহত হয়। এই শোচনীয় অত্যাচারের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য বরিশাল স্বরাজ সেবক সংঘ অন্য বৎসরের ন্যায় এবারও ১লা বৈশাখ তারিখে যাহাতে কেহ লবন ব্যবহার না করেন তাহা সকলকে স্মরণ করাইবার জন্য পত্রিকা বিতরণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

নাম সংকীর্ত্তন—

আগামী ৮ই বৈশাখ হইতে ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জিলার তিলুড়ী নামক স্থানে চব্বিশ প্রহর নাম সংকীর্ত্তন, ধুলোট মহোৎসব ভোগরাগাদি হইবে।

ভূমিহার ব্রাহ্মণ মহাসভা ও ছাত্র সম্মেলন—

গত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রেল পাটনাতে ভূমিহার ব্রাহ্মণ ছাত্র সম্মেলন ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ছাত্র সম্মিলনে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও ব্রাহ্মণ মহাসভাতে মীরাটের কংগ্রেসকর্ম্মী চৌধুরী রঘুবীর নারায়ণ সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রোমাঞ্চকর অত্যাচার কাহিনী—

সংবাদ পাওয়া গেল আসামে বরপেটার অন্তর্ভুক্ত দামনদিয়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানীয় আহমদের সহিত মৈমনসিংহ হইতে আগত বাসীন্দদের বিলের মৎস্য সম্বন্ধীয় অধিকার লইয়া কলহ চলিতেছিল। এই সূত্রে একদাঙ্গা হয় তাহাতে আহমেরা সরভোগের থানায় সংবাদ দেয়। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী ১৬ জন গুর্খা ও ৫০ জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া আহমদের সহিত বাঙ্গালী বস্তীতে যাইয়া গ্রামবাসীদের প্রহার করিতে আরম্ভ করে এবং প্রায় সকল পুরুষকেই গ্রেপ্তার করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে।

সন্ধ্যার পরে কয়েকজন গুর্খা ও পুলিশ বন্দীগণকে পাহারা দিবার জন্য কয়েকটী লোক রাখিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া মাতার সমক্ষে কন্যার ও কন্যার সম্মুখে মাতার উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে।

শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের দৃষ্টান্তের তালিকা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

মানভূম জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্য বিবরণ।

১। গত মার্চ্চ মাসে স্বাস্থ্যবিভাগ কেন্দ্র, কালিয়ারড়ি সিন্দুরপুর, কুমারী, জোরগোড়া, ঝাওরা, জনাড়া, এবং মানবাজারে স্বাস্থ্যবিষয়ক চার্টের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

২। শাঁকো, গুনেড়া, ইনামপুর, মৌতোড়, ঝাঁক্রো, বান্দোয়ান, বাহাদুরপুর, মাধবপুর, বড়বাজার এবং ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষকদিগকে স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

৩। মুরগুমা, জেয়াড়া, কেকো, আরষা, কালিকেন্দ, বানগী এবং চিনপিনা গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং সেই সকল গ্রামে কর্ম্মচারীগণ কার্য্য করিয়াছেন।

৪। গত মাসে ৩২৫ জনকে বসন্তের টীকা দেওয়া হইয়াছে।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।
স্বদেশী কাপড়ের দোকান।
চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া
খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল (Muthanol)—র‍্যাডিফেরস হাইড্রক্সাইড অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade
টেলিফোন নং :— ১৯৭ বড়বাজার

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতে চান, তবে --

আদি টেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্সী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেস, প্রেস, আরএম, একএম, কোয়াড্রেড, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী
(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্‌কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধুলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগ্‌গুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড।
শাখা :—কমল ভাণ্ডার
বক্সিজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for Dindayal Pharmacy.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।
রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কানপুর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, আসনসোল, অমৃতসার, কানপুর, চাঁদ্নোসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫॥০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা বার), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর। এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র

	সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক "	৩৲	৪৲
মাসিক "	১৷০	১৷০

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭১৷১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. P. No. 155.

নবপর্ব

বন্দে মাতরম্।

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা /০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ৬ই বৈশাখ ১৩৩৩, ১৯শে এপ্রিল ১৯১৬ | ১৮শ সংখ্যা

স্বরকুন্তুক বটী—।√০ ও ৸০ | সারিবাদ্যাসব—৸০

মকরধ্বজ—৩৲ তোলা | ব্রাহ্মী রসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড অফিস- ঢাকা ৮,৮১ আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।/০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ হ্যারিসন ষ্ট্রীট (২) ১৭৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৯৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) ঢাকা নবাবপুর ইত্যাদি।

এই সকল শাখায় অভিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, /০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাড়ী বিক্রয়।

পুরুলিয়ার চুনরি পল্লীতে চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত ৺সুরেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয়ের ৩ খানি শয়নঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি যুক্ত একখানি পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। স্বত্ব এবং অবস্থিতি হিসাবে বাড়ীখানি অতি উৎকৃষ্ট। মূল্য এবং অন্যান্য বিষয় নিম্নলিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সিংহ
কণ্ট্রাক্টর
হিরাপুর, ধানবাদ পোঃ
ই, আই, আর

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুন্দর, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

মিউনিসিপালিটির আগামী নির্ব্বাচনে যাঁহারা ভোটার হইবার অধিকারী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা আগামী ১৫ই মে মধ্যে নিজ আবেদন প্রেরণ করিবেন। তাঁহাদের আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা চাই। (১) নিজ ও পিতার নাম। (২) যে কারণে তাঁহার ভোটার হইবার অধিকার জন্মিয়াছে। (৩) যে বাড়ীতে বাস করেন সে বাড়ীর নম্বর রাস্তা বা গলির নাম। (৪) ওয়ার্ডের নম্বর। (৫) বয়স (২১ বৎসর না হইলে ভোট দিবার অধিকার জন্মিবে না।) (৬) মিউনিসিপালিটীর অধিকার মধ্যে কতদিন বাস করিয়াছেন। আবেদনের সহিত প্রমাণ স্বরূপ কোনও কাগজ পত্র দিবার প্রয়োজন বুঝিলে তাহাও দিতে হইবে।

যাহারা ভোট দিবার অধিকারী, যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষ যিনি ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রেলের পূর্ব্ব হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত মিউনিসিপালিটির এলাকাধীন গৃহাদির মধ্যে বাস করিতেছেন এবং মোটেমোটে ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ববৎসরে নূন্যকল্পে ১॥০ টেক্স দিয়াছেন তাঁহারা ভোট দিবার অধিকার পাইবেন যদি তিনি—

(ক) একজন ব্যারিষ্টার হন। (খ) অথবা ওকালতী মোক্তারী, রেভিনিউ এজেন্ট কিংবা সাবওভারসিয়ার হন। (গ) অথবা চিকিৎসা করিবার জন্য কোন গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত শিক্ষালয় হইতে লাইসেন্স পাইয়াছেন। (ঘ) অথবা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (ঙ) অথবা গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত কোনও সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা অথবা মাদ্রাসা হইতে গৃহীত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (চ) অথবা গভর্ণমেন্টের পেন্সনভুক্ত অবসৃত কিংবা অপসৃত কোন কর্ম্মচারী বা ভারত সম্রাটের সেনাবিভাগের ননকমিশনড কর্ম্মচারী অথবা সৈনিক হন।

মিউনিসিপাল্ আফিস্
পুরুলিয়া
৮ই এপ্রিল ১৯২৬

স্বাঃ শশধর গাঙ্গুলী
ভাইস্-চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটি

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।
খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী দেখিতে ভুলিবেন—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।
বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৮০ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ॥/০ আনা সের।
উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।
সকল প্রকারের খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।
দাদের মলম বা কাশ্মীরী জবা ৪ কৌটা ১৲ টাকার লইলে উপহার ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, ছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, ক্লিপ কাঁটা ১টী, বোতাম ২টী, নস্যি ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।
সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।
আমাদের কাশ্মীরী জবা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইম্পিস ঘড়ি, কলকব্জা অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩০ ঘণ্টা চলে, গ্যারান্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউন্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।
সি, সুশেলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!
ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিলে, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চাকচিক্যময়। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।
(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)
যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার বীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন?

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।
মূল্য মাত্র ৭৫৲ টাকা।
একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।
ঘোষ এণ্ড সন্স।
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

"মুক্তি"

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা!
নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা!

—রবীন্দ্র নাথ

সন ১৩৩৩, সাল ৬বৈশাখ সোমবার

নববর্ষ

তেরশ বত্রিশ কালের ভাবসত্তায় বিলীন হইয়া গেল, তেরশ তেত্রিশ বর্ত্তমানতার গর্ব্ব লইয়া কালসমুদ্রের একটি বুদ্বুদরূপে ফুটিয়া উঠিল। যে বছরটা চলিয়া গেল বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে তাহা বড়ই দুর্ব্বৎসর। এই বৎসরেই বাঙ্গালী তাহার একমাত্র আশার অবলম্বন চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়াছে, সেনাপতিহীন সৈন্যবাহিনীর মত তাই তাহার জাতীয় জীবন আজ আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত. দেশবন্ধুর "মৃত্যুহীন প্রাণ" কিন্তু মরণের পরে বাঙ্গালার তরুণদেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া গিয়াছে। তাই নববৎসরের প্রারম্ভে দেশবন্ধুকে বাঙ্গালী তাহার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে না পারিয়াও শোকাভিভূত চিত্তে সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তেরশ বত্রিশে বাঙ্গালী তাহার সুরেন্দ্রনাথকেও হারাইয়াছে। একদিন ইনিই ছিলেন বাঙ্গালার মুকুটমণি। এই বৎসরে শুধু যে জাতীয় নেতৃদ্বয়ের তিরোভাবেই বাঙ্গালা শোকাচ্ছন্ন তাহা নহে, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে যে সকল তরুণ যুবক কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিলে দেশটা আবার কর্ম্মোৎসাহে জাগিয়া উঠিত তাহাদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিবার মত শক্তি বাঙ্গলা লাভ করিতে পারে নাই, ত্যাগের বলে জনমতের প্রতিষ্ঠায় স্বেচ্ছাতন্ত্রের শক্তি বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। অক্ষমতার ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৌভাগ্যও বাঙ্গালার অদৃষ্টে আসিয়াছিল কিন্তু তাহা স্থায়ীভাবে বাঙ্গালার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিল কিনা ভবিষ্যৎ তাহা বিচার করিবে। চরকা ও খদ্দর প্রচার করিয়া মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে কর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। মহাপুরুষের উদ্বোধন বাণীতেও সুখপ্রিয় কর্ম্মকুণ্ঠ জাতির আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিল না। যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আবার ডুবিয়া রহিল। গর্ব্বোদ্ধত লর্ড রেডিং তাহার বিদায় বাণীতে আমলাতন্ত্রের বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিবার অবসর পাইল। ভারতের জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হইল কিন্তু তেরশতেত্রিশের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাতে নির্ব্বাপিত হইল না। কারণ স্বাধীনতার ইচ্ছা জাতির মনে একবার ফুটিয়া উঠিলে তাহা কখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না, উদ্দীপনার কারণ জুটিলেই আবার তাহা আত্মপ্রকাশ করে। ছোট বড় অনেক ঘটনার ভিতর দিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি। মান্দালয়ে রাজবন্দীদের অনশনে দেশের তরুণদের অন্তরে চাঞ্চল্য, স্বরাজ্যদলের একযোগে কাউন্সিল পরিত্যাগ, খাদিপ্রতিষ্ঠান ও অভয়াশ্রমের একনিষ্ঠ কর্ম্মিবৃন্দের মহাত্মা গান্ধীর অনুবর্ত্তী হইয়া খদ্দর প্রচারে বিপুল চেষ্টা এবং পরিশেষে কলিকাতার হিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী বিবাদে বাঙ্গালার যুবকশক্তির জাগৃতি, নৈরাশ্য ও অবসাদের ভিতর আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধনের ইতিহাসে যেরূপ কাঠবিড়ালীর অতিক্ষুদ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ আছে তদ্রূপ ১৩৩২ সালের স্বাধীনতার ভাবপ্রচারের বিবরণে মানভূম কংগ্রেস কমিটির "মুক্তি" প্রকাশও একটু স্থান লাভ করিতে পারে। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অবসাদ ও নিরুৎসাহের ভাবে অভিভূত না হইয়া মানভূমের অধিবাসীগণের উদারতা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণের অর্থে দেশবন্ধু প্রেস স্থাপন করিয়া মানভূমের গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার কথা প্রচার করিবার নিমিত্ত "মুক্তি" প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ভীকভাবে সত্যপ্রচার করা এবং তাহা দ্বারা জাতিগঠনমূলক কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্য করাই "মুক্তি"র প্রধান লক্ষ্য। "মুক্তি" সেই আদর্শ প্রচারে কতটা সাফল্য লাভ করিতেছে জনসাধারণই তাহার বিচার করিবেন।

নববর্ষ উপলক্ষে আমরা আজ দেশবাসী জনসাধারণকে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা এবং আন্তরিক সহানুভূতি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করিবে। জনসেবায় যে ধৈর্য্য, কর্ম্মকুশলতা এবং আত্মসংযমের আবশ্যক হয় তাহা আমাদের নাই, আমাদের ভাবসম্পদও অতি সামান্য। তবুও একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। ভগবৎকৃপাই আমাদের সম্বল। তাঁহার অপার করুণায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, যে ব্যক্তি কোন দিন কথা বলিতে পারে না তাহার মুখ দিয়াও তিনি কথা বলান। যিনি জাতিসমূহের ভাগ্যনিয়ন্তা, যাঁহার ইঙ্গিতে নিখিল বিশ্ব পরিচালিত হয় তাঁহারই যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া আমরা যেন

তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই নববর্ষ উপলক্ষে যিনি যন্ত্ররূপে আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করেন তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। তিনিই আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশসেবার ভিতর দিয়া তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। তাঁহারই প্রদত্ত প্রাণের বল, হৃদয়ের প্রেম এবং বুদ্ধির দৃষ্টি যেন তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য হইতে পারি, এবং অন্তরে উপলব্ধি করিয়া যেন বলিতে পারি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হিসাব নিকাশ—

বৎসর শেষ হইলে দোকানী গত বৎসরের লাভ লোকসানের একটা হিসাব লইয়া দেখে—তার বর্ত্তমান অবস্থাটা কিরূপ। বিগত বৎসরের ভুলচুকের জন্য বৃথা ক্ষোভে, অথবা অপ্রত্যাশিত লাভের উৎফুল্লতায় বিভোর হইয়া বর্ত্তমানটা কাটাইয়া দিলে তার আর দোকান করা চলে না। যে অভিজ্ঞতাটা সে অর্জ্জন করিয়াছে—লাভের দিক দিয়াই হউক, বা ক্ষতির দিক দিয়াই হউক—তাহা যদি সে কাযে লাগাইতে পারে, তবেই সে বিজ্ঞ ব্যবসায়ী, তবেই ভবিষ্যতে তার উন্নতির আশা থাকে, অন্যথা দোকানপাট তার তুলিতেই হয়। আমাদের জাতীয়, সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত জীবনে—সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যদিও বর্ত্তমানেই আমাদের কায করিতে হয়, তাই বলিয়া অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রটা ছিন্ন করা আমাদের সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয় কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। অতীতের অভিজ্ঞতার উপরই বর্ত্তমান নির্ভর করে। অতীত বৎসরে যাহা করা উচিত ছিল এবং করিতে পারি নাই, তাহার জন্য, বৃথা অনুশোচনায় পাপক্ষয়ের চেষ্টা না করিয়া নববর্ষে নূতন উদ্যমের সহিত যদি ক্ষতিটা পূরণ করিয়া লইতে পারি তবেই অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইবার অধিকার আমাদের থাকিবে। আবার, বিগত সাফল্যের আনন্দে বিহ্বল হইয়া বসিয়া বসিয়া মনের পটে ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি আঁকিলে—ঐটুকু সম্বল লইয়াই পরপারের যাত্রী হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—যে পথ সম্মুখে রহিয়াছে তাহা সুখ, শান্তি বা আরামের পথ নয়, সেখানে আছে কেবল "কণ্টকের অভ্যর্থনা"। তার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমাদের বাহির হইতে হইবে।

সম্মানের দাবী—

সম্মানের জন্য যে যত বেশী লালায়িত, অসম্মানই তার ভাগ্যে বেশী ঘটে—ভগবানের এটা অন্যায় বিধান কি না জানিনা, তবে বিধানটা যে আছে—ইহা অতি কঠোর সত্য। "জীবন-সংগ্রামে" নিজের ঢাক নিজে না পিটাইলে "ন্যায্য" দাবীটা না কি সমাজ পূরণ করে না, তাই অধিকাংশ লোকই ঢাক পিঠে করিয়া বেড়ায়, ফলে সাধারণ লোকের কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠে। কিন্তু এই ঢাক পিটাইবার ফলে সম্মানের দাবী কতটা পূর্ণ হয় সে খবর ঢাকীরাই বেশী রাখেন, সন্দেহ নাই। ভগবানের আবার এমনি উল্টা নিয়ম, কখনও যে ব্যক্তি সম্মানের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত হয় নাই, তাহারই স্কন্ধে এই অমূল্য নিধির বোঝা চাপাইয়া দিয়া তিনি অলক্ষ্যে হাসিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কখনও ব্রাহ্মণ্যের প্রাপ্য সম্মানের জন্য অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, কিন্তু কে জানিত এই বস্তুটি তাঁহারই জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে? গত ২৭শে চৈত্রের "বিজলী" কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার বিবরণ দিতে যাইয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—"নাখোদা মস্‌জিদে একটি শিখ আবদ্ধ হয়েছিল। শ্যামসুন্দর সেই ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতার ভেতর প্রবেশ করে বহু আয়াসে তাকে মুক্ত করে বাঁচিয়েছেন। এই ব্রাহ্মণের তেজ যেন বহুকালের খোলশ ছেড়ে এই হাঙ্গামার সময় এক দৃপ্ত তেজে প্রকাশ পেয়েছিল।" * * * * *

হায়, দ্বারবঙ্গ! ব্রাহ্মণ-আভিজাত্যের পতাকা হস্তে দিবারাত্র পরিশ্রমের কি এই পুরস্কার? অন্ধ জনমত শেষে কি না এই মুকুট এক দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মস্তকেই পরাইয়া দিল!

বর্ষবিদায়

(প্রাপ্ত)

তেরশ' বত্তিরিশ সাল
নয় ত শুধু তাল তমাল
শালের গোড়া উপড়ে দিল ফেলে;
মনের সুখে যায় সে চলে
পরের ত্রুটি বলে' বলে'
গোবর গোলা দাও না পিছে ঢেলে।
শতমুখীর শতেক মুখে
স্তুতির দাও মেপে জুখে,
ভাঙা কুলোর দাও না বাতাস গায়;
কোকিলের সে বচন থাসা,
দখিন হাওয়ার মুচকি হাসা
অতল তলে তলিয়ে যেন যায়।

অভ্যর্থনা

ফিকে মেঘে আকাশখানি ছেয়ে
বিন্দু বিন্দু শীতল জলে নেয়ে
এই কি তোমার আসা,
ওগো আমার নূতন বরষ,
ওগো আমার আশা!
আস্‌বে তুমি রুদ্র মন্ত্রে
আগুন দিয়ে গগনের পা চিরে;
শোনা আমার ফুরিয়ে যাবে,
চাইব না আর ফিরে!
গর্জ্জে' তুমি চমকে' দিবে দেশ
ধড়্‌মড়িয়ে উঠ্‌বে সবে জাগি
মোহের তন্দ্রা ত্যাগি'
বুকের মাঝে ঠুক্‌বে সে তাল,
লয় পাবে না রেশ!
হেনার গন্ধ, কমলদলের রঙ্,
নথ-তাকানো সুরমাটানা চোখ,
চাইনাক আর, রেখে দাও ও ঢঙ্;
সিন্দূর বরণ ধূলির গড়ন
পাহাড় ভাঙা রেখ;
কট্‌মটিয়ে চাইবে যেথা
লাগ্‌বে ঠনাঠন্।
এস তুমি রক্তভালে
তাণ্ডবেরি তালে তালে
এস বিশ্ব-উজাড়করা হুহুঙ্কারের ঢেউ,
চরণচাপে ধরাখানি
টলমলিয়ে দাও কাঁপিয়ে,
মরণ ছাড়া ঘুমিয়ে যেন
রইতে নারে কেউ।
কিংবা এস বানের ডাকে
লাখে লাখে তরঙ্গের তাল তুলে',
তারি আবার ফাঁকে ফাঁকে
থাকে যেন হাঙর মকর
করাল কবল খুলে';
তলিয়ে যাক কানন পাথার,
মিলিয়ে যাক পশুপক্ষীনর,
আরামসৌধ উঠুক এবার
অন্তিম দোলা দুলে';
অসহন এ তন্দ্রা হ'তে
আস্‌বে তুমি মুক্তি দিতে;
শঙ্কা আশা সবি যাব ভুলে'।

স্বাধীনতার ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই একদিন,
আর এই একদিন!

"মুসলমানের রাজধানী মুর্শিদাবাদের সৌভাগ্য-কাহিনী কালক্রমে জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাহার বড়ই গৌরবের অবস্থা ছিল। ভাগীরথীতীর-সমাশ্রিত সুরচিত পুষ্পোদ্যান, এবং তন্মধ্যবর্ত্তী উভয়-তটান্তমিলিত, সুগঠিত অট্টালিকা-শ্রেণী সেকালের মুসলমান রাজধানীকে গর্ব্বোন্নত বৃটিশ-রাজধানী লণ্ডনের মতই সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল; বরং লণ্ডন অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের ধনগৌরব যে সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, সেকালের ইংরাজ-রাজপুরুষেরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"

——অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা"—১৪১ পৃষ্ঠা

The city of Mursidabad is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than any in the last city.——Evidence of Lord Clive before the committee of the House of Commons,—1772.

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অবস্থা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার "সিরাজদ্দৌলা" নামক অমূল্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে "সেকালের সুখ দুঃখ" বর্ণনা করিয়াছেন। পরিচ্ছেদটী পাঠকগণকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আপনারা উক্ত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

* * * * * * *

"সিরাজদ্দৌলা নাই। তাহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগলবাদশাহেরা "সমুদয় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসন পত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত, হৃতসর্ব্বস্ব কাঙ্গালভূমি! সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, বাঙ্গালীর সে রাজপদ মন্ত্রিপদ নাই, জমীদারদিগের সে জীবন মরণের বিচার ক্ষমতা নাই;—সে শাসন, সে রণকৌশল, সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। * * * * *

"বহুদিন হইতে এদেশ হিন্দুমুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বহুদিন হইতে হিন্দু মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্মগত

পার্থক্য ছিল ; কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না।” * * * * * *

“দিল্লীর বাদসাহ নাম মাত্র বাদসাহ ; বাঙ্গালার নবাবই বাঙ্গালাদেশের “মা বাপ” হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না। বরং অনেকাংশে হিন্দু-দিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাস-লোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন ; কর্ম্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গালাদেশের ভাগ্য বিবর্ত্তন করিতেন।”

“মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালা দেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী-জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গালা দেশেই সঞ্চিত থাকিত, যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্য বিনিময়ে, কেহ শ্রম বিনিময়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির নির্ব্বাসিত হইত না!”

“সেই এক দিন আর এই এক দিন!” * * *

“সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার মর্ম্ম-বেদনার ইতিহাস নহে ;—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।”

“সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালাদেশ ১৩ চাক্‌লায়, এবং ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণাগুলি কোন না কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া বিচার বলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া যথাকালে নবাব সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে, তাঁহাদের স্বাধীন-শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাকলায় চাকলায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান “ফৌজদার” অর্থাৎ শাসন-কর্ত্তা থাকিতেন ; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব-সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।” * * * *

“দেশে যে অত্যাচার ছিল না তাহা নহে ; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অরাজকতায় জমীদার ও মহাজনগণ যতই উৎপীড়িত হ'ন না কেন, কৃষক কুটীরে তাহার ছায়া স্পর্শ হইত না। কৃষক যথাকালে হল চালনা করিয়া, যথাপ্রাপ্ত শস্যসঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরু-দ্বেগেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না ; কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যুতস্করের উপদ্রব হইলে, গ্রামের লোক দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া লাঠি ঘুরাইয়া মশাল জ্বালাইয়া তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।”

“ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজ-কাল দস্যু-তস্করে উপদ্রব করিলে, কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না ; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্ত-নাদ করিতে থাকে! দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটিয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া, হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে, গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বকসী, কনষ্টে-বল, এবং চৌকিদার মহাশয় অবসর অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে, গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া এক হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর এক হাতে তাহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঋণ গ্রহণে বাহির হয়! দস্যু-তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় ; দুই এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্ম-যন্ত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।”

“অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল। কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসালয়—বিনা মূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না ;—কিন্তু লোকের ধন ধান্য ছিল ; স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল, হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর সময়ে কবি কঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিত, এবং আপন আপন বাসস্থলীতে নিপুণভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।”

“অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না ; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অথবা তাহার বেত্র দণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া, বালকেরা অবসর সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত ; কখন বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে একজনের স্থানে দুই তিন জন চাপিয়া বসিত ; কখনও

বা বর্ষার জলে নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত ; সময়ে অসময়ে গৃহস্থের গরু বাছুর চরাইয়া, হাটবাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপ-কথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস পাশা খেলিয়া, দাবা ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি তরবারি ভাঁজিত ;” * * * *

“সে দিন আর নাই ;—এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই, ক, খ, ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখন বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া, আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে ; যুবকেরা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখনও বা সুধু একখানি প্রশংসা পত্র পাইবার আশায়, দেশে দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্পদিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে ; বৃদ্ধেরা অনবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন ; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী,—সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামী-পুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এসকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

ক্রমশঃ

চরকাযজ্ঞে নারীর কর্ত্তব্য।

[শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ]

জগতবিশ্রুত মহামানব মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁহার মঙ্গলশঙ্খের গম্ভীর নির্ঘোষে সমস্ত ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন আমাদের এই রুক্ষ পাষাণময় মানভূমের নিদ্রিত মোহাবিষ্ট নারীসমাজেও চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমরা সেই চেতনার যথোচিত ব্যবহার করিতে পারি নাই। আজও আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং ঘরে ঘরে চরকা প্রচলন করিতে পারিলাম না। দারিদ্র্য, জড়তা, সহানুভূতির অভাব প্রভৃতি যদিও আমাদের পদে পদে বাধা দিয়াছে, তবুও ইহা আমাদের উদ্যমের অভাব এবং অক্ষমতার নিদর্শন বলিয়াই পরিতপ্ত হইতে হয়, কিন্তু তথাপি আমরা চরকার বাণীতে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছি। আমা-দের মাতামহী-পিতামহীগণ এই বিশ্বাস লইয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা হারাইয়াছিলাম, কিন্তু সেই দৈবপ্রেরিত মহাপুরুষ আবার আমাদের জীবনে তাহা আনিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিব না কি?

দেশজননী আজ শৃঙ্খলভারে নিপীড়িতা, দেশবাসী নির্য্যাতীত, লাঞ্ছিত দুঃখী। আমাদের আজ কেবল সেই পীড়নের সেই লাঞ্ছনার মূক সাক্ষী হইয়া উপায়হীন বেদনায় কাঁদিয়া মরিলেই ত চলিবে না। আমরাও ত নিরুপায় নহি, দেশমুক্তির সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম উপায় চরকা, তাহাতো আমাদেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তুচ্ছ আলস্য বা ক্ষুদ্র অসুবিধার কথা ভাবিয়া আমাদের এই গুরুতর দায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্যের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়া থাকিব কি? না, তাহা হইবে না। এস ভগিনীগণ, আমরা সকলে এই নববর্ষে, পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত জড়তা সব অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া, নূতন উৎসাহে, নব উদ্দীপনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া লইয়া বর্ত্তমান ভারতের সকল সত্য সাধনা শক্তি ও ভাবের কেন্দ্র সেই মহানায়ককে ভক্তি-নম্র হৃদয়ে বন্দনা করিয়া এবং তাঁহার অসীম প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য অগ্রসর হই, এবং তাঁহারই নির্দ্দেশিত কর্ম্মে আপনাদের নিয়োজিত জীবনকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে ভালবাসে ; তাই সে ধর্ম্ম নিয়ে সম্প্রদায় গড়ে—ভুলে যায় যে, ধর্ম্ম গোলমালের বা ভোটে তুলবার মত কিছু নয়। তার কারণ, ধর্ম্মকে হৃদয়ের জিনিষ মনে না করে' অনুষ্ঠানমূলক ভাবে ; এমন কি, ধ্যান ধারণার কথা বিস্মৃত হয়ে বহিরঙ্গগুলিই আঁকড়ে ধরে—খাওয়া ছোঁয়া, ফোঁটা তিলক, দাড়ি গোঁফ শিখা, টুপি পাগড়ি নামাবলী, অজু আচমন মার্জ্জন, আসনের উচ্চতা নীচতা, মন্দির মসজিদ চার্চ্চ প্যাগোডা—এ সবই হয় বড় জিনিষ। যার সঙ্গে এগুলি মিলে যায় সে হয় আপনার লোক—স্বসম্প্রদায়ের, অন্যে শত্রু—অন্ততঃ অনাত্মীয় ; ধার্ম্মিকের যে 'বসুধৈব কুটুম্বকে'র ভাব থাকা উচিত, তা তখন দূরে সরে যায়। তার পর ধীরে ধীরে দম্ভ এসে প্রবেশ করে —লোক বাড়িয়ে নিজের সম্প্রদায়কে বড় করে' গর্ব্ব অনুভব করে। অন্যের ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তাকে ছোট ভাবে এবং বলতে চায়—তার ধর্ম্মের মধ্যে যারা নেই তাদের অশেষ দুর্গতি হবে। তার পর যেন সহসা করুণায় বিগলিত হ'য়ে অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে নিজের দলে টানতে চায়—ছলে বলে কৌশলে নিজের দল পুষ্ট করে' তুলে। পরস্বলোলুপেরা ইহারই পিছনে অজস্র অর্থ ঢেলে দেয় ; আর সময়মত অজস্র সৈন্য প্রেরণ করে' অপরের দেশ জয় করে, তার রত্ন ভাণ্ডার লুঠে' নেয়। এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জগতে যত অত্যাচার উৎপীড়ন হয়েছে এত আর কিছুতে নয়—ইতিহাস এর কত কথাই শোণিতের রক্তে অনলাক্ষরে লিখে রেখেছে।

দরিদ্রতা পাপ ; কিন্তু আমরা দরিদ্রকেও পাপী মনে করি, ঘৃণা করি ; তাকে কোনও সাহায্য প্রায় করি না ; নিজের চেষ্টায় যতটুকু মাথা তুলতে পারে, তাও তুলতে বাধা দিই ; সামাজিক বিধানে, রাষ্ট্রীয় নিয়মে তারা নির্যাতিতই হয়। যদিবা কোথাও করুণা করি, তা মাছের দুঃখে বিড়ালের কান্নারই মত। কবি ঠিকই বলেছেন :—

"রাজকৃপা পীড়নের পূর্ব্ব মিষ্টাভাস,
রাজনীতি সর্পসম ফিরে অনিবার
প্রজার কুটির ঘিরে ; স্নেহ দয়া তথা
হতে দূরে যায় সরে'।"

কেবল রাজনীতি নয়, সমাজনীতিও তাই।

যত দিন কোনও লোক আমার সমাজের অন্তর্গত, তত দিন আমি তাকে দরিদ্রতা বা রাজভয় হতে রক্ষা করতে চাই না ; বরং সামান্য ত্রুটি বা বিচ্যুতির অছিলায় তাকে নির্যাতন করি ; আমার হৃদয়ের সেটুকু পরিচয় সে পায়, তাতে শিউরে উঠে দূরে সরে যাওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই সে অমনই কোনও কারণে অন্য সমাজ বা অপর ধর্ম্মের আশ্রয় নেয়, অমনি আমার নাড়ীটা টন্‌টনিয়ে উঠে। আসল কথা, আমার দম্ভে, আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

বর্ষ গণনা

ওঁ নমো নারায়ণায়।

১৩৩৩ সালের ভবিষ্যদ্ বাণী

মেদিনীপুর ভৃগু-সংহিতা কার্য্যালয়

শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিনোদ সরস্বতী এফ্ টি এস কর্ত্তৃক গণিত।

যুদ্ধ ও রাজনীতি।

১। এ-বৎসর এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার দুই একস্থানে সামান্য যুদ্ধ বাধিবে।

২। এসিয়ার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে বা আফ্রিকার পূর্ব্ব-প্রান্তে যুদ্ধের উদ্যোগ বা ভীষণ অশান্তির চিহ্ন দৃষ্ট হইবে।

৩। ইংরেজ ও অন্যান্য প্রবল শক্তিদিগের এ বৎসর যুদ্ধস্পৃহা না থাকিলেও নিজ নিজ আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া সমরোদ্যোগ করিতে হইবে।

৪। ইউরোপীয় শক্তি সকলের মধ্যে সৌহৃদ্য স্খলিত ও পরস্পর শান্তি নষ্ট হইবে।

৫। ইংরাজদিগকে ভারতের কয়েকটী বিষয় লইয়া চিন্তিত ও শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে বেগ পাইতে হইবে।

৬। ভারতে শান্তি স্থাপনের জন্য সম্রাটের লক্ষ্যস্থল হইলেও নিম্নস্থ কুটনৈতিকের পরামর্শে সম্রাটের রাজনীতি বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

৭। শান্তিরক্ষার আইন কানুন প্রচারের ফল সুবিধা জনক হইবে না।

৮। ভারতে কেমন একটা ভাবান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায়, এবং ভারতবাসী অনেক বিষয়ে নিজের অনিষ্টের কারণ নিজেই উদ্ভাবন করিয়া ফেলিবেন বলিয়া মনে হয়।

৯। ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ও আমেরিকার মন্ত্রিফল এ বৎসর উত্তেজক।

১০। রুষিয়া, ইংলণ্ডের মন্ত্রীফল মৈত্রীভাবব্যঞ্জক ও পরিবর্ত্তক।

১১। চীন, জাপান, আফগান্ ও পারস্য রাজ্যের মন্ত্রিফল ভবিষ্যৎ চিন্তায় পূর্ণ।

১২। ইটালী, সুইডেন, তুরস্ক ও গ্রীসের মন্ত্রিফল পরিপক্কতা বিহীন।

১৩। প্রজার শিক্ষানীতি ও ধর্ম্মের বাজারে শূন্য ফল দৃষ্ট হইল। শাসননীতির দোষেই লোকের মতি গতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

১৪। এ বৎসর গভর্ণমেণ্টের বজেটবিচার সুষম হইবে না।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য—

১। এ বৎসর প্রথমেই ধান্যের মহার্ঘতা হইবে ও বস্ত্র-মূল্য হ্রাস পাইবে।

২। বর্ত্তমান বর্ষে ইক্ষু ও গোধুমের চাষ সুবিধাজনক দৃষ্ট হয়।

৩। পাট ও তুলার বাজার বিশেষ লাভজনক হইবে না।

৪। এবার ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের স্রোতে বৈদেশিক বণিকদের কিঞ্চিৎ হানি হইবে।

৫। মিলের অধ্যক্ষদিগকে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিতে হইবে নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

৬। চা ও লবণ ব্যবসায়ীদিগের শুভ বৎসর।

৭। এ বৎসর বঙ্গীয় চাষীদিগের আবাদের আশা থাকিলেও ইন্দুরভয় অধিক দৃষ্ট হইবে।

৮। এ বৎসরও স্থানে স্থানে ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়।

৯। বর্ত্তমান-বর্ষে চাকুরীর-বাজার বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই টান। মুসলমান ভ্রাতাদিগের কিঞ্চিৎ শুভফল।

১০। কাগজ, জয়েণ্ট ষ্টক কোং ও সেয়ারব্যবসায় এ বৎসর মধ্যম ফলপ্রদ।

১১। এ বৎসর ডাক্তারীর-ব্যবসায়ে ষোলআনা লাভ, বস্ত্রাদির ব্যবসায়ে বারআনা, তেজারতি ও জমিদারি ব্যবসায়ে আট আনা, আইন ব্যবসায়ে পাঁচ আনা, দালালি ব্যবসায়ে একআনা লাভ লক্ষিত হয়।

ক্রমশঃ

মানভূমবাসীগণের নিকট নিবেদন—

মানভূম জেলায় কাউন্সিলের ভোটারদিগের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। ভোটার হইবার নিয়ম নীচে দেওয়া হইল। যাহারা ঐ নিয়ম অনুসারে ভোটার হইবার যোগ্য অথচ ভোটার বলিয়া গণ্য হন নাই তাঁহারা আপত্তি দিয়া তাঁহাদের নাম ভোটারশ্রেণীভুক্ত করাইবেন।

মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার বাহিরে অর্থাৎ গ্রামে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের বিহার কাউন্সিলের ভোটার হইবার নিয়মঃ—

২১ বৎসর বা তাহার চেয়ে বেশী বয়সের যে সকল পুরুষের (স্ত্রীলোকেরা ভোটার হইতে পারিবে না) মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাহিরে অর্থাৎ গ্রামে বসবাস আছে বা বাসগৃহ আছে এবং

(ক) খেরাজ অথবা লাখেরাজ ষ্টেট অর্থাৎ জমিদারী আছে যাহার জন্য মোট বার্ষিক অন্ততঃ ১২৲ বার টাকা সেষ এককালে কালেক্টারীতে দিবার নিয়ম আছে, অথবা

(খ) যাঁহাদের টেনিওর অর্থাৎ মধ্যস্বত্বের জায়গা আছে যাহার জন্য বার্ষিক অন্ততঃ ১০০৲ টাকার উৎপন্নের উপর সেস্ ধার্য্য আছে অর্থাৎ অন্ততঃ ৬।০ টাকা সেস্ ধার্য্য আছে, অথবা

(গ) যাঁহাদের রায়তী জমিজমা আছে যাহার জন্য বার্ষিক মোট অন্ততঃ ১৬৲ ষোল টাকা জমা অথবা ।।০ আট আনা সেস্ ধার্য্য আছে, অথবা

(ঘ) যাঁহাদের ইউনিয়ন কমিটীতে গত বৎসর অন্ততঃ ১।।০ দেড় টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, অথবা

(ঙ) যাঁহাদের গত বৎসরে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, অথবা

(চ) যাঁহারা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত বা পেনসন্‌প্রাপ্ত বা কার্য্য হইতে বিদায়প্রাপ্ত সেনানী বা সৈনিক, অথবা

(ছ) যাঁহারা উড়িষ্যা বা ছোটনাগপুর বিভাগের মুসলমান অধিবাসী এবং যাঁহাদের গত বৎসরে মোট অন্ততঃ ৩৲ তিন টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল—

তাঁহারাই বিহার কাউন্সিলের ভোটার হইবার যোগ্য।

মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের বিহার কাউন্সিলের ভোটার হইবার নিয়ম :—

মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে অথবা ঐ সীমানার দুই মাইলের মধ্যে যাঁহাদের বসবাস আছে বা বাসগৃহ আছে এবং

(১) গত বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট ৩৲ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল অথবা

(২) গত বৎসর ইনকম্ ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল, অথবা

(৩) যাহারা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত বা পেনসন্‌প্রাপ্ত বা কার্য্য হইতে বিদায়প্রাপ্ত সেনানী বা সৈনিক, অথবা

(৪) উপরের (ক) (খ) (গ) দফার লিখিতমত যাহাদের মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ষ্টেট বা টেনিওর বা রায়তী জমিজমা আছে, অথবা

(৫) যাহাদের গত বৎসর অন্ততঃ ১।।০ দেড় টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছিল—

তাঁহারাই মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ভোটার হইবার যোগ্য।

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী,
মানভূম জেলা কংগ্রেস-কমিটি

নানা সংবাদ।

পুরুলিয়ার স্বনামপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বাহাদুর চক্ষুরোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে অর্থাভাবে যাহারা চোখের ছানি কাটাইতে সুযোগ পান না তাঁহারা পুরুলিয়ার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত নার্শিং হোমে থাকিয়া ছানি কাটাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি বিনা পয়সায় চোখের ছানি কাটিয়া দিবেন। মফস্বলের কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি সেই অঞ্চলের চক্ষুরোগাক্রান্ত লোকদিগকে সমবেত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া বরদা বাবুকে সংবাদ দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সেখানে গিয়াও বিনা দর্শনীতে ছানি কাটিয়া আসিতে পারেন। কাঁচা ও পাকা উভয়বিধ ছানি কাটিবারই তাঁহার আশ্চর্য্য দক্ষতা আছে। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত বরদা বাবুর এই সাধু সঙ্কল্প যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তৎপ্রতি সকলের লক্ষ্য থাকিবে। অনেক গ্রামে অনেক অন্ধ আছে যাহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনের সামান্য উদ্যোগের অভাবে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারিতেছে না এবং পরের গলগ্রহ হইয়া দুঃখের জীবন যাপন করিতেছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ "মুক্তির" পাঠক পাঠিকা সকলেই যেন যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া উহাদের অবস্থার বিষয় "মুক্তির" সম্পাদককে সংবাদ প্রদান করেন।

তুলিন যুবকসম্প্রদায়—

গত ১৩ই এপ্রিল যুবকসমিতির উৎসাহে তুলিন গ্রামে জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বানেশ্বর নায়েক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সভায় দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং মৃতব্যক্তিগণের আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এই যুবকসমিতি অল্প দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যেই এই সমিতি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই বিদ্যালয়ে মাহাত, তেলি, কাঁছ প্রভৃতি জাতীয় ছাত্রই অধিক। তুলিন যুবকসম্প্রদায়ের এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পুরুলিয়াতে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস—

গত ১৩ই এপ্রিল এখানে যথারীতি "জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের" নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় চকবাজারে কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় সমবেত জনমণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলেন যে ভারতের ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হইতেই এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। সেই দিন হইতেই জাতীয় প্রচেষ্টা একটা সম্পূর্ণ নূতন পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইল ; ভারত-বাসী সেইদিন হইতে বুঝিতে পারিল জাতির, অধীনতার লাঞ্ছনা ও কলঙ্ক মুছিতে হইলে স্বাবলম্বী হইতে হইবে; অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে লাঞ্ছনার বোঝা বাড়িয়াই চলিবে। সেইদিন হইতেই হিন্দুমুসলমান একত্র হইয়া স্বাবলম্বনকে সকল প্রচেষ্টার মূলনীতি-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। সেই কথা স্মরণ করিয়াই মহাত্মা গান্ধী আজ ভারতবাসীকে—ঐক্য সাধনের ও স্বাবলম্বী হইবার একমাত্র উপায় চরকা গ্রহণ করিতে

বলিতেছেন জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত একস্রোতে প্রবাহিত হইয়া যে ঐক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই ঐক্যবন্ধন চিরস্থায়ী করিয়া সেই ভিত্তির উপরে স্বাবলম্বনের সাহায্যে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

পরে দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার তত্রত্য প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করিয়া তাহাদিগকে সেই দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণের লাঞ্ছনায় ও অপমানে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ সমবেত শ্রোতৃবর্গকে কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করিবার পর, সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

জিলা বোর্ড—

আগামী ২৬শে এপ্রিল, সোমবার বেলা ৮—৩০ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া জুবিলি টাউন হলে জিলা বোর্ডের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

আমরা অবগত হইলাম, গত ১২ই তারিখের কন্‌ফারেন্সে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনার সাহেব বোর্ডের কংগ্রেসদলভুক্ত সদস্যগণ ও সরকারী চেয়ারম্যানের মধ্যে একটা মিটমাট্ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কমিশনার সাহেব চেয়ারম্যানের পূর্ব্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সদস্যগণকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন যে, আইনের অপরূপ ব্যাখ্যা আর হইবে না। ভাইস্-চেয়ারম্যান্‌কে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং সদস্যগণের সম্বন্ধে কটূক্তিপূর্ণ চেয়ারম্যানের নোট বোর্ডের কাগজ পত্রের মধ্যে স্থান পাইবে না—এইরূপ আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে। এই সব সর্ত্তে কংগ্রেসী সভ্যগণ আবার নূতন করিয়া বোর্ডের কায আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। চেয়ারম্যানের যে ক্ষমতা বোর্ড প্রত্যাহৃত করিয়াছিল, তাহা আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারকে আর তিন মাসের সময় দিতে সদস্যগণ রাজী হইয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব সন্তোষজনক কায দেখাইতে পারিলে, সদস্যগণ পূর্ব্ব আচরণের জন্য আর এখন তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিবেন না। পরিশেষে কমিশনার সাহেব আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন যে এবার হইতে চেয়ারম্যান্ সদস্যগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কায করিবেন, আর কোনওরূপ অসঙ্গত আচরণ তিনি করিবেন না।

জামসেদপুর সংবাদ—

জামসেদপুরের জনৈক সংবাদদাতা আমাদের অন্যতম সহকারীকে নিম্নলিখিত পত্রখানা পাঠাইয়াছেন :—

তোমরা বোধ হয় অমৃতবাজারের জনৈক বেনামী সংবাদদাতার লেখা দেখিয়া ভাবিতেছ যে টাটার কারখানায় আজকাল কড়ি বর্গা বা করোগেট সিট প্রস্তুত করা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন হিন্দু ও মুসলমান কারিগরেরা শুধু লড়াইএর জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতেছে, এবং আমরা ইদের দিন কলিকাতার ন্যায় পরস্পর মারামারি করিয়া জামসেটপুর জমশূন্য করিব।

কিন্তু তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে সংবাদপত্রে এরূপ খবর বাহির হওয়া সত্ত্বেও মারামারি করিবার জন্য এখানের কোনও হিন্দু বা মুসলমানের কোনওরূপ চেষ্টা বা আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।

অপরাপর জায়গার ন্যায় কলিকাতার মারামারির সংবাদে এই সহরের জনসাধারণের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান নেতারা মিলিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিলেন যে জনসাধারণের ভয়ের মূলে কোনও ভিত্তি নাই। কাজেই তাঁহারা যথাসাধ্য সেই কথা সকলের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন।

শিখেরা এখানে শারীরিক বলে ও সঙ্ঘবদ্ধতায় অন্যান্য সকল সম্প্রদায় হইতে সমধিক উন্নত হইয়াও সাধারণ লোকের মন হইতে ভয় সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিবার জন্যই বোধ হয় এবৎসর স্বেচ্ছায় চৈত্রসংক্রান্তির মিছিল পর্য্যন্ত বাহির করেন নাই। কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা সগর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহারা দাঙ্গার জন্য গুপ্ত চক্রান্ত করিতেছেন।

গত ১৩ই এপ্রিল জালিনওয়ালাবাগ দিবসে এখানে সাধারণ সভায় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান নেতারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আচরণকারী ও দেশের শত্রু হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কলঙ্ক গুণ্ডাদিগের প্রভাব হইতে জনসাধারণকে দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। দেশবন্ধুর কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া এস্থানের সকলেই লজ্জিত।

ইদের দিন এখানে বেশ শান্তিতে কাটিয়াছে। সংবাদদাতা বেচারী এসম্বন্ধে কোনও রোমহর্ষণ সংবাদ দিতে পারিবে না বলিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ—

আমরা অবগত হইলাম পুরুলিয়া কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মজুমদার আর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে না থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বিহার সরকারের নিকট পত্র পাঠাইয়াছেন। এই পদ গ্রহণ করিবার সময় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এই পদে আসীন থাকিয়া গ্রাম্য জীবনের ধ্বংসের অন্যতম কারণ মামলাবাজির হাত হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা তিনি করিতে পারিবেন, কিন্তু এখন না কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে এইরূপ কিছুই করা সম্ভব নয়, তাই তিনি এই পদে ইস্তফা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আশা করি, সরকার তাঁহার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করিবেন।

প্রেরিত পত্র।

(লেখকের মতামত যেন কেহ সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংবাদটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন :—

আজ কয়েক দিন হইল সহরে একটা গুজব রটিয়াছে যে মুসলমানদের এক মিটিংএ স্থির হইয়াছে, তাঁহারা কালীমন্দির লুট করিয়া সহরে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা হাঙ্গামা বাধাইবেন। আমি নিজে তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলাম যে এই গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যা গুজব রটাইয়া পরে তাহা সরকারী কর্ম্মচারীদের কাণে পৌঁছাইয়া বাহাদুরী লইবার উদ্দেশ্যেই যে কেহ কেহ সহরবাসীদের মনে এইরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে এইরূপ স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টার পুরস্কারস্বরূপ কি খেতাব তাঁহাদের মিলিবে, তাহা এখনও বলা দুষ্কর। যাহা হউক, আমরা আশা করি, সরকার তাঁহাদিগকে বাঞ্ছিত পুরস্কারে বঞ্চিত করিবেন না। হিন্দু ভাইগণের নিকট আমার নিবেদন—তাঁহারা যেন এই মিথ্যা গুজব আদৌ বিশ্বাস না করেন। স্থানীয় মুসলমানদের মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি কখনও ছিল না, বা এখনও নাই।

নিবেদন ইতি— ইব্রাহিম খাঁ।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল (Muthanol)—র‍্যাডিকরস্ হাইড্রমাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade { টেলিফোন নং :— ৬১৭ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতে চান, তবে—

আদি ও বিখ্যাত প্রস্তুতকারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৭১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতের সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আবএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অবিলম্বে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার স্যুট কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্ ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাব এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপরিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিপোপাগর ইত্যাদি বিক্রেতা।

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্রাঞ্চ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reserved for
Dindayal Pharmacy.

সন ১৩৩৩ সালের

পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!!

কাশী, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও বিক্রমপুর প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত, এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মাদি পণ্ড হইবে না।

মূল্য সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

পুরুলিয়ার এজেণ্ট—শ্রীগোপাল গোবিন্দ দত্ত কালীতলা পুরুলিয়া

প্রকাশক—শ্রীনন্দলাল শীল

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ ও অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন।

নাট্য কবি—শ্রীগুরুপ্রসাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু প্রচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মির্জ্জা প্রেস, বর্দ্ধমান।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

লাইফ ইনসিওর করিতে চান?

ফিনিক্স (Phenix Company) কোম্পানিতে করুন। প্রত্যেক ৭৫ সনে ২২৷৷০ বোনাস হাজার টাকার পলিসিতে দিয়াছে।

এজেণ্ট, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

বর্ত্তমান ধর্ম্ম

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৩ই বৈশাখ ১৩৩৩, ২৬শে এপ্রিল ১৯২৬ | ১৯শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাড়ী বিক্রয়।

পুরুলিয়ার ডুলমি পল্লীতে চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত ৺সুরেন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের ৩ খানি শয়নঘর, ভাড়ার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদী যুক্ত একখানি পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। স্বাস্থ্য এবং অবস্থিতি হিসাবে বাড়ীখানি অতি উৎকৃষ্ট। মূল্য এবং অন্যান্য বিষয় নিম্নলিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সিংহ
কণ্ট্রাক্টর
ঝরিয়াপুর, ধানবাদ পোঃ
ই, আই, আর

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

মিউনিসিপালিটির আগামী নির্ব্বাচনে যাঁহারা ভোটার হইবার অধিকারী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা আগামী ১৫ই মে মধ্যে নিজ আবেদন প্রেরণ করিবেন। তাঁহাদের আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা চাই। (১) নিজ ও পিতার নাম। (২) যে কারণে তাঁহার ভোটার হইবার অধিকার জন্মিয়াছে। (৩) যে বাড়ীতে বাস করেন সে বাড়ীর নম্বর রাস্তা বা গলির নাম। (৪) ওয়ার্ডের নম্বর। (৫) বয়স (২১ বৎসর না হইলে ভোট দিবার অধিকার জন্মিবে না।) (৬) মিউনিসিপালিটীর অধিকার মধ্যে কতদিন বাস করিয়াছেন। আবেদনের সহিত প্রমাণ স্বরূপ কোনও কাগজ পত্র দিবার প্রয়োজন বুঝিলে তাহাও দিতে হইবে।

কাহারা ভোট দিবার অধিকারী ?

যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষ যিনি ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিলের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১ বৎসর ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলকাধীন গৃহাদির মধ্যে বাস করিতেছেন এবং মোটেমাটে ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে ন্যূনকল্পে ১।৹ টাকা ট্যাক্স দিয়াছেন, এবং

[ক] যে কোনও ব্যারিষ্টার, অথবা

[খ] যাঁহার ওকালতী, মোক্তারী, রেভিনিউ এজেন্ট অথবা সাব্-ওভারসিয়ারের কায করিবার সার্টিফিকেট আছে, অথবা

[গ] যিনি চিকিৎসা করিবার জন্য কোন গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত মেডিক্যাল স্কুল হইতে লাইসেন্স পাইয়াছেন, অথবা (ঘ) যিনি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথবা (ঙ) যিনি গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কোনও সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা অথবা মাদ্রাসা হইতে গৃহীত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথবা (চ) যিনি গভর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী অবসৃত কিংবা অপসৃত কোন কর্ম্মচারী বা ভারত সম্রাটের সেনাবিভাগের ননকমিশনড কর্ম্মচারী অথবা সৈনিক,

তিনিই ভোট দিতে পারিবেন।

মিউনিসিপাল্ আফিস্	স্বাঃ শশধর গাঙ্গুলী
পুরুলিয়া	ভাইস্-চেয়ারম্যান্
৮ই এপ্রেল ১৯২৬	পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটি

বিজ্ঞাপন।

বাঁকুড়া রোড হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি ভুবন-রায়ের গলিতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য উক্ত গলিটিকে সাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ ৬ই জানুয়ারী তারিখে ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১(১) ধারা অনুযায়ী একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভাতুবাবু ব্যতীত আর কেহ মিউনিসিপ্যাল আফিসে আপত্তি দাখিল করেন নাই, সুতরাং এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, লক্ষ্মীবাবু যে অংশ সম্বন্ধে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া, এবং ভাতুবাবুর অংশে—গলিটির প্রস্থ ১২ ফুট হইতে ৬ ফুটে কমাইয়া উক্ত গলিটি সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষিত হইল।

মিউনিসিপ্যাল আফিস	স্বা—শশধর গাঙ্গুলী
পুরুলিয়া	পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির
১৭ই এপ্রিল, ১৯২৬	ভাইস্-চেয়ামান

যাঁহাদের এই ব্যাপারের সহিত কোনওরূপ সম্পর্ক আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যাল সব্-ওভারসিয়ার কর্ত্তৃক অঙ্কিত উক্ত গলির প্ল্যান মিউনিসিপ্যাল আফিসে রবিবার ও অন্যান্য ছুটি ব্যতীত যে কোনও দিন বেলা ৬টা হইতে ১১টার মধ্যে যে কোনও সময়ে দেখিতে পারেন।

গলির বিবরণঃ—

দৈর্ঘ্য—৪৮৮ ফুট,

উত্তর সীমা :—

(১) সোনারাম মহাতর বাস্তু বাড়ী।
(২) ভাতু সিংহের পতিত জমি।
(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমি।
(৪) শশাঙ্ক শেখর মুখোপাধ্যায়ের পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা :—

(৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তু এবং প্রাঙ্গণ।
(৬) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।
(৭) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী।
(৮) জয়চাঁদ মজুমদারের পতিত বাড়ী।

পূর্ব্ব সীমা :—

(৯) সুরেন্দ্রনাথ সিংহের বাস্তু।
(১০) শিবমন্দির।
(১১) লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাঙ্গণ।

পশ্চিম সীমা :—

(১২) যুগল ছুতারের বাস্তু।
(১৩) বিমলা দাসীর বাস্তু।
(১৪) বন্ধু ছুতারের বাস্তু।
(১৫) অক্ষয়কুমার সরকারের বাস্তু।
(১৬) সূর্য্যকুমার সরকারের বাস্তু।

বিজ্ঞাপন।

নভিহা শিতলা লেন হইতে বাহির হইয়া যে গলিটি আশু মাহাতর জমিতে গিয়া মিশিয়াছে তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য উক্ত গলিটিকে সাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইং ১৯২২ সনের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুযায়ী এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। যেহেতু উক্ত বিজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল আফিসে কোনও আপত্তি দাখিল করা হয় নাই, সুতরাং এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত গলি সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষিত হইল।

মিউনিসিপ্যাল আফিস	স্বাঃ শশধর গাঙ্গুলী
পুরুলিয়া	পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির
১৭ই এপ্রিল, ১৯২৬	ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

গলির বিবরণ :—

দৈর্ঘ্য—৩৩০ ফুট

প্রস্থ—১০ ফুট

পূর্ব্ব সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ
(২) মাধারি জোলার বাস্তু এবং বাড়ী
(৩) বিশখা মাহাতর বাড়ী
(৪) রাধানাথ মজুমদার পতিত বাড়ী
(৫) একটি গলি
(৬) দিগনী মাহাতানের পতিত জমি

পশ্চিম সীমা :—

(১) ষোল আনার রাসমঞ্চ
(২) সুরেন্দ্র নাথ ঘোষের বাস্তু এবং প্রাঙ্গণ
(৩) যোগেন্দ্র মাঝুর বাস্তু
(৪) আশু মাহাতর বাস্তু এবং বাড়ী

বন্দেমাতরম্

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের

বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চারবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸৹ আনা সের।

লুচি তরকারী … … … … ৷৶৹ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

এক টাকায় ২৩৩ দফা উপহার।

যাহারা মলম বা কাশ্মিরী আতর ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ৯ গ্রাম কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোল্ডার ১টী, নিব ২টী, কলছবি ২৫ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল্ক ঘড়ি ১টী, বোতাম ২টী, নস্যদান ১৬ পুরিয়া, সেফটিপিন ১টী, টাইম রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী আতর একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী অসংবিকার রিটাইমলিস ঘড়ি, কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা।৹ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশেলী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায় একশত টাকার উপকার

স্বদেশী— আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা গরদ, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কুটুম্ব আত্মীয় প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃণ ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘিএর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸৹ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহুইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৹, ঐ এরোপ্লেনাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যরিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৴৹ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বড়াবগাহিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৷৶৹ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন ১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৹ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা। প্রতি সংখ্যা /৹ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৸৹ টাকা ও ১৸৹ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পৃষ্ঠা	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা— ২ কলম	১০৲ টাকা
" অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা— ১ কলম	৬৲
" সিকি পৃষ্ঠা— ½ কলম	৩৷৹

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

লাইফ্ ইনসিওর যদি করিতে চান!

ন্যাশনাল (National Insurance Company) ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেক গৃহস্থেরই স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া লাইফ ইনসিওর করা উচিত। অধিকন্তু, আমাদের কোম্পানি স্বদেশী কারবার, সুতরাং সকলেরই সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এজেন্ট, পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"আনন্দ সংবাদ"

বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, কুৎসিত ব্যাধির চিকিৎসা। একশিরা, কুরণ্ড, কোষবৃদ্ধি, গলগণ্ড, গলাফুলা, ঘেগ, গোদ "ভক্তি কবচ" ধারণে ঐ সাতটি রোগ মুক্ত করিয়া স্বাভাবিক করিয়া থাকে। দৈবশক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীপ্রদত্ত বহুপরীক্ষিত মহৌষধ। যদি কুৎসিত ব্যাধি হইতে শান্তিতে থাকিতে চাহেন তবে প্রত্যেকেই একটি করিয়া "ভক্তি কবচ" ধারণ করুন। মূল্য সডাক ১৷৶৹।

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন কুণ্ডু

পোঃ বেলতলী-আটপাড়া

বেলতলী জিঃ ঢাকা

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অবশ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা

খাঁটী মাখন ও মাখন গলান ঘি

[দর ঘি খুচরা ২৷৶৹ সের, পাইকারী ১০০৲ টাকা মণ ও মাখন ২৶৹ সের।]

যদি শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে চান তবে বাজারের ভেজাল ঘি না খাইয়া আমাদের দোকানের ঘি ব্যবহার করিয়া দেখুন।

সুকুমার সেন

[কেঃ অব্ সুবোধ কুমার সেন]

মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া

"মুক্তি"

যত ক্ষত্রকুলে দরবান র'লো,
দ্বিজ পাচক ঘোটকবান হ'লো।
সব জ্ঞান র'লো পুঁথি পাত তলে;
হ'লো পল্লব- গ্রাহক বিজ্ঞদলে।
ব'লো ধর্ম্ম কি, ভক্ষ্য অভক্ষ্য নিয়ে,
তমজালে বিকীর্ণ সুদীন হিয়ে।

—গোবিন্দ চন্দ্র রায়

সন ১৩৩৩, সাল ১৩বৈশাখ সোমবার

বর্ত্তমান ধর্ম্ম।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাধীনতার চেষ্টাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন, কারণ পরাধীন জীবনে সত্যিকার ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। হৃদয়স্থিত ভয় ও মোহ বিদূরিত না হইলে ধর্ম্মভাব কিছুতেই প্রস্ফুটিত হইতে পারে না; তপ, জপ, যজ্ঞ, তপস্যা সমস্তই নিষ্ফল চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্তেয় প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি বিকৃত আকার ধারণ করে। ভয় ও মোহই আমাদের জাতীয় অধীনতার স্বরূপ এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র জাতির মনের উপর এই তমোভাব দুইটির যে প্রভাব ও প্রসার আছে তাহা বিনষ্ট করাই স্বাধীনতার চেষ্টা। সুতরাং ঐহিক সুখাকাঙ্ক্ষামূলক কৃষি, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মকে আদর্শ করিয়াও জাতীয় জীবন গঠন করা অসম্ভব। ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মই ভারতের একমাত্র গৌরবের জিনিষ প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করিলেই ত আর ধর্ম্মলাভ করা চলিবে না— ধর্ম্ম সাধনার বস্তু, ধর্ম্ম কর্ম্মসাপেক্ষ, ধর্ম্ম কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিবার জিনিষ। ফাঁকিবাজিতে অর্থলাভ হইতে পারে, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে, নানাবিধ ভোগের উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে ভেজাল চলিবে না—লোকের নিকট চলিতে পারে কিন্তু অন্তরস্থ ভগবানের নিকট চলিবে না। ভয়ে ভয়েও থাকিব, মুখ ফুটিয়া সত্য কথাটি পর্য্যন্ত বলিতে পারিব না, কেহ যদি দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা বলিতে গিয়া নির্ভীকভাবে আমলাতন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করে তবে তাহা শুনিয়া পাছে বিপদ ঘটে এইরূপ ভাবিয়া সে স্থান বর্জ্জন করিব, সত্য কথাটি শুনিবার সাহস পর্য্যন্ত হইবে না, অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিবে, আর গীতা ভাগবত পাঠ করিয়া মনে ভাবিব ধর্ম্ম সাধন করিতেছি, "সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যের ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সত্যের মহিমা প্রচার করিব এবং "সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ" বলিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় কথার আবৃত্তি করিব—ইহাতে সত্যরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার অক্ষমতাজনিত আত্মপ্রবঞ্চনা চলিতে পারে কিন্তু ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ সত্যের সাধন হইবে না। অহিংসা সাধন করিতে গিয়া গোরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম—গো-হত্যা-নিবারণী সভা করিয়া মুসলমানগণ বকরীদে যাহাতে গো হত্যা না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলাম, কিন্তু গোরা পল্টনের ছাউনির নিকট যে অসংখ্য গরুর অহরহ প্রাণ বিনাশ হইতেছে, দেশের রাজা মহারাজারা যে গোমাংস দ্বারা সাহেব-ভোজ দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতি সাজিতেছে, স্বার্থে আঘাত লাগে বলিয়া তাহার প্রতিকার বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিলাম—এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া সত্যিকার অহিংসা ধর্ম্মের সাধন হয় না। ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলাম—ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া ভারতের লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিব, কিন্তু ছেলেরা আমলাতন্ত্রের চাকরীর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া ভোগমূলক অর্থকরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবও রাখিতে হইল, এইরূপ ভেজাল শিক্ষায় একটু পরিবর্ত্তিত আকারের চাকরীজীবী বা ব্যবসায়জীবী গঠিত হইতে পারে বটে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এইরূপভাবে আমরা ধর্ম্মের যে অঙ্গ সাধনেরই চেষ্টা করি না কেন, অধীনতাজনিত ভয় ও মোহ আসিয়া আমাদের সমস্ত প্রযত্ন, সমস্ত অধ্যবসায় নিষ্ফল করিয়া দেয়—বাধ্য হইয়াই আমাদের ধর্ম্মসাধনার নামে অন্নবিস্তর আত্মপ্রবঞ্চনা অভ্যাস করিতে হয়। কি গৃহস্থের জীবনে কি সন্ন্যাসীর জীবনে সর্ব্বাবস্থায় ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়ই রাষ্ট্রীয় অধীনতা। রাষ্ট্রীয় ভয় ও মোহের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অতি অল্প লোকেই খাঁটিভাবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ভয় ও মোহ থাকা সত্বেও মনে হয় ধর্ম্মে কতকগুলি বহিরঙ্গ-ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেই বুঝি ধর্ম্ম লাভ হইল। কিন্তু নিভৃতে একটু আত্মচিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সকল বহিরনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে তাহা তদুদ্দেশ্য সাধন না করিয়া অভিমানই পুষ্ট করিয়া থাকে। নিজেকে পরের নিকট বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি হইলেই এই দোষ জন্মে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং শাসকসম্প্রদায়ের জীবনের আদর্শ অনুকরন করিবার অধীন জাতির স্বাভাবিক প্রবণতাই ইহার মূল কারণ। সুতরাং ধর্ম্মজীবনেও যে ভারতের অধোগতি হইতেছে তাহাও দাসত্বের ফলেই ঘটিতেছে। দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, দাসসুলভ মনোবৃত্তি বিদূরিত না হইলে সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মপ্রতি অসম্ভব। শিক্ষাদ্বারা আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিবে?

অধীন জাতির নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার কোথায়? ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ চেষ্টা করিলেও অর্থাভাবে এবং প্রবৃত্তির বিপরীত গতিতে তাহা নিষ্ফল হইতেছে। শাস্ত্র প্রচার করিয়া দেশকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবে? কোথায় মিলিবে অসৎপ্রতিগ্রহত্যাগী ত্যাগনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? তাঁহারাও যে ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা বিসর্জ্জন দিয়া অর্থ ও উপাধি-লোলুপ হইয়া ম্লেচ্ছপ্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাছেও বা আশা কি? তাঁহারাও ত ভোগ বিলাসের প্রভাব ও অর্থের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া একমাত্র ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে পারিতেছেন না। হীরার আংটী বা সিল্কের পাঞ্জাবী-ধারী সন্ন্যাসী কি বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে পারেন, না সে শিক্ষা কার্য্যকরী হয়? বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে আগত তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা যে ভারতের ধর্ম্মভাবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অধীন অবস্থায় ধর্ম্মকে উহাদের প্রভাবমুক্ত করা সম্ভবে কি? স্বাধীনতার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে যে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অনুশীলন হইবে, নির্ভীকতা ও কর্ম্মশীলতার ভাব জাগ্রত হইবে, মোহ ও ভয়ের তমোভাব একমাত্র তাহা দ্বারাই বিদূরিত হইতে পারে—দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে ধর্ম্মভাবের বীজ কিছুতেই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম-সাধন যাহাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদেরও রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং তৎসঙ্গে বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করাই একমাত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। দাসজাতির পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করাও যে সম্ভবপর নয়। ভারত আজ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে বলিয়াই তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক কলহে মত্ত হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া হিংসাদ্বেষকে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে এবং নিত্য লাঞ্ছনা ও অপমানকে বরণ করিয়া লইতেছে। একনিষ্ঠ কর্ম্মীদের তপস্যার ফলে নবশক্তি জাগ্রত হইলে এই হতভাগ্য দেশের দাসত্ব যখন ঘুচিয়া যাইবে, স্বাধীনভাবের পতাকার নিম্নে যখন হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—সকলে সমবেত হইবে, একমাত্র তখনই ভারত তাহার শিক্ষা ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে। স্বাধীনতার চেষ্টায় জনসেবাই এখন ঈশ্বরোপাসনা, স্বাধীনতার চেষ্টায় চরকা-যজ্ঞই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, স্বাধীনতার চেষ্টায় লোকশিক্ষাই এখন শাস্ত্রপ্রচার, স্বাধীনতার চেষ্টায় আমলাতন্ত্রের সহিত অসহযোগই এখন প্রত্যাহার এবং স্বাধীনতার চেষ্টায় ভয় ও মোহ ত্যাগই এখন বৈরাগ্যসাধন। ভগবানের স্বরূপই স্বরাট্, সুতরাং স্বরাজ্যলাভই জাতিগতভাবে সাধীনতার চরম লক্ষ্য। কে আছ সাধক! এস এস এই স্বরাট্‌রূপী ভগবানের উপাসনা করিয়া ধন্য হও।

বিলাতে সত্যাগ্রহ—

কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কয়েকজন কমিউনিষ্ট নেতা সৈনিকদিগকে উত্তেজিত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছেন। সে দিন শ্রমিকদলের বিশিষ্ট নেতা মিঃ ল্যান্সবেরির সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় প্রায় ৯ সহস্র লোক একযোগে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উচ্চারণ করিয়া সেই অপরাধেই অপরাধী হইয়াছে:—"সকল সৈনিক, নাবিক এবং বিমানচারীদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন কোন অবস্থাতেই ব্রিটেনের শ্রমিকদের উপর গুলি না চালায়, এবং সকল শ্রমিকদের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তাহারা যেন ধনিকবর্গের স্বার্থ-সাধনের জন্য যে সব সেনাদল গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রবেশ না করে"। ব্রিটিশ সরকার মিঃ ল্যান্সবেরি ও সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের শাস্তির কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, জানিতে পারা যায় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে মহাত্মার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ভারতের বহু স্থানে "করাচী প্রস্তাবের"ও এইরূপ পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। মিঃ ল্যান্সবেরি উক্ত কার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিলে অন্যায় দাবী করা হইবে, মনে করি না। মহাত্মা যে নীতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার প্রভাব আলোর মতই ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

গলদ কোথায়?

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় কারাগারের বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মুক্তি দিবার কালে স্যার হিউ ষ্টিফেন্সন বলিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এদিকে সহঃ ভারত-সচিব পার্লামেণ্টের দুইজন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অনিলবাবু প্রকৃতপক্ষেই দোষী ছিলেন, তবে বিপ্লবপ্রচেষ্টায় যোগ দিবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অনিলবাবুর মত লোকের পক্ষে কোনও কালে হিংসা-মূলক বিপ্লবপ্রচেষ্টায় যোগদানকরা সম্ভব ছিল কি না, বাঙ্গালা সরকার তথা সহঃ ভারতসচিবের অভিমতের অপেক্ষা না করিয়া দেশবাসী সে সম্বন্ধে যাহা ধারণা করিবার করিয়া লইয়াছে। এখন কথা হইতেছে—বিলাতের লোক বড় কর্ত্তা ও ছোট কর্ত্তার এইরূপ বিভিন্ন অভিমতের সামঞ্জস্য করিবে কি করিয়া?

স্মৃতির অর্থ লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য শ্রুতির উপরেই নির্ভর করিতে হয়; কারণ স্মৃতির ভিত্তি শ্রুতি। কিন্তু উক্ত ব্যাপারে ছোটকর্ত্তার কথার উপরে নির্ভর করিয়া বড় কর্ত্তার মত গঠিত হইয়াছে—এইরূপ ধারণা করাই স্বাভাবিক, সুতরাং এ স্থলে বড় ও ছোটর মধ্যে সম্বন্ধটা ঠিক শ্রুতি-স্মৃতির সম্বন্ধ নয়। অধিকন্তু, ষ্টিফেন্সন সাহেব যখন অনিলবাবুর কথার প্রতিবাদ করেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে গলদ যেটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা উপরের দিকেই কোথাও আছে।

বিহার সরকার ও বিহারের কংগ্রেস-অধিকৃত জিলাবোর্ড—

ইং ১৯২৪-২৫ সনে জিলাবোর্ডগুলির কার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধে বিহার সরকারের (স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর) যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সরকার নূতন বোর্ডগুলিকে কিছু কিছু প্রশংসা করিয়া, কংগ্রেস-অধিকৃত বোর্ডগুলির কংগ্রেসী সদস্যগণের কার্য্যনীতির যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। কংগ্রেসদলভুক্ত সদস্যগণ কি কারণে সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছেন, নির্ব্বাচকগণের তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ সরকার উক্ত মন্তব্যের উপসংহারে নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেসী সদস্যগণের কার্য্যনীতির সমর্থন না করেন—অর্থাৎ আগামী নির্ব্বাচনে যেন কংগ্রেসদলভুক্ত কোনও ব্যক্তি জিলাবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত না হন। সরকারের মতে উক্ত সদস্যগণের প্রধান অপরাধ—তাঁহারা বোর্ডের নিযুক্ত কর্ম্মচারিবৃন্দকে এবং বোর্ডের অধীন স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদিগকে খদ্দর পরিধান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন; দ্বিতীয় অপরাধ—তাঁহারা সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বোর্ডের অধীন স্কুলগুলিতে চরকা-কাটা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন; তৃতীয় অপরাধ—তাঁহারা অধিকাংশ ভোটের বলে রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে অভিনন্দন দিতে সাক্ষী হইয়াছেন। সরকারের ধারণা—এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বোর্ডের যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়াছে; অধিকন্তু, এইরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উক্ত সদস্যগণ কোনও কোনও ব্যাপারে নির্ব্বাচকগণের অমঙ্গলই সাধন করিয়াছেন।

সরকারের এই অভিমতের গুণাগুণ বিচার আমরা করিতে চাই না, কারণ নির্ব্বাচকগণ নিজেরাই বেশ বুঝিতে পারিতেছেন উক্ত কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসদলভুক্ত সদস্যগণ প্রকৃতই দেশের কিছু অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন, না দেশের সার্ব্বজনীন হিত-সাধনের উদ্দেশ্যেই উক্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। তবে একটা বিষয়ে আমরা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সরকার যদি মনে করেন যে, শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করিয়া সদস্যগণ বোর্ডের সময় নষ্ট এবং সাধারণের অহিত সাধন করিয়াছেন, তাহা হইলে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারিগণকে অভিনন্দিত করাও সমভাবেই নিন্দার্হ বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু পূর্ব্বে যখন জিলাবোর্ড-গুলি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণকে এইরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিত, তখন সরকার বোর্ডগুলিকে এই ব্যাপারের জন্য কখনও নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এমন-কি, বর্ত্তমানেও দুই একটি বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি এরূপ করিয়াছেন, আমরা জানি; কিন্তু কৈ, সরকার ত সেই বোর্ডগুলির সদস্যগণ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না! সরকার কি মনে করিলেন যে, এস্থলে শ্রদ্ধার পাত্র—দেশভক্ত রাজনৈতিক কর্ম্মী না হইয়া রাজভৃত্য হইলেন বলিয়াই, সময়ের অপব্যবহার সদ্ব্যবহারে পরিণত হইল, এবং দেশের অমঙ্গল হঠাৎ মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদরূপে আত্মপ্রকাশ করিল?

আগামী নির্ব্বাচন—

ব্যবস্থা-পরিষদগুলির আসন অধিকার করিবার জন্য আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী দাঁড় করান হইবে। কংগ্রেসদল হইতে যাঁহারা প্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট নিজ নিজ আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, দুই এক দিনের মধ্যেই উক্ত কমিটি প্রার্থী মনোনীত করিবেন। প্রত্যেক জিলার কংগ্রেসপক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবার যোগ্যতা কাহার আছে, সে বিষয়ের বিচারের ভার জিলা কংগ্রেস-কমিটিগুলির উপরেই অর্পণ করা উচিত। কেবল বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রাদেশিক কমিটির হাতে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার থাকিবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই সঙ্গত কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা আশা করি, প্রাদেশিক কমিটি এই ব্যাপারে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক জিলা কংগ্রেস-কমিটির অভিমত অবগত হইবার চেষ্টা করিবেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি-গুলির ন্যায্য দাবী পূর্ণ হওয়ার উপরেই কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সামাজিকতার কতকগুলি ধারা নিয়মমাফের মধ্যে জোর করেও চালানো দরকার; রাষ্ট্রনীতিরও যে অংশ সমাজের অঙ্গীভূত অর্থাৎ সমাজের হিতকর তা'ও তেমনি চলতে পারে। কিন্তু যতদিন সামাজিকেরা কর্ত্তব্যপরায়ণ বা কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন না হয় কিম্বা ধর্ম্মের কথা শুনে কৌশল খাটিয়ে বা জোর চালিয়ে তনাইতে বা নওয়াতে হবে, এমন কি কারণ আছে? জনচিত্তজ্ঞানের

কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হলে, উহা যদি লোকহিতকর হয়, রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ্যে প্রচারের চেষ্টা করে, কোন কোন জিনিষ জোর করেও চালায়; কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তথ্য, জিজ্ঞাসু ব্যতীত অন্যকে জানানো কেবল অনাবশ্যক নয়, অন্যায়ও। তার ফলে সন্ন্যাসী ভিখারীতে পরিণত হয়। দুধ যেমন পচে' গেলে অখাদ্য ও অপকারী হয়, ধর্মবিজ্ঞানও তেমনি বিকৃত হলে অশেষ অকল্যাণ আনয়ন করে। এই হিসাবে সম্প্রদায় গঠনের আবশ্যকতা নাই। অনুভূত তথ্যগুলি গণিতিক সত্যের ন্যায় স্থায়িত্বলাভ করে; তার জন্য প্রচারকমণ্ডলী অনাবশ্যক। তবে আমার মত বা আমি যে মত গ্রহণ করেছি তা, অধিকসংখ্যক লোকে গ্রহণ করুক, এরূপ দম্ভ অবশ্য সম্প্রদায় গঠনে বা প্রচারক নিয়োগে প্রণোদিত করে। লোকহিতার্থেও ধর্মের সরল সত্যের প্রচার বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তার পথও তেমনি সরল; তাতে ছল, বল বা কৌশলের প্রয়োজন থাকে না। অশোককে ধর্মকথা শোনাবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করতে হয়নি। মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যপ্রচার আর অধর্মের অবলম্বনে ধর্ম-বিজ্ঞাপন, উভয়ই সমান।

দরিদ্রের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করে দাও, অশিক্ষিতের শিক্ষার ব্যবস্থা কর, ব্যাধিগ্রস্তকে রোগমুক্তির শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন কর,—ইহা মানব-ধর্ম। কিন্তু ঐগুলি যদি তোমার সম্প্রদায়-জালে প্রবেশ করাবার বংশীধ্বনিস্বরূপ হয়, তা'হলে সৎকর্ম করেও তুমি ব্যাধবৃত্তিক—তোমার সবই পণ্ড। তার উপরে, যদি ধর্মান্তরের নিন্দাঘোষণা বা দোষপ্রদর্শন তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল মনে করে' থাক, তা'হলে তুমি ভ্রান্ত। তুমি যখন নিজের ধর্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা সর্ব্বধর্ম্মের সার বলে' ঘোষণা কর, ভগবান্ তখন হাসেন। অনন্তশক্তি অনন্তজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত বিশ্বে কত ক্ষুদ্র এই পৃথিবী, আর কেমন ক্ষুদ্রতম তুমি মানব। তোমার ঐ বিন্দুমাত্র মস্তিষ্কে যে টুকু জ্ঞান ভগবান্ দিয়েছেন, তা তাঁর কত বড় করুণাই হ'ক, তুমি সব জান বা বেশী জান—এমন মনে করলে, তাঁর দয়ার অপব্যবহারই করা হবে। কিন্তু সবই মিছে; যখনই ভেবে দেখি যে, তোমার এই কুটিল নীতির মূলে রয়েছে স্বার্থ বা দম্ভ তখন আর তোমার বিশেষণ খুঁজে পাই না।

বর্ষ গণনা

ওঁ নমো নারায়ণায়।

১৩৩৩ সালের ভবিষ্যদ্ বাণী

মেদিনীপুর ভৃগু সংহিতা কার্য্যালয়

শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিনোদ সরস্বতী এফ্ টি এস্ কর্ত্তৃক গণিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাকৃতিক অশান্তি—

১। ভারতের পশ্চিম, ইটালী, সুইডেন, ইংলণ্ড, আমেরিকায় স্থানে, স্থানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাত লক্ষিত হইবে।

২। এশিয়ার দক্ষিণ, ইউরোপের পশ্চিম, প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক সাগরের কোন বড় দ্বীপে ভূমিকম্প হইবে।

রোগ, শোক ও মৃত্যু—

১। স্বাভাবিক মৃত্যু অপেক্ষা এ বৎসর অপমৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

২। আফ্রিকা, ফ্রান্স, চীন আমেরিকায় শস্ত্র ও বিষ-মৃত্যু সংঘটিত হইবে।

৩। ইংলণ্ড ও ভারতে আকস্মিক পতন বা হঠাৎ মৃত্যুতে কয়েকটী লোকের জন্য শোক প্রকাশ করিতে হইবে।

৪। ভারত ও ইংলণ্ডের একজন নরপতির পতন হইবে।

৫। উপাধিনামে সজ্জিত মুখোজ্জ্বলকারী বড় লোকের মৃত্যু ভয় দৃষ্ট হয়।

৬। ১৭ন গ্রন্থকার বা সুলেখক, ২জন স্বদেশমান্য ও একজন রাজনৈতিকের গতায়ু হইবার কথা।

৭। একজন প্রধান ইংরাজ নেতা, প্রশংসনীয়া একটী স্ত্রীলোক ও একজন পণ্ডিতের হঠাৎ মৃত্যুযোগ আছে।

স্থানীয় সংবাদ।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

এ পর্য্যন্ত পুরুলিয়াতে কোনও দিন কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভাব বর্ত্তমান ছিল না, বরং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দই লক্ষিত হইত। কিন্তু কলিকাতার হাঙ্গামার জের মিটিতে না মিটিতেই এখানেও সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছে। কোনও পক্ষের দোষগুণের বিচার আমরা করিতে চাই না, কেবল যাহা যাহা ঘটিয়াছে নিরপেক্ষভাবে তাহাই বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

চিরকালই বৈশাখ মাসে রাত্রিকালে সহরের বিভিন্ন পল্লী হইতে কীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া নগর পরিভ্রমণ করে। কোনও বিশেষ দল বিশেষ কোনও পথ ধরিয়া যাইবে—এরূপ প্রথা কোন দিনই বর্ত্তমান ছিল না। যে দলের যে দিকে যাইবার ইচ্ছা হইত, তাহারা সেই দিকেই যাইত। হাসপাতালের নিকটে মুসলমানদের যে বড় মস্‌জিদ আছে, তাহার সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তনের দলগুলি চিরকালই যাতায়াত করে, তাহাতে মুসলমানগণ এ পর্য্যন্ত কোনও দিন বাধা দেন নাই বা কোনও প্রকার আপত্তিও করেন নাই। ১৭ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় দশটার সময় নডিহার কীর্ত্তনের দল উক্ত মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া চকবাজারের কালীমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ মস্‌জিদ হইতে কয়েকজন মুসলমান বাহির হইয়া তাহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করে; নডিহার দল ইহাদের কথায় ভীত না হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চকবাজারাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ চীৎকার করিয়া বলে—"আচ্ছা, কাল দেখা যাইবে"। পরদিন সহরে এই খবর প্রচার হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে একটা বিক্ষোভের ভাব সৃষ্টি হয়। সেই দিন রাত্রিকালে নডিহার দলের সহিত আর একটি দল মসজিদের সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া যায়, কিন্তু কেহ বাধা দিতে অগ্রসর হয় নাই।

রবিবার ২রা দিন ১৯শে তারিখে নেতৃস্থানীয় দুই একজন স্থানীয় মুসলমান হিন্দু মুসলমানগণের এক সম্মিলিত সভা আহ্বান করেন। বেলা আন্দাজ ৫টার সময় মস্‌জিদপ্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হয়। বহু মুসলমান ও হিন্দু সভায় যোগদান করেন। জনৈক মৌলবী সাহেব প্রস্তাব করেন যে মুসলমানগণের মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এক নডিহার কীর্ত্তনের দল ছাড়া অন্য সব দল মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে, যেন উক্ত স্থানে বাজনা বন্ধ করিয়া যায়; নডিহার দল বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতেই যাইবে, যেমন পূর্ব্বে যাইত। কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় হিন্দু যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য কীর্ত্তনের দলের এবং সহরের সকল হিন্দুর মত জ্ঞাত হইয়া পরে যাহা উচিত বিবেচিত হইবে, তাহা মুসলমানগণকে জানাইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবেন। ইহাতে কোনও কোনও মুসলমান চটিয়া উঠিয়া বলেন যে, নডিহার দল ছাড়া অন্য কোনও দলকে মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া তাঁহারা যাইতে দিবেন না, প্রয়োজন হইলে লাঠির সাহায্যেও বাধা দিবেন—"ডাণ্ডাসে রুখেগা"। উপস্থিত অন্য মুসলমানগণ এই কথার কোনওরূপ প্রতিবাদ না করায় বেশ বুঝিতে পারা গেল তাঁহারা সকলেই এবিষয়ে একমত। মীমাংসার চেষ্টা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যা বেলা শুনিতে পাওয়া গেল যে মুসলমানগণ নডিহার দলকেও মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে দিবেন না।

রাত্রিবেলা মস্‌জিদের সম্মুখে পুলিশ পাহারা ছিল, কিন্তু সে দিন কোন দলই আর সেই রাস্তায় কীর্ত্তন করিয়া যাতায়াত করে নাই। পরদিন সদর সব-ডিভিজনাল অফিসার শ্রীযুক্ত অতুলধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ২৬ জন মুসলমানকে ১০৭ ধারা অনুসারে মুচলেকা স্বাক্ষর করিতে আদেশ দেন। তাঁহার চেষ্টায় রাত্রিবেলায় কীর্ত্তনদলের যাতায়াতের সময় মস্‌জিদের সম্মুখে বহুসংখ্যক পুলিশ প্রহরী রাখার ব্যবস্থা হয়। রাত্রি নটার পরে সহরের অনেকগুলি কীর্ত্তনের দল কালীমন্দিরের নিকট হইতে একত্র বাহির হইয়া মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয় হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ভদ্রলোক সকলেই কীর্ত্তনদলের অনুগমন করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে কোনও লোক কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ না করিতে পারে, তাহার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মস্‌জিদের সম্মুখ ভাগ অতিক্রম করিবার কালে সশস্ত্র পুলিশ মস্‌জিদের ধারে—পথের একপার্শ্বে—দণ্ডায়মান ছিল। সদর সব-ডিভিজনাল অফিসার, পুলিশসাহেব, ডি, আই, জি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারিগণ দলের পুরোভাগে সহর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

পরদিন নডিহার দল যখন মস্‌জিদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় (রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময়) ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মস্‌জিদে নামাজ আরম্ভ হয়। সচরাচর রাত্রি আটটাতেই নামাজ শেষ হইয়া থাকে, কিন্তু সেদিন এইরূপ ঘটিবার কারণ কিছু জানা যায় নাই। নামাজ আরম্ভ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া কীর্ত্তনের দল বাজনা ও কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। সেদিনও মস্‌জিদের সম্মুখে পুলিশ পাহারা ছিল।

পরদিন মুসলমান পক্ষ হইতে সদর সব্ ডিঃ অফিসারের আদালতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে দরখাস্ত দাখিল করা হয়—যে ইঁহারা ইচ্ছা করিয়া মস্‌জিদে সমবেত মুসলমানগণের নামাজে বাধা দিয়াছেন। সদর সব্ ডিঃ অফিসার স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সকল বিষয়ই অবগত আছেন বলিয়া নিজে বিচার না করিয়া দরখাস্ত ডেঃ কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে উক্ত হিন্দুগণের উপরে ২৯৬ ধারা অনুসারে সমন জারি হইয়াছে। আগামী ৭ই মে মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইবে। উক্ত দিবস বিকাল বেলা ডেঃ কমিশনার স্থানীয় হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করেন। এই কন্‌ফারেন্সে স্থির হয় যে প্রত্যহই কীর্ত্তনের দল নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়া রাত্রি ৯টা হইতে ১১ টার মধ্যে মসজিদের সম্মুখভাগ অতিক্রম করিবে। পরে ডেঃ কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ প্রতিশ্রুতি দেন যে মস্‌জিদের সম্মুখে উক্ত সময়ে পুলিশ পাহারা থাকিবে।

প্রত্যহই কীর্ত্তনের দল নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, এখন পর্য্যন্ত কিছু গোলমাল হয় নাই। হিন্দুরা দলে ভারি হইয়াই যা হয় হইতেছে, এবং পুলিশ পাহারাও প্রতিদিনই যথাস্থানে হাজির থাকে। যাহাতে কোনওরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা না হইতে পারে, অতুল বাবু পুলিশের সাহায্যে তাহার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৈশাখ মাস ভরিয়াই কীর্ত্তনের দলগুলি এইরূপ ভাবে প্রত্যহ নগর প্রদক্ষিণ করিবে। আমরা আশা করি, সাম্প্রদায়িক জিদের বশে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া কোন সম্প্রদায়ই সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করিবেন না। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সহরের যুবকগণ একত্র সম্মবদ্ধ হইয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিলে, তাঁহারা সহরের শান্তি অটুট রাখিতে পারিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

যোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতির শেষ অধিবেশন—

১৮ই এপ্রিল তারিখে অভ্যর্থনা সমিতির শেষ অধিবেশনে সমিতির সম্পাদক হিসাব উপস্থিত করিলে, নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়টি গৃহীত হয়:—

১। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ প্রস্তাব করেন—

সম্পাদক মহাশয় যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা গৃহীত হউক। উক্ত হিসাব ও অডিটারগণের তৎসংক্রান্ত মন্তব্য "মুক্তি" তে প্রকাশিত হউক, হিসাবের চুম্বক স্থানীয় অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করেন—

মোট উদ্বৃত্ত নগদ ৩০০৪।১০ জিলা কংগ্রেস কমিটিকে ইতি পূর্ব্বেই অর্পিত হইয়াছে, জিতিষপত্রের মধ্যে যেগুলি এখনও বিক্রয় হয় নাই এবং যাহার মূল্য অতি অল্প, তাহাও উক্ত কমিটিকে অর্পিত হউক।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। পরিশেষে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রস্তাব করেন —অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও স্বেচ্ছা-সেবকগণ এবং সহৃদয় জনসাধারণকে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অদ্য হইতে অভ্যর্থনা-সমিতি বিলুপ্ত হউক।

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

স্বা—শ্রীমুক্ত্যহন সেন
সম্পাদক

স্বা—নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি

তাং ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৬।

বাজারের দর।
(পাইকারী)
(পুরুলিয়া ১৩ই বৈশাখ)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৸৶০ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২১৷০আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭০৲ টাঃ

দেশী নূতন চাল বাশি ৫৸০ ঐ বাঁকাশি ৫৸৶০ ঐ সাং ৬৲ ঐ কলম কাটি ৬৸৶০ পুরাতন ৬৸০ টাকা। ধান ৩৷০ বিরি কলাই ৫৸৶০, অড়হর ডাল ১নং ৭৷০ ঐ ২নং ৬৸০ টাকা। মুসরীর ডাল ৬৷০ খেসারীর ডাল ৪৸০ বুটের ডাল ৬৷০ মুগের ডাল ১০৲ টাকা। বুট (ছোলা) ৪৷০ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৪৶০ আনা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৫৷৷০ টাকা। ঘি সন্টুর ১নং (মণ) ৭০৲ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৫৲ ঐ ২নং ২৪৲ টাকা। চিনি সাদা জাভা (মণ) ১৩৲ টাকা, দেশী কাশপুরী ১৪৲ টাকা। সূতার দর—বিজন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷০ নং ৬৸৶১০ আনা, ১০৷০ নং ৬৷৶০ আনা, গোপাল মার্কা ১২৷ নং ৬৷৶০ আনা, ঐ ১১৷ নং ৬৷০ টাকা। কাঁচা কয়লা—মণ ৶১০ আনা। গালার দর—টিমেন ৫১৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৫৩৲, সুপার ফাইন ৫৭৲। লাহার দর—মুকি ১৩৲, বৈশাখি ২০৲ কুসামি ৩০৲ আরি ১২৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রেল ষ্টেশনের প্রাঙ্গণের সংস্কার হইবে—এই জন্য আগামী ২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে এপ্রিল তারিখে প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত বাঁকুড়া রোডের যে অংশের উপর দিয়া আত্রার লাইন গিয়াছে সেই অংশে সকল প্রকারের গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ থাকিবে।

পুরুলিয়া—
২৩শে এপ্রিল ১৯২৬

স্বাঃ—শশধর গাঙ্গুলী
ভাইস্-চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

বিবিধ সংবাদ।

মহাত্মা গান্ধী—

বোম্বাইয়ের গভর্ণর সাহেব কৃষি কমিশন সম্বন্ধে আলোচনার সভাবক্তাদিগের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিয়া মহাত্মাকে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। মহাত্মাজী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও অসহযোগী হিসাবে সরকারী কার্য্যে কমিশন প্রভৃতিতে কি হয়, না হয় জানিবার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই, তথাপি গভর্ণর সাহেবের ইচ্ছানুসারে এ বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিতে তাঁহার অনিচ্ছা নাই।

কলিকাতায় আবার দাঙ্গা—

কলিকাতায় আবার স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কয়েকজন লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে।

কলিকাতার হাওয়া লাগিয়া নানা স্থান হইতে কম-বেশী সাম্প্রদায়িক বিরোধের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এ বিরোধের যে কবে পরিসমাপ্ত হইবে, ভগবান্ জানেন।

বিহার গভর্ণরের বিরুদ্ধে মামলা—

পরিভ্রমণ-ব্যয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে ভোটে দিয়া অনুমোদিত করিয়া না লওয়া অন্যায় হইয়াছে বলিয়া পাটনা হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে, তাহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

আগামী ৪ঠা মে সাবরমতীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির, ৫ই মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এবং ৬ই মে নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইবে। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী নবগঠিত জাতীয় দলের সভ্যগণকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ-পত্র পাঠাইয়াছেন।

সব্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ—

মাদ্রাজের সব্ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, রামন্, বটিন পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে দুই একটি ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমার পেশা স্বর্ণকার; স্বর্ণকারের ব্যবসায়ই আমার অবলম্বন করিতে হইবে। … … …

… যদি এই নিষিদ্ধ ফল (চাকুরী) আস্বাদন করিতে এখনও বিরত না হই তাহা হইলে আমার পাপ ও দুর্গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবেই, অধিকন্তু আমার বংশধরগণও বহু পুরুষ ধরিয়া হরির হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। একবারের চেষ্টাতেই আমি নিজেকে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছি, আর কোন (সরকারী) সর্ত্তই আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না।"

পাটের কলের কুলি হত্যা—

নৈহাটীর গৌরীপুর জুটমিলের দুইজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী মিঃ স্পেন্সার নামে জগন্নাথদাস নামক একজন কুলিকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ব্যারাকপুরের সাব্ডিভিসানাল্ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ঘটনার দিন শত শত কুলি ক্ষেপিয়া গিয়া গৌরীপুর মিলে ভীষণ গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিয়াছিল, ফলে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দলের সহিত অপর দলের মিলন প্রচেষ্টা—

কাউন্সিলের মেম্বর হইয়া সরকারী মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি গ্রহণ করা উচিত কিনা এই বিষয় লইয়া মতভেদ হওয়ায় শ্রীযুক্ত কেলকার, মুঞ্জে প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা স্বরাজ্যদল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু একটা মিটমাটের চেষ্টার জন্য মহাত্মা গান্ধির সবরমতী আশ্রমে বিরুদ্ধদলকে আহ্বান করেন। এই বৈঠকে লালা লাজপত রায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্যদলপক্ষে ও অপরপক্ষে কেলকার, মুঞ্জে, জয়কার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছেন। মহাত্মাজী নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত থাকিবেন। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকিবার জন্য মহাত্মা স্বাস্থ্য লাভের জন্য মসুরী যাওয়া স্থগিত রাখিলেন। লালাজিও জেনেভা যাইবার জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ সম্মিলিত হইবার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

পুলিসের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ—

ব্রহ্মদেশের একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারী খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

সরকারের হৃদয়হীনতা—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সিংহ রাজবন্দী হিসাবে জলপাইগুড়িতে বন্দী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র—শ্রাদ্ধাধিকারী অথচ আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নয় এই কারণে অর্থ সংগ্রহ করিবার মানসে তিনি সরকারের নিকট ৪০ দিনের ছুটি প্রার্থনা করেন। দয়াময় ন্যায়বান সরকার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই।

অর্ডিন্যান্স বন্দীর মুক্তি—

ফরীদপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবক শ্রীনিবারণ চন্দ্র পাল সরকার কর্ত্তৃক অর্ডিন্যান্স আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ফরিদপুরবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে একমাসের জন্য মুক্তি পাইয়াছেন।

কাতরাস রাজ এষ্টেটের মামলা—

কাতরাস রাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ভুবন মোহন মিত্র ও তাঁহার পুত্র তহবিলের বিশ্বাস ভঙ্গ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিম্ন আদালত অপরাধের সবিশেষ প্রমাণাভাব বলিয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দেন। এই বিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে সরকার পক্ষ হইতে আপিল হয়। জজ শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দি ও গ্রুথালের বিচারে ভুবন মিত্রের চুবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও তৎসহ ১০০০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ভুবন মিত্রের পুত্র জ্ঞানপ্রকাশেরও ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কাকোরী রেলডাকাতি মামলার রায়—

গত আগষ্ট মাসে লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী কাকোরী নামক স্থানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে চলন্ত ট্রেণে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা অ্যালারম্ সিগনালের চেন টানিয়া ট্রেণ থামাইয়া দেয় ও গার্ডের গাড়ি হইতে টাকার সিন্দুক লুট করে। এই ডাকাতির সংস্রবে পুলিশ কানপুর, কাশী, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে বহুলোক গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারক ২১ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। এই ডাকাতি রাজবিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের ফল—এইরূপ অভিমত তাঁহার রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন—

গত ১৪ই এপ্রিল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের উদ্বোধন—অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল বলেন যে, এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানই দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী, কারণ দেশবন্ধু আর্ত্তের, দরিদ্র নরনারায়ণের সেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুলিশ কর্ম্মচারীর দুর্গতি—

কলিকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রায়বাহাদুর পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁহার পূর্ব্ব পদ হইতে এডিস্যানাল্ ডেপুটি কমিশনারের পদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার স্থলে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ যে, লাহিড়ী মহাশয় এবারকার দাঙ্গায় গুণ্ডাদি দমন করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন—এমন-কি স্থানে স্থানে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও হিন্দু গুণ্ডার হাত হইতে মুসলমানদের রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই; তথাপি, শুনিতেছি পক্ষপাতিত্বের দোষেই নাকি তাঁহাকে এই সাজা দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের দিকেই তিনি অযথা টান দেখাইয়া মুসলমানদের উপর জুলুম করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কলিকাতার অধিকাংশ লোকই কিন্তু এই অভিযোগের ন্যায্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, একজন ভাবী লাট সাহেবের আবদারেই সরকার এ কাষ করিয়াছেন। দেশের লোকের নিন্দাভাজন হইয়াও সরকারকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সব কাষ লাহিড়ী মহাশয় করিয়াছিলেন, সরকার সে সব কথা একেবারেই বিস্মৃত হইলেন।

"দেশ"—

পাটনার কংগ্রেসের মুখপত্র হিন্দি সাপ্তাহিক "দেশে"র বিশেষ সংখ্যা পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এই সংখ্যায় বহু চিন্তাশীল লেখকের সুপাঠ্য প্রবন্ধাবলী হিন্দি-ভাষাবিৎ সকলেরই মনোরঞ্জন করিবে, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পাটকলে ধর্ম্মঘট—

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বহু পাটকলে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী কর্ম্মান্ত হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কাযের ঘণ্টা বেশী করিয়া দেওয়াতেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। অনেক কলে কায বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ষোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর পুরুলিয়ার অধিবেশনের আয় ব্যয়ের হিসাব—১৯২৫ খৃষ্টাব্দ

আয়

১। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ফি ... ... ৩০৫৲
২। ডেলিগেটগণের নিকট প্রাপ্ত ফি ... ... ১৪৬৲
৩। দর্শকগণের নিকট প্রাপ্ত ফি ... ... ৮২৮৬৲
৪। দোকান ভাড়া প্রভৃতি বাজে আদায় ... ১২৲
৫। ব্যক্তি বিশেষের নিকট চাঁদা আদায় অর্থাৎ এককালীন দান ... ১৮৬০৬৫
মোট ... ১০৬০৯৬৫

ব্যয়

১। সম্মেলনীর মণ্ডপ ও শিল্পপ্রদর্শনীর গৃহ প্রস্তুত — ২৩৩২৷৵১০
হোগলা ৭৩০৷০
চাচ ... ২৩১৷০
বাঁশ কাঠাদি ... ৭২৮৷৵১০
দাড় পেরেক ইত্যাদি ... ৮৯॥০
ইট, সুরকি, চুনাদি ... ৫৭৸০
হোগলা প্রভৃতি বহন করিবার গাড়ীভাড়া ... ৬৮ ৻১০
কুলি মিস্ত্রি প্রভৃতি ... ৪২৭৷৵১০
২৩৩২॥৵১০

২। মণ্ডবে বসিবার আসনাদি— ৬১৫৸৶০
চট ... ৪১৯৸৶০
খদ্দর ... ৭৫৲
রেলিং ঘেরা ... ২১৲
সতরঞ্চের জন্য অগ্রিম দেওয়া ... ১০০৲
৬১৫৸৶

৩। মণ্ডপ ও গেট প্রভৃতি সাজাইবার ও পতাকা ব্যাজ প্রভৃতি প্রস্তুতের খরচ ... ৩২৯৷৶১৫
খদ্দর ... ১৩৬৸৵
কুলি মজুর কাগজাদি ... ১৯২৷৵১৫
৩২৯৷৶১৫

৪। প্রদর্শনীর খরচ ... ৩৬০৶০
মেডেল তৈয়ারী ... ১৭৫৷০
অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ... ৪৫৲
বিহার প্রাদেশিক খাদিবোর্ডের প্রদর্শকদের জন্য—১০০৲
খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রেরিত জিনিষপত্রের মাশুলাদি ... ৬৸৶০
হারান ভসরের মূল্য ... ২৫৲
একজন প্রদর্শকের যাতায়ত খরচ ... ৮৲
৩৬০৶০

৫। অভ্যর্থনা সমিতির আফিস্ সংক্রান্ত নানাবিধ খরচ ... ৭৪৷৵০
আফিসের জায়গার জন্য ভাড়া ... ১৫৲
আফিস স্থানান্তরিত করিবার, প্যাণ্ডাল কম্পাউণ্ডে
খাট, তাবু, চরকা, প্রভৃতি লইয়া যাওয়ার, তুলা ধুনানি প্রভৃতির ... ৫৯৷৵০
৭৪৷৵০

৬। ষ্টেশনারি জিনিষ পত্র ... ১১৩৸৵৫
সভাপতির জন্য কাগজ, কলম, দোয়াতদানী প্রভৃতি ... ১১৷১০
তালা চাবি ৩৷০
লণ্ঠন বাল্তী মগ ৮৸৶০
আফিসের জন্য কাগজ, কলম, ছুরী, কাঁচি, রবারষ্ট্যাম্প ইত্যাদি ... ৮৯॥৵১৫
১১৩৸৵৫

৭। স্বেচ্ছাসেবক ও স্থায়ী কংগ্রেস কর্ম্মীদের জন্য ... ৪১৯॥৵১০
আকালীদের জন্য ... ... ২৪৲
স্থায়ী কংগ্রেস কর্ম্মীদের বাসাখরচ ও মফঃস্বল হইতে
আগত স্বেচ্ছাসেবক ও অভ্যাগতদের আহারাদির জন্য — ৩৯৫॥৵১০
৪১৯॥৵১০

৮। ছাপাখরচ ... ৫১১ ৻৫
সভাপতিদ্বয়ের অভিভাষণ ও সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদের
জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার মূল্য ... ২১৩৷০
টাকা আদায়ের জন্য রসিদ বহি, বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, টিকেট প্রভৃতি ... ২৯৭৸৫
৫১১ ৻৫

৯। যাতায়াতের জন্য মটর ভাড়া, গাড়ীভাড়া রেলমাশুলাদি— ১১১১॥৶১০
প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ... ৪৮২৸৵১০
সম্মেলনীর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ... ২১৭॥৵০
ডেলিগেট, নেতৃবর্গ এবং অভ্যর্থিত অভ্যাগতের জন্য ৪১১ ৶০
১১৵

১০। মহাত্মাগান্ধীকে আনাইবার খরচ ... ৪২৪৸০
বম্বে হইতে সিনি পর্য্যন্ত রেলভাড়া ... ১৬০৲
স্পেশাল ট্রেন ভাড়া ... ২৫০৲
জীমূতবাবু, রাজেন্দ্রবাবু অতুলবাবুর ক্ষেধরপুর যাতায়াত ... ১৪৸০
৪২৪৸০

১১। স্বেচ্ছাসেবক এবং ডেলিগেটগনকে খাওয়াইবার খরচ ... ৩০০৴১০
সভাপতি ও তাঁহার সঙ্গীদের আহার ও জলখাবার ... ৩০৶৫
মহাত্মাগান্ধী ও তাঁহার সঙ্গীদের আহারাদি ... ৪২৲
স্বেচ্ছাসেবক ও প্রদর্শনীর প্রদর্শকদের জলখাবার ... ১৬০৶৫
স্বেচ্ছাসেবক ও ডেলিগেটগদের খাওয়াইবার জন্য ... ১০৬৭৸৵
১৩০০৴১০

১২। টেলিগ্রামের জন্য ২৩৴০
১৩। ডাকটিকিট ৭৭৸৵১০
১৪। আলোক চিত্র অবলম্বনে বক্তৃতার জন্য ৪০৲
১৫। বাসস্থানের বন্দোবস্ত ১৮॥৵
১৬। আলো ১৪৬৷৴০
১৭। চরকা প্রদর্শনী ১৫৷৶০
১৮। স্বাস্থ্যের বন্দোবস্তের জন্য ২৭৴০
১৯। ভৃত্য ও মজুর ৪১৸৴০
২০। চুলি ১৩৸০
২১। বিবিধ ৩৬৷৵১০
মোট ৭৯৯৪ ৻৫

কৈফিয়ৎ

জমা …	১০৬০৯৸৫
খরচ …	৭৯৯৪ ৶৫
উদ্বৃত্ত …	২৬১৫৸০
চট, চাটাই প্রভৃতি বিক্রী বাবত আয় …	৩৮৮৸১০
মোট উদ্বৃত্ত …	৩০০৪৷১০

প্রকাশ থাকে যে এখনও কিছু হোগলা ও চাঁচ প্রভৃতি বিক্রীর জন্য মজুত আছে। উহা জেলা কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধানে রহিল। উদ্বৃত্ত টাকা দফায় দফায় জেলা কংগ্রেস কমিটিকে সমিতির আদেশ মতে দেওয়া হইয়াছে।

জীমূত বাহন সেন
সম্পাদক, ষোড়শ বিহার প্রদেশিক সম্মেলনী।
১লা এপ্রিল, ১৯২৬

অডিটারগণের রিপোর্ট—

গত সেপ্‌টেম্বর মাসে পুরুলিয়াতে ষোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহার হিসাবপত্র আমরা এক যোগে পরীক্ষা করিয়াছি।

মোট আদায় যত দেখান হইয়াছে, তাহা অভ্যর্থনা সমিতি যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি।

নিম্নলিখিত রসিদ বহিগুলি আদায়কারিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা সমিতির আফিসে প্রত্যর্পিত হয় নাই :—

রসিদ বহি নং ১ হইতে ২ (রসিদ নং ১ হইতে ২০০)
… … ১০ (… ৯০১ … ১০০০)
… ১৭ বি, সি, ডি (… … ১৬২৬—১৭০০)
… ২০ বি (… … ১৯২৬—১৯৫০)
… … ২১ এবং ২২ (… ২০০১—২০৫০)

সুতরাং সেগুলির সাহায্যে কত আদায় হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির হিসাবের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

রসিদের কাউণ্টারফয়েল যাহা আফিসে রক্ষিত আছে, তাহা হইতে দেখা যায় রসিদের সাহায্যে আদায় হইয়াছে মোট ৬৯২৪৲ টাকা। টিকিট বিক্রয় করিয়া আদায় হইয়াছে মোট ২২৫৭৲ টাকা, কিন্তু হিসাবে প্রদর্শিত উক্ত জমা টিকিট-নম্বরের সহিত মিলাইয়া দেখিবার কোনও উপায় নাই। হিসাব হইতে আরও দেখা যায় যে, কিছু অর্থ হাতে-লেখা রসিদের সাহায্যে এবং মনি-অর্ডার যোগেও সংগৃহীত হইয়াছিল। মোট ১০৬০৯৸৫ (দশ সহস্র ছয়শত নয় টাকা বার আনা তিন পাই) আদায় হইয়াছিল।

মোট খরচ হইয়াছিল—৭৯৯৪৶৫ (সাত সহস্র নয়শত চুরানব্বই টাকা তিন পাই)। অভ্যর্থনা সমিতি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হিসাবে খরচের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সম্মেলনীর বিভিন্ন ব্যাপারের কার্য্য পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের হিসাবপত্র ও ভাউচার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে সেগুলি যথাসম্ভব ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য। সর্ব্বপ্রকার ব্যয়সংক্রান্ত ভাউচার আমরা পাই নাই, কিন্তু বেশী খরচ যে যে ব্যাপারে হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রায়ই ভাউচার পাওয়া গিয়াছে।

জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া আদায় হইয়াছে মোট ৩৮৮৸১০ (তিনশত অষ্টাশি টাকা বার আনা ছয় পাই)। মোট উদ্বৃত্ত—৩০০৪৷১০ (তিন সহস্র চারি টাকা আট আনা ছয় পাই) মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

স্বাঃ—নগেন্দ্র নাথ দত্ত
অতুল চন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ ও অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

মহালক্ষ্মী-ভাণ্ডার।

রবীন্দ্র বাবুর দোকান।
(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট আফিসের সম্মুখে)।
একবার, টিকা জিনিষ পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
খাটি প্রতিষ্ঠানের খদ্দর এবং উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা
বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড্ অব্ বিস্‌মাথ্।—প্যারিসের হাসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুলমো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade   টেলিফোন নং :— ৬১৩ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতে চান,
তবে---

অতি তেজি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৭১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৩০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্, হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল আগার
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for Dindayal Pharmacy.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্বুর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসনসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্ম সুদ ৫॥০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা বার), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর। এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্ম সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ⁄১০ দুই পয়সা মাত্র

	সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক ,,	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক ,,	৩৲	৪৲
মাসিক ,,	১।০	১॥০

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্ম নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭।১।১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

ট্যাক্সের টাকা

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা । প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে বৈশাখ ১৩৩৩, ১০ই মে ১৯২৬ | ২৭শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৷৵০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

ঐ সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিস্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ ও অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন।

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস)
আফিসের পাশের দোকান।

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

খাঁটী মাখন ও মাখন গলান ঘি

[দর খিধুচরা ২৷৵০ সের, পাইকারী ১০০৲ টাকা মণ ও মাখন ২৷০ সের।]

যদি শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে চান তবে বাজারের ভেজাল ঘি না খাইয়া আমাদের দোকানের ঘি ব্যবহার করিয়া দেখুন।

সুকুমার সেন
[কেঃ অব্ সুবোধ কুমার সেন]
মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৪৫৲, পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড রাধার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংস ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷০, ঐ এরোপ্লেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লাইফ ইনসিওর যদি করিতে চান!!

ন্যাশনাল (National Insurance Company) ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেক গৃহস্থেরই স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া লাইফ ইনসিওর করা উচিত। অধিকন্তু, আমাদের কোম্পানি স্বদেশী কারবার, সুতরাং সকলেরই সহায়তা পাইবার যোগ্য।

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এজেণ্ট, পুরুলিয়া।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী মলম ৪ কৌটা ২৲ টাকায় লইলে উপহার ব্রুরাক কালির টাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, কলছবি ২ খানা, কচ ২৫টী, সুতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, নয়নরঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টর রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা প্র

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী মলম একত্রে ১২ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, অলকল অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী কাউন্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, স্বদেশী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায় একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠিকা! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা গরদ, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জলতা বৃদ্ধিপায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, নরম ও টেকসই। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।
বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৵০ আনা সের।
উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—প্রমাণ হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।
সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

"মুক্তি"

"একশ রকম ট্যাক্স দিয়া
রায়ের বেলা তোমায় কে বা?"
—গোবিন্দ দাস।

সন ১৩৩৩ সাল, ২৭শে বৈশাখ, সোমবার

ট্যাক্সের টাকা।

পঞ্জাব প্রদেশে গুজরাট্ ডৌসিলের অন্তর্ভুক্ত দৌলত-নগর গ্রামে দামোদর কোলী নামে একটি লোক বাস করিত। একটি সামান্য দোকান করিয়া কোন রকমে সে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। একদিন অকস্মাৎ তাহার নিকট খবর আসিল তাহাকে আটাশ টাকা ইনকাম্ ট্যাক্স দিতে হইবে। এই সংবাদে গরীব বেচারী বজ্রাহত হইল, এত টাকা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সে অক্ষমতার কথা নিবেদন করিল কিন্তু তাহার ফলে ট্যাক্সের টাকা ঠিক সময়ে না দেওয়ার অপরাধে তাহার সাত টাকা জরিমানা হইল। দামোদর ট্যাক্সও দিতে পারিল না জরিমানাও দিতে পারিল না। সে দিতে না পারিলে কি হয়, সরকারী টাকাত আর অনাদায়ী থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ তাহার ঘরের জিনিষ পত্র ক্রোক করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা হইল কিন্তু তাহাতে কিছুই মিলিল না, পরে তাহার ক্ষুদ্র দোকানটি নীলামে চড়াইয়া দুইটি টাকা মাত্র আদায় হইল। সর্ব্বশেষে গরীবের ঘরখানা ক্রোক করিয়া পঁয়ষট্টি টাকায় নীলামে বিক্রয় করা হইল। যে সরকারী কর্ম্মচারীর উপর এই ট্যাক্সের টাকা আদায় করিবার ভার ছিল সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আটাশ টাকা ট্যাক্স ও সাত টাকা জরিমানা আদায় করিয়া যাহা বাকী রহিল তাহা পর বৎসরের ট্যাক্সের টাকার জন্য দায়বদ্ধ করিয়া রাখা হইল। দুইটি রৌপ্যমুদ্রা যাহার দোকানের পুঁজি এবং তিনকুড়ি পাঁচ টাকা যাহার বাস্তু ঘরের দাম তাহার পক্ষে আটাশ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া যে সম্ভব নয় ইহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? মহামান্য সরকার বাহাদুরের ন্যায়তঃ প্রাপ্য ট্যাক্স না দিয়া সে ঘরে বাস করিতে চায়! এত বড় তাহার ধৃষ্টতা ও আস্পর্দ্ধা? যেমন কর্ম্ম তেমন ফল!

"সমৃদ্ধিশালী বৃটিশ ভারত" (Prosperous British India) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক ডিগবি সাহেব ভারতের প্রজার নিকট হইতে কিভাবে ট্যাক্স ধার্য্য হয় এবং তাহা আদায় করিবার নিমিত্তই কি প্রকার বর্ব্বরোচিত উপায় অবলম্বন করা হয় তাহা দেখাইবার নিমিত্ত উপরি উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার আরও দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ ঘটনা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবেরই উক্ত গুজ্‌রাট্ জেলায় ক্যাপটেন ইলিয়ট নামক কর্ম্মচারী আসিবার পূর্ব্বে ইনকাম ট্যাক্স হইতে আয়ের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা ছিল। একটি বাণিজ্যশূন্য গরীব জেলার পক্ষে বিশ হাজার টাকা ইন্‌কাম ট্যাক্স দেওয়া সহজ কথা নয়। পূর্ব্বে ক্রমাগত দুই বৎসর অজন্মার ফলে কৃষকদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাজন এবং ব্যবসায়ী-দের অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়। সকলেই আশা করিতেছিল জেলার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিত বৎসরে ইন্‌কাম ট্যাক্সের পরিমাণ কিছু হ্রাস করা হইবে। কিন্তু প্রজার অবস্থা ভালই হউক আর মন্দই হউক ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার বাহাদুরী না দেখাইতে পারিলে যে মোটা বেতনে সরকারের চাকরী করাটা মানানসই হয় না, তাই কর্ম্মচারী-ধুরন্ধর ক্যাপটেন ইলিয়টের মহিমায় সেই দুর্ব্বৎসরে বিশ হাজার টাকার স্থলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্‌কাম ট্যাক্স ধার্য্য করা হইল। দুর্ভিক্ষের বৎসরে একটা জেলায় একদম আড়াইগুণ আয় বৃদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইল। রাতারাতি এরূপ সমৃদ্ধিলাভ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতেই সম্ভবপর, তবুও ডিগ্‌বি সাহেবের মত স্বজাতিদ্রোহী বিকৃতমস্তিষ্ক লেখকগণ প্রমাণ করিতে চাহে যে দেড়শত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শোষণের ফলে ভারতের প্রজাবর্গ এখন প্রায় মাঠের পশুর মত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে ("Almost like a beast of the field")। গড়পড়তা জনপ্রতি আয়ের হিসাব অনুসারে বিচার করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রত্যেক স্কটল্যাণ্ডবাসীর চারিগুণ এবং প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীর তিনগুণ ট্যাক্স দিতে হয় ("Proportionately to income, the Indian subject of the British Crown is taxed more than four times higher than is his Scottish fellow-subject, and three times higher than his English Compeer")। সরকারী স্কুলগুলিতে যে সকল পাঠ্যপুস্তক ছেলেদের পড়িতে হয় তাহাতে ব্রিটিশ রাজত্বের ফলে ভারতের হরেক রকম উন্নতির কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া তোষা-মোদ শাস্ত্রে কৃতিপণ্ডিত গ্রন্থকারগণ বলিয়া থাকেন যে সরকার বাহাদুরের সুশাসনের ফলে এবং প্রজাবর্গের প্রতি নিরতিশয় অনুরাগের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ কমিয়া গিয়াছে, দেশের লোক সব সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে এবং কিছুদিন এইরূপ ভাবে চলিলে হাতে হাতে স্বর্গ লাভ হইবে। আর কিছু হউক না হউক ঐ সকল বিদ্যাবিশারদগণের অমূল্য বইগুলি অবাধে চলিতে থাকিবে

অর্থাগমেরও সুবিধা হইবে এবং সত্যের মহিমাও প্রচারিত হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার হেতু নাই। কিন্তু ডিগ্‌বি সাহেবের ধৃষ্টতার সীমা নাই, তিনি সরকারী রিপোর্ট হইতেই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষে মাত্র চারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, আর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে দুর্ভিক্ষ বাইশ বার এই দেশকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া এই সত্যনিষ্ঠ ইংরেজ গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে চারি বারের পরিবর্ত্তে যে বাইশবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে আমাদের শাসন-পদ্ধতিই তাহার কারণ, আমরা যাহা করিয়াছি এবং যাহা করি নাই তাহার ফলেই ঐরূপ হইয়াছে ("To me it appears that the twentytwo as contrasted with the four are the product of our system of rule, of what we have done, of what we have not done.")। ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপবৃদ্ধি যদি উন্নতির লক্ষণ না হয়, তাহা হইলে কি উৎপন্ন শস্য জমা করিয়া রাখিয়া অজন্মার বৎসর গ্রামে বসিয়া বসিয়া প্রজার অনর্থক পুষ্টি সাধন উন্নতির লক্ষণ? স্কুল-পাঠ্যের লেখকগণ বলিবেন, ঐরূপ না হইলে চা বাগানের কুলি মিলিবে কেমন করিয়া? চা পান করিতে না পারিলে আমরা যে জগতের সমক্ষে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইব। ডিগ্‌বি সাহেব ক্রমোন্নতির আরও একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখাইয়াছেন—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গড়পড়তা প্রত্যেক ভারতবাসীর দৈনিক আয় ছিল দুই পেন্স (প্রায় দুই আনা), ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দৈনিক আয় ছিল ১½ পেন্স (প্রায় দেড় আনা), আর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ¾ পেন্স (প্রায় তিন পয়সা)। এবম্বিধ ক্রমোন্নতি কি পরাধীন ভারতের পক্ষে বিচিত্র কথা? ভারতের ট্যাক্সের টাকা হইতে তৎকালের ভারত-সচিব তাঁহার কার্য্যকালে ভারতের হিতসাধনের নিমিত্ত যত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ছিয়ানব্বই হাজার ভারতবাসীর গড়পড়তা বাৎসরিক আয়ের সমান ("An analysis shows that during his period of service at the India office the present Secretary of State for India has drawn as salary a sum which represents one year's average income of ninety-thousand Indian people.")। ট্যাক্সের টাকা কি ভাবে আদায় হয়, কি ভাবে ব্যয় হয় তাহার নমুনাস্বরূপ অতীতের দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম মাত্র। গ্রামবাসী কৃষকগণ এবং সহর-বাজার-বাসী ব্যবসায়ী মহাজন প্রভৃতির নিকট এবম্বিধ ঘটনা নিত্য অনুভূতির বিষয়। কাহারও নিকট চৌকিদারী ট্যাক্স, কাহারও নিকট রোডসেস্ আর কাহারও কাছে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স যে নূতন নূতন ভৌতিক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া কিরূপ বিভীষিকা উৎপন্ন করে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছে। মনে পড়ে তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে মানভূমের ব্যবসায়ী, মহাজন, এমন-কি আইনজ্ঞ উকিল-মোক্তারদের ভিতরও ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের হিড়িকে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। ট্যাক্সের টাকার জন্য কত অজ্ঞাত গ্রামে, কত দামোদর কোলি যে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে এবং মোটা বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের বাহাদুরী লইবার প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ আসিয়া ক্ষুধার জ্বালায় গ্রামের লোকগুলিকে গুণ্ডাবদমায়েসের আড্ডা, নগরের আলো ও বায়ুহীন অন্ধকার গলিগুলির ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া গুপ্ত ঘাতক ও আততায়ীরূপে পরিণত করুক অথবা স্বার্থান্ধ ধর্ম্মধ্বজী কুচক্রীগণের মন্ত্রপুত্তলি হইয়া গোপনে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান ভগ্ন করিতে প্ররোচিত হউক এবং নারকীয় পশু-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করুক, নিজেদের লইয়া আমরা এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে তাহা আমাদের দেখিবার অবসর কোথায়? দেশের ভবিষ্যতের একমাত্র আশার স্থল তরুণের দলকে কতকগুলি ইতিহাসের মিথ্যা বুলি মুখস্থ করাইয়া পাশের খেতাব ও সিল্কের পাঞ্জাবীতে ভূষিত করিয়া চা ও সিগারেট পায়ী ধনীর ঘরের জামাতারূপে পরিণত করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গেল। কিন্তু দেশের আবহাওয়ার যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহাতে এ ভাবে আর কতদিন চলিবে? চাষী বাসী, মুটে মজুর, বাজারি ব্যবসায়ী—সকলের স্বার্থের সহিত জড়িত হইয়া, তাহাদের সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ অভিন্ন করিয়া চলিতে না শিখিলে এই নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে বাঁচিয়া থাকাও যে অসম্ভব হইবে। দামোদর কোলীর ঘর ক্রোক করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব শোষণের সহায়তা করিয়া কর্ম্মোন্নতির আশায় গেজেটের দিকে তাকাইয়া থাকিলে কতদিন আর আরামে বিরামে কাটিয়া যাইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

সমতা রক্ষা।

বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা উপলক্ষে যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নেতৃবৃন্দের মানসিক সমতা রক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করা অত্যন্ত আবশ্যক। "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী মিঃ খোদাবক্স এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে যে নিরপেক্ষ এবং সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন তাহা অনেকেরই

অনুকরণযোগ্য। "শান্তিবার্ত্তা" পত্রিকায় উহার যে বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হারাইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে অপক্ষপাত বিচার করিবার শক্তি খুব অল্প লোকেরই দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং তজ্জনিত উত্তেজনা অনেক দেশহিতৈষী এবং চিন্তাশীল লোকেরও মানসিক সাম্য-অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটায়, এমন-কি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা ও ভালবাসার সৃষ্টি করা যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের নিমিত্ত যাঁহাদের নির্ভীকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা ভারতের জাতীয় জীবনে একটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সেই আলী ভ্রাতৃদ্বয়ও ধর্ম্মান্ধতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া এবং জাতীয়তার ভাবকে সঙ্কুচিত করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহের উত্তেজনায় অসংবদ্ধ এবং যুক্তিহীন কথায় দম্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্ততঃ মৌলানা শওকৎ আলীর নিকট আমরা এইরূপ উক্তি আশা করি নাই। তাঁহার কলিকাতায় আসিয়া সব কথা ভালরূপ জানিয়া মনের সমতা রক্ষা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত ছিল। মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিতে শুধু মুসলমানগণই পারে, কাফেরদের সে ক্ষমতা নাই—সত্যানুরাগী মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ মৌলানা শওকৎ আলীর মুখে এরূপ কথা নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দুর পক্ষেই হউক, মুসলমানের পক্ষেই হউক, গুপ্ত হত্যা অথবা গোপনে দস্যু তস্করের মত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করা মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীকতার পরিচয় নহে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নি কত হৃদয় যে পোড়াইয়া ছারখার করিবে তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। অনেক বুঝিয়া শুনিয়াই মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের ভবিষ্যৎ মিলনে বিশ্বাসী জাতীয়তার সেবকদিগকে কিছু কালের জন্য বিরোধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। মৌলানা শওকৎ আলী ও মহম্মদ আলী যে এ দুঃসময়ে মহাত্মার পরামর্শ অনুসারে চলিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আক্ষেপ করিয়া আর কি লাভ হইবে? পরিবর্ত্তনই জগতের ধর্ম্ম; কত মানুষের কত রকমের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে—ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

দাঙ্গার চিত্র

১

বড় লোকের মতি-পরিবর্ত্তন

স্বামী—ওগো, কল্‌কাতায় থাকা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল দেখতে পাচ্ছি, গুণ্ডারা ত আর দোষী নির্দ্দোষী মানছে না, বড় ছোটও তাকিয়ে দেখ্‌ছে না, পিছন থেকে এসে ছোরা বসিয়ে দিচ্ছে। মটর ট্রামও বাদ যাচ্ছে না, কায়দা পেলেই থামিয়ে সব সাবাড় ক'রে দিচ্ছে। আমার সামনেই পঞ্চানন বাবুর মটর যাচ্ছিল, একজন গুণ্ডা এসে আটক ক'রে পাঞ্জাবী ড্রাইভারটাকে দিলে শেষ ক'রে, পঞ্চানন বাবুও জখম হয়েছেন। আমার ড্রাইভারটা বেগতিক দেখে অন্য পথে ঘুরিয়ে এনে এ যাত্রা প্রাণটা রক্ষা ক'রে দিলে। এখনও আমার বুকের কাঁপুনি থামে নি।

স্ত্রী—তাই ত! এখন কি হবে? কেন হতচ্ছাড়ারা যে লড়াই ক'রে মরছে আমি বুঝ্‌তেই পাচ্ছি না! লোকগুলার ঘাড়ে যেন ভূত চেপেছে। সামনা সামনি দাঙ্গা করবার হিম্মত নেই, চোরের মতন লুকিয়ে থেকে নিরীহ পথিককে ধ'রে তার মাথা ভেঙ্গে দিতে পারলেই ধর্ম্ম হ'ল। ভূভারতে এমন ধর্ম্ম-রক্ষা কে কবে শুনেছে? কাজ নেই আমাদের আর এই নরককুণ্ডে থেকে, চল আমরা দেশে চ'লে যাই।

স্বামী—আমিও ত তাই ভাবছিলাম, কিন্তু দেশে যেয়ে থাক্‌তে পারবে কি? অভ্যাস যে সব খারাপ হ'য়ে গেছে। কলের জল ব্যবহার ক'রে ক'রে এমনি মনের ভাব হয়েছে যে পুকুর বা নদীর জল শত পরিষ্কার হ'লেও মনে হয় ওতে কোন রোগের বীজাণু আছে বুঝি, মশা মাছি দেখ্‌লেই মনে হয় ম্যালেরিয়া বা কলেরা যেন আমাকে আক্রমণ করতে আসছে, আর রাত্তিরে বিজ্‌লীর হাওয়া না হ'লে ত ঘুমই হয় না। আমার ত শুধু একলা নয়, তোমাদেরও ত দেখছি সেই একই রকম। পারবে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার ছেড়ে দিয়ে হাতুড়ে কবিরাজের ওষুদ খেয়ে থাকতে? থিয়েটার বায়স্কোপ ত্যাগ ক'রে কথকঠাকুরের ভাগবত পাঠে মন বসাতে? মটরে চেপে গঙ্গায় হাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে মাঠের রাস্তায় খালি পায়ে হেটে বেড়াতে? তুমি পারলেও ত মীনার পক্ষে যে অসম্ভব, ওর জন্মাবধি ও ত কল্‌কাতা ছেড়ে আর কোথাও যায়নি।

স্ত্রী—আমাদের জন্য তোমার ভাবতে হবে না, আমরা মেয়ে মানুষ যখন যেমন তখন তেমন, আমাদের সবই সহ্য হয়। তোমরা যেমন ক'রে আমাদের গ'ড়ে তোল আমরা তেমনই গ'ড়ে উঠি। মীনার কথাও তোমার ভাব্‌তে হবে না। নিখিলেশ বাবু ত আর আমাদের চেয়ে কম বড়মানষী করেন না, তাঁর মেয়ে প্রতিভাও কম আদরের ছিল না, এখন যে পাড়াগাঁয়ে গরীবের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, তার কি আর কাল কাটছে না? গ্রামে গিয়ে সকলের কাছে সুনামই

নিয়েছে। আমার মীনাও সব সয়ে নেবে। কথায় বলে, গরজ বড় বালাই। কলকাতার সহরটা যদি স্থায়ীভাবে গুণ্ডামীরই আড্ডা হয় তা হ'লে যেতে ত হবেই, আমার মতে সময় থাকতে কাজ করাই ভাল। রাত্তিরে ঘুমের কথা বল্‌ছ, এখানে চিন্তা ভাবনায় আদৌ যে এক মাস ধ'রে ঘুমই হচ্ছে না। সারা দিন রাত কেবল হৈ হৈ রৈ রৈ, আমার মোটেই ভাল লাগে না।

স্বামী—তা তুমি যা বল্‌ছ শেষটায় তাই করতে হবে দেখ্‌ছি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্‌কাতার উত্তেজনাময় জীবনে আমার বিতৃষ্ণা ধ'রে যাচ্ছিল, আগে ভাবতাম কল্‌কাতায় পুলিশ পাহারা আছে, কল্‌কাতায় যখন যে জিনিষ ইচ্ছা পাওয়া যায়, আমোদ প্রমোদে বেশ থাকা যাবে, তাই দেশ ছেড়ে এসে এত বড় বাড়ী ক'রে স্থায়ীভাবে বাস করবার সঙ্কল্প করেছিলাম। কিন্তু এই দাঙ্গার ব্যাপারে মতটা আমার সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেছে। যে রকম দিন কাল পড়েছে তাতে পুলিশের হাতে আত্মরক্ষার ভারটা সমর্পণ ক'রে না দিয়ে নিজেদের উপর নেওয়াই ভাল। জমীদার আমি, প্রজারা ত স্বভাবতঃই মান্য করে। তাদের সঙ্গে সৎভাবে মিলে মিশে, তাদের সুখ দুঃখে সাহায্য ক'রে যদি তাদের বলবৃদ্ধি করি তা হ'লে প্রাণ দিয়ে তারা আমায় রক্ষা করবে। আমি তাদের মধ্যে থাকলে তারাও একটা বল পাবে। দুষ্ট লোক তাদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কলহ বৃদ্ধি করতে পারবে না। যে টাকাটা এখানে ব'সে নিছক বাবুগিরির জন্য ব্যয় করি তার অর্দ্ধেক টাকা যদি প্রজাদের কষ্ট দূর করবার জন্য ব্যয় করি তা হ'লে কীর্ত্তিটাও থেকে যাবে চিরকালের জন্য। এখানে কেই বা আমাকে চেনে? আর দেরী করব না, কালই আমি সব বন্দোবস্ত করতে লোক পাঠাচ্ছি। কেমন, রাজি আছ ত? ভগবান এই দাঙ্গার ভিতর দিয়ে আমাদের প্রকৃত অবস্থাটা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। ভোগ সুখ ত চিরটা কালই করা গেছে—এখন এস ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত বুঝে বাকি জীবনটা তাঁহারই সেবায় কাটান যাক্‌।

ইংলণ্ডে ধর্ম্মঘট

ইংলণ্ডে কয়লার খনির শ্রমিক ও খনির মালিকগণের মধ্যে মজুরি লইয়া কয়েক মাস হইতে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল। শ্রমিকগণ অল্প মজুরিতে এত অধিক সময়ের জন্য কায করিতে প্রস্তুত নহে; মাঝে অবস্থা যখন খুবই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারপক্ষ হইতে শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কোন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোনওরূপ মীমাংসা হয় নাই। মালিকেরা শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতের শ্রমিকদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা পূর্ণ মাত্রায় আছে; বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন সুগঠিত সঙ্ঘ ত আছেই, অধিকন্তু এই সমস্ত সঙ্ঘগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটি বৃহত্তর সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছে। এই নিখিল-ইংলণ্ড-শ্রমিক-সঙ্ঘই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘগুলির সকল রকমের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করে। কয়লার খনির শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করায়, তাহাদের কার্য্যের সাফল্যের জন্য রেলওয়ে, ছাপাখানা, যান-বাহন প্রভৃতি ব্যবসায় সংক্রান্ত শ্রমিকগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ২৫ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। মোট কথা, এবারকার ধর্ম্মঘট জাতীয় ধর্ম্মঘট আখ্যা পাইতে পারে। ধর্ম্মঘটের ফলে ট্রেন, জাহাজ, ট্রাম, বাস্‌ প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে; ডাক বিভাগ ও ছাপাখানার কার্য্যও বন্ধ হইয়াছে। সংবাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে না, কচিৎ এক আধ খানা—তাহাও অতি ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট সাধারণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থার ত্রুটী করেন নাই। বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি কায করাইয়া লইবার আয়োজন হইয়াছে। সহরে যাহাতে দুধের এবং সাধারণের দৈনিক ব্যবহারের পক্ষে অপরিহার্য্য কয়লার অভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা শ্রমিক-সঙ্ঘই করিয়াছে— উক্ত পরিমাণ কয়লা ও দুধ সরবরাহের উদ্দেশ্যে খনি ও রেলওয়েতে অল্পসংখ্যক শ্রমিক নিয়মিত ভাবে কায করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট একখানা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোথাও কোনরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সৈনিকদলের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

পার্লমেণ্টের ভারতীয় সদস্য—কমিউনিষ্ট নেতা মিঃ শক্‌লতওয়ালা রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে দুই মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এইরূপ আর আর কতকগুলি ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে সরকার ব্যাপারটাকে প্রকৃত ধর্ম্মঘট বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, এইরূপ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়াই শ্রমিকদল বিলাতে একটা বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, তাই বর্ত্তমান রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট ধনিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এইরূপভাবে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। দেশের লোককেও বিপ্লবের ভয় দেখাইয়াই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করা হইতেছে। যতদূর জানা গিয়াছে—শ্রমিকদল এইরূপ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। নিরুপদ্রবভাবে ন্যায্য পাওনা বুঝিয়া লইতে খনির শ্রমিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্যই তাহাদের এই আয়োজন। ধনিক ও শাসক-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নিরুপদ্রব প্রচেষ্টা ও সঙ্ঘবদ্ধতা টিঁকিয়া থাকিতে পারে কি না—ভারত নির্ণিমেষ নয়নে তাহাই দেখিতেছে।

ইংলণ্ডে এইরূপে সকল ব্যবসায়, বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় অন্যান্য দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। রাশিয়া, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশের শ্রমিকগণ ইংলণ্ডের শ্রমিকগণকে তাহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছে। সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় এই ধনিক-শ্রমিকের লড়াই, সরকারের পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও বেশ কিছু দিন চলিবে।

স্থানীয় সংবাদ।

বজ্রপাত—

পুরুলিয়ার সহরে গত ২২শে বৈশাখ শুক্রবার অপরাহ্নে একসময়ে ৪টী বজ্রপাত হইয়াছে। বাজারের ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র সেনের দুইটী বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক কয়েক ঘণ্টা হতজ্ঞান অবস্থায় ছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহার জীবনের অনিষ্ট হয় নাই।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা—

পুরুলিয়ার কয়েকজন মুসলমানের বিরুদ্ধে ফৌঃ কাঃ আইনের ১০৭ ধারা অনুসারে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ডেপুটি কমিশনার আর চালাইলেন না, কারণ তাঁহার মতে—দাঙ্গা নিবারণ করার জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে সরাসরি জামিন লইয়া ১০৭ ধারা অনুসারে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করাতেই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দূর হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমানেও শান্তিভঙ্গের আর কোন আশঙ্কা নাই।

হিন্দুনেতৃবর্গের বিরুদ্ধে মামলা—

শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর মিত্র প্রমুখ হিন্দুনেতাগণের বিরুদ্ধে সহরের এক মুসলমান অধিবাসী ফৌঃ দঃ আইনের ২৯৬ ধারা অনুসারে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, ৭ই মে তাহার দিন ছিল। সেদিন বাদী তাহার সাক্ষিগণের প্রতি শমনজারি প্রার্থনা করায়, আগামী ১৭ই মে মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

পুরস্কার-বিতরণ—

বিগত ২৭শে এপ্রিল মধুতটী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ রঘুনাথপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত মাননীয় শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পট্টনায়ক ও শ্রীযুক্ত অমূল্য রতন চট্টোপাধ্যায় এবং মাননীয় সভাপতি মহোদয় বালিকাগণের বোধগম্য সহজ ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নীতি বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণের কার্য্য সমাপনান্তে বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড—

গত শনিবার গভীর রাত্রিতে, যখন সকলেই নিদ্রামগ্ন ছিলেন—এমন সময়ে পুরুলিয়া জিলা স্কুলের হাতার মধ্যে হেড্‌ মাষ্টার মহাশয়ের বাংলোর খড়ের চালে আগুন লাগিয়া গৃহখানি একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর কাহারও কোনরূপ শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই—এই যা সুখের কথা।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

বিবিধ সংবাদ।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—

কলিকাতার স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন পল্লী হইতে বহু গুণ্ডা ধরা পড়ায় ও কড়া পাহারার ফলে রাস্তায় ঘাটে গুণ্ডামি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি ব্যাপার থামিয়াছে। দোকান পাট প্রায় সব খুলিয়াছে, রাস্তাঘাটগুলি লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ার চলাচলে আবার মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা এখন আর যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ শান্তি স্থায়ী হইলেই সাধারণ লোক কাজ কর্ম্ম করিয়া দুইটি অন্নের সংস্থান করিতে পারে; না হইলে তাহাদের মরণ নিশ্চিত—হয় আততায়ীর হাতে কিংবা উপবাসে।

এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় শিখদের যে শোভা যাত্রা হইবার কথা ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য, সরকারের আদেশে সে সময়ে তাহা হইতে পারে নাই। ৯ই তারিখে শোভা যাত্রা হইবে। এই সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার লাট লর্ড লিটন শিখ, মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—সকল

সম্প্রদায়ের মত লইয়া কতকগুলি সর্ত্ত স্থির করা হইবে, তদনুসারে শিখগণকে শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হইবে। অবশ্য এই সর্ত্তগুলিকে চিরস্থায়ী করিবার সঙ্কল্প সরকারের ছিল না—এ কথা লাট সাহেব সভার প্রারম্ভে সকলকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সভা আহ্বান করিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। উপস্থিত মুসলমান নেতৃবর্গ বলেন যে, সমস্ত দিনের মধ্যে কোন সময়েই কোন মসজিদের সম্মুখে গান বাজনা করিবার পক্ষে তাঁহারা মত দিতে পারেন না, কারণ ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ; এমন-কি মসজিদের নিকটে উচ্চকণ্ঠে কথা বলাও অনুচিত। ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে অগত্যা সরকার নিজের হাতেই সমস্ত দায়িত্ব নিয়া সর্ত্ত স্থির করিয়াছেন, ইচ্ছা সত্বেও সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত মিলন-চেষ্টার উপর নির্ভর করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। শিখগণ ৯ই তারিখে শোভাযাত্রা করিয়া কলিকাতার কয়েকটি পথ পরি-ভ্রমণ করিবেন; নাখোদা মসজিদের নিকট অল্পক্ষণের জন্য ইহারা নাম গান বন্ধ করিবেন।

কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার মফঃস্বলের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, বর্দ্ধমানে মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া যাওয়া সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই মর্ম্মে একটা রফা হইয়া গিয়াছে:—দিনের মধ্যে পাঁচবার নমাজের সময়ে ছাড়া অন্য সব সময়েই হিন্দুরা বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারিবেন, এবং এই যে নমাজের সময়ে তাঁহারা বাজনা বন্ধ করিয়া যাইবেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ মুসলমানগণ পূজা ও আরতির সময় কোনও মন্দিরের সম্মুখে বাজনা বাজাইবেন না। এই সংবাদে কলিকাতার জামায়েৎ উল্ উলেমা বর্দ্ধমানের মুসলমান-গণের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—যে কোনও সময়েই মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতে দেওয়া ধর্ম্ম বিগর্হিত।

ঢাকা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নাটোর প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংশ ও মন্দির অপবিত্র করিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ জিলায় মুক্তাগাছা নামক স্থানে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমূর্ত্তি দুর্বৃত্তেরা ভাঙ্গিয়া ফেলি-য়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দু ও মুসলমান—সকলের উপরেই নূতন ট্যাক্স বসাইয়া অতিরিক্ত পুলিশ পাহারা রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুরা যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

বরিশালের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ও দুই জন স্বেচ্ছাসেবকের রক্তপাত করিবার জন্য মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি হাতে-লেখা কাগজ সহ-রের নানা স্থানে দেয়ালে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকার একটি পুরাতন মসজিদের সম্মুখ দিয়া এক বরযাত্রীর দল বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিল। কয়েক-জন মুসলমান আসিয়া আপত্তি করায় তখনই বাজনা বন্ধ হয়। তার পর দিন ঢাকার বিখ্যাত আশানমঞ্জিলে এক সভাতে তিন চার হাজার মুসলমানের সমক্ষে উক্ত বরযাত্রীদলের কর্ত্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জরিমানাস্বরূপ একটি মুসলমান অনাথা-শ্রমের অর্থ-ভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা দান করেন। মুসলমানগণ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হওয়ায়, সভায় উপস্থিত কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দুভদ্রলোক সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ঢাকার হিন্দু অধিবাসিগণ ইহাদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমগ্র হিন্দু সম্প্র-দায়ের পক্ষ হইতে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার অধিকার তাঁহাদের দেওয়া হয় নাই, সুতরাং এরূপ ক্ষমা ভিক্ষা করা তাঁহাদের অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—

সাবরমতীতে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সাবরমতী-চুক্তির আলোচনা হইবার কথা ছিল, কিন্তু সেই চুক্তির কথা উত্থাপিতই হয় নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রমুখ পারস্পরিক সহযোগীদের মধ্যে যে মীমাংসা হইয়াছিল তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত চুক্তি-পত্রের আলোচনার আর প্রয়োজন হয় নাই। পার-স্পরিক সহযোগীর দল অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। সুতরাং কাণপুর কংগ্রেসে কাউন্সিল সম্বন্ধীয় যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তদনু-সারেই ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণের চলিতে হইবে—অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কেহ করিতে পারিবেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার যে এশিয়া-বিদ্বেষ বিল মুলতুবী রাখিয়া ভারত সরকারের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া পরে কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার জন্য আনন্দ প্রকাশ এবং মহামতি এণ্ডরুজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতার সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলস্বরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বহু প্রাণনাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনিত উপদ্রবের হাত হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কলি-কাতার সকল অধিবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পণ্ডিত মালব্যের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ-মূলক প্রস্তাব ও পণ্ডিত নেহেরুর কমন্ওয়েল্থ বিলের আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলির গুরুত্বের সম্মান বজায় রাখিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত সভার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম্মপটুতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

সম্মিলিত জাতীয়দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জোসি প্রমুখ কয়েক-জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সকল দলের মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কংগ্রেসের নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা কংগ্রেসের সভ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণের উপরেই কংগ্রেসের মর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে।

"বিভিন্ন জাতির নৌ-বল।—সম্প্রতি সরকারী রিপোর্টে বিভিন্ন জাতির নৌবলের সংখ্যা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে:—যুক্তরাজ্য—৫৭৫টী, আরও ৩৮টী প্রস্তুত হইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য—৪৪৪টী এবং ৩৫টী প্রস্তুত হইতেছে। জাপান—২২২টী এবং ৬২টী প্রস্তুত হইতেছে। ফরাসী—২১৯টী এবং ১২৭টী প্রস্তুত হইতেছে। — ইতালী—২৪৭টী এবং ৫৫টী প্রস্তুত হইতেছে। রুশিয়া ১৭৮টী এবং ৩০টী প্রস্তুত হইতেছে।

মদবন্ধের সুফল।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মদ বন্ধ করায় যে সুফল হইয়াছে তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এক বৎসর ১ কোটী লোকের সেভিংসব্যাঙ্কে জমার টাকা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ১৯১৯ সালে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ৩ কোটী ৮৮ লক্ষ লোক ঐভাবে টাকা জমা রাখিয়াছে। মোট জমা অর্থের পরি-মাণ ১,১৫৮ কোটি ডলার বাড়িয়া ২,০১০ কোটি ডলার হই-য়াছে। ম্যাসাচুসেটস প্রদেশে তৃতীয়াংশ জেলখানা উঠিয়া গিয়াছে, দুইটী বিক্রয় হইয়াছে।

মহাযুদ্ধে ক্ষতির পরিমান।—বিগত মহাযুদ্ধে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত, তৎসম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গত কয়েক বৎসর তদন্ত করিয়া সম্প্রতি একটি রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। লীগের মতে বিগত মহাযুদ্ধে মোট ৯৯৯৮৭৭১ জন নিহত, ২৯৯১৮০০ জন নিরুদ্দেশ, ৬২৯৫৫১২ জন মারাত্মক আহত ও ১৪০০২০৩৯ জন অল্পবিস্তর আহত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মোট খরচ হইয়াছে ১৮৬৩৩৩৬-৩০৯৮ ডলার, তাহা ছাড়া ২৯৯৬০০০০০০০ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের জন্য ৩৩৫৫১২৭৬২৮০ ডলার ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ধন —ইংলণ্ডের লোক পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁহা-দের মূলধন ছড়াইয়া কি পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন এবং এই মূলধনেরই বা পরিমাণ কত তাহা আমাদের ধারণারও অতীত। কেবল ইংলণ্ডেই ইহাদের মূলধনের পরিমাণ কি তাহা ভাবিলেও অবাক হইয়া যাইতে হয়। ইংলণ্ডে প্রায় ১৬০০০০০০ লোক টাকা খাটাইয়া তাহার সুদে লাভবান হইয়া থাকে। তাঁহা-দের মূলধনের পরিমাণ ৩০০০০০০০০০০ টাকা। ইহার মধ্যে ৪২৭৫০০০০০০ টাকা পোষ্টাফিস স্যাভিংস ব্যাঙ্কে, ৩৩৪৫০০০০০০ টাকা ন্যাশনাল স্যাভিংস সার্টিফিকেট দ্বারা, ২৮৩৫০০০০০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট হোল্ডিং দ্বারা ৭০৫০০০০০০০ টাকা জীবনবীমা ফণ্ড ইত্যাদি দ্বারা, ২২৫০০০০০০০ টাকা অট্টালিকা নির্ম্মাণ সোসাইটী দ্বারা এবং ৪৫০০০০০০০০ টাকা অন্যান্য শ্রেণীর সোসাইটী দ্বারা খাটিতেছে।

ভারতে সৈন্য ব্যয়ের তালিকা।—১৯২২-২৩ সাল ৬৫,২৭ ক্রোর টাকা, ১৯২৩-২৪ সাল ৫৬,২৩ ক্রোর টাকা, ১৯২৪-২৫ সাল, ৫৫,৫৩ ক্রোর টাকা।

ভারতে চিনা বাদামের চাষ —১৯২৫-২৬ সালে সমগ্র ভারতে ৬৮৮৬০০০ একর জমীতে চীনা বাদামের চাষ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ২৮৮৫০০০ একর জমীতে চীনা বাদামের চাষ হইয়া-ছিল অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ অধিক স্থানে চীনা বাদামের চাষ এই বৎসর হইয়াছে। এই বৎসর যে চীনা বাদাম হইয়াছে তাহার খোসাসহ ওজন অনুমান ১৯০৮০০০ টন, গত বৎসর ১৪৮৫০০০ টন হইয়াছিল সমগ্র ভারতে যত চীনা বাদাম উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৬৪৪ ভাগ মাদ্রাজে, ১৩৪ ভাগ ব্রহ্মে ও ১০৯ ভাগ বোম্বাইতে এবং ৪৫ ভাগ হাইদ্রাবাদে উৎপন্ন হয়।"

—"সম্মেলনী।"

তুলার চাষ।

তুলার চাষের সময় আসিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগেই চাষ আরম্ভ করিতে হইবে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, তুলা উৎপন্ন করিতে পারিলে বস্ত্র সমস্যার একটা প্রধান ব্যাপারের সমাধান হইবে। নিজ পরিবারের বস্ত্রাদির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত তুলা বাজারে অনায়াসেই বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা লাভ করা যাইতে পারে।

দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা।

(মিঃ এস, খোদাবক্সের মত)

মিঃ এস, খোদাবক্স কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার। সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে ইহার জন্ম এবং ইনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক। ইহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও মুসলমান ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ-তার জন্য ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া-ছেন। আরবী ও পারসী ভাষায় ইহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা আছে। মুসলমান শাস্ত্র ও মুসলমান ইতিহাসে ইহার পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। কলিকাতার দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে "ফরওয়ার্ড" পত্রে ইনি সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এক দিকে যেমন নিরপেক্ষ অন্য দিকে তেমনি যুক্তিপূর্ণ। তাঁহার মতের সার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

"উভয় সম্প্রদায়ের নেতা বা তথাকথিত নেতাদিগের উত্তেজনা-পূর্ণ বক্তৃতার জন্যই যে এ দাঙ্গা হইয়াছে, এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আর্য্য সমাজিগণের শুদ্ধি আন্দোলনও যে দাঙ্গার কারণ, এ কথাও আমি স্বীকার করি না। প্রাচ্য দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা একটু অদ্ভুত ধরণের। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ ধর্ম্মকেই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে সভ্যদেশ হইতে গোঁড়ামী দূরীভূত হইয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও এ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের অনুবর্ত্তী হইতে পারে নাই।"

"হিন্দু ও মুসলমান উভয় দলের গোঁড়াগণ কিছুতেই পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করিবে না। গোঁড়া হিন্দুর নিকট মুসলমান মাত্রই ম্লেচ্ছ এবং গোঁড়া মুসলমানের মতে হিন্দু মাত্রই নরকে গমন করিবে। পরস্পরের ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতাহেতুই এইরূপ পরস্প-রের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরস্পর যদি পরস্পরের রীতিনীতি, চিন্তার ধারা, প্রতিভার বিকাশ ও ধর্ম্মবিষয়ক ঔদা-র্য্যের কথা অবগত থাকিতেন, তবে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব

অনেকটা প্রশমিত হইতে পারিত। যাহাতে এই বিষয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই এই কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি অন্য কেহ আছেন বলিয়া আমি অবগত নহি।"

"এই ধর্মান্ধতাই এই বর্ব্বর হাঙ্গামার কারণ। প্রকৃত ধর্মভাবের সহিত এইরূপ বর্ব্বরতার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ বর্ব্বরতো মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাবের স্বরূপ।"

"হিন্দু ধর্ম শান্তিপ্রিয় ধর্ম। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্তপাতের বিরোধী এবং ধ্যানানন্দময় জীবনই এই ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য। এই ধর্ম্ম ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হত্যাদির প্রবোচক, এ কথা কি কেহ বলিতে পারে? ইসলাম ধর্ম্মের মতেও ভগবান কেবল মুসলমানের ঈশ্বর নহেন, তিনি সকল মানব জাতির ঈশ্বর। রহমান ও রহিম—দয়াময় এবং করুণার সিন্ধু—মুসলমান ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের এই দুইটি গুণ। এইরূপ গুণবান ঈশ্বর কি ভীষণ বিদ্বেষের ও রক্তপাতের প্রশ্রয় দিতে পারেন? ইহা ধর্ম্মের দোষ নহে, ইহা মানবের দোষ এবং মনুষ্যত্বের কলঙ্ক।"

"প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকেই যদি তাহার ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যায়, তবেই হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। একমাত্র এইরূপ শিক্ষার ফলেই ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও রক্তপাত বন্ধ হইতে পারে।"

"গুণ্ডাগণ কাহাদের ক্ষতি করিল? হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিলে হিন্দুর ক্ষতি করা হয় না বা মুসলমানের মসজিদ অপবিত্র করিলেও মুসলমানের ক্ষতি করা যায় না। যাহারা এইরূপ ভীষণ কার্য্য করে, তাহারা নিজ নিজ মুখে নিজেরাই কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। ঈশ্বরের মন্দির অপবিত্র করিলে ঈশ্বরকে অবমানিত করা যায় না। কারণ সেই মহেশ্বর নিন্দাপ্রশংসা, মান-অপমানের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। পরস্পরের অপমান করিলে হিন্দু মুসলমান কেহই যে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই ইহাই প্রমাণ হয়। কারণ মানবজাতির প্রতি প্রেম পরস্পরের মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ। ইহাই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব।"

"মুসলমানগণ কি তুরস্কের নেতৃত্ব গ্রাহ্য করিবে না? তুরস্কই ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত রক্ষকরূপে এখনও লুপ্তপ্রায় মুসলমানধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতেছে। তুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থা কি? তুরস্কের প্রাচীন প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। খালিফাগীরিত উঠিয়া গিয়াছে। তুরস্কের বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট মুসলমান ধর্ম্মের সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছেন। রমজানের রোজার উপবাস; মক্কার তীর্থযাত্রা ইত্যাদি তুরস্কে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। তুরস্কে "সেখ উল ইসলামের" আফিস উঠিয়া গিয়াছে। তথায় রাজনীতিতে আর ধর্ম্মের প্রভাব চলিতেছে না। তথায় ধর্ম্মবিদ্যালয়, দরবেশগণের মঠ প্রভৃতি উঠিয়া গিয়াছে এবং মসজিদ্গুলি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। রাজ্যের কোনও ব্যাপারেই আর ধর্ম্মব্যবসায়িগণের কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে না। তুরস্কের লোকেরা বুঝিয়াছে যে সামাজিক ধর্ম্মসমাজের পরিচালক হিসাবেই ভাল কিন্তু সমাজের কর্ত্তৃত্ব সামাজিক ধর্ম্মের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক নহে।"

"সম্প্রতি ভারতে যেমন ধর্ম্মের জন্য কোথাও দাঙ্গা বা বিবাদ বাধেনা, অন্য উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি এইরূপ উদ্দেশ্য বিদ্যমান না থাকিত তবে কি মুসলমানগণ বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে স্বরাজ্যদলকে পরাভূত করিতে পারিতেন? এইরূপ না হইলে আমাদের ধর্ম্মের গোঁড়াগণ বা কি করিয়া সরকারের নিকট মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন?"

"সয়তানের সাহায্য করিবার জন্য অতীত কালে ধর্ম্মকে নিযুক্ত করা হইয়াছে বর্ত্তমানেও ধর্ম্মের নামে সয়তানেরই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে। একমাত্র সুশিক্ষার দ্বারাই এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর। একমাত্র উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমের দ্বারাই শয়তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে।"

——"শান্তিবার্ত্তা।", জামালপুর

নববর্ষের "প্রবর্ত্তক"

বিপুল আয়োজন

বৈশাখের প্রবর্ত্তকে শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত একখানি নূতন নাটক সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। তাঁছাড়া, ডাঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম, এ, শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, কবি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের লেখায় প্রবর্ত্তকের কতদূর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন।

শ্রী মতিলাল রায়ের বিখ্যাত প্রেরণাময়ী লেখার সঙ্গে উপরি উল্লিখিত লেখকগণের লেখা ছাড়া জৈষ্ঠমাস হইতে বাহির হইবে শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক লিখিত পূজ্যপাদ ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন কথা, নজরুল ইসলামের হাফেজ ও প্রত্যাগত রাজবন্দী অনিলবাবুর মর্ম্মকথা। নববর্ষের প্রবর্ত্তক চিত্রে ও লেখার নূতন সাজে বাহির হইতে চলিল।

বার্ষিক মূল্য ৩।৵০

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

বাজার দর।

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া২৭শে বৈশাখ)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩॥৶০ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২১॥০আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭০৲ টাঃ

দেশী নূতন চাল বাশি ৫৸৶০ ঐ মাঝারি ৬৲ ঐ সাফ ৬।০

ঐ কলম কাটি ৬৸০ পুরাতন— ধান ৩৸৶০

বিরি কলাই ৫।৶০, অরহর ডাল ১নং ৭৲ ঐ ২নং ৬৸৵০ টাকা। মুসুরীর ডাল ৬।৵০ খেসারীর ডাল ৫৸০ বুটের ডাল ৬।৵০ মুগের ডাল ১০৲ টাকা। বুট (ছোলা) ৪॥০ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৪৲ টাকা, কলের ময়দা (বস্তা) ১৫৶০ টাকা। ঘি ঘণ্টের ১নং (মণ) ৭০৲ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৪।০

চিনি সাদা জাভা (মণ) ১৮৸০ টাকা, দেশী কাশপুরী ১৪।০ টাকা। সুতার দর—হিঙন ঘাট ২৫ মার্কা ১২॥০ নং ৫৶০ আনা, ১০॥০ নং ৬।৶০ আনা, গোপাল মার্কা ১২॥ নং ৬॥০ টাকা, ঐ ১১॥ নং ৬।৶০ আনা। কাঁচা করলা—মণ ৶১০ আনা। গালার দর—টিয়েন ৪৭৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৪৯৲, সুপার ফাইন ৫৩৲। লাহার দর—কুকি ১৪৲, বৈশাখি ১৭৲ কুসমি ২৫৲ আরি ১০৲ টাকা।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—Printrade { টেলিফোন নং:— ৬১৬ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান,

তবে—

অদ্বিতীয় প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক দুটা কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী

এম, এন, সান্যাল

৯০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিডস্ ব্যাগ এবং হাত ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা:—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা।

অনেকটা প্রশমিত হইতে পারিত। যাহাতে এই বিষয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই এই কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি অন্য কেহ আছেন বলিয়া আমি অবগত নহি।"

"এই ধর্ম্মান্ধতাই এই বর্ব্বর দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ। প্রকৃত ধর্ম্মভাবের সহিত এইরূপ বর্ব্বরতার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ বর্ব্বরতা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাবের কলঙ্কজনক।"

"হিন্দু ধর্ম শান্তিপ্রিয় ধর্ম। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্তপাতের বিরোধী এবং প্রশান্তানন্দময় জীবনই এই ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য। এই ধর্ম্ম ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হত্যাদির প্রবোচক, এ কথা কি কেহ বলিতে পারে? ইসলাম ধর্ম্মের মতেও ভগবান কেবল মুসলমানের ঈশ্বর নহেন, তিনি সকল মানব জাতির ঈশ্বর। রহমান ও রহিম—দয়াময় এবং করুণার সিন্ধু—মুসলমান ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের এই দুইটি গুণ। এইরূপ গুণবান ঈশ্বর কি ভীষণ বিদ্বেষের ও রক্তপাতের প্রশ্রয় দিতে পারেন? ইহা ধর্ম্মের দোষ নহে, ইহা মানবের দোষ এবং মনুষ্যত্বের কলঙ্ক।"

"প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকেই যদি তাহার ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যায়, তবেই হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। একমাত্র এইরূপ শিক্ষার ফলেই ঈর্ষা, দ্বেষ ও রক্তপাত বন্ধ হইতে পারে।"

"গুণ্ডাগণ কাহাদের ক্ষতি করিল? হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করিলে হিন্দুর ক্ষতি করা হয় না বা মুসলমানের মসজিদ অপবিত্র করিলেও মুসলমানের ক্ষতি করা যায় না। যাহারা এইরূপ ভীষণ কার্য্য করে, তাহারা নিজ নিজ মুখে নিজেরাই কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। ঈশ্বরের মন্দির অপবিত্র করিলে ঈশ্বরকে অবমানিত করা যায় না। কারণ সেই মহেশ্বর নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমানের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। পরস্পরের অপমান করিলে হিন্দু মুসলমান কেহই যে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই ইহাই প্রমাণ হয়। কারণ মানবজাতির প্রতি প্রেম পরস্পরের মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ। ইহাই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব।"

"মুসলমানগণ কি তুরস্কের নেতৃত্ব গ্রাহ্য করিবে না? তুরস্কই ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত রক্ষকরূপে এখনও লুপ্তপ্রায় মুসলমানধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতেছে। তুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থা কি? তুরস্কের প্রাচীন প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। খালিফাগিরি উঠিয়া গিয়াছে। তুরস্কের বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট মুসলমান ধর্ম্মের সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিয়াছেন। রমজানের রোজার উপবাস; মক্কার তীর্থযাত্রা ইত্যাদি তুরস্কে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। তুরস্কে "সেখ উল ইসলামের" আফিস উঠিয়া গিয়াছে। তথায় রাজনীতিতে আর ধর্ম্মের প্রভাব চলিতেছে না। তথায় ধর্ম্মবিদ্যালয়, দরবেশগণের মঠ প্রভৃতি উঠিয়া গিয়াছে এবং মসজিদগুলি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। রাজ্যের কোনও ব্যাপারেই আর ধর্ম্মব্যবসায়িগণের কর্ত্তৃত্ব চলিতে দেয় না। তুরস্কের লোকেরা বুঝিয়াছে যে সামাজিক ধর্ম্মসমাজের পরিচালক হিসাবেই ভাল কিন্তু সমাজের কর্ত্তৃত্ব সামাজিক দণ্ডের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক নহে।"

"স্বাধীন [illegible] দেশে ধর্ম্মের জন্য কোথাও দাঙ্গা বা বিবাদ বাধে না, অন্য উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি এইরূপ উদ্দেশ্য বিদ্যমান না থাকিত তবে কি মুসলমানগণ বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে স্বরাজ্যদলকে পরাভূত করিতে পারিতেন? এইরূপ না হইলে আমাদের ধর্ম্মের গোঁড়াগণ বা কি করিয়া সরকারের নিকট মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন?"

"সয়তানের সাহায্য করিবার জন্য অতীত কালে ধর্ম্মকে নিযুক্ত করা হইয়াছে বর্ত্তমানেও ধর্ম্মের নামে সয়তানেরই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে। একমাত্র সুশিক্ষার দ্বারাই এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর। একমাত্র উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমের দ্বারাই শয়তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে।"

——"শান্তিবার্ত্তা।", জামালপুর

নববর্ষের "প্রবর্ত্তক"

বিপুল আয়োজন

বৈশাখের প্রবর্ত্তকে শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত একখানি নূতন নাটক সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। তাছাড়া, ডাঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম, এ, শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, কবি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের লেখায় প্রবর্ত্তকের কতদূর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন।

শ্রী মতিলাল রায়ের বিখ্যাত প্রেরণাময়ী লেখার সঙ্গে উপরি উল্লিখিত লেখকগণের লেখা ছাড়া জৈষ্ঠমাস হইতে বাহির হইবে শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক লিখিত পূজ্যপাদ ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন কথা, নজরুল ইসলামের হাফেজ ও প্রত্যাগত রাজবন্দী অনিলবাবুর মর্ম্মকথা। নববর্ষের প্রবর্ত্তক চিত্রে ও লেখায় নূতন সাজে বাহির হইতে চলিল।

বার্ষিক মূল্য ৩৷৷৵০

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

বাজার দর।

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া২৭শে বৈশাখ)

গিনি ভিক্টোরিয়া ১৩৷৷৵০ টাঃ। সোণা চিনাপাত ভরি ২২৷৷০আঃ রূপা ১০০ ভরি ৭০৲ টাঃ

দেশী নূতন চাল বাঁশি ৫৷৷৵০ ঐ মাঝারি ৬৲ ঐ সাফ ৬৷০

ঐ কলম কাটি ৬৸০ পুরাতন— ধান ৩৷৵০

বিরি কলাই ৫৷৵০, অরহর ডাল ১নং ৭৲ ঐ ২নং ৬৸৵০ টাকা। মুসুরীর ডাল ৬৷৵০ খেসারীর ডাল ৪৸০ বুটের ডাল ৬৷৵০ মুগের ডাল ১০৲ টাকা। বুট (ছোলা) ৪৷৷০ টাকা। আটা হলদি (বস্তা) ১৪৲ টাকা, কলের ময়দা (বস্তা) ১০৷৵০ টাকা। ঘি ঘন্টার ১নং (মণ) ৭০৲ টাকা। সরিষার তৈল (কলের) ১নং ২৪৷০

চিনি সাদা জাভা (মণ) ১৫৸০ টাকা, দেশী কাশপুরী ১৪৷০ টাকা। সূতার দর—বিজন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷৷০ নং ৫৷৵০ আনা, ১০৷০ নং ৬৷৵০ আনা, গোপাল মার্কা ১২৷ নং ৬৷৷০ টাকা, ঐ ১১৷ নং ৬৷৵০ আনা। কাঁচা কয়লা—মণ ৵১০ আনা। গালার দর—টিয়েন ৪১৲, ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান ৪৯৲, সুপার ফাইন ৫৩৲। লাহার দর—কুচি ১৪৲, বৈশাখি ১৭৲ কুসমি ২৫৲ আরি ১০৲ টাকা।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্লাইড অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা।

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৩। ওপোব্রিল (Opobrl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৬। ইউরোফাইল্(Europhile)—ইউরিক্ এসিড্ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—

সকল ডাক্তারী দোকান অথবা

অমিতাভ ঘোষ।

১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—Printrade { টেলিফোন নং:— ৬১৬ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক দুটী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রেই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৩০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড্ ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হারিসেন রোড্।

শাখা:—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা।

Reserved for Dindayal Pharmacy.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটি টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাশ্মীর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, আসানসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৹ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৹ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চল্‌তি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা বাম), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর॥

এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র

	সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক ,,	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক ,,	৩৲	৪৲
মাসিক ,,	১৷৹	১৷৷৹

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭।১।১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

নারী রক্ষা

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ১০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ১৭ই মে ১৯২৬ | ২২শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৮০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাশ—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।
৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা

সাহিত্য মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে। যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটা অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।
(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস)
আফিসের পাশের দোকান।

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।
খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স,
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।
৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

লাইফ ইনসিওর যদি করিতে চান!
ন্যাশনাল (National Insurance Company) ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেক গৃহস্থেরই স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া লাইফ ইনসিওর করা উচিত। অধিকন্তু, আমাদের কোম্পানি স্বদেশী কারবার, সুতরাং সকলেরই সহায়তা পাইবার যোগ্য।

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এজেন্ট, পুরুলিয়া।

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৸০ টাকা ও ১৸০ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পৃষ্ঠা … … …	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা—২ কলম … … …	১০৲ টাকা
„ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা—১ কলম … …	৬৲
„ সিকি পৃষ্ঠা—½ কলম … …	৩৷৷০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ১৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়।
বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।
বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু স্টেজে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার!
দাদের মলম বা কাশ্মিরী স্নো ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ১ ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, নয়নঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, খেলকবাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।
সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড!
আমাদের কাশ্মিরী স্নো একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিপক্ক ও মজবুত ১ দমে ৩০ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র
সি, মুখোপাধ্যায়-এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!
ইহা অন্য সকলের ন্যায় নয়। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা শাড়ী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিলে, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।
খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।
বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।
লুচি তরকারী … … … … ৸০ আনা সের।
উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।
সকল প্রকারের চাপ ই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়

"মুক্তি"

"আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধর গো,
* * * * *
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে
আপনার লাজ হর গো।"
—কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য

সন ১৩৩৩ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

নারী রক্ষা

দেশে নারীরক্ষার সমস্যা খুব জটিল ভাবই ধারণ করেছে। পুলিশের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকলে যে আর চলবে না তা বুঝতে কারও বাকী নাই। যারা এত দিন নিছক নিজকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল তারাও বর্ত্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার পর ভাবতে সুরু করেছে জাতির মান রক্ষার এখন উপায় কি? এর মধ্যেই বহুস্থানে নারীরক্ষা-সমিতি গঠিত হয়েছে। শৌর্য্য বীর্য্যের অনুশীলনও যে অল্প বিস্তর না হচ্ছে তা নয়। পুরুষের বাহুবল, পুরুষের সাহস, পুরুষের বুদ্ধিশক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রয়োগ ক'রে যে এই সঙ্কট সময়ে দেশের মা বোনদের মান সম্মান বজায় রাখতে হবে তা নিশ্চিত। কিন্তু শুধু পুরুষদের চেষ্টায়ই কি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে? রমনীগণ ঘরে ব'সে কোমলতা, দুর্ব্বলতা এবং মাধুর্য্যের অনুশীলন করতে থাকবে আর পুরুষরা নিরন্তর পাহারা দিয়ে তাদের দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ হ'তে সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখবে এই বন্দোবস্তই কি সব সময় কার্য্যকরী হবে? নিজেদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত নারীদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? বাহিরের এবং ভিতরের নির্য্যাতন দমন করবার নিমিত্ত তাদের নিজেদের কি কিছু ক'রতে হবে না? সমাজের রীতি নীতি পরিবর্ত্তন বিষয়ে যাহারা নিতান্ত রক্ষণশীল তাদের মনেও এখন এই প্রশ্ন জেগে উঠেছে। নবাবী আমলের অনুকরণে অন্দর মহলের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ক'রে সমগ্র জাতির অর্দ্ধাংশকে একেবারে পঙ্গু ক'রে রাখা যে একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়েছে তা এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নাই। তার ফলে দেশের বর্ত্তমান ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে তা কে না এখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে? কিন্তু পুরুষানুক্রমে সঞ্জাত সংস্কারের বশে সমাজের অবস্থা এরূপ জটিল হ'য়ে উঠেছে যে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ সত্ত্বেও স্ত্রীজাতি একটু আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠুক, নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে শিখুক, এই ভাবটা অনেকেই বরদাস্ত ক'রে উঠতে পারছে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, নারীজাতির সামাজিক জীবনেও পরিবর্ত্তন আসবেই আসবে, কি ভাবে সে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হ'লে সমাজের কল্যাণ হবে তাই এখন ভাববার কথা।

সমাজকর্ত্তা পুরুষদের মনে যদি উদারতা থাকত, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রবার সাহস থাকত তা হ'লে উপায় নির্দ্ধারণটাও খুব সহজ হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, আভিজাত্যের গৌরবে যখন আঘাত লাগে অথবা টাকা পয়সার হিসাবে যখন ব্যাঘাত ঘটে তখন কোন কর্ত্তাই নারীজাতির মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নন। বর-পণ নিবারণী সভাগুলির ফলাফল বিচার ক'রেই তা সব টের পাওয়া গেছে। "যত্র নার্য্যস্তু পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ", অথবা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি ক'রে যদি নারী নির্য্যাতন ব্যাপারের অন্ত হ'ত তা হ'লে কারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু কথার প্রলেপ দিয়ে ত আর ব্যথা নিবারণ হয় না। কাজের বেলা দশ ভরি সোণার এক রতি কম হ'লে নব বধুটির ছায়ায় পুরুষের উপর বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে মনের ঝাল না মিটাতে পারলে নিদ্রাই হবে না, দৈবক্রমে পিতৃতুল্য ভাসুরের দৃষ্টিপথে পতিত হ'লে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা রথের তত্ত্ব বা পূজার তত্ত্ব পাঠাতে সামান্য ত্রুটি হ'লেই বালিকা বধূটিকে পিতা-মাতার মুখ দর্শন করতে দেওয়া হবে না ব'লে আদেশ হ'য়ে যাবে। এই সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এই হতভাগ্য দেশের সামাজিক পুরুষগণ নারীজাতির দুঃখ নিবারণ করতে কোন চেষ্টাই করবে না। পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, যাদের মনে ব্যথার আঘাতে একটু বল সঞ্চয় হয়েছে তাদের এখন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সময় এসেছে। নারীজাতিকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্না মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই সমাজ-দ্রোহিতা ছাড়া অন্য আর পথ নাই। এক শ্রেণীর পুরুষদের জোর ক'রেই বলতে হবে, সমাজে পতিতই কর আর যাই কর না কেন, আমরণ মেয়েদের অবিবাহিত রাখব তবু বুড়ের হাতে অথবা কসাইএর হাতে কিছুতেই তাদের সমর্পণ ক'রব না, গৃহশিল্পে রত থেকে তারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন ক'রে শাক ভাত খেয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে থাকবে তবু হারমনিয়ম্ বাজিয়ে গানের পরীক্ষা দিতে বাধ্য ক'রে বিবাহের পাত্রী সাজিয়ে ভারতীয় আদর্শে গঠিত নারীত্বের অমর্য্যাদার প্রশ্রয় দিতে পারব না। কিছু দিন এইরূপ বিদ্রোহের ভাব চলতে থাকলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে, সামাজিকদের জারিজুরি সব আপনা হ'তেই ভেঙ্গে যাবে। রমণী সমাজেরও এই বিদ্রোহ ঘোষণায় সাহচর্য্য ক'রতে হবে শুধু সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের জন্য নয়, আত্মরক্ষার

নিমিত্তও আর তাদের পরমুখাপেক্ষী স্বার্থান্ধ পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রলে চলবে না। খবরের কাগজে সুহাসিনী বা বরদাসুন্দরীর কথা অথবা চরমনাইয়ে মুসলমান রমণীদের উপর দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের দুই চারিটি হৃদয়-বিদারক কাহিনী মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কত অজ্ঞাত গ্রামে কত অজ্ঞাত নারীর উপর নর-পশুদের কত রকম অকথ্য অত্যাচার হয় কেই বা তার হিসাব রাখে, আর কেই বা তার প্রতীকার করে? নারীরক্ষা-সমিতি গঠন ক'রে পুরুষের বলবীর্য্য দ্বারা সামান্য প্রতীকার সম্ভব হ'লেও দেশের স্ত্রীজাতি যত দিন পর্য্যন্ত মোমের পুতুলরূপে গ'ড়ে ওঠাই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ ক'রবে এবং পথে ঘাটে চলাচল ক'রতে সর্ব্বদা আতঙ্কে শিউরে উঠবে তত দিন নারীনির্য্যাতন দেশ থেকে কোনও রকমে উঠে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না। উত্তর ভারতের রমণী-সমাজকে এখন একটা আমূল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। সেই পরিবর্তন তাদের নিজেদের চেষ্টায়ই আনতে হবে। পাশ্চাত্য রমণী-সমাজের উচ্ছৃঙ্খল গতির অনুকরণে নয়, গাউনের অনুকরণে কুঁচি দিয়ে শাড়ী প'রে অথবা অত্যুচ্চ গোড়ালির জুতা প'রে বকের মত চলতে শিখে নয়, অথবা বিলাসিতাপূর্ণ বোর্ডিংএর কৃত্রিম জীবন যাপন করতে গিয়ে সন্তান প্রতিপালনের অযোগ্য হ'য়ে নয়, প্রাচীন ভারতের মাঙ্গল্য-পূর্ণ আদর্শে, তপশ্চর্য্যার আদর্শে, নির্ভীকতার আদর্শে এবং সর্ব্বোপরি তেজস্বিতার আদর্শে তাদের গ'ড়ে উঠতে হবে। পোষাকী ক'রে রাখবার, পঙ্গু ক'রে রাখবার, ভোগের খেলনা ক'রে রাখবার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে তাদের শক্তিশালিনী হ'য়ে উঠতে হবে, শ্রমসহিষ্ণু হ'য়ে উঠতে হবে এবং আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস-সম্পন্না হ'য়ে উঠতে হবে। ভোগৈক-চিত্ত কবিদের অসূর্য্যম্পশ্যা আখ্যায় গৌরব অনুভব ক'রলে আর চলবে না। মহারাষ্ট্র রমণীদের মত, ব্রহ্ম-দেশের স্ত্রীলোকদের মত রেলে ষ্টীমারে চলতে ফিরতে স্বামী পুত্রের সাহায্যেই লাগতে হবে, স্কন্ধের বোঝা হ'য়ে থাকলে চলবে না। অজ্ঞতায় নয়, নির্ভীকতায়—সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতীয় রমণীদের জীবনের আদর্শও অনুকরণ করতে হবে। তাতে সামাজিক হিসাবে ভদ্রমহিলা ব'লে সমাদৃতা না হ'লেও নারীজাতির স্থায়ী কল্যাণের নিমিত্ত দৃঢ়চিত্তে লেগে থাকতে হবে। রাজকন্যা সাবিত্রীর পতিসহ বনভ্রমণে এবং যমরাজের সহিত নির্ভীকভাবে কথোপকথনে যদি সম্ভ্রমের হানি না হ'য়ে থাকে তা হ'লে বাঙ্গালার বা বিহারের কোন পুরনারীরই দরকার অনুসারে পদব্রজে গ্রামান্তরে বা সহরের অন্য পাড়ায় মাসী পিসির সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলে মান সম্মানের বিঘ্ন ঘটবে না। বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে প্রকৃত লজ্জাশীলতা ও কোমলতার কোন বিরোধ নাই। বীররমণী লক্ষ্মীবাই যে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর উপর গুলি চালিয়েছিলেন তাতে ত তাঁকে লজ্জাহীনা ব'লে কেউ কোন দিন নিন্দা করে নাই, বরং তিনি ভারতের পুরুষ নারী সকলের চক্ষে চিরদিনের জন্য পূজনীয়া হ'য়ে রয়েছেন। পুরুষানুক্রমে পুঞ্জীভূত সংস্কার ত্যাগ ক'রে একটা অভিনব জীবনের আদর্শকে কার্য্যক্ষেত্রে বরণ ক'রে লওয়া ত বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রলে যে উপায় নাই। তুরস্ক রমণীরা রক্ষণশীল হ'লেও জাতীয় প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে এক দিনেই তাঁদের বোরখা উঠিয়ে দিতে হ'য়েছে। জাতীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত, আত্মরক্ষার নিমিত্ত, ভারতীয় নারীজীবনের অতুল্য আদর্শ বজায় রাখবার নিমিত্ত, মঙ্গলময় মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার নিমিত্ত অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রতে হবে। নবাবী আমলের অবিশ্বাসের লীলাভূমি বদ্ধপুরপ্রথা আঁকড়িয়ে ধ'রে থেকে কত কাল আর নারীশক্তিকে দুর্ব্বল ক'রে রাখবে? বিদ্রোহের আঘাতে পঙ্গু সমাজের জীর্ণ প্রাচীরগুলি যদি ভেঙ্গে ভূমিসাৎ হয়, তাহ'লেই বা ভাবনা কি? এক অভিনব শক্তির আশ্চর্য্য ভাব নিয়ে, এক কল্যাণময় সমাজ যে আবার গ'ড়ে উঠবে। চারি দিক হ'তে মুক্তির বাজনা বেজে উঠেছে। মুক্তির ঐ আহ্বান শুনে জেগে উঠলেই নারীরক্ষার সকল সমস্যা মীমাংসিত হ'য়ে যাবে।

স্থানীয় অভিযোগ—

ঝালদার সরকারী ডাক্তারখানার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা অনেক অভিযোগ শুনিতেছি। ডাক্তার বাবু এবং কম্পাউণ্ডার বাবু উভয়েই নাকি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতেছেন, এবং তজ্জন্য রোগীদের কষ্ট হইতেছে। অভিযোগ সত্য হইলে খুবই আক্ষেপের বিষয়। আমরা আশা করি স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে এ বিষয়ে তদন্ত হইবে এবং সাধারণের অসুবিধাজনক কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে।

চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ক আইন—

কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেটের জনৈক মান্দ্রাজি সদস্য ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা সম্বন্ধে এক নূতন আইন পাশ করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বড়লাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণের নিকট তদ্বিষয় মতামত প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। পুরুলিয়ার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি আবশ্যক, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিলেও

সরকারের আইনের সাহায্যে তাহা না হইয়া দেশস্থ কবিরাজগণের নিজেদের চেষ্টায়ই তাহা হওয়া উচিত—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। শিক্ষা বিষয়ে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহারা রাজি নন, কারণ আবহমান কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার যে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত কোন কাউন্সিলের হাতে শিক্ষার ভার অর্পিত হইলে সেই পদ্ধতির নিশ্চয়ই ব্যত্যয় ঘটিবে। বিশেষতঃ যে কাউন্সিলে এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণই অধিক সংখ্যায় থাকিবেন সেই কাউন্সিল দ্বারা দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। কারণ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের ভিত্তি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল পর্য্যবেক্ষণ-জাত সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত নহে। যোগলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আর্য্যঋষিগণ যে সকল অভ্রান্ত মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার উপরেই আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, পাণ্ডুলিপিতে অভিব্যক্ত নিয়মানুসারে আয়ুর্ব্বেদীয় অথবা দেশীয় অন্যান্য চিকিৎসকগণের স্বাধীনতার উপর সরকার যদি হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে বহু চিকিৎসকের বাধ্য হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ফলে অনেক গ্রামের অনেক দরিদ্রলোক বেশী টাকা দিয়া বেশী দামের ঔষধ বা বেশী ভিজিটের ডাক্তার বা কবিরাজ নিযুক্ত করিতে না পারিয়া বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে। কবিরাজি বা হাকিমী চিকিৎসার উন্নতি এবং তদ্বিষয় শিক্ষার ভার সরকারের লইবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে।

অন্যান্য স্থান হইতেও এবম্বিধ প্রতিবাদ যে না হইবে তাহা নহে, কিন্তু সরকারের যদি উদ্দেশ্য থাকে যে অতঃপর দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কুক্ষিগত হইয়া ক্রমশঃ লোপ পাউক এবং কালে দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণের অনুমোদিত হইবে তাহা উঁহাদের ধরনানুযায়ী দেশীয় চিকিৎসকগণের অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত না হইয়া বিলাতের রসায়নাগারে প্রস্তুত হউক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উক্ত চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ক আইন পাশ হইবে। যুক্তি প্রদর্শনও বৃথা হইবে, নিবেদন আবেদনও নিষ্ফল হইবে।

খিলাফৎ সম্মেলন—

দিল্লীতে যে খিলাফৎ সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল, তাহার ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে—অনুমান করা দুঃসাধ্য। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধন এত দিন যাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করিতাম—তাঁহাদের, এমন-কি হাকিম আজমল খাঁ সাহেবেরও, বক্তৃতাতে হিন্দু সমাজের উপর এরূপ একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব সুপরিস্ফুট হইয়াছে—যাহা হইতে মনে হয়, তাঁহাদের এ কয় বৎসরের আচরণে আর যাহাই থাকুক, আন্তরিকতা বুঝি বা খুব অল্পই ছিল। আমরা আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, ভারতবর্ষের—বিশেষ করিয়া কলিকাতার সমগ্র হিন্দু সমাজ এমন কি আচরণ করিয়াছে যাহার জন্য মুসলমান নেতারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে প্রচার আরম্ভ করিতে পারেন—"ইস্লাম বিপন্ন"! পূর্ব্ববঙ্গের দুইটি জিলাতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৫৬টি মন্দির ধ্বংস অথবা অপবিত্র করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইস্লাম যে বিপন্ন—ইহাই কি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ?

হাকিম সাহেব বলিয়াছেন—হিন্দু-সভা গঠনের পূর্ব্বে মুসলমানদের ঐ রকমের কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। মোস্লেম লীগ্ ব্যাপারটা কি এবং কবে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হাকিম সাহেব যদি দয়া করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন, আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রয়োজন আছে কি না, এবং তাহা থাকাও বাঞ্ছনীয় কি না—সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না, তবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের উপর অন্যায় দোষারোপ করা উচিৎ ও যুক্তিসঙ্গত নয়—এ কথা না বলিলে কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে, মনে করি।

হিন্দুদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া এবং দশ সহস্র মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে "লালা"দের সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব করিয়া আর যে সব অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি অপেক্ষা শক্তিবিজ্ঞাপনেরই অধিক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে—"মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি অবলম্বন করিয়া মৌলানা মহম্মদ আলি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য। সকল হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য—উপস্থিত মুসলমানগণকে এই উপদেশ দান করিয়া তিনি উৎফুল্লচিত্তে প্রচার করিয়াছেন—"কবে মহাত্মা গান্ধীকে আমি ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিব, সেই শুভ মুহূর্ত্তের আগমনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি"। মৌলানা সাহেব মাঝে মাঝে বলিতেন—"I am a bit of a humourist"। ইহা কি সেই humour এরই পরিচয়, না শুদ্ধি-সংগঠনের প্রতিক্রিয়া, অথবা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আশার কথা এই যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সম্মেলনীর সভাপতির আসন

গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, বরং সম্প্রতি অধিবেশন স্থগিত রাখিতেই বলিয়াছিলেন ; এবং আরও দুই এক জন মুসলমান নেতা সম্মেলনীর এই বিদ্বেষান্ধ আচরণের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যদিও তাঁহাদের চেষ্টা অরণ্যে রোদন করার সামিলই হইয়াছিল।

ধনিক বনাম শ্রমিক—

ইংলণ্ডে যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে এত বড় ধর্ম্মঘট আর কোথায়ও হয় নাই। প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক একযোগে কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। কলহটা কয়লার খনির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ; কিন্তু খনির শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য অন্যান্য ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। একটা অন্তর্বিপ্লবে দেশের যেরূপ অবস্থা হওয়ার কথা, এই ৯।১০ দিনের সমগ্র দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের পরেও যে ইংলণ্ডের সে অবস্থা হয় নাই, তাহা সরকারের সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাদলের সাহায্যে শান্তিরক্ষার চেষ্টার ফল মনে করিলে ভুল হইবে ; শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা ও সঙ্ঘ-পরিচালকগণের আদেশানুবর্ত্তিতাই ইহার মূল কারণ। দুই এক স্থানে সামান্য দুই একটা দাঙ্গা হইয়াছে, অনেক স্থানে আবার শ্রমিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তি রক্ষার ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করিতেছে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে বহু শ্রমিকের এবং জনসাধারণের নানাবিধ অসুবিধা হইতেছে,—সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার জন্য কেবল শ্রমিকদেরই দায়ী করা চলে না।

ধর্ম্মঘট বেশী দিন চলিলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ব্রিটিশ সরকার ধনিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন। দেশবাসীকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রচার করা হইয়াছে যে, শ্রমিক-নেতাগণ ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন : বলা হইতেছে যে, কেবল ধনিকদের বিরুদ্ধেই যদি শ্রমিকদের এ অভিযান তবে সকল দেশবাসীকেই অনাহারে কষ্ট দিবার এ চেষ্টা কেন? শ্রমিক-নেতাগণ বলিয়াছেন—এ অভিযোগ অমূলক ; তাঁহাদের বিরোধ ধনিকদের—এ স্থলে কেবল খনির মালিকদের—সঙ্গে ; সরকার কেন ধনিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি করিবার কারণ হইতেছেন? যে বিরোধের মীমাংসা এক সপ্তাহে হইতে পারিত, আজ যদি তাহা এক মাস ধরিয়া চলে এবং ফলে যদি দেশে অশান্তি দেখা দেয়— তাহার দায়িত্ব সরকারের। শান্তি রক্ষার অজুহাতে সরকার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। বহু স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে নানাবিধ অতি প্রয়োজনীয় কায করাইয়া লইবার চেষ্টা এবং শ্রমিকদিগকেও কার্য্যে যোগ দান করাইবার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করা হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা ইহাতে ভাঙ্গে নাই। শ্রমিক-নেতাদের মতে—ধর্ম্মঘট একই ভাবে চলিতেছে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মিঃ শকলৎওয়ালা ব্যতীত আরও দুইজন শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পার্লামেণ্টের সদস্য বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী স্যার জন সাইমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ধর্ম্মঘট বে-আইনী হইয়াছে ; সুতরাং শ্রমিকগণ পুনরায় কার্য্যে যোগ দান করিলে শ্রমিক-সঙ্ঘ তাহাদের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইনও শ্রমিকদের এইরূপ ভাবে আশ্বাস দিয়া কার্য্যে যোগ দান করিতে অহ্বান করিয়াছেন। কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, সরকারের এই নূতন চাল দেখিয়া মনে হয় ধর্ম্মঘট জোর চলিতেছে। সরকার বল পূর্ব্বক এই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে গেলে, হয়ত হিতে বিপরীত হইবে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেরই শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি ইংলণ্ডের শ্রমিকদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ভারতবর্ষেরও দুই একটি সঙ্ঘ সহানুভূতি-জ্ঞাপক সন্দেশ পাঠাইয়াছে। অর্থ সাহায্য পাঠাইবার প্রস্তাব বহু স্থানে হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন যে ক্রমে দৃঢ় হইতেছে, এই সকল ঘটনা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিক-শক্তির সহিত একযোগে নিরুপদ্রব ভাবে যদি আজ ইংলণ্ডের শস্ত্র ও অর্থ-সম্বল সম্মিলিত ধনিক ও শাসক-শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে, তবে তাহা পৃথিবীতে এক নব যুগের সূচনা করিবে।

স্বাধীনতার ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব সংখ্যায় "সিরাজদ্দৌলা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া "আমাদের পূজনীয় পিতৃপিতামহদের সুখ দুঃখের ইতিহাস" পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। ভারতে ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় কালে বাঙ্গলী মানুষ ছিল, ব্যক্তিগত হিসাবে কোন সমসাময়িক ইংরেজ অপেক্ষা চরিত্রবলে হীন ছিল না বরং সততায় খৃষ্টানগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠই ছিল। কর্ণেল ম্যালিসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি থাকারই কথা, তিনি ইংরেজ জাতির গুণ গান করিয়াছেনও যথেষ্ঠ ; কিন্তু তিনিও ভারতবাসিগণকে চরিত্রহীন বলিয়া নিন্দাবাদ করেন নাই—বরং তাহাদের চরিত্রের প্রশংসাই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি-সম্পন্ন অথচ সরল প্রকৃতি, বিশেষ সাহসী ও মৃত্যু-ভয়-শূন্য অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে অপটু, দলপতির প্রতি অনুরক্ত, শিষ্টাচারী ও তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান—এই সমস্ত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভারতবাসিগণের অনেকের চরিত্রে লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিককে স্বীকার করিতে হইবে, আজ যে ইংরেজ জাতি ভারতবাসীর ত্রুটী ও গুণগুলিকেই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, সে জন্য তাহাদের ভারতবাসীদের প্রতি শুধু স্নেহপরায়ণ নহে, শ্রদ্ধাসম্পন্নও হওয়া উচিত"। * অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমরা রণপরাজিত বিপন্ন শত্রুর ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া বৃটীশ বণিকের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই নাই—বন্ধুবেশে সহচররূপে পরস্পরের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে, পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায়, সংযুক্ত বাহুবলে, মোগল শাসন উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যেমন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তদ্রূপ অন্য দিকে আবার সেই চরিত্রের সবলতাও পরিস্ফুট রহিয়াছে।"

মেকলের যাদুমন্ত্রের মায়াপাশ বাঙ্গালী কবে ছিন্ন করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিবে, কে জানে? অনেক শিক্ষিত বাঙ্গলীর মুখে শুনি, "আমরা বাঙ্গালী, হাজার বৎসরের গোলাম—আমরা আবার মানুষ, আমরা কি স্বরাজ লাভ করিবার যোগ্য?" এ কথা শুনিলে কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে? যে যুবকগণের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের ভার তাহাদের এত হৃদয়দৌর্ব্বল্য, আত্মশক্তিতে এত অনাস্থা? প্রবল পরাক্রান্ত আকবর বাদসাহের বিরুদ্ধেও যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, দ্বাদশভূঞা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে, যে দেশে সীতারাম রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাতীয়তাবোধ-বিনাশী শিক্ষা-দীক্ষার, আইন-কানুনের লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে বাস করিয়াও যে দেশে চিত্তরঞ্জন, কানাইলাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—সে দেশের লোকের পুরুষত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে। তবে অধিকাংশ লোকেরই মনুষ্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় আছে। সকল দেশের মানুষই মানুষ—আমরাও মানুষ, মনুষ্যত্ব শিক্ষা দীক্ষারই অধীন—"মানুষের গুণ গাছে ফলে না—গুণ অভ্যাস করিতে হয়"—অনুশীলন দ্বারা মানুষ দেবতা হয়, আবার কুশিক্ষায় মানুষ শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। শিক্ষার দোষে বাঙ্গালী আজ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ আইন দ্বারা ১৮৭৮ সাল হইতে ভারতের বড় লাট ৺লর্ড লিটন ভারতবর্ষকে ক্লীবের দেশে পরিণত করিয়াছেন। এই অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে পেনসন-প্রাপ্ত কমিশনার ৺স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"We have purchased peace but we have purchased it at an enormous cost, at the cost of our manhood."—"আমাদের পুরুষত্বের বিনিময়ে আমরা দেশের জন্য শান্তি ক্রয় করিয়াছি"। কানাই দত্তের রাজনৈতিক মতামতের প্রশংসা করিবার জন্য তাহার নাম উল্লেখ করি নাই—আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তারক্তির বিরোধী—কিন্তু কানাইলালের অসামান্য পুরুষত্ব ও আত্মত্যাগের উল্লেখ করিবার জন্যই তাহার নাম করিলাম। ইংরেজী সংবাদপত্র "পাইওনিয়ারের" সম্পাদক কানাইলালের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইউরোপের পঁচিশ ছাব্বিশ শত বৎসরের ইতিহাসে কানাইয়ের তুলনা খুঁজিয়া পান নাই ; খৃঃ পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরের হারমোড়িয়াস্ ও এরিস্টজিটন নামক দুইটী বন্ধুর সহিত কানাইয়ের তুলনা করিয়াছেন। যে দেশে চিত্তরঞ্জন, কানাই জন্মিতে পারে—"সে জাতি কখনও ঘৃণিত নয়"।

চরিত্রবল থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী কেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন হইল তাহার কারণ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "আমাদের অধঃপতন হইয়াছে কারণ সমষ্টিগত জীবনে আমরা হইয়া পড়িয়াছিলাম ভীষণ অধার্ম্মিক, আত্মসর্ব্বস্ব, নাস্তিক, জড়বাদী"। সঙ্ঘশক্তির অভাবই হিন্দুজাতির পরাজয়ের মূল কারণ। সঙ্ঘশক্তির বলে ইউরোপীয়গণ এশিয়া মহাদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে, মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করিয়া ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। ভারতের ৩০ কোটী হিন্দু-মুসলমান স্বীয় ক্ষুদ্র অলিক স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদসেবা করিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। কবে ভারতবাসী সঙ্ঘশক্তির বল উপলব্ধি করিবে, কবে তাহাদের মোহ বিদূরিত হইবে—কবে তাহারা বৃথা আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে শিখিবে, কবে দেশের স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ত্যাগ করিতে শিখিবে, কবে হিন্দুগণ আত্মকলহ ত্যাগ করিয়া সম্মিলিতভাবে জাতির উন্নতিকল্পে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিবে, কবে ভারতবাসী—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—তুচ্ছ বিষয়ে কলহে নিবৃত্ত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভাই ভাই গলাগলি হইয়া দৃঢ়পদে

---

* "In the combination of astuteness with simplicity, of fearlessness of death and conspicuous personal daring with inferiority in the field of battle, in gentleness, the submission, the devotion to their leader which characterised so many children of the soil, (the student) will not fail to recognise a character which demands the affection, even the esteem of the European race, which chiefly, by means of the defects and virtues I have alluded to, now exercises overlordship in India"—Col. Malleson's Decisive Battles of India.—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা" ৪১১ পৃষ্ঠা।

দাঁড়াইবে—কে বলিতে পারে ? ভগবান কি এই পতিত জাতির প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিবেন না—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কি সুপথে চালনা করিবেন না ?

যে বৃটীশ বণিকগণের সহিত "বন্ধুবেশে, সহচররূপে, পরস্পরের স্বার্থসাধনের" উদ্দেশ্যে "পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায়, সংযুক্ত বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্য উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছিলাম" তাহারা অধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নানা প্রকার ঘৃণিত পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইলে ভারতবাসীর অধঃপতন হইত না। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই এ কথা প্রমাণ করিতেছেন যে, "ভারতে ইংরেজ রাজশক্তি স্থাপনের চিত্রটী বড়ই কুৎসিৎ। ইহার প্রারম্ভে কাপুরুষতা ও দৌর্ব্বল্যে পরিপূর্ণ, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত শুধুই লুণ্ঠন এবং শেষ চিত্রে ধারাবাহিকরূপে জাল, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা এবং রাজদ্রোহিতাই দৃষ্টিগোচর হয়"। ‡ (ক্রমশঃ)

স্থানীয় সংবাদ।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

ডেপুটী কমিশনার মিঃ টপলিশ শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর মিত্র মহাশয়কে এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা—স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট নেতাগণের এক সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে সহরের সাম্প্রদায়িক বিরোধের একটা মীমাংসা করেন। ললিত বাবু অন্যান্য হিন্দু নেতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মিঃ টপলিশকে উত্তর দিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এখন মিট মাটের কথা তুলিতে রাজী নন ; কারণ মুসলমানগণ যে মোকদ্দমা হিন্দুদের বিরুদ্ধে রুজু করিয়াছেন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইয়া গেলে এরূপ কোন মিট্‌মাট্‌ হইতে পারে না।

শুনা যাইতেছে যে, মুসলমানগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লইবেন।

নগরসংকীর্ত্তন—

গত ৩১শে বৈশাখ সহরের বিভিন্ন পল্লীর কীর্ত্তনের দল একত্র বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে মুসলমানগণ কিছুই আপত্তি করে নাই। বহু লোক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল। সহরের গণ্য মান্য প্রত্যেক হিন্দুই কীর্ত্তনের দলের সহিত ছিলেন। কোথাও কিছু গোলমাল হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ডে ধর্ম্মঘট—

রাশিয়ার শ্রমিকেরা ইংলণ্ডের ধর্ম্মঘটকারিগণের সাহায্যের জন্য প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ডের একখানা চেক পাঠাইয়াছিল কিন্তু নিখিল-ইংলণ্ড-শ্রমিক-সঙ্ঘ তাহা গ্রহণ করে নাই। রাশিয়ার শ্রমিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহা ফেরৎ দিয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এই ধর্ম্মঘটে রাজনৈতিক বিপ্লবের নাম গন্ধ নাই এবং কমিউনিষ্ট প্রভাবও এই ধর্ম্মঘটের মূলে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডবাসীকে ইহা বলিয়াই ধর্ম্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে যে, ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য বিপ্লব আনয়ন করা, এবং কমিউনিষ্টদের চেষ্টায়ই এই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্ত, বহু স্বেচ্ছাসেবক যে সরকারের আহ্বানে ধর্ম্মঘট ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাও এই বিপ্লবের আশঙ্কাতেই। রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট উক্ত উপায়ে ধনিকদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর কথাটাকে ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

* * *

এত বড়, দেশব্যাপী একটা ধর্ম্মঘট, কায কর্ম্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য, প্রায় সব বন্ধ, তাহা সত্বেও দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। দুই এক স্থানে যাহা হইয়াছিল, পুলিশের বেটনের সাহায্যেই তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কামান বন্দুকের প্রয়োজন হয় নাই। সশস্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল, তাহাদেরও ডাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু সাহেবদের কলকারখানায় সামান্য রকমের ধর্ম্মঘট হইলেও শ্রমিকদের উপরে মাঝে মাঝে গুলি চালাইবার প্রয়োজন হয়, স্বাধীন দেশ ও পরাধীন দেশের এই তফাৎ। আর একটা কথা, শ্রমিকনেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সৈনিকদিগকে শ্রমিকদের উপরে গুলি চালাইতে আদেশ দিলেও তাহা এবার বিনা আপত্তিতে পালিত হইত কি না—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

* * *

ধর্ম্মঘটের মধ্যে দুই একটি ট্রেণ সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে অল্পসংখ্যক যাত্রী আহত এবং দুই একজন হত হইয়াছে। এইরূপ কোন কোন দুর্ঘটনার জন্য ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদেরই দায়ী করিয়াছে।

* * *

ইংলণ্ডের এবারকার ধর্ম্মঘটে একটি বিশেষ ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ফ্যাসিজম্ ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে ; মনে হইতেছে, ধনিক সম্প্রদায় ও তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বহু লোক মুসোলিনির আচরিত নীতি অবলম্বন করিয়া ধনিকদের প্রভাব বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের কোনও অভিজাত বংশের এক বিখ্যাত ধনী না কি সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, দেশের চিরস্থায়ী মঙ্গলের জন্য তিনিই ইংলণ্ডে মুসোলিনির পতাকা বহন করিবেন। তিনি মনে করেন, মুসোলিনির যোগ্যতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন।

* * *

দুই চারি জন শ্রমিক নেতা ও বহু শ্রমিকের সঙ্গে ইংলণ্ডের একজন কমিউনিষ্টের স্ত্রীও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহার নিকট এমন কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, যাহা প্রচার হইলে দেশে অশান্তি ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। শান্তিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার পার্লামেণ্টের নিকট হইতে যে বিশেষ ক্ষমতা আদায় করিয়া লইয়াছে, তদনুসারেই এই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

‡ "The establishment of the English power in India is an ugly one. It begins in feebleness and cowardice, it is pervaded by rapacity, it closes with a course of fraud and falsehood, of forgery, and treason, as stupendous as ever lay at the foundation of a great Empire"—John Malcolm Ludlow's History of British India (1859).

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির জন্য "প্ররোচক" নিযুক্ত করিয়াছেন, এমন-কি মদওয়ালারা সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিনা মূল্যে বিয়ার (মদ) বিতরণ করিতেছে। সরকার পক্ষ হইতে অবশ্য এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

* * *

জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শ্রমিকরা ইংলণ্ডের শ্রমিকদের অর্থ দিয়া এবং অন্য উপায়ে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কোন কোন দেশের শ্রমিকেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াও সহায়তা দানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ইংলণ্ডের ধর্ম্মঘটকারীদের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যুঝিতে পারিবে। নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং বাহিরের নানাবিধ সাহায্য তাহাদের দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিবে। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকেরাই যে পরস্পরের সুখ দুঃখের ভাগী—এ বোধটা শ্রমিকের মধ্যে আসিয়াছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

* * *

ধর্ম্মঘটের অবসান—

লণ্ডনের ১২ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, নিখিল-ইংলণ্ড-শ্রমিক-সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইনের সহিত শ্রমিক নেতাদের একটি কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, তাহার পরেই শ্রমিক-সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট তুলিয়া লইবার আদেশ শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। ইংলণ্ডের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এ কয়দিনের ধর্ম্মঘটের ফলে দেশে অসুবিধা যতই হউক না কেন, ইংলণ্ডের লোক তাহার জন্য তত বিব্রত হয় নাই ; ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তাহারা আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল। খনির মজুরদের ও মালিকগণের মধ্যে একটা সম্মানজনক মিট্‌মাটের ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার করিবে বলিয়া মনে হইতেছে ; মিট্‌মাট না হওয়া পর্য্যন্ত খনির শ্রমিকদের সরকার পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য করারও সম্ভাবনা আছে।

কোন পক্ষেরই হার জিৎ হয় নাই—ইহা পরিষ্কাররূপেই বুঝা যাইতেছে। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই ব্যাপারটাকে শ্রমিকদের পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করেন নাই ; বরং পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া বর্ত্তমানে সকল সম্প্রদায়ের পরস্পরের সহায়তা করা উচিত—মিঃ বল্‌ডুইন্ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, ইংলণ্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টাতেই ধর্ম্মঘটের অবসান সম্ভব হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের যুবরাজের নামেরও উল্লেখ হইয়াছে। জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মীমাংসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল—এইরূপই মনে হয়।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, খনির মজুরেরা ধর্ম্মঘট এখনই তুলিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। মালিকদের সঙ্গে একটা ভাল রকম বুঝাপড়া না হইতে, তাহাদের কার্য্যে যোগদান করিবার ইচ্ছা নাই। খনির শ্রমিক-সঙ্ঘের বৈঠকে ব্যাপারটার ভাল রকম আলোচনার পরে কর্ত্তব্য স্থির হইবে।

ধর্ম্মঘটকারীদের যদি কর্ম্ম বন্ধ করিবার জন্য কোন কোন স্থলে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, সরকার তাহার জন্য কোনও দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত নন—এইরূপ অভিমত সরকার পক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী—

গত ২৫শে বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঁয়ষট্টি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবির জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি যোগ দান করিয়াছিলেন। ফরাসীর রাজদূত, ইতালির রাজদূত এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে ডাঃ জেম্‌স্, এস্, কাজিন্ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অধ্যাপক লিম্ চীন হইতে এবং মিঃ এণ্ড্রুজ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কবিকে দুইটি উপহার দানের কথা ঘোষণা করেন।

জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে মিঃ এণ্ড্রুজ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, দক্ষিণআফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ও আদিম অধিবাসীরাও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এবার দক্ষিণআফ্রিকাতে তাঁহার প্রচার কার্য্যের সফলতা যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই হইয়াছে। দক্ষিণআফ্রিকাতে স্থানে স্থানে সভা করিয়া এবার তিনি দক্ষিণআফ্রিকাবাসীদের নিকট রবীন্দ্রনাথের বাণী যথাসাধ্য প্রচার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমংসার প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার মূলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রভাব যে যথেষ্ট আছে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ইতালী সরকারের নিমন্ত্রণ পাইয়া বোম্বাই হইয়া গত শনিবার ইতালী যাত্রা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী—

গত ১৩ই মে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবীদাস কঠিন রোগে শয্যাগত আছেন। তিনি এপেন্‌ডিসাইটিসে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি অস্ত্রোপচার হইয়াছে। মহাত্মাজী বোম্বাইয়ে দুই দিন অবস্থান করিয়া, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাবালেশ্বর যাত্রা করিবেন। কৃষি-কমিশন সম্পর্কে গবর্ণরের সহিত তাঁহার আলোচনা হইবে। মহাবালেশ্বরে তিনি শাসন-পরিষদের সদস্য মিঃ সি, ডি, মেটার গৃহে অবস্থান করিবেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ বিল—

দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্টে বর্ণ-বিদ্বেষ বিল্ আইনে পরিণত হইল। জেনারেল্ স্মাট্‌স্ প্রমুখ বহু সদস্য এই বিলের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই বিল্ আইনে পরিণত হওয়ার ফলে প্রবাসী ভারতীয় ও আদিম অধিবাসীদিগকে কয়লার খনি, ও রেলওয়ে প্রভৃতিতে সামান্য কুলির কায ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হইবে না, যোগ্যতা থাকিলেও—যে কাযে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সে কায তাহাদের দেওয়া হইবে না।

এশিয়া-বিদ্বেষ বিল্ সম্বন্ধে গোল টেবিল বৈঠকের যে প্রস্তাব হইয়াছে, এই বিল্ পাশ হওয়ার ফলে তাহা যে কতদূর ফলপ্রদ হইবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার বলিয়াছে যে, আর যে বিষয়েই রফা করিতে তাহারা প্রস্তুত থাকুক না কেন—একটি বিষয়ে তাহারা মিট্‌মাটের কোন কথাই

তুলিতে দিবে না। সেই বিষয়টি হইতেছে—পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মর্য্যাদা বজায় রাখা।

ভারতীয়গণকে যদি বর্ণ-বিদ্বেষ আইনের সর্ত্ত অনুযায়ী কম বেতনের কায করিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাহাদের পক্ষে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ণ-বিদ্বেষ আইন গৃহীত হইবার ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারের এশিয়া-বিদ্বেষ বিল সম্বন্ধে মীমাংসার প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারে না।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আগমন করিয়া, গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ঢাকা জিলা সম্মেলনীর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবেন।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে বাঙ্গালা প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সদস্যগণের এক সভা হইয়াছিল। সভাতে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এবং ডাঃ কিচলু উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্ম কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

সাবরমতী-চুক্তি—

সাবরমতী-চুক্তি ব্যর্থ হওয়ায় পারস্পরিক সহযোগীর দল সম্মিলিত জাতীয় দলে যোগ দান করিয়াছেন। এই চুক্তি ভঙ্গের জন্ম তাঁহারা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে দায়ী করিতে চান। প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিতজী এই চুক্তি ভঙ্গের জন্ম আদৌ দায়ী নন—এ কথা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীও বলিয়াছেন। মোট কথা—মন্ত্রিত্ব গ্রহণ লইয়াই স্বরাজীদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগীদের বিবাদের সূত্রপাত, এবং ঐ ব্যাপারের কোনরূপ মীমাংসা না হওয়ার জন্যই পুনর্মিলনও সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা, না-করা সরকারের আচরণের উপর নির্ভর করিবে; যদি কোনও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, রাজবন্দীদের মুক্তিদান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া মতি-পরিবর্ত্তনের পরিচয় দেন, তবেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথা উঠিতে পারিবে, অন্যথা নয়। পারস্পরিক সহযোগিগণ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ কোনও সর্ত্ত মানিয়া লইতে রাজী হন না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে; আপাততঃ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি সকল প্রকার বাধা তুলিয়া লউন—এই ছিল তাঁহাদের মত। সুতরাং ইঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া পণ্ডিতজী যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ইঁহারা বোধ করেন না, বর্ত্তমান অবস্থাতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের কায ইঁহারা করিতে চান, এবং সেই জন্যই যদি চুক্তি বিষয়ে কোনও প্রস্তাব কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে তিনি না উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্ম পণ্ডিতজীকে দোষ দেওয়া চলে না। চুক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে মনে করিলে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেন।

শিখ শোভাযাত্রা—

গত ২ই মে তারিখে শিখদের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। বহু হিন্দু শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল। কয়েকটি মসজিদ ছাড়া, শোভাযাত্রার পথে আর যে-সব মসজিদ পড়িয়াছিল, সকলগুলির সম্মুখ দিয়াই বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোনও গোলমাল হয় নাই। "অমৃত বাজারে" প্রকাশ যে, কয়েকজন মুসলমান নেতাও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলেন।

বাঙ্গালা সরকার—

বর্ত্তমানের ন্যায় দাঙ্গা হাঙ্গামা আর যাহাতে না হইতে পারে, এবং হইলেও যাহাতে সহজে রোধ করা যায়—সেই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া, যাহারা অশান্তি এবং উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে এরূপ লোককে স্থানান্তরিত করিবার জন্ম বাঙ্গালা সরকার একটি বিল্ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী ১৭ই মে তারিখের বিশেষ অধিবেশনে উক্ত বিলের আলোচনা হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে—এইরূপ আইনের কিছুই প্রয়োজন নাই; বরং, এইরূপ আইন হইলে সাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে। এই আইন কলিকাতা, হাওড়া জিলা এবং ২৪ পরগণা জিলার অংশবিশেষে—প্রয়োজন হইলেই—প্রয়োগ করা হইবে।

মিঃ সুরাওয়ার্দ্দী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৬৪ জন সদস্য মেওরকে এই মর্ম্মে এক চিঠি পাঠাইয়াছেন যে, ডেপুটী মেওর সুরাওয়ার্দ্দী তাঁহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কয়েকজন ইংরেজ সদস্যও এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কেবল মুসলমান সদস্যগণ করেন নাই। কি কারণে ডেপুটী মেওর ইহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তাহার আলোচনা প্রয়োজন হইলে ইঁহারা পরে করিবেন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থান হইতে এখনও মন্দির অপবিত্র করার সংবাদ প্রত্যহই আসিতেছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা কোন কথাই বলিতেছেন না, বরং এক স্থানে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান একটি বিখ্যাত মন্দিরের দেবমূর্ত্তি ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোনও দুষ্টবুদ্ধি হিন্দু মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ঝগড়া লাগাইবার উদ্দেশ্যেও এইরূপ করিয়া থাকিতে পারে।

বাঙ্গালার লাট সাহেব আগামী ১৭ই মে তারিখে লাট প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। কি সর্ত্তে শোভাযাত্রা বাহির করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে—সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্যই এই সভার অধিবেশন হইবে। হিন্দু সমাজের পক্ষে বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যর্ প্রভাস চন্দ্র মিত্র, মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী, মিঃ এস্, ডি, মিত্র প্রমুখ নেতাগণ এবং মুসলমানগণের পক্ষে স্যর্ আব্দার রহিম, মিঃ এ, কে, গজ্‌নভী, মৌলানা আবুবকর প্রমুখ নেতাগণ উপস্থিত থাকিবেন। মিঃ ল্যাঙ্গফোর্ড জেম্‌সকে ইউরোপীয়ান্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে সভায় যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

লুধিয়ানার অধিবাসী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মির্জ্জা আবদুল হাই পাঞ্জাব সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি পাঞ্জাব হিন্দু সম্মেলনীর সভাপতিরূপে ডাঃ মুঞ্জী যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩এ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা উচিত—কারণ তাঁহার বক্তৃতার ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতার দাঙ্গায় লিপ্ত বহু হিন্দু-মুসলমানের বিচার চলিতেছে। একজন মুসলমান গুণ্ডার হত্যাপরাধে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

"মুক্তি"

"আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধর গো,
· · · · ·
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে
আপনার লাজ হর গো।"
—কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য

সন ১৩৩৩ সাল, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

নারী রক্ষা

দেশে নারীরক্ষার সমস্যা খুব জটিল আকারই ধারণ করেছে। পুলিশের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকলে যে আর চলবে না তা বুঝতে কারও বাকী নাই। যারা এত দিন নিছক নিজকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল তারাও বর্ত্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার পর ভাবতে সুরু করেছে জাতির মান রক্ষার এখন উপায় কি? এর মধ্যেই বহু-স্থানে নারীরক্ষা-সমিতি গঠিত হয়েছে। শৌর্য্য বীর্য্যের অনুশীলনও যে অল্প বিস্তর না হচ্ছে তা নয়। পুরুষের বাহুবল, পুরুষের সাহস, পুরুষের বুদ্ধিশক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রয়োগ ক'রে যে এই সঙ্কট সময়ে দেশের মা বোনদের মান সম্মান বজায় রাখতে হবে তা নিশ্চিত। কিন্তু শুধু পুরুষদের চেষ্টায়ই কি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে? রমনীগণ ঘরে ব'সে কোমলতা, দুর্ব্বলতা এবং মাধুর্য্যের অনুশীলন করতে থাকবে আর পুরুষরা নিরন্তর পাহারা দিয়ে তাদের দুর্বৃত্তদের আক্রমণ হ'তে সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখবে এই বন্দোবস্তই কি সব সময় কার্য্যকরী হবে? নিজেদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত নারীদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? বাহিরের এবং ভিতরের নির্য্যাতন দমন করবার নিমিত্ত তাদের নিজেদের কি কিছু ক'রতে হবে না? সমাজের রীতি-নীতি পরিবর্ত্তন বিষয়ে যাহারা নিতান্ত রক্ষণশীল তাদের মনেও এখন এই প্রশ্ন জেগে উঠেছে। নবাবী আমলের অনুকরণে অন্দর মহলের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ক'রে সমগ্র জাতির অর্দ্ধাংশকে একেবারে পঙ্গু ক'রে রাখা যে একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়েছে তা এখন আর অস্বীকার করবার উপায় নাই। তার ফলে দেশের বর্ত্তমান ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে তা কে না এখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে? কিন্তু পুরুষানুক্রমে সঞ্জাত সংস্কারের বশে সমাজের অবস্থা এরূপ জটিল হ'য়ে উঠেছে যে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ সত্ত্বেও স্ত্রীজাতি একটু আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠুক, নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে শিখুক, এই ভাবটা কেউকেই বরদাস্ত ক'রে উঠতে পাচ্ছে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, নারীজাতির সামাজিক জীবনেও পরিবর্ত্তন আসবেই আসবে, কি ভাবে সে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হ'লে সমাজের কল্যাণ হবে তাই এখন ভাববার কথা।

সমাজকর্ত্তা পুরুষদের মনে যদি উদারতা থাকত, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রবার সাহস থাকত তা হ'লে উপায় নির্দ্ধারণটাও খুব সহজ হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, আভিজাত্যের গৌরবে যখন আঘাত লাগে অথবা টাকা পয়সার হিসাবে যখন ব্যাঘাত ঘটে তখন কোন কর্ত্তাই নারীজাতির মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নন। বর-পণ নিবারণী সভাগুলির ফলাফল বিচার ক'রেই তা সব টের পাওয়া গেছে। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ", অথবা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যত্নতঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি ক'রে যদি নারী নির্য্যাতন ব্যাপারের অন্ত হ'ত তা হ'লে কারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাক্যের প্রলেপ দিয়েও আর ব্যথা নিবারণ হয় না। কাজের বেলা দশ ভরি সোণার এক রতি কম হ'লে অব বধূটির ছাপ্পর পুরুষের উপর বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে মনের ঝাল না মিটাতে পারলে নিদ্রাই হবে না, দৈবক্রমে পিতৃতুল্য ভাসুরের দৃষ্টিপথে পতিত হ'লে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা রথের তত্ত্ব বা পূজার তত্ত্ব পাঠাতে সামান্য ত্রুটি হ'লেই বালিকা বধূটিকে পিতা-মাতার মুখ দর্শন করতে দেওয়া হবে না ব'লে আদেশ হ'য়ে যাবে। এই সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এই হতভাগ্য দেশের সামাজিক পুরুষগণ নারীজাতির দুঃখ নিবারণ করতে কোন চেষ্টাই করবে না। পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, যাদের মনে ব্যথার আঘাতে একটু বল সঞ্চয় হয়েছে তাদের এখন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সময় এসেছে। নারীজাতিকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই সমাজ-দ্রোহিতা ছাড়া অন্য আর পথ নাই। এক শ্রেণীর পুরুষদের জোর ক'রেই বলতে হবে, সমাজে পতিতই কর আর যাই কর না কেন, আমরা মেয়েদের অবিবাহিত রাখব তবু বুড়োর হাতে অথবা কসাইএর হাতে কিছুতেই তাদের সমর্পণ ক'রব না, গৃহশিল্পে রত থেকে তারা স্বাধীনভাবে অর্থ বিকার্জ্জন ক'রে শাক ভাত খেয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে থাকবে তবু হারমনিয়ম্ বাজিয়ে গানের পরীক্ষা দিতে বাধ্য ক'রে বিবাহের পাত্রী সাজিয়ে ভারতীয় আদর্শে গঠিত নারীত্বের অমর্য্যাদার প্রশ্রয় দিতে পারব না। কিছু দিন এইরূপ বিদ্রোহের ভাব চলতে থাকলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে, সামাজিকদের জারিজুরি সব আপনা হ'তেই ভেঙ্গে যাবে। রমনী সমাজেরও এই বিদ্রোহ ঘোষণায় সাহচর্য্য ক'রতে হবে শুধু সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের জন্ম নয়, অস্ত্ররক্ষার

নিমিত্তও আর তাদের পরমুখাপেক্ষী স্বার্থান্ধ পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রলে চলবে না। খবরের কাগজে সুহাসিনী বা বরদাসুন্দরীর কথা অথবা চরমনাইয়ে মুসলমান রমণীদের উপর দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারের দুই চারিটি হৃদয়-বিদারক কাহিনী মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কত অজ্ঞাত গ্রামে কত অজ্ঞাত নারীর উপর নর-পশুদের কত রকম অকথ্য অত্যাচার হয় কেই বা তার হিসাব রাখে, আর কেই বা তার প্রতীকার করে? নারীরক্ষা-সমিতি গঠন ক'রে পুরুষের বলবীর্য্য দ্বারা সামান্য প্রতীকার সম্ভব হ'লেও দেশের স্ত্রীজাতি যত দিন পর্য্যন্ত মোমের পুতুলরূপে গ'ড়ে ওঠাই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ ক'রবে এবং পথে ঘাটে চলাচল ক'রতে সর্ব্বদা আতঙ্কে শিউরে উঠবে তত দিন নারীনির্য্যাতন দেশ থেকে কোনও রকমে উঠে যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না। উত্তর ভারতের রমণী-সমাজকে এখন একটা আমূল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। সেই পরিবর্ত্তন তাদের নিজেদের চেষ্টায়ই আনতে হবে। পাশ্চাত্য রমণী-সমাজের উচ্ছৃঙ্খল গতির অনুকরণে নয়, গাউনের অনুকরণে কুঁচি দিয়ে শাড়ী প'রে অথবা অত্যুচ্চ গোড়ালির জুতা প'রে বকের মত চলতে শিখে নয়, অথবা বিলাসিতাপূর্ণ বোর্ডিংএর কৃত্রিম জীবন যাপন করতে গিয়ে সন্তান প্রতিপালনের অযোগ্য হ'য়ে নয়, প্রাচীন ভারতের মাঙ্গল্য-পূর্ণ আদর্শে, তপশ্চর্য্যার আদর্শে, নির্ভীকতার আদর্শে এবং সর্ব্বোপরি তেজস্বিতার আদর্শে তাদের গ'ড়ে উঠ্‌তে হবে। পোষাকী ক'রে রাখবার, পঙ্গু ক'রে রাখবার, ভোগের খেলনা ক'রে রাখবার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে তাদের শক্তিশালিনী হ'য়ে উঠতে হবে, শ্রমসহিষ্ণু হ'য়ে উঠতে হবে এবং আত্মরক্ষনতায় বিশ্বাস-সম্পন্না হ'য়ে উঠ্‌তে হবে। ভোগৈক-চিত্ত কবিদের অসূর্য্যম্পশ্যা আখ্যায় গৌরব অনুভব ক'রলে আর চলবে না। মহারাষ্ট্র রমণীদের মত, তুরস্ক-দেশের স্ত্রীলোকদের মত রেলে ষ্টীমারে চল্‌তে ফিরতে স্বামী পুত্রের সাহায্যেই লাগতে হবে, স্কন্ধের বোঝা হ'য়ে থাকলে চলবে না। অজ্ঞতায় নয়, নির্ভীকতায়—সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতীয় রমণীদের জীবনের আদর্শও অনুকরণ করতে হবে। তাতে সামাজিক হিসাবে ভদ্রমহিলা ব'লে সমাদৃতা না হ'লেও নারীজাতির স্থায়ী কল্যাণের নিমিত্ত দৃঢ়চিত্তে লেগে থাকতে হবে। রাজকন্যা সাবিত্রীর পতিসহ বনভ্রমণে এবং যমরাজের সহিত নির্ভীকভাবে কথোপকথনে যদি সম্ভ্রমের হানি না হ'য়ে থাকে তা হ'লে বাঙ্গালার বা বিহারের কোন পুরনারীরই দরকার অনুসারে পদব্রজে গ্রামান্তরে বা সহরের অন্য পাড়ায় মাসী পিসির সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলে মান সম্ভ্রমের বিঘ্ন ঘটবে না। বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে প্রকৃত লজ্জাশীলতা ও কোমলতার কোন বিরোধ নাই। বীররমণী লক্ষ্মীবাই যে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর উপর গুলি চালিয়েছিলেন তাতে ত তাঁকে লজ্জাহীনা ব'লে কেউ কোন দিন নিন্দা করে নাই, বরং তিনি ভারতের পুরুষ নারী সকলের চক্ষে চিরদিনের জন্য পূজনীয়া হ'য়ে রয়েছেন। পুরুষানুক্রমে পুঞ্জীভূত সংস্কার ত্যাগ ক'রে একটা অভিনব জীবনের আদর্শকে কার্য্যক্ষেত্রে বরণ ক'রে লওয়া ত বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রলে যে উপায় নাই। তুরস্ক রমণীরা রক্ষণশীল হ'লেও জাতীয় প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে এক দিনেই তাঁদের বোরখা উঠিয়ে দিতে হ'য়েছে। জাতীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত, আত্মরক্ষার নিমিত্ত, ভারতীয় নারীজীবনের অতুল্য আদর্শ বজায় রাখবার নিমিত্ত, মঙ্গলময় মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার নিমিত্ত অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রতে হবে। নবাবী আমলের অবিশ্বাসের লীলাভূমি বদ্ধপুর প্রথা আঁকড়িয়ে ধ'রে থেকে কত কাল আর নারীশক্তিকে দুর্ব্বল ক'রে রাখবে? বিদ্রোহের আঘাতে পঙ্গু সমাজের জীর্ণ প্রাচীরগুলি যদি ভেঙ্গে ভূমিসাৎ হয়, তাহ'লেই বা ভাবনা কি? এক অভিনব শক্তির আশ্চর্য্য ভাব নিয়ে, এক কল্যাণময় সমাজ যে আবার গ'ড়ে উঠ্‌বে। চারি দিক হ'তে মুক্তির বাজনা বেজে উঠেছে। মুক্তির ঐ আহ্বান শুনে জেগে উঠ্‌লেই নারীরক্ষার সকল সমস্যা মীমাংসিত হ'য়ে যাবে।

স্থানীয় অভিযোগ—

ঝালদার সরকারী ডাক্তারখানার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা অনেক অভিযোগ শুনিতেছি। ডাক্তার বাবু এবং কম্পাউণ্ডার বাবু উভয়েই নাকি কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতেছেন, এবং তজ্জন্য রোগীদের কষ্ট হইতেছে। অভিযোগ সত্য হইলে খুবই আক্ষেপের বিষয়। আমরা আশা করি স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে এ বিষয়ে তদন্ত হইবে এবং সাধারণের অসুবিধাজনক কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে।

চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ক আইন—

কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেটের জনৈক মাদ্রাজি সদস্য ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা সম্বন্ধে এক নূতন আইন পাশ করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বড়লাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণের নিকট তদ্বিষয় মতামত প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। পুরুলিয়ার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি আবশ্যক, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিলেও

সরকারের আইনের সাহায্যে তাহা না হইয়া দেশস্থ কবিরাজগণের নিজেদের চেষ্টায়ই তাহা হওয়া উচিত—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। শিক্ষা বিষয়ে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহারা রাজি নন, কারণ আবহমান কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার যে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত কোন কাউন্সিলের হাতে শিক্ষার ভার অর্পিত হইলে সেই পদ্ধতির নিশ্চয়ই ব্যত্যয় ঘটিবে। বিশেষতঃ যে কাউন্সিলে এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণই অধিক সংখ্যায় থাকিবেন সেই কাউন্সিল দ্বারা দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। কারণ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের ভিত্তি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল পর্য্যবেক্ষণ-জাত সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত নহে। যোগলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আর্য্যঋষিগণ যে সকল অভ্রান্ত মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার উপরেই আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, পাণ্ডুলিপিতে অভিব্যক্ত নিয়মানুসারে আয়ুর্ব্বেদীয় অথবা দেশীয় অন্যান্য চিকিৎসকগণের স্বাধীনতার উপর সরকার যদি হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে বহু চিকিৎসকের বাধ্য হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ফলে অনেক গ্রামের অনেক দরিদ্রলোক বেশী টাকা দিয়া বেশী দামের ঔষধ বা বেশী ভিজিটের ডাক্তার বা কবিরাজ নিযুক্ত করিতে না পারিয়া বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে। কবিরাজি বা হাকিমী চিকিৎসার উন্নতি এবং তদ্বিষয় শিক্ষার ভার সরকারের লইবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে।

অন্যান্য স্থান হইতেও এবম্বিধ প্রতিবাদ যে না হইবে তাহা নহে, কিন্তু সরকারের যদি উদ্দেশ্য থাকে যে অতঃপর দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কুক্ষিগত হইয়া ক্রমশঃ লোপ পাউক এবং কালে দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণের অনুমোদিত হইবে তাহা উঁহাদের ধরণানুযায়ী দেশীয় চিকিৎসকগণের অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত না হইয়া বিলাতের রসায়নাগারে প্রস্তুত হউক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উক্ত চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ক আইন পাশ হইবে। যুক্তি প্রদর্শনও বৃথা হইবে, নিবেদন আবেদনও নিষ্ফল হইবে।

খিলাফৎ সম্মেলন—

দিল্লীতে যে খিলাফৎ সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল, তাহার ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে—অনুমান করা দুঃসাধ্য। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধন এত দিন যাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করিতাম—তাঁহাদের, এমন-কি হাকিম আজমল খাঁ সাহেবেরও বক্তৃতাতে হিন্দু সমাজের উপর একরূপ একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব সুপরিস্ফুট হইয়াছে—যাহা হইতে মনে হয়, তাঁহাদের এ কয় বৎসরের আচরণে আর যাহাই থাকুক, আন্তরিকতা বুঝি বা খুব অল্পই ছিল। আমরা আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, ভারতবর্ষের—বিশেষ করিয়া কলিকাতার সমগ্র হিন্দু সমাজ এমন কি আচরণ করিয়াছে যাহার জন্য মুসলমান নেতারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে প্রচার আরম্ভ করিতে পারেন—"ইস্‌লাম বিপন্ন"! পূর্ব্ববঙ্গের দুইটি জিলাতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৫৬টি মন্দির ধ্বংস অথবা অপবিত্র করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইস্‌লাম যে বিপন্ন—ইহাই কি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ?

হাকিম সাহেব বলিয়াছেন—হিন্দু-সভা গঠনের পূর্ব্বে মুসলমানদের ঐ রকমের কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। মোস্‌লেম লীগ্ ব্যাপারটা কি এবং কবে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হাকিম সাহেব যদি দয়া করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন, আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রয়োজন আছে কি না, এবং তাহা থাকাও বাঞ্ছনীয় কি না—সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না, তবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের উপর অন্যায় দোষারোপ করা উচিৎ ও যুক্তিসঙ্গত নয়—এ কথা না বলিলে কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে, মনে করি।

হিন্দুদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া এবং দশ সহস্র মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে "লালা"দের সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব করিয়া আর যে সব অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি অপেক্ষা শব্দবিন্যাসেরই অধিক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে—"মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি অবলম্বন করিয়া মৌলানা মহম্মদ আলি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য। সকল হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য—উপস্থিত মুসলমানগণকে এই উপদেশ দান করিয়া তিনি উৎফুল্লচিত্তে প্রচার করিয়াছেন—"কবে মহাত্মা গান্ধীকে আমি ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিব, সেই শুভ মুহূর্ত্তের আগমনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি"। মৌলানা সাহেব মাঝে মাঝে বলিতেন—"I am a bit of a humourist"। ইহা কি সেই humour এরই পরিচয়, না শুদ্ধি-সংগঠনের প্রতিক্রিয়া, অথবা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আশার কথা এই যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সম্মেলনীর সভাপতির আসন

গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, বরং সম্প্রতি অধিবেশন স্থগিত রাখিতেই বলিয়াছিলেন; এবং আরও দুই এক জন মুসলমান নেতা সম্মেলনীর এই বিদ্বেষদুষ্ট আচরণের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যদিও তাঁহাদের চেষ্টা অরণ্যে রোদন করার সামিলই হইয়াছিল।

ধনিক বনাম শ্রমিক—

ইংলণ্ডে যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে এত বড় ধর্ম্মঘট আর কোথায়ও হয় নাই। প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক একযোগে কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। কলহটা কয়লার খনির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে; কিন্তু খনির শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য অন্যান্য ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। একটা অন্তর্বিপ্লবে দেশের যেরূপ অবস্থা হওয়ার কথা, এই ৯।১০ দিনের সমগ্র দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের পরেও যে ইংলণ্ডের সে অবস্থা হয় নাই, তাহা সরকারের সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাদলের সাহায্যে শান্তিরক্ষার চেষ্টার ফল মনে করিলে ভুল হইবে; শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা ও সঙ্ঘ-পরিচালকগণের আদেশানুবর্ত্তিতাই ইহার মূল কারণ। দুই এক স্থানে সামান্য দুই একটা দাঙ্গা হইয়াছে, অনেক স্থানে আবার শ্রমিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তি রক্ষার ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করিতেছে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে বহু শ্রমিকের এবং জনসাধারণের নানাবিধ অসুবিধা হইতেছে,—সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার জন্য কেবল শ্রমিকদেরই দায়ী করা চলে না।

ধর্ম্মঘট বেশী দিন চলিলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ব্রিটিশ সরকার ধনিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন। দেশবাসীকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রচার করা হইয়াছে যে, শ্রমিক-নেতাগণ ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন; বলা হইতেছে যে, কেবল ধনিকদের বিরুদ্ধেই যদি শ্রমিকদের এ অভিযান তবে সকল দেশবাসীকেই অনাহারে কষ্ট দিবার এ চেষ্টা কেন? শ্রমিক-নেতাগণ বলিয়াছেন—এ অভিযোগ অমূলক; তাঁহাদের বিরোধ ধনিকদের—এ স্থলে কেবল খনির মালিকদের—সঙ্গে; সরকার কেন ধনিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি করিবার কারণ হইতেছেন? যে বিরোধের মীমাংসা এক সপ্তাহে হইতে পারিত, আজ যদি তাহা এক মাস ধরিয়া চলে এবং ফলে যদি দেশে অশান্তি দেখা দেয়—তাহার দায়িত্ব সরকারের। শান্তি রক্ষার অজুহাতে সরকার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। বহু স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে নানাবিধ অতি প্রয়োজনীয় কায করাইয়া লইবার চেষ্টা এবং শ্রমিকদিগকেও কার্য্যে যোগ দান করাইবার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করা হইয়েছে বটে, কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা ইহাতে ভাঙ্গে নাই। শ্রমিক-নেতাদের মতে—ধর্ম্মঘট একই ভাবে চলিতেছে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মিঃ শকলৎওয়ালা ব্যতীত আরও দুইজন শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পার্লামেণ্টের সদস্য বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী স্যার্ জন্ সাইমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ধর্ম্মঘট বে-আইনী হইয়াছে; সুতরাং শ্রমিকগণ পুনরায় কার্য্যে যোগ দান করিলে শ্রমিক-সঙ্ঘ তাহাদের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইন্‌ও শ্রমিকদের ঐরূপ ভাবে আশ্বাস দিয়া কার্য্যে যোগ দান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, সরকারের এই নূতন চাল দেখিয়া মনে হয় ধর্ম্মঘট জোর চলিতেছে। সরকার বল পূর্ব্বক এই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে গেলে, হয়ত হিতে বিপরীত হইবে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেরই শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি ইংলণ্ডের শ্রমিকদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ভারতবর্ষেরও দুই একটি সঙ্ঘ সহানুভূতি-জ্ঞাপক সন্দেশ পাঠাইয়াছে। অর্থ সাহায্য পাঠাইবার প্রস্তাব বহু স্থানে হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন যে ক্রমে দৃঢ় হইতেছে, এই সকল ঘটনা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিক-শক্তির সহিত একযোগে নিরুপদ্রব ভাবে যদি আজ ইংলণ্ডের শস্ত্র ও অর্থ-সম্পদ সম্মিলিত ধনিক ও শাসক-শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে, তবে তাহা পৃথিবীতে এক নব যুগের সূচনা করিবে।

স্বাধীনতার ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব সংখ্যায় "সিরাজদ্দৌলা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া "আমাদের পূজনীয় পিতৃপিতামহদের সুখ দুঃখের ইতিহাস" পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। ভারতে ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় কালে বাঙ্গালী মানুষ ছিল, ব্যক্তিগত হিসাবে কোন সমসাময়িক ইংরেজ অপেক্ষা চরিত্রবলে হীন ছিল না বরং সততায় খৃষ্টানগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠই ছিল। কর্ণেল ম্যালিসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি থাকারই কথা, তিনি ইংরেজ জাতির গুণ গান করিয়াছেনও যথেষ্ট; কিন্তু তিনিও ভারতবাসিগণকে চরিত্রহীন বলিয়া নিন্দাবাদ করেন নাই—বরং তাহাদের চরিত্রের প্রশংসাই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি-সম্পন্ন অথচ সরল প্রকৃতি, বিশেষ সাহসী ও মৃত্যু-ভয়-শূন্য অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে অপটু, দলপতির প্রতি অনুরক্ত, শিষ্টাচারী ও তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান—এই সমস্ত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভারতবাসিগণের অনেকের চরিত্রে লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিককে স্বীকার করিতে হইবে, আজ যে ইংরেজ জাতি ভারতবাসীর ত্রুটী ও গুণগুলিকেই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, সে জন্য তাহাদের ভারতবাসীদের প্রতি শুধু স্নেহপরায়ণ নহে, শ্রদ্ধাসম্পন্নও হওয়া উচিত"। * অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমরা রণপরাজিত বিপন্ন শত্রুর ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া বৃটীশ বণিকের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই নাই—বন্ধুবেশে সহচররূপে পরস্পরের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে, পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায়, সংযুক্ত বাহুবলে, মোগল শাসন উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যেমন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তদ্রূপ অন্য দিকে আবার সেই চরিত্রের সবলতাও পরিস্ফুট রহিয়াছে।"

মেকলের যাদুমন্ত্রের মায়াপাশ বাঙ্গালী কবে ছিন্ন করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিবে, কে জানে? অনেক শিক্ষিত বাঙ্গলীর মুখে শুনি, "আমরা বাঙ্গালী, হাজার বৎসরের গোলাম—আমরা আবার মানুষ, আমরা কি স্বরাজ লাভ করিবার যোগ্য?" এ কথা শুনিলে কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে? যে যুবকগণের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের ভার তাহাদের এত হৃদয়দৌর্ব্বল্য, আত্মশক্তিতে এত অনাস্থা? প্রবল পরাক্রান্ত আকবর বাদসাহের বিরুদ্ধেও যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, দ্বাদশভূঞা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে, যে দেশে সীতারাম রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাতীয়তাবোধ-বিনাশী শিক্ষা-দীক্ষার, আইন-কানুনের লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে বাস করিয়াও যে দেশে চিত্তরঞ্জন, কানাইলাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—সে দেশের লোকের পুরুষত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে। তবে অধিকাংশ লোকেরই মনুষ্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় আছে। সকল দেশের মানুষই মানুষ—আমরাও মানুষ, মনুষ্যত্ব শিক্ষা দীক্ষারই অধীন—"মানুষের গুণ গাছে ফলে না—গুণ অভ্যাস করিতে হয়"—অনুশীলন দ্বারা মানুষ দেবতা হয়, আবার কুশিক্ষায় মানুষ শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়। শিক্ষার দোষে বাঙ্গালী আজ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ আইন দ্বারা ১৮৭৮ সাল হইতে ভারতের বড় লাট ৺লর্ড লিটন ভারতবর্ষকে ক্লীবের দেশে পরিণত করিয়াছেন। এই অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে পেন্সন-প্রাপ্ত কমিশনার ৺স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"We have purchased peace but we have purchased it at an enormous cost, at the cost of our manhood."—"আমাদের পুরুষত্বের বিনিময়ে আমরা দেশের জন্য শান্তি ক্রয় করিয়াছি"। কানাই দত্তের রাজনৈতিক মতামতের প্রশংসা করিবার জন্য তাহার নাম উল্লেখ করি নাই—আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তারক্তির বিরোধী—কিন্তু কানাইলালের অসামান্য পুরুষত্ব ও আত্মত্যাগের উল্লেখ করিবার জন্যই তাহার নাম করিলাম। ইংরেজী সংবাদপত্র "পাইওনিয়ারের" সম্পাদক কানাইলালের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইউরোপের পঁচিশ ছাব্বিশ শত বৎসরের ইতিহাসে কানাইয়ের তুলনা খুঁজিয়া পান নাই; খৃঃ পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরের হারমোড়িয়াস্ ও এরিস্টজিটন নামক দুইটা বন্ধুর সহিত কানাইয়ের তুলনা করিয়াছেন। যে দেশে চিত্তরঞ্জন, কানাই জন্মিতে পারে—"সে জাতি কখনও ঘৃণিত নয়"।

চরিত্রবল থাকা সত্বেও ভারতবাসী কেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন হইল তাহার কারণ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "আমাদের অধঃপতন হইয়াছে কারণ সমষ্টিগত জীবনে আমরা হইয়া পড়িয়াছিলাম ভীষণ অধার্ম্মিক, আত্মসর্ব্বস্ব, নাস্তিক, জড়বাদী"। সঙ্ঘশক্তির অভাবই হিন্দুজাতির পরাজয়ের মূল কারণ। সঙ্ঘশক্তির বলে ইউরোপীয়গণ এশিয়া মহাদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে, মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করিয়া ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। ভারতের ৩০ কোটী হিন্দু-মুসলমান স্বীয় ক্ষুদ্র অলিক স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদসেবা করিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। কবে ভারতবাসী সঙ্ঘশক্তির বল উপলব্ধি করিবে, কবে তাহাদের মোহ বিদূরিত হইবে—কবে তাহারা বৃথা আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে শিখিবে, কবে দেশের স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ত্যাগ করিতে শিখিবে, কবে হিন্দুগণ আত্মকলহ ত্যাগ করিয়া সম্মিলিতভাবে জাতির উন্নতিকল্পে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিবে, কবে ভারতবাসী—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—তুচ্ছ বিষয়ে কলহে নিবৃত্ত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভাই ভাই গলাগলি হইয়া দৃঢ়পদে

* "In the combination of astuteness with simplicity, of fearlessness of death and conspicuous personal daring with inferiority in the field of battle, in gentleness, the submission, the devotion to their leader which characterised so many children of the soil, (the student) will not fail to recognise a character which demands the affection, even the esteem of the European race, which chiefly, by means of the defects and virtues I have alluded to, now exercises overlordship in India"—Col. Malleson's Decisive Battles of India.—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা" ৪১১ পৃষ্ঠা।

দাঁড়াইবে—কে বলিতে পারে? ভগবান্ কি এই পতিত জাতির প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিবেন না—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কি সুপথে চালনা করিবেন না?

যে বৃটীশ বণিকগণের সহিত "বন্ধুবেশে, সহচররূপে, পরস্পরের স্বার্থসাধনের" উদ্দেশ্যে "পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায়, সংযুক্ত বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্য উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছিলাম" তাহারা অধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নানা প্রকার ঘৃণিত পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইলে ভারতবাসীর অধঃপতন হইত না। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই এ কথা প্রমাণ করিতেছেন যে, "ভারতে ইংরেজ রাজশক্তি স্থাপনের চিত্রটী বড়ই কুৎসিৎ। ইহার প্রারম্ভে কাপুরুষতা ও দৌর্ব্বল্যে পরিপূর্ণ, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত শুধুই লুণ্ঠন এবং শেষ চিত্রে ধারাবাহিকরূপে জাল, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা এবং রাজদ্রোহিতাই দৃষ্টিগোচর হয়"। ‡ (ক্রমশঃ)

স্থানীয় সংবাদ।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

ডেপুটী কমিশনার মিঃ টপ্‌লিশ শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর মিত্র মহাশয়কে এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা—স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট নেতাগণের এক সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে সহরের সাম্প্রদায়িক বিরোধের একটা মীমাংসা করেন। ললিত বাবু অন্যান্য হিন্দু নেতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মিঃ টপ্‌লিশকে উত্তর দিয়াছেন যে, হিন্দুগণ এখন মিট্‌মাটের কথা তুলিতে রাজী নন; কারণ মুসলমানগণ যে মোকদ্দমা হিন্দুদের বিরুদ্ধে রুজু করিয়াছেন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইয়া গেলে এরূপ কোন মিট্‌মাট্ হইতে পারে না।

শুনা যাইতেছে যে, মুসলমানগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লইবেন।

নগরসংকীর্ত্তন—

গত ৩১শে বৈশাখ সহরের বিভিন্ন পল্লীর কীর্ত্তনের দল একত্র বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে মুসলমানগণ কিছুই আপত্তি করে নাই। বহু লোক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল। সহরের গণ্য মান্য প্রত্যেক হিন্দুই কীর্ত্তনের দলের সহিত ছিলেন। কোথাও কিছু গোলমাল হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ডে ধর্ম্মঘট—

রাশিয়ার শ্রমিকেরা ইংলণ্ডের ধর্ম্মঘটকারিগণের সাহায্যের জন্য প্রায় ১০০,০০০ পাউণ্ডের একখানা চেক পাঠাইয়াছিল কিন্তু নিখিল-ইংলণ্ড-শ্রমিক-সঙ্ঘ তাহা গ্রহণ করে নাই। রাশিয়ার শ্রমিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহা ফেরৎ দিয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এই ধর্ম্মঘটে রাজনৈতিক বিপ্লবের নাম গন্ধ নাই এবং কমিউনিষ্ট প্রভাবও এই ধর্ম্মঘটের মূলে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডবাসীকে ইহা বলিয়াই ধর্ম্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে যে, ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য বিপ্লব আনয়ন করা, এবং কমিউনিষ্টদের চেষ্টায়ই এই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু, বহু স্বেচ্ছাসেবক যে সরকারের আহ্বানে ধর্ম্মঘট ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাও এই বিপ্লবের আশঙ্কাতেই। রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট উক্ত উপায়ে ধনিকদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর কথাটাকে ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

* * *

এত বড়, দেশব্যাপী একটা ধর্ম্মঘট, কায কর্ম্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য, প্রায় সব বন্ধ, তাহা সত্ত্বেও দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। দুই এক স্থানে যাহা হইয়াছিল, পুলিশের বেটনের সাহায্যেই তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কামান বন্দুকের প্রয়োজন হয় নাই। সশস্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল, তাহাদেরও ডাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু সাহেবদের কলকারখানায় সামান্য রকমের ধর্ম্মঘট হইলেও শ্রমিকদের উপরে মাঝে মাঝে গুলি চালাইবার প্রয়োজন হয়, স্বাধীন দেশ ও পরাধীন দেশের এই তফাৎ। আর একটা কথা, শ্রমিকনেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সৈনিকদিগকে শ্রমিকদের উপরে গুলি চালাইতে আদেশ দিলেও তাহা এবার বিনা আপত্তিতে পালিত হইত কি না—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

* * *

ধর্ম্মঘটের মধ্যে দুই একটি ট্রেণ সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে অল্পসংখ্যক যাত্রী আহত এবং দুই একজন হত হইয়াছে। এইরূপ কোন কোন দুর্ঘটনার জন্য ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদেরই দায়ী করিয়াছে।

* * *

ইংলণ্ডের এবারকার ধর্ম্মঘটে একটি বিশেষ ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ফ্যাসিজম্ ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে; মনে হইতেছে, ধনিক সম্প্রদায় ও তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বহু লোক মুসোলিনির আচরিত নীতি অবলম্বন করিয়া ধনিকদের প্রভাব বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের কোনও অভিজাত বংশের এক বিখ্যাত ধনী না কি সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, দেশের চিরস্থায়ী মঙ্গলের জন্য তিনিই ইংলণ্ডে মুসোলিনির পতাকা বহন করিবেন। তিনি মনে করেন, মুসোলিনির যোগ্যতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন।

* * *

দুই চারি জন শ্রমিক নেতা ও বহু শ্রমিকের সঙ্গে ইংলণ্ডের একজন কমিউনিষ্টের স্ত্রীও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহার নিকট এমন কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, যাহা প্রচার হইলে দেশে অশান্তি ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। শান্তিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার পার্লামেণ্টের নিকট হইতে যে বিশেষ ক্ষমতা আদায় করিয়া লইয়াছে, তদনুসারেই এই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

‡ "The establishment of the English power in India is an ugly one. It begins in feebleness and cowardice, it is pervaded by rapacity, it closes with a course of fraud and falsehood, of forgery, and treason, as stupendous as ever lay at the foundation of a great Empire"—John Malcolm Ludlow's History of British India (1859)

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির জন্য "প্ররোচক" নিযুক্ত করিয়াছেন, এমন-কি মদওয়ালারা সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিনা মূল্যে বিয়ার (মদ) বিতরণ করিতেছে। সরকার পক্ষ হইতে অবশ্য এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

* * *

জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শ্রমিকেরা ইংলণ্ডের শ্রমিকদের অর্থ দিয়া এবং অন্য উপায়ে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কোন কোন দেশের শ্রমিকেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াও সহায়তা দানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ইংলণ্ডের ধর্ম্মঘটকারীদের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা যুঝিতে পারিবে। নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং বাহিরের নানাবিধ সাহায্য তাহাদের দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিবে। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকেরাই যে পরস্পরের সুখ দুঃখের ভাগী—এ বোধটা শ্রমিকের মধ্যে আসিয়াছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

* * *

ধর্ম্মঘটের অবসান—

লণ্ডনের ১২ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, নিখিল-ইংলণ্ড-শ্রমিক-সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্‌ডুইনের সহিত শ্রমিক নেতাদের একটি কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, তাহার পরেই শ্রমিক-সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট তুলিয়া লইবার আদেশ শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। ইংলণ্ডের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এ কয়দিনের ধর্ম্মঘটের ফলে দেশে অসুবিধা যতই হউক না কেন, ইংলণ্ডের লোক তাহার জন্য তত বিব্রত হয় নাই; ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তাহারা আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল। খনির মজুরদের ও মালিকগণের মধ্যে একটা সম্মানজনক মিট্‌মাটের ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার করিবে বলিয়া মনে হইতেছে; মিট্‌মাট না হওয়া পর্য্যন্ত খনির শ্রমিকদের সরকার পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য করারও সম্ভাবনা আছে।

কোন পক্ষেরই হার জিৎ হয় নাই—ইহা পরিষ্কাররূপেই বুঝা যাইতেছে। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই ব্যাপারটাকে শ্রমিকদের পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করেন নাই; বরং পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া বর্ত্তমানে সকল সম্প্রদায়ের পরস্পরের সহায়তা করা উচিত—মিঃ বল্‌ডুইন্ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, ইংলণ্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টাতেই ধর্ম্মঘটের অবসান সম্ভব হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের যুবরাজের নামেরও উল্লেখ হইয়াছে। জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মীমাংসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল—এইরূপই মনে হয়।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, খনির মজুরেরা ধর্ম্মঘট এখনই তুলিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। মালিকদের সঙ্গে একটা ভাল রকম বুঝাপড়া না হইতে, তাহাদের কার্য্যে যোগদান করিবার ইচ্ছা নাই। খনির শ্রমিক-সঙ্ঘের বৈঠকে ব্যাপারটার ভাল রকম আলোচনার পরে কর্ত্তব্য স্থির হইবে।

ধর্ম্মঘটকারীদের যদি কর্ম্ম বন্ধ করিবার জন্য কোন কোন স্থলে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, সরকার তাহার জন্য কোনও দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত নন—এইরূপ অভিমত সরকার পক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী—

গত ২৫শে বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঁয়ষট্টি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবির জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি যোগ দান করিয়াছিলেন। ফরাসীর রাজদূত, ইতালির রাজদূত এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে ডাঃ জেম্‌স্, এস্, কাজিন্ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অধ্যাপক তিম্ চীন হইতে এবং মিঃ এণ্ড্রুজ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কবিকে দুইটি উপহার দানের কথা ঘোষণা করেন।

জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে মিঃ এণ্ড্রুজ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ও আদিম অধিবাসীরাও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। এবার দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তাঁহার প্রচার কার্য্যের সফলতা যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে স্থানে স্থানে সভা করিয়া এবার তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীদের নিকট রবীন্দ্রনাথের বাণী যথাসাধ্য প্রচার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমংসার প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার মূলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রভাব যে যথেষ্ট আছে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ইতালী সরকারের নিমন্ত্রণ পাইয়া বোম্বাই হইয়া গত শনিবার ইতালী যাত্রা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী—

গত ১৩ই মে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবীদাস কঠিন রোগে শয্যাগত আছেন। তিনি এপেন্‌ডিসাইটিসে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি অস্ত্রোপচার হইয়াছে। মহাত্মাজী বোম্বাইয়ে দুই দিন অবস্থান করিয়া, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাবালেশ্বর যাত্রা করিবেন। কৃষি-কমিশন সম্পর্কে গবর্ণরের সহিত তাঁহার আলোচনা হইবে। মহাবালেশ্বরে তিনি শাসন-পরিষদের সদস্য মিঃ সি, ডি, মেটার গৃহে অবস্থান করিবেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ বিল—

দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্টে বর্ণ-বিদ্বেষ বিল্ আইনে পরিণত হইল। জেনারেল্ স্মাট্‌স্ প্রমুখ বহু সদস্য এই বিলের যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই বিল্ আইনে পরিণত হওয়ার ফলে প্রবাসী ভারতীয় ও আদিম অধিবাসীদিগকে কয়লার খনি, ও রেলওয়ে প্রভৃতিতে সামান্য কুলির কাষ ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হইবে না, যোগ্যতা থাকিলেও—যে কাযে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সে কাষ তাহাদের দেওয়া হইবে না।

এশিয়া-বিদ্বেষ বিল্ সম্বন্ধে গোল টেবিল বৈঠকের যে প্রস্তাব হইয়াছে, এই বিল্ পাশ হওয়ার ফলে তাহা যে কতদূর ফলপ্রদ হইবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার বলিয়াছে যে, আর যে বিষয়েই রফা করিতে তাহারা প্রস্তুত থাকুক না কেন—একটি বিষয়ে তাহারা মিট্‌মাটের কোন কথাই

ভুলিতে দিবে না। সেই বিষয়টি হইতেছে—পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মর্য্যাদা বজায় রাখা।

ভারতীয়গণকে যদি বর্ণ-বিদ্বেষ আইনের সর্ত্ত অনুযায়ী কম বেতনের কায করিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাহাদের পক্ষে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ণ-বিদ্বেষ আইন গৃহীত হইবার ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারের এশিয়া-বিদ্বেষ বিল সম্বন্ধে মীমাংসার প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারে না।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আগমন করিয়া, গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ঢাকা জিলা সম্মেলনীর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবেন।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে বাঙ্গালা প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সদস্যগণের এক সভা হইয়াছিল। সভাতে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এবং ডাঃ কিচ্‌লু উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

সাবরমতী-চুক্তি—

সাবরমতী-চুক্তি ব্যর্থ হওয়ায় পারস্পরিক সহযোগীর দল সম্মিলিত জাতীয় দলে যোগ দান করিয়াছেন। এই চুক্তি ভঙ্গের জন্য তাঁহারা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে দায়ী করিতে চান। প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিতজী এই চুক্তি ভঙ্গের জন্য আদৌ দায়ী নন—এ কথা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীও বলিয়াছেন। মোট কথা—মন্ত্রিত্ব গ্রহণ লইয়াই স্বরাজীদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগীদের বিবাদের সূত্রপাত, এবং ঐ ব্যাপারের কোনরূপ মীমাংসা না হওয়ার জন্যই পুনর্মিলনও সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা, না-করা সরকারের আচরণের উপর নির্ভর করিবে; যদি কোনও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, রাজবন্দীদের মুক্তিদান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া মতি-পরিবর্ত্তনের পরিচয় দেন, তবেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথা উঠিতে পারিবে, অন্যথা নয়। পারস্পরিক সহযোগিগণ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ কোনও সর্ত্ত মানিয়া লইতে রাজী হন না। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে; আপাততঃ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি সকল প্রকার বাধা তুলিয়া লউন—এই ছিল তাঁহাদের মত। সুতরাং ইঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া পণ্ডিতজী যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ইঁহারা বোধ করেন না, বর্ত্তমান অবস্থাতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের কায ইঁহারা করিতে চান, এবং সেই জন্যই যদি চুক্তি বিষয়ে কোনও প্রস্তাব কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে তিনি না উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য পণ্ডিতজীকে দোষ দেওয়া চলে না। চুক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে মনে করিলে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেন।

শিখ শোভাযাত্রা—

গত ৯ই মে তারিখে শিখদের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। বহু হিন্দু শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল। কয়েকটি মস্‌জিদ ছাড়া, শোভাযাত্রার পথে আর যে সব মস্‌জিদ পড়িয়াছিল, সকলগুলির সম্মুখ দিয়াই বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোনও গোলমাল হয় নাই। "অমৃত বাজারে" প্রকাশ যে, কয়েকজন মুসলমান নেতাও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলেন।

বাঙ্গালা সরকার—

বর্ত্তমানের ন্যায় দাঙ্গা হাঙ্গামা আর যাহাতে না হইতে পারে, এবং হইলেও যাহাতে সহজে রোধ করা যায়—সেই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া, যাহারা অশান্তি এবং উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে এরূপ লোককে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার একটি বিল্ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী ১৭ই মে তারিখের বিশেষ অধিবেশনে উক্ত বিলের আলোচনা হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে—এইরূপ আইনের কিছুই প্রয়োজন নাই; এবং, এইরূপ আইন হইলে সাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে। এই আইন কলিকাতা, হাওড়া জিলা এবং ২৪ পরগণা জিলার অবশিষ্টাংশে—প্রয়োজন হইলেই—প্রয়োগ করা হইবে।

মিঃ সুরাওয়ার্দ্দী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৬৪ জন সদস্য মেওরকে এই মর্ম্মে এক চিঠি পাঠাইয়াছেন যে, ডেপুটী মেওর সুরাওয়ার্দ্দী তাঁহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কয়েকজন ইংরেজ সদস্যও এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কেবল মুসলমান সদস্যগণ করেন নাই। কি কারণে ডেপুটী মেওর ইঁহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তাহার আলোচনা প্রয়োজন হইলে ইঁহারা পরে করিবেন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থান হইতে এখনও মন্দির অপবিত্র করার সংবাদ প্রত্যহই আসিতেছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা কোন কথাই বলিতেছেন না, বরং এক স্থানে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান একটি বিখ্যাত মন্দিরের দেবমূর্ত্তি ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোনও দুষ্টপ্রকৃতি হিন্দু মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ঝগড়া লাগাইবার উদ্দেশ্যেও এইরূপ করিয়া থাকিতে পারে।

বাঙ্গালার লাট সাহেব আগামী ১৭ই মে তারিখে লাট প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। কি সর্ত্তে শোভাযাত্রা বাহির করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে—সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্যই এই সভার অধিবেশন হইবে। হিন্দু সমাজের পক্ষে বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার্ প্রভাস চন্দ্র মিত্র, মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী, মিঃ এস, ডি, মির্জ্জা প্রমুখ নেতাগণ এবং মুসলমানগণের পক্ষে স্যার্ আব্‌দার রহিম, মিঃ এ, কে, গজ্‌নভী, মৌলানা আবুবকর প্রমুখ নেতাগণ উপস্থিত থাকিবেন। মিঃ ল্যাঙ্গফোর্ড জেম্‌সকে ইউরোপীয়ান্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে সভায় যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

লুধিয়ানার অধিবাসী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মিঞা আব্‌দুল হাই পাঞ্জাব সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি পাঞ্জাব হিন্দু সম্মেলনীর সভাপতিরূপে ডাঃ মুঞ্জী যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩এ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা উচিত—কারণ তাঁহার বক্তৃতার ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতার দাঙ্গায় লিপ্ত বহু হিন্দু-মুসলমানের বিচার চলিতেছে। একজন মুসলমান গুণ্ডার হত্যাপরাধে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিকেরস্ হাইড্রক্লাইড অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স—৮৲ টাকা।

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্—১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—Printrade

টেলিফোন নং:—
৬১৭ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী

এন, এম, সান্যাল

৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা:—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্রাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

Reserved for Dindayal Pharmacy.

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাব আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, হাপানী ও ক্ষয়কাশ, অর্শ, ভগন্দর, অম্লশূল, শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করা হয়। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ রিপ্লাইকার্ড লিখিলে সমুদয় অবগত হইবেন।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম্ বি (হোমিওঃ)

যুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

শক্তি সঞ্চয়

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা /০ আনা

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২৪শে মে ১৯২৬ { ২৩শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।/০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস--৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, /০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।
৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন।

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রাম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৹, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, হাপানী ও ক্ষয়কাশ, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, অম্লশূল, শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করা হয়। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ রিপ্লাইকার্ড লিখিলে সমুদয় অবগত হইবেন।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)
অবধৌতিক রসায়ন।

মহাপুরুষগণের কিরূপ অলৌকিক শক্তি একবার পরীক্ষা করুন। এই মহামৃত পান করিলে ধাতুদৌর্ব্বল্যতা, পুরুষত্বহীনতা, স্বপ্নবিকার, শুক্রতরলতা, স্মরণশক্তি হ্রাস, ধারণাশক্তির অভাব, প্রমেহ বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটরিয়াদি সমূলে ধ্বংস হয়। ইহা যুবকের সম্বল ও বৃদ্ধের একমাত্র ভরসা স্থল। যাঁহারা অনাচার বশতঃ এক্ষণে শক্তিহীন হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন তাঁহাদের জীবন দান করিবে। এক মাসের উপযুক্ত একশিশি ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

প্রত্যেক **অবধৌতিক লবণ** ঘরে ঘরে রাখুন অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পেটফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, অরুচি, বদহজম প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া একমাত্রা সেবন করুন কিছুক্ষণ পরেই ক্ষুধায় অস্থির হইবেন।

মূল্য অকশিশি ॥৵৹ নমুনা শিশি ৶৹ ডাক মাশুলাদি পৃথক্।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

লাইফ ইনসিওর যদি করিতে চান!

ন্যাশনাল (National Insurance Company) ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেক গৃহস্থেরই স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া লাইফ ইনসিওর করা উচিত। অধিকন্তু, আমাদের কোম্পানি স্বদেশী কারবার, সুতরাং সকলেরই সহায়তা পাইবার যোগ্য।

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এজেণ্ট, পুরুলিয়া।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ৲ টাকায় লইলে উপহার ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সুচ ২৫টী, সুতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, বস্ত্রনক্সা ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানি, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন।

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতাপ্র

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।৹ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশেলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুদ্ধ। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸৹ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৵৹ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়

“মুক্তি”

“দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব”॥
—গীতা—

সন ১৩৩৩ সাল, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

শক্তি সঞ্চয়

শক্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত একটা অদম্য স্পৃহা প্রত্যেক ভারতবাসীর মনেই এখন জাগ্রত হইয়াছে। হিন্দু ভাবিতেছে সাম্প্রদায়িকভাবে আমি বলশালী না হইলে আমার প্রতিপত্তি, আমার ন্যায্য অধিকার, আমার ধর্ম্ম আমি কিছুতেই বজায় রাখিতে পারিব না। মুসলমানেরও মনে হইতেছে ভারতবর্ষে আমাকে আমার ইস্লাম ধর্ম্মের অধিকার লইয়া টিকিয়া থাকিতে হইলে শক্তি সঞ্চয়ই আমার একমাত্র পথ. শক্তিমান না হইতে পারিলে হিন্দুর দয়ার উপরই আমাকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে. আত্মসম্মান আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ব্যক্তিগত ভাবেই হউক, সাম্প্রদায়িকভাবেই হউক, অথবা জাতিগতভাবেই হউক আত্মরক্ষা ও আত্মাভিমানের ভাব যখন হৃদয়কে অধিকার করে, তখন বল সঞ্চয়ের চেষ্টা মানুষের স্বভাব ধর্ম্ম। সেই স্বভাবধর্ম্মের প্ররোচনায়ই আজ দেশের ছোট বড় সবাই বলিতেছে—শক্তিশালী হও, শক্তিশালী হও, দুর্ব্বলতা ও ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিও না, বীরোচিত ক্ষমতা ও নির্ভীকতা অর্জ্জন করিয়া মান সম্মান বজায় রাখিতে চেষ্টা কর, ভয়ে ভয়ে জীবন্মৃত থাকিয়া কোন লাভ নাই। ভয়, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞানতা এবং অন্তর্বিরোধের নিমিত্তই ভারত এখন মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদানত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্রদেশকে জাতীয়ভাবে সংগঠিত করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে স্বাধীনতা অর্জ্জনে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইত। রুষিয়ার বর্তমান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধীনে খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ রাষ্ট্র কার্য্যে যেরূপ সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করিয়া মিলিতভাবে বাস করিতেছেন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মনে প্রকৃত উদারতা থাকিলে সেইরূপভাবে জাতীয়তার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিত্যাগ করা অসম্ভব ছিল না। উহাতে প্রকৃত ধর্ম্মচর্য্যায় কাহারও ব্যাঘাত ঘটিত না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকিলেই ঐরূপভাবে জাতি গঠনে সুবিধা হইত। জনহিতকর কার্য্য দ্বারা যে কেহ জনসমূহের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিত জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাহাকেই রাষ্ট্র সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণতন্ত্রের আদর্শে দেশকে গড়িয়া তোলা অসম্ভব হইত না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অভিমান যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেরূপ অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কিছুদিন ধরিয়া সাম্প্রদায়িকভাবে শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্তই উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সমগ্র চেষ্টা প্রযুক্ত হইবে। জাতীয়তার আদর্শ ক্ষুন্ন হইলেও ইহা অনিবার্য্য। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া সমতার দৃষ্টিতে জনসেবা দ্বারা জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে প্রস্তুত এরূপ কর্ম্মীর সংখ্যা দেশে অল্পই আছে। সাম্প্রদায়িক অধিকার রক্ষার উত্তেজনায় তাহাদের জনসাধারণের উপর প্রতিপত্তি কমিয়া গেলেও তাহারা সেইভাবেই কার্য্য করিতে থাকিবেন। কারণ, বিরোধের বিষময় পরিণামের অভিজ্ঞতার ফলেই হউক, অথবা প্রকৃত বিচারজনিত জ্ঞানোদয়ের ফলেই হউক ক্রমবিবর্ত্তনশীল জগতে যুক্তির নিকট অন্ধতার পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। তাই বলিয়া তাহাদের কার্য্য সাম্প্রদায়িক শক্তি সংগ্রহের বিরোধী হইবে না, কারণ ব্যক্তিগত শক্তির অনুশীলন ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে যেরূপ সাম্প্রদায়িক শক্তিসঞ্চয়ের সহায়তাই করে, তদ্রূপ সাম্প্রদায়িক শক্তি সংগ্রহের চেষ্টাও ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে জাতীয়ভাবে শক্তি সঞ্চয়ের সাহায্যই করিবে। শক্তির ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কারণ শক্তি অধিকারের জ্ঞান মানুষকে যেরূপ ধীর স্থির থাকিতে সাহস প্রদান করে, তদ্রূপ উচ্ছৃঙ্খল হইতেও প্রণোদিত করে। শক্তি যখন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই মানবের কল্যান সাধনে সমর্থ হয়, আর অধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেই অত্যচার অবিচারে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। শক্তি হাতে আসিলে মানুষ অশোক বিক্রমাদিত্যের আদর্শও প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, আবার নাদিরসাহ ডায়ারের ও অভিনয় করিতে পারে। যে ভাব লইয়া যে কার্য্য আরম্ভ হয় সেই কার্যের ফল হইতে উক্ত ভাব বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। কারণ ও কার্য্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘ গঠন করিয়া শক্তি সঞ্চয়ের যাহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে এই শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা ধর্ম্মভাব হইতে বিচ্যুত না হয়, উচ্চ নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন না করে। ছল চাতুরী সংকীর্ণতা অথবা প্রতিহিংসার ভাব যদি এই গঠন কার্য্যের উদ্দীপক হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার প্রকৃতিও তদনুরূপই হইবে। মানুষের হীন প্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত করিয়া সাময়িক স্বার্থ-সিদ্ধি অনায়াসেই হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেত আর মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। মানুষ হইতে না পারিলে হিন্দুত্বের অভিমানও বৃথা

ইস্‌লামের গৌরব করাও নিষ্ফল। সুতরাং হিন্দুসভাই হউক অথবা তাঞ্জিমই হউক নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মনুষ্যত্ব লাভের বিরোধী যে সকল দোষ সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা দূর করাই তাহাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাধির উপশম না হইতে শরীরকে সবল করিবার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। যে শিক্ষা ও যে সংস্কারের প্রভাবে হিন্দু নাস্তিক হইয়া যাইতেছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসশূন্য হইতেছে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, শারীরিক পরিশ্রমকে ভয় ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে এবং প্রবঞ্চনা বা শঠতা অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জন করা গৌরবজনক মনে করিতেছে হিন্দু সন্তানকে সেই মনুষ্যত্বনাশী শিক্ষা ও সংস্কারের হাত হইতে রক্ষা করা হিন্দুসংগঠনের যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, অজ্ঞানতা অযৌক্তিকতা এবং পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দোষ হইতে মুসলমানকে মুক্ত করাও তদ্রূপ তাঞ্জিমের প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই বুঝা উচিত যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা নয়। প্রকৃত শক্তিও যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উপরেই যে বেশী নির্ভর করে তাহাও নয়। কারণ, তাহা হইলে পৃথিবীতে চীনজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইত। নিজ নিজ ধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য আছে, সাধনার যে নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, অনুকরণের যে আদর্শ আছে তাহা প্রচার করিয়া তাহার উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক ধর্ম্মের লোককে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার, অথবা একমতের লোককে অন্য মতে আনয়ন করিবার প্রয়াস খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রযত্ন যখন পরের কল্যান সাধনের ইচ্ছার ভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজের দলবৃদ্ধির প্রক্রিয়ারূপে পরিণত হয় তখনই তাহা নানা প্রকার বিষময় ফল প্রসব করে। তখন ধর্ম্ম অপেক্ষা লোকে দলটাকেই বড় বলিয়া মনে করে এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মের নামে নানবিধ অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোকগুলিকে ঈশ্বর বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ ও নির্ভীক করিয়া তোলা যে প্রয়োজন সে কথা ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের বহিরঙ্গের কতকগুলি অনুষ্ঠানের চমকপ্রদ ব্যাপারের দিকেই মন নিবিষ্ট হয়। অন্তরঙ্গটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরদোষ দর্শনই তখন ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায় সেই অবস্থায় বাহুবল অথবা কূটনীতিই হয় ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সম্বল।

এই দোষ যখনই যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই তাহা ধর্ম্মের আদর্শ হিসাবে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নিজেরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরকে ধর্ম্ম শুনাইবার চেষ্টা তখন আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে শক্তি সঞ্চয়ের সময় হিন্দুরও ভাবিতে হইবে কি প্রণালীতে আমরা হিন্দুত্বের আদর্শে প্রকৃত হিন্দু গড়িয়া তুলিতে পারিব, এবং মুসলমানেরও ভাবিতে হইবে কি উপায়ে আমরা ইস্‌লামের আদর্শে প্রকৃত মুসলমান গড়িয়া তুলিতে পারিব। অস্পৃশ্যতা দোষে হিন্দু আজ পঙ্গু হইয়া আছে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অত্যাধিক মাত্রায় মদের প্রচলনে হিন্দু শ্রমজীবী আজ ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিলাসিতা, অলসতা এবং নাস্তিকতা প্রসার লাভ করিয়া হিন্দু সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যহীন তপস্যাহীন, পুরুষত্বহীন হিন্দু আজ বেদ বেদান্তের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ব্যস্ত। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে হইলে আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে হইবে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু সন্তানকে নিজেদের জীবনের আদর্শ দেখাইয়া প্রকৃত হিন্দুত্ব শিক্ষা ও প্রচারের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে, হিন্দু জাতির ভিতর প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানের পক্ষেও সেই একই কথা অমুসলমানকে মুসলমান করিতে পারিলেই ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা হইবে না, ইস্‌লামের ভিতর খোদাতাল্লার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা এক করিয়া কর্ম্মজীবনের যে আদর্শ আছে, গরীবের জন্য ত্যাগের যে আদর্শ আছে এবং মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিলাসহীন জীবন যাপন করিবার যে আদর্শ আছে তদনুসারে কার্য্যতঃ তাহা ব্যবহারিক জীবনে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেই ইস্‌লাম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। সাময়িক উত্তেজনার বশে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আচরণ করা, ভগবৎ প্রীতি সাধনের নামে সয়তান প্রীতি সাধন করা, মানুষকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে হত্যা করা হিন্দুর পক্ষে যেরূপ কলঙ্কের বিষয় মুসলমানের পক্ষেও সেইরূপ কলঙ্কের বিষয়। সর্ব্ববাদী সম্মত যাহা পাপ তাহার আচরণ করিয়া কখনও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে পারে না, কূট নীতি দ্বারা কখনও সত্যের উপাসনা হয় না, তোষামোদ বৃত্তি দ্বারা কখনও নির্ভীকতার অনুশীলন হয় না। জাতীয়তার আদর্শ যদি মনে নাও ধরে, সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধনই যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তাহা হইলেও ধর্ম্মের আদর্শকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত শারিরীক বল বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠান গড়িবার সময়ও নৈতিক বলের সহিত তাহা সংযুক্ত না রাখিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে সে কথা ঠিক কিন্তু যে শক্তিতে মানুষকে পশুত্বের দিকে লইয়া যায়, যে শক্তিতে মানুষকে

হিংসা বিদ্বেষের দিকে লইয়া যায়, যে শক্তিতে মানুষকে আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ করে সে শক্তির অনুশীলন কোন ধর্ম্মেরই মহিমা বৃদ্ধি করিবে না। শক্তির অনুশীলন, শক্তি সংগ্রহ এবং শক্তি সঞ্চয় করিতেই হইবে কিন্তু সে শক্তি দুর্ব্বলকে প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি, সে শক্তি নির্ভীকভাবে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার শক্তি, সে শক্তি আত্ম বিজয়ের শক্তি। আত্মজয় করিবার শক্তি সঞ্চিত হইলে জগৎ জয় করিবারও শক্তি আত্মপ্রকাশ করিবে।

পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা

[শ্রীঅনিলবরণ রায়]

"The Genius of village-reconstruction has not yet appeared" নব্য আয়র্লণ্ডের চিন্তাশীল লেখক A. E. বলিয়াছেন যে পল্লীজীবনে নব অভ্যুদয় আনিবার মত প্রতিভা এখনও জগতে আবির্ভূত হয় নাই। আমাদের দেশে কিছুকাল ধরিয়া পল্লীজীবন-সংস্কার সম্বন্ধে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পল্লীসংস্কার করিতে হইবে. একথা সকলেই বলিয়া থাকেন কিন্তু এই কার্য্য কোথা দিয়া কি ভাবে আরম্ভ করিতে হইবে, পল্লীর প্রধান সমস্যাগুলি কি এবং কেমন করিয়া তাহাদের সমাধান হইতে পারে এ সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই বলিলেই হয়। পল্লীসেবার নানা scheme বা প্রণালী যে রচিত বা কথিত হয় নাই তাহা আমরা বলিতে চাই না কিন্তু এই সমস্ত স্কিম্ বা প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পল্লীজীবনের বাহিরের দিকটাতেই যেন বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, মূল রোগের সন্ধান না করিয়া উপসর্গগুলিরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপসর্গগুলি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে এবং যথাসম্ভব তাহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে; কিন্তু, যতক্ষণ আমরা মূলরোগের তথ্যানুসন্ধান করিতে না পারিতেছি ততদিন আমাদের চেষ্টা যে বিশেষ ফলপ্রসব করিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। পল্লীসংস্কারের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে আমরা আমাদের অভ্যাসমত পাশ্চাত্য দেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে চাই কিন্তু, আমাদের মনে রাখা উচিত যে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতেও পল্লীসমস্যা অতি গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। নব্য রুশিয়া অতুল সাহসের সহিত যে অভিনব পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইতে আমাদের শিখিবার ও জানিবার অনেক জিনিষ থাকিলেও সে পরীক্ষা এখন পরীক্ষা মাত্র, তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণ এককালে আশা করিয়াছিলেন যে co-operative principle বা সমবায়নীতির দ্বারা জগতে নবযুগের সঞ্চার হইবে, সংসার হইতে দুঃখ দৈন্য দূর হইয়া যাইবে, সকলে মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে ও সকলদিকে উন্নতি করিতে পারিবে। সমবায়নীতির দ্বারা জগতের যে কোন উপকার হয় নাই বা হইবে না তাহা আমরা বলি না কিন্তু, পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করিতেছেন যে সমবায় নীতি সম্বন্ধে যতটা আশা করা গিয়াছিল তাহার অনুরূপ কোন ফল উহা হইতে পাওয়া যাইবে না। আমাদের দেশে যাঁহারা সমবায় সমিতি গঠনের উপরে অত্যধিক ঝোঁক দিতেছেন তাঁহারা ধীরে ধীরে বুঝিয়া সুঝিয়া অগ্রসর হইলেই ভাল হয়।

আমাদের গ্রামগুলির দুর্দ্দশার জন্য আমরা কেবল গবর্ণমেন্টকেই দোষ দিয়া থাকি। গবর্ণমেন্টের যে অনেক ত্রুটি আছে, এবং গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইলে যে পল্লীসংস্কার সহজ হইয়া পড়ে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু, আবার ইহাও নিশ্চিত যে গ্রামের লোক যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করেন, গ্রামের সকল লোকের প্রয়োজন নাই কেবল মাত্র কতকগুলি লোক যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা গ্রামবাসীর মধ্যে নূতন জীবনের সূচনা করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টকেও তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করিতে পারেন।

গ্রামে গ্রামে এরূপ পল্লীসেবাসঙ্ঘ কেমন করিয়া স্থাপন করা যায় তাহা আমাদের সম্মুখে একটি প্রধান সমস্যা। আবার এই সঙ্ঘ কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, কোথা হইতে কিরূপ সাহায্যের আশা করিবে তাহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। আমরা যে কলিকাতায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গ্রামে গ্রামে যুবকদিগকে পাঠাইতে চাই—ইহা হইতে খুব বেশী ফল পাইবার আশা করিলে ভুল হইবে। বিচক্ষণ নেতাগণ গ্রামে যাইয়া কিছুদিন বাস করুন, গ্রামবাসীদিগকে লইয়া কর্ম্ম করুণ এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি প্রেস্ ও প্লাটফর্ম্মের ভিতর দিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হউক। এরূপ আলোচনা বাস্তববর্জ্জিত ভাবপ্রবণতায় পূর্ণ হইবে না, দেশের প্রাণের সহিত ইহার যোগ থাকিবে এবং তখনই ইহা সুফল প্রসব করিবে। গ্রামে গ্রামবাসীদের মধ্যে বাস করিলে গ্রামের সমস্যা যেরূপ বোঝা যাইবে, দূর হইতে রিপোর্ট পাঠ ও বুদ্ধির চালনায় সেরূপ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। গ্রামের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিতে যাইলে যে কত বিঘ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় এইখানে দিব। গ্রামসংগঠনের কথা উঠিলে প্রথমেই আমাদের টাকার ভাবনা ভাবিতে হয়। কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলিয়া গিয়াছেন যে গ্রামের লোক যদি নিজেরা নিজেদের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট না হয় তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত ধন ঢালিয়া

দিলেও একখানি গ্রামেরও প্রকৃত উপকার করা যায় না। টাকা কে লইবে? কে খরচ করিবে? সাধারণের জন্য কার্য্য করিবার আমাদের অভ্যাস এতই কমিয়া গিয়াছে যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। আবার যদিও কোন স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী গ্রামবাসী গ্রামের হিতের জন্য সাধারণের অর্থ ন্যায় ও ধর্ম্ম মতে খরচ করেন, লোকে তাহার নানা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, সাধুকে চোর সাজাইয়া দিবে, এরূপ ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলেও অনেক সৎব্যক্তি সাধারণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করেন। একে গ্রামের লোক শক্তিশূন্য, অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জ্ঞান নাই, উদ্যম নাই, তাহার উপর যতটুকু শক্তি আছে তাহাও দলাদলিতে এমনই বিচ্ছিন্ন যে গ্রামের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। এই সব দলাদলির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে আমাদের গ্রামের অধঃপতন কত গভীর হইয়াছে। পূর্ব্বে সামাজিক শাসন ছিল সমাজের পবিত্রতা, শুদ্ধতা রক্ষা করিবার অব্যর্থ শক্তি। কালের গতিতে সেই শাসন আজ পরস্পরের দ্বেষ হিংসার তৃপ্তির পরম উপায়ে পরিণত হইয়াছে। গ্রাম্যজীবন ব্যভিচার দোষে কলুষিত হইলে গ্রামের লোকের পরচর্চ্চার উপাদেয় খাদ্য জোটে বটে কিন্তু, সামাজিক শাসন এই দোষের উপর খুব কমই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কাহারও গৃহে কোনরূপ প্রকৃত ব্যভিচার, অনাচার, অপবিত্রতা প্রবেশ করিলে গ্রামের লোক তাহা সামলাইয়া লন। কিন্তু, কে কাহার বাড়িতে ভোজ খাইল, কে কাহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে নাই, এই তুচ্ছ বাহ্যিক ব্যাপার লইয়াই সাধারণতঃ গ্রামে ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে প্রায়ই দুর্ব্বল ও দরিদ্রব্যক্তিগণকেই সমধিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। সামান্য বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া মামলামোকর্দ্দমা করিয়া গ্রামের দলাদলিকে ভীষণ করিয়া তোলে। এই সব দোষ যে কত গভীর, গত অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাময়িক উত্তেজনার বশে গ্রামে গ্রামে যে সব সালিশী আদালত স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে এই সালিশী আদালত হইয়া নূতন দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

——"আত্মশক্তি"

অপূর্ব্ব প্রার্থনা।

(শ্রীমতী ....)

১।

যবন তনয় হ'য়ে সাধু হরিদাস,
করেন হিন্দুর আচরণ,
দিবানিশি হরিনাম জপেন সতত,
শুনি তাহা করি গরজন,
গৌড়-পতি হোসেন শা' কয়,
"এ ব্যাভার প্রাণে নাহি সয়,
পবিত্র মোস্লেম-কুলে হইয়া বর্দ্ধিত
অবহেলি কোরাণের বাণী,
ঘৃণ্য কাফেরের ধর্ম্ম করিল গ্রহণ
শাস্তি তা'রে দিতে হ'বে আনি।"

২।

ছুটিল রাজাজ্ঞা লভি রাজ-ভৃত্য দল
প্রবেশিল সাধুর আবাসে,
জানাইয়া রাজাদেশ ত্বরা করি তাঁরে
নিয়ে গেল গৌড়-পতি পাশে।
সৌম্য মূর্ত্তি প্রসন্ন আনন
পশিলেন নৃপতি ভবন
ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হরিদাস মত্ত হরিনামে
আর কিছু নাহি যেন জ্ঞান,
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেহ হেরি সভাজন
হ'ল সবে বিমোহিত প্রাণ।

৩।

কহিতে পরুষ বাক্য কুণ্ঠিত হৃদয়
কহে নৃপ মধুর বচন
বসাইয়া নিজ পাশে, "সাধু-শ্রেষ্ঠ তুমি
হরিদাস করেছি শ্রবণ।
কিন্তু তব একি ব্যবহার
সত্য ধর্ম্ম আমা সবাকার
গ্রহণ করিয়া মুক্তি লভে যে কাফের
সেই ধর্ম্ম করিয়া লঙ্ঘন,
কাফেরের ঘৃণ্য-ধর্ম্ম শুনি লোক-মুখে
তুমি নাকি করেছ গ্রহণ?

৪।

হাসি মুখে হরিদাস করেন উত্তর
ধর্ম্মে ধর্ম্মে নাহি কিছু ভেদ,
একই সত্য হে নৃপতি! করে যে প্রচার
কি কোরাণ কি-ই বা সে বেদ!
নানা ভাবে এক ভগবান
জীবেরে করেন পরিত্রাণ
যে নামে যাহার রুচি সে-ই তাহা ভজে
কেন তাহে ক্ষুব্ধ তব মন,
মধুময় হরি নামে মুগ্ধ এ পরাণ
সেই নামে করিবে ভজন।"

৫।

রুষিয়া কাজীর দল কহে, "চাহিনাকো
শুনিতে ও হেঁয়ালী বচন

পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে এস পুনরায়
নহে দেহে রবে না জীবন।"
"খণ্ড খণ্ড কর যদি দেহ
টলাইতে পারিবে না কেহ
হরি নাম হ'তে মোরে" কন হরিদাস
"মরণে করি না কিছু ভয়,
মানুষের ভেদ-বুদ্ধি নেহারিয়া শুধু
আজি মোর ব্যথিত হৃদয়।"

৬।

কহিল কাজীর দল "এ ঘৃণ্য কাফেরে
উপযুক্ত শাস্তির বিধান
কয় ওহে গৌড়-পতি নহিলে যে আর
ইস্লামের রহে নাকো মান।"
রাজাদেশ হইল তখন,
"যতক্ষণ না যায় জীবন
ততক্ষণ পথে পথে ঘুরাইয়া এরে
বেত্রাঘাতে করিবে জর্জ্জর"
অমনি ছুটিয়া আসি বাঁধি' হরিদাসে
নিয়ে গেল রাজার কিঙ্কর।

৭।

পথে পথে ঘুরাইয়া রাজভৃত্যদল
হরিদাসে করিছে প্রহার
ভীম বেত্রাঘাতে আহা! ঝরে দেহ হ'তে
অবিরত শোণিতের ধার।
নহে তাহে বিচলিত মন
যুক্ত করে হরিদাস কন,
"এ দীন ভক্তের তব এ প্রার্থনা আজ
রাখ ওগো রাখ ভগবান!
ক্ষমা কর এ অবোধ রাজ-ভৃত্য-দলে
কোরো না এদের অকল্যান।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙ্গালায় শান্তিরক্ষার জন্য নূতন আইন—

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, ইংরেজি বুলিতার আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিলে সেটা এইরূপ দাঁড়ায়—কারিগর কাম করিতে না জানিলে নিজের যন্ত্রের দোষ দেয়। বাঙ্গালা সরকারের অবস্থা হইয়াছে সেইরূপ। বর্ত্তমানে যে সব আইন আছে, তাহার দ্বারা সব সময়ে শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি আবশ্যক—এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সরকার ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ অধিবেশনে যে বিলটি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইনের বলে সরকার, প্রয়োজন বোধ করিলে, কলিকাতা, হাঁওড়া জিলা ও চব্বিশ পরগণা জিলার অবশিষ্টাংশে পুলিশ কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন। ঘোষণার কাল হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার শান্তিরক্ষার জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে দুই বৎসরকাল পর্য্যন্ত দেশান্তরিত করিয়া রাখিতে পারিবেন। তিন মাস কাল পরে, প্রয়োজন হইলে, পুনর্ব্বার ঘোষণা দ্বারা উক্ত আইন প্রযুক্ত হইবে। এই বারের কলিকাতার দাঙ্গা হাঙ্গমায় না কি সরকার দেখিয়াছেন যে, পূর্ব্বপ্রচলিত আইন—এমন কি গুণ্ডা-আইনের—সাহায্যেও এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করা যায় না। এবারকার দাঙ্গার সময়ে নাকি এমন কতকগুলি পশ্চিমা লোকের কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল, যাহাদিগকে ঠিক গুণ্ডা বলা যায় না, সুতরাং গুণ্ডা-আইনের জালের মধ্যেও তাহাদিগকে ফেলা যায় না; এই লোকগুলি নাকি বেশ নিশ্চিন্ত মনেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে ঘৃত ঢালিয়া বেড়াইতেছিল। এই শ্রেণীর লোকের অনিষ্টাচরণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ না করিতে পারিলে, শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব—ইহাই সরকারের অভিমত। গুণ্ডা-আইন যখন পাশ হয় তখন আমরা শুনিয়াছিলাম, গুণ্ডার উপদ্রব হইতে এবার কলিকাতা বাঁচিবে। এই আইনের ফলে কলিকাতার অধিবাসীদের ধনপ্রাণ কি পরিমাণে নিরাপদ হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। নূতন আইনের ফলে দাঙ্গা হাঙ্গমা কতটা বন্ধ হয়—তাহাই এখন দেখিতে বাকী। গত দাঙ্গা হাঙ্গমার প্রথম ভাগে সরকারের নিশ্চেষ্টতা এবং পরে শান্তিরক্ষায় অক্ষমতার কলঙ্ক মোচনের জন্য এখন যে নূতন আইনটি হইল, তাহার অপব্যবহার না হইলেই মঙ্গল! সদ্ব্যবহার কি পরিমাণে হইবে, ১৯২১—২২ সালে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা, ক্রিমিন্যাল্ য্যামেণ্ডমেণ্ট য়্যাক্ট এবং পরে অডিন্যান্স আইনের প্রয়োগেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল যুবক সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবার কায করিয়াছিল—তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধতা সরকারের "কৃপা-কটাক্ষ" আকর্ষণ করিয়াছে কি না, কে বলিতে পারে? বর্দ্ধমানে বন্যার সময়ে আর্ত্তের সেবায় যে সব যুবক আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাদের পুরস্কারের কথা যে দেশবাসী এখনও ভুলিতে পারে নাই।

আইনের সদ্ব্যবহার—

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, সরকার বলিয়াছিলেন, ইঁহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ইঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইল। তারপর অনিলবাবুর মুক্তির প্রাক্কালে ষ্টিফেনসন সাহেব তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন (পরে এই

উক্তির যে ব্যখ্যাই দেওয়া হউক না কেন) সেই কথা অতি বিশ্বাসীর মনেও অবিশ্বাসের ছায়া পাত করিয়াছিল। "ইংলিশম্যানের" বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমায় সুভাষ বাবুর জয়, ইঁহার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগের ভিত্তি-টাকে যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছিল, তাহাও সরকার সামলাইয়া লইতে পারেন নাই। সরকারের দুরদৃষ্ট, ঠিক এই সময়েই "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা জোন্সসাহেব লিখিত একখানা পত্রের নকল প্রকাশ করিয়া অবস্থাটা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পত্রখানা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, সরকারের সত্যানুরাগ কত গভীর! পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, মাল্ডেনীসাহেব এই সত্যানু-রাগের পরিচয় আমাদের কিছু কিছু দিয়াছিলেন। "ইংলিশম্যানের" বিরুদ্ধে সুভাষবাবু যখন মোকদ্দমা রুজু করেন, বিলাতে তদ্বীরের ভার পড়িয়াছিল মিঃ জোন্সের উপর। তদ্বীরের ফলাফল মিঃ জোন্স "ষ্টেট্‌সম্যানের" স্বত্বাধিকারী হাইটসাহেবকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রখানারই নকল "ফরওয়ার্ড" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ জোন্স লিখিতেছেন যে, ভারত-সচিবের আফিসের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট তিনি শুনিয়াছেন, সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা প্রমাণিত করিবার উপযোগী কাগজপত্র সরকারের নিকট নাই; এমন-কি, উক্ত কর্ম্মচারীর ধারণা এই যে, এইরূপ কোন কাগজপত্রের উপর নির্ভর করিয়া সরকার সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন নাই; মৌখিক সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। অথচ ধর পাকড় যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম এবং সরকারপক্ষ হইতেও প্রচার করা হইয়াছে যে, অর্ডিন্যান্স ও ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে যাঁহাদের বন্দী করা হইয়াছিল, তাঁহারা যে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ বহু কাগজ-পত্র সরকারের হস্তগত হইয়াছে। "ফরওয়ার্ড" এই পত্রখানা প্রকাশ করিয়া সরকারের যে মূর্ত্তির সহিত সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়া দিল তাহা নিতান্ত অপরিচিত না হইলেও একটু নূতন ধরণের বটে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সরকারের হইয়া সরকারের লড়াই ফতে করিতে যাইয়া "ইংলিশম্যান"-সম্পাদককে যে এরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছে, সে দোষ তাঁহার নিজের নয়; কারণ ইহার পূর্ব্বে পাঞ্জাব সরকার "পাইওনিয়ার" এবং "ইংলিশম্যান"কে এইরূপ একটা ব্যাপারেই লালা লাজপৎ রায়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। —এ সংবাদও জোন্স-সাহেবের পত্রেই পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সরকার যে বিপৎকালে সুহৃৎকে এইরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিবেন, বেচারী "ইংলিশম্যান!" পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই!!

"সাহসী হও"—

ঢাকা ছাত্র-সম্মেলনীর সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামী ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন—"স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা কর; অলীক ভয় পরিত্যাগ করিয়া, সাহস সঞ্চয় করিতে চেষ্টা কর যেন ভবিষ্যতে উচ্চ অঙ্গের রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগদান করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পার"। তিনি বলিয়াছেন—রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দান করিলে ছাত্রদের কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। †

† † † † † † †

যে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মূলে দেশপ্রীতি এবং যাহার উদ্দেশ্য দেশের হিতসাধন—তাহাতে যোগদান করা যে প্রত্যেক যুবকের পক্ষেই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়, ইউরো-পের সকল দেশের ছাত্রেরাই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। কেবল ইউরোপ কেন, মিশর, জাপান এবং চীনের ছাত্রেরাও তাহা প্রমাণ করিয়াছে; তাহারা দেখাইয়াছে—দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদেরই হাতে। তাহা হইলে কি হয়, ভারত-বর্ষ ত আর চীন বা জার্ম্মাণী নয়—গোস্বামী মহাশয় এ কথাটা ভুলিয়া গেলেন কেন? এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতি বালক ও যুবক ছাত্রদের চিন্তাশক্তিটাকে এমন সুসংবদ্ধ করিয়াছে যে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বা, খুব বেশী হইলে, হাকিমী অবধি পৌঁছাইতে পারে, তাহার অধিক দূরে আর যাইতে পারে না। অবশ্য, বহু শিক্ষক এবং অভিভাবকও ছাত্রদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। সান্‌ইয়াটসেনের অভ্যর্থনায় যোগদান করিতে আপত্তি করা কোনও চীনা ছাত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারেন কি? আমাদের দেশে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানেও বহু স্থানে বহু ছাত্রের যোগদান করিতে ভীষণ আপত্তি দেখা গিয়াছে, পাছে শিক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে—এই ভয়ে। শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগদান করিতে আহ্বান করিয়া লাভ নাই, অতি দুঃখের সহিত হইলেও, এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

স্থানীয় সংবাদ।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান—

মুসলমান সমাজের পক্ষে হিন্দু নেতাগণের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল, তাহা বিনা সর্ত্তে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহার্দ্দের ভাব ফিরিয়া আসিলে, সকলেই সুখী হইবে।

পুরুলিয়া হিন্দুসভা—

পুরুলিয়া সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক বিগত ৮ই মে তারিখে শ্রীযুক্ত ললিত কিশোর মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দু ধর্ম্ম ও জাতির রক্ষা এবং উন্নতিকল্পে এক হিন্দুসভা গঠন

করিয়াছেন। উক্ত সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

শ্রীযুক্ত ললিত কিশোর মিত্র—সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার—সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শালিগ্রাম মাড়োয়ারী, শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত—সাধারণ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত লালমোহন ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অমৃতমোহন সেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র হালদার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৪০ জন সভ্য লইয়া সাধারণ সমিতি গঠিত হইয়াছে। ২৩ জন সভ্য কর্ত্তৃক গঠিত এক কমিটির হাতে অর্থ সংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছে। সাধারণ সমিতির অপরাপর সভ্যগণের মধ্যে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

শ্রী উপেন্দ্র মুচী, শ্রী দাও হাড়ী, শ্রী জয়চন্দ্র ছুতার, শ্রী অক্ষয় কেওট, শ্রী জয়রাম মাহাত, শ্রী মহেশ্বর মাহাত।

হিন্দুসভার তত্ত্বাবধানে সহরের যুবক ও বালকদের ব্যায়াম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ডাকের গোলমাল—

৩১শে বৈশাখ তারিখে আমাদের জনৈক সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়াছেন:—

বামুনী প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামের পোষ্ট আফিস চাণ্ডিলে। বামুনীতে সপ্তাহে দুইবার চিঠি বিলি হয়—সোমবার ও বৃহস্পতি-বার। বামুনীর হাটে প্রায় ৩৫।৪০ খানা গ্রামের লোক চিঠি পত্র লইতে আসে। গত দুই সপ্তাহ পিওন হাটে আসে নাই, সুতরাং এতদঞ্চলের লোক চিঠিপত্র পাইতেছে না এবং পাঠাইতেও পারিতেছে না। তাহাদের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্ফূর্ত্তির ফল—

সদর সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংবাদ দিতেছেন যে, হুটমুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামাকান্ত ওঝা মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ওঝা স্ফূর্ত্তির ফলে তাঁহার চার সীলিণ্ডার হেণ্ডারসন্ মোটর সাইকেল ও সাইড্ কার পাইয়াছেন। কয়েক-জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও টিকেট ক্রেতাগণের সমক্ষে স্ফূর্ত্তি সমাধা হইয়াছিল।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি—

মিউনিসিপ্যালিটির গত অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে বিনা লাইসেন্সে কেহ তামাক প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যত দিন পর্য্যন্ত বিহার সরকার লাইসেন্স ফি-এর উচ্চতম হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেন, তত দিন লাইসেন্সের জন্য কিছু ফি লওয়া হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

মুসলমান নেতাদের বিভিন্ন মত—

মাদ্রাজে মালবার জিলার অন্তর্গত তেলিচারী নামক স্থানে কেরল-মোস্‌লেম-ঐক্য-সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহম্মদ মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল্ ("বোম্বে ক্রনিকলে"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে তাহার ধর্ম্মের জন্য আক্রমণ করা ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে নিষিদ্ধ"। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিঃ পুকার (জনৈক মোপ্‌লা আইন-ব্যবসায়ী) তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে আমার প্রগাঢ় এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝিতে পারিতেছি না, নেতারা কেন লেখনী ও জিহ্বার সাহায্যে উভয় সম্প্রদায়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি"।

মৌলানা মহম্মদ আলি হেজাজ যাত্রা করিবার প্রাক্কালে বলিয়া গিয়াছেন—"হিন্দুরা যদি বুঝিয়া শুনিয়া না চলে, ৭ কোটি মুসলমানই ২১ কোটি হিন্দুকে পরাভূত করিতে পারিবে—একথা যেন তাহারা স্মরণ রাখে।"

ডাঃ কিচ্‌লু সেদিন বলিয়াছেন, আফ্‌গানিস্থান ভারত আক্র-মণ করিলে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিবেন। ইনি আবার স্বধর্ম্মীর বিরুদ্ধে, প্রয়োজন হইলে, যুদ্ধ করিবার কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

উল্লিখিত নেতৃবর্গের মধ্যে প্রকৃত মুসলমান কে বা কাহারা?

লর্ড লিটনের বৃথা চেষ্টা—

কি কি সর্ত্তে মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গীত বাদ্য সহ শোভাযাত্রা করিবার লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে তাহার আলোচনার জন্য লর্ড লিটন গত ১৭ই মে তারিখে লাট প্রসাদে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গের যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুরই মীমাংসা হয় নাই। লাট সাহেব আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া বলেন যে, কলিকাতা নগরে যে রীতি প্রচলিত আছে তাহারই সম্বন্ধে সম্যক্ বিচার করিয়া নেতৃবর্গ যে মীমাংসায় উপস্থিত হইবেন কেবল কলিকাতা নগরেই তাহা প্রযুক্ত হইবে, অন্যত্র নহে। মুসলমান নেতাগণ বলেন—পূর্ব্বে যে প্রথাই প্রচলিত থাকুক, কোন সময়েই মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গান বাজনা করিয়া যাওয়া চলিতে পারে না; কেহ কেহ বলেন যে, কোন দিনই হিন্দুরা কোন মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন অথবা শোভাযাত্রা করিয়া যায় নাই। হিন্দুনেতাগণ এ কথা অস্বীকার করেন; তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে নমাজের সময় কোনও কোনও মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে গান বাজনা বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। তবে কোন সময়েই গীতবাদ্য সহ মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া যাওয়া চলিবে না—এটা অন্যায় জিদের কথা; পূর্ব্বে এরূপ কখনও হয় নাই। উভয় পক্ষের মধ্যে এরূপ মতদ্বৈধ দেখিয়া লাট সাহেব কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সভার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে লাট সাহেব নেতৃবর্গকে বলিয়াছেন যে, যদি অল্প সময়ের মধ্যে উভয় সম্প্রদায় এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করিয়া লইতে না পারেন, তবে অগত্যা সরকারকেই সমস্ত দায়িত্ব লইয়া শোভাযাত্রা করিবার লাইসেন্সের সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন কিন্তু যোগ দেন নাই, কারণ তিনি মনে করেন যে, এই সব সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নিজেদের মধ্যেই মিটাইয়া লওয়া উচিৎ; সরকারের উপর ইহার ভার দেওয়া শুধু লজ্জার কথা নয়, দেশের পক্ষে অহিতকরও বটে।

রেওয়ারী দাঙ্গার মামলা—

রেওয়ারীতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়াছিল,

দিনাতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুলের আদালতে তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। ২০ জন মুসলমানের পাঁচ হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন যে, মুসলমানগণ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই হিন্দুদের আক্রমণ করিয়াছিল। যে একজন মাত্র মুসলমান এই দাঙ্গায় নিহত হয়, মুসলমান দাঙ্গাকারিগণই ভুলে তাহাকে হত্যা করে—ইহাই তাঁহার অভিমত। শেষ কথা তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণের রাস্তার উপরে যে মস্‌জিদ আছে তাহার সম্মুখ দিয়া যে কোনও সময়ে শোভাযাত্রাকারিগণের যাতায়াত করিবার অধিকার আছে; তাহাদের বাদ্য এবং গতি একমাত্র স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। সম্প্রদায় বিশেষের তাহাদের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করিবার ন্যায়সঙ্গত কোনও দাবী থাকিতে পারে না। কোন সম্প্রদায়েরই যথেচ্ছাচার করিবার অধিকার নাই। যথেচ্ছাচারিতার ফলেই দিন দিন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছে, দৃঢ়হস্তে এইরূপ আচরণের প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—

ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে দেব দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস অথবা অপবিত্র করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কোনও কোনও স্থানে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যবিধ জুলুমের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিতে হিন্দুরা সরকারের আশ্রয়ের জন্যই কাঁদাকাটি করিতেছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে মন্দির রক্ষার বা জুলুমের হাত হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

খড়্গপুরে দাঙ্গা—

কয়েকজন মাদ্রাজী হিন্দু সৎকারার্থ একটি শবদেহ লইয়া এক মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল; চিরকালের প্রথা অনুসারে তাহারা বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছিল। মস্‌জিদের নিকটে হঠাৎ কতকগুলি মুসলমান আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে; শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহারা না কি মৃতদেহেরও অপমান করিয়াছিল। সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িলে বহু হিন্দু শ্রমিক আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশও খবর পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা তখন কোন দাঙ্গা হইতে দেয় নাই। পর দিন মস্‌জিদের সম্মুখে জনৈক বাঙ্গালী রুটিওয়ালাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করা হয়। এক মাদ্রাজী হিন্দুর গৃহে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা দুইজন রমণীকে ছোরার আঘাত করে, এবং একটি কাঠের স্তূপে আগুন ধরাইয়া দেয়। এইরূপে অশান্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সোমবার হইতে আরম্ভ হইয়া বুধবার পর্য্যন্ত দাঙ্গা চলিয়াছে—এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কারখানার কায বন্ধ আছে; মিলিটারী পুলিশ এবং সাহেব ভলান্টিয়ারের দল সহর পাহারা দিতেছে। বুধবার পর্য্যন্ত ৭জনের মৃত্যু ও ৩১জনের আঘাতপ্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনী—

কৃষ্ণনগরে গত ২২শে মে তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে যুবক-সম্মেলনীর যে অধিবেশন হইয়াছে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মেলনীতে এবার বহু প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত হইবেন বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছিলেন।

"চরকা অনুপযোগী"—

মাদ্রাজের টিউটিকোরিন তালুক বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, উক্ত বোর্ডের অধীন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে চরকা-কাটা শিক্ষা প্রচলন করিবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণকন্যা। স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্‌ মহাশয় এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছেন; কারণ তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মণকন্যাগণের পক্ষে চরকা আদৌ উপযোগী নয়। তিনি বোর্ডকে জানাইয়াছেন যে, বোর্ডের টাকা এইরূপে অপব্যয় না করিয়া সূচীকর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় করিলে মেয়েদের উপকার হইবে। ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্‌ মহাশয় শ্বেতাঙ্গ না কৃষ্ণাঙ্গ—এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

ইংলণ্ডে ধর্ম্মঘটের জের—

খনির শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের এখনও কিছু মিট্‌মাট হয় নাই। রেলওয়ের শ্রমিকেরা কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অন্যান্য প্রায় সকল শ্রেণীর শ্রমিকেরাই ধীরে ধীরে কার্য্যে যোগদান করিতেছে। স্বেচ্ছাসেবক এবং স্পেশ্যাল্‌ কনেষ্টবলগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারী ও অন্যান্য শ্রমিকদের এই কয়দিনের ধর্ম্মঘটের ফলে মোট লোকসান হইয়াছে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ড। ধর্ম্মঘট না হইলে মজুরীহিসাবে এই টাকাটা তাহারা পাইত।

পোল্যাণ্ডে বিপ্লব—

পোল্যাণ্ডে অন্তর্বিপ্লবের ফলে শাসনভার হস্তান্তরিত হইয়াছে। কামান, বন্দুকের সাহায্যে যথারীতি রক্তনদী বহাইয়া বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে বিপ্লবের চেষ্টা—

জার্ম্মাণীতে গণতান্ত্রিক শাসন-প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। এই ষড়যন্ত্রে জার্ম্মাণীর বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি লিপ্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দান—

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে নাটক খানি রচনা করিয়াছেন, তাহার আয় মৃত বীর চন্দ্রকান্তের পরিবারের সাহায্যের জন্য তিনি দান করিবেন। প্রবাসী-সম্পাদক নাটক খানা ছাপাইবার ভার লইয়াছেন এবং শিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে ইহার জন্য চিত্রাঙ্কন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বীরের সম্মান করিয়া কবির মতই কাজ করিয়াছেন।

আগামী ১৭ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শ সংখ্যায়) "মুক্তি"র অর্দ্ধবৎসর সমাপ্ত হইবে। যাঁহারা প্রথম সংখ্যা হইতে ছয়মাসের জন্য গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত থাকিতে ইচ্ছা না করিলে, তাহা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। নচেৎ ২৫শ সংখ্যা ভিঃ, পিতে পাঠান হইবে।

ম্যানেজার, "মুক্তি"।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিকেরস্‌ হাইড্রক্সাইড অব্‌ বিস্‌মাথ্‌।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের অ্যাফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুলমো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্‌ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্‌ (Europhile) —ইউরিক্‌ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade
টেলিফোন নং :— ৬১৬ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ !

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্‌, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্‌, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্‌ কেস্‌, এটেচি কেস্‌, ড্রেসিং কেস্‌, লেডিজ ফিটিং কেস্‌, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্‌, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্‌ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্‌ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী, তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্‌, হ্যারিসেন রোড্‌।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্‌ মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for
Dindayal Pharmacy.

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, কটকী, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর।

এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৴১০ দুই পয়সা মাত্র

	সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক	১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক ,,	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক ,,	৩৲	৪৲
মাসিক ,,	১।০	১॥০

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭।১।১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

অগ্নি পরীক্ষা

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ৩১শে মে ১৯২৬ | ২৪শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—৷৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮৷১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ৷৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী ঃ
৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

দেশবন্ধু প্রেস ঃ

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।
৩৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম, বি, (হোমিওঃ)

ঔষধ ব্রহ্মচারী সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্ত, পারদ দুষ্ট, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, হাঁপানী ও কাশ, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, অম্লশূল, শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করা হয়। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ রিপ্লাইকার্ড লিখিলে সমুদয় অবগত হইবেন।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)

অবধৌতিক রসায়ন।

মহাপুরুষগণের কিরূপ অলৌকিক শক্তি একবার পরীক্ষা করুন। এই মহামৃত পান করিলে ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, স্বপ্নবিকার, শুক্রতারল্য, স্মরণশক্তি হ্রাস, ধারণ শক্তির অভাব, প্রমেহ, হস্তমৈথুন, স্পার্মাটোরিয়া ইত্যাদি সমূলে ধ্বংস হয়। ইহা যুবকের সম্বল ও বৃদ্ধের একমাত্র ভরসা স্থল। যাঁহারা অনাচার বশতঃ অকালে শক্তিহীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন দান করিবে। এক মাসের উপযুক্ত একশিশি ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রত্যেক **অবধৌতিক লবণ** ঘরে ঘরে রাখুন অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পেটফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, অরুচি, বদহজম প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ইহা সেবন করুন কিছুক্ষণ পরেই ক্ষুধায় অস্থির হইবেন।

মূল্য একশিশি ৷৵০ নমুনা শিশি ৵০ ডাক মাশুলাদি পৃথক্।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল ভেণ্ডারী উকীল মহাশয়ের বাটী,
মুনসেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, ফ্লানেল, গামছা, বিছানার চাদর মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একত্রে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এক টাকায় ২৩৪ দফা উপহার।

দাঁতের মাজন বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ব্লু ব্লাক কালির টাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, ফটোছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল্ক থাণ্ডি ১টী, বোতাম ২টী, নস্যপুরিয়া ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টর রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত টাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অত্যুৎকৃষ্ট ও মজবুত ১ দমে ৩০ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টা চাবিশূন্য রিষ্ট ওয়াচ ও ১টা ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুখেশলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার

স্বদেশী—

আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় ওজ। দেখিতে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বেনারসী ইত্যাদি শুভকার্য্যে অনেক ব্যয় করিতে হইবে না। কলা খালে হাত দিয়া কপাল ভাঙ্গিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার জরির কাজ কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃণ ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।

লুচি তরকারী ... ... ৷৶০ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়

"মুক্তি"

"সেই ধন্য নর কুলে
লোকে যাঁরে নাহি ভুলে।
মনের মন্দিরে সদা,
সেবে সর্ব্বজন॥"
—মাইকেল মধুসূদন

সন ১৩৩৩ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

অগ্নি পরীক্ষা

সোনাতে ও ভেজাল থাকিলে অগ্নিপরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। নেতৃত্বের গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকিলেও যাঁহার ভিতরে যতটুকু গলদ আছে জনমতের আগুনে দগ্ধ হইলেই তাহা প্রকাশিত হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর বরিশালের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের অদৃষ্টেও ঠিক তাহাই ঘটিল। যে কোন বিষয়ে হউক ব্যক্তিগত অভিমত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু সাধারণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিবার সময় সত্যানুরাগ জনিত সরলতা ও নির্ভীকতা যে পরিমাণে দরকার বিচারপ্রসূত সংযম এবং উদারতাও সেই পরিমাণে আবশ্যক। সংযমের অভাবে বিশৃঙ্খল ও অসঙ্গত বাক্য দ্বারা যে কিরূপ অনর্থপাত হয় দুষ্ট সরস্বতীর প্রভাবে অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর সভাপতিরূপে বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল যে বিকৃত রুচি ও অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিতান্তই তাঁহার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতের মিল নাই তাঁহাদের কর্ম্মপন্থার সমালোচনা করা এক কথা, আর তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া অভদ্রোচিত ভাষায় তাহাদিগকে গালাগালি করা অন্য কথা। সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অনাবশ্যক দায়িত্বহীন কথার অবতারণা করিয়া শাসমল মহাশয় নিজেই যে শুধু সাধারণের নিকট হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন তাহা নহে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের যে অবমাননা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই গর্হিত। অসহযোগ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন পুনরায় ব্যারিষ্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন তখন সাধারণের নিকট অসহযোগ নীতির প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিয়া তিনি দেশের যতটা ক্ষতি করিয়াছিলেন বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুঃসময়ে অসংযত ভাষায় তাঁহারই সহকর্ম্মীদিগকে সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন করিবার চেষ্টা করিয়া তদপেক্ষাও গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই অবিবেচনার ফলে বাঙ্গালার রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবার একটা নূতন দলাদলির সৃষ্টি হইল এবং সাধারণের নিকট রাষ্ট্রীয় সভা সমিতিগুলি অভিমান ও দম্ভ প্রকাশ করিবার আড্ডারূপে প্রতিপন্ন হইল। তবে ইহাদ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা শিক্ষা লাভও না হইয়াছে তাহা নয়। কিছু দিন যাবৎ কংগ্রেসের কর্ম্মিবৃন্দের মনে এক একটি বিশিষ্ট দলের নায়কের যথেচ্ছ ব্যবহার বিচারশূন্যভাবে সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছিল। দল পাছে দুর্ব্বল হয় এই আশঙ্কায় অনেক সময় স্বভাবতঃ সত্যনিষ্ঠ বহু কর্ম্মী সত্যকে অপলাপ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। দেশের কল্যাণ সাধন অপেক্ষাও স্বদলের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি বজায় করাই যেন শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইতেছিল। তাহার ফলে দলপতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মিগণও সাধারণের নিকট অবজ্ঞাত হইতেছিল। ধর্ম্মজগতে অন্ধ অনুসরণ দ্বারা শিষ্যগণ যে গুরুকে অবতার করে বানাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহাকে আত্মচিন্তা করিয়া নিজের দোষ লক্ষ্য করিবার অবসর দেয় না, রাষ্ট্র ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ বহুস্থলে সাধারণ কর্ম্মিগণ তাঁহাদের দলপতিকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়া বিচারপূর্ব্বক নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ দেয় না—পুষ্পমাল্য ও প্রশংসাবাক্যের স্তূপের মধ্যে তাহার ত্যাগ ও প্রেম ডুবিয়া যায়, শুধু দম্ভ ও আত্মাভিমান জাগিয়া থাকে। তাহার ফলে দলপতিরও পতন হয় এবং তৎসঙ্গে অনুচরগণের মনেও নৈরাশ্য আসে। শ্রীযুক্ত শাসমলের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ মেদিনীপুরের বহু একনিষ্ঠ কর্ম্মীরও মনে যে এই ভাব আসিবে তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু স্বদেশসেবী প্রত্যেক কর্ম্মীকেই ভাবিয়া দেখা উচিত যে কার্য্যের শৃঙ্খলার নিমিত্ত দলপতিকে অনুসরণ করা যেরূপ কর্ত্তব্য দলপতির ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য। অন্তর্নিহিত ভাবে অলক্ষিতে দাসমনোবৃত্তি আমাদের ভিতর ক্রিয়া করে বলিয়াই আমরা এই অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হই। যাহা হউক কৃষ্ণনগরের এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সকলেই এই সহজ সত্যটা বুঝিতে পারিয়াছে যে অতঃপর নেতৃবর্গের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করিয়া উহাদিগকে আক্কেলের ঠিকাদার করিলে চলিবেনা, কোন অবস্থাতেই নিজেদের বিবেকবুদ্ধি পরের নিকট বিক্রয় করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। এক সময়ে কেহ কিছু ত্যাগের পরিচয় দিয়া অথবা চমকপ্রদ একটা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার পরবর্ত্তী ব্যবহার ও কার্য্যকলাপের কথা না ভাবিয়া তাহাকে মাথায় তুলিয়া ধরিলে যে বিপদ হয় তাহাও

সকলেই উপলব্ধি করিয়াছে। জনমতের অগ্নি পরীক্ষায় আখেরে উত্তীর্ণ হওয়া যে খুব সহজ নয় নেতৃবর্গও বোধ হয় শ্রীযুক্ত শাসমলের পতনে তাহা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অভিমান, অসহিষ্ণুতা, ভোগলিপ্সা কিছুই বিসর্জ্জন দিবনা অথচ জননায়ক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিব এইরূপ দুরাকাঙ্খা সকলেরই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কংগ্রেসেই হউক, হিন্দুসভায়ই হউক, আর তাঞ্জিমেই হউক নেতৃত্ব করিতে হইলে একনিষ্ঠ সেবক হওয়া দরকার। শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহ নিজেকে প্রত্যেক খালসা সৈনিকের সেবক বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই প্রকৃত নেতৃত্বের আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর যুগে আর যাহাই হউক না কেন কথার মূল্য শুধু বাক্য বিন্যাসের কৌশলের উপর নির্ভর করিবেনা, ত্যাগমূলক অনুষ্ঠান দ্বারা বক্তা যতক্ষণ তাহার সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতে না পারিবেন ততক্ষণ কেহই তাহা গ্রহণ করিবে না। শ্রীযুক্ত শাসমল মহাশয় তাহার শিক্ষামূলক বিপ্লববাদ প্রচার করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ মেদিনীপুর জেলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলির অর্থাভাব দূর করিতে যদি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন তাহা হইলেও তাহার কতকটা মূল্য থাকিত। মহাত্মা গান্ধী আসিয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন, আর তিনি ব্যারিষ্টারী করিতে করিতে যদি কোন সময় অবসর পান তাহা হইলে সেই টাকা দিয়া কি উপায়ে তাহার বিপ্লববাদ পরিপুষ্ট হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ফলোপধায়ক না হইলেও কৌতুকপ্রদই বটে। পূর্ব্বে যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র বলে স্বাধীনতা লাভ করিবার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং তদুদ্দেশ্যে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছিল তাহারা এখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের সদস্য হইয়া কংগ্রেস কমিটি পরিচালন করিবার যদি অযোগ্য হয় তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভে প্রকাশ্যতঃ অবিশ্বাসী শাসমল মহাশয়কেও ত কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে হয়। সম্মেলনীর সভাপতির মুখে এইরূপ অসঙ্গত প্রলাপ কেহই আশা করে নাই, তাই বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যাহা কোন দিন ঘটে নাই তাহাই ঘটিয়া বসিল—সভাপতির অনুচিত আবদার রক্ষা অসম্ভব হইল, ফলে সদল বলে তাহাকে সম্মেলনী পরিত্যাগ করিতে হইল।

জনমতের অগ্নি পরীক্ষায় নেতৃত্ব শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সিরাজগঞ্জে যে রফানামা (প্যাক্ট) ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহা ও পরিত্যক্ত হওয়াতে বিধান শুদ্ধিও সুসম্পন্ন হইল গুরুশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র শুদ্ধি ও আচরিত হইল। সাম্প্রদায়িক ভোগাধিকার বাদের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তার ত্যাগমূলক উন্নত আদর্শের সম্মুখে তাহা যে বেশীদিন স্থায়ী হইবেনা ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করা উচিত ছিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণ হইয়াছে। অতঃপর কোন হিন্দুই মনে করিবেনা যে কাউন্সিলে ভোটাধিকারের বলই একমাত্র স্বরাজলাভ করিবার উপায়, আবার কোন মুসলমানই ভাবিবেনা যে সাম্প্রদায়িক ভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টার নাম ই দেশহিতৈষণা। ফলতঃ বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব কিছু পরিমানে প্রশমিত হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অধিকার লাভের আদর্শ ন্যায় ও যুক্তির বিরোধী। চাকরীর ভাগাভাগি বাস্তবিক পক্ষে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য নহে, দেশবাসীদের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার অধিকার লাভ করাই একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুই হউক মুসলমানই হউক জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিবার অধিকার একমাত্র তাহারই হইবে যাহার মনে পরার্থপরতার ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং জনহিতকর কার্য্যই যাহার জীবনের সম্বল হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এখন যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহারা কিছুদিন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করিলেও কালে যখন বুঝিতে পারিবে যে আমলাতন্ত্রের শোষণ নীতির সহায়তা করিয়া শুধু হিন্দুই নয় মুসলমান কৃষক এবং শ্রমজীবীগণও দারিদ্র্যের কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছেনা তখন অভিজ্ঞানমূলক জ্ঞানোদয়ের প্রভাব কোন সাম্প্রদায়িক অধিকারের কথা না তুলিয়াই স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করিবে। সেই সময়ই সত্যিকার মিলন আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক যুগেই সমগ্রজগতে এক এক রকমের এক একটা ভাবের প্রবাহ আসে। বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য ভাবের সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার একটা প্রবাহ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার ফলেই হিন্দুর মনে বদ্ধমূল-সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অস্পৃশ্যতা দোষ নিবারণের ইচ্ছা স্ফুরিত হইতেছে এবং আত্মশুদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তুরস্কের ভাবপরিবর্ত্তনে এবং আহম্মদিয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট দলের সংস্কার চেষ্টায় ঐ ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। বদ্ধমূল সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতে কতকটা সময় লাগে কিন্তু কালের মহিমায় বন্যার মত ভাবের প্রবাহ আসিলে শত শত বৎসরের অনুর্ব্বর হৃদয় ও জ্ঞানের বীজ ধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। মানুষের জ্ঞানলাভে চিরন্তন অক্ষমতা কল্পনা করিতে হইলে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানেই অবিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বুদ্ধি বা ন্যায়ের উপর সাময়িক অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন অসম্ভব এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়। সত্য আজ হউক কাল হউক দুদিন পরে হউক মানবহৃদয়ে জয় লাভ করিবেই। চাই শুধু ভগবদিচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া, অমঙ্গলের ভিতর মঙ্গলেচ্ছার

সন্ধান করিয়া, একনিষ্ঠ সাধনা, প্রাণ মন সমর্পন করিয়া সত্য ও ন্যায়ের উপাসনা এবং কষ্টসহিষ্ণুতার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া খাঁটি সোনার মত হৃদয়টিকে প্রস্তুত করা। ভোগাধিকার মূলক প্যাক্টের ও প্রয়োজন নাই, জাতীয়তার আহ্বানে আসিতে ইচ্ছুক কাহারও প্রত্যাখ্যানের ও প্রয়োজন নাই। অনন্যচিত্তে প্রকৃত জাতীয়তার ভাবে দেশকে গড়িয়া তুলিবার ইহাই মূল সূত্র।

পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা

[শ্রীঅনিলবরণ রায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রামের লোকের স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই, অন্ন নাই। ভাল করিয়া না খাইতে পাইয়া লোকের জীবনীশক্তি অত্যধিকভাবে কমিয়া গিয়াছে। গ্রামে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক। মায়েরা যখন গর্ভে সন্তান ধরেন—তখন তাঁহারা নানারূপ রোগে এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়েন যে পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকালে প্রসব হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই শিশু অথবা শিশুজননী উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে শিশুগুলির জীবন রক্ষা হয় সেগুলিও নানারূপ রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। একদিকে গ্রামবাসীর জীবনী শক্তি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, অন্যদিকে গ্রামের দুরবস্থার জন্য রোগের বীজ অত্যধিক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয়। পুকুর, খাল, বিল আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। স্নান, পান প্রভৃতির জন্য লোকে যে বিষাক্ত জল ব্যবহার করে তাহাতে সুন্দর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিরও শরীর দুইদিনে ভাঙ্গিয়া পড়ে। লোকের স্বাস্থ্য নাই, বল নাই, উদ্যম নাই, ফলে ধানের উৎপাদন খুব কমিয়া গিয়াছে এবং অন্নাভাব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই—শিক্ষার ব্যবস্থা কেমন করিয়া হয়? এই vicious circle বা বিষচক্রে পড়িয়া বাংলার প্রাণ পল্লীগুলি উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু, আমরা বলি এসব উপসর্গ, মূলরোগ এখানে নয়। গ্রামের অবস্থা যতই খারাপ হউক, এখনও গ্রামে গ্রামে যে মানুষ আছে, যে অর্থ আছে, যে শিক্ষা আছে, জ্ঞান আছে—সে সব যদি গ্রামের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হয় তাহা হইলে এখনই গ্রামের চেহারা ফিরিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেছে না কেন? হইতেছে না—কারণ আমরা জীবনের মুল সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুস্থ, শুদ্ধ, আনন্দময় জীবনের গূঢ় রহস্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। গীতায় আছে, প্রজাপতি যখন প্রজার সৃষ্টি করিলেন সেই সঙ্গে যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া দিয়া বলিলেন—"অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্"—"এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর; ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবে।" যতদিন ভারতে যজ্ঞ ছিল, মানুষের সহিত দেবগণের আদান প্রদান ছিল, ততদিন ভারতে প্রজা সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যেদিন আমরা যজ্ঞ ছাড়িয়াছি, সেইদিন হইতে আমাদের লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে। যজ্ঞের অর্থ কি? যজ্ঞ কি? আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য কর্ম্ম না করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিব, এতদিন দেশের শক্তি, জগতের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে, আমাদের বাঞ্ছিত ভোগ প্রদান করিবে—ইহাই যজ্ঞের মর্ম্ম।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬

এইরূপে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম না করিয়া যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য, স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করে সে পাপী, তাহার জীবন ব্যর্থ। আজ ভারতবাসী যজ্ঞহীন, তাই তাহার জীবন ব্যর্থ। গ্রামে গ্রামে দেখি সকলেই আপন আপন স্বার্থচিন্তা লইয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত—"আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া, ঘুরে মরি পথে পথে"। এইরূপে মানুষ স্বার্থচিন্তায় ডুবিয়া থাকিলে, স্বার্থও হয় না, পরমার্থও হয় না। পুরাকালে লোকের অর্থ হইলে তাঁহারা সাধারণের উপকারের জন্য বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন, দেবালয় স্থাপন করিতেন, রাস্তা ঘাট তৈয়ারী করিতেন, এই সব করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, ভগবানের প্রসাদ মনে করিয়া তাহাই মাথায় তুলিয়া লইতেন। এইরূপে তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতেন, অমৃতের অধিকারী হইতেন, স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী হইতেন। আজ কাল আমরা যজ্ঞ ভুলিয়াছি, স্বার্থকেই জীবনের সার বুঝিয়াছি—দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর হরণ করিতেছি, সাধারণের রাস্তা কাটিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকাইয়া লইতেছি, নিজেদের সাময়িক স্বার্থের ক্ষতি করিতে চাই না বলিয়া, পুকুর, খাল, বিল আবর্জ্জনায় পূর্ণ রাখিয়া গ্রামবাসীর জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছি। আবার আমাদিগকে যজ্ঞের মর্ম্ম শিখিতে হইবে, ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিবার কৌশল শিখিতে, হইবে ধর্ম্মকে ধরিতে হইতে—নতুবা অজস্র অর্থ ঢালিলেও আমরা একখানি গ্রামেরও প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারিব না।

——"আত্মশক্তি"

বেদনার সুর।

(শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়)

আশায় আশায় চল্‌ছি ভেসে
সাধ মিটেনা—তবু ভেসে যাই;
আশার জিনিষ রয় সুদূরে
অনেক দূরে, তবু ফিরে চাই।
যে বেদনার লক্ষ রেখা চোখের আগে,
অভিমানের সুর ধরিয়ে নিতুই জাগে,
নির্য্যাতনের মূর্ত্ত ছবি কোথায় লাগে?
জাগ্‌ছে সেত চোখের আগে।

ভাই ভগিনীর দুঃখ দেখে
বুক ফেটে যায়—তবু ফিরে চাই;
মুক্তি আশায় পাগল পরাণ
কতদূরে চায়—কুলত না পাই।
একটা দু'টা নেহাৎ ছোট কাজের লাগি',
'কেন রে ওরে অমন করে ভিক্ষা মাগি'
নিখুৎ খাঁটা পরানটারে করছি দাগী,
ভাবলে তাহা ঝরছে আঁখী।

নির্য্যাতনের ঝঞ্ঝা দোলায়—
চলছি ভেসে—কুলত না পাই
আশায় আশায় বুক বাঁধিয়া
দূর সুদূরে তবু ফিরে চাই।
যে অপমান জাগছে নিতি দাবীর কাজে,
তুচ্ছ ছুতায় রক্ত দেখি তাহার মাঝে,
দাবীর দাবী করবে মানুষ কোথায় আছে?
মুক্তি পেলেই পরান বাঁচে।

তুলিন যুবক সমিতি

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয়ের সভাপতিত্বে যুবক-সমিতির এক অধিবেশন হয়। সেই সভায় সমিতির প্রথম হইতে কার্য্যতালিকা অতি সংক্ষেপে বলা হয়।

আমাদের সংক্ষিপ্ত কার্য্যতালিকা—

সন ১৩৩২ সালের ১৫ই চৈত্র মানভূম জিলার অক্লান্ত-কর্ম্মী, মুক্তি সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত গ্রামে আগমন করেন। এবং তাঁহারই চেষ্টায় সমিতির জন্ম হয়। কিন্তু প্রকৃতিদেবী এই চপলমতি যুবকগণের মন নিষ্ঠা ও সত্যে পূর্ণ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্যই সভাকালীন তাঁহার ভীষণ প্রতাপ চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া সে দিবসের কার্য্য বন্ধ করেন। পরদিবসই কিন্তু এই সমিতির মহাড়ম্বরে নামকরণ হইয়া গেল এবং ৪০ জন তরুণ এই দুগ্ধপোষ্য বালককে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন। আজ এই কয়দিনের মধ্যে সমিতির সেবক ৬৪ জন এবং এই গ্রাম ও অপর গ্রামবাসী ও তাহার সাহায্যকারী।

চারিজন মাত্র ছাত্র লইয়া ১৮ই চৈত্র প্রথম নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভগবৎ কৃপায় ইহাও উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। উপস্থিত নিয়মিত ছাত্রসংখ্যা প্রায় ত্রিশ। কেবল পুস্তকের বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হয় না! উপরন্তু এই মনগুলি যাহাতে আরও উপরে উঠিয়া নানারূপে সুখে বিচরণ করিতে পারে সমিতি তাহারও উপায় বিধান করিয়া থাকেন।

সমিতির দ্বিতীয় প্রধান কাজ "রবিবাসরিক বিদ্যালয়। ২১শে চৈত্র ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। প্রতি রবিবার প্রাতে গ্রামের বালকবালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এ যাবৎ এই বিদ্যালয়ে "ধ্রুব চরিত্র", "ভক্তি", "প্রাহ্লাদ চরিত্র", "বাবা নানক" "খদ্দরের উপকারিতা", "আমাদের দেশ" প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় কাজ—জল দান। এস্থানের হাটে জল পাওয়া দুষ্কর ও ব্যয়সাধ্য বিবেচনা করিয়া সমিতি প্রতি হাটেই জল, ছোলা, গুড় প্রভৃতি দান করিতেছেন।

চতুর্থ কাজ—মোকদ্দমা বিচার। এ যাবৎ ৮টী মোকদ্দমা সমিতির নিকট আসিয়াছে। অনেক ঝালিদা গ্রামবাসীও সমিতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই সবের বিচার কোর্টে হইয়া বাদী প্রতিবাদীর বহু অর্থ নষ্ট হইয়াছে। একটা (বাদী আশ পরিবার, প্রতিবাদী শ্রীযুক্ত হারনারায়ণ সেন) ব্যতীত সকলেই সুচারুরূপে সমিতি মীমাংসা করিয়াছেন।

পঞ্চম—জুয়া খেলা। স্থানীয় হাটে জুয়া খেলা বন্ধ করা হইতেছে।

ষষ্ঠ—সেবা। সমিতি নানা ভাবে পীড়িতগণের সেবা করিয়া থাকেন।

সপ্তম—মদ্যপান নিবারণ। সমিতির চেষ্টায় ক্রমে মদ্যপান কম হইতেছে।

অষ্টম—খদ্দর প্রচার। এ স্থানে অনেকেই খদ্দরের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন।

নবম—দলাদলি মিট। গ্রামের যে দুইটী দল ছিল তাহাও সমিতির চেষ্টায় উঠিয়া গিয়াছে।

আর এক প্রধান কাজ—জাতীয় সপ্তাহ। সমিতি ৩০শে চৈত্র এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। বহু গণ্যমান লোকও সভায় উপস্থিত ছিলেন। "জাতীয় সপ্তাহ কি", "দেশের অবস্থা," "খদ্দরের কথা", "মদের অপকারিতা", প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকেই বক্তৃতা করেন।

৫ই ৬ই জ্যৈষ্ঠ সমিতির সাহায্যার্থ সমিতি ভিক্ষায় বহির্গত হন। অতি দরিদ্র, মদ্যপায়ী ও স্ত্রীলোকগণও যথাসাধ্য দান করিয়া সমিতিকে প্রায় ৫৫৲ টাকা সাহায্য করেন।

মাতৃসেবক বীর যতীন্দ্র নাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত ঘোষের স্মৃতিভাণ্ডারে সমিতি ৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডু
সম্পাদক

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনীর অধিবেশন শেষ হইয়াছে। "শেষ হইয়াছে" বলিলে প্রকৃত অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না, কারণ কেহ কেহ বলিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মেলনীর অধিবেশন একদিনই হইয়াছিল; দ্বিতীয় দিন যাহা হইয়াছিল সেটাকে সম্মেলনীর অধিবেশন বলা যায় না, কয়েকজন প্রতিনিধি সমবেত হইয়া এক সভা করিয়াছিলেন মাত্র। অপর পক্ষ বলিতেছেন, দ্বিতীয় দিনের সভা যে সম্মেলনীরই অধিবেশন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সাধারণ লোকে এই সব শুনিয়া হয়ত মহা ফাঁপরে পড়িবেন, ভাবিবেন—ব্যাপারটা কি? তাই ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল। সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের লিখিত অভিভাষণে এক শ্রেণীর কংগ্রেস-কর্ম্মীর সম্বন্ধে অন্যায় রকমের মন্তব্য করা হইয়াছিল। গণ্ডগোলের সূত্রপাত ইহা লইয়াই। সম্মেলনার অধিবেশনের প্রাক্কালে উক্ত মন্তব্যের বিষয় অবগত হইয়া অধিকাংশ প্রতিনিধিই অতিশয় ক্ষুব্ধ হন। তাঁহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়া সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠকালে অভিভাষণের আপত্তিজনক অংশের খানিকটা বাদ দিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু প্রতিনিধিগণ যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের আচরণেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। ঠিক এই সময়ে—"প্রত্যাহার করুন", "ক্ষমা প্রার্থনা করুন" প্রভৃতি রবে সভাগৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল। সভাপতি মহাশয় প্রতিনিধিগণের এই প্রতিবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর চেষ্টায় সভার কোলাহল বন্ধ হইলে, শ্রীমতী নাইডু উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের অনুমতি লইয়া, তাঁহাদেরই পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে পুনরায় সভায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনে সভামণ্ডপ জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। তখন সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ শেষ করিলেন। এই ভাবে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হইল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের এ কি আচরণ? প্রথমে সভাপতিকে লাঞ্ছিত করিয়া পরে আবার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিবার অর্থ কি?" ব্যাপারটা এই—শ্রীমতী নাইডু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, লিখিত অভিভাষণে যাহাই থাকুক, সভাপতি মহাশয় অভিভাষণের আপত্তিজনক অংশ প্রত্যাহার করিয়াছেন; অধিকন্তু তিনি যখন ইহা পাঠ করেন নাই, তখন ধরিয়া লওয়া উচিত—তাঁহার ব্যক্তিগত মত যাহাই হউক না কেন, প্রতিনিধিবর্গের ইচ্ছাই তিনি মাথায় করিয়া লইয়াছেন। কংগ্রেসের সভানেত্রীর মধ্যস্থতাই প্রতিনিধিগণের পরবর্ত্তী আচরণের একমাত্র কারণ।

• • • • • • • •

ঝড় থামল, কিন্তু আকাশে তখনও মেঘ ছিল। পর দিন একটা হেস্ত নেস্ত হইয়া গেল। বিষয় নির্ব্বাচনী সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে প্যাক্ট সম্বন্ধীয় স্বরাজী প্রস্তাবটা কোন রকমে পাশ করা না হইয়া বাধ্য সে দিনকার মত স্থগিত রইল। পর দিন আবার অধিবেশন আরম্ভ হইল। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখাই ভাল; বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় প্যাক্ট নাকচ করিবার প্রস্তাব সভাপতির "কাষ্টিং" ভোটের সাহায্যে প্রত্যাহৃত হইলেও স্বরাজ্য দলের নেতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হাওয়া কোন্ দিকে ফিরিতেছে। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার একটা পথ তাঁহারা খুঁজিতেছিলেন। ভগবান্ সে পথের সন্ধান তাঁহাদের দিলেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া এই আকারে গৃহীত হইল—সম্মেলনী সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের যে অংশে বিশেষ এক শ্রেণীর কংগ্রেস-কর্ম্মীর উপরে অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করিয়া সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ করিতেছে। প্রস্তাব গৃহীত হইলে শ্রীযুক্ত শাসমল বলিলেন, সম্মেলনীর যখন আমার উপরে আস্থা নাই, তখন সভাপতির পদত্যাগ করাই আমার কর্ত্তব্য; সুতরাং আমি সভাপতির পদত্যাগ করিলাম, আপনারা অন্য সভাপতি নির্ব্বাচন করুন। এই বলিয়া তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। দুই একজন প্রতিনিধি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং শ্রীমতী নাইডুর নিকট অভিভাষণের এই অংশ প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জবাব দেন যে, শ্রীমতী নাইডুকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি তিনি দেন নাই। শ্রীমতী নাইডু এই কথার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু ফল কিছু হইল না।

• • • • • •

শুনিতে পাওয়া গেল পরদিন সম্মেলনীর অধিবেশন আর হইবে না। তাহা সত্ত্বেও বহু প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সভাপতির দেখা নাই। অগত্যা উপস্থিত প্রতিনিধিগণ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া, কি করা কর্ত্তব্য—সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুই স্থির হইল না। মহা হট্টগোলের মধ্যে "সভা ভঙ্গ হইল" এই আদেশ প্রচার করিয়া শ্রীযুক্ত সেন গুপ্ত প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি সহ প্রস্থান করিলেন।

অবশিষ্ট প্রতিনিধিগণ (তাঁহারাই সংখ্যায় অধিক) তখন শ্রীযুক্ত [illegible]কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, উপস্থিত প্রতিনিধিগণের এই সভা প্রাদেশিক সম্মেলনীর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বলিয়া গণ্য হইবে; এখানে যে যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাহাই প্রাদেশিক সম্মেলনীর গৃহীত প্রস্তাব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পরে যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশবন্ধু প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করা হয়। তারপর, প্রাদেশিক সম্মেলনীর সিরাজগঞ্জের অধিবেশনের গৃহীত হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট নাকচ করা হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সম্মেলনীর অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। এইরূপে সভার কার্য্য শেষ হইল।

* * * *

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সভাপতিহিসাবে একটা প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, সম্মেলনীর নির্ব্বাচিত সভাপতি পদ ত্যাগ করিবার পরেও সম্মেলনীর অধিবেশন আর চলিতে পারে কি না। অধিকাংশ প্রতিনিধির মত ইহাই ছিল যে, নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সম্মেলনীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়; তাঁহারা তদনুসারেই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

* * * *

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় দিনে যে সভা হইয়াছিল, তাহা সম্মেলনীর অধিবেশন নয়, কয়েকজন প্রতিনিধির সভা মাত্র; কারণ কংগ্রেসের আইন-কানুন অনুসারে এইরূপ অবস্থায় একমাত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারেন, সম্মেলনীর প্রতিনিধিগণ পারেন না। সুতরাং দ্বিতীয় দিনের সভাতে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রাদেশিক সম্মেলনীর প্রস্তাব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই ত অবস্থা; আমরা এখন কাহার কথা শুনি?

* * * *

অভিভাষণের যে অংশটি লইয়া এত মারামারি তাহার সার মর্ম্ম এই:—যাঁহারা মনে করেন যে, এখনই হিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সহিত কোনও সংস্রব রাখা উচিত নয়। যে সকল ব্যক্তি, যে কোন কারণেই হউক, "মার্কা-মারা" হইয়াছেন তাঁহাদেরও কংগ্রেসের কোনও প্রকার কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমি বিশ্বাস করি, এমন এক শ্রেণীর লোক কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদের কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর উপর আদৌ আস্থা নাই। এই সকল লোক মনে করে যে, কংগ্রেস হইতে দেশ কিছু উপকারই আশা করিতে পারে না, সুতরাং দেশের হিতের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই শ্রেণীর লোক কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়াছে।

* * *

উল্লিখিত কথাগুলি যাহাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহা সত্য যে, এক শ্রেণীর লোক কংগ্রেসে আছেন যাঁহারা পূর্ব্বে হিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং হয়ত এখনও বিশ্বাস করেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কংগ্রেসের নীতি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালীতেই সাফল্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তখন আপাততঃ তাঁহারা অহিংসা নীতিতেই আস্থাবান হইয়াছেন—এ কথাটা ধরিয়া লওয়া যায় না কি? রাজনৈতিকভাবে, সঙ্ঘবদ্ধ-হিংসা অবলম্বনকে তাঁহারা হয়ত অধর্ম্ম মনে না করিতে পারেন, কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমষ্টিগতভাবে হিংসা অবলম্বনে দেশের ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক, অহিংস-নীতি অনুসরণ করিয়া কংগ্রেস-নির্দ্ধারিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিলেই দেশের হিত সাধন করিতে পারা যাইবে—এই বিশ্বাসই যে তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি তাঁহারা দেন নাই? কংগ্রেসের ধ্বংস সাধনের জন্য এই শ্রেণীর "মার্কা-মারা" লোক কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়াছেন, এই সংবাদটা শাসমল মহাশয় কোথায় পাইলেন? কার্য্যকলাপে ত এই "মার্কামারা" লোকগুলি কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণে সচেষ্টতা ও সামর্থ্য দেখাইতেছেন, তাহাতে কংগ্রেসের শত্রু, বড় প্রত্যেক লোকই ইঁহাদের প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। শাসমল মহাশয় ইঁহাদের প্রতি এত বিরূপ হইলেন কেন, কে জানে?

* * *

হিংসা-নীতিতে আস্থার কথা? শাসমল মহাশয় নিজেই ত বলিয়াছেন, হিংসা দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব, এবং এই হিংসা কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত কার্য্যও নহে। তাঁহার মতে—আপাততঃ ভারতের এই নিঃসহায়, দুর্ব্বল, দীন অবস্থায় বিপ্লবের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। এখন কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালীই দেশের হিত সাধনের একমাত্র উপায়। "মার্কামারা" লোকগুলির মনের অবস্থাও আজ কাল তাঁহারই মত কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই শ্রেণীর কংগ্রেস-কর্ম্মীদের "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা দিয়া শাসমল মহাশয় যে নিতান্ত নীচ রুচির পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পরিশেষে, ইঁহাদের আত্মত্যাগ ও কর্ম্মপটুতার কথা।—সে বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

* * *

সভাপতি মহাশয় যে কর্ম্ম-তালিকা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই—কাউন্সিলের ভিতর সরকারকে বাধা প্রদান এবং বাহিরে গঠনমূলক কার্য্যের ভিতর দিয়া দেশকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করা। জাতীয় শিক্ষা প্রচারের জন্য বাঙ্গালার কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সচেষ্ট হইতে উপদেশ দিয়া এই কার্য্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের জন্য তিনি [illegible] সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

* * *

তার পর প্যাক্টের কথা। দেশবন্ধু মুসলমানের প্রতি অদ্ভুত বিশ্বাস রাখায় এত দিন প্যাক্টের দুর্ব্বলতা দেখিয়াও দেখেন নাই। মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন হিন্দুদের ত্যাগের ভিতর দিয়া মুসলমান দেশবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে একতার সূত্রে বাঁধিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা বিফল হইয়াছে।

* * * * *

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে (সম্মেলনীর অধিবেশন না বলিলেও ক্ষতি নাই) সম্মেলনীর অধিকাংশ প্রতিনিধিগণ অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকারক বোধে প্যাক্ট নাকচ করিয়াছেন। স্বরাজীরা ভয় করিতেছেন, স্বরাজ্য-দলের মুসলমান সভ্যগণ এবার দল পরিত্যাগ করিবেন।

* * * * * *

যুবক সম্মেলনী—

যুবক সম্মেলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যে হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। উপেন বাবুর লেখার বিশেষত্ব এই যে, প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অল্প কথায় তাঁহার বক্তব্য এমন পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন, যে কোনও একটি কথার গূঢ় অর্থ টানিয়া বাহির করিবার জন্য টীকাকারের টীকার প্রয়োজন হয় না।

অভিভাষণে উপেনবাবু বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে নিশ্চেষ্টতা, প্রাণহীনতা এবং স্বাধীন চিন্তার অভাব দর্শনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য সমাজ-সেবায় তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দু-সমাজের অধঃপতনের কারণ হইতেছে—হিন্দু সমাজে অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যোগসূত্রের অভাব; এই জন্যই শত্রুর আক্রমণ হইতে হিন্দুরা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে এইরূপ আত্মিক যোগের সৃষ্টি করিতে পারিলে সমাজ সবল হইবে, এবং পরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। এই কার্য করিতে পারিলে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকেও অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। যুবকদের এখন ইহাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

* * *

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একটা বিস্তারিত কার্য্যপ্রণালী খাড়া করিবেন—আমরা এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। সে বিষয়ে আমরা নিরাশ হইয়াছি। সমাজ-সেবায় "অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণের স্থান কোথায়—সে বিষয়েও তিনি কিছু বলেন নাই। দেশের যে সকল যুবক সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে, এ বিষয়ে তাহাদের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক।

* * *

সমাজ-সেবার কথা বলিতে যাইয়া দুর্ভিক্ষে এবং বন্যায় আর্ত্তের সেবার কথাটা যে ভাবে তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ সেবা ব্যাপারটাকে তুচ্ছ কাষ বলিয়া কেহ মনে করিয়া না বসে! আজকালকার যুবকদের উপরে উপেনবাবুর প্রভাব যে খুবই বেশী এবং তিনি যে তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র—তিনি যুবক-সম্মেলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়াতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই জন্যই ভয় হয়, পাছে তাঁহার কথার একটা কদর্থ করিয়া তাহারাই কেহ কেহ চালিত হয়! কারণ, "গুরুদেব! আপনার কথার অর্থ বুঝি নে, কেবল আপনাকেই জানি"—ভাবটা আমাদের দেশে ছেলে বুড়া, সকলের মধ্যেই বড় বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

ছাত্র সম্মেলনী—

ছাত্রসম্মেলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার পরিপন্থী আদৌ নয়, যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়। এ কথাটি অতি সত্য। হিন্দু তাহার দৈনন্দিন জীবনে, আচারে, ব্যবহারে তাহার স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্টতা আর রাখিবে—ইহাই যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তবে এই সাম্প্রদায়িকতার ভিতর দিয়াই ভারত প্রকৃত জাতীয়তা লাভ করিতে পারিবে; কারণ আমরা যে জাতীয়তা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাতে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়গুলির বিশিষ্টতা লুপ্ত হইয়া—সব ধর্ম্ম এবং সব সম্প্রদায় এক হইয়া যাইবে, ইহা আমরা চাই না এবং "জাতীয়তা" বলিতেও তাহা বুঝায় না। তবে আজকাল বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন আত্মরক্ষার জন্য যে সব সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ না প্রবেশ লাভ করে। যদি এইরূপ হয়, সাম্প্রদায়িক কলহ অবশ্যম্ভাবী, ফলে জাতীয়তার উদ্বোধনও সুদূরপরাহত হইবে। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে জাতীয়তার উদ্বোধনের আবশ্যকতা এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিত্যাগ সম্বন্ধে উপদেশ আছে বলিয়াই যদি মনে করি, তিনি হিন্দু নহেন, বা হিন্দুর স্বার্থের প্রতিকূলাচরণ তিনি করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে ভুল বুঝা হইবে।

শেষ কথা—

কৃষ্ণনগরে ভিন্ন ভিন্ন সম্মেলনীর অধিবেশনে যোগ দান করিতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, সকলের মধ্যেই একটা বিষয়ে খুব মতের মিল দেখা গিয়াছিল।—সাম্প্রদায়িক সমস্যাটাকে আর কেহ ধামা-চাপা দিয়া রাখিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনীর সভাপতি মহাশয় দুই কথাতেই সমস্যাটার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অভিভাষণে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যাপারটাকে সমগ্র হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্যা বলিয়া বিবেচনা করা যায় না; উভয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি স্বার্থপর লোক ও গুণ্ডারাই এই সব কলহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইয়া বেড়াইতেছে। ইহার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় যে কথাগুলি বলিয়াছেন, সেগুলিকে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মনের কথা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত [illegible] বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে—ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। চোখ বুজিয়া থাকিলে চলিবে না।

* * *

সমস্যা সমাধানের সম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে যাইয়া, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত কি না—এ কথাটা তিনি ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। প্রস্তাবটা সম্ভবতঃ জাতীয় দলের কলিকাতা শাখা হইতেই তাঁহার মারফৎ আসিয়াছিল কি না জানিতে পারা যায় নাই।

* * *

শ্রীযুক্ত শাসমলের ইচ্ছা ছিল প্যাক্ট বজায় রাখিয়া মুসলমান স্বরাজীদের মন রাখিবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। এক সম্প্রদায়ের অন্যায় আবদারের উপর যে প্যাক্টের ভিত্তি, তাহা কখনও জাতীয় ভাবের অনুকূল হইতে পারে না—ইহা মনে করিয়াই প্রতিনিধিবর্গ ঐ চুক্তিপত্র নাকচ করিয়াছেন।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬।।০ গজ প্রঃ ৩।।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৩৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

সমবায় নীতি

১।

সমবায় শব্দের অর্থ, সমদর্শন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান, ইহা হইতেই আত্মদর্শন বা ভগবানের দর্শনলাভ হয় এবং এইরূপে মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বভূতকে আপন ভাবিয়া, সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধন করিয়া নিজের কল্যাণ সাধন করিবে। ইহাই সমবায়ের ধর্ম, সমবায়ের সমিতি তাহার সভ্যকে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিতে বলে না। তবে সমজ্ঞানের প্রভাবে নিজের স্বার্থকে সকলের স্বার্থের সহিত এক করিয়া, সকলের স্বার্থের উন্নতি করিয়া—নিজের স্বার্থের উন্নতি করিতে বলে।

* * *

২।

প্রকৃতি মানুষকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষ তার সামাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। সে এক সমাজ দেহের ভিন্ন অঙ্গ মাত্র। সুতরাং সে যদি স্বভাবসিদ্ধ ঐক্যতায় বিস্মৃত হইয়া নিজের স্বার্থকে তার সমষ্টির স্বার্থ হইতে ভিন্ন মনে করে এবং নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করিতে গিয়া সমাজের স্বার্থে হানি করে তাহা হইলে সে নিজের ও সমাজের উভয়েরই ধ্বংসের কারণ হয়। এই ধ্বংসের গতি রোধ করিবার জন্য সমবায় সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেককে সকলের দায়ে এবং সকলে প্রত্যেকের দায়ে দায়ী হইতে হয়। এই স্বভাসিদ্ধ নীতির উপরেই রাজনৈতিক বা সংপূর্ণ শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠান নির্ভর করে।

* * *

৩।

সমবায় সমিতি সভ্যদের আত্মনির্ভর হইতে সাহায্য করে। সমিতির সভ্যকে মিতব্যয়ী হইতে হয়। নিজের শ্রমশক্তির দ্বারা নিজের অভাব পূর্ণ করিয়া সে পাতক অভাবের বন্ধন হইতে মুক্ত পায়। এইরূপে সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাহার আত্মশক্তি সম্যক্রূপ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়।

* * *

৪।

পুরুলিয়া সহরে একশত পনরটা গ্রাম্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি কি আদর্শে গঠিত, কি প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে তাহা স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য এবং তাঁহাদের সহানুভূতি পাবার জন্য উপরে সমিতির আদর্শের কয়েকটা বিষয় লিখিলাম। পরে সময়মত আরও এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব এরূপ ইচ্ছা করি। তবে আমার ন্যায় লেখকের লেখা দ্বারা সাধারণে যে কতদূর বুঝিতে সমর্থ হবেন তাহা আমি জানিনা। সমবায়-নীতি লেখায় বা কথায় বোঝান বড় কঠিন। ইহা সাধনার সামগ্রী। সম্যক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভাবের দ্বারা ইহার গূঢ় নীতির প্রকৃত উপলব্ধি হয়।

সমবায় সেবক

প্রেরিত পত্র।

(লেখকের মতামত কেহ সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

জেলাবোর্ডটী জনতার একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়াই সকলের ধারণা। কিন্তু বোর্ডের কোন কোন কর্মচারী আমলাতন্ত্রের আমলাদের অপেক্ষাও নিজেদের অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার অথবা সদর সুপারভাইজার কন্ট্রাক্টারদের নিকট যে সব চিঠি পত্র লেখেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা যেন কন্ট্রাক্টারদের মনিব এবং চিঠিও এরূপ ধাঁচে লেখা হয় যে তাহাতে প্রত্যেক ভদ্রলোকই বিরক্ত হইতে পারেন। আবার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চিঠির কাগজের মাথায় আপনার শব্দটী ছাপান থাকে ঠিকাদারদের নিকট চিঠি লিখিবার সময় মাঝে মাঝে তাহা কাটিয়া দেওয়া হয়। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ঠিকাদারগণ তাঁহাদের ভৃত্য নহেন। বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের সহিত বোর্ডের কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারগণ চুক্তি বদ্ধ হন মাত্র। এস্থলে ঠিকাদারগণ স্বাধীন বা দায়ী ভাবেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

হাকিমগিরি করিবার প্রবৃত্তি আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে এতই প্রবল হইয়াছে যে অল্প ক্ষমতা আশ্রয় করিয়াও সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক আদৌ কুণ্ঠিত হন না—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

এ বিষয়ে বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বোর্ডের কর্মচারীগণ যাহাতে ঠিকাদারগণের সহিত এরূপ অভদ্র আচরণ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বোর্ডের কর্তৃপক্ষের করা উচিত। নিবেদন ইতি—

জনৈক ঠিকাদার।

স্থানীয় সংবাদ।

অদ্ভুত সাহস—

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে শত সহস্র নর নারী ও বালক বালিকা অনশনে দিন যাপন করিতেছে। খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিতেছে পারিতেছে। "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে"র জনৈক কর্ম্মী উড়িষ্যার আর্ত্ত জনগণের দুঃখ মোচনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন। সহরের কয়েকজন যুবকের সাহায্যে কীর্ত্তন সহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া ইঁহারা সহরের বিভিন্ন পল্লীতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইঁহারা যাহাতে যে গানটি গাহিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহাতে পুলিশের বিষ দৃষ্টি পড়ে। গানের প্রথম ছত্র "জীবন পীড়নে" এখানটি "মরন পীড়নে" আবার ধারণ করিয়া পুলিশ সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত রূপান্তরের জন্য অনুমানকও দায়ী। পুলিশের রিপোর্ট পাইয়া ডেপুটী কমিশনার "ভারত সঙ্ঘে"র উক্ত কর্ম্মীদ্বয়কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুবাদকটি কে, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

পুলিশ সাহেবের নোটিস—

পুলিশ সাহেব ৩।৮।২৫ তারিখে এই মর্ম্মে এক নোটিস্ জারি করিয়াছেন যে—যে, জুন ও জুলাই মাসে পুরুলিয়ার মিউনিসিপালিটির সীমানার মধ্যে পুলিশের তত্ত্বাবধানে না থাকিয়া কোন শোভাযাত্রা বাহির হইলে শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এইজন্য উক্ত সময়ের মধ্যে কোন প্রকার শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইলে শোভাযাত্রার উদ্যোগীগণকে—কত জন লোক লইয়া শোভাযাত্রা হইবে এবং সহরের কোন কোন রাস্তা দিয়া যাইবে—এই সমস্ত বিবরণ সহ পুলিশ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

স্বামী বিশ্বানন্দ—

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নোটীশ অমান্য করার জন্য স্বামী বিশ্বানন্দ খড়্গপুর ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল (Muthanol)—র‍্যাডিকেলস্ হাইড্রক্সাইড অব বিস্মাথ।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স—৮৲ টাকা

২। পুলমো-বাইলি (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তবৃদ্ধির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade
টেলিফোন নং :— ৬১৩ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ !
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সি, ভি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৩১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা ক্রয় করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতের সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়াড্রেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তমাত্রই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র স্বত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৯০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার স্যুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিসগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

সমবায় নীতি

১।

সমবায় শব্দের অর্থ, সমদর্শন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান, ইহা হইতেই আত্মদর্শন বা ভগবানের দর্শন লাভ হয় এবং এইরূপে মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বভূতকে আপন ভাবিয়া, সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধন করিয়া নিজের কল্যাণ সাধন করিবে। ইহাই সমবায়ের ধর্ম, সমবায়ের সমিতি তাহার সভ্যকে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিতে বলে না। তবে সমবায়ের প্রভাবে নিজের স্বার্থকে সকলের স্বার্থের সহিত এক করিয়া, সকলের স্বার্থের উন্নতি করিয়া—নিজের স্বার্থের উন্নতি করিতে বলে।

* * *

২।

প্রকৃতি মানুষকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষ তার সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। সে এক সমাজ দেহের ভিন্ন অঙ্গ মাত্র। সুতরাং সে যদি স্বার্থসিদ্ধ অন্ধতায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের স্বার্থকে তার সমষ্টির স্বার্থ হইতে ভিন্ন মনে করে এবং নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করিতে গিয়া সমাজের স্বার্থে হানি করে তাহা হইলে সে নিজের ও সমাজের উভয়েরই ধ্বংসের কারণ হয়। এই ধ্বংসের গতি রোধ করিবার জন্য সমবায় সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেককে সকলের দায়ে এবং সকলে প্রত্যেকের দায়ে দায়ী হইতে হয়। এই স্বার্থ সিদ্ধ দায়িত্ববোধের উপরেই রাজনৈতিক বা সম্পূর্ণ শাসন প্রণালির প্রতিষ্ঠান নির্ভর করে।

* * *

৩।

সমবায় সমিতি সভ্যদের আত্মনির্ভর হইতে সহায়তা করে। সমিতির সভ্যকে মিতব্যয়ী হইতে হয়। নিজের শ্রমশক্তির দ্বারা নিজের অভাব পূর্ণ করিয়া সে এই হীন অভাবের বন্ধন হইতে মুক্তি পায়। এইরূপে সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাহার আত্মশক্তি সমাজের উন্নতিতে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়।

* * *

৪।

পুরুলিয়া সদরে একশত পনরটা গ্রাম্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি কি আদর্শে গঠিত, কি প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে তাহা স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা অনেকেই জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য এবং তাঁহাদের সহানুভূতি পাবার জন্য উপরে সমবায়ের আদর্শের কয়েকটা বিষয় লিখিলাম। পরে সময়মত আরও এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব এরূপ ইচ্ছা করি। তবে আমার ন্যায় লেখকের লেখা দ্বারা সাধারণে যে কতদূর বুঝিতে সমর্থ হবেন তাহা আমি জানিনা। সমবায়-নীতি লেখায় বা কথায় বোঝান বড় কঠিন। ইহা সাধনার সামগ্রী। সম্যক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভ্যাসের দ্বারা ইহার গূঢ় নীতির প্রকৃত উপলব্ধি হয়।

সমবায় সেবক

প্রেরিত পত্র।

(লেখকের মতামত কেহ সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

জেলাবোর্ডটী একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়াই সকলের ধারণা। কিন্তু বোর্ডের কোন কোন কর্ম্মচারী আমলাতন্ত্রের আমলাদের অপেক্ষাও নিজেদের অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার অথবা সদর সুপারভাইজার কণ্ট্রাক্টারদের নিকট যে সব চিঠি পত্র লেখেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা যেন কণ্ট্রাক্টারদের মনিব এবং চিঠিগুলি এরূপ ধাঁচে লেখা হয় যে তাহাতে প্রত্যেক ভদ্রলোকই বিরক্ত হইতে পারেন। তাহার উপর বোর্ডের চিঠির কাগজের মাথায় স্যার শব্দটী ছাপান থাকে ঠিকাদারদের নিকট চিঠি লিখিবার সময় মাঝে মাঝে তাহা কাটিয়া দেওয়া হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ঠিকাদারগণ তাঁহাদের ভৃত্য নহেন। বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের সহিত বোর্ডের কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারগণ চুক্তিবদ্ধ হন মাত্র। এস্থলে ঠিকাদারগণ স্বাধীন বা সমান ভাবেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

হাকিমী করিবার প্রবৃত্তি আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে এতই প্রবল হইয়াছে যে অল্প ক্ষমতা আশ্রয় করিয়াও সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক আদৌ কুণ্ঠিত হন না—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

এ বিষয়ে বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বোর্ডের কর্ম্মচারিগণ যাহাতে ঠিকাদারগণের সহিত ঐরূপ অভদ্র আচরণ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের করা উচিত। নিবেদন ইতি—

জনৈক ঠিকাদার।

স্থানীয় সংবাদ।

অদ্ভুত ব্যাপার—

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত সহস্র সহস্র নরনারী বালক বালিকা অনশনে দিন যাপন করিতেছে। [illegible] পারিতেছে। ১। "হাত সেলাইয়ের সঙ্ঘ" অন্যতম কর্ম্মী উড়িষ্যার আর্ত্ত জনমণ্ডলীর দুঃখ মোচনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন। সঙ্ঘের কয়েকজন যুবকের সাহায্যে কীর্ত্তন সহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া ইঁহারা সহরের বিভিন্ন পল্লীতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইঁহাদের হাতে যে একটি [illegible] দিয়া শোভাযাত্রাকারিগণ সহর পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিল তাহাতে পুলিশের বিষদৃষ্টি পড়ে। গানের প্রথম চরণ "ম্লান দীন পীড়নে" একটি "মরণ পীড়নে" আকার ধারণ করিয়া পুলিশ সাহেবের সমুখে উপস্থিত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত রূপান্তরের জন্য অনুসন্ধানকারী দায়ী। পুলিশের রিপোর্ট পাইয়া ডেপুটি কমিশনার "হাত সঙ্ঘে"র কর্ম্মীদ্বয়কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুসন্ধানকারী কে, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

পুলিশ সাহেবের নোটিশ—

পুলিশ সাহেব গত ২৮ মার্চ্চ তারিখে এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি করিয়াছেন যে—মে, জুন ও জুলাই মাসে পুরুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে পুলিশের উচ্চস্থানে না থাকিয়া কোন শোভাযাত্রা বাহির হইলে শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এইজন্য উক্ত সময়ের মধ্যে কোন প্রকার শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইলে শোভাযাত্রার উদ্যোক্তাদিগকে—কত জন লোক লইয়া শোভাযাত্রা হইবে এবং সহরের কোন কোন রাস্তা দিয়া যাইবে—এই সমস্ত বিবরণ সহ পুলিশ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

স্বামী বিশ্বানন্দ—

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নোটিশ অমান্য করার জন্য স্বামী বিশ্বানন্দ খড়্গপুর ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল (Muthanol)—র‍্যাডিক্যল্‌স্ হাইড্রাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুলমো-বাইলি (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরজল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade   টেলিফোন নং :— ৬১৩ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও **ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা ক্রয় করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতের সমস্ত ভাষায় টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যা তার জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তমাত্রই অবিলম্বে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৬০ নং বেন্টোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধুলাতে এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reserved for Dindayal Pharmacy.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্বুর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসনসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫॥০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা থান), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

লক্ষ্মীকান্ত নাগেন্দ্র সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস)
আফিসের পাশের দোকান।

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

অনুগত ভৃত্য

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ৭ই জুন ১৯২৬ | ২৫শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৸০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।/০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী ঃ
৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু স্টেজে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

দেশবন্ধু প্রেস ঃ

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, হাপানী ও ক্ষয়কাশ, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, অম্লশূল, শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করা হয়। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ রিপ্লাইকার্ড লিখিলে সমুদয় অবগত হইবেন।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)

অবধৌতিক রসায়ন।

মহাপুরুষগণের কিরূপ অলৌকিক শক্তি একবার পরীক্ষা করুন। এই মহামৃত পান করিলে ধাতুদৌর্ব্বল্যতা, পুরুষত্বহীনতা, স্বপ্নবিকার, শুক্রতরলতা, স্মরণশক্তি হ্রাস, ধারণাশক্তির অভাব, প্রমেহ বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটরিয়াদি সমূলে ধ্বংস হয়। ইহা যুবকের সম্বল ও বৃদ্ধের একমাত্র ভরসা স্থল। যাঁহারা অনাচার বশতঃ এক্ষণে শক্তিহীন হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন তাঁহাদের জীবন দান করিবে। এক মাসের উপযুক্ত একশিশি ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রত্যেক **অবধৌতিক লবণ** ঘরে ঘরে রাখুন অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পেটফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, অরুচি, বদহজম প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এক মাত্রা সেবন করুন কিছুক্ষণ পরেই ক্ষুধায় অস্থির হইবেন।

মূল্য একশিশি ॥৵০ নমুনা শিশি ৵০ ডাক মাশুলাদি পৃথক্।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, পোশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংস ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭॥০, ঐ এরোপ্লেনশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯৮৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স্
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার, ব্লু ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, বহুমঙ্গল ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র;

সি, সুশেলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায় একশত টাকার উপকার

স্বদেশী— আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুদ্ধ। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, নরম ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের

বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৵০ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না। সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়

"মুক্তি"

"দেশে অধীনতা ঘোর কাল-রাতি,
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি :
যাহা কিছু ছিল, সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি!
সভ্যতার নামে, আসি আর্য্যধামে
নরশত্রু যত, করিছে ডাকাতি!"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

সন ১৩৩৩ সাল, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

অনুগত ভৃত্য

আমলাতন্ত্রের ছোট বড় সেবক উপসেবক সকলেই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত নিজেদের "সাধারণের ভৃত্য" (Public servant) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাহারও সহিত পত্র ব্যবহারের সময় ইঁহাদের বিনয়ের মাত্রাটা আরও কিছু বৃদ্ধি পায়, তখন "আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য" রূপে অধমাধম সাজিয়া শিষ্টতা ও সৌজন্যের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চান। এই সকল অতি বিনয়ী অনুগত ভৃত্যদের সেবাপদ্ধতি কিরূপ ভয়ঙ্কর আরামজনক তাহা গ্রামের কৃষক মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সহর বাজারের দোকানী পসারী, এমন-কি মহাজন জমীদারদেরও হাড়ে হাড়ে বুঝিতে বাকী নাই। তবে ইঁহাদের অযাচিত পরিচর্য্যাজনিত বিষম সুখ-সুবিধার কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে চায় না, কারণ কাহারও উপরে বিশিষ্টভাবে ইঁহাদের যদি কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে সে—ধনী জমিদারই হউক আর নিরন্ন কৃষকই হউক, কলেজের ছাত্রই হউক আর স্বদেশী বক্তাই হউক, বুদ্ধিমান উকীলই হউক বা নির্ব্বোধ মক্কেলই হউক, তাহার এই মর্ত্ত্যধামের অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া ইঁহাদের আবদার পালনে মনোনিবেশ করিতেই হইবে। শুধু চুপ করিয়া থাকিলেই চলিবে না, ইঁহারা একান্ত অনুগত ভৃত্যরূপে জনসাধারণের যে অবিশ্রান্ত সেবা করিতেছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ত্রুটি হইলে ইঁহারা আবার চটিয়া লাল হইয়া উঠেন এবং সময় সময় আবদার ও ভীতি প্রদর্শনের মিশ্রসুরে নিতান্ত অবুঝ লোকগুলার মনেও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক করিয়া দিতে চান। সম্প্রতি বঙ্গদেশের আমলাতন্ত্রের "সাধারণের ভৃত্যগণ" তাঁহাদের সেবাপদ্ধতির যে বাৎসরিক বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত ইঁহারা বৎসর ভরিয়া যে সকল অত্যদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়াছেন এবং অতিবিচিত্র কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা দেশ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে কোথায় নূতন নূতন নদী সৃষ্টি করিবে, তা নয়—নিতান্ত বেয়াড়া কৃতঘ্নের মত অভিযোগের সুরে তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার আস্পর্দ্ধা দেখাইয়াছে! এতও কি সহ্য হয়? সময়ে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া, সময়ে ভোজ-সভায় বক্তৃতা করিয়া দেশের কল্যাণের নিমিত্ত খাটিতে খাটিতে তাঁহাদের মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে, আর হতচ্ছাড়া দেশের লোকগুলা কি না ইহার মর্ম্ম কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না! আবার বলে কি না, বিনা বিচারে কাহাকেও কয়েদখানায় আটক করিয়া রাখাটা বর্ব্বরতা, শাসনের নামে শোষণ করাটা নির্লজ্জ প্রবঞ্চনা, জনমতের বিরুদ্ধে আইন করাটা স্বেচ্ছাচারিতা, নিরস্ত্র করিয়া আত্মরক্ষায় বঞ্চিত করিয়া পরনির্ভরশীল করাটা ধূর্ত্ততা ও ভণ্ডামি! স্পর্দ্ধা দেখ! বলি, এই সমস্ত কৌশল অবলম্বন না করিলে "একান্ত অনুগত ভৃত্য" হইয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রতিপালকবর্গের কল্যাণ সাধন করিবে কি করিয়া? এই সহজ বুদ্ধিটা কি কাহারও যোগায় না? এই ভৃত্যের দলের আবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আক্রোশ খবরের কাগজওয়ালাদের উপর। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সংবাদ পত্রই না কি ইঁহাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষের ভাব প্রচার করে। কি ভীষণ নির্ব্বুদ্ধিতা ও ধৃষ্টতা! জনৈক ফরাসী কবি স্বর্গসুখের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, ত্রিদিবের মুরগীজাতীয় পক্ষীগুলি এরূপ চমৎকার যে নিজেরাই রোষ্ট কাটলেটে পরিণত হইয়া স্বর্গবাসীর মুখের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে নিবেদন করে—আমাদিগকে যদি ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা হয় তাহা হইলেই আমাদের জন্ম সার্থক হইবে। দেশের লোকগুলি স্বর্গধামের ঐরূপ পক্ষীদের অনুকরণ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজেদের মস্তক চর্ব্বণ করাইতে সমুৎসুক হইয়া কেন যে এই মর্ত্ত্যের আবাসভূমিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে না, তাহা বুঝিয়া উঠা বিষম দায়। যাঁহারা আমলাতন্ত্রের বৃহৎ বৃহৎ সেবকদের নিকট কিছু কিছু সেবাধিকারের আস্বাদ পাইয়াছেন তাঁহাদের মনে সময় সময় যে ঐরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হয় না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? যাহা হউক, দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়ার দোষে ঐ শ্রেণীর অতিথি-পরায়ণ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে এবং অকৃতজ্ঞ দুর্ম্মুখ দেশবাসীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই আক্ষেপের ধ্বনি উঠিয়াছে—কাগজওয়ালাদের জ্বালায় জনসেবাব্রতে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, আমলাতন্ত্রের ভৃত্যদের যাহারা পেয়ারের নয়, যাহারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই সমস্ত অবাধ্য লোকের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া লোকের মনে না কি নিরন্তর অবাধ্যতার বীজ

বপন করা হইতেছে এবং তাহার ফলে সুকুমারমতি কলেজের ছেলেদেরও না কি মনগুলি বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। হায় রে হায়! কোথায় সব ছেলেরা এক শত বৎসরের শিক্ষা-নীতির প্রভাবে বয়-স্কাউট সাজিয়া সেলাম ঠুকিবার প্রক্রিয়া শিক্ষা করিবে, না আর্ত্তত্রাণের নিমিত্ত নির্ভীকভাবে জীবনপাত করিবার উৎসাহ পাইতেছে। সাধারণের সেবক হইয়া, একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত ভৃত্য হইয়া এহেন বিড়ম্বনা কি সহ্য করা যায়? ভাবগতিকে মনে হইতেছে, গরীব কাগজওয়ালাদের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাদের উপর শীঘ্রই কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে। অর্ডিন্যান্সটা পাকাপাকি ভাবে জারি রাখিবার নিমিত্ত এবং আরও দুই একটি নব বিধি প্রনয়ণ করিয়া স্বাধীনতার শিশু ভাবকে বিষের লাড্ডু খাওয়াইয়া গোপনে হত্যা করিবার নিমিত্ত চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু যাহার অদৃষ্টে মৃত্যু নাই সে, যে উপায়েই হউক, বাঁচিয়া থাকিবেই থাকিবে।

আমলাতন্ত্রের একান্ত অনুগত ভৃত্যদের সেবাপদ্ধতির আরও একটা মজা আছে। ইঁহাদের ছোট বড় সব একধাতে গড়া। ইঁহারা কথায় এবং লেখায় পরিচয় দেন সাধারণের ভৃত্য বলিয়া, কিন্তু কাজের বেলায় প্রত্যেকেই এক এক জন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত দিল্লীর বাদসা, প্রভুত্বের অক্ষয় সিংহাসনে যেন চির অধিষ্ঠিত! যতক্ষণ বাহিরে থাকেন ততক্ষণ সবাই বেশ ভাল মানুষ, গবেষণাপূর্ণ কথা কন, গরীব দুঃখীর উপকার করেন, শিষ্টাচার ও সৌজন্যের আদর্শ দেখান, কিন্তু কাহারও অভিশাপের ফলেই হউক, অথবা কোন দেবতা বা উপদেবতার বরেই হউক, অমলাতন্ত্রের ভৃত্য-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই ইঁহাদের রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। তখন ইঁহাদের বচনে গাম্ভীর্য্য, ব্যবহারে কৃত্রিমতা, ধরণধারণে চালচলনে নবাবী কায়দা এবং সর্ব্বোপরি হস্ত-প্রসারণে চমৎকার চতুরতা যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা এখনও কোন মনস্তত্ত্ববিৎ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মৌলিক ভৃত্য-কোম্পানির কৌশলকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সকলেই সমভাবে ব্যস্ত এবং সকলেই আশ্চর্য্যরকমে একই সূত্রে গ্রথিত। সব ক্ষেত্রেই ইঁহাদের সেবাপদ্ধতি প্রায় একই ধরণের। জলে ডোবা মরা ছেলের তদন্তেই হউক, আর ধনীর ঘরে চুরির অনুসন্ধানেই হউক, জলশূন্য গ্রামের কূপ খননের বরাদ্দেই হউক, আর মোটরগাড়ীর যাতায়াতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুল নির্ম্মাণের জন্য লোহার বীমবর্গা সরবরাহের বন্দোবস্তেই হউক, নথীর নকল বাহির করিবার সময়েই হউক, অথবা ডিক্রির টাকা আদায় করিবার সময়েই হউক, জমীদারের প্রজানিগ্রহের সহায়তা লাভের চেষ্টায়ই হউক, অথবা পূর্ব্বসঞ্চিত মণি-মাণিক্যের জৌলুস দেখাইবার সুযোগলাভেই হউক, ছোট বড় ধনী দরিদ্র, শোকী তাপী সকলেই ইঁহাদের নিকট ঠিক একই ধরণের ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত হয়। তবে কিছুকাল যাবৎ ইঁহাদের অভিমানে কিছু আঘাত লাগিয়াছে, পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিদিবের পক্ষীদের মত দলে দলে এখন আর কৃতজ্ঞহৃদয়ে অতিথিসৎকারের নিমিত্ত আগ্রহ-প্রকাশ বড় একটা দেখা যায় না। ইঁহাদের অতিবিনয়ের ভিতর যে আত্মম্ভরিতা পূর্ণমাত্রায় লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং ঐকান্তিক আনুগত্যের ভিতর যে প্রভুত্বের ঔদ্ধত্য বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তাহা দেড় শত বৎসরের অভিজ্ঞতায় লোকে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঝড়ে ইঁহাদের ছদ্মবেশ কতক পরিমাণে উড়িয়া যাওয়াতে ইঁহাদের নগ্ন স্বরূপ লোক-নয়নের গোচর হইয়াছিল। কিন্তু দৈবযোগে বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক কলহের নূতন আবরণের আশ্রয় লাভ করিয়া সাধারণের অনুগত ভৃত্যের দল তাঁহাদের পূর্ব্বভাব বজায় করিবার নিমিত্ত পুনরায় সচেষ্ট হইয়াছেন। তাই নূতন ধরণের আস্ফালন আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতেও ধ্বনি উঠিয়াছে, বৃদ্ধ ভারতবর্ষের অবসন্ন দেহটা উঁহাদের পাখার বাতাস উপভোগে বঞ্চিত হইলে সুদীর্ঘ নিদ্রার শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিবে না, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেবাপরায়ণ ভারতহিতৈষীর স্থানীয় দল সময় বুঝিয়া ধূলাবলুণ্ঠিত দ্বৈত-সংস্কারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আত্মকলহে জর্জ্জরিত ভারত এই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইবে কি?

লাট সন্দর্শনে মহাত্মাজী!

(ইহার তাৎপর্য্য।)

মহাত্মা গান্ধী মহাবালেশ্বরে বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসবার পর কয়েকজন অসহযোগী, এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহার অসহযোগী বন্ধুগণকে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, গত ২৭শে মে তারিখের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে তাহার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মাজী লিখিতেছেন:—

বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরেই যে প্রশ্নটি আমাকে করা হইল, তাহা এই—"আপনি লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়াও কি করিয়া নিজেকে অসহযোগী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন?"

আমি বলিলাম—"আপনাদের ক্ষোভের কারণ কি, আমি জানি। আমি আপনাদের সকল প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি, যদি আপনারা আমার একটি সর্ত্ত মানিয়া লন। —আমার অনুরোধ, আমি যে

সব কথা বলিব, আপনারা কেহই তাহা প্রকাশিত করিবেন না। যদি সঙ্গত বিবেচনা করি, আমি নিজেই "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আমরা কিছু প্রকাশ করিবনা; "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে যদি আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশ করেন, তবেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত—সে বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তবে, আপনার অপ্রত্যাশিত কার্য্যাবলীতে মাঝে মাঝে বহু অসহযোগী যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহা সমস্যায় পতিত হন, তাঁহাদের প্রতিনিধি-হিসাবেই আপনাকে এই কথা বলিতেছি।"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনার প্রশ্নগুলি বলুন, আমি যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব; তবে, আমার মনে হইতেছে ইহাতে কেবল সময়ের অপব্যবহারই হইবে। প্রত্যেকটি কায কেন করা হইল তাহার কারণ দেখাইয়া অপরকে স্বমতে অনিবার চেষ্টা করিবার সময় আর নাই। অসহযোগিগণ স্বতঃই বুঝিতে পারিবেন, অসহযোগ-নীতি-বিরুদ্ধ কায করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সকল মানুষের পক্ষেই ভুল করা স্বাভাবিক, এবং আমি যদি ভুল করি, অসহযোগীদের উচিত হইবে আমার সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া। অসহযোগের মূল মন্ত্র তাঁহারা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন,—কিন্তু নীতিটা যদি প্রকৃতই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাস, ভুল ভ্রান্তি এবং দুর্ব্বলতা তাঁহাদের বিশ্বাস টলাইতে বা তাঁহাদের উপর কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি, অর্থাৎ যদি আমার মতি-পরিবর্ত্তন হয়, নিজবিশ্বাসে অটল থাকিয়া আমার কার্য্যের তীব্র নিন্দা তাঁহাদের করিতে হইবে। সেই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, লাটসাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আলোচনায় কিছু লাভ নাই, সময় নষ্ট হইবে মাত্র। অসহযোগ-নীতিতে যাঁহাদের দৃঢ় আস্থা আছে, নিজ কর্ত্তব্য কি—তাহা তাঁহারা জানেন। কর্ত্তব্যপালনে সচেষ্ট হওয়াই এখন তাঁহাদের প্রধান কায। যাহা হউক, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।"

"বোম্বাইয়ে কেহ কেহ বলিতেছেন, অনাহূতভাবেই আপনি লাটসাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, বস্তুতঃ আপনিই নিজে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে সরকারের দিক হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়াও আপনি সহযোগ করিয়াছেন—এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে কি? গবর্ণরের সহিত আপনার কি কায থাকিতে পারে, আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা।"

"আমার উত্তর এই যে, যদি আমি নিজেকে পূর্ণমাত্রায় শক্তিমান বলিয়া মনে করিতে পারি, গায়ে পড়িয়াও লাটসাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হয় না। আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় এইরূপই করিয়াছিলাম। যখন স্থির বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, যুদ্ধের জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছি, সেই সময় বার বার জেনারেল্ স্মাট্সের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সেই বিখ্যাত "অভিযান" আরম্ভ হইলে ভারতীয় স্বেচ্ছাসৈনিকগণের যে ভীষণ কষ্ট উপস্থিত হইবে, তাহা নিবারণ করিতে আমি তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি গর্ব্বোদ্ধত হইয়া আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই—ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি হয় নাই। এইরূপভাবে নিজে নত হইয়াই আমি আরও শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলাম। স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুদ্ধ করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে পারিলেই, দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাহা করিয়াছিলাম, ভারতেও তদ্রূপ কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদের এ সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম। এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, আমাদের চিত্ত হইতে সকল অহঙ্কার দূর করিতে হইবে। এই সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; সত্যের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি—এই জ্ঞানই আমাদের মনে দৃঢ়তা আনিয়া দিবে। মানুষ হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং আমাদের কোন শত্রু আছে বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। পৃথিবীতে কাহারও বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ আমরা হৃদয়ে পোষণ করি না। অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মানুষকে অথবা ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থপর ব্যক্তিকেও আমাদের মত গ্রহণ করাইতে পারি—এ বিশ্বাস আমার আছে। এই কারণেই, এইরূপ যে কোনও ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ হারাইতে আমি রাজী নই।

"কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল। যে প্রতিষ্ঠানের সহিত অসহযোগ করা হইবে তাহার প্রদত্ত কোন প্রকার উপকার গ্রহণ না করারই নাম অহিংস অসহযোগ। এই কারণেই বর্ত্তমান্ শাসন-প্রতিষ্ঠানের অধীন বিদ্যালয়, আদালত এবং ব্যবস্থা-পরিষদ্গুলির সাহায্যে দেশের মঙ্গলের জন্যও কোন প্রকার কায করাইয়া লইতে বা সরকারী উপাধি গ্রহণ করিতে অসহযোগিগণ প্রস্তুত নহেন। অধর্ম্মমূলক যে শাসন প্রতিষ্ঠানের গুরুভারে আমরা নিষ্পিষ্ট হইতে বসিয়াছি, তাহারই ভিত্তি-স্বরূপ বিদেশী বস্ত্রের বর্জ্জন এই অসহযোগ-নীতির প্রধান অঙ্গ। অন্য নানা ব্যাপারেও অসহযোগ অবলম্বন করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলতা অথবা সামর্থ্যহীনতা বশতঃই

এই কয়টি মাত্র ব্যাপারে অসহযোগ-নীতির প্রয়োগ আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। এই অবস্থায়, উল্লিখিত কোনও উপকারের প্রত্যাশায় যদি কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করি, তবে সহযোগ করা হইবে বটে; কিন্তু যদি খদ্দর গ্রহণ, স্বীয় পুত্রকন্যাকে সরকারী বিদ্যালয় হইতে অপসারণ অথবা সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের (অসহযোগিগণের) মত গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যেই আমি অতি নিম্নপদস্থ কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহা হইলে অসহযোগীর কর্ত্তব্যই করা হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট না গেলেই অসহযোগীহিসাবে আমার কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে বলিয়া মনে করি।

"এখন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। লাটসাহেবের নিমন্ত্রণ পাইয়াই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। গবর্ণরহিসাবে অথবা গবর্ণরের কার্য্যসংক্রান্ত কোনও ব্যাপারের আলোচনার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করেন নাই। কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে মহাবালেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে "নবজীবনে" আমি লিখিয়াছিলাম যে, কৃষি-কমিশনের সহিত কোন সংশ্রবই আমি রাখিতে প্রস্তুত নহি—একথা লাটসাহেবকে আমি জানাইয়াছি। তাঁহাকে আরও লিখিয়াছিলাম, "অসহযোগ-নীতি সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্ববৎই আছে, কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কমিটি-কমিশনের উপরে আমার আদৌ আস্থা নাই।" শৈলাবাস পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি (লাটসাহেব) রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবেন, সে সময়েই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে—একথাও আমার পত্রে ছিল। তদুত্তরে লাটসাহেব লিখিলেন যে, জুন মাসে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেই তাঁহার সুবিধা হয়। পরে আর এক পত্রে তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠান, "আপনি মহাবালেশ্বরে আসিতে পারিলেই আমার সুবিধা হয়।" সেখানে যাইতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ হয় নাই। লাটসাহেবের সহিত দুই দিন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই সব আলোচনার প্রধান বিষয়ই ছিল চরকা—এ সম্বন্ধে আপনাদের অনুমান ঠিকই হইয়াছে। আর, কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, আমাদের দেশের ভীষণ গো-সমস্যা সম্বন্ধেও যে আমার স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য!"

দেশাত্মবোধ ও স্ত্রীজাতি।

(কোনও মহিলা সভায় পঠিত)

নব্য ইটালীর স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত মহাপ্রাণ ম্যাজিনী বলিয়াছেন যে, মানুষের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য নিজ পরিবারের মঙ্গল বিধানে আত্মনিয়োগ করা আর, এই যে পরিবারের মঙ্গল বিধান তাহা যথার্থ হইতে পারে তবেই, যদি পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল বিধানে আত্মনিয়োগ করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায়। আবার স্বদেশেরই বা যথার্থ মঙ্গল কিসে হইতে পারে? ম্যাজিনী বলেন দেশবাসীকে বিশ্বের মঙ্গল কামনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে, বিশ্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসীবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ভাব দেশবাসীর মনে জাগ্রত করিতে পারিলে তবেই স্বদেশ ও স্বজাতির যথার্থ মঙ্গল বিধান করা হয়,—তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য যথার্থ পালন করা হয়।

পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা,—নিজ পরিজনের মঙ্গল বিধান করা যে প্রত্যেকেরই জন্মগত দায়, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব এখানে মতবিভেদ হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মতবিভেদ সেইখানেই হওয়ার সম্ভাবনা, যখন প্রশ্ন ওঠে যে,—এই যে পরিজনের মঙ্গল বিধান করা,—তাহা কি? পতি, পত্নী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি মানুষের যথার্থ কর্ত্তব্য পালন করা হয় কিসে? আমরা সাধারণতঃ ভাবিয়া থাকি,—কেন, তাদের ভাল খাওয়াইব, ভাল পরাইব, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে দশজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব, তবেই তো কর্ত্তব্য পালন করা হইল। কিন্তু আপন জনকে সুখে স্বচ্ছন্দে ও আরামে রাখার মধ্যে, তাহাকে শুধু বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধনে মানে দশের মধ্যে উচ্চ-পদস্থ করিয়া তোলার মধ্যে, যে তা'র যথার্থ মঙ্গল নয়, বরং দেশের ও দশের মঙ্গল-কামনায় নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ধন মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তির বাসনা বিসর্জ্জন দেওয়ার মধ্যেই যে তাহার যথার্থ মঙ্গল, তাহা আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি না যে যাহার হৃদয়ের প্রসার অধিক, যে নিজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, কিন্তু দেশের ও দশের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, দেশের ও দশের মঙ্গলই নিজ মঙ্গল বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, সেই যথার্থ মঙ্গল যে কোথায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

মানুষের জীবন গিরি-নির্ঝরিণীর মত। নির্ঝরিণীর জীবন তখনই সার্থক হয় যখন সে নিজ নিভৃত গুহার আবেষ্টন অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখনই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে যখন নিজ স্নিগ্ধ সলিলধারায় দেশ দেশান্তর প্লাবিত করিয়া, সাগরের বিশাল বক্ষে আত্ম-সমর্পণ করে। তেমনি মানুষের জীবন তখনই সার্থক হয়, যখন সে নিজ পারিবারিক ক্ষুদ্র আবেষ্টনকে অতিক্রম করিয়া দেশের ও দশের জন্য ভাবিতে শিখে, তখনই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে যখন সে বিশ্ব-জগতের মঙ্গল কামনার মধ্যে আপনাকে একেবারে নিমগ্ন করিয়া দিতে সমর্থ হয়।

(শ্রীমতী ....)

ক্রমশঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শান্তিরক্ষা—

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, উড়িষ্যার বন্যাপীড়িত নরনারীর কষ্ট বিমোচনের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য "ভারত-সেবা-সঙ্ঘের" যে কয়েকজন কর্ম্মী এখানে আসিয়াছিলেন, জিলার কর্ত্তৃপক্ষ নোটীশ দিয়া তাঁহাদিগকে সহরের বাহির করিয়া দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে থাকিয়া উক্ত উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে, জিলার শান্তি ভঙ্গ হইবে। পুলিশ অনুবাদকের কৃতিত্বের ফলে তাঁহাদের রচিত গানের "প্লাবন পীড়ন", "যবন পীড়নের" রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এই আশঙ্কার সৃষ্টি কর্ত্তৃপক্ষের মনে হইয়াছিল। এখন কথা হইতেছে, যদি গানবাজনা সহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা কর্ত্তৃপক্ষের মনে জাগিয়া থাকে, তবে শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার আদেশ দিলেই ত যথেষ্ট হইত; উক্ত কর্ম্মিবৃন্দকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহর ত্যাগ করিবার কড়া আদেশ দেওয়া হইল কেন? ইহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে, "যবন পীড়নের" কথায় কর্ত্তারা তত ব্যতিব্যস্ত হন নাই, যতটা হইয়াছেন "প্লাবন পীড়নের" কথাটা প্রচার হইয়া পড়ায়, তবে নিতান্ত অন্যায় হইবে কি? আর্ত্ত প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সরকার কিছুই করিতেছেন না, বরং প্রচার করিতেছেন—কষ্ট তত বেশী কিছু হয় নাই; অথচ প্রকৃতপক্ষে বন্যাপীড়িত উড়িষ্যাবাসীদের অবস্থা এতই করুণ হইয়াছে যে অন্য প্রদেশের সেবাব্রতীরাও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য স্থানে স্থানে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছেন—এ সংবাদটা সাধারণের মধ্যে প্রচার হইলে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতে পারে—ইহা আশঙ্কা করিয়াই যে জিলা-শাসকগণ এই অদ্ভুত আদেশ প্রচার করেন নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

* * *

তারপর, যে পুলিশ কর্ম্মচারী "প্লাবন পীড়ন" কথাটিকে "যবন পীড়ন" বলিয়া অনুবাদ করিয়া বাহাদুরী লইয়াছেন, তাঁহার কৃতিত্বের কি পুরস্কার মিলিবে, জানিতে পারিলে সুখী হইতাম। জিলার কর্ত্তারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে, সমস্ত গানটি অনুবাদ করাইয়া পাঠ করিয়াছিলেন কি? বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও ত জিলায় আছেন, তাঁহাদের সাহায্যে এই কায অনায়াসেই হইত। যদি তাহা করা হইয়া থাকে, এবং তাহা পাঠ করিবার পরেও কর্ত্তারা এই আদেশ জারি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আর যদি এইরূপ না করা হইয়া থাকে (এবং তাহার সম্ভাবনাই অধিক) তাহা হইলে কর্ত্তাদের ন্যায় বিচারের তারিফ করিতে হইবে। কয়েকজন নির্দ্দোষ সেবাব্রতীকে, অতি হীন কার্য্যে প্রবৃত্ত গুণ্ডা বদমায়েসের মতই সহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, অথচ তাহার পূর্ব্বে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি—তাহা অবধারণের জন্য অনুসন্ধান করার ফুরসুৎ পর্য্যন্ত কর্ত্তাদের মিলিল না! গুণ্ডা বদমায়েসের সম্বন্ধেও এইরূপ চরম ব্যবস্থা এই সহরে শীঘ্র মধ্যে হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর এইরূপ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা—এক আমাদের মত পরাধীন দেশেই সম্ভব। পরিশেষে, পুলিশ অনুবাদক মহাশয়কে তাঁহার বাহাদুরীর জন্য পুরস্কৃত করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তারা কি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন—অনুবাদ প্রমাদটি স্বেচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত?

* * *

অধিকন্তু, অর্থ সংগ্রহ হইলে, তাহা হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রযুক্ত হইবে—ইহা জানিয়াও যখন সংগ্রহকার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে, তখন সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি না হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই উক্ত আদেশ জারি করা হইয়াছিল, মনে করা যায় কেমন করিয়া?

* * *

"ভারত-সেবা সঙ্ঘের" কর্ম্মিগণ চলিয়া যাইবার পরেই পুলিশসাহেব এক নোটীশ জারি করিয়াছেন যে, পূর্ব্বাহ্নেই পুলিশের নিকট দরখাস্ত না করিয়া সহরের মধ্যে কেহ কোনও রকমের শোভাযাত্রা বাহির করিতে পারিবে না। এত কাল পুরুলিয়া সহরে হরি-সংকীর্ত্তনের দল বাহির করিবার জন্য কোনও প্রকার লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় নাই। উক্ত নোটীশ জারি হওয়াতে এখন, শুধু হরি সংকীর্ত্তনের দল বাহির করিবার জন্য কেন, নাম গান করিয়া শবানুগমনের জন্যও পুলিশের লাইসেন্স লইতে হইবে। ইহা যদি ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না হয়, তবে হস্তক্ষেপ আর কাহাকে বলে? কলিকাতায় রাজরাজেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি লইয়া যে শোভাযাত্রা বাহির হইবার কথা ছিল, পুলিশ তাহাতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুগণ শোভাযাত্রা বাহির করেন নাই। এইরূপ অন্যায় আচরণের প্রতিকারের ক্ষমতা যেখানে নাই, সেখানে নিশ্চেষ্ট প্রতিবাদও বরং ভাল তবুও অন্যায় ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া উচিত নয়—ইহা মনে করিয়াই কলিকাতাবাসী হিন্দুগণ পুলিশের কথামত কায করিতে প্রস্তুত হন নাই।

* * *

আমাদের স্থানীয় কর্ত্তারা একটি অন্যায়ের পরে আর একটি অন্যায় করিয়া প্রথমটিকে চাপা দিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনাহারক্লিষ্ট জনমণ্ডলীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য যে শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, তাহার সহিত কীর্ত্তনের দলের যে অনেক তফাৎ—এইটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি বোধ হয় জনসাধারণের ঘটে আছে!

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি ও আগামী নির্ব্বাচন—

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির কার্য্যকরী সমিতি, মানভূম জিলায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যাঁহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের নাম মনোনীত করিয়াছেন। দক্ষিণ মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় এবং ছোটনাগপুরের মিউনিসিপ্যাল্ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেনের নাম মনোনীত হইয়াছে। ইহাতে আমরা প্রকৃতই সুখী হইয়াছি। গত বারেও ইঁহারাই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং সে বছর যদিও কংগ্রেস-কমিটি নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করেন নাই, তথাপি এই জিলায় বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী নীলকণ্ঠবাবুও জীমূতবাবুর নির্ব্বাচন ব্যাপারে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়াই পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়া সাধারণের আশানুরূপ কাযও করিয়াছিলেন। সেই জন্যই মানভূমবাসী ইঁহাদের মনোনয়নের সংবাদে সুখী হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মানভূম জিলা কংগ্রেস-কমিটির উপরে মনোনয়নের ভার দেওয়া হইলে, অথবা মনোনয়ন সম্বন্ধে জিলা কমিটির অভিমত গ্রহণ করা হইলে, ফল একই হইত; জিলা কমিটি যে ইঁহাদিগকেই মনোনীত করিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন কথা হইতেছে, জিলা কংগ্রেস কমিটিকে মনোনয়নের ভার অর্পণ করা ত দূরের কথা, এ বিষয়ে কমিটির অভিমত পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য, নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি মনোনয়নের ভার প্রাদেশিক কমিটিকেই অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাদেশিক কমিটি যে জিলা কমিটিগুলিকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিবেন, নিখিল ভারতীয় কমিটি নিশ্চয়ই সে কথা ভাবেন নাই। অন্ততঃ দুইটি প্রদেশের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। বাঙ্গালার প্রার্থী-মনোনয়নের জন্য যে বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় প্রত্যেক জিলারই অন্ততঃ একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী আছেন; তা ছাড়া, মনোনয়ন ব্যাপারে প্রত্যেক জিলা কমিটির অভিমতও গ্রহণ করা হইতেছে। মহারাষ্ট্রেও প্রত্যেক জিলা কমিটির অভিমত গ্রহণ করা হইতেছে এবং সেই অভিমত অনুসারেই মনোনয়ন কার্য্য সমাধা হইতেছে। এইরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ প্রার্থিগণের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করিবার সুযোগ জিলা কমিটির যে পরিমাণে থাকিবে, প্রাদেশিক কমিটির তাহা থাকিতে পারে না। আমাদের বিহার কমিটি কিন্তু মানভূম জিলা কমিটির অভিমত গ্রহণ করার আবশ্যকতা আদৌ বোধ করেন নাই; এমন-কি, কংগ্রেস-কমিটির কার্য্যকরী সমিতি অথবা কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি অথবা সম্পাদক মহাশয়ের অভিমত জিজ্ঞাসা করাও বোধ হয় হীনতার কায বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এদিকে কংগ্রেস কমিটির বহু সদস্য আশায় আশায় বসিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের মত প্রাদেশিক কমিটিকে জানাইবার তলব আসিবে! জিলা কমিটিকে আজ নির্ব্বাচন ব্যাপারে এরূপভাবে অবজ্ঞা দেখান হইল, কাল যে অন্য কোনও অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে দেখান হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি?

• • • •

আমলাতন্ত্রের কেন্দ্রগত শক্তিকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের হাতে তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়াই না কি কংগ্রেস-প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য। অথচ, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানেই যদি, অল্পমাত্র যে ক্ষমতা আমাদের হাতে আছে তাহা কেন্দ্রগত করিবারই চেষ্টা চলে, তাহা দেখিয়া শত্রুরা হাসিলে, কাহাকে আর দোষ দিব?

• • • •

বিহার সরকার ত মানভূমকে "অনুন্নত বিভাগের" অন্তর্ভুক্ত করিয়া মনের সুখে যাহা-ইচ্ছা-তাহাই করিয়া যাইতেছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটিও যদি সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়া মানভূমকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মানভূমবাসীর বলিবার আর কি থাকিতে পারে?

• • • •

আক্কেলের ঠিকাদারী গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিটা আমাদের দেশের লোকের মনে বড়ই প্রবল; বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটিও এই প্রবৃত্তির তাড়না হইতে নিস্তার পান নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

• • • •

উত্তর মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালা মনোনীত হইয়াছেন। ইনি গত বারেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। স্বরাজী সদস্যগণ যখন বিহার কাউন্সিল হইতে বাহির হইয়া আসেন, ইনিও তাঁহাদের সহিত সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মানভূম জিলা বোর্ডেরও ইনি সদস্য। অধিকাংশ স্থলেই কংগ্রেসী সদস্যগণের সহিত এক হইয়া বোর্ডের ব্যাপারে ভোট দিয়াছেন। ইনি নির্ব্বাচিত হইলে কংগ্রেস-দলের স্বপক্ষে থাকিয়াই কায করিবেন—এরূপ আশা করিবার কারণ আছে।

• • • •

তবে, লালা মহাশয় কংগ্রেসের সভ্য নহেন। মনোনয়ন-প্রার্থী হইয়া যখন তিনি জিলা কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদকের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছিলেন, কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত না হইলেও তিনি স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন প্রার্থনা করিবেন—এই অধিকার বজায় রাখিয়াই তিনি আবেদন করিতেছেন। কংগ্রেসপন্থীয় নির্ব্বাচন-প্রার্থিগণকে যে অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা পাঠকের স্মরণ আছে কি?

• • • •

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি লালা মহাশয়ের নিকট হইতে কি একটা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে জনৈক কর্ম্মীকে লালা মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আশা করি লালা মহাশয় প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রাদেশিক কমিটির ইজ্জৎ বজায় রাখিবেন।

• • • •

উক্ত কমিটি ভরসা করিয়া এ কাযের ভারটাও মানভূম জিলা কংগ্রেস-কমিটির উপর অর্পণ করিতে পারেন নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সম্পাদিত "আর্থিক উন্নতির" প্রথম (বৈশাখ) সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। দেশের আর্থিক উন্নতি যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, এই পত্রিকাখানি তাঁহাদের আদরের বস্তু হইবে—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত "আবাদের" দ্বিতীয় (জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। কৃষির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সান্যাল মহাশয়ের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর "অভ্র-কাব্য" শীর্ষক কবিতাটি চমৎকার হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আশুতোষ স্মৃতি-বার্ষিকী—

গত ২৫শে মে তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর ইউরোপ যাত্রা—

আমেদাবাদের "প্রজাবন্ধু" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ যে মহাত্মাজী জুন মাসের প্রারম্ভেই ইউরোপ যাত্রা করিবেন। আগষ্ট মাসে ফিন্‌ল্যাণ্ডে বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনীর অধিবেশনে যোগ দান করিয়া পরে তিন চার মাস ধরিয়া সুইডেন, নরওয়ে, জার্ম্মেণী, ইটালি প্রভৃতি ইউরোপের নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিবেন। সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস এবং শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই থাকিবেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ—মহাত্মাজী বলিয়াছেন, ইউরোপ যাত্রা সম্বন্ধে তিনি এখনও কিছু স্থির করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ—

কবি ইটালিতে পৌছিয়াছেন। মুসোলিনি অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে, মুসোলিনির বক্তৃতাদির যে সারাংশ সংবাদ পত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পড়িয়া মনে হয়—ইটালির প্রধান মন্ত্রী যুদ্ধবিগ্রহ বাধাইয়া অথবা যেমন করিয়াই হউক পৃথিবীর মধ্যে ইটালির জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তির বাণী মুসোলিনির মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিলে পৃথিবীর মঙ্গল হইবে।

স্বামী বিশ্বানন্দ—

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব না কি বুঝিতে পারিয়াছেন, স্বামীজী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই খড়্গপুরে আসিয়াছিলেন, অন্য উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। তাই স্বামীজীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা—

সম্প্রতি জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপে আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। বহু গ্রাম নগর ধ্বংস হইয়াছে—ফলে শত শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। বহু মৃত দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সহস্রাধিক লোকের কোনই সন্ধান মিলিতেছে না।

আরাকানে ভীষণ ঝড় ও বন্যার ফলে শত শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। ২৬শে মে পর্য্যন্ত ১২০০ শত মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে বহু গো মহিষাদিও মারা পড়িয়াছে; দুই একটি গ্রামের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, সেখানে গরু আর নাই বলিলেই চলে। খাদ্য সংগ্রহের জন্য স্থানে স্থানে লুট পাটও আরম্ভ হইয়াছে।

আচার্য্য রায়ের বিলাত-যাত্রা—

আচার্য্য রায় গত ৩০শে মে তারিখে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণের বিশেষ একটি সম্মিলনীতে যোগ দান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রকাশ যে, আচার্য্য মহাশয় খাদি-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত এক খানা ভাল সাড়ী ও এক খানা ধুতী ইংলণ্ডে বন্ধুবান্ধবগণকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু—

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সস্ত্রীক মসুরী যাত্রা করিয়াছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া ডাক্তারগণের পরামর্শে তিনি এখন কিছুদিন মসুরীতে অবস্থান করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার স্বরাজ্যদলের সভাপতির কায করিবেন। পণ্ডিতজীই শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারকে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্পেশ্যাল প্রজা কন্‌ফারেন্স—

আগামী জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে, কি প্রকারে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-আইনের সংশোধন সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রজাপক্ষের সদস্যগণ জয় লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলার প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণকে লইয়া বগুড়া টাউনে আগামী ১৫ই এবং ১৬ই জুন একটি বিরাট প্রজা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে।

চীনে গোলযোগ—

সাংহাইয়ে আবার চীনা ও বিদেশীদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর যে তারিখে রাজপথে সমবেত ছাত্রদের জনতার উপরে গুলি চলিয়াছিল, এবৎসরও ঠিক সে

দিনই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। বিদেশী তারের সংবাদে যাহা প্রকাশ তাহাতে চীনাদের উপরেই সমস্ত দোষ চাপান হইয়াছে;—বিদেশী-বিদ্বেষই না কি এই সব গণ্ডগোলের মূল কারণ। সমস্ত ব্যাপারটা কি এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় নাই।

মিশর—

মিশরে সম্প্রতি যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে তাহাতে জাগ্‌লুল পাশার দলেরই জয় হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে জাগ্‌লুল পাশার দলের লোকের সংখ্যাই অধিক হইয়াছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এখন তাঁহারই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু ব্রিটীশ সরকার তাহা হইতে দিলেন না। জাগ্‌লুল প্রধান মন্ত্রী হইলে সুদানে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব, মিশরের ভিতর দিয়া ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সেনা দলের যাতায়াত এবং সুয়েজ্‌ খালের উপরে ইংলণ্ডের একাধিপত্য প্রভৃতি ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ বজায় রাখিতে তিনি স্বীকৃত হইবেন না, এই আশঙ্কায়ই নির্ব্বাচনে জাগ্‌লুলের সাফল্যের ফলে ব্রিটীশ সরকার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রিটীশ সরকার জানেন জাগ্‌লুলের মত তেজস্বী ব্যক্তি মিশরের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়া লইতে চেষ্টার ক্রটী করিবেন না, মেকি স্বাধীনতায় তিনি ভুলিবেন না। তাই, নির্ব্বাচনের পরে—উক্ত বিষয়গুলিতে ইংরাজের স্বার্থ বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তিনি প্রতিশ্রুতি দেন নাই। ফলে ইংলণ্ডে মার্ মার্ শব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। মিশরকে ভয় দেখান হইয়াছিল যে, ইংলণ্ড মিশর ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত নহে এ কথা যেন মিশরবাসী না ভুলে এবং ইংরাজের স্বার্থ বজায় না থাকিলে, ইংরাজ মিশরবাসীকে যে স্বাধীনতা দান করিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে ব্রিটীশ সরকার কুণ্ঠিত হইবেন না, সুতরাং জাগ্‌লুলকে যেন প্রধান মন্ত্রী না করা হয়। "রিজলিউশন" নামক একখানা ব্রিটীশ রণপোত মিশরে প্রেরিত হইয়াছে—এবং আরও কয়েকখানা রণপোত প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলেই সেগুলি মিশরের দিকে রওয়ানা হইবে। অবস্থা অতি গুরুতর দেখিয়া প্রতিনিধিগণ জাগ্‌লুলকে প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করায়, তিনি স্বীকৃত হইয়া পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। মিশরের ইংরেজ-প্রদত্ত স্বাধীনতার স্বরূপ দেখিয়া আমাদের দেশের স্থিরমস্তিষ্ক রাজনীতিকগণের চোখ খুলিবে—আশা করি।

কলিকাতায় ও ফরিদপুরে ভীষণ ঝড়—

গোয়ালন্দে ভীষণ ঝড় হইয়া বহু ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়াছে। দুই এক জন আহত হইয়াছে এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

গত ২৪শে মে তারিখে কলিকাতার উপর দিয়া যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল কলিকাতা ও তাহার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেরই ক্ষতি করে নাই; অনেক দূর পর্য্যন্ত এই ঝড়ের প্রকোপ অনুভূত হইয়াছে। রূপনারায়ণ নদীতে কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশান্ কোম্পানীর একখানা ষ্টীমার এই ঝড়েই জলমগ্ন হইয়াছে। ষ্টীমারে বহু যাত্রী ছিল; সকলেই নিরাপদে ডাঙ্গায় উঠিতে পারিয়াছিল কি না সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এই ঝড়ে কয়েকখানা ষ্টীমার শালিমারের নিকট গঙ্গায় জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ঘূর্ণীবাত্যা বঙ্গোপসাগরের দিক হইতে আসিয়াছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামের অবসান—

স্বদেশের স্বাধীনতা ও ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য ইউরোপের প্রবল পরাক্রান্ত দুইটি শক্তির সহিত দৃঢ়তা ও বীরত্বের সহিত অনন্যসহায় হইয়া যুদ্ধ করিবার পর অবশেষে ক্লান্ত হইয়া আব্‌দুল করীম শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য দেশের এই বীর সর্দ্দারকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে ফ্রান্স ও স্পেনকে বহু অর্থ ব্যয় ও শ্রম করিতে হইয়াছে; এই দুই দেশের প্রাণনাশও কম হয় নাই। দুঃখের বিষয় বীরপুরুষ আবদুল করীম সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি স্বপরিবারে ফ্রান্সের আশ্রয়ে তায়া নামক স্থানে নীত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, স্পেন না কি করীমের নিকট এইরূপ কাগজপত্রের সন্ধান পাইয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে, রাশিয়া এবং জার্ম্মেণী গোপনে রীফকে ফ্রান্স ও স্পেনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা—

দক্ষিণ আফ্রিকার এক শ্রেণীর অধিবাসীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তাহারা আর ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে প্রস্তুত নয়। ইংলণ্ডের "ইউনিয়ন্ জ্যাক্" পতাকার ব্যবহার তুলিয়া দিয়া তাহাদের জাতীয় পতাকার ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত করিবে বলিয়া তাহারা স্থির সঙ্কল্প করিয়াছে। এমন-কি জাতীয় পতাকার নিকটে "ইউনিয়ন্ জ্যাক্"কে স্থান দিতেও তাহারা আর রাজী নয়।

ইংলণ্ডের শ্রমিক সমস্যা—

কয়লার খনির শ্রমিকদের সহিত মালিকগণের এখনও কিছু মিটমাট হয় নাই—বাগ্‌বিতণ্ডা পুরাদস্তুরই চলিতেছে।

বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের সহিত উদারনৈতিক দলের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা খুবই বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। উদারনৈতিক দলের নেতারা শ্রমিকদের উপর মিঃ জর্জ্জের অন্যায় (তাঁহাদের মতে) সহানুভূতি দেখিয়া রুষ্ট হইয়াছেন। সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মিঃ জর্জ্জ শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকদলে গিয়াই না যোগ দেন!

কলিকাতায় হরতাল—

বড়বাজার অঞ্চলে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূজা শেষ হইলে শোভাযাত্রা করিয়া কলিকাতার বড় বড় রাস্তা দিয়া প্রতিমা বহন করিয়া লইয়া যাইয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। এবারেও সেইরূপ শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য পুলিশের লাইসেন্স লওয়া হইয়াছিল। কোন্ কোন্ রাস্তায় যাইতে হইবে, লাইসেন্সে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং শোভাযাত্রার পথে যে সকল মস্‌জিদ্ পড়িবে তাহার সম্মুখে বাজনা বাজাইতে পারা যাইবে না—এ আদেশও লাইসেন্সে ছিল। হিন্দুগণ এই সব সর্ত্ত মানিয়া লইয়াই শোভাযাত্রা বাহির করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক—যে-যে পথে চিরকাল এই শোভাযাত্রা গমন করিয়াছে এবারেও সেই সব রাস্তা দিয়া যাইবার অনুমতিই হিন্দুগণ পাইয়াছিল।

আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, শোভাযাত্রা বাহির হইবে—ঠিক সেই সময়ে পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে হুকুম আসিল, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে পারিবে না, অন্য পথে যাইতে হইবে। হিন্দুগণ এ আদেশে স্তম্ভিত হইলেন। অনেক সাধ্য সাধনায়ও পুলিশের মন টলিল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া শোভাযাত্রা বন্ধ করিতে হইল। প্রতিমা রাস্তাতেই লরীর উপর স্থাপিত রহিল, কারণ প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর আর গৃহে লইয়া যাওয়া যায় না। পরে শুনিতে পাওয়া গেল, ঠিক এই সময়ে হারিসন্ রোডস্থ দীনা মিঞার মস্‌জিদের সম্মুখে প্রকাণ্ড রাজপথের উপরে গাড়ী ও লোকজনের যাতায়াত বন্ধ করিয়া হাজার হাজার মুসলমানে নমাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই হিন্দু শোভাযাত্রার অগ্রসর হইবার কথা ছিল।

পুলিশের এই অসঙ্গত আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ গত বৃহস্পতিবার কলিকাতার হিন্দু অধিবাসিগণ হরতাল করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার অধিকাংশ দোকান বন্ধ হইয়াছিল। বেলা ৫টার সময় টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বাঙ্গালী, শিখ, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুই সভায় যোগ দান করিয়াছিল। সভায় এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে, বাধ্য হইয়া একই সময়ে দুই স্থানে সভার অধিবেশন করিতে হইয়াছিল। সভায় কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। সকল শ্রেণীর হিন্দু নেতাগণ, পুলিশের অন্যায় আচরণ ও হিন্দুগণের বহুকালের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতির উপরে হস্তক্ষেপের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ সরকার (ব্যারিষ্টার) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিকেরস্ হাইড্রক্সাইড্ অব্ বিস্‌মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ ঃ
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade { টেলিফোন নং :— ৬১৬ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান,
তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও **ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেড, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী
(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for

Dindayal Pharmacy.

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নব বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বজ্রাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস আফিসের পাশের দোকান।

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।

রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাম্বর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসনসোল, অমৃতসীর, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৷০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চলতি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা বার), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।

এজেণ্ট,

ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার।

পুরুলিয়া।

সকল প্রকারের বিশুদ্ধ খদ্দর মজুত আছে।

যাঁহারা খদ্দর কিনিয়া দরিদ্রের মুখে দুটী অন্ন দিতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দোকানে অনুসন্ধান করিবেন।

Regd. No. P. 185.

দেশবন্ধু

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ⁄০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ১৪ই জুন ১৯২৬ | ২৬শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৮০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা

সারিবাদ্যাসব—৮০
ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস--ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।⁄০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ⁄০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মুল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি,এম,তালুকদার এণ্ড কোং**
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারান্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম্, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, হাপানী ও ক্ষয়কাশ, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, অম্লশূল, শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করা হয়। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ রিপ্লাইকার্ড লিখিলে সমুদয় অবগত হইবেন।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)

অবধৌতিক রসায়ন।

মহাপুরুষগণের কিরূপ অলৌকিক শক্তি একবার পরীক্ষা করুন। এই মহামৃত পান করিলে ধাতুদৌর্ব্বল্যতা, পুরুষত্বহীনতা, স্বপ্নবিকার, শুক্রতরলতা, স্মরণশক্তি হ্রাস, ধারণাশক্তির অভাব, প্রমেহ বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটরিয়াদি সমূলে ধ্বংস হয়। ইহা যুবকের সম্বল ও বৃদ্ধের একমাত্র ভরসা স্থল। যাঁহারা অনাচার বশতঃ এক্ষণে শক্তিহীন হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন তাঁহাদের জীবন দান করিবে। এক মাসের উপযুক্ত একশিশি ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রত্যেক **অবধৌতিক লবণ** ঘরে ঘরে রাখুন অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পেটফাঁপা, চোঁয়া ঢেকুর, অরুচি, বদহজম প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া একমাত্রা সেবন করুন কিছুক্ষণ পরেই ক্ষুধায় অস্থির হইবেন।

মূল্য প্রতিশিশি ৷৷৵০ নমুনা শিশি ৵০ ডাক মাশুলাদি পৃথক্।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।
৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, রুমালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার। ব্লু ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টি), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী নস্যমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত রিষ্টওয়াচ ঘড়ি, কলকব্জা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশোলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী !

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক ! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারশী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জল, নরম ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী খাটাতে জানিনা—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৵০ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না ! সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

“মুক্তি”

এসেছিলে সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

—রবীন্দ্রনাথ

সন ১৩৩৩ সাল, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

দেশবন্ধু

এক বৎসর হইল দেশবন্ধু চলিয়া গিয়াছেন। এক বৎসর যাবৎ কাণ্ডারীশূন্য তরীর মত বাঙ্গালা দেশের জাতীয় জীবন লক্ষ্যহীন গতিতে কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়াছে কেহই তাহা বলিতে পারে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিক্‌দর্শনযন্ত্রের সন্ধান নাই, কূলকিনারার ঠিকানা নাই, মাল্লারা সব আত্মকলহে ব্যতিব্যস্ত, তরীর গতি নিরীক্ষণ করিবার কেহই নাই। যাত্রীরা সব হতাশ মনে চিন্তা করিতেছে—এখন উপায় ? সকলের মনেই ব্যাকুলতা, সকলের মনেই বিষম উৎকণ্ঠার ভাব। মাঝি নাই, এই বিভ্রান্ত জাতির জীবন-নৌকা কেই বা পরিচালিত করিবে, আর কোন পথেই বা চলিতে থাকিবে ? পরিচালকের অভাব এতদিন বেশী অনুভব হয় নাই, কিন্তু আজ যে বিষম সঙ্কট-কাল উপস্থিত হইয়াছে, প্রবল ঝড় আসিবার উপক্রম হইয়াছে, এখন ত আর নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। দেশবন্ধু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন লোকের মনে ভরসা ছিল, বিপদ আপদের কথা মনেই উঠিত না, সকলেরই বিশ্বাস ছিল তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তাঁহার কর্ম্মশক্তি, তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার দুর্জ্জয় সাহস এবং তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম প্রতিকূল স্রোত এবং প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহ অতিক্রম করিয়াও এই জাতিকে পরিচালিত করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু সেই মহাপুরুষের তিরোধানের পর একবৎসর কাটিয়া গেল, কত ঘটনার পর ঘটনা উপস্থিত হইল, কত ভাবের স্রোত বহিয়া গেল, কত বায়ুপ্রবাহ আসিল আবার চলিয়া গেল তবুও এমন বীর্য্যবান মনস্বী কাহাকেও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না যাহার পরিচালনা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালীজাতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তাই নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আজ স্বতঃই সকলের মনে জাগিতেছে অবসন্নতার সলিল সমাধিই কি এই হতভাগা জাতির ললাটে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে ? তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে জগতে ত্যাগের ত মহিমা থাকে না, নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রচেষ্টা ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়।

ভগবান বলিয়াছেন :—

> “নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি, প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
> স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।”

স্বয়ং ভগবানের এই আশ্বাস বাণীও কি এই অধঃপতিত জাতির অদৃষ্ট গণনায় মিথ্যা প্রমাণিত হইবে ? অসম্ভব ! চিত্তরঞ্জনের নশ্বর দেহটা শ্মশানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে সত্য, তাঁহার বজ্র গম্ভীর স্বর এখন আর অত্যাচারীর মনে আতঙ্ক উৎপন্ন করেনা সত্য, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি এখন আর সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতাকে সাক্ষাৎভাবে সঙ্কুচিত করেনা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি এই অবসন্ন-জাতির মানসক্ষেত্রে তিনি যে জাতীয়তার অমোঘ বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা বিনষ্ট হইতে পারে ? দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবন্ধুর দেশ-সেবার কাজ, জাতি-গঠনের কাজ, মৃতদেহে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিবার কাজ ফুরাইয়া যায় নাই। “কর্ম্মযোগীর কর্ম্মারম্ভ ত কখনও নিষ্ফল হইতে পারেনা, অসম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হইলেও তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারেনা, নিষ্কাম কর্ম্ম অতি অল্পমাত্রায় আচরিত হইলেও মৃত্যুভয় হইতেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ”। ইহাই ত গীতোক্ত ভগবৎ-বাক্যের তাৎপর্য্য। দেশবন্ধু যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। নর-নারায়ণের সেবাই তাহার যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। স্বরাজলাভের প্রচেষ্টা, স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রয়াস, জাতি গত ভাবে কিংবা দেশগতভাবে মুক্ত হইয়া বিশ্বমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ মোক্ষধর্ম্মানুষ্ঠানেরই এক প্রধান অঙ্গ, গীতোক্ত কর্ম্মযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যত কিছু কাজ সবই ত এই কর্ম্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বর্ত্তমান সময়ের ভোগমূলক প্রবৃত্তির বিরোধী হইলেও তাহা পরিণামে জয়যুক্ত হইবেই হইবে। দুই চার টাকার আদান প্রদানে নির্লজ্জ প্রবঞ্চনার যুগে তাঁহার রাশীকৃত পিতৃঋণ শোধের নৈতিক আদর্শ, রাজভক্তির কৃত্রিমতার আবরণে তোষামোদপরায়ণতার যুগে রাজদ্বারে যাঁহারা রাজদ্রোহীরূপে অভিযুক্ত তাঁহাদের মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম, এই মিথ্যা ও ভণ্ডামির রাজত্ব-সময়ে সত্যের আহ্বানে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া অকাতরে অসহযোগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ, এবং সত্যনিষ্ঠ সত্যধর্ম্মীর আদর্শ-স্বরূপ মনে, বাক্যে ও কার্য্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শাক্যসিংহের মত অতুল ঐশ্বর্য্য অক্লেশে পরিত্যাগ কালের মহাত্মাকেও অতিক্রম করিয়া জাতীয় জীবন পরিচালনায় ধ্রুব নক্ষত্রের মত প্রোজ্জ্বলভাবে দিক্ নির্দ্দেশ করিবেই করিবে। এখনও কর্ম্মিবৃন্দের মনে যখন দৈবের প্রতিকূলতা ভয় সঞ্চার করিতে চাহে, তখন চাঁদপুরের অত্যাচার নিপীড়িত দেশের শ্রমজীবী ভাইদের অসহ্য কষ্টে ও দুঃখে বিগলিত হৃদয় দেশবন্ধুর প্রবল ঝড় বাতাসকে তুচ্ছ করিয়া নৌকা যোগে উত্তালতরঙ্গময় পদ্মানদী বাহিয়া গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর গমনের সাহস ও দৃঢ়তার কথা ভাবিলেই প্রাণের ভিতর নির্ভীকতার সঞ্চার

হয়। তারপর আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছা-সেবক নিগ্রহের নিমিত্ত স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধকল্পে স্ত্রী ও পুত্রকে কারা-ক্লেশ বরণে উৎসাহ প্রদান, অন্যায়ের আশ্রয়দাতা আদালতকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে কারাদণ্ড গ্রহণ এবং কিছুতেই ভীত না হইয়া জাতির সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিরাম চেষ্টা দেশের লোকের মনে যে অভয় প্রদান করিয়াছে তাহা যুগ যুগান্ত-ব্যাপী কালের ক্রিয়ায় ও ধ্বংস হইবার নহে। স্বরাজ্য-দলপতিরূপে চিত্তরঞ্জন যে অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির সাহচর্য্য এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখাইয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসে কেন জগতের ইতিহাসেই বিরল। ব্যাধিক্লিষ্ট অবসন্ন-দেহে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষার নিমিত্ত তিনি যে, শায়িত অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভায় নীত হইয়া সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইএ যোগদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে নিতান্ত নির্জীবের মনেও শক্তির সঞ্চার হয়। দেশবন্ধু দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার মৃত্যুহীন প্রাণ সময়ে ব্যক্তভাবে সময়ে অব্যক্তভাবে জাতির জীবন গঠনে ক্রিয়াশীল হইবেই হইবে। ভাব-জগতের ইহাই ত সনাতন নিয়ম। ভারতের সব গিয়াছে—ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, সমাজ গিয়াছে, শিল্প গিয়াছে এমন কি ধর্ম্মও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে—আছে মাত্র অনাদিকাল হইতে মহাপুরুষদের ভাবের একটা অব্যাহত স্রোত। মানসক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার এই ভাবস্রোতকে আশ্রয় করিয়াই ভারত এখনও জীবিত আছে। সেই ভাব কখনও মূর্ত্ত হইয়া কাজ করে কখনও বা অব্যক্ত অবস্থায় অলক্ষিতে সূক্ষ্মাবস্থায় কাজ করে। মেঘঝড়ের সময় বলিয়া ধ্রুবনক্ষত্রের অস্তিত্বের উপর অবিশ্বাস করিলে চলিবেনা। অশান্তির ঝড় প্রশমিত হইবেই হইবে, মনের মেঘ কাটিয়া গেলেই আকাশ নিশ্চয়ই আবার পরিষ্কার হইবে। কিসের ভয়? দেশবন্ধু গিয়াছেন তাহার ত্যাগ আছে, তাহার কর্ম্মশক্তি আছে, তাহার একাগ্রতা আছে, তাহার দেশপ্রীতি এখনও জাতির প্রাণ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। দেশবাসীর ব্যাকুলতা এবং আগ্রহ ঘনীভূত হইলেই ঐ ভাবগুলি মূর্ত্ত হইয়া কাজ করিতে থাকিবে, জাতীয় জীবন-তরী অনুকূল বাতাসে বাহিত হইয়া নিরাপদে গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। চাই শুধু বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ঐ ভাবগুলি ধারণ করিয়া একাগ্রচিত্তে সঙ্ঘ সাধনা। আত্মাভিমান এবং স্বার্থপরতাই এই সাধনার পরিপন্থী। সত্যিকার দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হইলেই ঐ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিগুলি অপসারিত হইবে। দেশ প্রেমিক দেশবন্ধুর পুণ্য স্মৃতিই দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া দিবে। অবসন্ন চিত্তেও শক্তির সঞ্চার হইবে, বিদ্বেষ-বিষাক্ত মনেও প্রেমের আলো জ্বলিয়া উঠিবে, পরাধীনের হৃদয়েও স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং জাতীয় জীবন ধন্য হইবে, সার্থক হইবে এবং নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে।

তেমনি করে হেসে হেসে

(স্বর্গীয় দেশবন্ধুর রচিত গান।)

ঝিঁঝিট,—একতালা।

তেমনি করে হেসে হেসে
এস এস এস হে।
আমার সকল ব্যথা জুড়িয়ে যাবে মধুর তব পরশে
সকল ব্যথা ডুবিয়ে দিব নীরব তব হরষে॥
চোখের জল ফুলের পায়
ঝরবে তব পদ তলায়।
আমি হাসব আরো হাসব তব,
হাসির ছটায় ভাসব
আমি সারা জীবন ছড়িয়ে দেব,
মধুর তব পরশে॥

১৯১৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর স্বর্গীয় দেশবন্ধুর অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত।

বঙ্কিমের ধ্যানমূর্ত্তি: বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমের যে ধ্যানমূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান "আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়—বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধরের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটা বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেইরূপের মূর্ত্তি।

আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সেই রূপের বালাই লইয়া মরি।"

* * *

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

"ঐ যে মা ডাকিতেছে—সাবধান! সাবধান! নিজের নিজের অভিমানকে বর্জ্জন কর! ঐ যে বাঙ্গালার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার ক্ষেত্রে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও, বল এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খৃষ্টীয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এযে আমার কায, এযে তোমার কায, এযে মায়ের কায! একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে, দেখিবে সকলের কার্য্যই সার্থক হইবে! আমি আবার বলি, উঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যানকে জাগাও!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—
—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়!"

* * *

প্রাণের নিবেদন।

"আমার স্বদেশবাসীর নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গালার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ চিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। ধর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার, আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি সঙ্গত, ন্যায় সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না; একবার এস, আমরা সকলে সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই" একবার এস, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান সমস্বর বলি—চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি "চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।"—সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে। এস ভাই খৃষ্টীয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই'! এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই'। এস ভাই হিন্দু তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই'! ঐযে মা ডাকিতেছে! এস, এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা! বল নারায়ণ, বল **বন্দেমাতরম্।**

দেশাত্মবোধ ও স্ত্রীজাতি।

(কোনও মহিলা সভায় পঠিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু যেমন প্রথম স্তর হইতে তৃতীয় স্তরে যাইতে হইলে দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম না করিয়া কেহ যাইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আমরা, যাহারা শুধু পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, দেশের ও দশের জন্য ভাবনা যাহাদের হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তোলে নাই, তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন এই জাতীয়তার ভাব, এই দেশাত্মবোধ নিজ অন্তরে জাগ্রত করিয়া তোলা। আর নিজ পরিজনবর্গকেও সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা। যাঁহারা দেশাত্মবোধের স্তর অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই বিশ্ব-মানবের মঙ্গল বিধানের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় নিজ দেশ সম্বন্ধেই জাগ্রত নয় তাঁহাদের পক্ষে সমগ্র বিশ্বের ধারণা করা কি সম্ভব? যে আপন পরিজনকে ভালবাসিতে পারে নাই, সে কি প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে পারে? যাহার হৃদয় স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ব্যাকুলতা অনুভব না করিল সে কি সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুরাগ বিশিষ্ট হইতে পারে? তা' হয় না। তাই বলিতেছিলাম যে আমরা,—যাহারা শুধু নিজ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য কি? আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, স্বজাতি ও স্বদেশের সেবা ও মঙ্গলার্থে আত্ম-নিয়োগ করিবার বাসনায় নিজেকে ও নিজ পরিজনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

কিন্তু এই স্থলে আমাদের প্রথমেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে জাতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি? আর সে সম্বন্ধে আমরা যথার্থ কিরূপ চিন্তাই বা করিয়া থাকি? বাস্তবিক পক্ষে আমাদের জাতীয়তা বোধ যে কত অল্প, আমাদের চিন্তা যে নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে কতই অক্ষম

আমাদের সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টা যে কত অল্প পরিসরে আবদ্ধ ও প্রকৃত জাতির সহিত তাহার সংযোগ যে কত কম-ভাবিলে হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়।

কবি গাহিয়াছেন,—

"নিজ বাস ভূমে পর-বাসী হ'লে
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে"—

কবি বলিতেছেন যে পর দাস-খতে সমুদায় দিয়া আমরা নিজ বাস-ভূমে পর-বাসী হইয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা অর্থাৎ অল্পসংখ্যক তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র নাগরিকবর্গ নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হইয়াছি আমাদের সমগ্র জাতীর সহিত সংযোগ-সূত্র ছিন্ন করিয়া। বাস্তবিক আমরা যেন নিজ দেশে বিদেশীয়ের মতই বসবাস করিতেছি। তাই আমাদের দেশ-বাসীর কোন খোঁজ খবরই আমরা রাখি না। জানি না, আমরা, অর্থাৎ যাহারা নগরে জন্মিয়াছি, সেইখানেই শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, তাহারা বিধাতার কোন্ অভিশাপে তথা কথিত 'অশিক্ষিত' ও 'অভদ্র' ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে 'আমার' বলিয়া আহ্বান করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

আমরা তথা কথিত ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যে বিরাট জাতি-সমুদ্রে বুদ্বুদ তুল্য, আমরা কি করিয়া জাতির পরিমাপক হইব? এই বিরাট জাতি সমুদ্রে নিজেদের বিলীন করিয়া না দিতে পারিলে কি করিয়াই বা জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইব? তাই আজ আমাদের প্রথমেই চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের জাতি কোথায়? তাহা যদি দেখিতে চাই; তবে আমাদিগকে সুসজ্জিতা নগরীর অট্টালিকা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া চাহিতে হইবে, দূরে পল্লীর জীর্ণ কুটিরের দিকে, আমাদের জাতীর শতকরা ৯০ জন লোক যেখানে বাস করিতেছে। শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, অর্থহীন শক্তিহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও বহু দুঃখে নিপীড়িত সেই আমাদের পল্লীনিবাসী জনগণ! সেই আমাদের জীবন্মৃত জাতি! আজ তা'দের জন্য কি আমাদের প্রাণ মমতায় ভরিয়া উঠিবে না? তা'দের ব্যথায় কি আমাদের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিবে না? যতদিন তা' না হয় ততদিন আমাদের জাতীয়তা কথার কথা মাত্র। জাতির সহিত পরিচয়-হীন জাতীয়তা—সে কি সম্ভব?

মানভূম জিলা কংগ্রেস-কমিটির নিবেদন ঃ—

আগামী ১৬ই জুন (বাং ১লা আষাঢ়) বুধবার স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবার্ষিকী। ঐ দিন সকলেই তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতির ভিতর যে একটা জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে তাহা আমরা অনেকেই অনুভব করিতেছি। তাঁহারা নানা দিকে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বহু বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু এই সব কৃতিত্ব প্রদর্শনের মধ্যেই কি শুধু স্ত্রীজাতির গৌরব পরিসমাপ্ত? শিল্প, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি গুণপনার মধ্যেই কি স্ত্রীজাতির বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে নারী হৃদয়ের অগাধ স্নেহ ও মমতার ভাণ্ডার যদি আজ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে মানুষের যুগ যুগান্ত সঞ্চিত পাণ্ডিত্য ও রাশীকৃত পুঁথির বোঝা সেই বিরাট শূন্যকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিবে না। ভগবান করুণ স্ত্রী-জাতির এই জাগরণের দিনে তাঁহারা যেন তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন না দেন—তাঁহারা যেন তাঁহাদের সকল প্রকার শিক্ষাকে সেইরূপ ভাবেই নিয়মিত করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের অন্তরস্থিত স্নেহ মমতা পবিত্র ভাগিরথী ধারার ন্যায় আজ পতিত-পাবনীরূপে আমাদের এই পতিত জাতিকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হয়।

বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের গৌরব যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান জাগ্রত করিয়া তোলে, তাহার বিষময় ফল পুরুষের হস্তে স্ত্রীজাতি আমরা কি এতকাল ভোগ করিয়া আসি নাই? প্রভুত্ব ও কৃতিত্ব যে আভিজাত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহার বিষময় ফল কি তথাকথিত উচ্চ জাতির হস্তে অনুন্নত জাতিগণ এতকাল ভোগ করিয়া আসে নাই? জিজ্ঞাসা করি আজ স্ত্রীজাতি তাঁহাদের নব জাগরণের দিনে কি এই সব বিষয়ে পুরুষেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন?—ভগবান না করুন! আমার তো ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে হৃদয়ই নারীর শ্রেষ্ঠ সম্বল, স্নেহ মমতাই তাহার প্রকৃত মূলধন। আর তাহার এই হৃদয়ে, তাহার এই স্নেহ-মমতায়, বিদ্যা-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই, ধনমান ও আভিজাত্যের বিশেষ কোন গৌরব নাই।

বলুন দেখি,—রাজার ঘরণী ও পথের ভিখারিণী কি নিজ সন্তানকে সম স্নেহেই বক্ষে ধারণ করেন না? পতি-প্রণয়ের গৌরব কি রাজপ্রাসাদ ও দারিদ্র্যের কুটির সর্ব্বত্রই সমান মহিমা-ময় নয়? এই যে নারী-হৃদয় যে হৃদয়ে

রাজার দুলাল পথের কাঙ্গাল
সমান সমান তুল—

এই যে নারী হৃদয় যে হৃদয়ের প্রণয় মহিমা ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের জীর্ণ কুটির সর্ব্বত্রই সমান, আমরা যেন সেই নারী-হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারি। বিদ্যা বুদ্ধি, ধন মান ও আভিজাত্যের গৌরব যেন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া না ফেলে, বরং আমাদের হৃদয় যেন আজ আমাদের জাতির সবার চেয়ে যাহারা নিপীড়িত, সবার চেয়ে যাহারা দুঃখ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট তাহাদের জন্যই অধিকতর ব্যাকুলতা অনুভব করে। কবি গাহিয়াছেন,—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে
সব হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি

প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে"

আমাদের জাতির এই সব-হারাদের জন্য যদি নারী-হৃদয়ের স্নেহ মমতার প্রস্রবণ বহিয়া না গেল, তবে বৃথাই আজ তাঁহাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভের প্রয়াস। ইহাদের সেবা দ্বারা কৃতার্থ হইয়া যদি আমরা ভগবানকে যথার্থ পূজা না করিতে পারিলাম, তাঁহাকে প্রদত্ত প্রণাম যদি আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ধনমান ও আভিজাত্যের অহঙ্কারে বাধা পাইয়া অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল, তবে বৃথাই আমাদের এই নারীত্ব।

নারী জন্ম লাভ করিয়া আমরা যদি ব্যথিতের বেদনায় কাতর না হইলাম, দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য ব্যাকুল না হইলাম, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিবার জন্য যদি স্ত্রীজাতি আজ কল্যাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিলেন, অন্নহীনের অন্ন সংস্থানের জন্য নারী যদি আজ অন্নপূর্ণারূপিণী না হইলেন, তবে সে সবই বৃথা! শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি যদি বৃদ্ধি লাভ না করিল, শিক্ষা লাভ করিয়া যদি আমরা অশন বসন ভূষণও ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার চিন্তায়ই মগ্ন রহিলাম, তবে শিক্ষা পাওয়া আর না পওয়া উভয়ই কি সমান নহে?

তাই আজ ইহাই প্রর্থনা করিতেছি, যে স্ত্রীজাতির এই নব জাগরণের দিনে তাঁহাদের স্নেহ ও মমতায় পরিপূর্ণ নারীহৃদয় স্বদেশের লক্ষ লক্ষ দুর্দ্দশাপীড়িত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া যেন এই নারী জন্মকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। তাই আজ ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, ধনমান, বিদ্যা বুদ্ধি ও আভিজাত্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান লইয়া নয়, কিন্তু স্নেহ ভালবাসা ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়া যেন আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই।

(শ্রীমতী ....)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দেশবন্ধু স্মৃতি-বার্ষিকী—

এক বৎসর হইল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে কাঁদাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আগামী বুধবার, ১৬ই জুন তাঁহার স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি যে কায অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেই, তাঁহার স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখান হইত। এই এক বৎসরে সে কায কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক আবশ্যক—স্মৃতি বার্ষিকীর দিনে সকলে মিলিত হইয়া মৃত দেশ-ভক্তের আত্মার মঙ্গল কামনায় ভগবৎচরণে প্রার্থনা করা। দেশের মঙ্গলের জন্য যথাসর্ব্বস্ব—এমন-কি, নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত যে মহাপুরুষ দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্পৃহা যদি আমাদের প্রাণে স্বতঃই জাগ্রত হয়, তবে বুঝিব, ভারতবাসীর অসাড় শরীরে হৃৎস্পন্দন একেবারে থামিয়া যায় নাই—এখনও আশা আছে। যে জাতি মহাপুরুষগণের স্মৃতি পূজায় আন্তরিক আনন্দ লাভ করে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায়—

স্যার্ তেজ বাহাদুর সপ্রু সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি ভারত-সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন—যে-যে স্থানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইবে, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তথাকার সকল নির্ব্বাচকের নির্ব্বাচন-অধিকার কাড়িয়া লওয়া হউক; দোষ কাহার, বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্যার্ তেজ বাহাদুরের উপদেশের বিষয় জ্ঞাত হইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণের চেষ্টা যদি সরকার করিতে চান, তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যবস্থাও করিতে হইবে, নচেৎ চেষ্টা ফলবতী হইবে না। ——নির্ব্বাচন-অধিকার কাড়িয়া লইয়া তখনই প্রচার করিতে হইবে—উক্ত স্থানের অধিবাসী হিন্দু অথবা মুসলমান —কেহই আর সরকারী চাকুরী পাইবে না। এইরূপ করিলেই, অবলম্বিত উপায়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। পণ্ডিতজীর বলিবার উদ্দেশ্য এই—তথাকথিত নেতাদের চেষ্টায় সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারিত হয় তাহার মূলে সরকারী চাকুরী লাভের মোহটাও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, কেবল ব্যবস্থা-পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধিকাংশ আসন অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষাই উক্ত চেষ্টার এক-মাত্র কারণ মনে করিলে ভুল হইবে। স্যার্ তেজ বাহাদুর যে উপায়টি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই বটে; তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ আইনজ্ঞের মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য কোথায়ও এত বুদ্ধির উদ্ভব সম্ভব নয়। ১৯২১ সালে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার অদ্ভুত ব্যাখ্যায় এ বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছিল, আজ আবার পাইবে, যদি ভারত-সরকার ভূতপূর্ব্ব আইন-সচিবের উদ্ভাবিত কাজির বিচারপদ্ধতি অবলম্বনে এক সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ লোকের অপরাধে স্থান-বিশেষের সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককে শাস্তি দিতে আরম্ভ করেন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বাঙ্গালার সরকার—

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড লিটন হিন্দু মুসলমান নেতৃবর্গের এক সভা আহ্বান করিয়া

কলিকাতার রাজপথে গানবাজনা সহ শোভাযাত্রা বাহির করিবার ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মিট্‌মাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নেতৃবর্গ কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সে সময়ে লর্ড লিটন উপস্থিত নেতৃবর্গকে জানাইয়াছিলেন যে, নেতাগণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে এ বিষয়ের মীমাংসা না করিতে পারিলে, বাধ্য হইয়া সরকাকেই যাহা হউক একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। গত ৮ই জুন এক সরকারী ইস্তাহারে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইস্তাহার পাঠে জানা যায় যে, মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গানবাজনা সহ শোভাযাত্রা অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে বিরোধ অতি অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোনও বিরোধ ছিলনা। সেই জন্যই সরকার, উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রকাশিত অভিমত হইতে প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে পারেন নাই। অগত্যা তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, এখন হইতে যে সকল শোভাযাত্রা কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়া মন্দির, মস্‌জিদ অথবা চার্চ্চের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইবে কেবল উপাসনার সময়েই উক্ত স্থানসমূহের সম্মুখে তাহাদের গানবাজনা বন্ধ করিতে হইবে। অপর সকল সময়ে গানবাজনা করিয়াই তাহারা অগ্রসর হইতে পারিবে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এ পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য যে লাইসেন্স দিয়া আসিয়াছেন তাহাতেও এই সর্ত্তের উল্লেখ আছে। মস্‌জিদের সম্মুখে সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ বার এইরূপ গানবাজনা বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ এখন হইতে পালন করিতে হইবে—ইহাই নূতন ব্যবস্থার বিশেষত্ব। পূর্ব্বে, লাইসেন্সে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকিত না, এখন হইতে থাকিবে। নব ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, নাখোদা মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া দিনের মধ্যে কোন সময়েই গানবাজনা করিয়া যাওয়া চলিবে না। পূর্ব্বে এ ব্যবস্থা ছিল না—এবার এরূপ করিবার সুসঙ্গত কারণও কিছু দেখান হয় নাই। যাহা হউক, সৈন্যদল ব্যাণ্ড বাজাইয়া মার্চ্চ করিয়া যাইবার কালে এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য থাকিবে কি না—সে বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা হয় নাই। মন্দির, চার্চ্চের সম্মুখে গানবাজনা বন্ধ করিবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইবে কি না—তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই।

আর একটি ইস্তাহারে সরকার সাধারণকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে সব বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলির অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। সরকার যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন—মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস ও অপবিত্র করিবার সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অমূলক, এবং যে-যে স্থানে সামান্য রকমের কিছু হইয়াছে, তাহাতে স্থানীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে খুব বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। সরকারের এই অভিমতের ভিত্তি কি, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সরকার হয় মনে করেন যে, ধর্ম্মভাব হিন্দু সমাজ হইতে একেবারেই লোপ পাইয়াছে, না হয় হিন্দুদের মনে আঘাত লাগিবার মত কোন ব্যাপারই সংঘটিত হয় নাই। ধর্ম্মভাব লুপ্ত হওয়া-না হওয়া সম্বন্ধে সরকারের অভিমত আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই; সরকারের সংবাদদাতা কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা প্রজাদের মনের ভাব কতটা বুঝিতে পারেন, বা বুঝিতে চেষ্টা করেন সে বিষয়ে প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, মনে আঘাত লাগিবার মত কিছু ব্যাপার একাধিক স্থানে ঘটিয়াছে কি না। —যদি না-ই ঘটিয়া থাকিবে, তবে নোয়াখালী এবং ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবেরা অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন কেন? সুতরাং, নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য সত্য, বাস্তব জিনিষগুলিকে কলমের খোঁচায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কিছু লাভ নাই, কারণ জনসাধারণ সরকারের কথা বেদবাক্য বলিয়া আর গ্রহণ করে না—সে সত্যযুগ চলিয়া গিয়াছে। তারপর, ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগা, না-লাগা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে যাইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা বন্ধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু চিন্তা করিবার ক্ষমতাটা ত আর নষ্ট করিতে পারেন না। মনোরাজ্যের উপরে সে আধিপত্য তাঁহারা এখনও লাভ করিতে পারেন নাই—যদিও সে বিষয়ে চেষ্টার ক্রুটী হয় নাই। সংবাদিকগণকে সরকার হুকুম দিয়াছেন যে মফস্বল হইতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধীয় কোনও সংবাদ পাইলে তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যেন তাঁহারা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে উক্ত সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া লন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণকে সরকার এইরূপ সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে সাহায্য করিতে আদেশ দিয়াছেন। ব্যবস্থাটা মন্দ হয় নাই। প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার এবং নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিবার এমন সুযোগ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণের আর কখনও মিলিয়াছে কি না সন্দেহ।

ঐতিহাসিক প্রমাণ—

বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গাজ্‌নভী সাহেব সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে চিঠি লিখিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থানেই মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গানবাজনা সহ শোভাযাত্রা করিবার প্রথা কোন দিনই প্রচলিত ছিল না। ইহার উত্তরে হিন্দু-সমাজের বয়োবৃদ্ধ গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে যে সকল পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা পড়িয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় —গানবাজনা সম্বন্ধে মুসলমানগণের আপত্তি অতি অল্প দিনের। গানবাজনা সম্বন্ধে পূর্ব্বে এরূপ আপত্তি কখনও হয় নাই, এবং এ সম্বন্ধে মুসলমান উলেমাগণ সম্প্রতি শরিয়তের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নূতন বলিয়াই মনে হয়। মুসলমান রাজত্বকালেও বিখ্যাত বড় বড় মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গানবাজনা করিয়া হিন্দুদের শোভাযাত্রা অগ্রসর হইয়াছে এবং মুসলমান সম্রাট্‌গণ বা অন্য কোনও মুসলমান তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই —এরূপ ব্যাপার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্পর্কে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক, পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী বাঙ্গালা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—"দিল্লীর জুম্মা মস্‌জেদকে লর্ড কার্জ্জন "প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মস্‌জেদ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ইতিহাসের কথা যে, যখন মুসলমানেরা এ দেশে রাজত্ব করিতেন, তখনও রামলীলা শোভাযাত্রা এই মস্‌জেদের পার্শ্ব দিয়া যাইত; সেই সময় ধর্ম্মাত্মা মুসলমানগণ মস্‌জেদ হইতে শোভাযাত্রার উপরে গোলাপজল বর্ষণ করিতেন।" —এখন পর্য্যন্ত এ কথার প্রতিবাদ কোনও মুসলমান উলেমা করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই নাই।

স্থানীয় সংবাদ।

চাণ্ডিলে জলাভাব—

চাণ্ডিলে এবার অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল কুয়া আছে তাহা দ্বারা সকল গ্রামবাসীর জলাভাব দূর হইতে পারে না। বাঁধগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মল জল থাকিলেও গ্রামবাসীদের কোনরূপ কষ্ট হইত না। কিন্তু অধিকাংশ বাঁধে জল নাই বলিলেই চলে, যাহাও আছে তাহা কর্দ্দমাক্ত সুতরাং ব্যবহারের অনুপযোগী। নংবরায় লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর যে বড় বাঁধটি আছে, পূর্ব্বে তাহার জলেই বহু গ্রামবাসীর সমস্ত অভাব দূর হইত। আজকাল বাঁধটি পলিতে ভরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু অনায়াসেই এই বাঁধটির পঙ্কোদ্ধার করাইয়া গ্রামবাসীর একটি বিশেষ অভাব দূর করিতে পারেন। আশা করি, সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই কাব তিনি করিবেন। অন্যান্য যে সকল বাঁধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, মালিকেরা অর্থাভাব হেতু সেগুলির পঙ্কোদ্ধার করিতে অসমর্থ হইলে, গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হন না কেন? যাহারা পারেন, অর্থ সাহায্য করুন; অর্থ সাহায্য করিতে যাহারা অক্ষম তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাও এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। এইরূপ সমবেত চেষ্টার ফলে গ্রামের জলাভাব দূর হইলে, অন্যান্য ক্ষুদ্র গ্রামগুলিও চাণ্ডিলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, অন্ততঃ জলাভাব নিবারণের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটির সরাই-রক্ষকের জুলুম—

জনৈক সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে এ বৎসর যে লোকটি ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটির অধীন সরাই-এর ঠিকা লইয়াছে, গ্রাম হইতে আগত গো ও মহিষের গাড়ীর মালিকগণের নিকট হইতে সে জুলুম করিয়া নির্দ্ধারিত রেটের অতিরিক্ত পয়সা আদায় করিতেছে। প্রতিবাদ করিলে, উক্ত ঠিকাদার গালিগালাজ ও অন্য প্রকার জবরদস্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, ঝালদা সহরে আগত গ্রামবাসিগণকে নির্ব্বিবাদেই এই সব অপমান ও জুলুম সহ্য করিতে হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির নির্দ্ধারিত রেট্ অনুসারে প্রত্যেক গো-গাড়ীর মালিকের নিকট হইতে ৫ পয়সা ও মহিষের গাড়ীর মালিকের নিকট হইতে ১০ পয়সা আদায় করিবার কথা। কিন্তু সরাই রক্ষক যথাক্রমে ১০ পয়সা ও /০ এক আনা করিয়া আদায় করিতেছে। এ বিষয়ে ঝালদা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি—

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ স্থির করিয়াছেন যে, নডিহাতে একটি নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১২০৲ টাকা মূল্য দিয়া এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হইবে।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচকগণের (ভোটারগণের) নামের তালিকা টানাইয়া দেওয়া হইবে:—(১) মিউনিসিপ্যাল অফিসের নোটিশ বোর্ডে—সকল ওয়ার্ডের তালিকা টানান হইবে (২) ১নং ওয়ার্ডের তালিকা—ডেপুটি কমিশনারের অফিস, বার লাইব্রেরী, মুন্‌সিফডাঙ্গা হরিসভা, হাট। (৩) ২নং ওয়ার্ডের তালিকা—মুন্‌সিফডাঙ্গা নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা, আমলাপাড়া ইউ, পি, স্কুল, সদর আউট পোষ্ট, চকবাজার কালিমন্দির। (৪) ৩নং ওয়ার্ডের তালিকা—নাম পুরুলিয়া আউট্ পোষ্ট, গাড়ীখানা—পাউণ্ড, মিঃ জর্ডনের কা-কুঠি, ইণ্ডিগো ফ্যাক্টরী রোডের শাখা পোষ্ট অফিস। (৫) ৪নং ওয়ার্ডের তালিকা—নডিহা আউট্ পোষ্ট, কেতিকা দুর্গামেলা, সদর থানা, নীলকুঠিডাঙ্গা পাঠশালা।

স্থান পরিবর্ত্তন—

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিস ও কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার শীঘ্রই নাম পুরুলিয়া দেশবন্ধু প্রেসে (মুক্তি কার্য্যালয়ে) উঠিয়া যাইতেছে।

অফিস্ ছুটি—

আগামী ১৬ই জুন স্বর্গীয় দেশবন্ধুর স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে "মুক্তি" অফিস ও দেশবন্ধু প্রেস বন্ধ থাকিবে।

ঐ দিন মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বিদ্যালয় সমূহও বন্ধ থাকিবে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

শোচনীয় দুর্ঘটনা—

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—বরাহবাজার থানার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে কোনও অসহায়া স্ত্রীলোক পথিমধ্যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া কোনও গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় না পাইয়া তাহার একটি বালিকা কন্যা সহ গাছতলায় পড়িয়া ছিল। হতভাগিনীর ঐ স্থানেই মৃত্যু হয়। গ্রামের লোকের চেষ্টা সত্ত্বেও বালিকাটি তাহার মাতার মৃতদেহ পরিত্যাগ করিতে চায় না, জড়াইয়া ধরিয়া ছিল; বেগতিক

সে সময় কেহ কেহ না কি নিকটস্থ থানায় খবর পাঠাইয়া ছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। রাত্রিতে মৃতদেহের বা জীবন্ত বালিকাটির কেহ খোঁজ খবরও রাখে নাই। সকালে উঠিয়া সকলে দেখিতে পাইল মৃত ও জীবিত উভয়কেই শৃগালে ভক্ষণ করিতেছে। রাজভক্ত লোক যে এত নির্ম্মম হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না।

চোর না ডাকাত—

গত ১৬ই জুন রাত্রি ১১টার সময় পুরুলিয়া চকবাজারে রামায়ণ শেষ হইলে রামায়ণের দল যখন বাড়ী ফিরিতেছিল সেই সময় একটা চোর তাহাদের অনুসরণ করে। দলের মধ্যে এক বৃদ্ধ ঠাকুর বগলে চাপিয়া তাহাদের পয়সার বাক্স আনিতেছিল। যেমন সে বাড়ী প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি চোর বাক্স কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। বৃদ্ধের চীৎকারে লোকজন আসিয়া তাড়া করিলে চোর বাক্স ফেলিয়া পোকা বাঁধের নিকটবর্ত্তী এক গড়িয়াতে লাফাইয়া পড়ে। তারপর চোরকে ধরিয়া পুলিশে দেওয়া হয়।

খনি বিদ্যালয়—

আগামী ১লা নবেম্বর ভারত গবর্ণমেন্ট ধানবাদে একটি খনি বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। উহাতে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং সর্ব্ব ভারতের ছাত্রেরাই প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। সরকার তিনটি বৃত্তিও দিবেন শুনা যাইতেছে।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা—

চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত রুদা গ্রামের একটি স্ত্রীলোক ও একটি বালক ৩১শে মে তারিখে লাখা ষ্টেশনের নিকট এক মাল গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি ধাক্কা লাগিয়া তৎক্ষণাৎ মারা যায়; বালকটি মাতাকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজে ভীষণ ভাবে আহত হয়। আহত অবস্থায় তাহাকে চাণ্ডিল ডিস্পেন্সারীতে পাঠান হইয়াছিল। চাণ্ডিল ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার ও হেল্‌থ ইন্‌স্পেক্টার বহু চেষ্টা করিয়াও বালকটিকে বাঁচাইতে পারেন নাই। প্রকাশ— যে স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, মাল গাড়ীর গার্ড কিংবা ড্রাইভার সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াও তথায় গাড়ী থামায় নাই, পূর্ণ বেগেই ট্রেণ চালাইয়া লইয়া গিয়াছিল। সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে প্রায়ই গো, মহিষ, এবং মাঝে মাঝে দুই একজন মানুষ এরূপভাবে চলন্ত ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়া প্রাণ হারাইতেছে; কর্ত্তৃপক্ষের উচিত, লাইনের দুই ধারে তারের বেড়া দিয়া এইরূপ দুর্ঘটনা নিবারণ করা।

পুরুলিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যচ্যুতির যে অভিযোগ সম্প্রতি আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে উক্ত গার্ড এবং ড্রাইভারের আচরণ অপেক্ষা ইহাদের আচরণ কোন অংশেই কম নিন্দার্হ হয় নাই—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। গত মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে ১১টার ট্রেণে পুরুলিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহা মহাশয় তাঁহার চতুর্থ পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও বহু বরযাত্রী সমভিব্যাহারে পুরুলিয়াতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। লাইন্ ক্লিয়ার্ না থাকায় পুরুলিয়ার ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের নিকটে ট্রেণ দাঁড়ায়। এই সময়ে অনেক বরযাত্রী কোনও কারণ বশতঃ ট্রেণ হইতে অবতরণ করেন। লাইনের ধারে তারে হোঁচট খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে নিচে পড়িয়া গিয়া তিনি খুবই জখম হন; ঐ অবস্থায় তাঁহাকে ষ্টেসনে আনা হইলে, ষ্টেসনের কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য বরযাত্রীরা পান নাই; এমন-কি, ওয়েটিং রুম হইতে একখানা ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ার্ বাহির করিতেও ইঁহাদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। যে এসিষ্টেণ্ট ষ্টেসন মাষ্টারের তখন ষ্টেসনে হাজির থাকিবার কথা ছিল, তাঁহার দর্শনও বরযাত্রীরা পান নাই। রেলওয়ে হাসপাতালে খবর দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ট্রেণ ষ্টেসনে পৌঁছিবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তুলা, ব্যাণ্ডেজ, ঔষধপত্র লইয়া যখন হাসপাতালের লোক প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইলেন তাহার বহু পূর্ব্বেই আহত ব্যক্তিকে মোটরে করিয়া সদর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। দেরী দেখিয়াই বরযাত্রীরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি—এ সকল অভিযোগই সত্য। পুরুলিয়ার মত বড় ষ্টেসনেই যদি এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেসনগুলিতে যে অহরহঃ এরূপ হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বিবিধ সংবাদ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি—

গতকল্য (রবিবার) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছে তাহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—হিন্দু মুসলমানের প্যাক্ট। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ও তাঁহার মতাবলম্বী স্বরাজীগণের ইচ্ছা—এই প্যাক্ট বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যেই প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার কথা আছে যে, কৃষ্ণনগরে প্রতিনিধিগণের যে সভায় প্যাক্ট নাকচ হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশন নয়, সুতরাং প্যাক্ট নাকচের প্রস্তাব স্বীকার করিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি বাধ্য নহেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কর্ম্মিগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আর একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্যাক্ট যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই; সুতরাং নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটিকে অনুরোধ করা হউক যে সমগ্র দেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য স্থাপনের ব্যবস্থা তাঁহারাই করুন এবং বাঙ্গালার প্যাক্ট বজায় রাখা উচিত কি অনুচিত তাহার বিচার করিবার ভারও উক্ত কমিটিকেই অর্পিত হউক। শ্রীযুক্ত সেন গুপ্ত কার্য্যকরী সমিতির বিশেষ কয়েকজন সদস্যকে কার্য্যকরী সমিতিতে রাখিতে প্রস্তুত নহেন; তিনি মনে করেন ইঁহারা কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন। এই বিষয়েও উক্ত অধিবেশনে আলোচনা হইয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন, বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলের অস্তিত্ব এই অধিবেশনের নির্দ্ধারণের উপরই নির্ভর করিতেছে।

অবশিষ্টাংশ ১০ (খ) পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কবি চিত্তরঞ্জন।

"বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে ও নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে, শত সহস্র আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউখেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুর গন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপধূনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর-প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে বিধৌত-চরণ জগন্নাথের শ্রীমন্দির। বাঙ্গলার সাগরসঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা, বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন আচারব্যবহার, বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে সেই প্রাণধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে দুলিতেছে।"

(১)

"সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি,
ওগো তুমি মালাকার—
মন মালিকার
সাধী তুমি, সাক্ষী তুমি—
সব সাধনার!"

(২)

"নিও পাপ, নিও পুণ্য
হৃদয় করিয়া শূন্য
ভরি' দিও শূন্য প্রাণ
তব পূর্ণতায়
মহান করিয়া দিও
তব মহিমায়"

স্বর্গীয় দেশবন্ধু।

If love of country is a crime, I am a criminal.

—DESHABANDHU.

চিরং জীবতু দেশবন্ধুঃ।

"আমার দার্জ্জিলিংয়ে অবস্থানকালে আমি কোনও দিনই তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার কোনও বিরোধীর সম্বন্ধে তীব্র ভাষা বহির্গত হইতে শ্রবণ করি নাই। সমস্তদলকে একতাবদ্ধ হইতে সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমাকে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। আমাদিগকে অর্থাৎ শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকেই দেশবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিয়া স্বরাজ সৌধের শিখরে আরোহণ করা সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ ইহার সোপানে অবিলম্বে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিব যে "দেশবন্ধু মরেন নাই—দেশবন্ধু চিরজীবী হউন।"—মহাত্মা গান্ধী

"স্মৃতি-তর্পণ"

"সকলেই আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, হাঁ, বাঙ্গালীর ঘরে একটা মানুষ জন্মেছিল বটে! যে নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসান গণনা না করিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায়, স্বরাজ সাধনায় তাঁর সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন—সেই নিয়োগের ফলেই আজ এমন অসময়ে তাঁর বিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবন্ধু মরেন নাই—তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মে ও বাষ্পে পরিণত—পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে মাত্র। তাঁহার অমর ও সাধু দৃষ্টান্ত আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই মধ্যে জাজ্বল্যমান। এই প্রকারের মানুষ মরিয়াও অমর হয়।"

—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিবিধ সংবাদ।

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

বিহারে সাম্প্রদায়িক সমস্যা—

পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ সৈয়দ আব্দুল আজিজ সম্প্রতি মুসলমানগণের এক সভায় বলিয়াছেন যে, গান-বাজনা সহ শোভাযাত্রা করিয়া মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার অধিকার হিন্দুদের পূর্ণমাত্রায়ই আছে। হিন্দুদের অধিকারে, বিশেষ করিয়া এইরূপ ধর্ম্মসম্পর্কীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের কোন মতেই উচিত হইতে পারে না। নিজেদের মঙ্গলের জন্যই মুসলমানগণকে তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—হিন্দু বা খৃষ্টান-গণের চেষ্টায় ইসলাম বিপন্ন হইয়াছে, এ কথা মনে করা ভুল। মুসলমান সমাজের অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতার ফলেই ইসলাম বিপন্ন হইয়াছে।

মৌলানা মজহরুল্ হকের চেষ্টায় গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই জুন ছাপ্রাতে বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান কংগ্রেস কর্ম্মিগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভা স্থির করিয়াছেন, বিহারে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সদ্ভাব অক্ষুন্ন রহিয়াছে, তাহা যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে তাহার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতে হইবে। মৌলানা মজহরুল হক, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ মামুদ, শ্রীযুক্ত ...নারায়ণ লাল প্রমুখ নেতৃবর্গের স্বাক্ষরিত এক পত্রে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই পত্রে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের অবমাননা ও তৎপ্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন অতি গর্হিত কায বলিয়া ...ত হইয়াছে। মৌলানা হকের নেতৃত্বে মৌলানা ...ন শাফী, শাহ মহম্মদ জুবেয়ার, ডাঃ মামুদ, শ্রীযুক্ত ...দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত ...নারায়ণ লাল প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান কংগ্রেস-...গণ শীঘ্রই সফরে বাহির হইয়া বিহার প্রদেশের স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ও সম্মিলিত ... প্রচেষ্টার আবশ্যকতার কথা প্রচার করিবেন।

ডাঃ কিচলুর সফর—

ডাঃ কিচলু পূর্ব্ব বঙ্গে সফরে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকাতে আছেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের মিউনি-সিপ্যালিটি অভিনন্দন-পত্র দিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ণমাত্রায় সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সম্ভব হইবে। হিন্দুসভা হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃতই দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তাঞ্জিমের উদ্দেশ্য, মুসলমান সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। সংগঠন ও তাঞ্জিমের সাফ-ল্যের উপরই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য নির্ভর করিতেছে। অন্য সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন তাঞ্জিমের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দুসভার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাজবন্দী—

রাজবন্দিগণের মধ্যে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। সুভাষ-বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। সম্প্রতি আরও কয়েকজন রাজবন্দীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমরা চিন্তান্বিত হইলাম। এরূপ বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তাঁহাদের রুগ্ন শরীর আর কত দিন টিকিয়া থাকিবে? কর্ম্মক্ষম, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে এরূপ জড় জীবন যাপন করা যে কি পরিমাণে পীড়া-দায়ক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মনে যাঁহাদের এত অশান্তি, তাঁহাদের শরীর না ভাঙ্গিয়া পারে না। ইহার উপর আবার শারীরিক ক্লেশ ত যথেষ্টই আছে।

নোটিশ।

আগামী ১৬ই জুন বুধবার (বাং ১লা আষাঢ়) দেশবন্ধুর স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় চকবাজারে অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি।

বিনীত—

শ্রীললিত কিশোর মিত্র।
শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।
রবীন্দ্র বাবুর দোকান।
(পুরুলিয়া, বড় পোষ্ট আফিসের সম্মুখে)।
...একদর, ঠিক জিনিষ পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
...প্রতিষ্ঠানের খদ্দর এবং উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা বিক্রয়ার্থেমজুত থাকে।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল (Muthanol)—র‍্যাডিকেরস হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুলমো-বাইলি (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্-ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) — সর্ব্ব-প্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতি-ষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—Printrade { টেলিফোন নং:— ৬১৬ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

খাদি জেনি প্রস্তুতকারক ও বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ভি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৩১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১২০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১২১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্সী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আখএম, একএম, কোয়াড্রেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রেই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
১০ মুসলমানপাড়া লেন বা কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী
(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা:—কমল আর্মার্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েন্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর।

এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গলার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র

		সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক		১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক	„	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক	„	৩৲	৪৲
মাসিক	„	১।০	১৷০

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার

আনন্দবাজার পত্রিকা

৭।১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reserved for

Dindayal Pharmacy.

লক্ষ্মীকান্ত নাগের

সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে এবং কংগ্রেস) আফিসের পাশের দোকান।

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

তৃষ্ণারজল

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ } পুরুলিয়া, সোমবার ৬ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২১শে জুন ১৯২৬ { ২৭শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—৷৵০ ও ৸০ | সারিবাদ্যাসব—৸০
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা | ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাশ—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারান্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মাহাসো অধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাহাদুর সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ক্যামিলীডা আর, এবং মুর্শিদাবাদ আজিম গঞ্জস্থ রায় গণপৎসিংবাহাদুরের হাবোয়াত ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল অফিসার। কুষ্ঠ রোগে সিদ্ধহস্ত, প্রসিদ্ধ চর্ম্ম রোগ বিদ। ও

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দুষিত ক্ষত, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া থাকেন। হোমিও ইনজেকসন দ্বারা, হাঁপানি, ক্ষয়কাশ, প্রমেহ বহুমূত্র মৃগী, হিষ্টিরিয়া উন্মাদ প্রভৃতি জটিল ও দুরারোগ্য রোগ সকল মন্ত্রবৎ আরোগ্য করা হয়। হতাশ রোগীর একমাত্র আশ্রয়স্থল।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)

অবধৌতিক রসায়ন।

যদি সুস্থ ও সবল থাকিয়া সংসারে সুখে থাকিতে চান তাহা হইলে মহাপুরুষ গণের সাধানার ধন **অবধৌতিক রসায়ন** সেবন করুণ। জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার তুল্য অন্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই। ইহা শুক্র বর্দ্ধক, বলকারক রসায়ন, বাজীকরণ ও অনর্থক শুক্রক্ষয়ণ রোগের অমোঘ ঔষধ। মহাপুরুষের আদেশে কেবলমাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচা লইয়া বিতরণ করা হইতেছে, এই স্বর্গীয় সুধার মূল্য মাসিক ৮, টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু কেবল মাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচাদি সহ মাসিক ১৷৹ দেড়টাকায় পাইবেন। মাশুলাদি পৃথক। এতদ্ব্যতীত যে কোন রোগের ব্যবস্থা জন্য আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন অথবা রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী ঃ
১।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার ব্লাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সুতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী বস্তনরঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জাৎবিক্রাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা।৹ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশেলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুদ্ধ। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ৬৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটি ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸৹ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৶৹ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না। সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

"মুক্তি"

নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে,
তুষিতে কুলশীল স্বধর্ম্ম দিলে।
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে।

—গোবিন্দ চন্দ্র রায়

সন ১৩৩৩ সাল, ৬ই আষাঢ় সোমবার

তৃষ্ণার জল

ভাই গ্রামবাসী, এই প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত একটু জল না পেয়ে তোমার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছে, ঘরের বৌ ঝিকে কলসী কাথে দিয়ে এক-ক্রোশ দূরে বালি খুরে একটু পরিস্কার জল পাবার আশায় পাঠিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু তাতেও ত আধ কলসী কাদাজল ছাড়া আর কিছু মিল্‌ছেনা। আশে পাশে গ্রামের বাঁধগুলি যে সব শুকিয়ে গেছে, স্নানই বা করবে কোথায়, আর গরুবাছুর গুলি জল না পেয়ে যে মারা যাচ্ছে তাদের উপায়ই বা করবে কি? খুব ভাবনা ধরেছে আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছ। তা ছাড়া আর করবেই বা কি? দেশটা যখন তোমার ছিল তখনকার দিনে দেশের যিনি রাজা থাক্‌তেন তার উপর আবদার অভিমান করা চল্‌ত, খাজনার টাকার বিনিময়ে তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থার জন্য ন্যায়-ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোমারই গ্রামের ভিতর বাঁধ-পুষ্করিণী বা কূপ-তড়াগাদি খননের দাবী করতে পারতে। প্রজার সুখ সুবিধার জন্যই নাকি পূর্ব্বেকার রাজারা কর সংগ্রহ করত। কবি কালিদাস দীলিপ রাজার চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—সূর্য্য যেমন সহস্রগুণে পৃথিবীর উপকার সাধন করবার নিমিত্তই সমুদ্র হ'তে বাষ্প গ্রহণ করে, মহারাজা দিলীপও না কি সেরূপ প্রজাদের সহস্র গুণে মঙ্গল সাধন করবার জন্যই ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করতেন। তখনকার বেকুব রাজাদের কথা ত আর এখন ভাবলে চল্‌ছেনা। সভ্যতার ক্রম বিকাশের কথা ছেড়ে দিলে হবে কেন? তুমিত আর দেশের মালিক নও যে তোমার কথায় সব ব্যবস্থা হবে! এখন যারা রাজার স্থান অধিকার করেছেন তাদের যে অনেক হিসাব করে চল্‌তে হয়। খাজনার টাকা গুলি সব গ্রামের জল সরবরাহের জন্য ব্যয় ক'রে ফেল্‌লে তাদের অন্য খরচ চলে কিসে? আর এই দেশটার গ্রামের সংখ্যাও ত বড় কম নয়—সাড়ে সাত লক্ষ—আর তাতে, বাস করে যত অসভ্য কৃষক ও শ্রমজীবীর দল, তাদের আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা কি? না খেয়ে পরিশ্রম ক'রে শস্য উৎপন্ন করে সেগুলি চালান দেওয়ার জন্য তাদের জন্ম হয়েছে, মরুভূমির উটের মত বর্ষাকালে একবার আকাশের দেওয়া জল খেয়ে বছর ভ'রে তৃষ্ণার্ত্ত না হওয়া তাদের স্বভাব। "একশ রকমের ট্যাক্স" দেয় ব'লে কি আর মানুষের স্বভাব পাল্‌টে যাবে? আর ঐ ট্যাক্সের টাকাগুলি যে আমলা বর্গের হাতে আছে তাদেরও ত বিপদ আপদের কথা ভাব্‌তে হয়। তুমি ক্ষুধার জ্বালা ও তৃষ্ণার ছট্‌ফটানি সহ্য করতে না পেরে তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তন ক'রে ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠ তা হ'লে তাত দমন করতে হবে; আগে থাকতে তার সুবন্দোবস্ত ক'রে রাখাই ত ঠিক। রাশি রাশি টাকা দিয়ে দেশী বিদেশী ফৌজ পোষণ না করলে কি শঙ্কাহীন হ'য়ে বাস করা যায়? এই এক দফায়ই ত খাজনার টাকার অর্দ্ধেক ব্যয় হ'যে যাচ্ছে। তার পরে তোমাকে সায়েস্তা ক'রে রাখবার জন্য বিদেশ হ'তে যে সব সিভিলিয়ানের আমদানি করতে হয় তারা ত আর তোমার মত পোস্তচড়চড়ি খেয়ে থাক্‌তে পারবে না, সহস্রধারায় জল পড়ে—এরূপ খড়ের ঘরেও বাস করতে পারবে না। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ঠাণ্ডা বরফের দেশ হ'তে এত কষ্ট ক'রে তোমারই হিতের জন্য এই গরম দেশে এসে যারা তোমাকে কৃতার্থ করছে, তাদের জন্য যদি একটু হাত খুলে খরচ করা না যায় তবে এমন অনুদার দেশে তারা থাক্‌তে চাইবে কেন? তাদের গ্রীষ্মাবাস, মটর গাড়ী, বিজলীর হাওয়া, বড় বড় ইমারত আর মোটা মোটা বেতনের ব্যবস্থা না হ'লে তারা যদি রাগ ক'রে তোমার দেশ ছেড়ে চ'লে যায় তা হ'লে তোমার উপায় হবে কি? তার পরে তোমার চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করবার জন্য পুলিশ আছে, তোমার বেয়াড়া ছেলেগুলিকে আটক রাখবার জন্য জেল আছে, রাজভক্তি ও আমলা-প্রীতিতে তোমার মন ভরপুর রাখবার জন্য স্কুল কলেজ আছে, তোমার জমিজমার সুব্যবস্থার জন্য সেটল্‌মেণ্ট আছে, আরও যে কত কি আছে সবই ত তোমার ভালরকমেই জানা আছে। এক এক দফার খরচ ত আর কম নয়। তোমার না হয় তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, নিতান্ত গরজ হয়েছে, তাই ব'লে কি ট্যাক্সের টাকা ভেঙ্গে তোমার তৃষ্ণা মিটাবার জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে? কে হে তুমি? খাজনা দেওয়ার অধিকার পেয়েছ, খাজনা দিয়ে যাবে আর চুপ ক'রে অক্ষুধা ও অতৃষ্ণার ব্রতের অনুষ্ঠান করবে। মুখ খুলে দুঃখের কথা ব'লে বিরক্ত ক'রবার যে কি মধুময় ফল তা ত তোমার অজানা নাই! তাই বল্‌ছিলাম বিধাতার লিখন ব'লে যেমন বছরের পর বছর সব বিষয় স'য়ে আসছ সেরূপ অদৃষ্টের পরিহাস মনে ক'রে তৃষ্ণার জ্বালাটাও স'য়ে যাও। পরাধীন দেশে বাস করতে

হ'লে সহ্য গুণেরই ত অনুশীলন করতে হয়। ধনী জমীদারদের ধর্ম্মবুদ্ধির কথা ভাব্‌ছ? ধর্ম্মই এই দেশের যখন মেরুদণ্ড ছিল সেই সাবেকী কালের পুরাতন স্মৃতি এখনও তোমাকে আশান্বিত ক'রে রাখ্‌ছে দেখ্‌ছি। ওহে! সে কাল কি আর আছে? এটা যে বিংশ-শতাব্দী! পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে জমীদার তালুকদার দের মতিগতিও ক্রমশঃই যে উন্নতির পর্ব্বত-চূড়ার্ দিকে আরোহণ কর্‌ছে। তাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা জলাশয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা স্থাপন, দেবালয় নির্ম্মাণ, শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি ধর্ম্মের অঙ্গ বলেই বিশ্বাস কর্‌ত এবং এই সকল কর্ত্তব্য কার্য্য না করলে বৃথাই প্রজার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে ভাগ বসান যে পাপের কাজ তা সরলভাবে বুঝ্‌ত। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের হিসাব না ক'রে আধুনিক জমীদার তালুকদারদের কার্য্যকলাপের কথা বল্‌লে যে তাদের উপর অবিচার করা হয়। ধর্ম্মবুদ্ধিটা যে এখন নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, সে কথা ভুলে গেলে চল্‌বে কেন? নূতন ক'রে জলাশয় প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাক, পুরাতন বাঁধ-পুষ্করিণীগুলির সংস্কার সাধন করাও হালফ্যাসানের জমীদাররা এখন অপব্যয় মনে করেন। অপব্যয় মনে না করেই বা করেন কি? এই সব বাজে কাজে টাকা ব্যয় কর্‌তে গেলে যে গৌরাঙ্গ-ভোজের টাকা জোটে না, কল্‌কাতায় বা দার্জ্জিলিংএ যেয়ে নিত্য নূতন ঢংএর ফূর্ত্তি করবার খরচ কুলায় না, প্রজার এক কাঠা জমী বাজেয়াপ্ত করবার জন্য মামলা মোকদ্দমা করতে গিয়ে উকীল ব্যারিষ্টারের বুভুক্ষা মিটান দায় হ'য়ে উঠে। তোমার মত গরীব প্রজা তৃষ্ণার জলের অভাবে মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি? ম্যানেজার আছে, তহসিলদার আছে, সহরে মোকদ্দমা চালাবার জন্য মাইনে করা উকীল আছে, তাতেও যদি খাজনা আদায় না হয় তবে নগদী বরকন্দাজের লাঠি ত মজুতই আছে। ভাবনা কি? পূর্ব্ব-পুরুষদের আধুনিক জীবনে মজা লুটবার পদ্ধতিগুলি সব জানা ছিল না বলেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে পাগল হ'তেন, কাজ ছিল না, কর্ম্ম ছিল না—কোথায় কোন প্রজার খাওয়া জুট্‌ছে না, কোথায় কোন গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হয়েছে, কোথায় কোন প্রজার চাষ আবাদ করবার জল জুট্‌ছে না—এই সব খুঁজে বেড়াতেন, আর ভাণ্ডারের টাকাগুলি বরবাত করতেন। কি অদ্ভুত বেরসিকী কল্পনাই তাঁদের ছিল! এক একটা বে-খাপ্‌পা বড় বড় দীঘি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রোশ-ব্যাপী এক একটা সরোবর, আবার হ্রদের মত এক একটা বাঁধ! ওদের রুচির কথা ভাব্‌তেও হাসি পায়। প্রজাদের জন্য যদি এত দরদই ছিল তাহ'লে নিতান্ত প্রয়োজন মত দু চারটা ডোবা পুষ্করিণী কাটিয়ে তাদের মনরক্ষা করলেই চ'লে যেত, জল খাওয়াও হত আর মাছের আবাদ করিয়ে জমায় বন্দোবস্ত ক'রে জমীদারীর আয় বৃদ্ধিরও সুযোগ হ'ত। সাবেকী আমলের কর্ত্তাদের এই সব বিষয় বুদ্ধি ছিল না বলেই ত তাঁদের বংশধরদের এখন এই দুর্গতি! না পারে হরেক রকম চাঁদা দিয়ে বড় বড় উপাধি ক্রয় করতে, না পারে শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে নাগরিক ফূর্ত্তি লুট্‌তে। এদের কাছে আশা করছ তোমার জলকষ্ট নিবারণ করবে? ধৃষ্টতা কম নয় দেখ্‌ছি।

জমীদার তালুকদাররা না হয় অতি বড় লোক, বড় বড় আমলাদের অতি বড় আড্ডার দিকে না হয় তাদের মন পড়ে রয়েছে, গ্রামের প্রজার সুখ দুঃখের কথা ভাববার না হয় তাদের ফুরসুত নাই, কিন্তু গ্রামে ব'সে যারা মাদ্‌বরী করে, ডবল সুদে ধান দাদন দিয়ে যারা দু দশটা মড়াই বেঁধে থানার দারোগার সফরের সময় তাকে অভ্যর্থনা করবার অধিকার পেয়েছে এবং দশ বৎসর অন্তর লোকগণনার সময় যারা অবৈতনিক কর্ম্মচারীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া কাৰ্য্যোদ্ধার করতঃ সরকারের অনুপাধিক সম্মানলাভের দাবী রাখে, সেই পল্লীস্থিত গ্রামাধিপতিদের নিকট এই নিদাঘ সময়ে একটু তৃষ্ণার জল আশা করলে দোষ কি? তারা ত ইচ্ছা করলেই পুরাতন বাঁধ পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করিয়ে দিতে পারে, প্রয়োজন মত দুটা একটা কূপ খনন ক'রে দেওয়ারও ত তাদের শক্তি আছে। তাতে ত তাদের নিজেদেরও উপকার এবং গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের উপকার হয়। সকলেই জল-খেয়ে বাঁচে, গরু বাছুরগুলির ভাবনায় অস্থির হ'তে হয় না। ঠিক বটে, কিন্তু একটা সোজা কথা ভাই ভুলে যাচ্ছ। কোন কোন ক্ষেত্রে আমলাবর্গের কৃপার উপরও বরং নির্ভর করতে পার, বরাত খুব প্রসন্ন হ'লে কোন কোন সময় জমীদার তালুকদারের খেয়ালও তোমাকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু তোমার কাছে থেকে যে তোমাকে সর্ব্বদা জব্দ ক'রে রাখবার চেষ্টা ক'চ্ছে তার কাছে চাচ্ছ সহানুভূতি? ঘরে ঘরে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে মোকদ্দমার ফাঁদে ফেলে যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েও তোমার সর্ব্বনাশ করতে পারলে বাহাদুরী মনে করে সে করবে তোমার জলকষ্ট নিবারণ? ভ্রান্ত তুমি! যদি কোন রকমে সন্ধান পায়, তার কোন শুষ্কপ্রায় বাঁধ বা পুকুরে নিজের পরিশ্রমে ডোবা কেটে একটু খাবার জলের যোগাড় করেছ, তা হলে নিত্য মাছ ধরবার অছিলা ক'রে অথবা গরু মহিষ স্নান করাবার অজুহাতে তোমার জলটুকু কর্দ্দমাক্ত ক'রে দেবে এবং তোমার বাড়ীর বৌ ঝিদের কষ্ট দেখে উপহাস করতে ত্রুটি করবে না। এই ত এই শ্রেণীর গ্রামের কর্ত্তাদের মনোভাব। তাই বল্‌ছিলাম, সহ্য কর, সহ্য কর, তৃষ্ণায় ছটফট করলে লাভ কি? ঘরে বাহিরে যার এমন সব হিতৈষিবর্গ

বর্ত্তমান, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় কি?

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড তোমার তৃষ্ণার জল সরবরাহ করবে? সরকার রোডসেস্ আদায় ক'রে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের হাতে দেয় কি তোমার জল কষ্ট নিবারণের জন্য? মেম্বরেরা যখন তোমার কাছে যেয়ে ভোট সংগ্রহ করে তখন স্পষ্ট করেই তাদের ব'লে দেওয়া উচিত টাকা ব্যয় করবার বেলা তাদের কতটা স্বাধীনতা আছে। তা হ'লে তুমি বেশী আশাও করবে না, আর আশাভঙ্গ হ'লে হতাশও হবে না। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যে আয় হয় আমলাতন্ত্রের বড় বড় কর্ত্তাদের মোটরগাড়ী যাতায়াতের জন্য বিশাল বিশাল পুল তৈয়ার করতে এবং বড় বড় রাস্তাগুলি মেরামত ক'রে রাখবার জন্যই তার বেশী অংশ ব্যয় হয়। তারপরে তাদের সফরের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ধারে পছন্দসই বাঙ্গলা চাই, সরকারের খেয়ালমাফিক হাজার টাকা মাইনের ইঞ্জিনিয়ার চাই, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাদের হুকুম-মাফিক কচি ছেলেদের মাথায় সরকার-প্রীতি গুঁজে দেওয়ার ব্যবস্থা চাই, বিলাতী ঔষধ বিক্রয়ের গুদামস্বরূপ হাঁস-পাতাল চাই, স্বায়ত্ব শাসনের ফর্দ্দে আরও কত কি যে চাই তা গ্রামের অজ্ঞ লোক তুমি বুঝবে কি ক'রে? এত দফায় দফায় পরের ইচ্ছামত খরচ ক'রে বাকীই বা কি থাকে যে তোমার জল-কষ্ট নিবারণের জন্য খরচ কর্‌বে? যা-ও দুই চার শ টাকা বাকী থাকে তা-ও খরচ কর্‌বার পথে বাধা বিপত্তির অন্ত নাই। একটি কূপ বা বাঁধ কাটাবার উদ্যোগ করতে হ'লে প্রথমেই ত তোমার হাজার রকমের সর্ত্তে আবদ্ধ হ'তে হবে। তারপরে দরবারের পালা—ওভারশিয়ারের দরবার, ইঞ্জিনিয়ারের দরবার, আফিসের কেরাণীদের দরবার, তারপরে মেম্বরদের দরবার। এত দরবার অতিক্রম ক'রে যদিও বা একটা কূয়া মঞ্জুর হ'ল তথাপি তার পরবর্ত্তী ঝঞ্ঝাটের সীমাই নাই। এই সব কাজে বড় বড় কোম্পানির কাছ থেকে বেশী বেশী দামের বীম বর্গা সরবরাহের উৎসাহ নাই ব'লে ইঞ্জিনীয়ারদের ত একে গরজেরই অভাব তারপরে বড় রাস্তার নিকটে না হ'লে মোটরের সফরে তদন্তই বা চলে কি ক'রে, আর সুবিধা মত কণ্ট্রাক্টারই বা মিলে কোথায়? সুতরাং কূয়া বা বাঁধ মঞ্জুর হলেই যে তোমার জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা হ'ল তা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। অষ্ট বজ্রের মিলন না হ'লে যেরূপ উর্ব্বশীর শাপ মোচন সম্ভব নয়, তদ্রূপ আট প্রকার ভাগ্যের সমকালে উদয় না হ'লে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের মঞ্জুরী জলাশয়ের উদ্ধার সাধন হয় না। নেহাৎ পাড়াগাঁয়ে তোমার ঘর—বার বিভাগে দরবার করবার তোমার শক্তিই বা কোথায়, আর বুদ্ধিই বা কোথায়? তাই বল্‌ছি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লেও তোমার তৃষ্ণার জল মিল্‌বে না। যে নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখ্‌বে বর্ত্তমান যুগে কেউ তাকে সাহায্য করবে না, শুধু হা হুতাশ ক'রে লাভ কি? আবার বল্‌ছি সহ্য করবার জন্য জন্মেছ, সহ্য ক'রেই চল্‌তে থাক। আকাশ হ'তে জল পড়া পর্য্যন্ত যদি বেঁচে থাক তা হ'লেই তৃষ্ণার জল মিল্‌বে, গরুগুলিও রক্ষা পাবে, আর বৌ ঝি ছেলে পিলেও আশ মিটিয়ে জল খাবে। তার পূর্ব্বে নয় হে, তার পূর্ব্বে নয়! আর যদি সাহসে কুলায় সব কৃষক মজুর এক হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হও, পরের দিকে তাকিয়ে থেক না, পরের অত্যাচার সহ্য ক'র না। শক্তি সঞ্চয় কর, প্রতারিত হ'তে অস্বীকার কর, জোঁট বেঁধে এক হ'য়ে নিজেরাই নিজেদের মাটী খুঁড়ে জল বাহির কর, আর দৃঢ়তার সহিত ব'লে দেও—দুঃখের সময় যাঁরা তোমার দরদ বুঝে না ফসলের ভাগ নেওয়ার বেলায় তাঁরা যেন হাত বাড়ায় না। দুই চার দিন একটু বুঝে চল ভাই, একতার সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে যাও, শক্তিমান হ'য়ে সাহসী হও, তখন দেখ্‌বে, ভাই, সরকারও তোমায় খুসী করবার জন্য ব্যস্ত হবে, জমীদার তালুকদারদের পূর্ব্বমতি আবার ফিরে আসবে, গ্রামাধিপতি আর তোমার পানীয় জলের বাঁধে মাছ ধরতে সাহস করবে না, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডও হেঁকে বেড়াবে, "কোন গ্রামে জল চাই গো, কোন গ্রামে জল চাই।" ভগবানও তখন তোমাকে না চাইতেই তৃষ্ণার জল দান করবেন। তোমারই যে এই দেশটা তখনই, ভাই, বুঝতে পারবে।

কার অধিকার?

(১)

স্বচ্ছ-সলিলা সরসীর তীরে ছায়াময় তরুমূলে,
কিশোর গৌতম বসি' আনমনা ছিলেন আপনা ভুলে'।
পুণ্য আলোকে দীপ্ত আনন আহা কি মাধুরী ভরা,
করুণার দ্রব আঁখির দৃষ্টি, তাপিতের দুঃখ-হরা।
বিস্ময়ে নীরব চেয়ে বসুন্ধরা রয়েছে মুগধা সম,
হেরি' প্রশান্ত ভাবেতে বিভোর মূরতি সে অনুপম।
আকাশে বাতাসে নীরবে কি যেন বহিছে শান্তির ধারা,
কুমারের ধ্যান ভাঙ্গে পাছে ভাবি' দশদিশি ভয়ে সারা।
নীরবে যে তরু কুসুম-অঞ্জলি দিতেছে সে রাঙ্গা পায়
নীরবে পবন সে শান্ত ললাটে পরশ বুলায়ে যায়।

(২)

সে শান্তি গভীর ক্ষুন্ন করিয়া কোথা হ'তে অকস্মাৎ
উঠিল ধ্বনিয়া কি এক করুণ কাতর আর্ত্তনাদ।
একি! কোথা হ'তে আহত বিহগ লুটায়ে পড়িল পায়
শোণিতে রাঙ্গা দেহে সে করিছে ছট্‌ফট্ যাতনায়।
ভেঙ্গে গেল ধ্যান চমকি' কুমার চাহিলা তাহার পানে
নিমেষে দু'হাতে তুলি নিল তা'রে বক্ষের মাঝখানে।

বেদনা-কাতর নয়নে বিহগ চাহি' কুমারের মুখে
অবসন্ন দেহ রহিল পড়িয়া সে করুণা ভরা বুকে।
যাতনায় তা'র ব্যথিত কুমার বহে ধারা দুনয়নে,
ব্যথায় কাতর দেহে তা'র কর বুলাইলা সযতনে।
তুলি' নিলা শর বক্ষ হইতে নামি' সরসীর নীরে
শুষ্ক-কণ্ঠে ঢালি' বারি ধারা,-ধৌত করিলা ধীরে,
শোণিতের ধার দেহ হ'তে তার, কাঁদিয়া আকুল প্রাণ
পরিধেয় বাস ছিঁড়ি আপনার বেঁধে দিলা ক্ষতস্থান।

(৩)

কোলে করে' বসি' রহিলা কুমার আহত সে পাখীটিরে
মৃত-সঞ্জীবন পরশে বিহগ চেতনা লভিল ফিরে।
এমন সময়ে দেবদত্ত নামে কুমারের সহচর
আসিল ছুটিয়া দ্রুতগতি তথা হতে লয়ে ধনুঃশর।
কহিল "কুমার! এ পাখী আমার দাও তাহা এবে মোরে,
অব্যর্থ শর সন্ধানে আমি নিহত করেছি ওরে।
মম শরে হত এ বিহগে এবে আমারি যে অধিকার,"
"মরেনি বিহগ, মুমূর্ষু দেহে চেতনা ফিরেছে তার,"
কহিলা কুমার আকুল কণ্ঠে,—"কোমল এ দেহ হায়,
তীক্ষ্ণ শরের কঠিন আঘাতে কেমনে বিঁধিলে তা'য়।
ব্যথা পেতে কভু চাহ না তো ভাই! ব্যথা কেন দিতে চাও,
হেরি' অপরের যাতনা, হৃদয়ে যাতনা কি নাহি পাও?
তোমার আমার ভিতরে যেমন বেদনার অনুভব
তেমনি বেদনা করে না কি বোধ এজগতে প্রাণী সব?
বিঁধেনি এ শর কেবল উহারি বক্ষের মাঝ খানে,
দেখ আসি ভাই! কেমনে সে শর বিঁধেছে আমার প্রাণে,"
কহিলা কুমার করুণা-কোমল কণ্ঠে মধুর বাণী
"নহে সে তোমার এবে সে যে ভাই!
আমারি বলিয়া জানি।
হত্যা যে করে অথবা যে জন জীবন বাঁচায় তা'র,
এ দোঁহার মাঝে যথার্থ কার বল ভাই! অধিকার?"

(৪)

নীরবে দাঁড়ায়ে দেবদত্ত রয়, চাহি' কুমারের পানে,
হেরে কি আলোকে দীপ্ত সে আনন কত প্রেম সেই প্রাণে।
আকাশে বাতাসে ঘুরে যেন শুধু তাঁর সে মধুর বাণী
"নহে সে তোমার,-এবে সে যে ভাই!
আমারি বলিয়া জানি।
হত্যা যে করে অথবা যে জন জীবন বাঁচায় তা'র
এ দোঁহার মাঝে যথার্থ কার বলি ভাই! অধিকার?"
মৌন অনুতাপে দেবদত্ত রয়,-অক্ষম উত্তর দিতে,
শুধু সে শুনিল গোপনে কে যেন বলিছে তাহার চিতে,
"ধন্য কুমার, প্রেম অবতার, জগতে জীবের পরে
তোমার মতন মহা প্রেমিকেরি অধিকার চির তরে।
নিজ বাহু-বলে করিনি পীড়ন, চরণে দলিয়া আর
হৃদয় শোণিতে করিয়া সিক্ত আপনার অধিকার
যে চাহে স্থাপন করিতে জগতে, এ বিশ্ব তাহার নয়,
প্রেমের পরশে বেদনা জুড়ায়ে যে করে হৃদয় জয়
এ জগৎ তারি! সকলের' পরে জেনেছি, বুঝেছি সার
তোমার মতন মহা প্রেমিকেরি চিরদিন অধিকার।"

(শ্রীমতী ....)

সাম্প্রদায়ীক বিরোধ ও সমবায় সমিতির সভ্যদের কর্ত্তব্য

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব করুণায় আজ আমাদের ভারতের পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্মবিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছে। ইহার উদ্দেশ্য কি? সার্থকতা কি? পরিণামই বা কি? তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। তাহা আন্দোলন করে বিশেষ ফল নাই। এই সময়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহাই বুঝতে হবে। তাহা পালন করবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে।

সমিতির সভ্যদের সকলকে সমান ভাবে দেখতে হবে। তাহারা কখনও জীবের মধ্যে একজনকে অন্যের সঙ্গে ভিন্ন ভাবে ভাবতে পারেন না। আপনার মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে আপনার অস্তিত্ব বোধ করতে হবে। মানুষ যখন তার সর্ব্বব্যাপী আমিকে ভুলে গিয়ে নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও ছোট করে ফেলে আপন ভোলা হয়ে সে আর সত্যকে পায় না মিথ্যার আশ্রয় নেয়, ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়ে। এরূপ আত্মবিস্মৃতি যাহাতে না ঘটে সেজন্য সমিতির সভ্যরা নিজকে ও তার সমিতির সঙ্গে ভিন্ন বোধ করতে পারেন না। তাই সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করেন তবে তিনি সভ্য বলে গণ্য হন। যে মুহূর্তে তিনি সমিতির সকলের সঙ্গে ভিন্ন মনে করবেন সেই মুহূর্ত্তেই তিনি নিজে নিজের অকল্যানকে ডেকে আনিবেন। এই সাম্প্রদায়ীক বিরোধের ছোঁয়াচ যদি সমিতিকে লাগে যদি হিন্দু মুসলমানের মুসলমান হিন্দুর কোনরূপ ক্ষতি করেন তবে অপরের ক্ষতি নিজেকেই পূরণ করে দিতে হবে। তাই ভরসা হয় আমরা কখনও ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিব না। যাহাতে এরূপ দুর্ব্বলতা আমাদের আক্রমণ না করে সেজন্য আমি মনে করি নিম্নলিখিত কটা নিয়ম বিশেষ সতর্কতার সহিত পালন করা উচিত:—

১। সমিতির পঞ্চায়েত ও তদারককারী বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যেন গ্রামে কাহারও মনে সাম্প্রদায়ীক বিদ্বেষের ভাব আসতে না পারে। পঞ্চায়েতরা যদি কাহারও মধ্যে বিদ্বেষের ভাব লক্ষ্য করেন, কাহারও মনে সাম্প্রদায়ীক বিরোধ ঘটাইবার মতলব আছে সন্দেহ করেন কেহ ভাবে, কথায় বা কাজে অপরের, ধর্ম্ম চিন্তায় বা উৎসব প্রভৃতিতে ব্যাঘাত দিতেছেন, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতির কোনরূপ ক্ষতি করিতেছেন বা কোনরূপ উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করিতেছেন সেরূপ ব্যক্তির ব্যবহার পঞ্চায়েত সভায় বিচার করিয়া যে কোন সম্প্রদায়েরই হক না কেন তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তার মতলব সংশোধন করিয়া দিবে।

(২) সমিতি নিজের তদারকে গ্রামের উৎসবগুলি সুচারু রূপে সম্পন্ন করাইতে সকল সম্প্রদায়েরই পার্ব্বনে সকলেই যোগ দিবেন এবং সকলেই সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক পার্ব্বনই গ্রামের গৌরব বর্দ্ধন করবে—কেবল সম্প্রদায়ের নহে। সকলের নিকট হতে দৈনিক মুষ্টি চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করে সমিতির ধর্ম্মগোলায় উহা জমা করিয়া ঐ তহবিল হতে সকল উৎসব চালাইবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) এখন যেরূপ এক সম্প্রদায়ের লোকের অপর সম্প্রদায়ের দেবতার নিকট মানসিক পূজা ইত্যাদি দিবার প্রথা আছে তাহা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

(৪) গ্রামের ধর্ম্ম স্থান যে কোন সম্প্রদায়েরই হউক না কেন তাহা গ্রামেরই গৌরবের সামগ্রী। যেমন তাজমহল ভারতের গৌরবের জিনিষ কোন সম্প্রদায়ের নহে। সুতরাং তাহার সংরক্ষন, সংস্কার ও নির্ম্মাণ গ্রামের ষোলআনার দ্বারাই হইবে।

(৫) গ্রাম্য সমিতি যাত্রা গান, কথকতা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদির নিয়মিত ব্যবস্থা করিবে। গ্রামের ছেলে বুড়া সকলেই মন দিয়ে শুনবে। পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কোঅপরাটিভ ব্যাঙ্কে একটা পাঠাগার (travelling library) আছে। সমিতির পঞ্চায়েতরা বই লইয়া যাইতে পারেন।

(৬) নির্ব্বাচনের সময় সকলে মিলিয়া যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করবেন সাম্প্রদায়ীক বিচার না করে তাহাকেই ভোট দিবেন। সাম্প্রদায়ীক ভাবে কেহ ভোট দিবেন না।

(৭) নিজগুণ বলে চাকুরীর সংস্থান করিবেন। সাম্প্রদায়ীক বিচারে চাকুরী দেওয়া হইবে তাহা আগ্রাহ্য করিতে হইবে। পারতপক্ষে চাকুরীর প্রত্যাশা কেহ করিবেন না।

(৮) আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতী বর্জ্জন করিয়া চরিত্র গঠনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ও অন্ন সংস্থানের জন্য কৃষি শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমিতি হইতে কৃষি শিল্প ও বানিজ্য শিক্ষার, সং সামান্য চেষ্টা হইতেছে। সাধারণের সাহায্য পাইলে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভারত ধর্ম্ম সমন্বয়ের স্থান। ধর্ম্মবিরোধের স্থান নয়। এখানে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু ধর্ম্ম নিয়ে যুদ্ধ বড় হয় নেই। প্রকৃতি সকল রকম প্রাকৃতিক বৈষম্যের সামঞ্জস্য করে পবিত্র ভারতকে গড়েছেন। তাঁরই প্রভাবে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন বৈষম্যময় ধর্ম্ম ও সভ্যতার অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছে। ইহা সকল ধর্ম্ম সকল সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র। কত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ভারত তার বিশাল উদার ও মহান বক্ষে ধারণ করে সমান ভাবে সকলকে পুষ্ট করবে। ইহার চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায় বুদ্ধগয়ায়। সেখানে একই বিগ্রহ হিন্দু পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে একেরই দুই রূপ বিষ্ণু ও বুদ্ধ রূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট দৈনিক পূজা পাইয়া থাকেন। চীন, জাপান, শ্যাম ইত্যাদি কত ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রকৃতির—গোখাদক হতে নিরামিশাষী লোক পাশাপাশি বসে পূজা দিতেছেন। ধর্ম্মের এরূপ মহান উদারতা কেবল ভারতেই সম্ভব হয়েছে। বোধ হয় গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে আর্য্য সমাজীর যত পার্থক্য আছে মুসলমানদের সঙ্গে আর্য্য সমাজীদের তত পার্থক্য নাই। তবে ভারতীয় ধর্ম্মসমন্বয়ে ইসলামের স্থান হবে না কেন?

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মজুমদার।

মর্য্যাদা হানি
(নাটক)

[কালাপাহাড় রচিত]

প্রথম দৃশ্য।

বিবাহ বাড়ী

নিমন্ত্রণোপলক্ষে বহু নিমন্ত্রিতের সমাগম হইয়াছে। কেহ চেয়ারে, কেহ বেঞ্চে, কেহ বা সতরঞ্চিতে সমাসীন। এক পাশে গান বাজনা হইতেছে, কর্ম্মকর্ত্তারা পান সিগারেট্ দিয়া অভ্যাগতগণের সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। পাশের বাড়ী হইতে কোলাহল শোনা যাইতেছে—যথা "ওহে, চট্‌পট্ সেরে ফেল, বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে যে" "কৈ হে, পাতা গ্লাসগুলি তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেল, এখনি জায়গা করতে হবে"—ইত্যাদি।

জনৈক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি (পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের প্রতি) —ঐ পাশের বাড়ীতেই সব বন্দোবস্ত হয়েছে বুঝি?

২য় নিমন্ত্রিত—হাঁ, ওখানেই হয়েছে।

১ম—তবে চলুন, ওখানেই যাওয়া যাক, এখানে আর কেন?

২য়—বেশ বেশ তাই চলুন।

(বহু অভ্যাগতের প্রস্থান।)

বড় হাকিম, মেজ হাকিম, ছোট হাকিম প্রভৃতি হাকিমগণের প্রবেশ—

জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা—আসুন, আসুন, এইখানে বসুন। ওরে, পান সিগারেট্ আন্ রে। (হাকিমগণের প্রতি) আর বিশেষ বিলম্ব নেই, আয়োজন প্রায় শেষ হয়েছে। ওরে, একবার কেউ যেয়ে দেখে আয় না, এঁদের জায়গা হ'ল কি না?

জনৈক উদ্যোক্তার প্রবেশ—

উদ্যোক্তা (হাকিমগণের প্রতি)—এই যে, আপনারা এবার চলুন। আর আপনাদের বসিয়ে রেখে কষ্ট দেওয়া কেন?

বড় হাকিম—তা বেশ, চলুন।

(হাকিমগণকে লইয়া উদ্যোক্তার প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আলোকিত বারান্দা, পাশের বারান্দায় বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজনার্থ উপবিষ্ট।

হাকিমগণ সহ উদ্যোক্তার প্রবেশ—

উদ্যোক্তা—আপনারা এই ঘরের মধ্যে আসুন, আমি আসন নিয়ে আসছি (বলিয়া দ্রুত প্রস্থান।)

বড় হাকিম (স্বগত) এত অপমান! জায়গা না করেই আমাকে ডাকা হয়েছে? ওঃ বুঝেছি, পাশের

বারান্দায় ঐ লোকগুলির সঙ্গেই বোধ হয় আমাকে বসাবার মতলব। না—এ অসহ্য! এটা মেনে নিলে, আমার Position থাকে না! এ আমি মান্‌তে রাজী নই।

(ক্রুদ্ধভাবে অন্য দিক দিয়া প্রস্থান।)

অপর হাকিমগণ (হতভম্ব হইয়া)—এঁ্যা, একি হ'ল? তাই ত, লোকগুলির এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই!

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমন্ত্রণ-বাটীর বহির্দ্বার

মোটরে বড় হাকিম উপবিষ্ট, নীচে মেজ হাকিম ও দুই জন উদ্যোক্তা

উদ্যোক্তা (জোড়হস্তে বড় হাকিমের প্রতি)—আমাদের ত্রুটী হ'য়ে গিয়েছে—ক্ষমা করুন। আপনি নেমে আসুন। এরকম ভাবে চ'লে গেলে যে আমাদের সব আয়োজন পণ্ড হ'য়ে যাবে।

বড় হাকিম—যান্ যান্ আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না। ডেকে এনে আমাকে অপমান করবেন—এই ত আপনাদের ইচ্ছে ছিল।

উদ্যোক্তা—ও কি বল্‌ছেন? এত বড় একটা ব্যাপারে দোষ ত্রুটী হওয়া ত অসম্ভব নয়, আপনি নিজগুণে সেটা ক্ষমা করুন। আপনি আসুন।

বড় হাকিম—আবার আমাকে যেতে বল্‌ছেন, লজ্জা করে না? যে রকমের লোক তাকে সে রকম সম্মান যদি কর্‌তে নাই জানেন, তবে ডাকা কেন? এত দিন ওকালতি কচ্ছেন, হাকিমের মর্য্যাদা জানেন না? (ড্রাইভারের প্রতি)—গাড়ী চালাও। (প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

নিমন্ত্রণ বাটীর প্রাঙ্গণ

বহু অভ্যাগত ভোজনে উপবিষ্ট—

(কেহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কেহ চাপাহাস্যযুক্ত, কেহ রসাস্বাদন নিরত, আর কেহ বা কি হ'ল-ভাবে ভাবাবিষ্ট)

প্রথম নিমন্ত্রিত—তাই ত ওঁকে ফিরিয়ে আনা গেল না?

২য়—তা কি ক'রে পারা যাবে? এত বড় একটা হাকিম, তাঁর একটা বিশেষ সম্মান আছে ত? তা কি না, জায়গা না ক'রেই তাঁকে ডাকা হ'ল!

৩য়—কৈ, আমি ত শুন্‌লাম যে আর পাঁচ জনের সঙ্গে তাঁকে বসাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ব'লেই তিনি চটেছেন।

৪র্থ—না হে না, রতনবাবু ওঁদের মান্যের হলে আলাদা ক'রে বসাবেন ব'লেই নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরে তখনও আসন দেওয়া হয় নি দেখে রতনবাবু ওঁদের "ঘরের মধ্যে আসুন" ব'লে ছুটে আসন আন্‌তে গেলেন। তখনই বড় হাকিম রেগে বেরিয়ে এসেছেন।

৫ম—এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলাম, আর পারি না। সব মাটি হ'য়ে গেল, মাটি হ'য়ে গেল! আজকের এত বড় বিরাট ব্যাপারটা শিবহীন যজ্ঞের মতই পণ্ড হ'য়ে গেল। আমার ইচ্ছে হচ্ছে পাশের পুকুরে যেয়ে ডুবে মরি! ছিঃ ছিঃ এমন কাণ্ড! (একখণ্ড মাংস মুখে পুরিয়া)—লোকগুলি সব খাচ্ছে কি ক'রে? গলায় আট্‌কে যাচ্ছে না? এ যে আমাদের সকলেরই বদনাম। ছিঃ ছিঃ কি আর বল্‌ব? হাকিমদের অভ্যর্থনা কর্‌বার ভার রতনবাবুর উপরে কে দিয়েছিল? বলিহারী তার বুদ্ধির! রতনবাবুর কি একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে, Common sense আছে? আর লোক খুঁজে পাওয়া গেল না? (পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক ভদ্রলোকের প্রতি)—তা হ'লে যাওয়া ঠিক হ'ল ত? কে কে যাচ্ছেন? রতনবাবুকে যেন আবার পাঠাবেননা, দেখ্‌বেন। বলেন ত' আমি যেতে পারি। আমি গেলে সাহেবকে সব বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারব—সে অভ্যাস আমার আছে।

৪র্থ—তা নিশ্চয়ই আছে।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভদ্রলোক—না আজ আর যাওয়া হবে না ব'লেই ঠিক হয়েছে। সাহেবের মেজাজ হয় ত এখনও গরম আছে। তা ছাড়া, রাত এখন ১০॥টা; সাহেব হয় ত এখন ঘুমিয়েছেন। এখন তাঁকে জাগান'ও ঠিক হবে না। কাল সকালে যাওয়া হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

নিমন্ত্রণ বাটীর প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্ব

জনৈক নিমন্ত্রিত (কর্ম্মনিরত অপর একজন ভদ্রলোকের প্রতি)—হাঁ, মশায়, বড় হাকিম রাগ ক'রে চলে গেলেন কেন?

ভদ্রলোক—তা রাগ কর্‌বেন না? এত বড় একটা হাকিম, তাঁর একটা মর্য্যাদা, একটা বিশেষ সম্মান ত আছে। তা না রাখ্‌লে তিনি রাগ কর্‌বেন বৈ কি?

নিমন্ত্রিত—তাঁর অসম্মান কি হ'য়েছিল? শুন্‌লাম অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে তাঁকে বস্‌তে দেওয়া হ'য়েছিল ব'লেই তিনি রাগ করেছেন? এতে রাগ করবার কি আছে?

ভ—তা নয়। তা ছাড়া, পাঁচ জনের সঙ্গে তিনি বস্‌বেন কেন? এত বড় হাকিম কি তা কর্ত্তে পারেন?

নি—কেন পার্‌বেন না? তিনি হাকিম—আদালতে। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আর পাঁচ জন নিমন্ত্রিতের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কি? আর পাঁচ জন ভদ্রলোক ত আর যেচে খেতে আসেন নি। তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে

ব'সে খেলে হাকিমের জাত যাবে কেন—এ ত আমি বুঝ্‌তে পারিনে। আবার, হাকিমকে যদি অন্য নিমন্ত্রিতগণের চেয়ে বেশী সম্মান করা হয়, তাতে অন্য নিমন্ত্রিতগণের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান হয় না কি? অপমান করা হয়—না হয় নাই বল্‌লাম। ধরুন, এত বড় ভোজের ব্যাপার আর পাঁচ জন মাটিতে বসেই খাচ্ছেন—সে সময়ে হাকিমদের সেই খানেই পুরু গালিচায় বস্‌তে দেওয়া হ'ল। এ রকম ব্যাপার হ'লে অন্য নিমন্ত্রিতদের বুক আনন্দে ফুলে ওঠে কি?

ভ—তা এ রকম হ'য়ে আস্‌ছে এবং হবেও; এতে আর পাঁচ জনের অপমান বোধ কর্‌বার কিছু নেই। তাঁরা হাকিম হ'লে এ রকম সম্মানই পেতেন। যাক্, এ সব কথার দরকার কি? বস্‌বার আসন ইত্যাদির বন্দোবস্ত না ক'রেই ডাকা হ'য়েছিল ব'লে হাকিম রাগ ক'রে চ'লে গেছেন, তা ত কর্‌তেই পারেন।

নি—এইটুকু ত্রুটীতেই এত রাগ? তাঁর নিজের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে এরূপ একটু আধটু ত্রুটী কি কখন হয় না? আর একটা কথা—হাকিমরা যে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে এসে আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সমানভাবে ব'সে খেতে লজ্জা বোধ করেন—একটু বিশেষ রকমের সম্মান চান, সব ব্যাপারেই সে মর্য্যাদাবোধ তাঁরা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পারেন ত? ধরুন, কোনও হাকিমের বাড়ীতে একটা আপদ্ বিপদ্ ঘট্‌ল, তখন কি বেছে বেছে হাকিমদের খবর দিলেই চলে, না উকিল, মোক্তার, আমলা প্রভৃতি আর পাঁচজন ভদ্রলোকেরও দ্বারস্থ হ'তে হয়? তখন এ মর্য্যাদাবোধটা যায় কোথায়? আর, সকল হাকিমের মেয়ের কি হাকিমের ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়? কোনও আম্‌লার উপযুক্ত ছেলে দেখ্‌লে তাকে জামাই কর্ত্তে কি তাঁরা কুণ্ঠিত হন?

ভ—এ সব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাই না। যাই, কাষ আছে।

নি—আরে, থামুন, থামুন; রাগ করেন কেন? আর একটা কথা আছে, শুনে যান।

ভ—কি, বল।

নি—আচ্ছা দেখুন, এই নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা রামগতিবাবুর বাড়ীতে না হ'য়ে এ বাড়ীতে হ'ল কেন? ওঁর বাড়ীতে জায়গা ত অনেক আছে।

ভ—তা আর কি ক'রে হয় বল? শত হ'ক, সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁদের বাড়ীতে ব'সে খেলে যে জাত যাবে; প্রকাশ্যে কি সামাজিক আচার লঙ্ঘন করা যায়?

নি—জাত্যাভিমানে যদি এতই আঘাত লাগে তা হ'লে সোজা কথায় নেমন্তন্নের সময় নিষেধ কর্‌লেই হ'ত। বলি, খাতির রক্ষাও চাই, জাত রক্ষাও চাই? তাই বুঝি ভিন্ন বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়ে মনকে আঁখি না ঠারলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। আর যা হ'ক না হ'ক, আপনাদের জাত রক্ষার বাহাদুরী আছে। সেবার একজন বিশিষ্ট সমাজ-নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও মশায়, আপনি যে বড় জাত জাত করেন, বাপু, গেটের লেমনেড্ খাচ্ছেন কি ক'রে? অমনি তিনি উত্তর দিলেন, "ঔষধার্থে সুরাংপিবেৎ।" এমনি ক'রে ধর্ম্ম বা জাত রক্ষা না করলে হিন্দু সমাজ ক'দিন টিক্‌বে? আপনারাই না বড় গলায় বক্তৃতা করেন—সব হিন্দু এক হ'য়ে যাও! এরকম ক'রে লোকের মনে কষ্ট দিলে কি তা হ'তে পারে?

ভ—কষ্ট দেওয়া হ'ল কিসে? আমরা কি ওঁদের ঘৃণা করি ব'লে ওঁদের বাড়ীতে খাই নি? সমাজের আচার ব্যবহার যা আছে, তা ত মানতেই হবে। এই ধর, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণরা পঞ্চমদের ছায়া স্পর্শ করেন না, তাই ব'লে কি ধ'রে নিতে হবে যে ব্রাহ্মণরা পঞ্চমদের ঘৃণা করেন?

নি—নিশ্চয়ই না, ঘৃণা কর্‌বেন কেন? তাদের উদ্ধারের জন্যই ত এসব করেন।

ভ—তোমার সবটাতে ঠাট্টা—এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আস্তে আস্তে সব হবে, একদিনেই ত আর সব হ'তে পারে না।

নি—ঠিক বলেছেন। রামগতিবাবুর প্রথম ছেলের বৌ-ভাতের ভোজ সহরের দুই মাইল দূরে এক বাগান-বাড়ীতে হ'য়েছিল। এবার পাশের বাড়ীতে হয়েছে—প্রস্থে ৮ফুট এক রাস্তা ও একটি প্রাচীরের ব্যবধান মাত্র। ক্রমোন্নতি বটে! পরের বারে বোধ হয় এ দেওয়ালের ব্যবধানও থাক্‌বেনা।—Progressive realisation, কি বলেন?

(যবনিকা পতন।)

স্থানীয় সংবাদ।

বক্‌রীদ্—

আগামী ২২শে জুন মঙ্গলবার বক্‌রীদ্। বক্‌রীদ্ মুসলমান-গণের একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমানগণ এই দিবসে তাঁহাদের এই মহান্ পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিবেন। আমাদের দেশে সর্ব্বত্র শান্তিতে এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হউক, ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা। এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে অপর সকল সম্প্রদায়ের আশঙ্কা করিবার কি থাকিতে পারে? শান্তির ব্যাঘাতই বা কেন ঘটিবে? ঈশ্বরে যাহাদের বিশ্বাস আছে, ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহারা এরূপ কোন আচরণ করিতে পারে না, যাহাতে অপরের ধর্ম্মভাবে কোনরূপ আঘাত লাগে। দুঃখের বিষয়, প্রায় প্রতি বৎসর বক্‌রীদের সময় স্থানে স্থানে এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাপার লইয়াই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। পুরুলিয়াতে এপর্য্যন্ত এরূপ কোনও

বিরোধ ঘটে নাই ; আশা করি, এবারও পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বিরোধে বকরীদ সম্পন্ন হইবে। আমরা সংবাদ পাইলাম, অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মনে আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে যে, এবার বোধ হয় বকরীদের সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা গণ্ডগোল হইবে। বহু পুলিশের সমাগম দেখিয়া এ ভয়টা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা করিবার প্রকৃতই কিছু কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমরা আশা করি, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাইয়া প্রমাণ করিবেন যে, মানভূমের হিন্দু-মুসলমানগণ জিলার শান্তি রক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষের বেওনেটের আশ্রয়ের জন্য লালায়িত নয়।

দেশবন্ধু স্মৃতি-বার্ষিকী—

গত ১৬ই জুন সন্ধ্যা ৭টার সময় পুরুলিয়া চকবাজারে দেশবন্ধুর প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে জনসাধারণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সহরের বহু লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সভার প্রারম্ভেই ঝড়বৃষ্টি হইবার উপক্রম দেখিয়াও কেহ সভা ত্যাগ করেন নাই। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতিমহাশয় অল্প কয়েকটি কথায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও দেশপ্রীতির কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনায় ভগবৎচরণে প্রার্থনা করেন। পরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত দেশবন্ধুর জীবনের বিশেষ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন—আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ জীবন গঠিত করিবার চেষ্টা করিলেই, আজ না হউক, দশ বৎসর পরে ভারত নিশ্চিতই স্বাধীন হইবে। দেশসেবায় যে ঐকান্তিকতা চিত্তরঞ্জন দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা আমাদের দেশে কেন, অন্যত্রও দুর্লভ। দেশবন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশবাসী সকলেরই, দেশের এবং দশের হিতের জন্য যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। মানভূমের কংগ্রেসকর্ম্মিগণ জিলাবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে জিলাবোর্ডের কার্য্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী আইনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জিলাবোর্ডের সাহায্যে বেশী কিছু কায করা সম্ভব না হইলেও, যাহা সম্ভব তাহা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা এই কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ করিতেছেন। এই জিলাবোর্ডের কায আমাদেরই কায—এই কথা মনে করিয়া জিলাবাসী সকলের এবং বিশেষ করিয়া বোর্ডসংশ্লিষ্ট সরকারী এবং বেসরকারী কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য—উক্ত কর্ম্মিগণের সহায়তা করিয়া যথাসম্ভব দশের হিতসাধন করা। এইরূপ করিতে পারিলেই দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি অন্ততঃ কিছু সম্মানও দেখান হইবে। উপস্থিত সকলকে এইরূপ সহায়তা দান করিতে অনুরোধ করিয়া উপেন্দ্র বাবু বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁহার পর কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মৃত মহাপুরুষগণের স্মৃতি পূজা করিয়া আমরা নিজেরাই কৃতার্থ হই, আমাদের নিজেদেরই জন্য পবিত্র হয়। আজ যে মহাপ্রাণের কথা স্মরণ করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার কথা আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। একটি কথা আজ স্বতঃই সকলের মনে উদিত হইতেছে—বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর পথপ্রদর্শক আজ কে আছে? দেশের অতীত যুগের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের মনে এরূপ নিরাশার সঞ্চার হওয়া অনুচিত। ভারতের দুর্দ্দিনে যিনি শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, র এবং পরবর্ত্তী কালে চিত্তরঞ্জনকে পথপ্রদর্শকরূপে পাঠাইয়া এই জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই পথপ্রদর্শকের সন্ধান দিবেন। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পথপ্রদর্শক আমরা পাইয়াছি, আজও পাইব। চিত্তরঞ্জনের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর আর শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার করিবে না সত্য, কিন্তু তাঁহার আদর্শ, তাঁহার বৈরাগ্য, সাধনা ও ত্যাগ ধ্রুবনক্ষত্রেরই মত প্রোজ্জ্বল থাকিয়া চিরকাল দেশবাসীকে পথ নির্দ্দেশ করিবে।

তারপর সভাপতিমহাশয় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায়কে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। তিনি অতি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—আজ যাঁহারা দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন এই স্মৃতিপূজা ব্যাপারটাকে একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত না করেন। দেশবন্ধু যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ব্যক্তিগত জীবনে সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিলেই, তাঁহার স্মৃতির প্রকৃত পূজা করা হইবে। তাঁহার আদর্শ অনুসরণের আন্তরিক ইচ্ছা যাঁহাদের প্রাণে জাগে নাই, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করা ভণ্ডামী মাত্র।

ইহার পরে সভা ভঙ্গ হয়।

স্থান পরিবর্ত্তন—

মানভূম জেলা কংগ্রেস্ কমিটির অফিস্ ও কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার নামপুকুরিয়া দেশবন্ধু প্রেসে (মুক্তি-কার্য্যালয়ে) উঠিয়া আসিয়াছে। এখন হইতে অফিসের কোন কাজ কর্ম্মের জন্য এবং খদ্দরের জন্য ঐস্থানে খোঁজ করিবেন।

মৃত্যু সংবাদ—

স্থানীয় হাসপাতালের এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন নন্দবাবু কিছু দিন যাবৎ বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ১২ই জুন ডাক্তারবাবু কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য রওনা হইয়া যান। তৎপরদিন কলিকাতা পৌঁছিয়াই ডাক্তারবাবু অকস্মাৎ তাঁহার পরিজনবর্গকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের স্বরাজী সদস্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পিতা রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাখাল চন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৬ই জুন তাঁহার রঘুনাথপুরস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই শোক সন্তপ্ত পরিবারকেও আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

অফিস্ ছুটি—

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অফিস্ বন্ধ ছিল।

ধানবাদ ব্যবচ্ছিন্ন হইল না—

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে সংবাদ আসিয়াছে ধানবাদ ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব বিহার সরকার রদ করিলেন।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল (Muthanol)—র‍্যাডিকেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুলমো-বাইলি (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক ।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ বোস।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade { টেলিফোন নং :— ৬১৩ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ !
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়াড্রেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for
Dindayal Pharmacy.

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংস ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭॥০, ঐ স্বরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি দ কিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগবে না।

ঘোষ ব্রাদার্স সন্স
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বৃহৎ মনসা মঙ্গল

(১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল কর্ত্তৃক
পায়রাদাদি ছন্দে বিরচিত
শ্রীদোলগোবিন্দ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত
মূল্য ৷৷০ আনা ভিঃ পিঃ তে ৮০
মনোহারী ও পুস্তক ও চেক দাখিলা বিক্রেতা
পুরুলিয়া, কালীতলা

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

মূলধন—তিন কোটী ছত্রিশ লক্ষ টাকা।
রিজার্ভ—এক কোটী টাকা।

হেড আফিস:—বোম্বাই।

শাখা:—কলিকাতা, রেঙ্গুন, লাহোর, কাস্থর, মাদ্রাস, আমেদাবাদ, আসানসোল, অমৃতসার, কানপুর, চান্দোসি, দিল্লী, হাপুর, ঝরিয়া, হায়দারাবাদ, করাচি, লক্ষ্ণৌ এবং লায়ালপুর।

স্থায়ী আমানত—১২ মাসের জন্য সুদ ৫৷৷০ টাকা শতকরা হারে দেওয়া হয়।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব—শতকরা ৪৷৷০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

চল্‌তি হিসাব—খোলা হইয়া থাকে।

সোনা বিক্রয়, (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দশ তোলা থান), গভর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় বিক্রয়, সেয়ারের খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি সুবিধা মত দরে হইয়া থাকে। ঝরিয়া শাখায় অনুসন্ধান করিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার।
এজেণ্ট,
ঝরিয়া ব্রাঞ্চ।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন বৈশাখ) হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরের 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জ্বলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

কিসের কলহ ?

বন্দে মাতরম্‌

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ১০ আনা

৯ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৩ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৮শে জুন ১৯২৬ | ২৮শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০ | সারিবাদ্যাসব—৸০

মকরধ্বজ—৪৲ তোলা | ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬॥০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩২৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২২৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য কর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মাহাসো অধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাহাদুর সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ফ্যামিলী ডাক্তার, এবং মুর্শিদাবাদ আজিম গঞ্জ রায় ধনপৎসিংবাহাদুরের হারোয়াত ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল অফিসার। কুষ্ঠ রোগে সিদ্ধহস্ত, প্রসিদ্ধ চক্ষু-রোগবিৎ। ও

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম্, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া থাকেন। হোমিও ইনজেকসন দ্বারা, হাঁপানি, কাসকাশ, প্রমেহ বহুমূত্র মৃগী, হিষ্টিরিয়া উন্মাদ প্রভৃতি কঠিন ও দুরারোগ্য রোগ সকল সত্বর আরোগ্য করা হয়। হতাশ রোগীর একমাত্র আশ্রয়স্থল।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)

অবধৌতিক রসায়ন।

যদি সুস্থও সবল থাকিয়া সংসারে সুখে থাকিতে চান তাহা হইলে মহাপুরুষ গণের দানায় বন অবধৌতিক রসায়ন সেবন করুন। জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার তুল্য অন্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই। ইহা শুক্র বর্দ্ধক, বলকারক রসায়ন, বাজীকরণ ও অনর্থক শুক্রক্ষয়ণ রোগের অমোঘ ঔষধ। মহাপুরুষের আদেশে কেবলমাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচা লইয়া বিতরণ করা হইতেছে, এই মহৌষধের মূল্য মাসিক ৮ টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু কেবল মাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচাদি সহ মাসিক ১॥০ দেড়টাকায় পাইবেন। মাশুলাদি পৃথক। এতদ্ব্যতীত যে কোন রোগের ব্যবস্থা যদি আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন অথবা রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম্ বি (হোমিওঃ)

শ্রীযুক্ত বাবু মিত্রগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের

সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার!

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার, ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোল্ডার ১টী, নিব ১২টী, ফটোছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২৪টী মন্ত্রযন্ত্র ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জার্ম্মেনির বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, স্বদেশী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়

একশত টাকার উপকার

স্বদেশী—

আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় মসৃণ। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জল, মসৃণ ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের

বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ১৷০ আনা সের।

লুচি তরকারী ... ... ৷৶০ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

"মুক্তি"

(তবু) পারি নে সঁপিতে প্রাণ!
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় ব'লে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জ্ঞান।
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ;
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন ১৩৩৩ সাল, ১৩ই আষাঢ় সোমবার

কিসের কলহ?

দেশের কথা আর বল্‌ব কি? সর্ব্বত্রই শুনছি কেবল কলহের রোল, বিবাদ বিসম্বাদের গণ্ডগোল আর ঝগড়া ঝাটির তর্ক বিতর্ক। বড় বড় রাজনৈতিক মহলে চল্‌ছে—কউন্সিল এসেম্ব্লিতে বক্তৃতা-পদ্ধতিটা মিঠে হবে না কড়া হবে, কান্নার সুরেই হবে, না আব্দারের সুর হবে, ভাঙ্গনমূলক হবে না গড়নমূলক হবে না ভাঙ্গাগড়ার মিশ্রধ্বনিমূলক হবে—তাই নিয়ে অতি সূক্ষ্ম বিচার বিতর্ক। মেজ মহলে চল্‌ছে—ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটির অপূর্ব্ব স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতাহীন কর্ত্তৃত্বের ভাগাভাগি নিয়ে, ব্যক্তি-করের ভেল্‌কাতে গড়া টাকার ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে, আর মহাকাল ফলের আস্বাদনে কাহার কত মাহিনা বৃদ্ধি হ'ল—তার হিসাব নিয়ে। আর ছোট ছোট গ্রাম মহলে চল্‌ছে—ইউনিয়ন বোর্ড, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক বা স্কুল-কমিটিতে মাতব্বরি কর্‌বার ফিকির ফন্দী আবিষ্কারের চতুরতা কার বেশী—তা প্রকাশ কর্‌বার বাহাদুরী নিয়ে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই এই কলহের প্রবৃত্তি আবদ্ধ থাক্‌লে রক্ষা ছিল। হিন্দু-মুসলমানে কলহ, কায়স্থ বৈদ্যে কলহ, বিহারী বাঙ্গালীতে কলহ ত লেগেই আছে, তার উপরে আবার সাধু মহলে নূতন এক কলহের সৃষ্টি হয়েছে—সারবান শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে। কোথাও বা ধর্ম্মের খোসামুদি নিয়ে, কোথাও বা বৃত্তিহীন জাতের জাত্যভিমান নিয়ে, কোথাও বা পরপদ লেহনের ভাগাভাগি নিয়ে আবার কোথাও বা জীব উদ্ধারের বীজ ছড়িয়ে ফসল ভোগের অধিকার নিয়ে। গ্রামের দলাদলি, মামলা মোকদ্দমা, আর অবাচ্য কুবাচ্য-বিনিময় ত মজুতই আছে। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি গৃহস্থালী—সব ক্ষেত্রেই দেখ্‌ছি একই রকম বিষকাঁটার যুগপৎ আবির্ভাব। আকাশ হ'তে যেন অফুরন্ত ধারে কলহের সর্প-বৃষ্টি হচ্ছে। ভারত আজ কালী তারার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে, ষোড়শী ভৈরবীর কথা ত ভাবতেই পারে না, হাজার বছর ধ'রে ছিন্নমস্তার পূজা করতে গিয়ে অবিরল ধারে নিজের রক্ত নিজে পান ক'রে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। বাহুতে শক্তি নাই, হৃদয়ে সাহস নাই, অন্তরে বিশ্বাস নাই। "কলহ-প্রিয়া" "কলহ-নিরতা" মা ধূমাবতীই এখন তাহার আরাধ্য দেবতা। বরাভয় ছাড়িয়া, ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, রক্ত-পিপাসা ছাড়িয়া এখন শুধু বাক্যের লড়াইয়ে যেটুকু জীবনীশক্তি আছে তাহার ক্ষয় করিতেছে। যজ্ঞ তপস্যা গিয়াছে, স্তোত্র মন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে, পুষ্প বিল্বপত্র নিঃশেষ হইয়াছে, সম্বল আছে শুধু ঝাঁটা আর কুলো, ঈর্ষা আর দ্বেষ, মুখভঙ্গী আর গালাগালি। পশুপক্ষীর মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত লড়াই ক'রে বেঁচে থাক্‌বার বড় একটা প্রবৃত্তিও নাই। আছে শুধু বিকারগ্রস্ত অবস্থার অসঙ্গত প্রলাপ, চিকিৎসকের উপর অস্বাভাবিক আক্রোশ আর যতরকম কুপথ্য আছে তাতে প্রবল অভিরুচি। দোষগুলি যে একেবারে অস্থিমজ্জাগত হ'তে চল্‌ল! জাতীয় জীবনের যে দিকে লক্ষ্য করছি সেদিকেই দেখ্‌ছি কলহের মারাত্মক বিষ অপ্রতিহত বেগে প্রবেশ লাভ করছে। কলহের কলঙ্কই যেন জাতীয় জীবনের ভূষণরূপে পরিণত হয়েছে। তাই বিরোধের কলঙ্ক-ধারণ ক'রে আমার আস্ফালন চল্‌ছে, কলহের দল সৃষ্টি করা যেন একটা বাহাদুরীর ব্যাপার হয়েছে; কি যে বিষম সংক্রামক ব্যাধি এই বিশাল দেশটাকে আক্রমণ করেছে তার নিদান ঠিক করাও দায়, প্রতীকারের ব্যবস্থা করাও দুষ্কর। কোন অংশ ত বাদ নাই, যে আকারেই হ'ক সর্ব্বত্রই প্রায় সমান প্রভাব বিস্তার ক'রে ফেলেছে। বাঙ্গালায় নেতৃত্বের মোহের ভিতর দিয়া, বিহারে বাঙ্গালী-বিহারী দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, যুক্ত প্রদেশে রাইয়তের উপর তালুকদারের অত্যাচারের ভিতর দিয়া, পাঞ্জাবে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষের উত্তেজনার ভিতর দিয়া, মধ্যপ্রদেশে কাউন্সিল-সাহচর্য্যের মাত্রার ভিতর দিয়া, বোম্বাই অঞ্চলে কল কারখানার মজুরীর পরিমাণের ভিতর দিয়া, আর মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে অস্পৃশ্যতার অপমানের ভিতর দিয়া ঝগড়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ ভারতের জাতীয় জীবনকে একেবারে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। কলহের ভূত যেন সমগ্র জাতিটাকে পেয়ে বসেছে, তার সমস্ত বিচার-শক্তি, বুঝবার ক্ষমতা যেন অভিভূত ক'রে রেখেছে। কে-ই বা যুক্তির কথা শুনবে? আর শুনলেও কে-ই বা তা পালন করবে?

কিসের জন্য এই ঝগড়া বিবাদ? কিসের জন্য এই আত্মঘাতী কলহ? কিসের জন্য এই অশান্তির ভূতকে প্রশ্রয় দেওয়া? তুমি বড়, না আমি বড়—এই ত কথা? তোমার মানটা বেশী, না আমার মানটা বেশী—এই ত ব্যাপার? তোমার ধর্ম্মে স্বর্গে নিয়ে যাবে, না আমার ধর্ম্মে স্বর্গে নিয়ে যাবে—এই ত বিষয়? তোমার মতটা

ধ'রে সহজে স্বরাজ অর্জ্জন হবে, না আমার মতটা অশ্রয় ক'রে স্বরাজ অনায়াসলভ্য হবে—এই ত সমস্যা ? আমি যে বড়, আমি যে প্রতিপত্তিশালী, আমি যে ধর্ম্মকে আমার ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করেছি সে ধর্ম্মই যে স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র পথ, আমি যে মতটা প্রচার করছি কষ্ট স্বীকার না ক'রে স্বরাজ লাভের সেটাই যে একমাত্র মত, আমি যে দেশের জন্য ত্যাগ করেছি সেই ত্যাগটাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্যাগ, তা যদি অপর সকল লোকে স্বীকার ক'রে নেয় তা হ'লে ত আর গোল থাকে না, ঝগড়া বিবাদের কারণ থাকে না, কলহেরও আর প্রয়োজন হয় না। তবে দেশের লোকগুলো তা স্বীকার করবে না কেন, মানীর মান বুঝবে না কেন, মতের আদর দেখাবে না কেন, ত্যাগের কদর করবে না কেন ? এই মনোবৃত্তি হ'তেই যত অনর্থের সৃষ্টি—নেতায় নেতায় দলগঠন, ব্রাহ্মণ-পঞ্চমে মন কসাকসি, হিন্দু-মুসলমানে মাথা কাটাকাটি, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কথা কাটাকাটি আর জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ মাটী—সবই ঐ এক মনোবৃত্তি হ'তে উৎপন্ন—আমি, আমার ধর্ম্ম, আমার মত, আমার ক্ষমতা, আমার ঐশ্বর্য্য যে খুব বড় আর তুমি, তোমার মান, তোমার সম্পত্তি, তোমার যা কিছু আছে তা যে অতি তুচ্ছ তা মানতেই হবে, নতুবা তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে মিল হবে কি ক'রে, তোমার সঙ্গে আমার একযোগে আত্মরক্ষার চেষ্টা হবে কি ক'রে, তোমার এবং আমার এক সভায় বক্তৃতা করা সম্ভব হবে কি ক'রে ? তা বেশ কথা ! মানুষের পক্ষে বড় হওয়ার বাসনাটা ত অস্বাভাবিক নয়। বড় ব'লেই তোমাকে মেনে নিলাম, কিন্তু বড় হ'য়ে তুমি থাকতে পাচ্ছ কোথায় ? সে কথাটি একবার ভেবে দেখ্‌বে কি ? জয় চাঁদ পৃথীরাজের কাছে বড়র দাবী ক'রেই তাঁর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল কিন্তু মহম্মদ ঘোরীর কাছে ছোট হ'য়ে যখন বড়ত্ব বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা করল্‌ তখন তার বড়ত্বটা খ'সে পড়ল। মীরজাফরের বেলাও সেই একই কথা। ছোট হ'য়ে কি কখন বড় হওয়া যায় ? নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, মনটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ, দেখ্‌বে তুমি কত ছোট। তখন তোমার নেতৃত্বের অহঙ্কার, আভিজাত্যের অহঙ্কার, পদমর্য্যাদার অহঙ্কার, মতগঠনের অহঙ্কার, ধর্ম্মের অহঙ্কার, ত্যাগ বৈরাগ্যের অহঙ্কার সব ঘুচে যাবে। কেউ যদি তোমাকে বড় ব'লে তোষামোদ করতে আসে তবে বৃশ্চিকদংশনের মত সেই বাক্যগুলি তোমার হৃদয়ে জ্বালা উৎপন্ন করবে। অধীন দেশের লোক তুমি, অপমান লাঞ্ছনা তোমার নিত্য ভোগ্য. ভগবানের নাম করতেও তোমার পরের আদেশের অপেক্ষা করতে হয়, বড় ব'লে গণ্য হওয়ার তোমার এত সাধ থাকবে কেন ? পৃথিবীর সকল জাতের কাছে তুমি ঘৃণ্য, তুমি বর্জ্জনীয়, তুমি অস্পৃশ্য—সে কথা মনে মনে বুঝে দেখ্‌লেই আর প্রতিবেশীকে অস্পৃশ্য ব'লে দূরে ফেলে রাখতে পারবে না, মুটে মজুরকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখ্‌বার ইচ্ছেটা জাগবে না, আর নিজের বড়ত্ব জাহির করতে গিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হবে না। কোন্দল ক'রে কি কখন নিজেকে বড় ব'লে প্রতিপন্ন করতে পারা যায় ? যদি সত্যিকার বড় হ'তে পার তা হ'লে চাক পিটিয়ে তোমার মহিমার কথা ঘোষণা ক'রে বেড়াতে হবে না। জগৎশুদ্ধ লোক আপনা হ'তেই তোমাকে পূজ্য ব'লে মেনে নেবে। প্রতিষ্ঠা যে স্ত্রী-স্বভাবের, যতই তাকে খুঁজে বেড়াবে ততই সে তোমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, আর যতই নিজে সংযত হ'য়ে তার আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করবে ততই সে তোমার চরণের দাসী হ'য়ে থাকতে চাইবে। ফাঁকি দিয়ে কখন স্থায়ীভাবে সম্মান অর্জ্জন ক'রতে পারা যায় না। ব্রাহ্মণ তুমি, ব্রাহ্মণত্বের গৌরব রক্ষা করতে হ'লে সত্যিকার ব্রাহ্মণ হ'তে হবে, ত্যাগ নিষ্ঠা তেজস্বিতায় গরীয়ান হ'তে হবে, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যায় শক্তিশালী হ'তে হবে। নতুবা স্বেচ্ছাচারী বা দু'মুঠা অন্নের জন্য ম্লেচ্ছপদসেবী হ'য়ে শুধু আভিজাত্যের বড়াই ক'রে ক'দিন প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে পারবে ? পরকে ঘৃণা ক'রে কখনও মহৎ থাকতে পারবে না। সব ক্ষেত্রেই এক কথা—জোর জবরদস্তি ক'রে বা ঢাক পিটিয়ে ক্ষমতা জাহির ক'রে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় না। তা হিন্দুর পক্ষেও সম্ভব নয়, মুসলমানের পক্ষেও সম্ভব নয়। হিন্দুরও বরণীয় থাকতে হ'লে নির্ভীক হ'তে হবে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী হ'তে হবে, এবং সমদর্শী হ'তে হবে। মুসলমানেরও নিজের ধর্ম্মের গৌরব প্রচার করতে হ'লে ধর্ম্মজীবন যাপন করতে হবে, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি ছাড়তে হবে। গোপনে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি ধ্বংস ক'রে কখন ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি পাবে না। রাজনৈতিক জগতেও দু'দিন জেল খেটে এসে, বা দু'দশ টাকার ব্যবসায় বা চাকরী ছেড়ে নিজের ত্যাগের মহিমা নিজে প্রচার ক'রে নেতৃত্বের আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকা চল্‌বে না। প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার মত জ্ঞান ক'রে জীবনব্যাপী সাধনা চাই, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাই, দেশবাসীর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা চাই এবং সত্য ব'লে যে কর্ম্ম-পদ্ধতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে তাতে একনিষ্ঠ হ'য়ে লেগে থাকা চাই। ফাঁকি দিয়ে, বক্তৃতার বাহাদুরী দেখিয়ে জনসাধারণের সভায় দু'চারটা ফুলের মালা অর্জ্জন করা যায় বটে, কিন্তু দেশের কর্ম্মী হিসাবে লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হ'তে হ'লে ত্যাগ বৈরাগ্যের হিসাব করলে চলবে না, জীবনটাকে একই কাজে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'লেই আর দল গঠন করবারও প্রবৃত্তি থাকবে না, বৃথা

কলহে প্রবৃত্ত হ'য়ে বড় ব'লে প্রতিপন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তিরোহিত হবে। তাই বল্‌ছিলাম, কিসের কলহ ? ওসব ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দিয়ে যাঁকে সত্যিকার মানুষ ব'লে বিশ্বাস হয়েছে, যাঁর ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেম এই তিমিরাবৃত দেশকেও উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাঁর জীবনের আদর্শ জগতে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করছে, সবরমতীর আশ্রমে অবস্থিত সেই মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হও, তাঁকে ও তাঁর কর্ম্মপদ্ধতিকে ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর, নিজেদের মতামতের অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে শ্রদ্ধার সহিত তাঁর কথাগুলি অনুধাবন কর ; তা হ'লেই প্রতীতি জন্মিবে যে, শুধু কথা-কাটাকাটি বা চালাকীবুদ্ধির প্রয়োগে স্বরাজ লাভ হবে না, একনিষ্ঠ সেবক হ'য়ে সবাই মিলে এমন কাজে লাগতে হবে যাতে এই বিশাল দেশের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ প্রাণে প্রাণে একটা আশ্বাস পায়, তোমাকে তাঁর সহচর ব'লে বুঝতে পারে, আর তার সমস্ত জড়তা নষ্ট হ'য়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী এই ভাবের দেশ-সেবা দ্বারা তোমার আমার এবং সমগ্র দেশের আত্মশুদ্ধির নিমিত্তই সকলকে চরকা ধরতে বল্‌ছেন। কলহ ত্যাগ ক'রে এই মহাপুরুষকে অগ্রণী ক'রে অগ্রসর হও, তুমিও ধন্য হবে দেশও ধন্য হবে, পরাধীনতারও অবসান হবে। মুক্তির আর অন্য পথ নাই—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

স্ত্রী-শিক্ষা

(তৃতীয় প্রস্তাব)

আমি ইতিপূর্ব্বে দু'বার স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সামান্য কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম। এই মানভূম জেলায় স্ত্রী-শিক্ষার যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে আমার একটু আশা ছিল যে শিক্ষানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে শীঘ্র আকর্ষণ করিতে পারিব। কিন্তু আমার লেখার দোষেই হউক বা দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক, আজ পর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট হইতে কোন রূপ সাড়া শব্দ পাইলাম না। সুতরাং পুনরায় লিখিতে বড়ই ইতস্তত করিতেছিলাম। তবে বিষয়ের গুরুত্ববোধে আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেখি যদি কোন ফল হয়। আমাদের, এই নিশ্চেষ্টতা এখনও পরিহার করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত বিবরণটী হইতে কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিবেন, আশা করি।

গত ১৯২১ সালের আদমসুমারীর গণনা অনুসারে মানভূমের লোক সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৫,৪৮,৭৭৭। তম্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭,৯৯,৪০৫, আর স্ত্রীলোকের ৭,৪৯,৩৭২। এই জেলার বালকদের শিক্ষার জন্য স্কুলের সংখ্যা ১৪৪৭, আর মোট বালিকা স্কুল মাত্র ৩৮টী। এ যাবৎ স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষই শিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক সুবিধা অধিক মাত্রায় ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আজ কাল আমরা যখন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য সকলেই ব্যগ্র, তখন আজই হউক কালই হউক, স্ত্রীলোক তাঁহার শিক্ষা ও অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানের অধিকার পুরুষের হাত হইতে কাড়িয়া লইবে-ই। স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিজেদের এই অধিকার বুঝিয়া লইবার একটা তীব্র আকাঙ্খার লক্ষণ আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের প্রতি অনুদার ব্যবহার জন্য সমগ্র সভ্য জগতের সমক্ষে ভারতীয় পুরুষকে হীন হইয়া থাকিতে হইতেছে। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোক মায়ের জাতি। সন্তানের ভাবী জীবনের সংগঠনে মায়ের প্রভাব যে কতখানি, তাহা সকলেই বিশেষ রূপে বোঝেন। সেই মায়ের জাতিকে যদি আমরা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত করিয়া তুলিতে না পারি, তাহা হইলে দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। আজ দেশে "মা"র সংখ্যা বড়ই কম। তাই দেশের অধিকাংশ সন্তান নির্জ্জীব, পঙ্গু ও ক্লীবভাবাপন্ন। মনে করিতে হইবে যে "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা" কেহ কেহ মনে করেন, উহা কবির কল্পনা মাত্র। আমার দৃঢ় ধারণা যে এত বড় সত্য আর কখন কবির মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। কিন্তু আমরা এমনই স্বার্থপর যে, যে স্ত্রীলোকের নিকট হইতে রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া ও শোকে সান্ত্বনা ও আরও কত কিছু পাইয়া বাঁচিয়া আছি, তাঁহার সেই দানের শতাংশের একাংশও প্রতিদান করিতে রাজি নই। সমগ্র মানভূম জেলার স্ত্রীলোক সংখ্যা ৭,৪৯,৩৭২। আর তাঁহাদের শিক্ষার জন্য আছে মাত্র ৩৮টী স্কুল। অর্থাৎ ১৯৭৪৭ জন স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য একটি করিয়া স্কুল। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে ? উপরে যাহা বলিলাম তাহা সমগ্র জেলার সম্বন্ধে। এখন দেখা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সহরের অবস্থা কিরূপ।

পুরুলিয়া মানভূম জেলার প্রধান সহর। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২২১৬১। তাহার মধ্যে পুরুষ ১২১৬৯ আর স্ত্রীলোক ৯৯৯২। এই সহরে অনেক শিক্ষিত এবং গুণী ব্যক্তির বাস, কিন্তু সহরেই বালকদের স্কুল ১৫টী আর বালিকাদের ২টী। অর্থাৎ ৪৯৯৬টী বালিকার জন্য একটি স্কুল। চমৎকার ব্যবস্থা। আরও দেখুন মোট ৭৪৯৩৭২ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতা অর্থাৎ আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্না স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৪৮১, বাকি ৭,৪৩,৮৯১ জন স্ত্রীলোক একেবারে বর্ণ জ্ঞান-হীনা।

আমরা শাসন সংস্কারের জন্য শত মুখ কিন্তু আমাদের ঘরের স্ত্রীলোকদের ন্যায্য অধিকার দিতে আমরা এত

বিমুখ কেন? এত অত্যাচারের পর স্ত্রী-জাতির অভিসম্পাতের হাত হইতে আমাদের মুক্তি নাই। এখনও সময় আছে। যদি আমরা আমাদের আচারে ব্যবহারে স্ত্রীদের বুঝাইতে পারি যে তাঁহারা আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী—স্ত্রী আর পুরুষ একই ছাঁচের এ পিঠ ও পিঠ তাহা হইলে আমাদেরই মঙ্গলের বিষয়। স্ত্রীলোকদের ন্যায্য অধিকার শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া পুরুষের শাসন সংস্কারের জন্য চেষ্টা করা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যখন স্ত্রী-জাতি সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষদের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইয়া সমাজের, জাতির ও দেশের মঙ্গল কামনা করিবেন, এবং নিজেদের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে দেশের সুসন্তান গঠনে সাহায্য করিবেন তখন অযাচিত ভাবে কিম্বা সামান্য চেষ্টাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের হস্তগত হইবে। এত হৈ হৈ রৈ রৈ করিবার আবশ্যক আদৌ হইবে না।

স্ত্রী-জাতিকে মনে ও জ্ঞানে পঙ্গু করিয়া পুরুষের পক্ষে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া বামনের চাঁদ ধরারই অনুরূপ। মানভূমবাসী পুরুষ সম্প্রদায়—আপনারা কি এখনও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মুখ ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? আপনারা কি সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন না? যদি করেন, তবে আসুন, মাতৃজাতির শিক্ষা ব্যাপারে আমরা এতদিন যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি, আজ সকলে মিলিত চেষ্টার দ্বারা সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান ও প্রায়শ্চিত্ত করি। শুনিয়াছি আপনারা শাস্ত্রের কথা মানেন। সেই জন্য আজ আমি চণ্ডীর একটি শ্লোক স্মরণ করাইতেছি——"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে" মাতৃজাতিকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে পুরুষের মুক্তি অসম্ভব। ইতি—

পুরুলিয়া — শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র

৮ই আষাঢ়, ১৩৩৩

বীর-জননী।

(শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়)

আজকে কোথায় ভীম-জননী, বীর-জননী আজকে কই?
প্রেতের ক্ষুধা মিটছে নাত আজকে তোমার ভীমকে বই।
বাহুর বলে জিন্‌তে শূরে,
নাইত বীর একচক্রাপুরে,
তোর দুলালের রক্ত লাগি' প্রেতের ছায়া নাচ্‌ছে ওই;
আজ্‌কে কোথায় ভীম-জননী, বীর-জননী আজ্‌কে কই?

আজ্‌কে কোথায় রাম-জননী; কৌশল্যা গো
তোমায় ডাকি;
স্বর্ণ দাও ভিক্ষা দিছে রাজার কথা শুন্‌ছ নাকি?
সতীন রাণীর তীব্র শাপে,
বসুন্ধরা থমকে কাঁপে,
রামকে দিতে হবেই বনে হায় জননি! ভুল্‌ছ তা কি?
আজ্‌কে কোথায় রাম জননী কৌশল্যা গো
তোমায় ডাকি?

বীর জননী পান্না কোথায় স্বহস্তে দাও পুত্র বলি,
দুর্ভাগা রাজপুত্র লাগি' পুত্র শোণিত পড়ুক ঢলি,
বনবীরের ক্ষুধার কোপে,
দেশের প্রাণী আজ্‌কে ডোবে,
তোর তনয়ের রক্ত চাহি; রইছ দিছে মায়ায় গলি;
বীর-জননী পান্না কোথায় স্বহস্তে দাও পুত্র বলি।

আজ্‌কে কোথায় পৃথ্বী-মাতা, হায় জননি!
আজ্‌কে কই?
রক্ষা কবচ পরিয়ে দে মা পৃথ্বীরাজের বক্ষে ওই
দেশদ্রোহী ভ্রাতার লাগি'
ঘুমন্ত প্রাণ উঠ্‌ল জাগি,
ভ্রাতার ক্ষুধা মিট্‌ছে নাত আজকে ভ্রাতার রক্ত বই;
আজ্‌কে কোথায় পৃথ্বী-মাতা বীর-জননী আজ্‌কে কই?

মোর জননী আজ্‌কে এসো ভাসছ দিছে নয়ন জলে,
স্বার্থ-ভোলা পুত্র লাগি আজ্‌কে আহ দিছেই গলে।
নিজেই যেথায় পাপের স্রোতা,
সে কলঙ্ক রাখ্‌ব কোথা,
তার চেয়ে যে মরণ ভাল, আজ দিতেছি তোমায় বলে'
দেশ-দ্রোহী পুত্র লাগি ভাসছ দিছেই নয়ন জলে।

বঙ্গ নারীর বীরত্ব।

[গত ২২শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, ঢাকা হইতে চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী মীরপুর নামক গ্রামে সরকার হইতে কয়েকজন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়—তাঁহাদের সৎসাহস ও বীরপনার জন্য। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন একজন বঙ্গরমণী। তাঁহার নাম হেমলা গোপিনী—নিবাস মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে।

বঙ্গের নারী জাতির পুনরুত্থানের ইতিহাসে তাঁহার এই বীরত্বের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদল সশস্ত্র দস্যু শান্তি রক্ষার ছদ্মবেশে গ্রামে প্রবেশ করে, এবং বলে যে, তাহারা স্থানীয় চৌকিদারগণের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছে। অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ছদ্মবেশের খোলস খুলিয়া স্বরূপ ধারণ করে। হেমলা যে

শোক-সংবাদ।

কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ পাওয়া গেল যে সেখানে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জন দাস ২৬শে জুন শনিবার রাত্রিতে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

পল্লীতে থাকেন সেই পল্লীর একজন ব্যবসায়ীর গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহারা লুণ্ঠন আরম্ভ করে। ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ই হেমলার তিন ভাই ঘরে আসিয়া পড়ে এবং জগদীশ নামক এক ছাত্র ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। হেমলা তাহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে এক এক গাছ লাঠি দিয়া ঝটিতি ঘটনা স্থলে পাঠাইয়া দেন। নিমেষ মধ্যে কয়েকটি মাছ মারা বর্শা লইয়া তিনি স্বয়ং ঘটনা স্থলে গিয়া আপনার কয়েক খণ্ড পরিধেয় বস্ত্র জ্বালাইয়া সেস্থান আলোকিত করিয়া, সকলের পুরভাগে দাঁড়াইয়া রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে ডাকাতদের সহিত লড়িতে থাকেন। তাঁহার সে সাহসে পুরুষদের বুক ফুলিয়া উঠে, ডাকাতেরা ক্রমাগত মার খাইতে থাকে; জগদীশের এক লাঠির আঘাতে এক দস্যুর বন্দুক ভাঙ্গিয়া যায়। মা'র সে মার মূর্ত্তি দেখিয়া দস্যুরা আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; তাঁহার আঘাতে একজন দস্যু ধরাশায়ী হয়; পলায়মান সকল দস্যু নিমেষে অন্তর্হিত হয়। পরে, আরো পাঁচজন—যাহারা আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিল—ধৃত হয়।

বঙ্গ রমণীর এরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত অধুনা দেশে বড়ই বিরল। সরকার এই বীরত্বের পুরস্কার তিন শত টাকা দিয়া চুকিয়াছেন;— কিন্তু, ইহার প্রকৃত পুরস্কার হইবে তখনি, যখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নারীরা ইঁহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া, মন দিয়া বরণ করিয়া লইবেন। মাগো, এত পুণ্য করিয়া কি আসিয়াছি যে এই স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে তোদের অসুরদলনী রূপ একবার সর্ব্ব মনঃপ্রাণ সার্থকতায় ভরিয়া এই নশ্বর নয়নে দেখিয়া যাইতে পাইব?]

শান্তিরক্ষীর ছদ্মবেশে এসেছিল ডাকাতগুলো
সুযোগ বুঝে করতে চুরি সবার চোখে দিয়ে ধুলো।
শান্ত্রী বেশের অন্তরালে শস্ত্রী ছিল তীক্ষ্ণ ধার,
হাসি তাদের কুট্টত মুখে জাগিয়ে মরণ হাহাকার।
সঙ্কটে তুই ছুটে' এলি তুচ্ছ করি' বিপদ্ ঘোর
উচ্চে তুলি' উচ্ছ্রিত শির, পুণ্যময়ী জননী মোর।
বঙ্গবালায় সে সাহসে হেসেছিল দস্যু দল
—অন্ধকারার বদ্ধ কূপে বন্দী বে, তা'র কোথায় বল?
ভাঙ্‌ল সে ভুল হের্‌ল যখন রণচণ্ডী মুর্ত্তি তোর,
বুঝ্‌ল তা'রা বঙ্গনারী আজো ধরে কত জোর।
শক্তি তোমার সইতে নারি পলাইল দস্যু দল;
তুই মা সেদিন দেখিয়ে দিলি বঙ্গ-নারীর বাহুর বল।
শক্তি দে মা শক্তিময়ী, আর কতদিন অন্ধ কূপে
বঙ্গ দেশের নারীরা সব থাক্‌বে খেলার পুতুল রূপে?
ভোগের বেলা ফুরিয়ে গেছে, বিলাস লীলা পড়িয়া থাক;—
জাতীয়তার মহাযুদ্ধে তোদের এবার এসেছে ডাক।
তোরা শক্তির অংশভূতা —মহাশক্তি তোদের মাঝ
সুপ্তি ঘোরে গুপ্ত আছে; জাগিয়ে তা'রে
তোল মা আজ।
জগৎকে আজ দেখিয়ে দে মা বঙ্গ-নারী তুচ্ছ নয়,—
উঠ্ মা সবার শীর্ষে এবার বিমর্দ্দি পায় লজ্জাভয়।
আয় হেমলা—বঙ্গ নারীর উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে,
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে জন্মনে তুই জন্মনে!
বীর জননী না হ'লে মা—বীর সন্তান কোথায় পাই?
চোরগুলোকে মার্‌তে হ'লে তোর মতনই মা সে চাই!

—শ্রীকালীকিঙ্কর সরকার
সরকার পাড়া।

—(*)—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গৃহ বিবাদ—

বাঙ্গালায় কংগ্রেসের নেতাগণের মধ্যে যে কলহ আরম্ভ হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে যে সব চিঠি পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইতে দেখা যায়, প্রত্যেকেই অপরের দোষ ধরিতে ব্যস্ত কিন্তু নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। এক পক্ষ এই বলিয়া অপর পক্ষের নিন্দা করিয়াছেন যে, ইঁহাদের হাতে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য আদৌ অগ্রসর হয় নাই। বাঙ্গালায় যে গঠনমূলক কার্য্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই, তাহার জন্য জনকয়েক ব্যক্তির নিন্দা করিয়া কিছু লাভ আছে কি? যাঁহারা এ বিষয়ে অন্য পক্ষের দোষ ধরিতেছেন, দায়িত্ব কি তাঁহাদের কিছুই নাই? কায অনেক, সময়ের যে বিশেষ অভাব ছিল তাহাও নয়, করিলেই হইত;—কিন্তু করে কে?

স্বদেশী—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বিলাতে এক শিল্প-প্রদর্শনীতে যাইয়া শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, ব্রিটীশ সরকারের সকল আফিসে আমেরিকার প্রস্তুত টাইপ-রাইটার ব্যবহৃত হয়। শুনিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন—ব্রিটীশ সরকারের এ আচরণ অতীব নিন্দার্হ। তাহার পর হইতেই টাইপ্-রাইটার কোম্পানিগুলির অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। দেশ বিদেশের বহু

লোক এখন ইংলণ্ডে প্রস্তুত টাইপ্-রাইটার কিনিতেছে। সম্রাটের একটি কথায় ইংলণ্ডবাসী, ব্যক্তিগত ক্ষতি সত্ত্বেও, দেশের এই শিল্পের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমেরিকায় প্রস্তুত টাইপ্-রাইটার ইংলণ্ডের টাইপ্-রাইটার অপেক্ষা অনেক প্রকারে উৎকৃষ্ট; ইহা সত্ত্বেও অধিক মূল্যে যে ইংরেজরা দেশী কলই কিনিতেছে, কেবল সম্রাটের অভিমত প্রকাশই তাহার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। দেশ-প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই সম্রাট্ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডবাসীও সেই একই কারণে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত লোক ইংরাজের গুণরাশির প্রশংসা করিতে যাইয়া ভাষা খুঁজিয়া পান না; তাঁহারা অশনে বসনে, বিলাসে ভূষণে ইংরাজের এই বিশেষ গুণটির অনুকরণ করিয়া একই কালে গুণগ্রাহিতা ও রাজভক্তির পরিচয় দিলে, দেশের প্রকৃত উপকার হইবে।

নূতন রাজনৈতিক দল—

বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গাজ্‌নভী সাহেব বাঙ্গালা কাউন্সিলের কয়েকজন মুসলমান সদস্য, ও বে-সরকারী ইউরোপীয়ান্ সদস্যগণকে লইয়া একটি দল গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে একটি পারস্পরিক-সহযোগী-দলেরও গোড়াপত্তন হইয়াছে। পারস্পরিক-সহযোগীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশোদ্ধার করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন; গাজ্‌নভী সাহেবের দলও যে এই পথেরই পথিক হইবেন—তাহা বলাই বাহুল্য। এখন দেখা যাক—এই দুই দলের মধ্যে কোনটি সাহচর্য্য দানের প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করিয়া দেশের এবং দশের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়।

স্বাবলম্বন—

এক প্রকার মানসিক ব্যাধি আছে যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইলে সুস্থ সবল ব্যক্তিও মনে করে—তাহার হাত পা নাড়িবার, এমন-কি জলটুকু পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ্য নাই; ডাক্তার আসিয়া নলের সাহায্যে পানীয় উদরের মধ্যে প্রবেশ না করাইয়া দিলে রোগী আর বাঁচে না। উক্ত রোগের আর একটি বিশেষত্ব এই—যে চিকিৎসক রোগীকে বলেন, "ইচ্ছা করিলেই তুমি মানুষের মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পার, তুমি পরের উপরে কেন নির্ভর করিতেছ? ইহাতে তোমার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। নিজের মঙ্গল চাও ত এরূপ ভাবে পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না," রোগী তাঁহার উপরে চটিয়াই আগুন হয়। আমাদের দেশের বহু লোকেরই মানসিক অবস্থা এরূপ হইয়াছে। তাহারা মনে করে, তাহাদের নিজেদের কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই; সকল ব্যাপারের জন্যই তাহারা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। স্বাবলম্বন কাহাকে বলে তাহা, যে কারণেই হউক, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে এবং স্বাবলম্বনের কথা শুনিতে তাহারা প্রস্তুতও নয়। ডিঃ বোর্ড জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না; এই অবস্থায় যদি কেহ গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন—তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা কর, পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে জল আপনা হইতে আসিয়াই তোমাদের মুখে প্রবেশ করিবে না, তবে অনেকে তারস্বরে বলিয়া উঠেন—আমরা এ সব শুনিতে চাই না,; গ্রামের লোকেরা কি কোদাল, শাবল লইয়া নিজেরাই জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিবে না কি? উত্তরে যদি বলা হয়—না করিয়া উপায় কি? সরকার যে ডিঃ বোর্ডের ক্ষমতা অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! অমনি প্রত্যুত্তর হইবে—কেন, দয়ালু সরকার আছেন, তাঁহাদের পায়ে কাঁদিয়া পড়িলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে—ও সব স্বাবলম্বের কাঁদুনী সুর আমাদের ভাল লাগে না; সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের একটা ভাল ব্যবস্থা করিয়া প্রাণবত্তার, পুরুষত্বের যদি পরিচয় দিতে পার, তোমার কথা শুনিতে রাজী আছি। * * পরাধীনতার আব্‌হাওয়ায় আমাদের মনে এই যে উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পরিণতি কোথায়?

স্থানীয় সংবাদ।

বক্‌রীদ্—

পুরুলিয়াতে এবং মানভূমের অন্যান্য স্থানে বক্‌রীদ্ শান্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে; কোনরূপ গোলমালের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অগ্নি কাণ্ড—

গত ২৫শে জুন শুক্রবার রাত্রি প্রায় ৮॥ টার সময় পুরুলিয়ার বৈষ্ণব পাড়ায় ২টী ঘর আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় হাওয়ার জোর না থাকায় পাশের খড়ের ঘরগুলি রক্ষা পাইয়াছে। সহরের যুবক আগুন নিভাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা সুখের কথা। পুলিশও যথাসময়ে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

মোটর দুর্ঘটনা—

গত ২৫শে জুন শুক্রবার সন্ধ্যার সময় একটী মোটর পুরুলিয়া বাজারে শ্রীযুক্ত রামপদ কর্ম্মকারের দোকানের সম্মুখে একটী কুকুরকে চাপা দিয়া একটী বালকের উপর পড়ে; বালকটীকে রক্ষা করিতে যাইয়া আবার একটী বৃদ্ধাও মোটরের ধাক্কা খায়। উভয়েই অল্প বিস্তর আহত হয়। মোটর চালাইতেছিলেন পুলিশ সাহেবের শ্যালক এবং আরোহী ছিলেন স্থানীয় কয়েকটী দারোগা। উহারা প্রথমে আহত বৃদ্ধা এবং বালকটীকে কিছুক্ষণ ভর্ৎসনা করিয়া পরে উহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যান।

মানভূমজেলাবাসিগণের নিকট নিবেদন ঃ—

কংগ্রেস্ স্থির করিয়াছেন, ছোট বড় সমস্ত কাউন্সিলগুলি কংগ্রেস্-পক্ষ হইতে অধিকার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের মেম্বরের পদগুলির জন্য কংগ্রেস্-দল হইতে বাছিয়া প্রার্থি দাঁড় করান হইয়াছে। কংগ্রেস্-মনোনীত প্রার্থিগণের নাম "মুক্তি"র পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। মনোনীত প্রার্থিগণই যাহাতে নির্ব্বাচিত হন তজ্জন্য দেশবাসী সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে।

মানভূমের নির্ব্বাচকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন অন্য কাহাকেও ভোট দিতে স্বীকার না করেন। নির্ব্বাচন কালে তাঁহারা কংগ্রেস্-পক্ষীয় প্রার্থিগণকেই ভোট দিয়া দেশের এবং দশের মঙ্গল সাধন করিবেন ইহাই নিবেদন। ইতি—২৫শে জুন ১৯২৬

নিবেদক—
শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক,
মানভূম জেলা কংগ্রেস্ কমিটি।

বিবিধ সংবাদ।

বক্‌রীদ্—

বক্‌রীদ্ উপলক্ষে দিল্লীতে এবং নাগপুরে হিন্দুমুসলমানে খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। নাগপুরে ব্যাপার এতই গুরুতর হইয়াছিল যে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। দিল্লী, নাগপুর ব্যতীত এলাহাবাদ, ঝুসী, দ্বারভাঙ্গা, লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও অশান্তির সংবাদ আসিয়াছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সফর—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গে সফরে বাহির হইয়াছেন।

দেশবন্ধু স্মৃতি-বার্ষিকী—

আগামী ৫ই জুলাই ৺দেশবন্ধুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-তিথিতে ভারতের সর্ব্বত্র দেশবন্ধুর প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রত্যেক ভারতবাসীকে শ্রদ্ধার সহিত উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রাওলপিণ্ডিতে হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামা—

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে রাওলপিণ্ডিতে হিন্দু-মুসলমানে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ১১ জন মুসলমান ২ জন হিন্দু, ও ১ জন শিখ মারা গিয়াছে।

কলিকাতায় খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার—

গত ২৯শে জুন শনিবার কলিকাতার স্থানে স্থানে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার হইয়াছে। সঠিক কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০টি বাড়ী খানাতল্লাস করা হইয়াছে। পুলিশ তল্লাস করিয়া কোন রকম অপরাধমূলক জিনিষ পায় নাই। তাহা সত্ত্বেও কয়েকটি যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ সি, আই ডি, কর্ম্মচারির আত্মীয় এবং কেহ কেহ স্কুলে ও কলেজে সংস্বভাবের জন্য পদক ও পুরস্কার পাইয়াছিল। ভবানীপুর তরুণ-সমিতির পুস্তকাগার হইতে দক্ষিণ কলিকাতার ডিফেন্স পার্টির ভলান্টিয়ারগণের একটা মুদ্রিত তালিকা খানাতল্লাসীর পরে পুলিশ লইয়া গিয়াছে। এই তালিকাটির উপরে পুলিশের নজর পড়ল কেন কে জানে?

আলীপুর জেলের হত্যাকাণ্ড—

ইনটেলিজেন্স্ ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আলিপুর জেলের মধ্যে হত্যা করিবার অপরাধে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত যে ১০জন যুবক অভিযুক্ত হইয়াছিল গত ২১শে জুন এক বিশেষ আদালতে তাহাদের বিচার শেষ হইয়াছে। তিন জনের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে অবশিষ্ট ৭জনের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচ্যান্সেলার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সেলার গ্রীভ্‌স্ সাহেবের কার্য্যাবসানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া কলিকাতায় গুজব রটীয়াছে।

আগৈলঝারা নমঃশূদ্র সম্মেলন—

বরিশাল জেলার অন্তর্গত আগৈলঝারা গ্রামে এক বিরাট নমঃশূদ্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বহু নমঃশূদ্র ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সম্মেলনীতে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মালব্য উক্ত সম্মেলনীতে এবং বরিশালে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার ফলে বরিশালবাসী মুসলমানগণের হিন্দুসংগঠন সম্বন্ধে অমূলক সন্দেহ বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে।

শ্রীহট্টের বঙ্গ ভুক্তি—

কিছু দিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল এবার শ্রীহট্ট বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকারের এক ইস্তাহার জারী করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে আপাততঃ এই প্রস্তাব স্থগিত রহিল। ১৯২৯ সালে যে কমিশন বসিবে, শ্রীহট্ট বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়া তাহার সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করিতেছে।

বাংলায় ডাক্তার কিচলুর সফর—

ডাক্তার কিচলু বাংলার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে প্রাণপন চেষ্টা করিতেছেন। মৈমনসিংহ এবং সিরাজগঞ্জে তাঞ্জিম সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন না। তিনি বলেন উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণু হইয়া আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য সাম্প্রদায়ীক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই স্বরাজ লাভের আশা করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন "আমি মুসলমান হইলেও ভারতবাসী সুতরাং কেবল কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উন্নতি আমার একমাত্র কাম্য হইতে পারে না। সমগ্র দেশের মঙ্গলই আমার ঈপ্সিত। তাঁহার অভিমত এই যে কতকগুলি স্বার্থপর লোক নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতেছে। এই শ্রেণীর লোক কোন সম্প্রদায়েরই হিতাকাঙ্খী নয়। এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাই পূর্ব্ব বঙ্গের সাম্প্রদায়িক কলহের মূলে রহিয়াছে। তিনি হিন্দু-

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে এই মতলববাজ লোকগুলির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছেন সর্ব্বত্রই হিন্দু-মুসলমানকে বিরোধ ভুলিয়া জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রীফনেতা—

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে রীফনেতা আবদুল করিমকে মাদাগাস্কার দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

মসুল সন্ধি—

মসুল সন্ধির ফলে ইংরাজদের ইরাকে সৈন্য রাখিবার খরচ কমিয়া যাইবে। মসুলের তৈলের খনির সম্বন্ধে তুরস্কের সঙ্গে একটা রফা হইয়া যাইবার ফলে ইরাক হইতে ইংরাজ সৈন্যদল অপসারিত করা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। সন্ধির ফলে ইরাক খুব আনন্দিত হইয়াছে।

কামাল পাশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—

সম্প্রতি এসিয়া মাইনরের স্মার্ণা সহরে তুর্কীনেতা মুস্তাফা কামাল পাশার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ যে কামাল পাশাকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী কয়েকজন লোকের চেষ্টাতেই এই ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা—

সম্প্রতি ইংলণ্ডের খনির মজুরদের ধর্ম্মঘটে রাশিয়ার এবং অন্যান্য দেশের বহু শ্রমিকসঙ্ঘ অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছিল। ব্রিটীশ সরকার বলিতেছেন রাশিয়া হইতে যে অর্থ সাহায্য আসিয়াছে তাহা শ্রমিকরা পাঠায় নাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টই পাঠাইয়াছেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবাদ করা সত্বেও ব্রিটীশ সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। রাশিয়ার শ্রমিকেরা ব্রিটীশ সরকারের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছে যে পৃথিবীর সকল দেশে সকল শ্রমিকদের সাহায্য করিবার অধিকার তাহাদের আছে। এই অধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। অন্য দেশের শ্রমিকদের নিকট হইতেও সাহায্য আসিয়াছিল; সেই সব দেশের সরকারদের কিছু বলা হইল না অথচ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের উপরে দোষারোপ করা হইল। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বহু ইংরেজ রক্ষণশীল নেতা এই অজুহাতে রাশিয়ার সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত ব্রিটীশ সরকারকে চাপ দিতেছেন। এখন দেখা যাক কি হয়।

প্রেরিত পত্র।

(লেখকের মতামত কেহ যেন সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন।)

মহাশয় "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ত দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু সহরের যে কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। আবর্জ্জনা ফেলিবার গাড়ী গুলি কোন্ প্রয়োজনে রাখা হইয়াছে এবং তাহার খরচই বা কেন বহন করা হইতেছে তাহা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। সহরের আবর্জ্জনা সহরের মধ্যেই ফেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সুতরাং গাড়ী রাখিবার খরচ বহন করিবার কি প্রয়োজন মিউনিসিপ্যালিটির থাকিতে পারে, বুঝি না। আবর্জ্জনাগুলি জায়গায়, জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে যে পরিমাণে সাধারণের ক্ষতি হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম ক্ষতি হয় যদি এগুলি মোটেই না পরিষ্কার করা হয়। এ বিষয়ে কমিশনারগণকে অনেকবার বলা হইয়াছে কিন্তু কোন প্রকার প্রতিকার হয় নাই। তাঁহাদিগকে কিছু বলিলে তাঁহারা বলেন মেথরদের দোষ; মেথরদিগকে বলিলে তাহারা বলে—"আমাদিগকে সরকার বাহাদুর অর্থাৎ চেয়ারম্যান্ এবং সহকারী চেয়ারম্যান্ হুকুম দিয়াছেন।" এখন করদাতাদের উপায় কি?

"জনৈক করদাতা"

২৪-৬-২৬

বাজার দর।

(পাইকারী)

(পুরুলিয়া ১৩ই আষাঢ়)

গিনি ভিক্টোরিয়া	১৩৸০ টাঃ।
সোণা চিনাপাত ভরি	২২৲ আঃ
রূপা ১০০ ভরি	৭০।০টাঃ
দেশী নূতন চাল রাশি	৬৶০
ঐ মাঝারি	৬৷০
ঐ সাফ	৬৷৵০
ঐ কলম কাটি	৭৷০
পুরাতন—	৮৲ টাকা
ধান	৩৴০
বিরি কলাই	৬৲
অরহর ডাল ১নং	৭৷০
ঐ ২নং	৭০ টাকা।
মুসুরীর ডাল	৬৸০
খেসারীর ডাল	৪৷০
বুটের ডাল	৬।০
বুট (ছোলা)	৪৷০ টাকা।
আটা হলদি (বস্তা)	১৪।৵০ আনা,
কলের ময়দা (বস্তা)	১৬৷০ টাকা।
ঘি ঘণ্টর ১নং (মণ)	৩৮৲ টাকা।
সরিষার তৈল (কলের) ১নং	২৪৷০
চিনি সাদা জাভা (মণ)	১৪৲ টাকা।
দেশী কাণপুরী	১৬৲ টাকা।
সুতার দর—হিঙ্গন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷০ নং	৸৵০ আনা
১০৷০ নং	৸/০
গোপাল মার্কা ১২৷ নং	৬।৵০ আনা,
ঐ ১১৷ নং	৬।১০ আনা।
কাঁচা কয়লা— মণ	৶১০ আনা।
গালার দর—টিয়েন	৫৪৲ টাকা,
ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান	৫৩৲
সুপার ফাইন	৫৫৲।
লাহার দর—ফুকি	১৬৲
বৈশাখি	৩৮৲
কুসমি	৩৫৲

আপনার নিজের ও প্রিয়জনের **ফটো গ্রাফের** (Photograph) ও **ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্টের** (Bromide enlargement) জন্য **এম, কে বর্ম্মন** ফটোগ্রাফারকে ডাকুন।

মফঃস্বলের কাজও নেওয়া হয়। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র দিলেবা নিজে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। এম, কে, বর্ম্মন।

শ্রীযুক্ত শান্তিনাথ সরকার। পোঃ আদ্রা বি, এন, আর

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন:—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্‌মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টা বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা:—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ;
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—Printrade { টেলিফোন নং:— ৬১৭ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ফেমি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও **ক্লিনিক্‌ টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্লোগ, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই ডাকযোগে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৬০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা:—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্রাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reserved for
Dindayal Pharmacy.

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনামূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১০ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বৃহৎ মনসা মঙ্গল

(১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল কর্ত্তৃক
পায়রাদাদি ছন্দে বিরচিত
শ্রীদোলগোবিন্দ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ৷৷৹ আনা ভিঃ পিঃ তে ৸৹
মনোহারী ও পুস্তক ও চেক দাখিলা বিক্রেতা
পুরুলিয়া, কালীতলা

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন॥

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185. মোকদ্দমার-নেশা।

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা প্রতি সংখ্যা ✓০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২০শে আষাঢ় ১৩৩৩, ৫ই জুলাই ১৯২৬ | ২৯শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী—।৵০ ও ৸০ সারিবাদ্যাসব—৸০

মকরধ্বজ—৪৲ তোলা ব্রাহ্মীরসায়ন—১৲

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিমিটেড

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম ঔষধালয়।

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

হেড আফিস- ঢাকা ৮,৮।১ আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট।

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল—প্রতি কৌটা ।✓০ ও ৷৷০ আনা, চ্যবনপ্রাস—৪৲ সের।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ✓০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

আপনার ও প্রিয়জনের ফটো গ্রাফের (**Photograph**) ও ব্রোমাইড এনলার্জ মেণ্টের (**Bromide enlargement**) জন্য এম্, কে, বর্ম্মন ফটোগ্রাফারকে ডাকুন।

মফঃস্বলের কাজও নেওয়া হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিলে বা নিজে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

এম, কে, বর্ম্মন। C/o শ্রীযুক্ত শান্তিনাথ সরকার। পোঃ আদরা বি, এন, আর (P. O. Adra B. N. Ry.)

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মাহাসো অধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাহাদুর সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ফ্যামিলী ডাক্তার, এবং মুর্শিদাবাদ আজিম গঞ্জস্থ রায় গণপৎসিংবাহাদুরের হারোয়াত ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল অফিসার। কুষ্ঠ রোগে সিদ্ধহস্ত, প্রসিদ্ধ চর্ম্ম-রোগবিদ। ও

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক
ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া থাকেন। হোমিও ২ন.জকসন দ্বারা, হাঁপানি, ক্ষয়কাশ, প্রমেহ বহুমূত্র মৃগী, হিষ্টিরিয়া উন্মাদ প্রভৃতি জটিল ও দুরারোগ্য রোগ সকল মন্ত্রবৎ আরোগ্য করা হয়। হতাশ রোগীর একমাত্র আশ্রয়স্থল।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)
অবধৌতিক রসায়ন।

যদি সুস্থও সবল থাকিয়া সংসারে সুখে থাকিতে চান তাহা হইলে মহাপুরুষ গণের সাধানার ধন **অবধৌতিক রসায়ন** সেবন করুণ। জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার তুল্য অন্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই। ইহা শুক্র বর্দ্ধক, বলকারক রসায়ন, বাজীকরণ ও অনর্থক শুক্রক্ষরণ রোগের অমোঘ ঔষধ। মহাপুরুষের আদেশে কেবলমাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচা লইয়া বিতরণ করা হইতেছে. এই স্বর্গীয় সুধার মূল্য মাসিক ৮, টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু কেবল মাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচাদি সহ মাসিক ১৷৷০ দেড়টাকায় পাইবেন। মাশুলাদি পৃথক। এতদ্ব্যতীত যে কোন রোগের ব্যবস্থা জন্য আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন অথবা রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।
(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।
স্বদেশী কাপড়ের দোকান।
চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া
খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, নটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।
দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপঃ. ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী বস্ত্রমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন
সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতাপ্র

ভীষণ কাণ্ড।
আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয় হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।
সি, সুশেলী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায়
একশত টাকার উপকার
স্বদেশী—
আলপাকা শাড়ী!
ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বালয়া গালে হাত দিয়া বাসয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসা, বেনারস ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃণ ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।
দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্
ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে
শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।
খাটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবে না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।
বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৶০ আনা সের।
উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবেনা
সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়।

"মুক্তি"

"সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বা যা বদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ॥"
("পূর্ব্বপিতৃগণের সহিত মিলিত হও, পরলোকের দেবতার সহিত মিলিত হও। উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার সহিত মিলিত হও। যাহা কিছু মলিন সে সকল পরিহার করিয়া পুনরায় স্বগৃহে গমন কর; নূতন তেজোময় দেহের সহিত মিলিত হও।")
—ঋগ্বেদ—

সন ১৩৩৩ সাল, ২০শে আষাঢ় সোমবার

পরলোকে চিররঞ্জন।

স্নেহাস্পদ চিররঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। এইত সেদিন সুস্থ দেহে চিররঞ্জনকে পুরুলিয়া হইতে কলিকাতা যাইতে দেখিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে যে দেশবন্ধুর একমাত্র বংশধর, বাসন্তী দেবীর একমাত্র স্নেহের দুলাল এমন ভাবে অকস্মাৎ অসময়ে চলিয়া যাইবে তাহা ধারণা করাও অসম্ভব।

পিতার সেই উদারতা পুত্রে ওতপ্রোত-ভাবেই জড়িত ছিল। দেশের যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই চিররঞ্জন নির্ভীক-ভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে। আলীপুর-জেলের ও তারকেশ্বর জেলের সদা হাস্যময় নিরহঙ্কার চিররঞ্জনের কথা আজ প্রাণে কেবলই ব্যাথার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে।

বাংলার এই মহাশ্মশানে স্বামীকে এবং অবশেষে পুত্রকেও বিসর্জ্জন দিয়া বাসন্তী দেবীর বুকে যে বেদনার মর্ম্মান্তিক দাহ নিরন্তর জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছে তাহা অনুভব করিবারও শক্তি আমাদের নাই। তিনটি শিশু-কন্যা লইয়া সুজাতা দেবী যে কি ভাবে দিন কাটাইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দেশবন্ধুর পরলোক-গত আত্মার নিকট আমরা অপরাধী,—বাসন্তী দেবীকে সান্ত্বনা দিবার আমাদের কিছুই নাই। ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা বাংলার প্রাণ হইতে যে মাণিক ছিনাইয়া লইয়াছ তাঁহাকে স্বর্গেও একটু শান্তি দিও।

মোকদ্দমার নেশা

বাঁকুড়া জেলায় কোনও অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যে ঘটনাচক্রে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ছোট ভাই-এর উপর গৃহস্থালী খরচপত্রের ভার ছিল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার এক বোনের বিবাহ উপলক্ষে বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় একছড়া নূতন হীরক-বসান হারে সুশোভিত হইয়া আসেন। বড় বৌ-এর মনে সন্দেহ হয়। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার দেবর সংসারের টাকা দিয়াই শ্বশুরবাড়ীর মারফতে এই হার গড়াইয়া দিয়াছেন। সন্দেহটা ক্রমে বড় ভাই-এর মনের কোণে সংক্রমিত হইল। নানা ঘটনার ভিতর দিয়া উভয় ভ্রাতার হৃদয়ই ক্রমে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ফলে মন ভাঙ্গাভাঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বিভাগেরও ব্যবস্থা হইল। উভয়ের পক্ষেই বিস্তর হিতৈষী জুটিল, পরামর্শদাতা জুটিল এবং কোন ভাই যে অপর ভাই অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহেন তাহা ঠিক হইয়া গেল। দুই ভাইকে আশ্রয় করিয়া গ্রামে পাকাপাকি রকমের দলাদলির সৃষ্টি হইল। প্রথমে সামাজিক নিমন্ত্রণে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হইল, তাহার পর বাক্যালাপ বন্ধ হইল, তাহার পর কখনও ফৌজদারীতে কখনও দেওয়ানীতে উভয়ের অর্থ-বল জনবল এবং ধৈর্য্যবলের পরীক্ষা হইতে লাগিল। পরিশেষে বাড়ীর সংলগ্ন একটি বাঁশঝাড়ের স্বত্ব-সাব্যস্ত লইয়া তুমুল মোকদ্দমার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিম্ন আদালতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই জয় লাভ হইল। কনিষ্ঠের পক্ষের উকিল বলিলেন—বিচারক রায় প্রকাশে যেরূপ আইনের সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞানের অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে হাইকোর্টে আপনার জয় সুনিশ্চিত। একে নিজের জেদ তাহাতে উকীলের উৎসাহ সুতরাং হাইকোর্টে যথারীতি আপিল দায়ের করা হইল। জ্যেষ্ঠেরও জেদ ত কম নয়, সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও বাঁশঝাড়টি নিজের দখলে রাখিতেই হইবে, নতুবা যে ছোট ভাই-এর কাছে ছোট হইতে হইবে। ইহাপেক্ষা মরণও মঙ্গল। তদ্বিরের ক্ষেত্র এখন কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য বড় বড় উকীল নিযুক্ত করিলেন। উভয়েরই একরূপ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ, পারিবারিক সুখ-শান্তির দিকে কাহারও লক্ষ্য করিবার অবসরই ছিল না। মোকদ্দমার একটা তারিখ নিকটবর্ত্তী। ছোট ভাই কলিকাতা আছেন; তখন অকস্মাৎ একদিন তারযোগে খবর আসিল তাঁহার অতি আদরের প্রথমা কন্যার কলেরা হইয়াছে—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তাঁহাকে অবিলম্বে যাইতেই হইবে। তার পাইয়া মন একটু বিচলিত হইল বটে কিন্তু মোকদ্দমা ফেলিয়া তখন কি বাড়ী যাওয়া চলে? তদ্বিরের অভাবে বাঁশঝাড়টি যদি দাদার হস্তগত হয় তাহা হইলে যে মান সম্মান একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে—গ্রামে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? এই ভাবিয়া কাগজপত্র লইয়া উকীলের বাড়ীতেই চলিয়া গেলেন। এই দিকে বড় ভাই সেই দিনই বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেসন হইতে একেবারে উকীলের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। এক হাজার টাকার এক তাড়া নোট

এবং মোকদ্দমার কাগজপত্র উকীল বাবুর নিকট রাখিয়া নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উকীল-বাবুর জনৈক বন্ধু আসিয়া হাজির। খেয়ালবশে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে হে? উকীলবাবু মনে করিয়াছিলেন তাঁহার মক্কেলের বুঝি নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে। তিনি জানিতেন না যে, মোকদ্দমার চিন্তা একবার যাহার মস্তকে প্রবেশ করিয়াছে নিদ্রা তাহাকে পরিত্যাগ করে। বন্ধুকে বলিলেন, এইটি একটি বলিবর্দ্দ। বন্ধুটি রসিকতা করিয়া কহিলেন—সে কি? মানুষের মতন আকার প্রকার দেখিতেছি, বলিবর্দ্দ হইল কি করিয়া? উকীল-বাবু উত্তর করিলেন—তা জান না? নিজের ছোট ভাই-এর সঙ্গে একটি বাঁশঝাড় লইয়া মোকদ্দমা করিয়া যে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারে তাহার বাহিরের আকৃতিটা মানুষের মতন হইলেও বুদ্ধিটা ত বাঁড়েরই মত। এইভাবে কথা চলিতেছিল; তখন টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া বড় ভাই বেশী কিছু কথাবার্ত্তা না বলিয়া উকীলবাবুর কাছে শারীরিক অসুস্থতার কথা নিবেদন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অনুমান করিলেন, ছোট ভাইও ঐ সময়ে তাঁহার উকীলের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। অনেক সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট ভাইকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—ভাই, আর মোকদ্দমার তদবির করিতে হইবে না। আমি তোমার উকীলের সমক্ষেই লিখিয়া দিতেছি—বাঁশ ঝাড়টি তোমার। ছোট ভাই দাদার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন—প্রথমে ভাবিলেন এও আবার একটা কৌশল না কি? কিন্তু দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া তখনই বুঝিলেন—ইনি ত আমার মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বী নন—ইনি যে স্নেহময় অগ্রজ। তখন দাদার কাছে সব কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিজের কন্যার অসুখের কথাও তখন স্মরণ হইল। উভয়ে সেই রাত্রিতেই গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। শ্মশানের পথে বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বুঝিলেন স্নেহের প্রতিমা শ্মশানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পরদিন সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কনিষ্ঠকে লিখিয়া দিয়া জ্যেষ্ঠ গৃহ ত্যাগ করিলেন—হীরক-বসান হারের জন্য ঈর্ষাও অন্তর্হিত হইল, বাঁশঝাড়ের জন্য মোকদ্দমার নেশাও ছুটিয়া গেল। যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিয়া পশুত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই আবার বিবেকের কষাঘাতে শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল, জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রতীক হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল॥

মানুষকে মোকদ্দমার নেশায় কি রকমে পশুত্বে পরিণত করে তাহা বিবৃত করিবার নিমিত্তই উপরি উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ভারতের অধিকাংশ গ্রামেই এইরূপ ঘটনার নিত্য অভিনয় চলিয়াছে। কোন কোন গ্রামে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে একমাত্র মোকদ্দমায় গ্রামবাসীর যত খরচ হয় তাহাতে সেই গ্রামের অন্ন কষ্ট, জল কষ্ট, শিক্ষা কষ্ট, স্বাস্থ্যকষ্ট সমস্তই দূর হইতে পারে। গ্রামের লোক যে তাহা না বুঝে তাহা নয়, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেই এক শ্রেণীর লোক মোকদ্দমার নেশায় এইরূপ অভিভূত যে তাহারা জীবন ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু মোকদ্দমা ত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদেরই সঙ্গ দোষে এবং প্রতিপত্তির বশে গ্রামের অন্যান্য লোক ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক মোকদ্দমার জালে আপনাদিগকে জড়াইয়া ফেলে। এই জালে একবার জড়িত হইলে উদ্ধারের উপায় খুঁজিয়া পাওয়া দায়। মদ গাঁজার নেশায় অভ্যস্ত হইলে যে উহা সেবন করে সেই মাত্র মাতাল হয়; কিন্তু মোকদ্দমার নেশা পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। চক্রান্ত করিয়া প্রতিশোধ লইবার কদর্য্য ইচ্ছা ও হীন চেষ্টা পিতার নিকট হইতে পুত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়, পুত্র হইতে পৌত্রে সংক্রমিত হয় এবং এইরূপে একটা বংশের মনোবৃত্তি কলুষিত করিয়া ফেলে। মোকদ্দমা করিবার এই রাক্ষসী-প্রবৃত্তি যে কত সোনার সংসার উৎসন্ন করিয়া দিতেছে, কত সম্পন্ন গৃহস্থকে পথের কাঙ্গাল করিতেছে, কত গরীব কৃষককে কলের মজুরে পরিণত করিতেছে তাহা ভাবিতেও চিত্তে বেদনা উপস্থিত হয়। বকরাক্ষস রোজ একটি করিয়া মানুষ খাইয়াই পরিতৃপ্ত হইত কিন্তু এই বিরোধ-রাক্ষসের যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্ত মাংস ভক্ষণেও বুভুক্ষা মিটিতেছে না। তাহার ফলে, গ্রাম্যজীবনে যে অকৃত্রিম ভালবাসার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও হিংসা-দ্বেষের অধিকার ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কে এই নরঘাতী রাক্ষসকে দমন করিয়া, তাহার রক্ত শোষণ প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া প্রেমের রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে, সুখ ও শান্তি আনিয়া গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবে? সেই ভীমও নাই, সেই বাহুবলও নাই,—আর পরের ছেলের জন্য হৃদয় কাঁদে এরূপ মাও নাই। কুন্তীদেবী রাক্ষসের কবল হইতে নিরুপায় ব্রাহ্মণ পরিবারকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং একটা আতঙ্ক-গ্রস্ত নগরকে চিরতরে বিভীষিকার হাত হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অসহায় অবস্থায়ও নিজের পুত্রকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া নরহন্তার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, আর—হায় রে হায়! পাণ্ডবজননীর সেই দেশেই আজ সন্তানের জনক—জননীরা ছেলেদের রোজগারের টাকায় সুখ করিবে বলিয়া, যে রাক্ষস বকরাক্ষস অপেক্ষাও সহস্রগুণে বেশী হিংসা প্রবৃত্তি লইয়া নরহত্যা, সমাজ হত্যা, নীতি হত্যা এবং ধর্ম্ম হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, ঘর সংসার গ্রাম দেশ

সব ছারখার করিয়া ফেলিতেছে, তাহার রক্ত শোষণে সহায়তা করিবার নিমিত্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিয়া, সজ্জিত করিয়া, উপযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিতেছে—ইহাপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? প্রতিভান্বিত বলিয়া দেশ যাঁহাদের নিকট উদ্ধারের উপায় আবিষ্কার আকাঙ্ক্ষা করে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিতর্ক করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া দেশ যাঁহাদের নিকট বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি স্থাপনের সুপরামর্শ প্রার্থনা করে, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মানমর্য্যাদা শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেশ যাঁহাদের নিকট রক্ষার উপায় খুঁজিয়া বেড়ায় তাঁহারাই যদি ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের লোককে নরমাংস ভোজীর আস্তানের দিকের পথ দেখাইয়া দেয় এবং সময়ে সময়ে হিতৈষীর বেশ ধরিয়া ধ্বংসের মুখে লইয়া চলে, তবে কে আসিবে এই ভীতি-গ্রস্ত অবসন্ন দেশকে মুক্তির পথের সন্ধান দিতে, সুখ শান্তি প্রভৃতির দিকে পরিচালিত করিতে? যাঁহাদের উপর শিক্ষার ভার, যাঁহাদের উপর রক্ষার ভার, যাঁহাদের উপর পথ পরীক্ষার ভার তাঁহারা সকলেই যে সমবেত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে মামলা-মোহিণীর মনভুলান ফাঁদে দলে দলে জন সমূহকে আটক করিবার নিমিত্ত লইয়া চলিয়াছে, কেই বা তাহাদের অজ্ঞতা নষ্ট করিবে, কেই বা শক্তিদান করিয়া তাহাদের দুর্ব্বলতা নষ্ট করিবে, আর কেই বা তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইয়া চক্ষুর দৃষ্টি খুলিয়া দিবে? বাঁকুড়ার ব্রাহ্মণের মত বিবেকের কষাঘাতে যে শুভ বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে তাহার সম্ভাবনা নাই কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্ব লাভের সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনার তাড়নায় যে বাঁচিবার বৃত্তি ফুটিয়া উঠিবে তাহাও সন্দেহের বিষয়, কারণ পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগীর মত বেদনা কষ্টের অনুভবশক্তি পর্য্যন্ত দেশের লোক হারাইয়া ফেলিয়াছে, জাতীয়তার উন্মেষণে যে এই আত্মশালী নেশা ছুটিয়া যাইবে তাহাও মনে হয় না, কারণ রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ত এই মোকদ্দমার রাক্ষসী প্রবৃত্তিই অন্য আকারে পরিস্ফুট হইয়া শান্তির আশা নির্ম্মূল করিবার উপক্রম করিতেছে। কোন দিকেই যখন ভরসা নাই তখন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর দিনের অপেক্ষা করা ছাড়া এই হতভাগ্য জাতির অন্য আর কি উপায় আছে? একচক্রা নগরে দৈবযোগেই পাণ্ডব-জননীর আবির্ভাব হইয়াছিল, ভীমসেনের মত শক্তিমান পুরুষের দুর্জ্জয় আঘাতে রাক্ষসের দেহ চূর্ণ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে কত ঘর সংসার যে রক্ষা পাইয়াছিল, কত জননীর স্নেহের সন্তান যে বাঁচিয়া গিয়াছিল মহাভারতে তাহার কোন সংখ্যা না থাকিলেও অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়। স্বার্থত্যাগ ও শক্তির প্রকাশ ত ভারতের ইতিহাসে নূতন নয়। একদিকে প্রতাপ, শিবাজী, গোবিন্দ সিংহ, অন্য দিকে ধাত্রী পান্না, তেগবাহাদুর বা তরুসিং যখন যাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে তখনই ত তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে। এমন ধারা বাহিক ত্যাগ বৈরাগ্য এবং কর্ম্মশক্তির ইতিহাস অন্য কোন দেশেই ত দেখিতে পাইনা, ইষ্টসিদ্ধির জন্য এরূপ কঠোর সাধনার উদাহরণ ত আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না। তাই নৈরাশ্যের তীব্র অন্ধকারেও মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতেছে বর্ত্তমান ভারতের ভাগ্যেই কি এই ঐতিহাসিক ধারা ব্যহত হইবে? ইহাও কি সম্ভব? লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত সন্তানের যাঁহারা জনকজননী, শক্তি ও সাধনায় ব্রহ্মচর্য্য, ও তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক যে সকল তরুণ-তরুণী তাহাদের নিকটই এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যাহাদের নিত্য অতিথি, নিজেদের অজ্ঞাত রাখিয়া সেই আশ্রয়দাতা গ্রামবাসীদের আত্মনাশী মোকদ্দমার প্রবৃত্তিরূপ রাক্ষসের হাত হইতে তোমাদের ত্যাগ ও বীর্য্য, সাহস ও কর্ম্মশক্তির বলে উহাদিগকে রক্ষা করা কি তোমাদেরই কর্ত্তব্য নয়?

জাতি গঠনের নিগূঢ় তত্ত্ব।*

(টি, এল্, ভাস্বানীর ইংরাজির অনুবাদ)

আমি বারবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, যুবকগণের গ্রামে যাইয়া কাজ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাম হইতে শত শত লোক জনাকীর্ণ সহরগুলিতে যাইয়া বাস করার ফলে গ্রামগুলি সব জনশূন্য হইতে চলিয়াছে। এই সর্ব্বনাশের পথ রুদ্ধ করিতে হইবে; গ্রামগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কৃষক অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে; তাহাকে স্বাস্থ্যবান্ করিয়া তুলিতে হইবে; তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, আধুনিক উন্নত কৃষি-প্রণালী, সমবায়-সমিতি এবং কুটীর-শিল্পের সাহায্যে তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের প্রতিকার করিতে হইবে; ভারতের সনাতন আদর্শের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত করিতে হইবে। এই সব কারণেই, প্রাচীন ভারতের আদর্শে এবং বর্ত্তমান জগতের চিন্তা ধারায় শিক্ষণীয় যাহা আছে তাহা এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য দলে দলে শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। সুইডেনে একটি "বক্তা-মণ্ডলী" আছে; এই মণ্ডলী হইতে বক্তাগণ স্থানে স্থানে যাইয়া কৃষক এবং শ্রমিকদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন। বেলজিয়ামে এবং সুইজারল্যাণ্ডে বহু "স্বেচ্ছা-কর্ম্মি-সঙ্ঘ" আছে; এই সমস্ত সঙ্ঘের কর্ম্মিগণ হাঁসপাতাল ও অনাথাশ্রমগুলিতে কার্য্য করেন

* গ্রন্থকারের "তরুণ ভারত! জাগ!" নামক সদ্য প্রকাশিত পুস্তক হইতে।

এবং নানা উপায়ে শ্রমিকদের সেবা করিয়া থাকেন। ডেনমার্কে গ্রামবাসীদের জন্য বহু বিদ্যালয় আছে, সেখানে শিক্ষার্থীদিগকে পরম্পরাগত জাতীয় কীর্ত্তির কথা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যাহাতে তাহাদের মনে দেশ ও দেশের মাটির প্রতি একটা মমত্ববোধ জন্মে তাহারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আজ ভারতে গ্রামের আহ্বান কয় জনের হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? ইতিহাস পাঠে জানা যায়, প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য-জীবনে সুখ ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। মহাভারতে দেখি, পাণ্ডবগণ মাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে তাঁহাদের রাজ্য কৌরবদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত ছিল—ইতিবৃত্ত পাঠে ইহাই আমাদের ধারণা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অতি নিদারুণ ভাবেই আমাদের গ্রাম্য জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ অতি নির্দ্দয় ভাবে গ্রামগুলির বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য কলকারখানা এবং তৎসম্পর্কীয় অর্থ-নৈতিক সভ্যতার আক্রমণে গ্রামের শিল্পগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে আজ কাল গ্রামগুলি দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্যহীনতার আবাসে পরিণত হইয়াছে। প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়া এবং নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু দরিদ্র গ্রামবাসী প্রাণ হারাইতেছে। ভারতের অশিক্ষিত, অবসন্ন, গ্রামবাসী আজ স্বাস্থ্যহীন ছিন্নবস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি লইয়া পৃথিবীর সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জনমণ্ডলীর অবস্থার উন্নতিই ভারতের প্রকৃত উন্নতি। ভারতে প্রায় ৭ লক্ষ গ্রাম আছে; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই জীবনীশক্তি আজ লুপ্ত, তাই অতি সহজেই তাহারা মহামারীর কবলে পতিত হইতেছে। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা এবং অজ্ঞতাই আজ গ্রাম্য জীবনের বিশেষত্ব। অথচ, প্রাচীন কালে—এমনকি, ১৮১৫ খৃঃ পর্য্যন্তও অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রাক্কাল পর্য্যন্তও ভারতের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ ছিল। তাহাদের নিজেদের শিল্প ছিল, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য পঞ্চায়েৎ ছিল; গ্রামবাসীদের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিবার জন্য গ্রাম্য সমিতি ছিল। গ্রামের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য-সমিতি ছিল, এবং জাতীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে জাতীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয় ছিল। এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্যার্ টমাস্ মুনরো বলিয়াছিলেন, "ভারতের প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে।"

ভারতের জনমণ্ডলীর উন্নতি বিধান করিতে হইলে গ্রামগুলিতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাই—কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং পঞ্চায়েৎগুলির পুনর্গঠন। এই কাজের জন্য দলে দলে যুবকের প্রয়োজন, যাঁহারা গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত এবং তাহাদের সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবন পুনর্গঠিত করিয়া তুলিবেন। এই যুবকগণ গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের এবং জগতের বর্ত্তমান জীবনের বাণী প্রচার করিবেন। গ্রাম-সংগঠনই জাতি-গঠনের একমাত্র উপায়।

স্বাধীনতা কেন চাই?

"সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়"—একটা বাঙ্গালা দেশের সনাতন প্রবাদ। কংগ্রেসের কর্ম্মীগণের সম্বন্ধে এই কথাটা সময়ে অসময়ে অনেকেই প্রয়োগ করে থাকেন। "বেশ আছি, সুখে দুঃখে দিনগুলো কোনও রকমে কেটে যাচ্ছে; তার ওপর আবার স্বরাজ, কংগ্রেস—এ সব ফ্যাসাদ কেন বাপু? পুলিশের চোখ রাঙানি, বন্দুকের পাস নামঞ্জুর—কত রকম গণ্ডগোল! হুজুগ করে কতকগুলো জেল জেলে, কেউ বা চাকরী ওকালতী ছেড়ে এখন অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে, কেউ বা গোঁয়ার গোবিন্দ আর কিছু না পেল ত সস্তার মিহি কাপড় ছেড়ে বেশী দাম দিয়ে খদ্দর পরতে আরম্ভ করলে—সে কাপড় বল্লেও হয় চট বল্লেও হয়—কেন বাপু স্বরাজ স্বরাজ করে এত দুঃখ কেন?

এই রকমের চিন্তার ধারা আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জনের—এর মধ্যে শিক্ষিত আছেন, অর্দ্ধশিক্ষিত আছেন, অশিক্ষিত আছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিও আছেন আবার আহাম্মকও আছেন। জমিদার আছেন, প্রজা আছেন, উকিল আছেন, মক্কেল আছেন। স্কুলের নিরীহ সব্জান্তা শিক্ষক আছেন—বাপের সুপুত্র স্কুল কলেজের ছাত্র আছেন—সর্ব্বত্রই এক মনোভাব। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যাঁরা কংগ্রেসের, স্বরাজের বার্ত্তা ঘরে ঘরে বহন ক'রে নিয়ে যাবার ভার নিয়েছেন তাঁদের সাধারণকে প্রবুদ্ধ করার শক্তির অথবা চেষ্টার অভাব। যে বেদনা, পরাধীনতার যে তীব্র মর্ম্মদাহ কংগ্রেস-কর্ম্মীরা অন্তরে অনুভব করছেন বা করেছেন—তার জ্বালা সকলকে অনুভব করাতে পারেন নি—তাই নিষ্ফল আক্রোশে, গভীর মর্ম্মবেদনায় তাঁরা আজ নিরাশ হয়ে কেউ কেউ বলছেন, "হল না, পারলাম না।"

আজ স্বরাজ, স্বাধীনতা বলে চীৎকার করে মরছি কেন?—"স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার" ব'লে? তুচ্ছ অধিকার—অধিকার ত্যাগ করলে যদি গণ্ডগোল মেটে অধিকার স্থাপন করার জন্যে নিজের ও পরের ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাই না।—

"এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনা করিতে বাদ প্রতিবাদ,

যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে"

—তোমরা এতে কাপুরুষ বলবে, বল। তোমাদের অধিকার ত্যাগ কর্ত্তে ইচ্ছা না হয় তোমরা অধিকার রক্ষার চেষ্টা কর।

সত্যকারের কথা বলতে গেলে স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা কেবল মাত্র কাল্পনিক অধিকার লাভের চেষ্টা নয়। এ প্রচেষ্টার মধ্যে জীবন মরণের সমস্যা রয়েছে। স্বাধীনতা আমাদের চাই—জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমকক্ষ হ'য়ে আসন দাবী করবার জন্য নয়, ভারতের কলঙ্ক কালিমা মুছে ফেলে জয়-ধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত করে একটা মানসিক আত্মপ্রসাদ লাভ করবার জন্য নয়—বেঁচে থাকবার জন্য, নিজেরা এবং ভবিষ্যদ্-বংশীয়েরা যাতে ধরার পৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হয়ে না যাই—সেই জন্য।

পশ্চিম বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে কেউ ভ্রমণ ক'রে দেখেছ, কাকেও জিজ্ঞাসা ক'রে খোঁজ করেছ—১৫ বৎসর আগে গ্রাম যা ছিল আজ ম্যালেরিয়াতে তার কি করেছে? যে কোনও গ্রামের স্কুলের ছুটীর পর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছ—ছেলেদের চেহারা গুলো? যদি চোখ থাকে ত চোখ ফেটে জল আসবে; সব মরা, জোরে কথা বলবার শক্তি পর্য্যন্ত গিয়েছে—যদি এই কাল-ব্যাধি নির্ম্মূল না হয় ৫০ বৎসর পরে বাঙ্গালী জাতির নামটাই থাকবে—ইতিহাসে তার খোঁজ আর কোথাও মিলবে না। যদি জানতাম ম্যালেরিয়া দূর করা যায় না, কারও দোষ না দিয়ে দরিদ্রের ভগবানের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতাম। কিন্তু জানি ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ব্যাধি, জানি পানামা—সেখানে মানুষ গেলে ছয় মাসের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ হত—সেটা মানুষের চেষ্টায় আজ স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হয়েছে, জানি ইটালি ম্যালেরিয়াতে এক সময়ে উজার হতে বসেছিল, সে ইটালি আজ ইউরোপের অধিবাসীদের বায়ু-পরিবর্ত্তনের স্থান হয়েছে। তাই আজ বিশ্বাস করি, শ্মশান বাঙ্গালাও আবার সোণার বাংলা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য চাই স্বাধীনতা—বর্ত্তমান নিষ্ঠুর দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসন-যন্ত্র একেবারে উচ্ছেদ না হলে তা হবে না। এই কাল-ব্যাধি দূর করবার জন্য আইন চাই, ক্রোড় ক্রোড় মুদ্রা ব্যয় করা চাই—সেটা বিদেশী বণিক আমাদের জন্য করতে মোটেই রাজী নয়—তারা আদালতের ঘরের দালাল পুলিশ ও মানুষের মনুষ্যত্ব বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে সেই গুণসম্পন্ন সিভিলিয়ানদের তৈলসিক্ত মস্তকে তৈল প্রদানের জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যয় করবে কিন্তু ম্যালেরিয়া দূর এবং জল কষ্ট নিবারণের জন্য মাত্র ৫০,০০০ টাকা। তাই বলছিলাম স্বাধীনতা চাই—বাঁচবার জন্য আত্মরক্ষার জন্য। যদি দেশ আমাদের হত ত ১০ বৎসরে ম্যালেরিয়া কালাপানির ওপারে চলে যেত।

দু বেলা দু'মুঠো পেট ভ'রে খাবার জন্যও আমাদের স্বাধীন হতে হবে। অর্থাৎ আর যদি বিশ বৎসর এই লৌহময় শাসন-যন্ত্রের অধীনে থাকি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের উপবাসে প্রাণ ত্যাগ কর্ত্তে হবে। ভদ্রবেশধারী যুবক দেখলেই জিজ্ঞাসা কর সে কি করে, শুনবে, "চাকরীর চেষ্টা করছি কিছু যোগাড় হয় নি" অথবা "একটা কায পেয়েছিলাম reduction হওয়াতে চাকরিটী গেছে"—এমন ধারা শত করা ৮০টী। স্বাধীন দেশে গিয়ে খোঁজ কর এতগুলো শিক্ষিত লোক বেকার সেখানে আছে কি? থাকা সম্ভবই নয়। আমাদের যাঁরা প্রভু তাঁরা সেরা সেরা পদগুলি তাঁদের দেশের বেকারদের দিয়েছেন—আমরা মরি আর বাঁচি। রেলে ও সৈন্য-বিভাগে বহু বেকার লোকের চাকরী হতে পারে কিন্তু এগুলোর দ্বারা শ্বেতদ্বীপের অভাগাদেরই চাকরী সংকুলান হয় না—আমাদের ত পরের কথা। আমরা স্বাধীনতা চাই, ঐ সব বিভাগে আমাদের দেশের লোককে প্রবিষ্ট করিয়ে অন্ন সমস্যার সমাধান করতে।

কয় বৎসর আগে রাণীগঞ্জ ঝরিয়া কয়লার খনির অবস্থা কেমন ছিল? কত শত লোক শ্রমজীবীর কায ক'রে দিন গুজরান করত—কত ভদ্রলোকের অন্ন সংস্থান হচ্ছিল। আজ সব চুপচাপ—সব খনি বন্ধ কেন? খরিদ্দার নেই—যারা খরিদ্দার তারা আফ্রিকা থেকে সস্তায় কয়লা পাচ্ছে। সেখানের গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে সে দেশের খনির মালিকেরা ভারতবর্ষে এসে সুলভে কয়লা দিচ্ছে আর এখানকার গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার ফলে এখানকারই কয়লা সে সব জায়গায় পৌঁছাতে গিয়ে খরচ বেশী পড়ছে। আজ স্বাধীন দেশ হলে দেশের এত বড় একটা বাণিজ্য এমন করে ধ্বংস হত না। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার বসে থেকে অন্ন সমস্যাকে জটিলতর করে তুলত না।

কত বলব—পরাধীনতার কি জ্বালা তা কথায় ত বোঝান যায় না, বারান্তরে আমাদের ধ্বংসের পথ কেমন করে প্রশস্ত হচ্ছে তা দেখাবার চেষ্টা করব।

কেমন করে পরাধীনতা আমাদের অন্তঃসার শূন্য করছে তা কবি অনেক দিন আগে দেখিয়েছেন তাই আজ পাঠকদের উপহার দিচ্ছি :—

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাক আর,
হলো দেশের একি দুর্দ্দিন!

ভুস্বর্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুসি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।

দঁায়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।”
—শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ।

প্রাদেশিক সম্মেলনীর হিসাবের কথা—

ষোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর পুরুলিয়াতে যে গত সেপ্টেম্বর মাসে অধিবেশন হইয়াছিল গত এপ্রিল মাসে “মুক্তি” তে তাহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় সংবাদ পত্র “ছোটনাগপুর টাইম্‌স” এবং “ব্রাহ্মস্পর্শে” উহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। উক্ত সমালোচনায় কতকগুলি অযথা কথার উল্লেখ করিয়া সম্মেলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীমুত বাহন সেনকে এবং অডিটার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দত্তকে আক্রমন করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে “ছোটনাগপুর টাইম্‌সের” সম্পাদক এবং “ব্রাহ্মস্পর্শের” প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত ভুতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতির একজন সভ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সর্ব্বশেষ অধিবেশনে যখন এই হিসাব মঞ্জুর হয় তখন তিনি ঐ সভায় আদ্যোপান্ত উপস্থিত ছিলেন। হিসাবে আপত্তি জনক কোন বিষয় থাকিলে তিনি তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতে পরিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কেন যে তিনি দুই মাস পরে সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া জীমুত বাবু, অতুল বাবু এবং নগেন বাবুর উপর বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিলেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। এই হিসাব সম্বন্ধে অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেক সভ্যেরই সমান দায়িত্ব। মানভূমের সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট লোক লইয়াই অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং সম্মেলনীর যাবতীয় কার্য্য অভ্যর্থনা সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারেই করা হইয়াছে। উক্ত সমালোচনার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ইহাই মনে হয় যে সম্পাদক হিসাবে জীমুত বাবু যথেচ্ছ কাজ করিয়া গিয়াছেন, যেইরূপ অভিরুচি সেইরূপ খরচ করিয়া গিয়াছেন আর মানভূমের অন্যান্য সভ্যগণ নির্বিচারে তাহাই অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। জীমুত বাবুকে অসাধু প্রতিপন্ন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে অভ্যর্থনা সমিতির যাবতীয় সভ্যদিগকেই এমন কি “ছোটনাগপুর টাইম্‌সের” সম্পাদক ভুতনাথ বাবুকেও জীমুত বাবুর ধামাধরারূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শুধু হিসাবের ত্রুটি প্রদর্শন করাই যদি সমালোচনার উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে যে সকল অসত্য এবং অতিরঞ্জিত উক্তি ভুতনাথ বাবু অসত্য এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া নিজেই জানেন তাহা প্রকাশ করিতেন না। পঞ্চাশ ষাট জন ভলান্টিয়ার দ্বারা যে অত বড় একটা ব্যাপার হওয়া অসম্ভব তাহাও তিনি জানেন এবং সহরে ভিন্ন ভিন্ন রন্ধনাগারে স্বেচ্ছাসেবক ও ডেলিগেটদের আহারের জন্য খরচ এবং স্থায়ী কংগ্রেস কর্ম্মীদের (অর্থাৎ আশ্রমের) ৩ মাসের বাসা খরচ এবং তৎসহ সম্মেলনী উপলক্ষে আশ্রমে আগত অভ্যাগত এবং আশ্রমে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য খরচ যে পৃথক ভাবে হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই হিসাবে পৃথক ভাবে দেখান হইয়াছে তাহাও ভূতনাথ বাবু জানেন এবং এই আহারাদির ব্যবস্থা ও খরচ সম্বন্ধে যে জীমুত বাবুর কোনই হাত ছিল না তাহাও তাহার অজানা নাই। সম্মেলনীর কাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি মনোনীত করিয়া পৃথক পৃথক লোকের উপর ভার দিয়াছিল এবং কোন কাজের জন্য কাহাকেও যে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় নাই সম্মেলনীর প্রত্যেক সভ্যই তাহা অবগত আছেন। ছাপান খরচ সম্বন্ধে ২১৩।০ আনার মধ্যে সম্মেলনীর সভাপতির ইংরাজি অভিভাষণ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বাঙ্গালা অভিভাষণ পুস্তকাকারে ছাপাইতে যে অধিকাংশ টাকা খরচ হইয়াছে এবং আনন্দ বাজারের জন্য যে মাত্র ৪৫৲ টাকা খরচ হইয়াছে তাহা পৃথক ভাবে দেখান না হইলেও ভূতনাথ বাবু ইচ্ছা করিলেই সে বিষয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারিতেন। সতরঞ্জের জন্য অগ্রিম দেওয়া একশ টাকা সম্বন্ধে অভ্যর্থনা সমিতি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া ছিলেন তদনুসারেই যে খরচ ধরা হইয়াছে তাহাও অভ্যর্থনা সমিতির উপস্থিত সভ্যরূপে ভূতনাথ বাবু জানিতেন। হিসাবের ত্রুটি প্রদর্শনই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিলে জানিয়া শুনিয়া কতকগুলি অযথা কথা বলিয়া জীমুত বাবুকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য সভ্যগণকে লোকের চক্ষে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন না। অনেকে অনুমান করেন যে আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনে জীমুত বাবুকে যাহাতে লোকে ভোট না দেয় জীমুত বাবুর এই নিন্দাবাদ সেই চেষ্টারই পূর্ব্বায়োজন। আমাদের এই বিষয় লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। “মুক্তি”তে যে হিসাব বাহির হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিলে তিনি সেই বিষয় চিঠি লিখিয়া অথবা কংগ্রেস অফিসে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারেন। তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ছোটনাগপুর টাইম্‌স এবং ব্রাহ্মস্পর্শ লিখিত দোষারূপ সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন। বিহার কাউন্সিলে এবং মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে জীমুত বাবু যে কি ভাবে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন এবং কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জনসাধারণের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন তাহা মানভূমবাসী কেন অন্যান্য স্থানের লোকেরও জানা আছে। ইঁহার অযথা নিন্দাবাদ যে বিদ্বেষ প্রসূত তাহা সহজেই অনুমান হয়।

বাঙ্গালার লাট ও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ—

নবদ্বীপের পণ্ডিত-সভা বাঙ্গালার লাট সাহেবকে “নীতিরত্নাকর” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আমাদের ধারণা ছিল, নবদ্বীপের আধুনিক পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রেই সমধিক ব্যুৎপন্ন, কিন্তু ‘নীতি”-শাস্ত্রে অর্থাৎ রাজনীতিতেও যে তাঁহাদের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য বিদ্যমান, তাহার পরিচয় এই উপাধি-দান ব্যাপারে পাওয়া গেল। পণ্ডিত-সভার এই গুণগ্রাহিতার ভিতরে পণ্ডিতগণের আধুনিকতা ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের আদর্শানুবর্ত্তিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। অথচ, উপাধি-দান উপলক্ষে লাট সাহেব যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি পণ্ডিতগণের উপরে এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রাচীন আদর্শ ও কীর্ত্তির কথা ভাবিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনই করেন—তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমানে কোনও কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই উদাসীন। প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত আধুনিকতার নিদর্শনস্বরূপ এই উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াও রাজপ্রতিনিধির এইরূপ অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম।

নূতন উপদ্রব—

পৃথিবীর চারিদিক হইতে প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপদ্রব ও বিপ্লবের যে সকল সংবাদ আসিয়া পৌছিতেছে তাহা হইতে মনে হয় কলি পূর্ণ হইয়াছে—এবার পৃথিবী রসাতলে যাইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে রাশিয়া হইতে এইরূপ একটি ঘটনার সংবাদ এ দেশে আসিয়াছে। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক—এই তিন শ্রেণীর উপদ্রবের মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে ঘটনাটিকে ফেলা যায়, পাঠকবর্গই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন:—কর্ম্মাভা রাশিয়ার একটি কৃষক-বহুল গ্রাম। আক্‌সিনিয়া কারাসিয়েফ্ এই গ্রামের জনৈক কৃষকের পত্নী। ইনি বহু সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে সকল ব্যাপারেই রমণীগণ পুরুষদের সমকক্ষ—অর্থাৎ তাঁহারা সকল বিষয়েই পুরুষের সমান অধিকার পাইবার যোগ্য। পত্নীর এই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্রোধ সামলাইতে না পারিয়া কৃষক মহাশয় তাঁহাকে দারুণ প্রহার করেন। ফলে যাহা ঘটিল, তাহা কৃষকের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আক্‌সিনিয়া কারাসিয়েফ্ তৎক্ষণাৎ গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের এক সভা আহ্বান করিয়া, স্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে উপদেশ দেন। কৃষকপত্নীগণ ইঁহার উপদেশ অনুযায়ী ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেন; স্থির হইল, স্বামীরা এইরূপ অত্যাচার হইতে বিরত না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহারা গৃহস্থালীর কোনও কার্য্য আর করিবেন না। গ্রামের গৃহগুলি গৃহিণীহীন হওয়াতে শিশুদের অযত্ন হইতে লাগিল, গো-দোহন বন্ধ হইল, গৃহস্থালী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কৃষকপত্নীগণ গ্রাম্য বিদ্যালয়টিকে দুর্গে পরিণত করিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; স্বামিগণ তাঁহাদের সকল সর্ত্ত মানিয়া না লইলে কিছুতেই আর গৃহে ফিরিবেন না—ইহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। স্বামীরা প্রমাদ গণিলেন। প্রথমে জোর জবরদস্তিতে বিদ্রোহ দমন করিবেন, আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু পত্নীগণের রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামিগণ পত্নীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে স্ত্রীলোকদের উপরে আর উক্তরূপ অত্যাচার হইবে না—এই মর্ম্মে এক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তবে কৃষকগণ রেহাই পাইয়াছেন। —এতদিন রেলে, কল-কারখানায় এবং খনিতে শ্রমিক ও কর্ম্মজীবীদের ধর্ম্মঘটের কথাই শুনিতে পাওয়া যাইত। স্বামীদের নিকট “ভাল” ব্যবহার পাইবার জন্য এবার স্ত্রীরাও ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিল। কালে কালে কত কি দেখিতে হইবে, কে জানে?

স্থানীয় সংবাদ।

কংগ্রেস সংবাদ—

গত ১লা জুলাই তারিখে পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এক সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয়:—

১। এই সভা এই জেলাবাসীর পক্ষ হইতে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এবং শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মর্ম্মান্তিক দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

২। আগামী কাউন্সিল-নির্ব্বাচনে এই জেলা হইতে যাহাতে কংগ্রেস্ মনোনীত প্রার্থিগণই নির্ব্বাচিত হন তজ্জন্য এই সভা জেলাবাসী সকলকে তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য আহ্বান করিতেছে এবং জেলাবাসী সকলকে আন্তরিক চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

চাণ্ডিলে জুলুম—

জনৈক সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন—

“চাণ্ডিল একটা বড় কারবারের জায়গা। এখানে বহুদূর হইতে পাইকারগণ জিনিষ খরিদ করিতে আসে সেইজন্য অনেক গাড়ীরও আমদানী হয়। এখানে পুরুলিয়ার মহম্মদ ইস্‌মাইল নামে এক ব্যক্তি সরাইখানার জন্য বৎসরিক ৬৲ টাকা হিসাবে মানভূম্ ডিঃ বোর্ডের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে। এখানে বহুকাল যাবৎ সরাইখানা নাই এমন কি উহার অস্তিত্বও নাই।

উক্ত মহম্মদ ইসমাইল্ সরকারী রাস্তার উপকার কিম্বা তাহার পাশে যে সব গাড়ী যাতায়াত করে তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক পয়সা আদায় করিয়া থাকে, বিশেষতঃ যাহারা দূর হইতে আসে তাহাদের উপর বেশী অত্যাচার হয়। আমরা জানি সরাই খানায় যে সব গাড়ী থাকিবে তাহাদের নিকট হইতে ডিঃ বোর্ডের ধার্য্যমত কর আদায় করা হয় কিন্তু সদর রাস্তার উপর কোন্ আইনানুসারে এরূপ বলপূর্ব্বক পয়সা আদায় করা হয়? যেখানে কোন সরাইখানা নাই সেখানে ডিঃ বোর্ড কোন্ বিধান অনুযায়ী এরূপ ভাবে বন্দোবস্ত করেন? আশা করি ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান্ এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান্ বাহাদুরদ্বয় এদিকে সত্বর কৃপাদৃষ্টি করিবেন।"

বিবিধ সংবাদ।

অভয়াশ্রম কুমিল্লা—

১৫ই জুলাই হইতে অভয়াশ্রমের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে। সেখানে পড়িতে হইলে চারিবৎসরের কিছু অধিকাল থাকিতে হইবে এবং কেবলমাত্র অবিবাহিত যুবক যাহারা আই অথবা ম্যাট্রীকুলেসন পাশ করিয়াছে তাহাদেরই গ্রহণ করা হইবে শ্রীযুক্ত সুরেশ বন্দোপাধ্যায় এম বি, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বসু এম বি, প্রভৃতি মহোদয়গণ শিক্ষকতার কার্য্য করিবেন। যে সকল ছাত্র আশ্রমে থাকিবে তাহাদের খাওয়া পড়া প্রভৃতির জন্য ১৫৲ টাকা এবং যাহারা বাহিরে থাকিবে তাহাদের বেতন হিসাবে ৫৲ টাকা দিতে হইবে। আশ্রম সংশ্লিষ্ট একটী হাসপাতাল ও একটী চিকিৎসালয় আছে। আশ্রমের পরিচালনায় নিকটবর্ত্তী গ্রামে এবং কুমিল্লা সহরের কয়েকটী নৈশবিদ্যালয় আছে। অনুন্নত শ্রেণীর এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যায় এই সকল বিদ্যালয়ের অধিক।

খাদি প্রচার—

ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মৈমনসিংহ জেলায় খদ্দর প্রচার শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। এইবার তাহারা উত্তরবঙ্গে ঐ উদ্দেশেই যাইবেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ নদীয়া জেলার ২০ গ্রামে বক্তৃতা করিয়া লোকের মনে খদ্দরের প্রতি অনুরাগ জন্মাইতেছে।

অলইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন—

গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা এবং কাউন্সিলের এবং এসেম্বলীর আগামী নির্ব্বাচনের জন্য সাস্ত পদপ্রার্থী মনোনয়ন করাই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় বৈজ্ঞানীকের সম্মান—

বেলজিয়মের রাজা সার জগদীশ বসুকে "অর্ডার ডে লিপোলড্" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালী সম্পাদকের সম্মান—

জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক সংঘ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউএর প্রবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু নিমন্ত্রণ গ্রহন করিয়াছেন।

রাজ নিগৃহীতের সাহায্য—

লাহোরে এক জনসভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে যাহারা দেশের কাজ করিবার জন্য নির্য্যাতিত হইয়াছেন তাহাদের জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করা হউক।

সাঁওতাল পরগণায় দুর্ভিক্ষ—

গত বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্য না হওয়ায় সাওতাল পরগনায় এবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। তদুপরি স্থানীয় খনিগুলিতে কাজ বন্ধ হওয়ায় বহু শ্রমিক বেকার হইয়াছে। এই উভয় কারণে সাওতাল পরগনায় দরিদ্র অধিবাসিগনের ভীষণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ আশ্রম জামতাড়াতে একটী শাখা খুলিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনমণ্ডলীর সাহায্যোর্থে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

বিহার ও উড়িষ্যার স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির সম্মেলন—

গত ৪ঠা জুলাই ভাগলপুরে বিহার ও উড়িষ্যার জিলাবোর্ড ও লোকেলবোর্ডের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে—ম্যালেরিয়া এবং মহামারী প্রতিকারের ব্যবস্থা, একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য কবিরাজগণকে অর্থ সাহায্য, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ, জলাভাব দূর করিবার উপায় এবং সংস্কৃত পাঠশালা পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

কুষ্টিয়ায় নারী নিগ্রহ—

গত ২৫শে জুন শুক্রবার রাত্রি ১২টার সময় কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তি শিলাই দহ-স্নান যাত্রার মেলা হইতে ৬।৭টী পুরুষ কুড়ি পঁচিশটী স্ত্রীলোকসহ কুষ্টিয়া ষ্টেশনে আসিতে ছিল। পথি মধ্যে যখন তাহারা নদীর খেয়াঘাটে উপস্থিত হয় তখন প্রায় ৮।১০টী মুসলমান দুর্বৃত্ত লাঠী সোটা লইয়া তাহাদের আক্রমন করে। দুর্বৃত্তগণ বলপূর্ব্বক কয়েকজন স্ত্রীলোককে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করিতে থাকে। এই অত্যাচারের সংবাদে নিকটবর্ত্তি লোকজন সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে পাষণ্ডগণ পলায়ন করে।

বিলাতে শ্রমিক সমস্যা—

বিলাতে খনির ধর্ম্মঘট এখনও অবসান হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়াইয়া পার্লমেণ্ট এক বিল উপস্থিত করা হইয়াছে কিন্তু এই বিল আইনে পরিণত হইলেও শ্রমিকগণ তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে কিনা তাহা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। লর্ড বার্কেন হেড খনির শ্রমিক নেতা মিঃ কুককে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে বৃটীশ সরকার তাঁহার চালাকীতে ভীত হইয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে না। জনৈক শ্রমিক নেতা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সমস্ত খনিগুলি একীভূত করিয়া জাতীয় সম্পত্তি না করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

মুসলমানে মুসলমানে বাজনা লইয়া দাঙ্গা—

সম্প্রতি "মামল" লইয়া মিশরীর সৈন্যগণ মক্কায় যাইতে ছিল। চির প্রথা অনুসারে তাহারা বাজনা বাজাইয়া অগ্রসর হইতে ছিল। পথে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের গোঁড়া মুসলমানগণ বাধা দেয়। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়—২৫ জন ওয়াহাবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশেষে সুলতান ইবন সাউদ্ মধ্যস্থ হইয়া গোলমাল মিটাইয়া দেন।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গত ২৮শে জুন তারিখের মিটিংএ মানভূম জিলার অধিবাসী যে কোনও উপযুক্ত ছাত্রকে বিহার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নার্থে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

ডিষ্ট্রিক বোর্ড অফিস
পুরুলিয়া
২রা জুলাই, ১৯২৬

শ্রীজীমূতবাহন সেন
ভাইস্ চেয়ারম্যান,
ডিষ্ট্রিক বোর্ড, মানভূম

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড্ অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) —— সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade

টেলিফোন নং :—
৬১৭ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে---

আদি টেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দ, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for
Dindayal Pharmacy.

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৷০ বহর প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫্ হইতে ৫০্। ২নং ৩৫্ হইতে ৪৪্। ৩নং ২৫্ হইতে ৩৪্। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০্ হইতে ৪৫্। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫্ হইতে ৩৫্। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০্। ২নং ৪০্। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০্ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কার্য আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২্ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

ভিলুড়ী শিক্ষাশ্রম

জগবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়

পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান

সুবিজ্ঞ কবিরাজগণের তত্ত্বাবধানে আশ্রমের ছাত্রগণের দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত সকল প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, চ্যবণপ্রাস সকল সময় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য অন্য কোন ঔষধালয় অপেক্ষা অধিক নহে। ঔষধ বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষাশ্রমের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ ক্রয় করিয়া পশ্চিম বঙ্গের আদরের এই শিক্ষাশ্রমকে সাহায্য করুণ।

অর্ডার পাইলে অথবা রোগের বিবরণ পাইলে ব্যবস্থা সহ ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়। মূল্য তালিকা আবশ্যক হইলে ৵০ ডাক টীকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ, শিক্ষাশ্রম
ভিলুড়ি পোঃ (বাঁকুড়া)

বৃহৎ মনসা মঙ্গল

(১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল কর্ত্তৃক
পায়রাদাদি ছন্দে বিরচিত
শ্রীদোলগোবিন্দ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত
মূল্য ৷৷০ আনা ভিঃ পিঃ তে ৸০

এই দোকানে বর্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের মৎস্য ধরিবার কাঁটা এবং রেঙ্গুন ও জলতার হুইল ও অন্যান্য মাছ ধরিবার সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভে পাওয়া যায়। ভাল জার্ম্মাণীর হুইলও পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মনোহারী ও পুস্তক ও চেক দাখিলা বিক্রেতা
পুরুলিয়া, কালীতলা

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫্, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫্, হাওয়ার্ড হাম্বার—১৪৫্, র‍্যালে—১২৫্, রাজহংস হাওয়ার্ড—৯৭৷৷০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০্, বার্টন হাম্বার এডভান্স—৯০্। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-মন্দির।

পুরুলিয়ার আদর্শ অদ্বিতীয় লাইব্রেরী, ও অবৈতনিক পাঠাগার। বাড়ীতে চাকর দ্বারা পুস্তক সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা আছে। সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সাও এর নিকট লাইব্রেরীর নিয়মাবলী অবগত হউন।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

গ্রামের গরীব

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২৭শে আষাঢ় ১৩৩৩, ১২ই জুলাই ১৯২৬ | ৩০ শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী- ৵০ ও ৮০ আনা, মকরধ্বজ- —৪৲ তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৮০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।৵০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

আপনার ও প্রিয়জনের ফটো গ্রাফের (Photograph) ও ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্টের (Bromide enlargement) জন্য এম্, কে, বর্ম্মন ফটোগ্রাফারকে ডাকুন।

মফঃস্বলের কাজও নেওয়া হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিলে বা নিজে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

এম, কে, বর্ম্মন। C/o শ্রীযুক্ত কান্তিনাথ সরকার। পোঃ আদরা বি, এন্, আর (P. O. Adra B. N. Ry.)

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গত ২৮শে জুন তারিখের মিটিংএ মানভূম জিলার অধিবাসী যে কোনও উপযুক্ত ছাত্রকে বিহার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ণার্থে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

ডিষ্টিক বোর্ড অফিস পুরুলিয়া ২রা জুলাই, ১৯২৬	শ্রীজীমূতবাহন সেন ভাইস্ চেয়ারম্যান, ডিষ্টিক বোর্ড, মানভূম

কর্ম্মখালি

মানভূম ডিষ্টিকবোর্ডের অধীনে ইলু কবিরাজি ডিস্পেনসারির জন্য মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন কম্পাউণ্ডার আবশ্যক। উক্ত কম্পাউণ্ডারের বেতনের হার ২০-১-৩০৲।

যাঁহারা বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের অধীবাসী কিম্বা যাঁহারা অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে চিরস্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন—তাঁহারাই এই পদের জন্য আবেদন করিবেন।

আবেদনকারিগণ ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত অত্র অফিসে সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

ডিঃ বোর্ড অফিস পুরুলিয়া ৭ই জুলাই ১৯২৬	শ্রীজীমূত বাহন সেন ভাইস্‌চেয়ারম্যান। ডিষ্টিকবোর্ড মানভূম।

বাড়ী বিক্রয়

নীলকুঠিডাঙ্গায় ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটি বাড়ী বিক্রয় হইবে। রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড পাকা দালান, ভিতরে এবং বাহিরে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। এই বাড়ী হইতে এখন মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়া আদায় হইতেছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

শ্রীচণ্ডী চরণ কর
৭—৭—২৬ নীলকুঠি ডাঙ্গা
পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মুল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার!

মাথার মলম বা কাশ্মিরী জবা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে ডিঃ পিঃ খরচা ৫ ড্রাম কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোল্ডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টাইম রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়া ঘড়ি ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সংস্কার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জবা একত্রে ১২ কৌটা লইলে ১টী জার্ম্মেণিমেড ক্লিটাইমপিস ঘড়ি, কলকব্জা অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী ট্রাইভ রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউন্টেনপেন উপহার দেওয় হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র

সি, স্বদেশী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ছয় টাকায় একশত টাকার উপকার

স্বদেশী— আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃন ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা৷ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবেন না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৸০ আনা সের।

লুচি তরকারী ... ... ৷৵০ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবেনা।

সকল প্রকারের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়

"মুক্তি"

"আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নে রে;
বোঝা তোর ভারি হলেই—
ডুববে তরীখান!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন ১৩৩৩ সাল, ২৭শে আষাঢ় সোমবার

গ্রামের গরীব।

কৃষকপত্নী তাহার স্বামীকে বলিল—"গরুর দুধটুকু সবই যে থানার সেপাইকে দুইয়ে নিতে দিলে, এখন শিশু-বাচ্চাটাকে কি খাইয়ে শান্ত ক'রে রাখি? জ্বরে ভুগে ভুগে বুকের দুধ একেবারে শুকিয়ে গেছে"। পত্নীর কথা শুনিয়া কৃষকের প্রাণে আঘাত লাগিল বটে এবং ছেলের কান্না শুনিয়া বুকের ভিতর সে একটা জ্বালা অনুভব করিল বটে, কিন্তু সেপাইয়ের কাজে বাধা না দিয়া সে যে একটা অপরাধ করিয়াছে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। দারোগা বাবু গ্রামে আসিয়াছেন; আফিং খাওয়ার অভ্যাস আছে বলিয়া তিন সের ঘন জ্বাল দেওয়া দুধ না হইলে তাহার চলে না—মণ্ডলের বাড়ীতে যে দুধ হয় তাহা ছানা করিয়া সহরে চালান না দিলে মণ্ডল তাহার নিত্য মোকদ্দমার খরচ চালাইতে পারে না; তাই যাহার যাহার ঘরে আধসের এক পোয়া করিয়া দুধ হয় তাহার তাহার ঘর হইতে সংগ্রহ না করিলে দারোগার কাছে সেপাইজীর অযোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়, সরকারী লোকের কাজে একটু তেজ দেখাইয়া বাধা দিতে গেলে ভয়ে কোন প্রতিবেশী তাহার সহায়তা করিবে না, পরন্তু গ্রামে চুরি ডাকাতি হইলে সন্দেহের কৃপাদৃষ্টি তাহারই উপর পতিত হইবে এবং সেই দৃষ্টির প্রভাব অতিক্রম করিতে হইলে গরু বাছুর সব বিক্রয় করিয়াও তাহার নিস্তার নাই—অজ্ঞ কৃষক হইলেও এই সব তত্ত্বকথা তাহার জানা ছিল, তাই শিশু সন্তানের প্রতি মায়া অথবা পত্নীর নৈরাশ্যপূর্ণ ভর্ৎসনার আশঙ্কা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ভাতের মাড়ের সঙ্গে কতকটা জল মিশাইয়া একটু নুন দিয়া কোন রকমে শিশুর ক্রন্দন নিবারণ করিবার উপায় বলিয়া দিয়া গ্রামের সেই গরীব গৃহস্থ মনের আগুন মনে লুকাইয়া ক্ষেতে খাটিতে চলিয়া গেল।

সাঁওতাল মাঝি, বনের ধারে ঘর। কাঠ কাটিয়া, শাল পাতা সংগ্রহ করিয়া পাঁচক্রোশ দূরে বাজারে বিক্রী করিয়া যে সামান্য পয়সা পায় তাহা দ্বারা কোন রকমে মাড়ভাত খাইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাঁচিয়া আছে। সম্পত্তির মধ্যে বাস্তু ভিটাটি, এক বিঘা জনারের ক্ষেত আর কয়েকটি কুলগাছ। কুলগাছে সে বৎসর বেশ লা (লাক্ষা) হইয়াছে, মাঝির মনে আশা হইয়াছে তাহার স্ত্রীর এবং পুত্র বধূর জন্য জোলা-বুনা লাল পেড়ে শাড়ী কিনিতে যে দুই গণ্ডা টাকা কর্জ্জ হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিয়া মহাজনের তাগাদার দায়ে বাঁচিয়া যাইবে। গ্রামের গরীবের কোন আশাই যে পূর্ণ হয় না তাহা সে জানিয়াও ভুলিয়া গেল। একদিন কাঠের বোঝা লইয়া বাজার যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় জমীদারের নগদি আসিয়া হাজির—বলিল "রাজা সাহেব ঐ রাস্তার উপর হাওয়া-গাড়ীতে ব'সে আছেন, মাঝির-পো চল্"। মাঝির পো গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইতে না হইতেই রাজা সাহেব বলিয়া ফেলিলেন "ওরে তোর কুলগাছগুলিতে দেখছি বেশ লা হয়েছে, রাজার খেয়েই ত বেঁচে আছিস্, আমি হাওয়া-গাড়ী কিনেছি তার মাগন কত দিবি বল্, তোকে দশ টাকার কমে ছাড়ছি না। জমীদারের কথা শুনিয়া মাঝির বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পাইল, ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার শক্তি রহিল না। "এই বছরটা নাই পারব". সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিল। নগদীর হাঁকে সাড়াও দিল না। কয়েকদিন পরে মাঝির স্ত্রী ও পুত্রবধূ শালপাতা সংগ্রহ করিতে বনের ভিতর প্রবেশ করিবে এমন সময় জমীদারের জঙ্গল রক্ষক আসিয়া বলিল—খবরদার তোরা জঙ্গলে ঢুকতে নাই পারবি। উহারা বিষন্ন মনে ফিরিয়া আসিল। মাঝি শুনিয়াও কিছু বলিল না। পরদিন মাঝির পুত্র কাঠ কাটিতে গিয়া ঐরূপ বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল। কুলগাছ কয়টির লা বিক্রী করিয়া কিছুদিন দুঃখে কষ্টে কাটিয়া গেল। ক্রমে তাহাও নিঃশেষ হইল। জমীদারের ভয়ে গ্রামের কেহ মাঝির পরিবারের কাহাকেও মজুরী খাটাইতেও সাহস করিল না। দূর দূরান্তর গ্রামে খাটিয়া কোন দিন উপবাসে কোনদিন অর্দ্ধাশনে কাটিতে লাগিল। ইহাতেও মাগন-প্রার্থীর প্রত্যাখ্যান লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লওয়া শেষ হইল না। অকস্মাৎ একদিন জঙ্গলে কাঠ চুরি করিবার অপরাধে মাঝির পুত্র গ্রেপ্তার হইল, ছয় মাস কারাবাসেরও আদেশ হইল। অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় মাঝির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেহত্যাগ করিয়া গ্রামের গরীব রক্ষা পাইল। মাঝির স্ত্রী ও পুত্রবধূ আসামের চা বাগানের আড়কাঠীর হাতে পড়িয়া দেশত্যাগী হইল। জমীদারের প্রবল প্রতাপ, দারোগা, হাকিম সব হাতের মুঠায়, উকীল, মোক্তার, নাজির, পেস্কার, সব টাকার বশীভূত; গরীবের অন্নে পুষ্ট মটর-বিহারী রাজা সাহেবের জয় জয়কার। গ্রামের গরীব গেল ত কাহার কি হইল?

ব্রাহ্মণের সংসার। বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ভগ্নী, দুইটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা, তিনটি নাবালক পুত্র, রুগ্না স্ত্রী

আর পৈত্রিক বিগ্রহ। নিজেকে লইয়া নয় জনের ভরণ পোষণ করিতে হয় এবং পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রত্যহ ভোগ জুটাইতে হয়। পঁচিশ বিঘা জমীর উপস্বত্ব দিয়া নির্ব্বাহ হইত। পিতৃশ্রাদ্ধে এবং ভগ্নীর বিবাহে দশ বিঘা জমী খাই খালাসী সুদবন্ধকে আবদ্ধ আছে। গরু মুনিষের অভাবে বাকী পনর বিঘাও ভাগে বান্দাবস্ত করিয়া দিতে হইয়াছে। কতিপয় কায়স্থের ঘরে পৌরোহিত্য করিয়া পরব পার্ব্বণে কিছু আয় হয়, তাহা দ্বারা কি ভাবে সংসার চলিতেছে তাহা বিধাতাই জানেন—আর জানে ক্ষুধার জ্বালা ও শিশুর ক্রন্দন সহ্য করিবার যাঁহাদের ক্ষমতা আছে সেই বাকহীন ঘরের স্ত্রীলোকদের অন্তরাত্মা। ইহার উপরও উপদ্রবের সীমা নাই। ভাঙ্গা ঘরে বর্ষার বারিধারা, অর্দ্ধাবৃত দেহে শীতের প্রকোপ এবং অনাহার ক্লিষ্ট দেহে ব্যাধির আক্রমণ—এই সকল প্রাকৃতিক উপদ্রব ত লাগিয়াই আছে। তাহা ছাড়া ধন-গর্ব্বের অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার এবং কুচক্রীর অত্যাচার ত এই গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারের অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধবা ভগ্নী ভ্রাতার কষ্ট লাঘব করিবার নিমিত্ত উদবন্ধনে আত্মহত্যা করিল। তদুপলক্ষে দারোগার অভিযান এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচের জন্য আর এক বিঘা জমী বন্ধক পড়িল। বৃদ্ধা মাতাও কন্যার শোক ও দীর্ঘ উপবাস এই উভয়ের যুগপৎ আক্রমন সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনে আরও কিছু জমী খসিল। ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ সমাজের যিনি পরিচালক, মামলা মোকদ্দমার বিষয় বিভাগে এবং পারিবারিক কলহে অযাচিত ভাবে যিনি পরামর্শ দান করিয়া পরগণার লোককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, তিনকুড়ি দশ বৎসর বয়সেও যাঁহার চক্রান্ত চালনার উৎসাহ কিছুমাত্র মন্দীভূত হয় নাই পাশের গ্রামের সেইরূপ একজন ধুরন্ধর ব্যক্তির কৃপাদৃষ্টি অকস্মাৎ এই গরীব ব্রাহ্মণের উপর পতিত হইল। সম্প্রতি তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। প্রস্তাব আসিল বয়স্থা মেয়েকে ঘরে রাখিয়া কেন আর ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হয়, উক্ত সুপাত্রে কন্যাটীকে অর্পণ করিলে কন্যাদায় হইতেও মুক্তি লাভ হইবে, অনাথার ক্লেশও সহ্য করিতে হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট বশে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিল। বাকী জমী বিক্রী করিয়া কুল ভাঙ্গিয়া দুইটি কন্যাকেই নিতান্ত নীচু ঘরে পাত্রস্থ করিলেন। সমাজে নিন্দার আর অবধি রহিল না। সামাজিক নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল, পৌরোহিত্য বন্ধ হইল এবং অবশেষে এক জাল দলিলের প্রভাবে বাস্তুভিটা হইতে উৎখাতেরও ব্যবস্থা হইল। ব্রাহ্মণী শিশুগুলিকে লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর গ্রামের গরীব সেই নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া সহরে গিয়া কোনও বাবুর বাড়ীতে পিঁয়াজ মাংস রন্ধনের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাবু-গৃহিনীর সুমধুর সম্ভাষণে তাঁহার ঊর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার হইতে লাগিল। হইবে না? সে যে গ্রামের গরীব!

গ্রামের গরীবে দুঃখেরর কাহিনী কিই বা আর বলিব, কাহার কাছেই বা বলিব? সহরের লোকে রাষ্ট্রীয় অধিকার চাকরীর বণ্টন এবং ধর্ম্মের খোসা-ভুসি লইয়া হিন্দু-মুসলমানে কলহ বাঁধাইল কিন্তু তাহার ফলে গ্রামের গরীবের পক্ষে গুণ্ডামীর ভয়ে গ্রামে তিষ্ঠান যে দায় হইয়া উঠিল সে দিকে লক্ষ্য করিবে কে? সরকারের ট্যাক্স, দারোগার রসদ, জমীদারের মাগন, মহাজনের তাগাদা, কাবুলীর লাঠি এবং সমাজের নিষ্ঠুরতা গ্রামের গরীবরা বহুদিন যাবৎ সহিয়া আসিতেছে। এই সব অত্যাচারে তাহারা অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহার উপরে যদি আবার নুতন ধরণের উপদ্রব জোটে তাহা হইলে ক'দিন আর তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে? তাহারা বাঁচিয়া না থাকিলে যদি ট্যাক্স, রসদ, মাগন, সুদ প্রভৃতি অর্জ্জনে বিঘ্ন না হইত তাহা হইলে ত কথাই ছিলনা। কিন্তু গ্রামের গরীব যদি নিশ্চিন্তে খাটিতেও না পারে, গ্রামের গরীব যদি ক্ষেতে লাঙ্গল চালাইয়া শস্য উৎপন্ন করিবারও অবসর না পায়, গ্রামের গরীব ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে গেলে যদি তাহার ঘরের মেয়েরা নিরাপদে থাকিতে না পারে, ঠাকুর ঘরটি ভগ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এবং তাহার ফলে সে যদি বিলাসের সামগ্রীর উপকরণগুলি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিবারও ফুরসুত না পায় তাহা হইলে প্রতিপত্তি ও পদপ্রার্থীদেরই বা চলিবে কিসে আর অর্থ-গৃধ্নু আরাম-প্রয়াসী বা প্রভুত্ব পরায়ণদেরই বা চলিবে কিসে? গ্রামের গরীব উপেক্ষার পাত্র বটে, ঘৃণার পাত্র বটে, শীকারের পশুর সমতুল্য বটে কিন্তু রসদ যোগাইবার জন্য ত তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। এই সহজ হিসাবটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? সুতরাং স্বার্থের হিসাবেও অত্যাচার অবিচারের মাত্রাটা একটু লাঘব করিয়া গ্রামের গরীবকে খাটিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দিলে ভাল হয় না কি? পীড়ন ও শোষণ যেরূপ অবাধ গতিতে চলিয়াছে তাহা যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে তাহা হইলে গ্রামের গরীবই যে শুধু ধ্বংস হইবে তাহা নয় তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বাঁচিয়া আছে তাঁহারাও বৃক্ষাশ্রিত লতার মত ভূমিসাৎ হইবে। প্রবল প্রতাপান্বিত সরকারই হউক আর বিলাস ব্যসনী জমীদারই হউক, উদ্ধত দারোগাই হউক আর নিষ্ঠুর সামাজিকই হউক সুদ-পুষ্ট মহাজনই হউক আর ঘুস-পুষ্ট চাকুরেই হউক কর্ম্মফলের হাত হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় নাই। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিক্রিয়ার যখন সময় আসিবে, মহাকালের যখন চক্র নড়িবে, রুদ্র রোষের যখন আবির্ভাব হইবে, তখন সৈন্য সামন্ত, সেপাহী

সান্ত্রী, নগদি বরকন্দাজ, দুষ্টামি নষ্টামি আর জাল জুয়াচুরি কিছুতেই কাহাকেও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, বিধাতার বিধান কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। ভগবান করুন, সকলের শুভ বুদ্ধি ফিরিয়া আসুক, আর গ্রামের গরীব নিশ্চিন্ত মনে তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন আর মোটা কাপড়ের সংস্থান করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকুক। ফরাসী বা রুশ দেশের বৈপ্লবিক অভিনয় মুক্তিক্ষেত্র ভারতভূমিকে যেন কলুষিত না করে। বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় কি তাহা তিনিই জানেন।

ঝালিদা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পত্র—

ঝালদা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল প্রাদেশিক সম্মেলনীর হিসাব সম্বন্ধে "ছোটনাগপুর-টাইমস" ও "ত্রাহস্পর্শ" যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, একমাত্র ঝালদা হইতেই পঞ্চাশ ষাট জন স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হইয়াছিল এবং মহাত্মা গান্ধীর নিকট যখন স্বেচ্ছাসেবকগণ সমবেত হইয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা পাঁচ শতের কম নহে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের বিদ্বেষমূলক প্রচারে শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেনের উপরে জন সাধারণের যে শ্রদ্ধা আছে তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বাহুল্য হেতু শিবশরণ বাবুর ইংরাজি পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম না।

পাদ্রীর আব্দার—

মাদ্রাজে গাঞ্জাম জিলার অন্তর্গত আস্কাকুর নামক স্থানের হিন্দু অধিবাসিগণ আস্কাকুরের নিকটস্থ এক পাহাড়ের উপরে একটি বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিয়া গাঞ্জামের কালেক্টর মিঃ গ্যালেটীর নিকট একখানা দরখাস্ত পাঠান। উক্ত পাহাড়ের তলদেশে একটি খ্রীষ্টান বস্তী আছে। হিন্দুদের এই অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া স্থানীয় মিশনের পাদ্রী সাহেব হিন্দুদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি করিয়া কালেক্টারের নিকট একখানা পত্র লিখেন। তিনি লিখেন যে, পাহাড়ের উপরে হিন্দুদিগকে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইলে, পাহাড়ের তলদেশে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে; বিশেষতঃ রাত্রিকালে তাঁহার জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে। উত্তরে মিঃ গ্যালেটী পাদ্রী সাহেবকে যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, আশা করি তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিবে। মিঃ গ্যালেটী পাদ্রী সাহেবকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার আপত্তি আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। হিন্দুদের মন্দিরে যে বাজনা হয় তাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া যদি খ্রীষ্টানগণ আপত্তি করেন, হিন্দুগণও গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজান এবং উপাসনা-সংক্রান্ত অন্যরূপ গীতবাদ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ আপত্তি করিতে পারেন। এইরূপ ব্যাপারে অপরের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনই বিবেচনার কার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয়। মিঃ গ্যালেটী পাদ্রী সাহেবকে আরও লিখিয়াছেন, তাঁহার মনে রাখা উচিত যে হিন্দুগণ তাঁহার ন্যায় অন্যধর্ম্মাবলম্বী প্রবাসীর সহিত আচরণে যথেষ্ট উদারতার পরিচয়ই দিতেছেন। হিন্দুগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অপেক্ষা অধিক উদারতার পরিচয় দিলে তাহা খ্রীষ্টানদের পক্ষে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে পাদ্রী সাহেবের আপত্তি না তোলাই বুদ্ধিমানের কায হইবে।

মিঃ গ্যালেটী এই ব্যাপারে যেরূপ উদারতা ও ন্যায়বিচারের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় রাজকর্ম্মচারীর উচ্চপদও সব সময় ভিতরের মানুষটিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না। আশা করি, মাদ্রাজ সরকার মিঃ গ্যালেটীকে অন্য জিলায় বদলী করিবেন না।

পুটিয়ার রাণীর বদান্যতা—

পুটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী দেবী জলের কল স্থাপনের জন্য রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটীকে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এইরূপ দানশীলতার দৃষ্টান্ত আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। পূর্ব্বে কিন্তু আমাদের দেশে এই শ্রেণীর ভূম্যধিকারী ও ভূম্যধিকারিণীগণের পরোপকার-স্পৃহার ফলেই গ্রামগুলি সুখ, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির আবাসে পরিণত হইয়াছিল। প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা প্রধান কারণ। এই অবনতির যুগে অন্ততঃ দুই একটা কাযেও প্রাচীন আদর্শানুবর্ত্তিতার পরিচয় পাইলে হৃদয়ে আশা জাগে যে, হয় ত সুদিন আবার আসিবে। মানভূমের পূর্ব্বকালীন জমিদারবর্গের বদান্যতার নিদর্শন এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান। তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত সমসাময়িক ভূম্যধিকারিণী পুটিয়ার রাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই জিলার জলকষ্ট নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে মানভূমের জলাভাবগ্রস্ত নরনারীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতে পারিবেন।

পুরুলিয়া "সাহিত্য-মন্দির"—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ নিজ ব্যয়ে "সাহিত্য-মন্দিরের" জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছেন। গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে, দাঁ মহাশয়ের

বদান্যতায় পুরুলিয়ার একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে। পুরুলিয়ার সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা দাঁ মহাশয়কে তাঁহার এই প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যদি মহাত্মা সম্রাট্ হইতেন—

মিঃ স্পেণ্ডার নামক জনৈক ইংরেজ, মহাত্মা গান্ধী ভারতের সম্রাট্ হইলে কি কি করিতেন—কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এক প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ইহার উত্তর দিতে যাইয়া এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গত বলিয়াছেন যে, তিনি সম্রাট্ হইলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করিতেন :—

উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে বিনা খাদ্যে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাঁহাদের মধ্যে আপোষে একটা মিট্‌মাট্ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতেন না। মহাত্মা মনে করেন ইহাতে মিলন অবশ্যই ঘটিত। — মহাত্মাজীর সম্রাট্ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প এ কথা মহাত্মাজীই স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত উপায়টি কোন দিন অবলম্বিত হইবে, এরূপ আশাও তিনি করেন না। তবে, পরিহাসচ্ছলেই বা কেন এইরূপ একটি উপায়ের কথা তিনি উল্লেখ করিলেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু এবং মুসলমানের ভাবিয়া দেখা উচিত।

ব্যথা।

(শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়)

জীবনের প্রতি পলকে পলকে
কোন্ ব্যথা জাগে অনিবার ;
বেদনা জড়িত আঁখি ছল্ ছল্
কেন হয় ভাই! বার বার।

হৃদয়ের আশা—সঞ্চিত সুধা,
মিটাল না ভাই! তৃষিতের ক্ষুধা,
শুধু ফিরে চাই বার বার ভাই!
হৃদি তলে জাগে হাহাকার।

ভাষাহীন আজ করিছে সাধন
ভাষা চাই তার ভাষা চাই ;
বাঞ্ছিতের ঘরে শুধু হাহাকার
আশা নাই হায়! আশা নাই।

লাঞ্ছিত ক্ষুধা পরাণের কোলে,
বাঞ্ছিত লাগি' অবিরাম দোলে,
ব্যথা বেদনার অশ্রু লহর
পলে পলে শুধু হেরি ভাই।

বেলাহীন বেলা চলে যায় ওই
রেখে যায় শুধু হাহাকার ;
কোটী কোটী প্রাণ ভুলিবে বেদন
শির তুলে চাবে কবে আর ?

জননীর স্নেহ তনয়ের লাগি,'
নিশিদিন আহা রহিয়াছে জাগি,'
কবে আঁখি-নীর মুছাব তাহার
ভাবি ভাই তাই অনিবার।

স্থানীয় সংবাদ।

খুনের অভিযোগ—

পুঞ্চা থানা বাঘঘুটু গ্রামের মালিক দুলাল মহাপাত্র নামক জনৈক ৭০ বর্ষীয় বৃদ্ধের মৃতদেহ ঘোলকুড়া গ্রামে এক পুষ্করিণীতে পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্তের ফলে ইহাই নাকি সন্দেহ করিতেছে যে গত অম্বুবাচী-দিন রাত্রিতে বৃদ্ধ যখন ঘুমাইতেছিল তখন তাহার তিন পুত্র ও এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার বিছানাদিসহ তাহাকে একটী বস্তায় পুরিয়া শ্বাসরোধ পূর্ব্বক হত্যা করিয়া ফেলে। পিতার সহিত পুত্রদের এবং আপন পরিবারের কাহারও বনিবনাও ছিল না। প্রকাশ এই মনোমালিন্যের জন্য পুত্রগণ পিতাকে এইরূপে হত্যা করিয়া একাকী পাথরে চাপা দিয়া পুষ্করিণীর জলে রাখিয়া দিয়াছিল। পুলিশ তদন্তের ফলে বৃদ্ধের তিন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র গ্রেপ্তার হইয়া পুরুলিয়ায় চালান হইয়াছে।

ঝরিয়ায় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস—

ঝরিয়ার ভারতীয় (কয়লার) খনি কর্ম্মচারী সমিতির সভ্যগণ নিখিল-ভারত ট্রেড্-ইউনিয়ন কংগ্রেসের আগামী জানুয়ারী মাসে ঝরিয়ায় বৈঠক বসাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

কালালের ব্যবসায়ে মাড়োয়ারী—

সংবাদ পাওয়া গেল, গত এপ্রেল মাসে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলেমা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চাঁদমল আগরওয়ালা সরকারের নিকট হইতে গ্রামস্থ গাঁজার দোকানটি বন্দোবস্ত লইয়াছেন। লোক পরম্পরায় শোনা যাইতেছে যে গ্রামস্থ পচাই মদের দোকানটিও বন্দোবস্ত লইবেন বলিয়া তিনি মনঃস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সংবাদ সত্য হইলে ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রশংসনীয় সৎসাহস—

বরাহভূম পরগণার প্রান্তস্থিত সিংহভূম জিলার অন্তর্গত ডোমজুরি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পরীক্ষিৎ দাস মহাশয় নিজ হস্তে হল চালনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব। মজুরের অভাব তাঁহার এই কার্য্যের অন্যতম কারণ; অধিকন্তু তিনি মনে করেন নিজের হাতে নিজের জমিতে শস্য উৎপাদন করায় কোন দোষই থাকিতে পারে না বরং এইরূপ করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। তাঁহার গ্রামস্থ স্বজাতীয়গণ এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে এক-ঘ'রে করিয়াছেন। ইনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আরব্ধ কার্য্যের সফলতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস অতি অল্প দিনের মধ্যেই দাস মহাশয়ের অবলম্বিত কার্য্যের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া মানভূমবাসী সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

১০টায় কাছারী—

আগামী ২৭শে আষাঢ় সোমবার হইতে পুরুলিয়াতে আদালত, কাছারী ও অন্যান্য সরকারী অফিস ১০টা হইতে বসিবে।

সেরেস্তাদারের বিরুদ্ধে পিয়াদা—

বাঁকুড়ার জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে উক্ত আদালতের চারিজন অস্থায়ী পিয়াদা ঘুষ লওয়া ও ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ করিয়া জেলা জজের নিকট বিচার প্রার্থী হইয়াছে। এ বিষয় তদন্তের জন্য স্থানীয় সবজজের উপর তার অর্পিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিল। সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বিচারক কাগজ পত্র জেলা জজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ফলাফল এখনও বাহির হয় নাই। আরও প্রকাশ যে উক্ত পিয়াদাগণ অন্যান্য ২৭।২৮ জন আমলার নিকট ঘুষ লওয়া অভিযোগ করিয়া জেলা জজের নিকট আরও একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। শুনা যায় জজ সাহেব নিজেই এ বিষয় তদন্ত করিবেন।

বাঁকুড়া রেল অফিসে চুরি—

স্থানীয় রেল অফিসের জনৈক পার্শেল ক্লার্ক ও শ্রীযুক্ত অজয় গোপাল দত্ত যোগাযোগ করিয়া কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ীর প্রেরিত পার্শেল হইতে দুইখানা নূতন গাড়ীর চাকা বাহির করিয়া লইয়া তাহার স্থানে দুইখানা পুরাতন চাকা ভরিয়া দিয়াছিল বলিয়া রেল-পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা চলিতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি—

গত ৪ঠা ও ৫ই জুলাই কলিকাতায় উক্ত সমিতির কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

১৯২৪ সালে দিল্লীতে সকল দলের মিলন-বৈঠকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহার বহুল প্রচারের জন্য কংগ্রেসের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানগুলির যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তথায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ প্রস্তাবানুযায়ী মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐরূপ প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়াকে একটি প্রচার-মণ্ডলী স্থাপন করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য এই সভা তাঁহাদিগের নিকট ১২০০০৲ টাকা মজুত রাখিবে।

কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কংগ্রেস-পক্ষীয় সদস্যপদপ্রার্থিগণের নাম মনোনীত হইয়াছে।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটি—

গত ৬ জুলাই উক্ত সমিতির কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে কংগ্রেসের সদস্যগণকে, বিশেষ করিয়া কর্ম্মিগণকে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিবারণ ও উভয় সম্প্রদায়ের মৈত্রীর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে এই সভা, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য মৌলানা মজ্‌হরুল হকের চেষ্টার যথেষ্ট প্রসংশা করেন।

স্থির হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা শফী এবং অপর কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য দ্বারভাঙ্গায় ভ্রমণ করিবেন।

বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলের মধ্যে—মিটমাট—

বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের নেতৃবর্গের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল শ্রীমতী নাইডুর চেষ্টায় তাহার মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী এক সম্মিলিত পত্রে সর্ব্বসাধারণকে, স্বরাজ্যদলের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। সকলেই আশা করিতেছে যে এই মীমাংসার ফলে কংগ্রেসের পক্ষ আগামী নির্ব্বাচনে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে।

বিহার খেলাফৎ কমিটি—

৬ই জুলাই তারিখের উক্ত কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে—মুসলানদিগকে উপদেশ দিতে হইবে যে তাঁহারা যেন কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন-প্রার্থী হন।

পাবনায় অশান্তি—

পাবনা হইতে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, পাবনার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিশ শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেছে না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। স্থানে স্থানে হিন্দুদের বাড়ী, দোকান প্রভৃতি লুট হইতেছে। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরাও রাস্তা ঘাটে মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হইতেছেন। জেলার সহরে ও মফঃস্বলে সর্ব্বত্র একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়াছে। সুজানগরে মুসলমান গুণ্ডারা পুলিশকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। পাবনার দুইজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু —প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রনজীৎ লাহিড়ী এবং শীতলাইয়ের জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মুসলমানেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ও ৩২৭ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনিয়াছে।

বিহারে ডাঃ কিচ্‌লু—

বাঙ্গালার পরিভ্রমণ শেষ করিয়া ডাঃ কিচলু বিহারে আসিয়াছেন। পাটনাতে তিনি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অশান্তির জন্য হিন্দুরাই প্রধানতঃ দায়ী। তিনি মনে করেন হিন্দুদের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত। তাঁহার অভিমত এই যে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নীতি অনুসরণ করিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

ময়মনসিংহে পণ্ডিত মালব্য—

ঢাকা হইতে পণ্ডিত মালব্য ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন। কি ভাবে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে তদ্বিষয়ে ময়মনসিংহের বহু গণ্যমান্য জমীদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিয়া একটা উপায় নির্দ্ধারণের তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের এক সম্মিলিত সভায়—দুর্বৃত্তদের আক্রমণ হইতে নারীর সম্মান এবং মন্দির ও মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সকলকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, নারীর অপমান ও মন্দির মসজিদের অমর্য্যাদা বিশ্বমানবের এবং স্বয়ং ভগবানেরই অপমান।

কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রীমতী নাইডুর সম্বর্দ্ধনা—

গত ৭ই জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী নাইডুকে এক অভিনন্দন-পত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্ত ভি, জে প্যাটেল, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের মুসলমান সদস্যগণ কেহই সভায় আসেন নাই। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীমতী নাইডু মুসলমান সদস্যগণের অনুপস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কর্পোরেশনের উপস্থিত সদস্যগণকে সকল কার্য্য ও প্রচেষ্টায় তাঁহাদের প্রথম মেয়র—স্বর্গীয় দেশবন্ধুর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনুরোধ করেন।

বিহারের খদ্দর প্রদর্শনী—

এই পর্য্যন্ত বিহারের স্থানে স্থানে ৭টি খদ্দর প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। উদ্যোক্তাগণের রিপোর্ট প্রকাশ, এই কয়টি প্রদর্শনীতে সর্ব্বসমেত ৭০০০৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। ইহারা আশা করেন যে বিহারের বিভিন্ন খাদি-কেন্দ্রে ৮০,০০০৲ টাকা মূল্যের যে খদ্দর মজুত আছে, এইরূপ আরও কয়েকটি প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহা তাঁহারা বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই সব প্রদর্শনীর দর্শকগণের মধ্যে সকল সম্প্রদায় এবং সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। প্রদর্শনীগুলিতে খদ্দর প্রচার ও খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

কলিকাতার দাঙ্গা ও লর্ড লিটন—

"ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটের" জনৈক প্রতিনিধি লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ করায় কলিকাতার গত দাঙ্গা সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

হিন্দু-মুসলমানগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে; ভারতবাসীদিগকে সরকারী চাকুরী-দান উপলক্ষেই এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কলিকাতার বিগত দাঙ্গার জন্য দায়ী।

অনিলবরণের চিঠি—

পার্লামেণ্টে সহঃ ভারত সচিব আর্ল উইণ্টারটন্ বলিয়াছেন যে, বিপ্লববাদীদের কোন দলে যোগ দিবেন না—স্যার হিউ ষ্টিফেনসনকে এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনিলবাবুকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনিলবাবু সংবাদ-পত্রে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দেন নাই। অধিকন্তু স্যার্ হিউয়ের সহিত তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা হইবার বহু পূর্ব্বেই বাঙ্গালা সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইবে। মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁহাকে আলিপুর জেলে লইয়া আসিবার পর যে দিন স্যার্ হিউ বিনা সর্ত্তে মুক্তির আদেশ দেন সেই দিন স্যার হিউয়ের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাতে কতকগুলি ব্যাপার সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র; প্রতিশ্রুতি কিছুই দেন নাই।

মানভুম জেলাবাসিগণের নিকট নিবেদন

আর কয়েক মাসের মধ্যেই ছোট বড় সমস্ত কাউন্সিলগুলির জন্য নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যই কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কিছু চেষ্টাই করেন নাই; বরং নানা ব্যাপারে সরকারের স্বপক্ষে ভোট দিয়া সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং ফলে সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্বরাজ্য দলভুক্ত সদস্যগণের চেষ্টাতেই প্রাথমিক স্কুলে চরকা প্রচলন এবং অন্যত্র দেশের মনুষ্যত্ব-বিনাশী অনাবশ্যক মন্ত্রিত্বের ধ্বংস প্রভৃতি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে। এই সব কারণেই কংগ্রেস্ স্থির করিয়াছেন, ছোট বড় সমস্ত কাউন্সিলগুলি কংগ্রেস-পক্ষ হইতে অধিকার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিল এবং এসেমব্লীর মেম্বরের পদগুলির জন্য কংগ্রেস্-দল হইতে বাছিয়া প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছে। নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ছোটনাগপুর বিভাগ ও মানভূম জেলা হইতে ব্যবস্থাপক পরিষদগুলির সদস্যপদ-প্রার্থিরূপে মনোনীত করিয়াছেন :—

১। এসেমব্লীর জন্য ঃ—

ছোটনাগপুর নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত দেবকী প্রসাদ সিংহ।

২। বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক কাউন্সিলের জন্য ঃ—

(ক) ছোটনাগপুরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন।

(খ) দক্ষিণ মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।

উত্তর মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

উল্লিখিত মনোনীত প্রার্থিগণই যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তজ্জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেস-পক্ষীয় প্রার্থিগণকে ভোট দেওয়া যে মানভূমের প্রত্যেক নির্ব্বাচকের একান্ত আবশ্যক তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি— ৮ই জুলাই ১৯২৬

মানভূম জেলা-কংগ্রেস কমিটি
পুরুলিয়া।

স্বাধীনতার ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডে জনের রাজত্বকালে তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জমিদারগণ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া Magna Carta বা "মহান সনন্দ-পত্র" স্বাক্ষর করিতে জনকে বাধ্য করে। ভারতবর্ষে সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসন-ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে নিজ হাতে লইয়া যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন, অনেকে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী সম্বন্ধীয় ম্যাগ্না কার্টা বলিয়া তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভারতে ইংরেজ অভ্যুদয়ের প্রকৃত ইতিহাস মেজর বি, ডি, বসু অল্প দিন হইল রচনা করিয়াছেন। ইহা এলাহাবাদ পাণিনি প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—গ্রন্থের নাম "Rise of the Christian power in India"। মেজর বসু মহাশয় সমসাময়িক ইংরেজী ইতিহাস এবং সরকারি কাগজ ও চিঠি-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "The establishment of the English power in India is an ugly one"—অর্থাৎ ভারতে ইংরেজ রাজশক্তি স্থাপনের চিত্রটি অতি কুৎসিৎ। বিলাতি টাইম্‌স পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—"An empire which was acquired by breaking all the Commandments of God can not be retained by preaching the Sermon on the mount"—অর্থাৎ "ভগবানের সমস্ত নৈতিক আদেশ ভঙ্গ করিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে তাহা যীশুখৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বারা রক্ষা করা অসম্ভব। খৃষ্টানদের বাইবেল নামক ধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভগবান্ মনুষ্যের শিক্ষার জন্য, ১। চুরি করিও না, ২। মিথ্যা কথা বলিও না প্রভৃতি (১০) দশটী আদেশ-বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাকেই ভগবানের দশটী আদেশ-বাক্য (Ten Commandments) বলা হয়। যীশুখৃষ্টের Sermon on the mount একটা অত্যুৎকৃষ্ট নৈতিক উপদেশ পূর্ণ বাণী তাহাতেই এ কথা লিখিত আছে যে, "If any one smites yon on the right check turn the left to him"—অর্থাৎ "যদি কেহ তোমার ডান গালে চর মারে তবে তুমি তাহাকে বাঁ গালও পাতিয়া দিবে।"

উক্ত ইতিহাস প্রকাশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল মাত্র অতি সংক্ষেপে সিপাহি-যুদ্ধের কারণ, ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল এবং কি কারণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ করিয়া ভারতের অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থার তুলনা করিব।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম রাজশক্তি হস্তগত করে। কি উপায়ে কোম্পানি এ কার্য্য সমাধা করিয়াছিল তাহার ইতিহাস অতিশয় রহস্যপূর্ণ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থে এই নাটকের প্রথম অঙ্কের অতুলনীয় চিত্র বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ইতিহাস পাঠ করিয়াও অনেক বাঙ্গালীর মোহ এখনও দূর হয় নাই; অনেকে হয়ত এ গ্রন্থ পাঠ করিবারও অবসর পান নাই; অনেক বাঙ্গালী হয়ত "পলাশীর যুদ্ধ" ব্যাপারটা প্রকৃত প্রস্তাবে কি—তাহাই জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও বোধ করেন না। কেহ কেহ এ কথা বলিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বড় ছিলেন তাহাতে কি আসে যায়? এখন ত আমরা ছোট হইয়াছি—অতীতের গর্ব্বে কি ফল? কিন্তু তাঁহারা একথা চিন্তা করেন না যে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে পুরাতন জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তৎকালীন ইংলণ্ডবাসিগণের ন্যায় উলঙ্গ বর্ব্বর ছিলেন না, তাঁহারা তখন বিজ্ঞান ও সভ্যতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলেন, কিন্তু আজ আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়াও কিরূপ ভীরু কাপুরুষ পরপদসেবী উচ্ছিষ্ট ভোজী ঘৃণিত জীবে পরিণত হইয়াছি সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে আমরাও যে মানুষ, আমাদের শিরায় যে পুরাতন আর্য্য ঋষিগণের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে—এ কথা কি করিয়া বুঝিব? বিদেশীর শিক্ষায় ও চেষ্টায় ইউরোপীয়গণকে দেবতা জ্ঞান করিতে ও নিজকে তুচ্ছ কীট বলিয়া ধারণা করিতে শিখিয়াছি। আমাদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিতে হইলে ঐ ভ্রান্তি ও মোহ দূর করিতে হইবে, সেই "শিবোহং" মন্ত্র জাগ্রত করিতে হইবে। আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসগণের ন্যায় ইউরোপের অনুকরণে জীবন ও জাতি গঠন করিলে আর্য্য জাতি ও সভ্যতা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।

ভারতে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের যে সামান্য ইতিহাস স্কুল কলেজের বালকদিগকে পড়ান হয় তাহা ঐতিহাসিকগণের কল্পনা-প্রসূত। প্রকৃত বৃত্তান্ত ঐরূপ কোন পুস্তকে লিখিত হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকেই তাহা অবগত আছেন—কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও স্কুলের পাঠ্য ভিন্সেণ্টস্মিথ-কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে ক্লাইভ সাহেব মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা বাঙ্গালার নবাব ভীরু কাপুরুষ সিরাজদ্দৌলার বিশাল বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন * সত্যপ্রিয় ইংরেজ ঐতিহাসিক স্কুলের বালকগণকে শিখাইতেছেন যে, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা ভীরু কাপুরুষ ছিলেন, ক্লাইভ মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াই যেন বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিল! এ কথা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের পরামর্শে নবাব যুদ্ধ

* "His (Nabobs) huge host was utterly routed

বন্ধ রাখিতে আদেশ করায় নবাবসৈন্য যুদ্ধ করিতে পারিল না, সুযোগ পাইয়া বীর-কেশরী ক্লাইভ সাহেব যুদ্ধবিরত নবাব-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহারই কিছুকাল পরে মোহনলাল নামক বাঙ্গালী সেনাপতির আক্রমণের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্লাইভ সসৈন্যে পশ্চাতে হটিয়া যাইয়া আম্র কাননের প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইয়া মীরযাফরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মীরজাফর স্বয়ং ক্লাইভের সৈন্যের সহিত যোগ দিবে—এরূপ পরামর্শ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিল; ক্লাইভের জয় হইল। ক্লাইভকে ১৭৫ লক্ষ টাকা লুণ্ঠনের ভাগ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়া কতিপয় অদূরদর্শী চক্রান্তকারী রাজকর্ম্মচারী নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছিল। ক্লাইভ লুঠের ভাগ লইয়া তাহার লাঠিয়ালগণ সহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং মীরজাফর সুবা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চালকগণ সে সময়ে বাণিজ্যের সুবিধা ভিন্ন রাজ্য বিস্তারের কোন কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, পলাশীতেই ইংরেজ-প্রভুত্ব বাঙ্গালায় স্থাপিত হইল। এ কথা সম্পূর্ণ অলীক—মীরজাফর ও পরবর্ত্তী নবাব মীরকাশিম বাঙ্গালার প্রকৃত সুবাদার ছিল এবং ইংরেজগণ সে সময়ে কুঠিয়াল বণিক মাত্র। সুবাদার দিল্লীর বাদসাহের অধীন ছিল এবং তাঁহাকে নজর ও বার্ষিক কর দিতে হইত। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা দিল্লীর একটী সুবা মাত্র; দিল্লীশ্বরের ফরমান বা নিয়োগ পত্র না পাইলে কোন ব্যক্তিকে বাঙ্গালার নবাব বলিয়া প্রজা ও জমিদারগণ গ্রহণ করিত না। যদিও সে সময়ে মোগল সম্রাট্ অনেক পরিমাণে বলহীন হইয়াছিলেন কিন্তু সে সময়েও দিল্লীশ্বরের গৌরব নষ্ট হয় নাই —সম্রাটের নামের মহিমা অটুট ছিল। দিল্লীশ্বরের নামের সাহায্য না পাইলে সে সময় কি মারাঠা, কি ইংরেজ, কি অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজাগণ—কেহই নিজ নিজ অধিকার বজায় রাখিতে পারিত না। পরবর্ত্তী কালে ইংরেজ ঐতিহাসিক সম্রাটকে যে Puppet বা ক্রীড়াপুত্তলি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভুল; সম্রাটকে করায়ত্ত করিতে না পারিলে কেহই নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত না। সম্রাটের কোন ক্ষমতা ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন ব্যক্তিই সে সময় ভারতে কোন প্রকার রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিত না। দিল্লীশ্বরের দুর্ব্বলতার পরিচয় যত দিন সাধারণ লোকে পায় নাই তত দিন তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্মান ও ভয় করিয়াই চলিত। পরে যখন মারাঠাগণ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করিল এবং দিল্লীশ্বর মারাঠাগণের কবলে পতিত হইলেন তখনই সাধারণ লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, দিল্লীশ্বরের শক্তি বোধ হয় লোপ পাইল। সে মারাঠা-শক্তিই ভারতবর্ষে প্রবল-পরাক্রম-শালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং মারাঠাগণ আশা করিয়াছিল যে, দিল্লীর সিংহাসন তাহারা অধিকার করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে।

ক্রমশঃ

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মাহাসো অধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাহাদুর সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ফ্যামিলী ডাক্তার, এবং মুর্শিদাবাদ আজিম গঞ্জস্থ রায় গণপৎসিংবাহাদুরের হারোয়াত ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল অফিসার। কুষ্ঠ রোগে সিদ্ধহস্ত, প্রসিদ্ধ চর্ম্মরোগবিদ। ও

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক
ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত পুরাণই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, গাত্রবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া থাকেন। হোমিও ইনজেকসন দ্বারা, হাঁপানি, ক্ষয়কাশ, প্রমেহ বহুমূত্র মৃগী, হিষ্টিরিয়া উন্মাদ প্রভৃতি জটিল ও দুরারোগ্য রোগ সকল মন্ত্রবৎ আরোগ্য করা হয়। হতাশ রোগীর একমাত্র আশ্রয়স্থল।

(সন্ন্যাসী প্রদত্ত)
অবধৌতিক রসায়ন।

যদি সুস্থ ও সবল থাকিয়া সংসারে সুখে থাকিতে চান তাহা হইলে মহাপুরুষ গণের সাধানার ধন অবধৌতিক রসায়ন সেবন করুন। জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার তুল্য অন্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই। ইহা শুক্র বর্দ্ধক, বলকারক রসায়ন, বাজীকরণ ও অনর্থক শুক্রক্ষরণ রোগের অমোঘ ঔষধ। মহাপুরুষের আদেশে কেবলমাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচা লইয়া বিতরণ করা হইতেছে, এই স্বর্গীয় সুধার মূল্য মাসিক ৮ টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু কেবল মাত্র ঔষধ প্রস্তুতের খরচাদি সহ মাসিক ১৷৹ দেড়টাকায় পাইবেন। মাশুলাদি পৃথক। এতদ্ব্যতীত যে কোন রোগের ব্যবস্থা জন্য আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন অথবা রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুক্তোকডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। মুথানল(Muthanol)—র‍্যাডিক্যাল হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৮৲ টাকা

২। পুল্‌মো-বাইলি(Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৩। ওপোবিল (Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

৪। মেটাকিউপ্রোল (Metacuprol) — সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

১৮ টী বড়ির প্রতি টিউব্ —১৲ টাকা।

৫। ফোরক্সল (Forxol) — পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা

৬। ইউরোফাইল্ (Europhile) —ইউরিক্ এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৲ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—Printrade
টেলিফোন নং :— ৬১৬ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ!
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান,
তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগৌণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী
(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স্ জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

Reserved for Dindayal Pharmacy.

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২২৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সুতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

বৃহৎ মনসা মঙ্গল

(১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীচৈতন্যদাস মণ্ডল কর্ত্তৃক

পায়রাদাদি ছন্দে বিরচিত

শ্রীদোলগোবিন্দ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ৷৷০ আনা ভিঃ পিঃ তে ৸০

এই দোকানে বর্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের মৎস্য ধরিবার কাঁটা এবং রেঙ্গুন ও তলতার ছীপ ও অন্যান্য মাছ ধরিবার সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি সুলভে পাওয়া যায়। ভাল জার্ম্মাণীর হুইলও পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মনোহারী ও পুস্তক ও চেক দাখিলা বিক্রেতা

পুরুলিয়া, কালীতলা

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১৯ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্রাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা শ্রাবণ ১৩৩৩, ১৯শে জুলাই ১৯২৬ | ৩১শ সংখ্যা

যক্ষ্মকুলান্তক বটী- ৵০ ও ৸০ আনা, মকরধ্বজ- —৪৲ তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।/০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌কৃপ্‌শন পাইবামাত্র **দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে** আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌কৃপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গত ২৮শে জুন তারিখের মিটিংএ মানভূম জিলার অধিবাসী যে কোনও উপযুক্ত ছাত্রকে বিহার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ণার্থে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

ডিষ্ট্রিক বোর্ড অফিস
পুরুলিয়া
২রা জুলাই, ১৯২৬

শ্রীজীমূতবাহন সেন
ভাইস্ চেয়ারম্যান,
ডিষ্ট্রিক বোর্ড, মানভূম

কর্ম্মখালি

মানভূম ডিষ্ট্রিকবোর্ডের অধীনে ইলু কবিরাজি ডিস্পেনসারির জন্য মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে একজন কম্পাউণ্ডার আবশ্যক। উক্ত কম্পাউণ্ডারের বেতনের হার ২০-১-৩০৲।

যাঁহারা বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের অধীবাসী কিম্বা যাঁহারা অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে চিরস্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন—তাঁহারাই এই পদের জন্য আবেদন করিবেন।

আবেদনকারিগণ ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত অত্র অফিসে সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

ডিঃ বোর্ড অফিস
পুরুলিয়া
৭ই জুলাই ১৯২৬

শ্রীজীমূত বাহন সেন
ভাইস্ চেয়ারম্যান।
ডিষ্ট্রিকবোর্ড মানভূম।

বাড়ী বিক্রয়

নীলকুঠিডাঙ্গায় ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটি বাড়ী বিক্রয় হইবে। রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড পাকা দালান, ভিতরে এবং বাহিরে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। এই বাড়ী হইতে এখন মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়া আদায় হইতেছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

শ্রীচণ্ডী চরণ কর
নীলকুঠি ডাঙ্গা
পুরুলিয়া।

৭—৭—২৬

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, যোড়া, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

লক্ষ্মীকান্ত নাগের
সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ২৲ টাকায় লইলে উপহা‍র ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী, হজমগুন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টচ রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী রূপবিলাস বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিসূক্ষ্ম ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র

সি, মুখোর্জী এণ্ড কোং
৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ৬৲ টাকায় একশত টাকার উপকার
স্বদেশী আল্পাকা শাড়ী !

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে বধূ। জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, নরম ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দেমাতরম্

ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে

শ্রীরামকিঙ্কর নাগের
বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ সন্দেশের দোকান।

খাঁটী ঘৃতের জিনিষ অথচ দর সস্তা। দোকানদারী, চালবাজী কথাতে ভুলিবেন না—একবার আসিয়া পরীক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ ৷৵০ আনা সের।
লুচি তরকারী ... ... ৷৵০ আনা সের।

উপরোক্ত জিনিষ যদি ভেজাল বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারেন—তাহা হইলে তিনি নিজে সমস্ত জিনিষ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবেনা !

সকল কাজের ঢাকাই খাবার অর্ডার মত সাপ্লাই করা হয়

“মুক্তি”

স্বদেশের শাস্ত্র মতে চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সন ১৩৩৩ সাল, ৩রা শ্রাবণ সোমবার

শিক্ষা-সমস্যা

পুত্র কলিকাতায় কলেজে পড়ে, পিতা মফঃস্বলের কোন সহরে সত্তর টাকা বেতনে পোষ্ট অফিসে চাকরী করেন। উপরি পাওনার সম্ভাবনাও নাই। বেতনের অর্দ্ধেক টাকা প্রতি মাসে পুত্রের পড়ার খরচের জন্য পাঠাইতে হয়। বাকী পঁয়ত্রিশটি টাকা দিয়া কোন রকমে দুইটি কন্যা, একটি শিশু পুত্র এবং স্ত্রীকে প্রতিপালন করেন। বন্ধুবান্ধবদের নিকট চাহিলেও ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া খুব হিসাব করিয়াই চলিতে হয়। কিছু দিন যাবৎ পুত্রের চিঠি পান নাই বলিয়া পিতা মাতা উভয়েই খুব ব্যস্ত হইয়াছেন। চিঠি আসিল কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া পিতা মাথায় হাত দিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। পুত্র লিখিয়াছে—এই মাসে দশ টাকা অতিরিক্ত না পাঠাইলে কিছুতেই চলিবে না; ক্লাবের চাঁদা, টেনিস্-ব্যাট্, গড়ের মাঠে খেলা দেখিতে যাওয়ার ট্রাম ভাড়া, জনৈক বন্ধুর বিবাহে উপহার দেওয়া প্রভৃতি অনিবার্য্য খরচের দরুণ দশ টাকা ধার হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতেই হইবে—বিদেশে দশ জনের সমান হইয়া চলিতে না পারিলে সকলেই ঘৃণা করে। পুত্রের জননীও চিঠি-খানা পড়িল, কোন কথা না বলিয়া হাতের একমাত্র অবশিষ্ট অলঙ্কার বালা দুইটি খুলিয়া একটি স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, “কাহারও কাছে বাঁধা রেখে দশটি টাকা পাঠিয়ে এবার ত ছেলের মান রক্ষা কর, পরে যা হয় হবে”। এক বৎসর পরে সংবাদ আসিল উপস্থিতির শতকরা হার কম পড়িয়াছে বলিয়া সেই বৎসর পুত্রের পরীক্ষা দেওয়া চলিবে না, পিতা যে পরীক্ষার ফিসের টাকা পাঠাইয়াছেন তাহা ধার শোধ করিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে বাড়ী আসিতে হইলে পথ খরচের টাকা চাই। এতদিন পুত্রের শিক্ষাদান পিতার নিকট একটা প্রকাণ্ড সমস্যার বিষয় ছিল, এবার তিনি তাহার সরল মীমংসা করিয়া ফেলিলেন। জনৈক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের পড়া বন্ধ করিয়া দিয়া টাটা কোম্পানিতে লোহা-গালান বিভাগে তাহাকে এপ্রেণ্টিস্ করিয়া দিলেন। পুত্রের সব সখ মিটিয়া গেল।

ছোট ভাইটি হাই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। ম্যাক্-মিলান্ কোম্পানির নিউ সিনিয়র ক্লাশ বিভাগের পহেলা পুস্তক (Macmillian's New Senior Class Readers Book I) তাহার পাঠ্য। বেসিলের পাত্র (The pot of Basil) নামক প্রথম গল্পটিতে গুপ্তপ্রেমের একটি রুচি-বিগর্হিত অংশ তাহার অভ্যাস অনুযায়ী সে উচ্চৈঃ-স্বরে আবৃত্তি করিতেছিল। পাশের ঘরে তাহার বড় ভাই চেয়ারে বসিয়া মক্কেলের প্রতীক্ষা করিতে ছিল। উকীল হইলেও রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রবে আসিয়া গল্প লেখার বাহাদুরীর নামে অশ্লীলতা সে বরদাস্ত করিতে পারিত না। ছোট ভাইয়ের ইংরাজি উচ্চারণ ঠিক করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পঠিত বাক্যটি তাহার কাণে প্রবেশ করিল। ঐরূপ কথা যে ছেলেদের বইতে লেখা থাকিতে পারে তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল না। সে ভাবিল, ছোট ভাইটি তবে কি কোন অশ্লীল উপন্যাস পড়িতেছে। কিছু না বলিয়া ভাইটিকে ডাকিয়া বইখানা চাহিয়া লইল। দেখিল সত্য সত্যই পাঠ্য পুস্তক। যে কথাগুলি শুনিয়াছিল তাহা আবার পড়িল। মনে হইল, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটি অংশবিশেষ। খেয়াল বশে কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল, ছোট মারমেডের (The little mermaid) গল্পে এমন একটি ছবি আছে যাহা হেমেন্দ্রপ্রসাদ আঁকিয়া দিলেও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক পর্য্যন্ত তাহা ছাপাইতে আপত্তি করিত। গম্ভীর ভাবে ছোট ভাইকে বলিল, “এই বই আর পড়্তে হবে না। আজ স্কুলে যাবার সময় হেড্মাষ্টারের কাছে আমি চিঠি লিখে দেব, তাই নিয়ে যাস্”। একটু রুক্ষভাবেই চিঠি লেখা হইয়াছিল। উত্তর আসিল, কলাবিদ্যার নূতন উৎ-কর্ষের সংবাদ ছেলেদের অভিভাবকদের জানিয়া রাখা উচিত, সাবেকী নীতির গণ্ডীর ভিতর তরুণদের মন আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে; “রামকৃষ্ণ-কথামৃত” বা “প্রহ্লাদ-চরিত্র” পড়াইবার জন্য হাই স্কুলের সৃষ্টি হয় নাই, ছেলে কেস্কুলে পড়াইতে হইলে পাঠ্য পুস্তকে যাহা আছে তাহাই পড়াইতে হইবে, রুচিবাগীশদের ইংরাজি স্কুলে ছেলে না পাঠানই ভাল। নিকটে আর কোনও হাই স্কুল ছিল না। থাকিলেও সর্ব্বত্রই প্রায় একই ব্যাপার। ছোট ভাইয়ের শিক্ষা বড় ভাইয়ের নিকট একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় ভগবান তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু জানিয়া শুনিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভাইয়ের পবিত্র চিত্তটি কেমন করিয়া সে কলুষিত করিবার সাহায্য করিবে? এক দিকে বিবেকের কষাঘাত, অন্য দিকে ভ্রাতার কল্পিত ভবিষ্যৎ। অর্থাভাব সত্ত্বেও পারিবারিক অনাবশ্যক খরচ সব কমাইয়া দিয়া ছোট ভাইটিকে সে রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া

দিল এবং এই ভাবেই শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইল।

বেশ বড় গ্রাম, বহু ভদ্রলোকের বাস। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গ্রামের সকলে মিলিয়া একটি হাই স্কুল স্থাপন করিয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। খুব উৎসাহের সহিত জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর পরে তাহাও অর্থাভাবে এবং ছাত্রাভাবে পূর্ব্ব হাই স্কুলেরই দশা প্রাপ্ত হইল। জাতীয়-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষকই গ্রাম ছাড়িয়া যে যাহার পথ দেখিল। একজন মাত্র শিক্ষক সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিল না, দশজন ছাত্রও তাহাদের তথাকথিত ভবিষ্যৎ আশা মাটি করিয়া সেই শিক্ষকেরই অনুবর্ত্তী হইল। শিক্ষক মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে মাসের মধ্যে কোথাও তিন দিন কোথাও চারি দিন আহার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। পরিত্যক্ত স্কুলের বাগানে যে কার্পাস উৎপন্ন হইত তাহা দ্বারাই তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় কাপড় প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পূর্ব্বোক্ত দশটি ছাত্রকে তিনি নিজের ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রতিভা তাহার জন্য তদনুরূপ শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। প্রথমতঃ গ্রামের লোকে এই বিষয়বুদ্ধিহীন শিক্ষকটির অথবা নিজের ভাল বুঝে না—এইরূপ হতভাগ্য ছেলে কয়টির বড় একটা খোঁজ খবর রাখিত না। কিন্তু গ্রামে যখন সংক্রামকভাবে কলেরা দেখা দিল তখন অনেক ঘরেই সেবা শুশ্রূষার জন্য ইহাদের আবশ্যক হইল। ইহারাও প্রাণ দিয়া ছোট বড় সকলকে সমানভাবে সেবা করিল। জাতি বিচার না করিয়া শবদাহ করিল, বাউরী বাগ্‌দিরও বিষ্ঠা মূত্র অম্লানবদনে পরিষ্কার করিল। শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ছাত্র কয়টি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া গ্রামটিকে রোগমুক্ত করিল। কর্ম্ম-শক্তির প্রভাবে এবং চরিত্রবলে এই নিরন্ন শিক্ষকটি দৃঢ়চিত্ত বালকের সাহায্যে সমগ্র গ্রামটির হৃদয় জয় করিয়া ফেলিল। তখন গ্রামের ছোট বড় সবাই বুঝিল ঘরে ঘরে অন্ন ভিক্ষা করিয়া যে লোকটি অর্থোপার্জ্জনের সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া কয়েকটি ছাত্রকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিবে বলিয়া তাহাদের গ্রামে অবজ্ঞাতভাবে জীবন যাপন করিতেছে তাহারও একটা মূল্য আছে। প্রথমে সহানুভূতি পরে ভালবাসা শীঘ্রই অবজ্ঞার স্থান অধিকার করিল। ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় এক একটি উপযুক্ত ছাত্র দ্বারা এক একটি পাঠশালা খোলা হইল। হাড়ি, বাগ্‌দি, কুমার, গোয়ালা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ সকল শ্রেণীর ছেলেরাই বিনা বেতনে পড়িবার সুবিধা পাইল। গ্রামে একজন বর্ষীয়সী শিক্ষিতা বিধবা ছিলেন, তিনি সমস্ত গ্রামের উৎসাহ পাইয়া একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন। সেখানে সাহিত্য ও অঙ্ক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিধ গৃহ-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত এবং বয়স ও বুদ্ধি অনুসারে ব্রত-নিয়মাদির অনুশীলন হইত। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে গ্রামের ষোল আনায় মিলিয়া কার্পাসের চাষ করিল, এবং সকলের আন্তরিক যত্নে বিস্তর তুলা উৎপন্ন হইল। পাঠশালা ও স্কুলের বালক বালিকাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বৌ ঝিরাও চরকা চলাইতে লাগিল এবং গ্রামের তাঁতিরা চরকার সূতায়ই কাপড় বুনিতে শিখিয়া গেল। শিক্ষক মহাশয় দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিদ্যারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের সাহায্যে কৃষকগণ নূতন নূতন প্রণালীতে চাষ করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করিতে লাগিল। অন্ন ও বস্ত্র সম্বন্ধে গ্রামটি স্বাধীনতা লাভ করিল। নিজেদের পরিবারস্থ সকলের ভরণ পোষণ করিয়া যাহার যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা নির্লোভ শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সঞ্চিত হইয়া একটি ধর্ম্ম-গোলা স্থাপিত হইল। শিক্ষক মহাশয় বিবাহিত ছিলেন, গ্রামের সকল লোকের আগ্রহে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে সপরিবারে বাস করিতে হইল। গ্রামের আর সকলে যেরূপভাবে বাস করিত তিনিও ঠিক সেইরূপ ভাবেই বাস করিতেন, শিক্ষিত বলিয়া চাল-চলনের কোনরূপ ব্যতিক্রম করিতেন না। সৎশিক্ষার প্রভাবে গ্রামে মদ্যপায়ীর সংখ্যা নিঃশেষ হইল, মামলা মোকদ্দমা গ্রামেই নিষ্পত্তি হইতে লাগিল এবং বিবাহাদি উৎসবেও মিলের কাপড়ের আর চলন রহিল না। যে কয়টি ছাত্র প্রথম হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহারা শিক্ষকের সাহায্যে এবং নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া সুশিক্ষিত হইল। নিজেদের গ্রামের পাঠশালার ভার অন্যান্য ছাত্রের উপর অর্পণ করিয়া এক এক জন অন্যান্য এক একটি গ্রামের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের শিক্ষার সমস্যাও দূর হইল, অন্ন বস্ত্রের সমস্যাও দূর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের সেবা করিয়া তাহাদের জীবনও ধন্য হইল।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা-সমস্যা যে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে তাহার কারণ আর কিছুই নহে—অন্ন-সমস্যা শিক্ষা-সমস্যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশে যে শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহা ভাগাভাগি করিয়াই সকলের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়। আমার ছেলে অল্প পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বেশীর ভাগ ভোগ করিবে—এইরূপ অশুচিত আকাঙ্ক্ষাই যত অনর্থের মূল। সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজে এই আকাঙ্ক্ষা এত অধিক বলবতী হইয়াছে যে উৎপন্ন দ্রব্যের সকল শ্রেণীর মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টনের (Equitable distribution of commodities produced) কথা

তাহারা চিন্তা করিতেও ভয় পায়, শিক্ষিত হইয়া গ্রামের গরীব প্রতিবেশীর চাল চলনে থাকিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। ভবিষ্যৎ আশা (Prospects), সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস (Comfortable living) প্রভৃতি কথাগুলির তাৎপর্য্যার্থ—অল্প পরিশ্রমে অধিক অংশ (Lion's share) গ্রহণের সঙ্কল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যত দিন শিক্ষার সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইবে ততদিন ইহার মীমাংসা হওয়াও অসম্ভব। অন্যের দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া যাহারা নিজের দেশের লোকের বিলাস যোগায় সেই সব দেশের অনুকরণে যদি আমরা শিক্ষার সমস্যা মীমাংসা করিতে চাই তাহা হইলে প্রকাণ্ড একটা ভুল হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াই শিক্ষার সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। ব্যাপকভাবে একটা অনিবার্য্য সামাজিক বিপ্লব ব্যতীত শিক্ষিত সমাজের এই মনোবৃত্তি যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। গ্রামের গরীবরা যে অনন্ত কাল ধরিয়া সকলের নির্য্যাতন সহ্য করিবে না তাহা সুনিশ্চিত। দিন আসিতেছে, যখন তাহারা নিজেদের ন্যায্য ভাগ বুঝিয়া লইতে কসুর করিবে না। যিনি যে ভাবেই শিক্ষার সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন না কেন, অদূর ভবিষ্যতে সেই অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের কথা সবিশেষ চিন্তা করিয়াই প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। সম্প্রদায়-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থ সিদ্ধির বাসনা লইয়া শিক্ষা দান বা গ্রহণের নিয়ম-প্রণালী কত দিন আর স্থায়ী হইবে? অন্যায় এবং অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন জিনিষই স্থায়ীভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে না। যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে ক্রমপরিবর্ত্তন যখন সম্ভব হইল না, তখন বৈপ্লবিক ঘাত প্রতিঘাতে আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্যই অপেক্ষা করিতে হইতেছে। শিক্ষিত সমাজ অন্ধ হইয়া যদি নিজের স্বরূপ এখন দেখিতে না পায়, পরে কিন্তু বহু কষ্টের ভিতর দিয়া সেই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। তখন বর্ত্তমান অবজ্ঞাত গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াই শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। এখন ইচ্ছা করিয়া সামান্য ত্যাগ করিলে যাহা সহজসাধ্য হয়, তখন বাধ্য হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও তাহা মিলিবে না। ভাবী সামাজিক বিপ্লবের এই ধরণেরই পূর্ব্ব ইতিহাস।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। নানা দিক হইতে নানা ভাবে ইন্ধন যোগাইবার চেষ্টারও বিরাম নাই। ফলে, কোথায়ও সংখ্যাধিক্যের মদে উন্মত্ত হইয়া এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে চরম দুর্দ্দশায় ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, আবার কোথায়ও ধর্ম্মভাবের আতিশয্যে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন হইয়া রাজপথকে উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করিয়া "জেহাদের" উপযোগী আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, আগামী নির্ব্বাচন শেষ না হইবার পূর্ব্বে এ প্রচেষ্টার অবসান হইবে না। হইতে পারে, এ কথার মূলে সত্য কিছু আছে; কিন্তু নির্ব্বাচন-ব্যাপারে বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবিশিষ্ট নেতৃমণ্ডলীর সাফল্য লাভের চেষ্টাকেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের একমাত্র কারণ মনে করিলে ভুল হইবে। এরূপ ঘটনারও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যাহা পড়িয়া মনে হয়, অলক্ষ্যে থাকিয়া কল টিপিবার ব্যাপারটা সকল সময়েই উক্ত নেতৃ-মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না। সম্প্রতি ফুলওয়ারীর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিরোধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জগৎনারায়ণ লাল যে সম্মিলিত পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮৯৩ সালে ফুলওয়ারীর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই মর্ম্মে রফা হইয়াছিল যে, স্থানীয় হিন্দুসম্প্রদায় শোভাযাত্রা করিয়া অগ্রসর হইবার কালে মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিবে এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদের শোভাযাত্রা সম্বন্ধে আর কোনরূপ আপত্তি তুলিবে না। এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই উক্ত মীমাংসার সর্ত্তগুলি পালন করিয়া আসিতেছিল এবং এই ব্যাপার লইয়া ফুলওয়ারীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আর কোনরূপ গোলমালও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এবার বিহার-সরকার জনকয়েক হিন্দুকে গান-বাজনাসহ উক্ত মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা করিবার অনুমতি সহ লাইসেন্স দেন এবং তাহার ফলেই বিরোধ উপস্থিত হয়। এ যাবৎ কাল উভয় পক্ষই নির্ব্বিবাদে যে ব্যবস্থা মানিয়া আসিতেছিল, আজ বিহার-সরকার তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইবার কি প্রয়োজন বোধ করিলেন? বিহারের হিন্দু-সভার নেতা শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লাল এবং কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মিলিত পত্রে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন এবারকার এই বিরোধ মিটাইবার যে চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া একজন হিন্দু তাহা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল; মনে হইল, একটা গোলমাল বাধানই যেন তাহার মতলব। এই ব্যক্তির আচরণে, তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নেতৃদ্বয়ের মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদয় হইয়াছে।

স্থানীয় অধিকাংশ হিন্দুই পূর্ব্ব মীমাংসার সর্ত্ত মানিয়া

লইতে প্রস্তুত থাকিলেও, উল্লিখিত ব্যক্তি এবং ঐ শ্রেণীরই আর দুই একজন বিরোধ ঘটাইবার জন্য এত চেষ্টা করিল কেন? হিন্দুসম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষাই কি তাহাদের উদ্দেশ্য? যদি তাহাই হয়, তবে বুঝিতে হইবে এই দুই একজন ব্যক্তি ব্যতীত ফুলওয়ারীর আর সকল হিন্দুই অন্ধ কিম্বা নির্ব্বোধ। সেটা সম্ভব কি না, পাঠকই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে এই বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টার মূলে কি আছে?—ধর্ম্মভাব না আর কিছু? প্রেরণাটা আসিলই বা কোথা হইতে?

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা অনুযায়ী রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের বহু মুসলমান সদস্য বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা অনুসারে সরকারী চাকুরী বণ্টনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যেহেতু সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনেরও অধিকই মুসলমান, সেই জন্য সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমানদের দিতে হইবে; গুণাগুণ বিচারের কিছু প্রয়োজন নাই। রহিমী সদস্যগণের এই আব্‌দার রক্ষার জন্য বাঙ্গলা-সরকার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে দিন "শনিবারের চিঠিতে" পড়িলাম "দিবাকর" "দিবাস্বপ্নে" দেখিয়াছেন যে, রেলগাড়ীতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যার অনুপাতেই বসিবার স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে—অর্থাৎ যে কামরাতে ৩৩ জনের বসিবার স্থান আছে, তাহাতে ১২টি স্থান পাইবে হিন্দুরা, বাকী ২২টি থাকিবে মুসলমানদের জন্য। নিদ্রা ভঙ্গ হইবার পর, ব্যাপারটা বাস্তব নহে—স্বপ্নমাত্র, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া "দিবাকর" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা-সরকার যে ভাবে "আব্‌দার" রক্ষার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া "Divide and rule"—নীতির অনুসরণ ব্যাপারটা যদি সহজসাধ্য হইয়া আসে, কোন বুদ্ধিমান্ সাম্রাজ্যবাদীরই তাহা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হওয়া কর্ত্তব্য নয়—এ কথা ইংরেজ বেশ ভাল করিয়াই জানে। তবে মাঝে মাঝে হিসাবের একটু গড়মিল হইয়া যায়—এই যা চিন্তার কথা।

ণ ণ ণ

গত দাঙ্গার সম্পর্কে কলিকাতায় ৯৭ জন হিন্দু এবং ১০৬ জন মুসলমানকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে। ...রকার যে এই ব্যাপারেও "রহিমী" ব্যবস্থার প্রয়োগ ...রিয়া সাম্প্রদায়িক অনুপাত বজায় রাখিবার চেষ্টা ...ন, তাহা কি আর রহিম সাহেব জানিতেন? তাই সে দিন তিনি ও তাঁহার দলীয় আর কয়েকজন মুসলমান সদস্য ব্যবস্থাপক সভা-গৃহে কাঁদাকাটি আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এরূপ ভুল ভবিষ্যতে আর যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইঁহারা সরকারকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে।

কাঁদিয়া কি লাভ?

চাষের সময় আসিয়াছে; নানা দিক হইতে সেই পুরাতন অভিযোগ আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে—"গান্ধীর লোকেদের জ্বালায় চাষ আবাদ করা দুষ্কর হইয়া পড়িল। গান্ধীর লোকেরা ছোটলোকদের মাথা খাইয়াছে—তাহারা আর ভদ্রলোকদের কথা শুনিতে চায় না; অল্প বেতনে কায করিতে রাজী নয় এবং বেট্ বেগারের কথা বলিলে মুখের উপর দু'কথা শুনাইয়া দেয়।—দেশটা একেবারে উৎসন্ন হইল।"—এই প্রশংসার কতটুকু অংশ "গান্ধীর লোকদের" প্রাপ্য তাহা বলা কঠিন; তবে তথা-কথিত "ছোটলোকেরা" যে নিজেদের স্বার্থ কিছু কিছু বুঝিতে শিখিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রামের ভদ্রলোকেরা এত দিন যে ভাবে নিজেদের ইচ্ছামত "ছোটলোকদের" খাটাইয়া আসিতেছিলেন, এখন তাহা আর সম্ভব নয় বলিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ঘরের কোনে বসিয়া, কল্পনায় "গান্ধীর লোকদের" মস্তক চর্ব্বণের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিয়াই নিশ্চেষ্ট আছেন। প্রতি কার্য্যে পরের উপর নির্ভর করিতে হইলে পদে পদেই যে দুর্গতির সীমা থাকিবে না—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আজও কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই? বুঝিয়া থাকিলেও প্রতীকারের কোন চেষ্টা হইয়াছে কি? মানভূমের গ্রামে গ্রামে এমন বহু ভদ্র পরিবার আছেন, যাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। এই সব পরিবারের সুস্থ সবল বহু যুবক কেবল তাস, পাশা খেলিয়া, বৃথা গল্পগুজব করিয়া এবং গ্রামের দলাদলিতে যোগ দিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। বৃথা অভিমান ত্যাগ করিয়া ইঁহারা যদি চাষের কায নিজেদের হাতে করিতে আরম্ভ করেন, তবে ত এই সমস্যার সমাধান দুই দিনেই হইতে পারে। আর ইহা কি অসম্ভব? "মুক্তির" পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন—ডোমজুরী-নিবাসী শ্রীযুক্ত পরীক্ষিৎ দাস মহাশয় নিজ কার্য্য দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন—ইহা অসম্ভব নয়। মানভূমের ভদ্রপরিবারস্থ যুবকগণ দাস মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি? অভিভাবকগণেরও যুবকগণকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যে, নিজ হাতে নিজের কায করায় সম্মানের হানি হয় না। অন্যের উপরে অযথা দোষারোপ না করিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে।

স্থানীয় সংবাদ।

শুদ্ধি—

ঝরিয়ায় মহাবীর প্রসাদ নামে একজন কাহার তিন মাস হইল মুসলমান হইয়া আবদুল নাম গ্রহণ করিয়াছিল। গত ১২ই জুলাই ঝরিয়ার আর্য্য সমাজ তাহাকে শুদ্ধ করিয়া পুনরায় হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এখন তাহার মহাবীর প্রসাদ নামই বহাল রহিল।

পরিদর্শন—

সরকারী শিল্প বিভাগের প্রধান পরিচালক মিঃ ডি, সি, গুপ্ত কয়লার খনির কাজ দেখিবার জন্য ঝরিয়ায় আসিয়াছেন। অন্যান্য কাজের সঙ্গে তিনি শ্রমজীবীদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস—

ঝরিয়ার ভারতীয় খনি কর্ম্মচারী সমিতির সভ্যগণ নিখিল-ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের আগামী বৈঠক ঝরিয়ায় বসাইবার জন্য যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন উহা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আগামী জানুয়ারী মাসে ঝরিয়ায় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে।

রথযাত্রা—

গত ২৬শে আষাঢ় এখানে রথযাত্রা বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের লোকের ভাগ্যে এবার রথ দেখা ঘটে নাই। রথের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার করিয়াছিলেন যে রথ ২৬শে তারিখে না হইয়া ২৭শে তারিখে হইবে। সেই অনুসারে ২৭শে তারিখে বহু দূর দূর গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে অনেক লোক হইলে গোল মাল হইতে পারে।

ভীষণ মটর-ডাকাতি—

রাঁচি জেলায় শিলা থানার অন্তর্গত নয়াডি নামক গ্রামে শ্রীধর মাঝির বাড়ীতে গত শুক্রবারে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪০ জন লোক সশস্ত্রে রাত্রে প্রায় ১১টার সময় শ্রীধর মাঝির ঘর আক্রমণ করে। গৃহস্থ লোক ও গ্রামের চৌকীদার তীর ধনুক লইয়া ডাকাত দিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করে। শ্রীধর মাঝির স্ত্রী ও অন্যান্য লোক ভীষণ রূপে আহত হয় এবং ডাকাতদেরও কেহ কেহ অল্প বিস্তর জখম হয়। ডাকাতদের প্রহারের ফলে চৌকীদারের গত রবিবারে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ কয়েকজন ডাকাত ৩খানা মোটরে করিয়া আসিয়াছিল এবং বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল। ডাকাতেরা প্রায় ১৪০০০৲ টাকা নগদ এবং প্রায় ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে।

এই ডাকাতির সম্পর্কে ঝালদার প্রভুনাথ বানিয়া ও ঝালিদার নিকটবর্ত্তী স্থানের ১৩ জন লোককে এ পর্য্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুরুলিয়ার একজন মোটর চালকও ধৃত হইয়াছে। পাট-ঝালদায় খানা তল্লাস করিয়া পুলিশ নাকি অপহৃত কতক টাকা ও সোণা উদ্ধার করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত এখনও চলিতেছে। অকুস্থল মানভূমের প্রান্তদেশে এবং ঝালদা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে। ঘটনার পরদিন প্রাতে উক্ত প্রভুনাথ বাণিয়া তাহার বন্দুক চুরি গিয়াছে বলিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা—

গত এপ্রিল মাসে ইন্দুতে মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধীনে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে কবিরাজি হাসপাতাল আবার কি রকম। কিন্তু ইন্দুতে যে কবিরাজি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে তাহাতে সেখানকার লোকের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। যে যে রোগে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয় তাহা ব্যতীত সমস্ত রকম রোগেরই, এমন কি কাটা ঘা নালি ঘা প্রভৃতিরও সুচিকিৎসা হইতেছে। এই হাসপাতালটি একজন বিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। এই রকম স্থানে স্থানে কবিরাজি হাসপাতাল হইলে আমাদের স্বদেশী চিকিৎসা-প্রণালীর শীঘ্রই উন্নতি হইবে।

শিশুর অপমৃত্যু—

গত শুক্রবার পুরুলিয়ায় সকাল বেলায় জনৈক পাটুয়ার দেড় বৎসরের একটি পুত্র সন্তান কূয়ায় পড়িয়া মারা গিয়াছে। ছেলেটি যখন কূয়ায় পড়ে তখন তাহার মা স্থানান্তরে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তিন ঘণ্টা পরে ছেলেটিকে কূয়া হইতে তোলা হয়।

বিবিধ সংবাদ।

বিক্ষুব্ধ পাবনা—

পাবনার অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জে এম, দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃ বর্গ কয়েক দিন হইল সেখানে গিয়াছেন। মুসলমান দুর্বৃত্তগণ সোনাপুর, বনগ্রাম, হরিনারায়ণপুর এবং অন্যান্য বহু গ্রামে হিন্দুদের ঘর বাড়ী লুঠ করিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া নানা প্রকারে হিন্দুদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছে। শিবপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত বেহারী লাল দাস নামক জনৈক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকেও মুসলমান হইবার জন্য জবরদস্তি করে। যথা সময়ে পুলিশ আসিয়া পৌঁছাতে দুর্বৃত্তগণ কিছুই করিতে পারে নাই। সশস্ত্র পুলিশ ও নানা স্থান হইতে স্বেচ্ছা-সেবক যাইয়া পড়াতে গোলমাল অনেক কমিয়া আসিতেছে বটে কিন্তু মফঃস্বলে হিন্দুদের অবস্থা এখনও নিরাপদ নহে। বেশীর ভাগ হিন্দুরাই স্ত্রীলোকদিগকে সহরে পাঠাইয়া দিতেছে। হিন্দু-রিলিফ-কমিটি ও অন্যান্য স্বেচ্ছা-সেবকগণ উপদ্রুত স্থানে বেশ প্রসংশার সহিত কার্য্য করিতেছে। যাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইয়াছে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী তাহাদিগের সহিত একত্রে আহার করিয়াছেন। পাবনার সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষকে অকস্মাৎ তার করিয়া বদলি করা হইয়াছে। অনেকে ইহার কারণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিতা মনে করেন। এখন দাঙ্গার অবস্থা কিঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করিলেও আগামী মহরমের সময় পুনরায় দাঙ্গা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বহু মুসলমানকে এখনও গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

কলিকাতায় আবার দাঙ্গা—

প্রায় মাসাধিক পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তির মিছিল করিবার অনুমতি বারোয়ারী কমিটী প্রাপ্ত হন কিন্তু পুলিশ আবার শেষ মূহূর্ত্তে তাহা বন্ধ করিয়া দেয়, বাধ্য হইয়া দেবমূর্ত্তি বিসর্জ্জন স্থগিত রাখা হয়। বুধবার সংবাদ পাওয়া গেল পুলিশ বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা বাহির করিবার অনুমতি দিয়াছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার সময় ৩০০ লোক লইয়া লরীর উপরে প্রতিমা স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড দিয়া সেণ্ট্রাল এভেনিউর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শোভাযাত্রার সহিত—ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, পদ্মরাজ জৈন, স্বামী বিশ্বানন্দ উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিঃ হার্ট ও অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারিগণ বহু পুলিশ

ও সশস্ত্র সৈন্ত লইয়া শোভাযাত্রার সহিত যাইতেছিলেন। শোভাযাত্রা দিলু মিঞার মসজিদের নিকট উপস্থিত হইলে পর জনকয়েক মুসলমান রাস্তার উপরে বসিয়া পড়িয়া শোভাযাত্রার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় একজন স্থূলকায় মুসলমান আসিয়া ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। এই স্থান হইতেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। সেণ্ট্রাল এভিনিউএর নিকট অবস্থা এরূপ হয় যে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। যাহা হউক মুসলমানদের বহু বাধা সত্বেও নীরবাহার ঘাটে প্রতিমা অক্ষত অবস্থায় বিসর্জ্জন করা হয়। এই দাঙ্গার ফলে সহরের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় ১১২ জন আহত ব্যক্তিকে ভর্ত্তি করা হয়। মেডিকেল কলেজে ৬৫ জন মুসলমান ও ৩২জন হিন্দুকে লওয়া হয়। মোটমাট প্রায় ১০জন লোক নিহত হইয়াছে। বড়বাজার, হারিসন রোড, চিৎপুর রোড, ক্যানিং ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য সমস্তই প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া আছে। পুলিশ ও গুর্খা সহরের নানা স্থানে খানা তল্লাসী করিয়া প্রায় ৬০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। লরীবোঝাই সার্জ্জেণ্ট ও সশস্ত্র পুলিশ ইতঃস্ততঃ পাহারা দিয়া ফিরিতেছে। বৈকালে উপদ্রুত স্থান-সমূহে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। দাঙ্গাকারীরা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি সামান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ হার্ণ্টও অল্পবিস্তর আহত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বর্দ্ধনের বাড়ী, জোড়াসাঁকো থানা, মাড়োয়ারী হাসপাতাল প্রভৃতিও আক্রান্ত হইয়াছিল।

ভারত সরকারের উদাসীনতা—

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সাহায্য-পুষ্ট তদ্দেশীয় কয়লা-ব্যবসায়ীরা সস্তায় কয়লা চালাইয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঝরিয়া, আসনসোল প্রভৃতি স্থানের কয়লার খনিগুলি যে প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। ভারতের কয়লার ব্যবসায় বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপরে শুল্ক বসাইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতের কয়লা-ব্যবসায়ীগণ ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ট্যারিফ্ বোর্ড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে এইরূপ শুল্ক বসাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ভারত সরকার ট্যারিফ্ বোর্ডের অভিমত গ্রহণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর কোন প্রকার শুল্ক বসান হইবে না।

স্বরাজই একমাত্র পথ—

গত ১২ই জুলাই দিল্লীতে এক বক্তৃতায় ডাঃ আনসারী বলিয়াছেন যে আজ হইতে মোসলেম্ লীগ, খেলাফৎ কমিটি ও অন্যান্য সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংগঠন হইতে তিনি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করেন যে স্বরাজ লাভ তাঁহার ধর্ম্ম এবং একমাত্র কংগ্রেসের কার্য্যের ভিতর দিয়াই তাহা লাভ করা যায়।

তিনি সকলকে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছেন।

বাঙ্গালা কাউন্সিল—

গত ১২ই জুলাই সোমবার বাঙ্গালা কাউন্সিলের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সরকার পক্ষ কলিকাতা হাওড়ার এক নূতন পুল নির্ম্মানের বিল উপস্থিত করেন। স্বরাজ সদস্যগণ এই বিলের প্রতিবাদ করার জন্ম উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের ঘোর প্রতিবাদ সত্বেও বিল পাশ হয়। এই পুল তৈরী করিতে প্রায় ৬ ক্রোটী টাকা খরচ পড়িবে। এই টাকা কলিকাতাবাসীদের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করা হইবে।

বোম্বাই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট—

বোম্বাই ইমপ্রুভমেণ্টট্রাষ্টের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে বোর্ডের অধীনস্থ কোন জায়গায় মদের দোকান হইতে পারিবে না বা ঐ ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ঘরও তৈয়ার হইতে পারিবে না।

জাপানে তুলার চাষ—

জাপান গভর্ণমেণ্ট তথায় বহুল পরিমাণে তুলা উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে তুলার জন্ম জাপানকে আর ভারতের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। বর্ত্তমানে জাপানে যত তুলা ব্যবহৃত হয় তাহার অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ হইতে চালান যায়।

ধানবাদের খনি বিদ্যালয়—

ধানবাদে যে খনি বিদ্যালয় হইতেছে তথায় পড়িবার জন্ম মধ্য ভারত ও বেরারের গভর্ণমেণ্ট তথাকার অধিবাসী ছাত্রদের জন্ম ১০০্ টাকা মূল্যের দুটি বৃত্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন। বৃত্তি তিন বৎসর চলিবে।

শেতাঙ্কের খালাস—

বারাকপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জনৈক কুলিকে হত্যা করিবার অপরাধে গৌরীপুর পাটের কলের জনৈক সাহেব কর্ম্মচারীর বিচার হইতে ছিল। বিচার করিয়া বিচারক আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধ—

গত ১১ই জুলাই দেশবন্ধুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, মৌলভি ওয়াহেদ হোসেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বিফল চেষ্টা—

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের লইয়া মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের অন্যায় আবদারে তিনি সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে মারামারি—

কয়লার খনির মজুরদের কার্য্যের সময় বাড়াইয়া দেওয়ার যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা আইনে পরিণত হইয়াছে। যে দিন এই আইন পাশ হয় সে দিন শ্রমিকগণ লর্ড সভায় যাইয়া তাহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করে। অবশেষে কমন্স সভায় রক্ষণশীল ও শ্রমিক সদস্যে মারামারি আরম্ভ হয়। এই আইনের ফলে খনির মালিক কার্য্যের সময় বাড়াইয়া নোটীশ দিলেও শ্রমিকগণ কার্য্যে ফিরিয়া যাইতেছে না।

পারস্যে বিদ্রোহ—

পারস্যে সামরিক বিদ্রোহের ফলে ৫৭ জন সেনার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। খুলেম ও ক্রেসমে জেলায় কয়েকজন সৈন্ত অশান্তি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু তাহাদিগকে শাসিত করা হয়।

মেদিনীপুর জিলা বোর্ড—

গত ২৮শে এপ্রেল মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্যবর্গ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়কে বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সেই নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া দিয়া চেয়ারম্যান মনোনয়ন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং সেই অনুসারে কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খানকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছেন।

কামাল পাশাকে হত্যার চেষ্টা—

মুস্তাফা কামাল পাশার জীবন নাশের জন্ম ষড়যন্ত্র করা উপলক্ষে স্মার্ণায় ১৫ জন আসামী অভিযুক্ত হয়। বিচারে তাহাদের সকলেরই প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় নেতার মৃত্যু—

শ্রীযুক্ত এম্, এ, দেশাই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভার সভাপতি ও কেনিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য ও তথাকার একজন ক্ষমতাশালী নেতা ছিলেন। সম্প্রতি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মারা গিয়াছেন।

বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য

(সি, এফ্ এনড্রুজের ইংরাজির অনুবাদ)

বার্ণিয়ার ১৬৫৬—১৬৬৮ খৃঃ মোগল সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি যে, এম্, থেবেনট্ তাঁহাকে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। এবং অধ্যয়ন দ্বারাই এমন অনেক গুরু বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা অনেকে জল-পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও পারেন নাই। প্রশ্নটী ছিল এই —বাঙ্গালা দেশের উর্ব্বরতা সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের বিষয় সাধারণতঃ যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য কি না।

বার্ণিয়ার আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে ১৬৬০-১৬৬৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে দুইবার বঙ্গ দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এম্ থেবেনটকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরতম প্রদেশ বলিয়া মিশরের খ্যাতি আছে কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করিয়াছি তাহা আমার বিশ্বাস যে এই খ্যাতি বাঙ্গালারই প্রাপ্য কারণ বাঙ্গালায় চাউল এত অধিক পরিমাণে জন্মে যে তাহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ব্যতীত বহু দূরবর্ত্তী প্রদেশেও প্রেরিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার চাউল গঙ্গা-পথে পাটনা এবং সমুদ্র-পথে মসলীপট্টম্ পর্য্যন্ত রপ্তানী হয়। বিদেশেও ইহা প্রেরিত হয়। বাঙ্গালায় চিনিও এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে আরব, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যে যত চিনির প্রয়োজন তাহা বাঙ্গালা হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা মিঠাই মণ্ডার জন্যও প্রসিদ্ধ।

* * *

"সাধারণের মধ্যে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিবার জন্ম শত শত দ্বার উন্মুক্ত আছে কিন্তু বাহির হইবার জন্ম একটীও পথ নাই। ইহার উৎপত্তির কারণ বাঙ্গালার জমির প্রচুর উৎপাদিকা শক্তি এবং বাঙ্গালী রমণীদের মনোরম স্বভাব। বৈদেশিক বণিকদিগকে আকর্ষণ করিবার এত এত বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান পণ্য দ্রব্য অন্য কোন প্রদেশে আছে কি না জানি না। চিনির কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালায় তুলা এবং রেশম এত বেশী হয় যে এই দুইটি পণ্যের জন্ম বাঙ্গালা দেশকে শুধু হিন্দু-স্থান অথবা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, শুধু পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের নয় সমগ্র ইউরোপেরও সাধারণ ভাণ্ডার-গৃহ বলা যাইতে পারে। হল্যাণ্ড-বাসীরা সরু, মোটা, সবুজ, রঙীন প্রভৃতি নানা প্রকারের কার্পাস বস্ত্র বিশেষ ভাবে জাপানে এবং ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিয়া থাকে। কখনও কখনও এই ব্যাপার আমার নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ এবং স্থানীয় অধিবাসিরাও এই সকল পণ্যের যথেষ্ট ব্যাপার করিয়া থাকে।"

অতঃপর বার্ণিয়ার ব-দ্বীপের নদী এবং জল-প্রাণালী-পথে নৌ-ভ্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "বহু পূর্ব্বকালে এই সকল প্রণালী তুলা, রেশম এবং ধান্য প্রভৃতির বাণিজ্যের সুবিধার জন্ম বহু পরিশ্রমে কাটান হইয়াছিল। ইহাদের দুই পার্শ্বেই জনবহুল গ্রাম ও নগর বর্ত্তমান। সর্ব্বত্রই ধান, আঁখ, শস্য তিন চারি প্রকার, শাক-সব্জী, সরিষা, তিল প্রভৃতির দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত ও গুটী পোকার জন্য ছোট ছোট তুঁত গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক এবং অপূর্ব্ব দৃশ্য হইতেছে গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অসংখ্য ছোট ছোট শ্রেণী বদ্ধ দ্বীপ। এই সকল প্রণালী ও দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্য দিয়া হুগলী হইতে পিপ্‌লী পর্য্যন্ত নয় দিবস ব্যাপী ভ্রমণ আমার এখনও মনে হয়।

অনেক পৃষ্ঠা ধরিয়া ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় এরূপ সঠিক ভাবে বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমান সময়েও তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই বিবরণ হইতে কার্পাস ও রেশমের সূতা কাটা এবং বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি গৃহ শিল্পের অত্যাধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতে পারে। কারণ এই দূর প্রসারিত বাণিজ্য দ্বারাই যে এই প্রদেশ এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বার্ণিয়ার যে বাঙ্গালাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও মনোরম দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট আবেগের পরিচয় পাওয়া গেলেও, অতিরঞ্জন কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আওরঙ্গজেবের সময়ে বাঙ্গালার যে এই অবস্থা ছিল তাহার মূলে ছিল বাঙ্গালার কুটির শিল্প। সেই অপূর্ব্ব জলপথ, সহরের রমণীয় দৃশ্য এবং তীর-বাসি বাঙ্গালীর সুন্দর এবং সুগঠিত মূর্ত্তি—এই উভয়ের নিদর্শনই আমরা এই সুস্পষ্ট বর্ণণার মধ্যে পাই।

কিন্তু সোণার বাঙ্গালার আজ আর অতীতের সে ঐশ্বর্য্য নাই। বাঙ্গালীর মূর্ত্তির মধ্যে পুরাতন জলপথের উভয় পার্শ্বে

স্থিত ক্রম-দৃশ্য শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে অতীতের সেই সৌন্দর্য্য আজও বহু লপরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকল দিকেই দারিদ্র্য, ধ্বংস, অভাব এবং শ্রীহীনতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রায় সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ভাগীরথির উভয় তীরের শ্যাম শোভা পাটের কলের উদ্‌গীর্ণ ধূম্র কলঙ্কিত হইয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এই ভাবে নষ্ট করার বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক শোষণ যাহা হইতেছে সৌন্দর্য্য হানি অপেক্ষা তাহা সমধিক শোচনীয়। শান্তি-নিকেতনের নিকট-বর্ত্তী বহু গ্রাম ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। আমি গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াছি, দেখিয়াছি অধিকাংশ গৃহই পতনোন্মুখ, জলাশয়গুলি শুষ্কপ্রায়, যে কয়টী কুটীর অবশিষ্ট আছে সেগুলিও অপরিচ্ছন্ন, তাহাদের চারিদিক আবর্জ্জনা রাশিতে পরিপূর্ণ ও শ্রীহীন। দারিদ্র্য এবং ধ্বংসের চিহ্ন প্রত্যেক দিকেই বর্ত্তমান। গ্রামবাসীর উদ্যমহীনতা এবং ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য ধ্বংসের ভয়াবহ মূর্ত্তিকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। এই অবনতির মূল কারণ—ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে অল্প মূল্যে কলের সূতা এবং কাপড়ের আমদানী এবং তাহার ফলে বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের দ্রুত ধ্বংস। এই ধ্বংসের বিবরণ ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার শিল্প প্রধান গ্রাম্য-জীবনের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শাসক সম্প্রদায় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে এই পরিবর্ত্তনের সমর্থন এবং সাহায্য করিতেছিলেন। জনসাধারণ এই নূতন শক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল আর ইহার প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্যও তাহাদের একেবারেই ছিল না।

কল কারখানা স্থাপনের ফলে ইংলণ্ডেও এইরূপ ভাবেই গ্রাম্য জীবনের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে শাসিত এবং শাসক একই দেশের লোক ;—এক পক্ষের ক্ষতিতে অপর পক্ষেরও যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। সুতরাং ধ্বংসের হাত হইতে অব্যাহতির সুযোগ ইংলণ্ডবাসীর যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনাধীনে বাহিরের লোকেরাই ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, সুতরাং ক্ষতি স্থায়ী হইয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

অতীতের সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার একটা মাত্র পথ আছে। পথটা সরল এবং সঙ্কীর্ণ হইলেও ইহা মুক্তিরই পথ। ইহা দুর্ব্বলতার চিহ্ন স্বরূপ আত্মসমর্পনের প্রশস্ত ধ্বংসের পথ নয়। আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিয়া একাগ্রতার সহিত গ্রামের ঘরে ঘরে চরকা এবং তাঁতের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেই সেই সোণার বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি আবার ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে।

(—ইয়ং ইণ্ডিয়া।)

যাঁহারা নানাবিধ চিকিৎসা করাইয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছেন, যাঁহারা প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের সাহায্য চাহেন ও যাঁহাদের শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে ইচ্ছা আছে,

তাঁহাদের পক্ষে

সুসংবাদ

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মাহাসো অধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাহাদুর সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ফ্যামিলী ডাক্তার, এবং মুর্শিদাবাদ আজিম গঞ্জস্থ রায় গণপৎসিং বাহাদুরের হারোয়াত ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল অফিসার। কুষ্ঠ রোগে সিদ্ধহস্ত, প্রসিদ্ধ চক্ষু-রোগবিদ। ও

অদ্বিতীয় কুষ্ঠ চিকিৎসক

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম্, বি, (হোমিওঃ)

তীর্থ ভ্রমণকালীন সাধু মহাত্মাগণের কৃপালব্ধ অব্যর্থ মহৌষধি দ্বারা ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ (যত খারাপই হউক না কেন), বাতরক্তাদি, পারাবিকৃতি, উপদংশ-জনিত ক্ষত ও সর্ব্ব প্রকার দূষিত ক্ষত, অর্শ, ভগন্দর, বাত, বসন্ত, পক্ষাঘাত, শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বন্ধ্যা, বাধক, মৃতবৎসা ও সূতিকা রোগাদি সমুদয় কঠিন কঠিন ব্যাধি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়া থাকেন। হোমিও ইনজেকসন দ্বারা, হাঁপানি, ক্ষয়কাশ, প্রমেহ বহুমুত্র মৃগী, হিষ্টিরিয়া উন্মাদ প্রভৃতি জটিল ও দুরারোগ্য রোগ সকল মন্ত্রবৎ আরোগ্য করা হয়। হতাশ রোগীর একমাত্র আশ্রয়স্থল।

তেজ—স্ফুর্ত্তী—শক্তি এই তিনটী মানব জীবনের প্রধান অবলম্বন। আবার **স্বাস্থ্য-সুখ-আনন্দ** এ তিনটীও প্রত্যেকেরই কামনার বস্তু। অতএব যদি শরীর সতেজ দেখিতে চান, যদি অনবরত মনে স্ফুর্ত্তী পেতে চান, যদি নূতন নূতন রক্ত কণিকা উদ্ভূত করাইয়া ভীমের ন্যায় শক্তি লাভ করিতে বাসনা থাকে, যদি স্বাস্থ্য ধনে ধনী হইতে ইচ্ছা থাকে, যদি প্রিয়তম পুত্র কন্যা দিগকে নিরাময় দেখিয়া সুখী হইতে চান, যদি সংসারে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে চান তবে—

সন্ন্যাসী দত্ত **অবধৌতিক রসায়ন** সেবন করুণ

শরীর হৃষ্ট পুষ্ট করিতে, বল বৃদ্ধি করিতে, স্মৃতি শক্তির উত্তেজনা করিতে ইহার তুল্য ঔষধ নাই। যে কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হউক না কেন ইহা সেবনে মনে স্ফুর্ত্তী, পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা এবং শরীর মাংসল ও বলাধান হয়। যাহারা বিলাতীর মোহে পড়িয়া ভাইরোন, ম্যানোলা প্রভৃতি সুরা পান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অশ্বগন্ধা, অনন্তমূলাদি ২১ খানি দেশীয়, তেজস্কর ভেষজ মিশ্রিত, মহাপুরুষগণের আদেশানুসারে প্রস্তুত, সুধা সেবন করিতে অনুরোধ করি।

বড় বোতল ২৸০, মধ্যম ১॥০ টাকা ও ছোট ৮৵০ তের আনা মাত্র। মাশুল পৃথক্। যাঁহারা একবার লইতেছেন তাঁহারা শত মুখে প্রশংসা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন রোগের ব্যবস্থা জন্য আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন অথবা রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**

এম্, বি, (হোমিওঃ)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদরতি জোড়া দীঃ ৬,৩॥০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২২৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি,এম,তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংস ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭॥০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বার্টন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

বাংলা ভাষায় **মহাত্মা গান্ধীর** জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। **মহাত্মার** ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মল্লভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ॥৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ডিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১০৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—।৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। **মুথানল**(Muthanol)—র‍্যাডিয়েস্ন্ হাইড্রক্সাইড অব বিসমাথ।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ রোগীর রোগ উপশম করিতেছে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৯৲ টাকা

২। **পুলমো-বাইলি** (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা

৩। **ওপোবিল**(Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা।

৪। **মেটাকিউপ্রোল**(Metacuprol)—সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

প্রতি টিউব —১৷৹ টাকা।

৫। **ফোরক্সল** (Forxol)—পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা

৬। **ইউরোফাইল** (Europhile) —ইউরিক এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—

সকল ডাক্তারী দোকান অথবা

অমিতাভ ঘোষ।

ফোন নং ৫২৫১ কলিকাতা. ১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোষ্ট বক্স—৪৩৭

টেলিগ্রাম :—Printrade

টেলিফোন নং :— ৬১৭ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ !

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

স্বাদি দেশি প্রস্তত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুন।

এই কোম্পানি ১৮৬১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) ও **ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরী, আরবী পার্সী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় যাহাতে অতুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র স্বত্বাধিকারী

এন, এন, সান্যাল

৯০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত সেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।

শাখা :—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185. ভূতের অনুচর

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৩, ২৬শে জুলাই ১৯২৬ | ৩২ শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী- ৵০ ও ৸০ আনা, মকরধ্বজ —৪৲ তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।/০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মাহেশ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

নিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেসক্রিপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া

বাড়ী বিক্রয়

নীলকুঠিডাঙ্গায় ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটি বাড়ী বিক্রয় হইবে। রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড পাকা দালান, ভিতরে এবং বাহিরে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। এই বাড়ী হইতে এখন মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়া আদায় হইতেছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

শ্রীচণ্ডী চরণ কর

১—১—২৬ নীলকুঠি ডাঙ্গা

পুরুলিয়া।

বিনা ওজরে মূল্য ফেরত।

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৷৹ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—২ সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

প্রমেহারি সুধা—নূতন, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মিট, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতির মহৌষধ বড় ১ শিশি ২৷৹, ছোট ১৷৵৹।

বাতারি তৈল—বাত, গাঁটউ, গেটে বাত, ঝিনঝিনে বাত প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ২ সপ্তাহের খাইবার ঔষধ সহ ১ শিশি তৈল ২৷৹

দক্রনাশিনী তৈল—দাদ, কোঁচদাদ, কাউর, বিপাউক্ত প্রভৃতির ধন্বন্তরী। ছোট শিশি ।৵৹, বড় শিশি ৷৹

অবধৌতিক রসায়ন—শুক্রতরল, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, স্মরণশক্তিহীন, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটোরিয়া প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। বড় শিশি ২৸৹, মধ্যম ১৷৹, ছোট ৸৵৹ মাশুলাদি পৃথক্।

উপরিউক্ত ঔষধ ব্যবহারে এবং আমাদের দ্বারা যে কোন রোগের চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে, বিনা ওজরে সমুদয় মূল্য আনন্দের সহিত ফেরৎ দেওয়া হয়। ষ্ট্যাম্প দিয়া এগ্রিমেণ্ট লিখিত।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**

এম্, বি, (হোমিওঃ)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুলালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার, ৯ গ্রাফ কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, রুলবহি ২ খানা, সচ ২৫টী, সুতা কাঠিম, সিল্ক আটী ১টী, বোতাম ২টী, ব্রুমেন ১৬ পুরিয়া, সেপটিপিন ১টী, টম বিট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, খোলকরতাল ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

লক্ষ্মীকান্ত নাগের সন্দেশের দোকান।

(ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকান।)

যদি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট খাবার পাইতে চান তবে একবার নাগের ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনের দোকানে আসুন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি ঘিএর বিশুদ্ধতায় এবং খাবারের রকমারিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাজারের ভেজাল ঘি এর খাবার খাইবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন ?

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৪ কৌটা লইলে ১টী জগৎবিখ্যাত ষ্টিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী ফাউণ্টেনপেন উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।৹ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র:

সি, স্মুশেলী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাত্র ৬৲ টাকায় একশত টাকার উপকার

স্বদেশী আলপাকা শাড়ী!

ইহা অার গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, কোরসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জল, নরম ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থান পরিবর্ত্তন! স্থান পরিবর্ত্তন !!

শ্রীরাম কিঙ্কর নাগের সুপ্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকান সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য শীঘ্রই চকবাজারে উঠিয়া যাইতেছে।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸৹ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

"মুক্তি"

"অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব—দেশহিত-ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হও নত !"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সন ১৩৩৩ সাল, ১০ই শ্রাবণ সোমবার

ভূতের অনুচর

আটশ বছর পূর্ব্বেকার কথা। স্বদেশ-দ্রোহী জয়চাঁদের প্রেতাত্মা যখন পাশবদ্ধ হইয়া বিচারার্থ যম রাজের নিকট নীত হইল তখন সে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিল, "মহারাজ, জীবিত অবস্থায়ই আমার পাপের যথেষ্ট শাস্তি হইয়া গিয়াছে, এখন আমাকে নিষ্কৃতি দিন। নিজের আত্মীয় পৃথ্বীরাজের উপর হিংসার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহাকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মহম্মদ ঘোরীকে ডাকিয়া আনিলাম, শেষে কি না সেই বিধর্ম্মীর নিকটই পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইল, মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল, মরিয়াও ত হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না, ইহাতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ?" পাপ পুণ্যের বিচারক দণ্ডদাতা যমরাজ আসামীর কোন কথার জবাব না দিয়া চিত্রগুপ্তকে বিচার ফল লিখিয়া লইতে বলিলেন—"আসামী স্বদেশ-দ্রোহী, নিজের একটা নীচ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, নরকেও ইহার স্থান হইবে না, ইহার সঙ্গ দোষে নরকের পাপীদের মধ্যেও একের অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সৃষ্টি হইবে, ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়া তীব্র যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে করিতে নিরাশ্রয় ভাবে কখনও গ্রামের বট গাছে, কখনও শ্মশানে, কখনও বা কোন পরিত্যক্ত বাটিতে অস্থির হইয়া কাল কাটাইতে হইবে, কর্ম্মফল হিসাবে এই দণ্ডই ইহাকে ভোগ করিতে হইবে, গয়াতে পিণ্ড দান করিলেও ইহার উদ্ধার হইবে না।" সেই অবধি জয়চাঁদ ভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। একে কৃত কর্ম্মের স্মৃতির জ্বালা, তাহার উপর মনোমত সঙ্গীর অভাব, যন্ত্রণার কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। সময় সময় দুই এক জন সঙ্গী-ভূত যে না জুটিত তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের অস্থায়ী সঙ্গ লাভে জয়চাঁদের ভূতের তাদৃশ তৃপ্তি লাভ হইত না। সমকক্ষ না হইলে কি সখ্যতা স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি হয় ? একবার আকবরের আমলে রাজপুতনার এক বিখ্যাত রাজার প্রেতাত্মার সহিত কিছুদিনের জন্য ভাব হইয়াছিল কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সে কোথায় অদৃশ্য হইল জানা গেল না। পরে, সময়ে কোন মহারাষ্ট্রীয় ভূত, সময়ে কোন পাঞ্জাব প্রদেশের ভূত, সময়ে কোন বঙ্গ দেশের ভূত জয়চাঁদের ভূতের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে অগ্রসর হইত, কিন্তু সে কাহাকেও বন্ধুর যোগ্য বলিয়া মনে করিত না। বহুকাল পরে খোদাতাল্লার বিচারে মীরজাফরের প্রেতাত্মারও জয়চাঁদের দশা ঘটিল। উভয়ের সাক্ষাৎ হইতে বিলম্ব হইল না। আলাপ করিয়া উভয়েই বুঝিল, অন্তরের জ্বালায়, পূর্ব্ব স্মৃতির বেদনায়, এবং চিত্তের অস্থিরতায় কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নয়। সমদুঃখের অনুভূতিতে ভূতে ভূতেও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। উভয়েরই মনের কথা খুলিয়া বলিবার উপযুক্ত পাত্র জুটিল। যখন মানব দেহে অবস্থান করিতেছিল তখনকার ষড়যন্ত্রের কথা, বিশ্বাসঘাতকতারি কথা, আশা নৈরাশ্যের কথা, মান অপমানের কথা এবং জ্বালা যন্ত্রণার কথা যতই বলাবলি করিতে লাগিল, ভূতের ব্যাপার মানুষের ব্যাপারের উল্টা বলিয়া অন্তরের কষ্ট ততই বাড়িতে লাগিল, তথাপি একে অন্যের কাছে সব কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। এই ভাবে প্রায় দেড় শত বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন কলিকাতার গড়ের মাঠের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসিয়া আছে এমন সময় মীরজাফরের ভূত খেয়াল বসে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। লাট প্রাসাদের দিকে তাকাইয়া দেখিল, একদল লোক বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সন্ত্রস্ত ভাবে লাট সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, কালীঘাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল একজন সন্ন্যাসী বহু শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাহার অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেছে ও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রীর সমুচিত সেবার আয়োজন হইতেছে, টাউন হলের দিকে তাকাইয়া দেখিল বক্তৃতান্তে বক্তার পিছনে পিছনে একদল লোক ঠেলিয়া বাহিরের পথে অগ্রসর হইতেছে। সাহিত্য-মন্দির, অধ্যাপকের কক্ষ, বৈষ্ণবের আখড়া, থিয়েটারের ঘর, খেলার মাঠ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইল গণ্য মান্য যাহারা সকলেই চর অনুচর, সেবক উপসেবক, শিষ্য সামন্ত লইয়া বেশ প্রতিপত্তি জমাইতে চেষ্টা করিতেছে। ভূত হইলেও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। মনে ভাবিল খৃষ্টানদের খোদাতাল্লা যখন বিদ্রোহী বলিয়া সয়তানকে নরকে নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন সকল ভূতের একচ্ছত্র সম্রাট্ সেই সয়তান মহারাজ ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, চর অনুচর সংগ্রহ করিয়া নিজের দল পুষ্ট করিয়া খোদার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! তাঁহার প্ররোচনায় মনুষ্য সমাজেও দেখিতেছি তাহাই ঘটিতেছে, আমরাই বা নিশ্চেষ্ট থাকি কেন ? বন্ধুবরের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। জয়চাঁদের মনের কোণে সুদূর ভবিষ্যতে

ভগবৎকৃপায় ক্ষীণ আশা তখনও বর্ত্তমান ছিল কিন্তু সঙ্গীর সয়তানী বুদ্ধির প্ররোচনায় তাহাও লুপ্ত হইল। উৎসাহের সহিত বলিল—ভায়া, এ পরামর্শ ত মন্দ নয়। আমরা ইচ্ছা করিলেই ত মানুষের দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়া তাহার হৃদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারি; একবার যদি স্বদেশদ্রোহিতার ভাবে কাহারও চিত্ত অভিভূত করিতে পারি তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহাকে ভূত হইয়া আমাদের অনুচর হইতেই হইবে—আর আজকাল মানুষের যেরূপ অর্থ-লোভ, চাকরীর লোভ, উপাধির লোভ, যাহার সহিত মতের মিল নাই তাহাকে জব্দ করিবার লোভ এবং সর্ব্বোপরি অহেতুক তোষামোদ করিবার লোভ প্রবল হইয়াছে তাহাতে লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করিবার ছিদ্র খুঁজিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না। লোকের মনটা একবার আমাদের ভাবে আবিষ্ট করিতে পারিলে, কোথায় বা থাকিবে তাহার বিচার-শক্তি আর কোথায় বা থাকিবে তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞান। এস, এস, আর কালবিলম্ব করিয়া কাজ নাই, তুমি চাপ ভায়া মুসলমানের ঘাড়ে, আর আমি চাপি, ভায়া, হিন্দুর ঘাড়ে। উভয়ে সঙ্কল্প স্থির করিয়া অনুচর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথমেই ভূতাবিষ্ট হইলেন এক রায় বাহাদুর। দীর্ঘকাল পুলিশে চাকরী করিয়া তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাকাঙ্ক্ষা তাহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চাকরীর প্রারম্ভে সত্যিকার চোর ডাকাত ধরিয়া বেশ কর্ম্ম-তৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু চোর ডাকাত যখন দুষ্প্রাপ্য হইল তখন নিজের এলাকায় চোর ডাকাত তৈয়ার করিবার অনেক নূতন নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবারও ব্যবস্থা করিলেন। দ্রুতগতিতে চাকরীর উন্নতি হইতে লাগিল এবং অবশেষে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইলেন। একটু উচ্চ পদস্থ বলিয়া নিম্ন কর্ম্মচারীদিগকে চাকরীতে বহাল করিবার সময় ব্যতীত নানা রকমে অর্থাগম কমিয়া আসিল। কিন্তু যে যাহা চাহে তাহার তাহাই প্রায় মিলিয়া যায়। রায় বাহাদুরের ভাগ্যে সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিরূপে এই আন্দোলনটাকে নিজের কাজে লাগান যায় এইরূপ মনে ভাবিতেছেন এমন সময় জয়চাঁদের-ভূত তাহার ঘাড়ে চাপিল, অর্থ-গৃধ্নুতার ছিদ্র দিয়া হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিল। মনে ভাবিলেন, জীবনে ত অনেক পাপ করিয়াছি, দেশদ্রোহিতার পাপ এমন কি আর জঘন্য যে তাহা করিতে পারিব না? বিবেকের সহিত কিছুক্ষণ লড়াই চলিল, মীরজাফরের পরিণামের কথা ভাবিলেন, জয়চাঁদের পরিণামের কথা ভাবিলেন কিন্তু ভূতাবিষ্ট চিত্তে কিছুই স্থায়িত্ব লাভ করিল না। স্থির করিলেন, পাপ পুণ্য বিচার করা দুর্ব্বলতা মাত্র, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আসে তাহাই করিতে হইবে। ভূতাবিষ্ট ভাবে কাজে লাগিয়া গেলেন—বাছিয়া বাছিয়া গোয়েন্দা নিয়োগ, ভয়াবিষ্ট লোকের বাড়ী খানাতল্লাসী, স্কুল কলেজের নির্দ্দোষ ছাত্র শীকার, সহকর্ম্মীদিগকে মিথ্যা রিপোর্ট লিখিবার পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি নানা কার্য্যের ভিতর দিয়া দেশের লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাগম আশানুরূপ না হইলেও পরের অনিষ্ট সাধনেই একটা নারকীয় তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন সেই সুখ ভোগ করিবার সুযোগ হইল না। অকস্মাৎ অপঘাতে মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুর পরে দেশ-দ্রোহী ভূতের অনুচর হইলেন।

মীরজাফরের ভূতও নিশ্চেষ্ট ছিল না, এক খাঁ সাহেবের ঘাড়ে চাপিল। খাঁ সাহেব ছিলেন ফৌজদারী বিচারকর্ত্তা। জেলার কর্ত্তার সহিত নিত্য দেখা করিয়া প্রত্যহ সেলাম দেওয়ার বাহাদুরীই ছিল তাহার প্রধান গুণ। পুলিশ-চালানী মোকদ্দমার আসামী হইলে তাহার আর নিষ্কৃতি থাকিত না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হাটে বিলাতী নূন লুট করিবার অপরাধে কয়েকজন যুবক পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হয়। খাঁ সাহেব সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। যুবকগণ হাটে গিয়া বিলাতী জিনিষ বহিষ্কার করিলে দেশের কি উপকার হইবে তাহাই হাটের লোকদিগকে বুঝাইতেছিল, আর কিছু করে নাই। কিন্তু পুলিশ-চালানী মোকদ্দমার আসামী খালাস দিলে খাঁ সাহেবের জেলার কর্ত্তার কাছে মুখ দেখান যে দায় হইবে মনের ভূত তাহাকে বারংবার তাহাই বুঝাইতে লাগিল। বিবেকের বাণী না শুনিয়া খাঁ সাহেব আসামীদিগকে এক বৎসরের জন্য কারাবাসের আদেশ দিলেন। খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর আর একজন ভূতের অনুচর জুটিয়া গেল।

এইরূপ কোন সময়ে স্কুলের হেডমাষ্টারকে ভূতাবিষ্ট করিয়া তাহাকে দিয়া গোয়েন্দার কাজ করাইয়া, কোন কোন দুর্ব্বলচিত্ত দেশ-সেবকের মনের মধ্যে উল্টা বুদ্ধি জন্মাইয়া দিয়া তাহাকে দিয়া বিশ্বাসঘাতকের কাজ করাইয়া জয়চাঁদ ও মীরজাফরের ভূত বহু অনুচর সংগ্রহ করিল। ভূতের একটা নূতন রাজ্য গঠিত হইল। তাহাতে চৌকীদার, খানসামা হইতে আরম্ভ করিয়া হাকিম, মাষ্টার, পুলিশ, উকীল, মোক্তার, জমীদার প্রভৃতি সকলেই নিজের নিজের স্থান অধিকার করিল। বাহিরে যে যাহার কাজ করিয়া যায় কিন্তু সকলের মনের ভিতরই ভীষণ আগুন অহর্নিশি দগ্ধ করে। এই রাজ্যেও এক বিভ্রাট ঘটিল—যত হিন্দু ভূত তাহারা জয়চাঁদকে রাজা করিতে চাহিল, আর মুসলমান ভূত তাহারা মীরজাফরকে ভূতের রাজা করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। দুই দল হইল, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মীরজাফর

বয়সে নবীন উৎসাহ বেশী কিন্তু বৃদ্ধ জয়চাঁদের বুদ্ধির সহিত পারিয়া উঠে কি না সন্দেহ হইল। নিজের দলের মধ্যে মন্ত্রীর উপযুক্ত কাহাকেও না দেখিয়া একজন অতিবুদ্ধিমান মুসলমান নেতার ঘাড়ে চাপিল, তাহার মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতের রাজ্যের মন্ত্রী করিবার প্রলোভন দেখাইল, নমাজের সময় আল্লার উপাসনা ভুলাইয়া দিয়া সয়তানের উপাসনার নূতন পদ্ধতি শিখাইয়া দিল, দেশদ্রোহিতার জ্বালাময় ভাবে তাহাকে অভিভূত করিল। তাহার চিন্তায়, তাহার বাক্যে ও তাহার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে পরিচয় পাইল যে সে দেশ-দ্রোহী, ভূতের খাঁটি অনুচর হইবার উপযুক্ত হইয়াছে, সুবিধামত তোষামোদ বা ভয় প্রদর্শনে কেমন করিয়া কাজ হাঁসিল করিতে হয় তাহাও জানে, নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতে লাগিল দেশদ্রোহিতার রাজ্যে আমারই জয় জয়কার। জয়চাঁদের বৃদ্ধ ভূত এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ক্ষুণ্ণমনে ভাবিতে লাগিল এখন উপায়?

বড় লাট সাহেবের বক্তৃতা—

সম্প্রতি বড়লাট সাহেব ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার এই বিরোধ মিটাইবার এবং এই বিরোধের কুফল হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন; এ বিষয়ে ভারত-সরকার তথা প্রাদেশিক সরকার-সমূহের বিন্দুমাত্রও ত্রুটী হয় নাই। বিরোধ যে মিটিতেছে না তাহার জন্য সরকারকে দায়ী করা চলে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিহার করিয়া যদি ঐকান্তিকভাবে বিরোধ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তবেই সরকারের প্রয়াস সফল হইতে পারে—অন্যথা নহে। বড়লাট সাহেব এদেশে নূতন আসিয়াছেন, তাই তাঁহার কথাগুলির ভিতর একটা সরলতা ও আন্তরিকতার ভাব স্থানে স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই নাই। তবে প্রাদেশিক সরকার-সমূহের কর্ম্মপটুতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা সম্বন্ধে তিনি যে মূল্যবান সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন, তাহা আমাদের যদি কিছু অধিক মাত্রায়ই অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় তজ্জন্য আমাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না। তাহার কারণ এই যে, আমরা এ দেশেরই লোক এবং এখানে যাহা কিছু দেখিবার ও শুনিবার আছে নিজেদের চোখ ও কাণ দিয়াই তাহা দেখি ও শুনি।

সহঃ ভারত-সচিবের উক্তি—

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে উইন-টার্টন সাহেব সে দিন পার্লামেন্টে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা শুনিয়া এবং পাঠ করিয়া ইংরেজ এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকগণ যে খুবই আশ্বস্ত হইয়াছেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অন্য যে কোনও ব্যাপারে যত মতদ্বৈধই থাকুক না কেন, ভারত সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারেই তাহারা একমত। দলনির্ব্বিশেষে সদস্যগণের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া সহকারী সচিব মহাশয় সে দিন যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—ভারতের ব্রিটীশ সাম্রাজ্য অটুট্ রাখিবার জন্য যাহা যাহা করা দরকার ভারত-সরকার সবই করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের এবং ব্রিটীশ সরকারের কোন প্রয়াসই নিষ্ফল হয় নাই। ভারত সরকারের কার্য্যতৎপরতার ফলে ভারতীয় বিপ্লব-পন্থীদের ভারত-বিজয়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ও পুলিশ সার্ভিসে উপযুক্ত ইংরেজ যুবকের সংখ্যা আবার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—এ বিষয়ে ভারত-সচিবের চেষ্টা সফল হইয়াছে। এই সব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া সহকারী সচিব মহাশয় ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা তোলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিরোধ বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। তবে ভারত-সরকার এই বিরোধ মিটাইতে আদৌ সমর্থ হইয়াছেন কি না সে সম্বন্ধে সচিব মহাশয় কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এইরূপ মৌনাবলম্বনের তাৎপর্য্য কি? বুঝিতে হইবে কি যে, ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বাভিলাষী ইংরেজগণ সাম্প্রদায়িক বিরোধের সংবাদ পাইলেই সন্তুষ্ট, বিরোধ মিটিল কি না তাহা জানিবার আগ্রহ তাঁহাদের আদৌ নাই?

অদ্ভুত ব্যবস্থা—

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর স্যার্ হুইলার সে দিন সিংভুম জিলাবোর্ডের সদস্যগণের অভিনন্দনের উত্তরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে জিলাবোর্ডগুলিকে বিশেষ কিছু আর্থিক সাহায্য করা বিহার-সরকারের পক্ষে অসম্ভব, কারণ এ বৎসর জল সরবরাহের জন্য মোটমাট ৪ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। সহজেই অনুমান করা যায়, এই সামান্য অর্থে এত বড় একটা প্রদেশের জলাভাব কি পরিমাণে দূর হইতে পারে। তাহার উপর যদি ভুলিয়া না যাই যে, এই ক্ষুৎপীড়িত, জলাভাবগ্রস্ত লোকগুলিকে শাসন করিবার জন্য বিলাত হইতে যাঁহাদের শুভাগমন হয় তাঁহাদিগকে দিন দিন বর্দ্ধিতহারে বেতন যোগাইবার জন্য সরকারের কোন দিনই অর্থের অভাব হয় না, তখনই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি—স্বরাজ কেন চাই। প্রজারা মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাউক—কিছুই আসে যায় না, কিন্তু শাসকগণের বিলাসবাহুল্যের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে পারিবে না—এরূপ ব্যবস্থা ভারতের মত পরাধীন দেশেই সম্ভব।

স্থানীয় সংবাদ।

মহরম—

পুরুলিয়াতে মহরম অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শান্তিতেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার হিন্দুরা তেমন উৎসাহের সহিত যোগদান করে নাই। সহর হইতে মাইল তিনেক দূরে পুদিবাঁধ নামক এক গ্রামে এবার মহরমের মিছিল লইয়া গোলমালের সূত্রপাত হইয়াছিল। ব্যাপারটা এই—পুদিবাঁধ একটি মাহাত প্রধান গ্রাম, আর তাহার নিকটবর্ত্তী টাটাড়ি একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। টাটাড়ির মুসলমানগণ প্রত্যেক বৎসরই মহরমের তাজিয়া পুদিবাঁধ গ্রামের ভিতর দিয়া ঐ গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরস্থানে লইয়া যায়। প্রত্যেক বৎসরই তাজিয়া জনৈক মাহাতর খামাড় জমীর উপর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মাহাতরা এ বিষয়ে কোন দিন বাধা দেয় নাই। খামার বাড়ীতে প্রবেশ পথের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বটগাছ থাকায় একটু অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া তাজিয়া খামার বাড়ীতে নেওয়া হইত। এবার মুসলমানেরা ঐ বটগাছের একটি ডাল কাটিয়া উহার নীচ দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া জীদ ধরিল। মাহাতরা কিছুতেই রাজী হইল না। ইহাতে গোলমালের সূত্রপাত হয়। পুলিশ সাহেব এবং এস্, ডি, ও এই খবর পাইবামাত্র তথায় মোটরযোগে একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া উপস্থিত হন। ইঁহাদের চেষ্টায় গোলমাল বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। যাহা হউক অবশেষে উভয় পক্ষে একটা মিটমাট হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা এক এগ্রিমেন্ট লিখিয়া দিয়াছে যে প্রত্যেক বৎসর একই রাস্তা দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইবে।

পুরুলিয়া হিন্দী পুস্তকালয়—

গত ২০শে জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় স্থানীয় "শ্রীমহাবীর-হিন্দী-পুস্তকালয়ের" প্রথম বার্ষিকোৎসব উক্ত পুস্তকালয় ভবনে পণ্ডিত লালমোহন ত্রিবেদীর সভাপতিত্বে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভার প্রারম্ভে স্থানীয় ভজনাশ্রমের ভজন-মণ্ডলি দ্বারা মাঙ্গলিক গান হয়। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষার প্রচার ও উন্নতি কল্পে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কিষণলাল বাজগাড়িয়া, সেক্রেটারী মহাশয় পুস্তকালয়ের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করেন ও তাঁহার রিপোর্টে স্থানীয় হিন্দী ভাষাভাষিগণ পুস্তকালয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ভাব পোষণ করেন বলিয়া আক্ষেপ করেন। তাহার পর পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ দুবারে দীক্ষিত মহাশয় হিন্দী লাইব্রেরী স্থাপন দ্বারা হিন্দী ভাষার প্রচার ও উন্নতি যে কত শীঘ্র হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক ভারতবাসীর হিন্দী শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে কারণ নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয় মহাসভা হিন্দী ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সমবেত জনমণ্ডলীর উপর এই বক্তৃতার বেশ প্রভাব হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি সকলকে এই লাইব্রেরীর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। পরে তুলসীরাম বাবু পুস্তকালয়ের যে সং ত্রুটী আছে তাহার যথারীতি বিধান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

ধানবাদের উকীল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রধান ডাক্তারের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত অত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে জনসাধারণের এক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাতে ধানবাদের বহু গণ্য মান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভার প্রস্তাব অনুসারে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ডিস্পেন্সারী কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ হর্ণেলের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই বিষয় তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন। উহাতে আশানুরূপ ফল না হওয়াতে উক্ত সভার অভিপ্রায় অনুসারে সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র বাবু উক্ত ডাক্তারকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত মানভূম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আগামী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মাসিক অধিবেশন সময়ে বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত শশধর গাঙ্গুলী উক্ত ডাক্তারকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক—এই মর্ম্মে প্রস্তাব আনয়ন করিবেন।

ভুল সংশোধন—

"মুক্তি"র গত সংখ্যায় "শিশুর অপমৃত্যু" শীর্ষক সংবাদে একটি পাটুয়া বালকের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারিলাম উক্ত বালক শ্রীগুলি পাড়ের আত্মীয়, পাটুয়া নহে।

বাঁকুড়া সংবাদ—

জানিতে পারিলাম যে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন যে তাহার বিনানুমতিতে এখানে কোন সভা সমিতি বা কোন প্রকার মিছিল হইতে পারিবে না।

পাবনার বিপন্ন হিন্দুদের সাহায্য করিবার জন্য এখানকার হিন্দুরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। একটি কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। উকিল শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা চাঁদা তুলিতে মনোযোগ দিয়াছেন।

জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন—

জুলাই মাসের শেষভাগে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের বাঁকুড়ায় আসবার কথা আছে। জেলা বোর্ড তাঁহাদিগকে অভিনন্দন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

গত ২৬শে আষাঢ় দেশবন্ধু স্মৃতিবার্ষিকী যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মী ও সভ্যগণ, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও আচার্য্য মণীভূষণ ঘোষ এবং অপরাপর দেশভক্তগণ কংগ্রেস কার্য্যালয়ে সমবেত হইয়া দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত, গীতাপাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়। বৈকালে রথযাত্রা উৎসব। দুইটি সুসজ্জিত রথ বৃহৎ শোভাযাত্রা ও গীতবাদ্যাদিসহ মহাসমারোহে রাজপথ দিয়া গমন করে। রথের উপর দেশবন্ধুর পুষ্পমাল্যশোভিত-আলেখ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ঠিক ৬টায় সমস্ত কোলাহল শান্ত হইয়া গেল। সেই উন্মুক্ত উদ্দাম দশ সহস্রাধিক জনতা মহাপুরুষের পূজার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দেশবন্ধু সম্বন্ধে দুইচারিটি কথার পর সকলে কিয়ৎক্ষণের জন্য নতমস্তকে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুক্তআত্মার কল্যাণার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য!

এখানে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বেশ সম্প্রীতিই ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে যে সমস্ত শোচনীয় অনাচারকাহিনীর সংবাদ আসিতেছে তাহাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতেছে। ইহার উপর এখানে দুইএকজন অপরিণামদর্শী সঙ্কীর্ণচেতা আন্দোলনকারীর গুপ্ত ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে। "মসজিদের সম্মুখে বাদ্য" এই সমস্যা লইয়া বাঁকুড়ার মাথা কোন কালে বিব্রত হয় নাই। আজ ইহা লইয়া কথা উঠিতেছে কেন? আশা করি বাঁকুড়ার হিন্দু ও মুসলমানগণ সাবধান হইবেন।

জেলার ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় দুইমাস কালাবধি সার্কেল অফিসরদের দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা ছিল না—গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের মহিমা প্রচার করিতেছিলেন। কোথাও কোন আশা পান নাই। গত রবিবার সদর সবডিভিশ্যনাল অফিসারসহ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শানবান্দা গ্রামে গিয়া শানবান্দা ইউনিয়নস্থ গ্রামবাসীদের লইয়া একটি সভা করেন। দুই তিন ঘণ্টা আলোচনার পর সকলে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রবল আপত্তি করেন। লোকমতের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিষ্ঠা হইবে না ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা স্বীকার করেন। আপাততঃ এই জেলা এই নূতন ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল বলিয়াই আশা করা যায়।

এখানে বর্ষা বেশ নামিয়াছে ও চাষের কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

মহরম—

মহরমের কয়দিনই কলিকাতায় একটু একটু গোলমাল চলিতেছিল কিন্তু দশম দিনে অর্থাৎ যে দিন তাজিয়া বাহির হয় সে দিন অবস্থা খুব সাঙ্গীন হইয়াছিল। স্থানে স্থানে লাঠালাঠি, ছোরাছুরি, এবং ইট-পাটকেল বর্ষণ ইত্যাদি বেশ ভাল ভাবেই চলিয়াছিল। কোন কোনও জায়গায় গোলমাল এমন ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল যে পুলিশকে বাধ্য হইয়া গুলি চালাইতে হইয়াছিল। বেলা ১০টার সময় মুসলমানগণ তাজিয়ার মিছিল লইয়া অগ্রসর হইতেছিল সেই সময় হঠাৎ গুজব রটে যে বড়বাজারের দিকে হিন্দুগণ লাঠিসোটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং মুসলমানদের প্রহার করিতেছে। মিছিলের দল তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ধাবমান হয় এবং রাস্তায় পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। তখনই মারামারি আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে আরও অনেক তাজিয়ার দল আসিয়া জুটে। এই সময় হইতে হারিসন্ রোড, মেছুয়াবাজার, মানিকতলা প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে কয়েকজন আহত হয়। দাঙ্গাকারীরা এই দিন সায়েন্স কলেজ, স্যার জগদীশ বসুর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দির, ডেপুটি কমিশনার এন, সেনের বাড়ী ইত্যাদি আক্রমণ করিয়া ইট-পাটকেল ছুড়িতে থাকে। তাহাতে ঐ সব বাড়ীর অনেক ক্ষতি হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্তেরা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ও আক্রমণ করিতে গিয়াছিল কিন্তু সশস্ত্র প্রহরীদের ভয়ে কিছু করিতে পারে নাই। অদ্য পর্য্যন্ত খবর পাওয়া গিয়াছে যে এই দাঙ্গায় প্রায় ৬।৭ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হইয়াছে।

দিল্লী, লাহোর, আমেদাবাদ, প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে শান্তিপূর্ণ ভাবেই মহরম সম্পন্ন হইয়াছে।

উল্টা রথ—

কলিকাতা সহরতলি—পাইক পাড়াতে প্রথম রথযাত্রার দিন হাঙ্গামা হইয়াছিল। সুতরাং পুলিশ উল্টা রথের দিন পূর্ব্ব হইতেই খুব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। পুলিশ রথ-মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি রক্ষা করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তা সত্বেও গুরুতর হাঙ্গামা হইয়াছে। হঠাৎ মুসলমানেরা ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। অবস্থা এমন হয় যে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। ইহাতে কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান আহত হইয়াছে। তার পর রথ পুনরায় চলিতে থাকে এবং কাশীপুরে এক মুসলমান বস্তির নিকটবর্ত্তী হইলে উক্ত স্থান হইতে মিছিলের উপর ইট পড়িতে থাকে। পরে রথ আর কিছু অগ্রসর হইলে নিকটস্থ মসজিদে নমাজ হইতেছে মনে করিয়া কিছুক্ষণ মিছিল থামাইয়া রাখা হয়। তার পর যথা স্থানে রথ পৌঁছিলে আর হাঙ্গামা হয় নাই।

পাবনার বর্ত্তমান অবস্থা—

পাবনার অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। নানা জায়গা হইতে যথেষ্ট সাহায্য আসিতেছে এবং স্বেচ্ছা-সেবকগণ রৌদ্রে পুড়িয়া বর্ষায় ভিজিয়া বিপন্ন হিন্দুদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। মোটের উপর পাবনায় এই উপলক্ষে এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এবং প্রায় ৫।৬ শত মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আছে। বর্ত্তমানে শীতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ও রণজীৎ বাবুর মামলার বিচার চলিতেছে। উভয় পক্ষের বিশিষ্ট বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

আই, সি, এসএর খদ্দর প্রীতি—

কিছুদিন যাবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহারের অধিকাংশ স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাদি-প্রদর্শনি খুলিয়া খদ্দর বিক্রয়ের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে বিহারের খদ্দরের অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং বহুল পরিমাণে খদ্দরের কাটতিও হইতেছে। অল্প দিন হইল বেতিয়া ও মতিহারীতে দুটি খাদি প্রদর্শনি খোলা হইয়াছিল। দুটি প্রদর্শনির উদ্বোধন কার্য্য দুই জন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমটি খুলিয়াছিলেন বেতিয়া রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজার জনৈক আই, সি, এস্। দ্বিতীয়টি খুলিয়াছিলেন একজন মিশনারী সাহেব। উভয়েই বলেন যে প্রত্যেক লোকেরই খদ্দর ব্যবহার করা উচিত। খদ্দর ভারতের গরীবদের কুটীর শিল্প। বহু দরিদ্র পরিবার খদ্দরের সূতা কাটিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ করিতেছে। কাজেই সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই খদ্দরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতে খদ্দরের প্রসার—জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মে মাস পর্য্যন্ত পাঁচমাসে অন্ধ্র প্রদেশে ৪৪৪০১৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছে এবং ১০২৯৯৪৲ টাকা মূল্যের খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। বিহারে ৯৮৫৩২৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত এবং ৮২৪৮৭৲ টাকা মূল্যের খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। উৎকলে ১৫২৯৪৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত এবং চারিমাসে ৯০২০৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। বাঙ্গালায় ১৬২৮০৩৲ টাকার খদ্দর প্রস্তুত এবং ১৫৭৩৯২৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে। সারা ভারতে এই কয় মাসে মোট ৭৫২১৯৮৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত এবং ১০৯২৫৭৪৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় বড়লাট—

গত ১৭ই জুলাই সিমলায় বড়লাট লর্ড আরউইনকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য চেমস্‌ফোর্ড-ক্লাব এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়াছিল। ইহাতে ভারতের নানা স্থানের অনেক গণ্য মান্য লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড়লাট সেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে সম্পূর্ণ উদাসীন এই কথা সত্য নহে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পুলিশের সাহায্যে সর্ব্বদাই বিরোধ নিবারণের জন্য সচেষ্ট। কোন স্থানে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলেই রাজপুরুষগণ তাহা নিরপেক্ষ ভাবে মিটাইবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। তিনি দাঙ্গা হাঙ্গামায় পুলিশের শান্তিরক্ষা কার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আর অনেক মামুলি কথার পর বলেন যে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ তাহাদের মনোমালিন্য দূরীভূত না করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

কমন্স সভায় ভারতবর্ষ—কমন্স সভায় ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনাকালে লর্ড উইনটার টন্‌ বলেন যে যদি কোন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে যত শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট হউক না কেন তাহা নিরাকরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ভারতগভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়ীক কলহ দমনের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও বলেন ভারতবর্ষের মাথাওয়ালা ব্যক্তিগণ সরকারের সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে ভারতবর্ষের অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

হিন্দু সভা—

ময়মনসিংহ হিন্দু সভার এক অধিবেশনে প্রত্যেক হিন্দুকেই জাতিনির্ব্বিশেষে লাল চাষ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। কার্য্য-ক্ষম ভিক্ষা ব্যবসায়ীদিগকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অলচল সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সমাজ হইতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১০ই জুলাই তারিখের ডার্ব্বানের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রমিক-সম্মেলনীতে শ্রমিক-মন্ত্রী মিঃ বয়ডেল্‌ প্রচার করিয়াছেন—এশিয়া-বিদ্বেষ বিল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতসরকারের প্রতিনিধি-বর্গের গোল-টেবিলের বৈঠক আগামী ডিসেম্বর মাসে প্রেটো-রিয়াতে হইবে।

আরও প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারত সরকারকে সুস্পষ্ট ভাবেই জানাইয়াছেন যে, এশিয়া-বিদ্বেষ বিলের মূল নীতি তাঁহারা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত করিবেন না, তবে খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারেন, এইমাত্র।

ব্যবস্থা পরিষদে শ্রমিক ও অন্ত্যজ সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি—সে দিন পার্লামেণ্টে আর্ল উইণ্টারটন প্রকাশ করিয়াছেন যে আগামী বৎসর হইতে বোম্বাই প্রাদেশিক কাউন্সিলে দুইজন শ্রমিক সদস্য এবং পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক কাউন্সিলে একজন করিয়া শ্রমিকসদস্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে। মাদ্রাজ কাউন্সিলে পাঁচজন, মধ্যপ্রদেশের কাউন্সিলে দুইজন এবং বোম্বাই কাউন্সিলে একজন অন্ত্যজ সদস্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে।

অদ্ভুত আদেশ—মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারি করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ সহরের সীমার মধ্যে কোন রাস্তায়, রাস্তার কোণে অথবা কোন সাধারণ স্থানে নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় কোন সভা অথবা মিছিল হইতে পারিবে না কারণ তাহা হইলে নাকি সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হয়।

হিন্দু রমণীর বীরত্ব—হায়দ্রাবাদে পার্কার জিলার সঙ্ঘের সহরে এক বাড়ীতে কয়েকজন চোর প্রবেশ করিয়া মূল্যবান জিনিষ পত্রাদি লইয়া যখন পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল তখন ৩ জন রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। পলায়মান একটী চোরকে তাহারা ধরিয়া ফেলে। সঙ্গিগণ আসিয়া বহু ধস্তাধস্তি করিয়াও তাহাকে ছাড়াইতে পারে নাই। রমণীত্রয় তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখে পরে তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে।

ম্যালেরিয়ার ধ্বংস লীলা—

সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে একবৎসরে ৫,৩৯,৮৯৯ জন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিনে প্রায় ১৫০০ লোক ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগী স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রিগণ।

দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পুণ্য স্মৃতি উপলক্ষে দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার-সমিতি বঙ্গ ভাষায় "পল্লী-সংস্কার কার্য্য পদ্ধতি" বিষয়ে সমগ্র বাংলা দেশের স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের প্রবন্ধ প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া স্থিত গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত অথবা জাতীয় স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকেও বাংলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত করা হইবে।

স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে একটি স্বর্ণ পদক, দুইটি রৌপ্য পদক ও দুইটি ১০৲ টাকা মূল্যের পারিতোষিক বিতরিত হইবে।

স্কুলের প্রতিযোগী ছাত্রগণ মোট ৫০০ পংক্তি—প্রতি পংক্তিতে শব্দ সংখ্যা ৭টী এবং কলেজের ছাত্রগণ মোট ৭০০ পংক্তি—প্রতি পংক্তিতে শব্দ সংখ্যা ৮টী করিয়া যথাক্রমে প্রবন্ধ রচনা করিবেন। প্রবন্ধের শেষে ছাত্রগণের নামের সহিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষর বিশেষ আবশ্যক।

বিষয়।

স্কুল—"আমাদের গ্রাম ও তাহার উন্নতি"—এই প্রসঙ্গে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও অবতারণা করিতে হইবে।

আপনার নিজের পল্লী সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় কি কি—উহার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা—আপনার গ্রামের অভাব ও অভিযোগ, বাংলার পল্লী ধ্বংসের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ—আপনার কার্য্য প্রণালীর আদর্শ ও লক্ষ্য—আপনার কার্য্য-পদ্ধতি কি পরিমাণে পল্লী সংস্কার করিতে চান?

কলেজ—"পল্লী সমস্যা ও তাহার সমাধান"—এই প্রসঙ্গে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিরও অবতারণা করিতে হইবে।

আপনার নিজ পল্লী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় কি কি, উহার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা—আপনার গ্রামের অভাব ও অভিযোগ—বাংলার পল্লী ধ্বংসের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ—আপনার কার্য্য প্রণালীর আদর্শ ও লক্ষ্য—আপনার কার্য্য পদ্ধতি—গঠন প্রণালী, আয় ব্যয় পদ্ধতি, স্বাবলম্বী হইবার উপায়—পল্লীতে পল্লীতে স্বায়ত্ব শাসনাধীনে প্রতিষ্ঠান—আত্মনির্ভরশীল স্বাবলম্বী প্রত্যেকটি পল্লী সংস্কারই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপ—পল্লী স্বরাজই জাতীয় স্বরাজের অগ্রদূত—পল্লী সংস্কার কার্য্য প্রণালী মনুষ্যত্ব গঠনের প্রধানতম যন্ত্র স্বরূপ।

প্রবন্ধ সকল ১৯২৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ৫নং সমবায় ম্যানসন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার
সম্পাদক
আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ সমিতি
দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার ধন ভাণ্ডার।

কুষ্ঠ-ব্যাধি সম্বন্ধে ডাঃ মুইরের বক্তৃতা

গত ১৭ই জুলাই পুরুলিয়া টাউন হলে বিখ্যাত কুষ্ঠ-চিকিৎসক ডাঃ মুইর আলোকচিত্র যোগে কুষ্ঠ-রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এক শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইয়া অতি আগ্রহ সহকারে বক্তৃতাটি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এস্থলে ডাঃ মুইরের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ডাঃ মুইর কুষ্ঠ-চিকিৎসা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ; ইনি কলিকাতা স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল্‌ মেডিসিনে কুষ্ঠ-রোগ সম্বন্ধীয় গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন এবং গবেষণার ফল ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির কবল হইতে রোগক্লিষ্ট জনমণ্ডলীকে মুক্ত করাই ইনি ইঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার একনিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ইনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

ডাঃ মুইর বলেন—আজ আপনাদের সমক্ষে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। প্রশ্নটি এই—মানভূমে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা এত অধিক কেন? মানভূম জিলায় এবং বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশে যত কুষ্ঠ-রোগী দেখা যায় ভারতের অন্য কোথায়ও তত কুষ্ঠ রোগী নাই। এইরূপ হইবার তিনটি কারণ আছে। দুইটি মানভূম জিলা সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য; অপরটিকে সাধারণ কারণ বলা যাইতে পারে। মানুষ যখন আদি বর্ব্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই যাত্রা-পথেই এই ভীষণ ব্যাধি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ভারতের যে সব আদিম জাতি ("অসভ্য") উন্মুক্ত বাতাসে প্রকৃতির দত্ত আহার্য্যে এবং যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া বাধাবিহীন ভাবে বনে জঙ্গলে বিচরণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায় না। যখন এই সব লোক বন্য জীবন ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস এবং অর্থাভাব বশতঃ নানাবিধ পচা অখাদ্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই শ্রেণীর লোকই সাধারণতঃ ভদ্রলোকের গৃহে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয় এবং ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভদ্রলোকেরাও এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হন। বাঁকুড়া এবং মানভূমে উচ্চ বর্ণের ভদ্র অধিবাসীর সংখ্যা খুব অল্প নয়, এবং "আদিম অধিবাসীদের" সংখ্যাও প্রচুর। সুতরাং এই দুইটি জিলাকে "সভ্যতা" এবং "বর্ব্বরতার" মিলন-ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। "সভ্যতা" এবং "বর্ব্বরতার" এইরূপ সংমিশ্রণ হইলেই কুষ্ঠ-রোগের প্রকোপ ঘটিতে দেখা যায়। ভদ্রলোকেরা তাঁহাদের ভৃত্যদের নিকট হইতেই এই রোগের সংক্রমণ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় কুষ্ঠ রোগ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই কারণেই যে ভৃত্যের শরীরে কুষ্ঠের প্রাথমিক অবস্থার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাকেও বিনা আপত্তিতে ছেলেপিলে কোলে লইতে, কাপড় ধুইতে, জিনিষপত্র ধরিতে ছুঁইতে দেওয়া হয় এবং এই ভাবে রোগ, বিশেষ করিয়া, শিশুদের দেহে সংক্রমিত হয়।

এই স্থলে ডাঃ মুইর আলোকচিত্রে কুষ্ঠের প্রাথমিক অবস্থার লক্ষণগুলি দেখাইলেন। সাধারণতঃ এই অবস্থায় রোগ ধরা পড়ে না। এই সম্পর্কে তিনি একজন কুষ্ঠ-রোগীর কথা উল্লেখ করেন। কলিকাতার বড় বড় সাহেব এবং ভারতীয় ডাক্তারগণ আট বৎসর ধরিয়া এই রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা রোগীর প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই অর্থাৎ তাঁহারা ধরিতেই পারেন নাই যে উক্ত ব্যক্তি কুষ্ঠ-রোগে ভুগিতেছিল। আরও কয়েকখানা আলোকচিত্রে ডাঃ মুইর কুষ্ঠের চরম অবস্থার লক্ষণগুলি দেখাইলেন। এই অবস্থায় রোগীর হাতের এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি খসিয়া পড়িয়া যায়। তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় রোগটা বিপজ্জনক নহে, কারণ এই অবস্থায় রোগ আর সংক্রামক থাকে না। তারপরে আর কয়েকখানা চিত্রে তিনি দেখাইলেন, কেমন করিয়া একটি শিশু কুষ্ঠ-ব্যাধি-গ্রস্ত পিতার শয্যায় শয়ন করিয়া ঐ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অবশেষে বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকিয়া রোগমুক্ত হয়। অপর কয়েকটি চিত্রে তিনি দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধিমান কুষ্ঠ-রোগীর আচরণ এবং কার্য্যকলাপের আভাস দেন। এই রোগী নগরের বাহিরে একটি স্থানে পৃথক্‌ ভাবে বাস

করেন, তাঁহার শিশু সন্তানটি কখনও তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে না; প্রয়োজন হইলে গৃহান্তর হইতে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করে, মাতাও দূর হইতেই শিশুর মুখাবলোকন করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। এই রোগী প্রয়োজনানুরূপ ব্যায়াম করেন এবং প্রকৃতি দত্ত নির্দ্দোষ আহার্য্য গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

অতঃপর ডাঃ মুইর বলেন যে মানভূমে যে কুষ্ঠ-রোগের এত অধিক প্রাদুর্ভাব তাহার কারণ—এদেশে প্রচুর শাক্ সব্জী ও দুগ্ধের অভাব এবং এদেশের লোকের অত্যধিক পরিমানে অন্ন (চাউল) গ্রহণ। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে শাক্ সব্জী ও দুগ্ধ এবং চাউলের পরিবর্ত্তে আটা গ্রহণ করে; এই কারণে পাঞ্জাবীদের মধ্যে কুষ্ঠ দেখা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে গাভীকে দেবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা সকলেই জ্ঞানী ছিলেন। গাভীর অযত্ন হইলে, সাধারণ লোকের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা তাঁহারা জানিতেন; সেই জন্যই তাঁহারা লিখিয়াছিলেন—"গাভী আমাদের দেবতা। ভাল খাদ্য দিয়া এবং সযত্নে সেবা করিয়া এই দেবীর পূজা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে পূজা করিতে পারিলে, দেবী সন্তুষ্ট হইয়া জীবন-দায়ী দুগ্ধ দানে আমাদের কৃতার্থ করিবেন।" শাস্ত্রকারগণের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য ভুলিয়া গিয়া, এখন এ দেশের লোক কতকগুলি অর্থহীন আচার লইয়াই সন্তুষ্ট আছে। সুতরাং দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহার উপরে আবার বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশে এবং মানভূমে শাক্ সব্জী খুব কমই পাওয়া যায়। এই উভয় স্থানের ভূমি অতি অসমতল বলিয়া পুষ্করিণী নদী প্রভৃতিতে জল দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং এগুলি অতি শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায় এবং ফলে শাক্ সব্জী ভাল জন্মে না।

এই ভীষণ রোগের প্রাদুর্ভাবের আর একটি প্রধান কারণ—এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা। অধিকাংশ চিকিৎসক কুষ্ঠের প্রাথমিক অবস্থার লক্ষণ সমূহ ধরিতে পারেন না বলিয়াই প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হন। চিকিৎসকগণই যখন রোগ নির্ণয়ে অক্ষম তখন সাধারণ লোকের নিকট অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে? প্রাথমিক অবস্থায় রোগী নিজেও কিছু বুঝিতে পারে না। যখন রোগ ধরা পড়ে তখন রোগী এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে, তাহারা কেহই জানে না কি উপায় অবলম্বন করিলে রোগের উপশম হইতে পারে। রোগীর আরোগ্য লাভের আর কিছুমাত্র আশা নাই মনে করিয়া সকলেই হাল ছাড়িয়া দেয়। এই অজ্ঞতা আমাদের দূর করিতে হইবে। চিকিৎসকগণের জন্য এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন তাঁহারা প্রাথমিক অবস্থায়ই রোগ ধরিতে পারেন। প্রত্যেক জিলায় এই রোগের চিকিৎসার জন্য আউট্-ডোর্ হাঁসপাতাল খুলিতে হইবে। এই বলিয়া ডাঃ মুইর তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

বক্তা এবং সভাপতি মহাশয়কে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইলে "কুষ্ঠাশ্রমের" সুপারিন-টেন্‌ডেণ্ট উঠিয়া বলিলেন, পুরুলিয়া "কুষ্ঠাশ্রমের" আউট্-ডোর্ বিভাগে কুষ্ঠ রোগের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাঃ মুইরের সুযোগ্য শিষ্য ডাঃ সান্ত্রা গত চারি বৎসর ধরিয়া এই "আশ্রমে" ডাঃ মুইরের উপদেশানুযায়ী কুষ্ঠ চিকিৎসা ও তদ্বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা।

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস্

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং কে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদরতি জোড়া দীঃ ৬,৩া॰ গজ প্রঃ ৩,৩া॰ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২১৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনামূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

—বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲৮ র‍্যালে—১২৫৲, রাজহুইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৹, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। মহাত্মাজীর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন'। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর।

এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র

		সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক		১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক	"	৩৲	৪৲
মাসিক	"	১৷০	১৷৹

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার

আনন্দবাজার পত্রিকা

৭।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের ম ; যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। **মুথানল**(Muthanol)—র‍্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড্ অব্ বিসমাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ রোগীর রোগ উপশম করিতেছে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৯ টাকা

২। **পুলমো-বাইলি** (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২।০ টাকা

৩। **ওপোবিল**(Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৷৷০ টাকা।

৪। **মেটাকিউপ্রোল**(Metacuprol)—সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

প্রতি টিউব্ —১৷০ টাকা।

৫। **ফোরক্সল** (Forxol)—পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে

প্রতি শিশি — ২৷০ টাকা

৬। **ইউরোফাইল** (Europhile) —ইউরিক এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৷৷০ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
ফোন নং ৫২৫১ কলিকাতা, ১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোষ্ট বক্স—৪৩৭

টেলিগ্রাম :—Printrade
টেলিফোন নং :—
৪১৭ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ !

যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৭১ সালে স্থাপিত। এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৪ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আধএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্ সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ	পুরুলিয়া, সোমবার ১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৩, ২রা আগষ্ট ১৯২৬	৩৩শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী-
।৵০ ও ৸০ আনা।,
মকরধ্বজ-
—৪৲ তোলা
চ্যবনপ্রাস
৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন :
সারিবাদ্যাসব ৸০
ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল
প্রতি কৌটা।৵০
ও ৷৷০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী:
৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।
সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন পাইবামাত্র **দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে** আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী
চকবাজার, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে—এই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সকল ওয়ার্ডের তালিকা মিউনিসিপ্যাল অফিসে টাঙ্গান হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত অপরাপর ওয়ার্ডের তালিকাগুলিও নিম্নলিখিত স্থানসমূহে রাখা হইয়াছে। ঐগুলি সকলেই উক্ত স্থান সমূহে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

কোন্ কোন্ স্থানে তালিকা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মিউনিসিপ্যাল অফিস নোটীশ বোর্ড—সমস্ত ওয়ার্ডের তালিকা।

১নং ওয়ার্ডের

(ক) ডেপুটী কমিশনারের অফিস।
(খ) বার লাইব্রেরী (উকীলখানায়)
(গ) মুন্সেফডাঙ্গা হরিসভা গৃহ।
(ঘ) মিউনিসিপ্যালিটির হাট।

২নং ওয়ার্ডের

(ক) মুন্সেফডাঙ্গার মিউনিসিপ্যালিটির নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়।
(খ) ঐ আমলাপাড়ার উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়।
(গ) সদর আউট পোষ্ট।
(ঘ) চকবাজারের কালী মন্দির।

৩নং ওয়ার্ডের

(ক) নামপুরুলিয়া আউট পোষ্ট।
(খ) গাড়িখানা পতিত (খোঁয়াড়)।
(গ) মিঃ জর্ডনের গালা কারখানা।
(ঘ) ইণ্ডিগো—ফ্যাক্টরী রাস্তার ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস (নিলকুঠীডাঙ্গা)

৪নং ওয়ার্ডের

(ক) নডিহা আউট পোষ্ট।
(খ) কেতিকার দুর্গামেলা।
(গ) সদর থানা।
(ঘ) নিলকুঠিডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অদ্য ৩০শে জুলাই (১৯২৬) নির্ব্বাচক তালিকা প্রকাশ করা হইল।

এই নির্ব্বাচক তালিকাতে যাঁহাদের নাম নাই অথচ যাঁহারা তাঁহাদের নাম থাকিবার দাবী করেন তাঁহারা অথবা যাঁহারা মনে করেন তালিকাতে এমন নাম ভুক্ত হইয়াছে যাহা থাকা আপত্তিজনক তাহা হইলে তাঁহারা এই তালিকা প্রকাশ হইবার ২০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের নিকট অথবা তাঁহার নিকট হইতে ভারপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তির নিকট লিখিত আবেদনে তাঁহাদের বক্তব্য দাখিল করিবেন। ঐ আবেদনে নাম ভুক্ত করিতে হইলে ঐরূপ করিবার অধিকার অথবা নাম উঠাইবার কথা থাকিলে আপত্তির কারণ লিখিতে হইবে।

যিনি এইরূপ আপত্তি অথবা দাবী উত্থাপন করিবেন তাহাকে স্বতন্ত্র ভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে। এবং ছুটীর দিন ব্যতীত যে কোনও দিবসে বেলা সাড়ে ১১টা হইতে সাড়ে ৫টার ভিতরে আবেদনকারী অথবা তাঁহার নিকট হইতে যথানিয়মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামাধারী কোনও ব্যক্তি মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ঐ সমস্ত তালিকা কেবল মাত্র পরিদর্শনের জন্যই রাখা হইয়াছে—যে কেহ ঐগুলি স্থানান্তরিত করিবেন তিনি দণ্ডার্হ হইবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস,
পুরুলিয়া,
৩০শে জুলাই ১৯২৬

স্বাঃ—শশধর গাঙ্গুলী
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

বাড়ী বিক্রয়

নীলকুঠিডাঙ্গায় ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটি বাড়ী বিক্রী হইবে। রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড পাকা দালান, ভিতরে এবং বাহিরে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। এই বাড়ী হইতে এখন মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়া আদায় হইতেছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

শ্রীচণ্ডী চরণ কর
নীলকুঠি ডাঙ্গা
পুরুলিয়া।

৭—৭—২৬

মাত্র ৬৲ টাকায় একশত টাকার উপকার

স্বদেশী আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পারসী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল; বড় ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"মুক্তি"

"চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন প্রাণ পুরে রাখি!
হায় জন্মভূমি! পুণ্য-ভূমি তুমি,
দেও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে, খ্যাত এ সংসারে,
আন সে বিশ্বাস তাই ল'য়ে থাকি।"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

সন ১৩৩৩ সাল, ১৭ই শ্রাবণ সোমবার

মনের ব্যাধি

চাষী গৃহস্থ, জাতিতে সদ্‌গোপ, নিজহাতে লাঙ্গল ধরিতে কোন বাধা নাই। পঞ্চাশ বিঘা চাষের জমি খাজনায় বন্দোবস্ত। একটি পুত্র, তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্র, সকলেই কার্য্যক্ষম সুতরাং চাষ করিবার লোকজনের কোন অভাব নাই। তিন জোড়া বলদ, ও গাই বাছুরে গোয়াল পরিপূর্ণ। জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদ্বারা স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। সামান্য যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত হয় তাহাতে দেব সেবা, অতিথি সেবা, আত্মীয়তা কুটুম্বিতার সব খরচ নির্ব্বাহ হয়। গ্রামে একটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, গৃহস্থের পৌত্র এবং ভাইপোদের ছেলেরা সেখানে পড়ে। পৌত্রটি পরীক্ষা দিয়া উচ্চপ্রাথমিক বৃত্তি লাভ করিল। পাঠশালার শিক্ষক মহাশয়ের এবং পুত্রের আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে সহরের ইংরাজি স্কুলে পড়িতে পাঠাইতে হইল। ধান বিক্রয় করিয়া মাসে মাসে পনর টাকা খরচ পাঠাইতে হয়। সংসারে খরচের টানাটানি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পৌত্রটি সহর হইতে নূতন নূতন চাল চলন আমদানি করিতে আরম্ভ করিল। জুতা, জামা, মিহি ধুতি ও শাড়ী, সাবান, সুগন্ধি তৈল এমন কি চা, সিগারেট পর্য্যন্ত কৃষকের ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইল। খরচে আর কুলায় না সুতরাং ঋণ আরম্ভ হইল। ভাইপোরা বেগতিক দেখিয়া পৃথক হইয়া গেল, জমি জমা, গরু বাছুর, জিনিষপত্র সব ভাগ হইল। বৃদ্ধ পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, ঘর সংসার সব মাটী হইতে চলিল, তোমার ছেলেটিকে এত টাকা খরচ করিয়া আর বিদেশে রাখিয়া কাজ নাই। কিছুদিন পরে তাহার পুত্র চাকরী করিয়া সব অভাব দুর করিবে এই যুক্তিতে পিতার সতর্ক বাণীর কোন মূল্য রহিল না। অভাবের সংসার হইলে যাহা হয় গরু বাছুর এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতারও অযত্ন আরম্ভ হইল। অকর্ম্মণ্য বুড়া গরুগুলি কসাইএর নিকট বেশী দামে বিক্রীত হইল, মনস্তাপে পিতা শয্যাশায়ী হইলেন এবং কিছুদিন পরে রোগজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। টাকার টানাটানিতে অবশিষ্ট গরুগুলির খাদ্যের সংস্থান না রাখিয়াই খড়গুলি সব বিক্রয় করা হইল। পাপের ফলে গো-বসন্তে গোয়াল শূন্য হইয়া গেল। নূতন গরু কিনিবার সামর্থ্য নাই এখন চাষ চলে কি করিয়া? খরচই বা জোটে কোথা হইতে? দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া ভবিষ্যৎ আশার একমাত্র অবলম্বন সহরের যুবক যখন বাড়ী আসিল তখন সে দেখিতে পাইল ঋণের দায়ে জমি জমা সব পরের হাতে গিয়াছে এবং পিতা তাহার দিন মজুরী করিয়া কোন রকমে ছোট ভাই বোন্ গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অজানিত ভাবে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া কি রকমে একটা শান্তিপূর্ণ কৃষক পরিবারের দুর্দ্দশা ঘটিল তাহা সেই যুবকের বুঝিতে বাকী রহিল না কিন্তু সহরে ফিরিয়া আসিয়া যখন সে অফিসের চাপরাসী হইল তখনও কিন্তু সে চা সিগারেটের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। মনের ব্যাধি যে একটা দুরারোগ্য রোগ।

১৩২৫ সাল, দুর্ভিক্ষের বৎসর। গ্রামের লোক সব মিলিত হইয়া মৌজাদার ব্রাহ্মণকে কাতর ভাবে বলিল—ঠাকুর, মড়াইয়ের মজুত ধানগুলি যে সব মারওয়ারী সদাগরকে বিক্রী ক'রে দিচ্ছ, আমাদের দিকেও ত তাকাতে হয়, ধার কর্জ্জ দিয়ে এ বছরটা বাঁচিয়ে রাখ, আস্‌ছে বছর সব পুষিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধান আমি যেথা ইচ্ছা সেথা বিক্রী করব, তোদের তাতে কি? চক্রবর্ত্তীদের সঙ্গে তিন নম্বর মোকদ্দমা ঝুল্‌ছে নগদ টাকার ব্যবস্থা না করতে পারলে চল্‌বে কেন? তোদের আক্কেল নাই ব'লে এ সময় ঘ্যানর ঘ্যানর করতে এসেছিস্ কোন বেটার কিছু বিশ্বাস নাই, বলে কি না ধার দেও। আদায় হবে কেমন ক'রে, তার ঠিকানা কি? ক্ষুধাক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের অনেক কাকুতি মিনতিতেও ব্রাহ্মণের হৃদয় আর্দ্র হইল না। যাহারা মজুরী করিয়া খায় তাহারা কাজের অভাবে চা বাগানে বা কলিয়ারীতে চলিয়া গেল, আর বাকী লোক সব গরু বাছুর বিক্রী করিয়া জমি জমা বন্ধক দিয়া রেঙ্গুনের চাউল কিনিয়া কোন রকমে জীবন ধারণ করিল। মৌজাদার ব্রাহ্মণ হৃদয়হীন কৃপণ হইলেও মোকদ্দমার জেদ ছাড়িতে পারিল না। গ্রামের লোকের সহানুভূতির অভাবে সুবিধা মত সাক্ষ্য প্রমাণাদি যোগাড় করিতে না পারিয়া ক্রমান্বয় পরাজিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জেদও বাড়িল। উকীল, মোক্তার ও আদালতের আমলাদের বেশ শীকার জুটিল। প্রথমে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও প্রতিশোধ লওয়ার জন্য মাথায় মোকদ্দমার-ভূত চাপিল। দেওয়ানি ছাড়িয়া ফৌজদারী আরম্ভ হইল। ঋণে ডুবিয়া ব্রাহ্মণের শেষে মৌজা বিক্রয় করিতে হইল। গ্রাসাচ্ছাদনের

উপযুক্ত কয়েক বিঘা চাষের জমী মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এখন আরম্ভ হইল চাষের কষ্ট। জাত্যাভিমান ও সমাজের ভয়ে নিজের হাতে হাল ধরিয়া চাষ করা অসম্ভব। গ্রামের মধ্যে চাষে খাটিবার লোক পাওয়াইত দুষ্কর, তারপরে অন্যের কাছে যাহারা দৈনিক ছয় আনা মজুরীতে খাটে তাহারা ঐ ব্রাহ্মণের নিকট আট আনা মজুরির কম খাটিতে রাজি হয় না। একে অভাব তাহাতে কৃপণ স্বভাব, কিন্তু কি করিবে চাষের উপরইত নির্ভর, ক্রোধে ও অভিমানে হৃদয় ছিন্ন হইলেও বেশী পয়সা দিয়া লোক না খাটাইয়া উদ্ধার নাই। যখন মৌজাদার ছিল তখন যাহাদের বেগার খাটাইত তাহাদের অধিকাংশ দেশত্যাগী হইয়াছে, যে দুই চারিজন অবশিষ্ট আছে তাহারা খাতির করা ত দূরের কথা নানা প্রকার ওজর আপত্তি করিয়া ব্রাহ্মণের কাজে যাইতেই চায় না। ব্রাহ্মণ মহা প্রমাদ গণিল। ভাগে চাষ করিলেও সংসার খরচ কুলায় না, আর জমির মালিক ও শ্রমিক উৎপন্ন শস্যের সমান ভাগ পাইবে তাহাও প্রাণে সহ্য হয় না। সুতরাং কতক জমি চাষ করাইয়া আর কতক জমি ফেলিয়া রাখিয়া নিরতিশয় মনোকষ্টেই দিন কাটিতে লাগিল। ইহার উপরেও আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। সহর হইতে একজন কংগ্রেস কর্ম্মী আসিয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। "গান্ধীর" লোক আসিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোক সব সমবেত হইল। সকলের মনেই উৎসাহ কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের উদ্বেগের সীমা নাই। মনে ভাবিল—গান্ধীই সব অনিষ্টের মূল, ছোট লোকগুলিকে প্রশ্রয় দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নিজের কর্ম্ম দ্বারাই যে নিজের দুর্গতির সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের নির্ম্মম ব্যবহার দ্বারাই যে সাধারণের সহানুভূতি হারাইয়াছে, তাহা সে বুঝিল না। সভা ভঙ্গের পরে "গান্ধীর" লোকের সঙ্গে যখন কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল, তখন মনের ক্ষোভ মিটাইবার জন্য খুব রুক্ষ ভাবেই বলিয়া ফেলিল—মশাই, ছোট লোকগুলোকে আপনারা যেমন ক'রে মাতাচ্ছেন তাতে জমি চাষ ক'রে যে ভদ্রলোকেরা কোন রকমে খেয়ে থাকবে তারও উপায় রইল না দেখ্‌ছি। তখন সেই কংগ্রেস-কর্ম্মী ধীর ভাবে ব্রাহ্মণকে বুঝাইলেন, "গ্রামের মধ্যে জমির মালিক যাঁহারা তাঁহারা যদি শ্রমিকদের সহিত ভাল ব্যবহার করে, অভাবের সময় যদি নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের প্রাণ ধারণেরও উপায় করিয়া দেয়, মামলা মোকদ্দমা, বিলাতী কাপড়, নানাবিধ বিলাতী সামগ্রী এবং সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য যে প্রভূত অপব্যয় করে তাহার এক অংশও যদি যাহারা পরিশ্রম করিয়া তাহাদের শস্য উৎপাদন করে তাহাদের সুখ সুবিধার জন্য ব্যয় করে, তাহাদের অসুখ বিসুখের সময় দেখা শুনা করে এবং তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া যদি ভালবাসার চক্ষে দেখে তাহা হইলেই মজুরের সমস্যা মীমাংসা হইয়া যায়—শুধু গান্ধীকে গালাগালি করলে মনের ক্ষোভই বৃদ্ধি হইবে, অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার অব্যাহত নিয়মে যে পরিবর্ত্তন প্রকট হইতেছে তাহা কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না, দুর্দ্দশার কারণ বাহিরে খুঁজিলে হইবে না মনের ভিতরই দুঃখের বীজ রহিয়াছে।" সেই যুক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণের কিছু বলিবার রহিল না বটে, ১৩২৫ সালের নিজের নিজের নির্ম্মম ব্যবহারই যে সমস্ত অনর্থের মূল তাহাও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল বটে কিন্তু ছোট লোককে জব্দ করিবার সংস্কার গত প্রবৃত্তি কিছুতেই সেই ব্রাহ্মণের মন হইতে দূর হইল না—মনের ব্যাধি একবার উৎপন্ন হইলে সহজে কি তাহা প্রশমিত হয়?

একটা মিথ্যা মোকদ্দমায় মক্কেলকে জয়ী করিয়া দিয়া বিস্তর টাকা মিলিল বটে, এবং কূট বুদ্ধির পরিচালনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের বাহাদুরীও লাভ হইল বটে কিন্তু বিবেকের কষাঘাত প্রৌঢ় উকীলবাবুর মনটাকেও কিছু চঞ্চল করিয়া তুলিল নির্দ্দোষী আসামীর মনস্তাপের স্মৃতি হৃদয়কে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করিতে লাগিল। মনটা একটু হালকা করিবার নিমিত্ত বাড়ী গিয়া বিশ্রাম না করিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—"ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসারে একেবারে জড়িয়ে না পড়লে এই পাপের ব্যবসা ছেড়ে দেশে গিয়ে চাষ করে খাওয়া বরং ছিল ভাল—জেনে শুনে মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়ে লোকের মনে যে কষ্ট দিচ্ছি, মৃত্যুর পরে নরকেও বুঝি স্থান হবে না।" গৃহিণী ছিলেন পতির "মনোবৃত্তি অনুসারিনী।" স্বামীর কথার স্বরে এবং মুখের চেহারায় হৃদয়ের আঘাত বুঝিতে পারিলেন। ধীর ভাবেই বলিলেন মনে যা ইচ্ছা হয়েছে কাজে তা করলেই হয়, বাধা কিসের? পত্নীর কথা কয়টি অনুতপ্ত পতির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনোরাজ্যে একটা বিপ্লব আনয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্র থাকিয়া চিন্তা করিলেন, ভাবিয়া দেখিলেন মনের ব্যাধি ছাড়া পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার অন্য কোনই বাধা নাই। স্ত্রীও বিঘ্ন নয়, ছেলে মেয়েও বিঘ্ন নয়, জীবন যাপনের একটা কাল্পনিক মাত্রাই যত অনর্থের মূল, প্রকৃত সুখ দুঃখের সাহত উহার অল্পই সম্বন্ধ আছে, উহা একটা অজ্ঞানতার সংস্কার মাত্র। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিলেন যাহা অসত্য এবং অন্যায় বলিয় দৃঢ়ধারণা জন্মিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। কুবুদ্ধি আনিয়া স্ত্রী পুত্রের কষ্ট, ম্যালেরিয়ার ভয়, ডাক্তারের অভাব, আত্মীয় স্বজনের অবজ্ঞা, প্রতিবেশীর অভিসন্ধি প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনের মধ্যে উদিত হইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সকালে উঠিয়াই পত্নীর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিলেন। হিন্দু-রমণীর পবিত্র চিত্তে স্বামীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কথা ভাবিয়া একটা অভিনব শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন যখন ভগবানের

কৃপায় শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে তখন বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই।" সহরের উকীলবাবুর গৃহিণী আজ সাধকের ধর্ম্ম-পত্নী হইলেন। পনর বৎসর প্রতিপত্তির সহিত ওকালতী করিলেও এই উকীলটি বেশী অর্থ সঞ্চয় করতি পারেন নাই, কারণ ইনি টাকা উপার্জ্জন করিতেই শিখিয়াছিলেন, ভগবানের পরিবর্ত্তে টাকার উপাসনা করিতে শিক্ষা করেন নাই। যাহা হউক, বিলাসিতার জিনিষপত্র, স্ত্রীর গয়না প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এক বৎসর কোন রকমে চলে—এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়া সকলের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি নিজের গ্রামে গিয়া ভাঙ্গা ঘরগুলি সামান্য মেরামত করিয়া গ্রামেরই একজন অধিবাসী হইলেন। গ্রামের লোক ত সব দেখিয়া শুনিয়া অবাক্; ভাবিল, পাগল না কি? কিন্তু কিছুদিন পরে যখন দেখিল উকীলবাবু মিত্র মহাশয় হইয়া বাড়ী-সংলগ্ন পতিত জমিটা কোদালির সাহায্যে নিজেই লঙ্কা বেগুন চাষের উপযুক্ত করিয়া ফেলিলেন, উকীল-পত্নী গ্রামের রমণী হইয়া মাটির কলসীতে নদী হইতে জল বহিতে লাগিলেন, উকীলবাবুর পুত্র কন্যাগণ গ্রামের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা জুড়িয়া দিল, তখন সকলেই বুঝিল মিত্র মহাশয়ের ওকালতী পরিত্যাগ করাটা একটা প্রহসন নয়। ছয় মাসের মধ্যেই গ্রামের লোকের ধারণা হইল যে, মিত্র মহাশয় তাহাদেরই মত একজন কৃষি-জীবী, টাকার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিজে পরিশ্রম করিয়া সদ্‌ভাবে গ্রাম্য কৃষকের পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ধন্য হইবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। মিত্র মহাশয়ও শীঘ্রই গ্রামের সকলকে আপনার করিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধি ও পরিশ্রম বলে ধানের চাষ ব্যতীত আলু, গম, ইক্ষু ও কার্পাস প্রভৃতির চাষেও সাফল্য লাভ করিলেন। ছেলে মেয়েদের নিজেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদেরও সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের ষোল আনা মিলিয়া কি প্রকারে সমবায়-প্রণালীতে চাষ করিয়া বহু ফসল উৎপন্ন করিতে পারে তাহাও কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করিলেন। ষোল আনার শাসন ও ষোল আনার বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়া গ্রামটিকে শাসন ও বিচার বিষয়ে স্বাধীন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদের সাহায্যে ঘরে ঘরে চরকা বসিল। অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামটি বস্ত্র বিষয়েও পরমুখাপেক্ষিতার হাত হইতে উদ্ধার পাইল। স্নেহ ভালবাসার দ্বারা সমগ্র গ্রামের হৃদয় রাজ্য তিনি অধিকার করিয়া বসিলেন। মনের ব্যাধির উপশম হওয়াতে অর্থের কাঙ্গাল, মক্কেলের দাস—সহরের উকীলবাবু আজ গ্রামের কৃষক হইয়া সত্যিকার রাজার আসন অধিকার করিলেন।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদের জল্পনা কল্পনাই কর আর নূতন বড় লাটের কৃষি-কমিশনারের দিকেই তাকাইয়া থাক, ভারতবাসীর জাতীয় জীবনকে ব্যাপকভাবে যে মনের ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে তাহার যত দিন প্রতিকার না হইবে তত দিন অন্তর্দুষ্ট ব্রণের উপরে বাহ্য প্রলেপের মত বাহিরের কতকগুলি ভেজাল উপায়ের প্রযোগ দ্বারা শান্তি ও মুক্তি লাভ সম্ভবপর হইবে না। মনের ব্যাধিই ভারতের দরিদ্রতার কারণ, মনের ব্যাধিই ভারতের সমাজ-বিভ্রাট, নীতি-বিভ্রাট এবং ধর্ম্ম-বিভ্রাটের কারণ, মনের ব্যাধিই ভারতের আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক কলহের কারণ এবং মনের ব্যাধিই ভারতের পরাধীনতার একমাত্র কারণ। নিজেরা সব শুদ্ধচিত্ত হইয়া, কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া, ত্যাগবীর হইয়া মনের ব্যাধির উপশম কর, দেখিবে স্বাধীন ভারতে সুখ শান্তির দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যাধি নিবারণ করিবার উপায় ত তোমারই কাছে রহিয়াছে, ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে খুঁজিতেছ কেন?

লোকমান্য তিলক

আজ ছয় বৎসর অতীত হইল লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার ষষ্ঠ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের যথোচিত আয়োজন হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়া স্বর্গগত মহাপুরুষের আত্মার মঙ্গলকামনায় ভগবৎচরণে প্রার্থনা করিবে, সহস্র ভারতবাসী এই পুণ্য শ্রাদ্ধবাসরে মৃত দেশ-সেবকের স্মৃতি-তর্পণ করিয়া ধন্য হইবে। মহাপুরুষের স্মৃতি-তর্পণের জন্য দেশব্যাপী এই ব্যাকুলতার ভাব দেখিয়া আশান্বিত হইবার কারণ থাকিলেও, জাতীয়-জীবনের এই সন্ধিক্ষণে একটা গভীর সন্দেহ আমাদের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—লোকমান্যের জীবনব্যাপী সাধনার মূল সূত্রটা আমরা ধরিতে পারিয়াছি কি? জ্ঞানোন্মেষের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের একনিষ্ঠ সেবাকেই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মহান্ সেবা-ব্রতের ভিতর অহমিকার স্থান ছিল না। অহমিকা জয় করিতে পরিয়াছিলেন বলিয়াই, দেশের প্রকৃত সেবা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। নিজের মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতিকে পথের কণ্টক বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। তাঁহার কাম্য ছিল দেশের সার্ব্বজনীন উন্নতি, ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা কখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ইচ্ছা করিলে সমসাময়িক আইন-ব্যবসায়িগণের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতেন; বিশ্ব-বিশ্রুত পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না; কিন্তু এ দিকে তাঁহার মন টলে নাই। তৎকালীন অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অকল্যাণ

সময়ের তর্ক-সভা—কংগ্রেসে বুদ্ধিমান তার্কিকের যোগ্য সম্মান তিনি অতি সহজেই লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু এইরূপ নিরর্থক চেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন নাই। দেশের জনমণ্ডলীর হীন পতিত অবস্থা তাঁহার প্রাণে শেল বিদ্ধ করিয়াছিল, তাই ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির কথা ভাবিবার সময় তাঁহার হয় নাই; কি উপায়ে কংগ্রেসকে সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া ইহার সাহায্যে দেশের মঙ্গল সাধন করা যায়—তাহাই হইয়াছিল লোকমান্যের একমাত্র চিন্তার বিষয়। আজ যে কংগ্রেসকে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া অভিহিত করিবার অধিকার আমরা পাইয়াছি, তাহার মূলে রহিয়াছে লোকমান্যের অহমিকা-লেশ-শূন্য দেশ-সেবার ঐকান্তিক স্পৃহা। নিজ মতের অহঙ্কার তাঁহার ছিল না, কোন কাজেই নিজের মত চালাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইতেন না; দেশের হিতসাধনই ছিল তাঁহার ধ্যানের বস্তু—"আমিত্বের" প্রসার তিনি চাহিতেন না। দেশের কাযে এমন করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত বুঝি আর কোথাও মিলে না! তাই মনে হয়, দেশের যে সকল নেতা তাঁহারই নামের দোহাই দিয়া আজ দল-গঠনের কাজে লাগিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি লোকমান্যের সাধনার মূল সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন? অন্ততঃ ইঁহাদের কথায়, কার্য্যে এবং আচরণে ত সেই আপন-ভোলা সেবাপরায়ণতার কোন লক্ষণই দেখিতে পাই না! আত্মত্যাগই ছিল যাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার প্রধান উপকরণ, সেই সাধকের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা কি ইঁহারা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন?

নান্যঃ পন্থাঃ—

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণই বলিতেন, সরকারের সহিত সহযোগিতা না করিলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সরকারের আদেশানুবর্ত্তী না হইলে ভারতীয়গণের অর্থ-নৈতিক, রাজ-নৈতিক, এমন কি আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছুমাত্র আশা নাই। তাহাদের কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য ছিল না। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ স্থির-মস্তিষ্ক রাজনীতিকগণ প্রথম ঐরূপ কথাই বলিতেন, শেষে কিন্তু এমন দুই, একটা কথা বলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা হইতে মনে হইয়াছিল, ইঁহারাও "সহযোগের" প্রকৃত অর্থটা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার পরেও আজ কাল আবার কেহ কেহ সুর ধরিয়াছেন, "সহযোগ করিতে হইবে; ইহা ছাড়া আমাদের আর গতি নাই। বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার যদি সমাধান করিতে চাও, "সহযোগ" অবলম্বন করিয়া সরকারের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি কর, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে।" ইঁহারাই কিছু দিন পূর্ব্বে গরম-পন্থী রাজনীতিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া নরম-পন্থী রাজনীতিকগণের কুৎসা রটনা করা জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন ইঁহারাই আবার "সহযোগ" করিতে—অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশোদ্ধার কার্য্যের সমাধান করিতে দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছেন। বোধ হয় মনে করিতেছেন, আর কিছুতে না হউক সাম্প্রদায়িক সমস্যার দোহাই দিয়া দেশবাসীকে এই পথের পথিক করিবেন। এত দিন পরে এই পুরাতন খেলা খেলিয়া আর লাভ কি? দেশের লোক "সহযোগের" অর্থাৎ মন্ত্রিগণের দেশোদ্ধারের নমুনা ত দেখিয়াছে। নাম বদলাইলেই কি নির্লজ্জ জাতীয়-মর্য্যাদাহানিকর আত্মসমর্পণের অভিনয়টা অন্য আকার ধারণ করিবে? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আশ্রয়ে এ প্রহসন আবার কেন? তা ছাড়া, সরকারের অধীনে মন্ত্রিত্ব কয়টিই বা আছে? পক্ষান্তরে, কংগ্রেস-নির্দ্ধারিত বাধা-প্রদান নীতি অবলম্বন করিলে, আর যাহা হউক না হউক, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচারের এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার একটা সুযোগ পাওয়া যাইবে।

মানভূমে কুষ্ঠ-সমস্যা—

মানভূমে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়—পূর্ব্বাহ্নেই সতর্কতা অবলম্বন না করিলে কালে এই ভীষণ ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্পসংখ্যক লোকই নিস্তার পাইবে। অথচ, বিশেষজ্ঞগণ যে সব কথা বলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেই সংক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। এই বিষয়ে বিখ্যাত কুষ্ঠ-চিকিৎসক ডাঃ মুইরের বক্তৃতার যে সারাংশ "মুক্তি"র গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অধিকাংশ লোকই কুষ্ঠ সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানে না। আমাদের অনুরোধ, "মুক্তি"র পাঠকবর্গ ডাঃ মুইরের এই বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করুন। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ দেখিতে পাইলে, "মুক্তি"তে বিশেষজ্ঞগণের প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্থানীয় সংবাদ।

শিলির মটর ডাকাতি—

শিলিতে যে মটর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে ঝালদার শ্রীঅটল চন্দ্র হালদার ও শ্রীহীরালাল মাড়োয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছে। উভয়েই খুব ধনী ও বড় ব্যবসায়ী। এতদ্ব্যতীত ঝালদা ও পাটকালদায় সর্ব্বসমেত প্রায় ৩১ জন গ্রেপ্তার হইয়া রাঁচিতে বিচারার্থ নীত হইয়াছে। কাহাকেও জামীন দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ যে আসামী পক্ষ সমর্থন করার জন্য মিঃ হাসান ইমামকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভাব অভিযোগ—

এখানে বেশ বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। প্রচুর বারি-বর্ষণের ফলে বড় বড় পার্ব্বত্য নদীগুলিতে ভীষণ বান আসিয়াছে। বারি-বর্ষণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নদীর জল কমিবে না। সুবর্ণ রেখা প্রভৃতি যে সকল বড় বড় নদীগুলির উপরে পুল নাই সাধারণের পক্ষে সেগুলি পারাপার হওয়া বিষম সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় ঐ সকল নদী পারাপারের জন্য সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন কোন বৎসর এরূপ বানে ঐ সকল নদীতে প্রাণ হানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাত্রীদের অসুবিধা এবং প্রাণনাশের সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অবশ্য কর্ত্তব্য। আশা করি নির্ব্বাচিত সদস্যগণ এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিবেন।

বিদায় অভিনন্দন—

ডিঃ বোর্ডের হেলথ অফিসার শ্রীযুক্ত পাল আগামী ৬ই আগষ্ট পুরুলিয়া ছাড়িয়া দারভাঙ্গা যাইতেছেন। ডিঃ বোর্ডের কর্ম্মচারী বৃন্দ ও সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক বিদায় সম্বর্দ্ধনার জন্য গত কল্য রবিবার সন্ধ্যায় মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি খুব অমায়িক ও সরল কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

বাঁকুড়া সংবাদ—

গত ২১শে জুলাই শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু বাঁকুড়া আসিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় উকিলগণের সহিত দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। পরে অভয় আশ্রমের মেথর বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় বৃহতী এক জন সভায় বক্তৃতা করেন। সেই দিন সন্ধ্যায় বাঁকুড়া পরিত্যাগ করেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ আশ্রমে জার্ম্মান মহিলা—

"কুমারী হল্‌গিঙ্গ" নামে সোসিয়েলিষ্ট দলভুক্ত জনৈক জার্ম্মান মহিলা কিছু দিন যাবত মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। জার্ম্মানীর এক সম্ভ্রান্ত বংশে ইঁহার জন্ম। সত্যের অনুসন্ধানের জন্য আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া এই সুদূর দেশে তিনি আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে গুজরাট মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং মহাবিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই বিদ্যালয়ে মহাত্মাজীও প্রত্যেক শনিবার ছাত্রদের এক ঘণ্টা করিয়া বাইবেল শিক্ষা দিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রথমতঃ "নিউ টেষ্টামেন্ট" পড়ান হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—

স্বয়ং পাবনার উপযুক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উক্ত কমিটির তহবিল হইতে পাবনার সাহায্যের জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং এতদ্ভিন্ন বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে ৪০০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আগামী ১৮ই আগষ্ট তারিখে উক্ত কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক সভা এলাহাবাদে হইবে স্থির হইয়াছে।

লালা লজপত রায়—

গত ২৭শে জুলাই তারিখে লালাজী ইউরোপ হইতে রওনা হইয়াছেন এবং আগামী ৬ই আগষ্ট তারিখে ভারতে পৌছিবেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ-সভার চৈতন্যোদয়—

গত ২৫শে জুলাই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার এক সভা হইয়া গিয়াছে। নানাস্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত সভা অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছে—যদি কোন হিন্দু স্ত্রীলোককে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায় কিম্বা জোর করিয়া অত্যাচার করে বা সতীত্বনাশ করে তবে তাহাকে শরীর শুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করা হইবে। এই সকল ব্যাপারে ভক্তি সহকারে গঙ্গা-স্নান করিলেও শুদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মীমাংসার চেষ্টায় স্যার বি, এন, মিত্র—

ভারত গভর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের সদস্য স্যার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র কিছু দিন যাবত কলিকাতা আসিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া "মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা" সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু কাজে কতদূর হইবে কে জানে। হিন্দু নেতাদের সহিত পরামর্শ করিবার পূর্ব্বে তিনি মুসলমান নেতাদের এক স্বতন্ত্র বৈঠক করিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ এক সর্ত্ত দিয়াছেন যে সহরের যে সকল অঞ্চলে মুসলমানের বাস অধিক সে সব অঞ্চলের মস্‌জিদের সম্মুখে কখনও বাজনা হইতে পারিবে না, যে সব অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সমান সংখ্যায় বাস করিতেছে সে সব অঞ্চলে মস্‌জিদের সামনে পাঁচ ওক্ত নমাজের সময় বাজনা বন্ধ করিতে হইবে এবং যে অঞ্চলে হিন্দু অধিবাসী বেশী সে অঞ্চলে বেলা ১-৪০ মিনিট পর্য্যন্ত বাজনা বন্ধ রাখিতে হইবে। হিন্দুগণ এই সর্ত্তে রাজী নন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে যদি মুসলমানেরা রাজী হয় তবে তাঁহারা "কন্‌সিলেসন্ বোর্ড গঠন করিয়া পরামর্শ করিতে রাজী আছেন।

ফরওয়ার্ডের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ—

"পাবনায় অরাজকতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার জন্য "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সম্পাদক ও প্রিণ্টারকে ১২৪ক ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তৎপর তাঁহাদিগকে জামিনে খালাস দেওয়া হয়। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাঁহাদের বিচার চলিতেছে। তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব "লর্ড অলিভারকে" সাক্ষী মানিয়া কমিশনে তাঁহার সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে।

হিন্দু মিশন—

কিছুদিন হইতে আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে হিন্দু মিশন পাহাড়িয়াদের উন্নতির জন্য সুন্দররূপে সংস্কার কার্য্য চালাইতেছেন। এই কার্য্যের দ্বারা উহাদের শীঘ্রই উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়।

নিখিল বঙ্গীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—

মানভূম, পুর্ণিয়া, হুর্গাডেলী, পাটনা, কটক প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বাঙ্গালী ছাত্রগণের অনুরোধ জ্ঞাপক পত্র পাইয়া "দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি" স্থির করিয়াছেন যে দেশবন্ধু পরলোক গমনের পুণ্য স্মৃতি উপলক্ষে বঙ্গ ভাষায় "পল্লী সংস্কার কার্য্য পদ্ধতি" বিষয়ে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে উপরোক্ত স্থানের স্কুল ও কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রগণও যোগদান করিতে পারিবে। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের নিকট প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতার বিষয়ীভূত প্রবন্ধ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় পুস্তক, কাগজপত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট দুই আনার ডাক টিকিট সহ দরখাস্ত করিতে হইবে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার
সম্পাদক, আয়ব্যায়-নির্দ্ধারণ সমিতি
দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার ধনভাণ্ডার
৫নং সমবায় মেনসন্, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিহার কংগ্রেস কমিটি—

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী-সমিতি গত ২৬শে জুলাইয়ের অধিবেশনে এসেমব্লির জন্য-ছোটনাগপুর-পাটনা-উড়িষ্যা মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নবাব সার্ফ্রাজ হোসেন খাঁকে এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের জন্য—ছোটনাগপুর মুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে মৌলবী সেখ মহম্মদ হোসেনকে মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—

গত শুক্রবার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী জামসেদপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি সেখানে "তিলক পুস্তকালয়ের" নূতন গৃহের উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করেন এবং পাবনার সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করেন।

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি—

সমস্ত প্রদেশ হইতে আগামী গৌহাটী-কংগ্রেসে কে কে সভাপতি হইবার উপযুক্ত তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করা হইতেছে। ডাঃ আনসারীর নাম অধিক সংখ্যক প্রদেশ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি এক পত্রে দেশবাসীকে তিনি জানাইয়াছেন যে তাহারা তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু তিনি সভাপতির পদ হইতে নিজের নাম প্রত্যাখান করিতেছেন এবং ঐ পদে মৌলবী মজরুলহক্ বা শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারকে নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পাবনায় পিউনিটিভ পুলিশ—

পাবনা মিউনিসিপ্যাল এলাকার অধীন যে সকল গ্রামে লুট হইয়া গিয়াছে সে সকল গ্রামে চারিজন করিয়া সশস্ত্র অতিরিক্ত পুলিশ একজন সহকারী পুলিশ ইনিসপেক্টরের অধীনে মোতায়েন করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যহাতে লুন্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা ও লুঠের মামলায় সাক্ষীরা কোনরূপে নির্য্যাতিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা।

দেশের উল্টে গেল হাওয়া—

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত কোন এক পরগণায় কয়েকজন বিশিষ্ট [illegible] চাল চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবং তাঁহারা সকলের সহানুভূতি লাভের জন্য নানাস্থানে সভা-সমিতি করিতেছেন। ভগবান করুণ তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হউক।

শ্রীযুক্ত গোস্বামীর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা—

কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামী এবং শরৎ চন্দ্র বোস রাজসাহী পরিভ্রমনে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা এক ভলান্টিয়ার-কোর গঠন করিয়াছেন। এই দল কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া এক রক্ষীদল গঠন করিবেন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নিয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে—সকল সম্প্রদায়ের যুবকদের শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা; গ্রামে গ্রামে প্রচারের দ্বারা গ্রামের উন্নতি করা; কার্য্যের দ্বারা গ্রামের লোকের মন হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব দূর করা; দরকার হইলে অন্যান্য সমিতির সহিত এক যোগে কাজ করিয়া গুণ্ডা, বদমায়েসের অত্যাচার হইতে গ্রামগুলি রক্ষা করা।

আগামী কংগ্রেস—

আগামী ডিসেম্বর মাসে গৌহাটিতে যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার এক চত্বারিংশৎ অধিবেশন হইবে তাহার অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন উহার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র বরদলই উহার জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

গত ২৮শে জুলাই বুধবার দিন প্রবাসী ও মডার্ণরিভিউর সম্পাদক রামানন্দ বাবু জেনেভা রওনা হইয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষে প্রবাসী অফিসে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ এক প্রীতি সম্মিলনীতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রবাসীর সহকারিগণ রামানন্দ বাবুকে একটি "সুন্দর রাইটিংকেস" উপহার দিয়াছেন।

কৃষি ও শিল্প—

বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে ৬৪০০শতটি কারখানা আছে। এবং ১১,০৮১টি কো-অপারেটিভ্ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

শিক্ষা ও সাধনা।

(স্বামী তপানন্দ)

ধর্ম্মেতে হয় হৃদয় উদার দেবত্ব বিকাশে,
সঙ্কীর্ণ হীন স্বার্থের ভাব আর অহঙ্কারটী নাশে;
ধর্ম্মে জন্মে বিরাট বিশ্বে অগাধ ভালবাসা,
ভেদ বুদ্ধি যায় জ্ঞানের প্রভায় হরে বিষয় তৃষা।
বৈদিক যুগে ত্যাগী তপস্বী ঋষিদের নিদেশে,
কত উন্নত ছিলাম সবে এই আমাদের দেশে।
ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের অধঃপতন ফলে,
ধীরে ধীরে যখন প্রায় সব ডুবিল অতল তলে,
পুনশ্চ সেই বিশ্ব-প্রেমিক বুদ্ধের আগমনে,
তাঁর করুণায়, শান্তি মাখা অভয় বাণী শুনে,
বৌদ্ধগণের ত্যাগ তপস্যা পবিত্রতাগুণে,
পৃথিবী শুদ্ধ লুটিয়েছিল ভারতের চরণে।
ধর্ম্মাশোকের সময় আর এই ধর্ম্ম যতদিন ছিল,
শ্রী-সম্পদ-বিদ্যা সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত হ'ল।

ভোগ বিলাসে পাপ প্রবেশে গেল রসাতলে,
তাই বলি ভাই ধর্ম্মানুষ্ঠান সব উন্নতির মূলে।
নিজে জেগে দুনিয়া জাগাবে ধর্ম্ম যদি জাগে,
তাতেই বলি ধর্ম্মটা চাই সকল কর্ম্মের আগে।
শিক্ষা ব'লতে স্বভাব গঠন ধরে মা বাপ ভাই,
দেশের দশের সুখ যাতে হয় ক'রতে শেখা তাই।
দু'পাতা নৈলে বই প'ড়ে আর একবার বিলাত গিয়ে,
ভালটী তাদের নিতে না পেরে, দোষগুলিকে নিয়ে,
হ্যাট্ কোট্ প'রে দেশদ্বেষী বিজাতীয়ের গোঁড়া,
না ধর্ম্ম না কর্ম্ম সে এক জীবন সৃষ্টি ছাড়া।
আর্য্য ভাবটী রেখে নম্র হ'য়ে নিরহঙ্কারে,
দোষটী ছেড়ে গুণটী নেওয়া শিক্ষা বলি তারে।
ইতিহাস পুরাণ ঘেঁটে উচ্চ চরিত্রগুলি জেনে,
সেরূপ জীবন গড়তে চেষ্টা সদানুশীলনে।
উচ্চাদর্শে লক্ষ্য রেখে প্রাণটী ক'রে পণ,
তেমনি ক'রে তেমনি হওয়াই ভজন আর সাধন।
চতুর্ব্বর্ণ চতুরাশ্রম কোথায় গেছে উড়ে,
শ্রীহীন তাই সব হারিয়ে ম'রছি মাথা খুঁড়ে।
ত্যাগ আর সেবাই মূল আমাদের স্বামীজি গেলেন ব'লে,
বাকীগুলি আপনি আসবে ঐ দুটীকে পেলে।
সেবার ভাবটী আনতে প্রথম চাই সদানুষ্ঠান,
ত্যাগী তিনিই সর্ব্বজীবে যাঁহার শিবজ্ঞান।
সাধন নামটী শুনেই পেছুই ভয়ে হাত দেই কাণে,
গোল বাধে ঐ কটমট শব্দ গুলো শুনে।
ভস্ম মাখে কৌপীন আঁটে ন্যাংটা জটা শিরে,
ভিক্ষা মাগে রাত্রি জাগে, শীতাতপে ঘুরে;
এ সব বড় কষ্ট ভেবে, বাইরে বাইরে দেখে,
প্রায়ই কেও আর এগুতে চায় না ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে।
কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে এমন কিছুই নয়,
ভালটী হব ইচ্ছা করলে আপনা হ'তেই হয়।
তপ জপ যা কঠিন ব'লে মনে হ'চ্ছে এখন'
ঔষধ খাওয়া ক'রে, জোরে একটু প্রথম প্রথম,
যথাসাধ্য ক'রতে ক'রতে কিছু অকপট ভাবে,
গুরুর কৃপায় এমন একদিন একটা কিছু পাবে,
রোকটা আসবে চুটিয়ে করি কি দিনে কি রেতে,
যায় যাবে প্রাণ দেখ্‌তে হবে শেষ কি আছে এতে।
মনটা ক'রবে কেমন কেমন সদাই হবে ভয়,
পাছে হারাই কি ক'রে পাই এই ভাবেই তন্ময়,
সাগর সেঁচবে, গরল খাবে, আগুনে দেবে ঝাঁপ,
যা কিছু সব সুখ দুনিয়ায় মনে হবে কাল সাপ।
মনটা যখন খুবই ব্যাকুল সেদিনে যায় প্রাণ,
তখন ধীরে উথলে উঠবে আনন্দের তুফান।
শিউরে শিউরে উঠবে গা, চোখ দুটী ছল ছল,
মুখ বুক লাল, গায়ে কাঁটা নেশায় টল মল;
প্রতি লোমের ছিদ্রে ছিদ্রে কত উর্ব্বশী সঙ্গ,
শিথিল হবে ইন্দ্রিয় মন, ক'রবে কি অনঙ্গ?
যখন হবে তখন হবে থাকুক ওসব কথা,
কখন হবে ছেলে পোয়াতিকে জানাতে হবে না তা।
নিজেই সে যে প্রসব বেদনায় পাড়া ক'রবে গোল,
প'ড়শী ছুটবে ছেলে দেখ্‌তে বাজাতে হবে না ঢোল।

কুষ্ঠ রোগের কারণ কি?

(ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়)

বিরোধীন্যন্ন পানানি দ্রব স্নিগ্ধ গুরূণিচ।
ভজতো মাগতাং ছর্দ্দিং বেগাং শ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতান্॥
ব্যায়ামমতি সন্তাপমতিভূক্তা নিষেবিণাম্।
ঘর্ম্মশ্রম ভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বু সেবিনান্॥
অজীর্ণাধ্যাশিনান্ চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্।
নবান্ন দধি মৎস্যাতিলবণাম্ল নিষেবিণাম্॥
মাস মূলক পিষ্টান্ন তিলক্ষীর গুড়াশিনান্।
ব্যবায়াং চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাংচ ভজতাং দিবা।

(মাধব নিদান)

বিরুদ্ধ ভোজন অর্থাৎ মৎস্য মাংস একত্র ভোজন, মৎস্য মাংসাহারের পর দুগ্ধ পান, অন্ন পরিপাক হইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন, পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, মল মূত্রের বেগধারণাদি নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্যাদি দ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া শোনিতকে বিকৃত করত কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠ রোগীর সংস্রবে থাকায়, কুষ্ঠ রোগীর উচ্ছিষ্ট ভোজনেও উক্ত রোগ সংক্রমিত হইয়া থাকে। পিতৃকুল কিম্বা মাতৃকুল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রেও অনেকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত জীবের মাংস ভক্ষণ ও দুষ্পাচ্য আহারও কুষ্ঠ রোগের অন্যতম কারণ।

আমি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি এবং এখানেও করিতেছি তাহার শতকরা ৮০ জন রোগীই অনিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা দ্বারাই রোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং তদনুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করায় সকলেই আরোগ্য হইয়াছে ও এখানেও হইতেছে।

কুষ্ঠ রোগ আঠার প্রকার। সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ বা মহাব্যাধি ও এগার প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ। মহাকুষ্ঠ যথা—কপাল, উড়ুম্বর মণ্ডল, পুণ্ডরীক, ঋষ্যজিহ্ব, সিধ্ম (শ্বেতকুষ্ঠ) ও কাকণক। বায়ু, পিত্ত, কফ, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক দোষের ক্রমানুসারে রোগের লক্ষণাদির ইতর বিশেষ হয়। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র সংক্রান্ত রোগানুসারেও লক্ষণাদি বিভিন্ন হইয়া থাকে।

রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ আক্রমণের সময় রোগী নিজেও ব্যারামের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। সাধারণ চিকিৎসক, কি ডাক্তার, কি কবিরাজ, যিনি বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদেরও রোগ চিনিতে ভুল হইয়া থাকে। অতএব যে কোন চিকিৎসকের নিকট না যাইয়া বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত।

সহজ শরীর, দেখিলে মনে হয় কোন ব্যারামই নাই হঠাৎ একস্থানে জ্বালা করিয়া উঠিল কিম্বা কোন স্থানে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল, আবার খানিক পরে জ্বালাও কমিয়া গেল ও রক্তবর্ণ চিহ্নও বিলুপ্ত হইল, রোগী মনে করিল ও কিছুই নয় হঠাৎ ওরূপ হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক উহাই রোগের সূত্রপাত। সাধারণ চিকিৎসক দেখিলেও রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। হয়ত শরীরে কোন

রোগ নাই বলও আছে কোন গ্লানি নাই কিন্তু কোন এক স্থানে চিমটি কাটিলে লাগে না এমন কি সূঁচ ফুটাইলেও জানিতে পারে না, অনেকে তত মনোযোগ দেন না, পরে ইহাই দুর্দ্দান্ত মহাকুষ্ঠ রোগে পরিণত হয়। অতএব প্রথমাবস্থায়ই অবহেলা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন বিশেষজ্ঞের আশ্রয় লওয়া উচিত। অনেকের দেখা যায় সামান্য দাদের মত এক স্থান একটু স্ফীত হইয়াছে, মনে করিল যে উহা কিছুনয় সামান্য দাদ মাত্র, কালে ঐ দাদরূপ অঙ্কুর হইতেই মহাব্যাধি রোগ মহীরুহ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমুদয় শরীর আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। অতএব এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিলেই সকলের সাবধান হওয়া উচিত। যাহারা নিকটে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য না পান তাঁহাদের আহারাদি সম্বন্ধে একটু যত্ন করিলে রোগ সহসা বৃদ্ধি হইতে পারে না। রোগের সূত্রপাত হইলে মৎস্য মাংস একেবারে ত্যাগ করিবেন, তিক্ত দ্রব্য অর্থাৎ নিমপাতা, করেলা, গিমাশাক, কলমীশাক আদি তরকারি খাইলে উপকার হয়। বুটের ছাতু, বুট ভাজা, বুটের রুটী, বিশেষ উপকারী, দধি, অম্ল, অতিরিক্ত ঝাল, রৌদ্র সেবন অগ্নির উত্তাপ লাগান নিষিদ্ধ। তবে যত শীঘ্র পারেন উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

সম্প্রতি দেখিলাম একজন বিখ্যাত কুষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়াছেন যে অতিরিক্ত অন্ন গ্রহণ করিলেই লোকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়, কিন্তু পাঞ্জাবের লোকেরা রুটী ভক্ষণ করে তজ্জন্য কুষ্ঠ রোগ তাহাদের নিকট দিয়া ঘেসে না। বাঙ্গালী মাত্রেই অন্ন ভোজী। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে শ্রীহট্ট জেলায় কুষ্ঠ রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব, তন্মধ্যে শতকরা ৭০ জনই মুসলমান। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানেরাই অতিরিক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে? মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত অসংযমী, বিশেষত তাহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার খুব কম। শুকটী মাছ, রোগগ্রস্ত ছাগলের মাংস, গো মাংসাদি ভক্ষণ, অপরিষ্কার গৃহে বাস ইত্যাদিই তাহাদের মধ্যে রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। অতএব অন্নাহারই এ রোগের কারণ নয়। পঞ্জাবপ্রদেশের জল বায়ু ও সংযমশীলতাই কুষ্ঠ রোগ না হওয়ার কারণ বলিয়া বোধ হয়। অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় জন্য আমাদের শরীরস্থ রোগবিনাশিনী শক্তি দুর্ব্বল হয় সুতরাং বহিস্থ রোগাণু সহজেই শোণিত সহ মিশ্রিত হইয়া রক্তকে দূষিত করতঃ রোগ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় দ্বারা যে কেবলমাত্র কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয় তাহা নহে, থাইসিস, এপিলেপসি, শ্বাস, বহুমূত্রাদি মারাত্মক ব্যাধি সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি যতই সংযমী তিনি ততই নিরোগী।

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ।

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে।—এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

প্রসিদ্ধ ঢাকার শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্।

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লাইয়ারস্,

বড় পোষ্টাফিসের সন্মুখ, পুরুলিয়া।

বিনা ওজরে মূল্য ফেরত।

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩॥০ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—মহৌষধ খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

প্রমেহারি সুধা—নূতন, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, গ্লিট, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতির মহৌষধ বড় ১ শিশি ২॥০, ছোট ১৷৴০।

বাতারি তৈল—বাত, গাউট, গেঁটে বাত, ঝিনঝিনে বাত প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ২ সপ্তাহের খাইবার ঔষধ সহ ১ শিশি তৈল ২॥০

দদ্রুনাশিনী তৈল—দাদ, কৌচদাদ, কাঁউর, বিখাউজ প্রভৃতির ধন্বন্তরী। ছোট শিশি ৷৴০, বড় শিশি ॥০

অবধৌতিক রসায়ন—শুক্রতরল, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, স্মরণশক্তিহীন, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটোরিয়া প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। বড় শিশি ২৸০, মধ্যম ১॥০, ছোট ৸৴০ মাশুল স্বতন্ত্র।

উপরিউক্ত ঔষধ ব্যবহারে এবং আমাদের দ্বারা যে কোন রোগের চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে, বিনা ওজরে সমুদয় মূল্য সানন্দে সহিত ফেরৎ দেওয়া হয়। ষ্ট্যাম্প দিয়া এগ্রিমেণ্ট লিখিত।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**

এম, বি, (হোমিওঃ)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুধের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পারে না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং অপছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদরস্তি জোড়া দীঃ ৬,৬॥০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হস্ত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২২৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাব আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭॥০, ঐ ইয়োস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মশলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

বাংলা ভাষায় **মহাত্মা গান্ধীর** জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। **মহাত্মার** ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

স্থান পরিবর্ত্তন! স্থান পরিবর্ত্তন!!

শ্রীরাম কিঙ্কর নাগের সুপ্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকান সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য শীঘ্রই চকবাজারে উঠিয়া যাইতেছে।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার বেনী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

দাদের মলম বা কাশ্মিরী জরদা ৪ কৌটা ১৲ টাকায় লইলে উপহার। ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১৪৪ টী), পেন হোলডার ১টী, নিব ১২টী, জলছবি ২ খানা, সূচ ২৫টী, সূতা বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, বোতাম ২টী নবরঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেফটিপিন ১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ১ খানি পাইবেন

সরকার ব্রাদার্স ২ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভীষণ কাণ্ড।

আমাদের কাশ্মিরী জরদা একত্রে ১৫ কৌটা লইলে ১টী [illegible] বিটাইমপিস ঘড়ি, কলকজা অতিশয় ও মজবুত ১ দমে ৩৬ ঘণ্টা চলে, গ্যারাণ্টি ৩ সন ১টী চাইল্ড রিষ্ট ওয়াচ ও ১টী [illegible] উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।৵ আনা মাত্র। মাঃ স্বতন্ত্র।

সি, সুশোভী এণ্ড কোং

৩০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের জন্য ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনাদৃত এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক ডোজে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। **মুথানল**(Muthanol)—ব্যাডিফেরস্ হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাঁসপাতলগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ রোগীর রোগ উপশম করিতেছে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৯৲ টাকা

২। **পুলমো-বাইলি** (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যইবে।

প্রতি শিশি — ২॥০ টাকা

৩। **ওপোবিল**(Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২॥০ টাকা।

৪। **মেটাকিউপ্রোল**(Metacuprol)—সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তদুষ্টির প্রতিষেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

প্রতি টিউব্ —।০ টাকা।

৫। **ফোরক্সল** (Forxol)—পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে

প্রতি শিশি — ২॥০ টাকা

৬। **ইউরোফাইল** (Europhile) —ইউরিক এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২॥০ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ।
ফোন নং ৫২৫১ কলিকাতা, ১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পোষ্ট বক্স—৪৩৭

টেলিগ্রাম :—Printrade
টেলিফোন নং :— ৬১৩ বড়বাজার।

অভাবনীয় সুযোগ !
যদি প্রেস করিয়া লাভবান হইতেচান, তবে—

আদি ছেনি প্রস্তুত কারক ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত **সি, ডি কর্ম্মকার এণ্ড কোম্পানির** টাইপ ব্যবহার করুণ।

এই কোম্পানি ১৮৭১ সালে স্থাপিত এ পর্য্যন্ত ইহা অতীব সুখ্যাতির সহিত গ্রাহকগণের অর্ডার সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সহর এবং মফঃসলের গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ক্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানি সম্প্রতি **বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯০৮ সন) **ও ফিনিক্স টাইপ ফাউণ্ড্রি** (স্থাপিত ১৯১৫ সাল) নামক ২টী কারখানা খরিদ করিয়াছেন। যাহাতে গ্রাহকগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সত্বর অর্ডার সরবরাহ করা হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখানে ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, নাগরি, আরবী পার্শী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভারতে সমস্ত ভাষার টাইপই প্রস্তুত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেড্, স্পেস, আহএম, একএম, কোয়ারেড্, কোটেশন, ফিগার ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস মজুত থাকে। অর্ডার প্রাপ্তিমাত্রই অগোণে সরবরাহ করা হয়। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।

একমাত্র সত্বাধিকারী
এন, এন, সান্যাল
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্ সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মুল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মুল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

ভোটের কথা

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

প্রতি সংখ্যা /০ আনা

১ম বর্ষ

পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে শ্রাবণ ১৩৩৩, ৯ই আগষ্ট ১৯২৬

৩৪ শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী- ।৵০ ও ৸০ আনা, মকরধ্বজ —৪৲ তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।/০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, /০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী ঃ

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি ? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন পাইবামাত্র,

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সেভিং-ব্যাঙ্ক হিসাবের ডিপোজিটারগণকে ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ঝরিয়া ও আসানসোল আফিসে Savings Bank হিসাবের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৪৷৹ হইতে ৪৲ টাকা করা হইবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার
এজেণ্ট ঝরিয়া
৩১।৭।২৬

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে—এই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সকল ওয়ার্ডের তালিকা মিউনিসিপ্যাল অফিসে টাঙ্গান হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত অপরাপর ওয়ার্ডের তালিকাগুলিও নিম্নলিখিত স্থানসমূহে রাখা হইয়াছে। ঐগুলি সকলেই উক্ত স্থান সমূহে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

কোন্ কোন্ স্থানে তালিকা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মিউনিসিপ্যাল অফিস নোটীশ বোর্ড—সমস্ত ওয়ার্ডের তালিকা

১নং ওয়ার্ডের

(ক) ডেপুটী কমিশনারের অফিস।
(খ) বার লাইব্রেরী (উকীলখানায়)
(গ) মুন্সেফডাঙ্গা হরিসভা গৃহ।
(ঘ) মিউনিসিপ্যালিটির হাট।

২নং ওয়ার্ডের

(ক) মুন্সেফডাঙ্গার মিউনিসিপ্যালিটির নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়।
(খ) ঐ আমলাপাড়ার উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়।
(গ) সদর আউট পোষ্ট।
(ঘ) চকবাজারের কালী মন্দির।

৩নং ওয়ার্ডের

(ক) নামপুরুলিয়া আউট পোষ্ট।
(খ) গাড়িখানা পতিত (খোঁয়াড়)
(গ) মিঃ জর্ডনের গালা কারখানা।
(ঘ) ইণ্ডিগো—ফ্যাক্টরী রাস্তার ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস (নিলকুঠীডাঙ্গা)

৪নং ওয়ার্ডের

(ক) নডিহা আউট পোষ্ট।
(খ) কেতিকার দুর্গামেলা।
(গ) সদর থানা।
(ঘ) নিলকুঠিডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অদ্য ৩০শে জুলাই (১৯২৬) নির্ব্বাচক তালিকা প্রকাশ করা হইল।

এই নির্ব্বাচক তালিকাতে যাঁহাদের নাম নাই অথচ যাঁহারা তাঁহাদের নাম থাকিবার দাবী করেন তাঁহারা অথবা যাঁহারা মনে করেন তালিকাতে এমন নাম ভুক্ত হইয়াছে যাহা থাকা আপত্তিজনক তাহা হইলে তাঁহারা এই তালিকা প্রকাশ হইবার ২০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের নিকট অথবা তাঁহার নিকট হইতে ভারপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তির নিকট লিখিত আবেদনে তাঁহাদের বক্তব্য দাখিল করিবেন। ঐ আবেদনে নাম ভুক্ত করিতে হইলে ঐরূপ করিবার অধিকার অথবা নাম উঠাইবার কথা থাকিলে আপত্তির কারণ লিখিতে হইবে।

যিনি এইরূপ আপত্তি অথবা দাবী উত্থাপন করিবেন তাহাকে স্বতন্ত্র ভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে। এবং ছুটীর দিন ব্যতীত যে কোনও দিবসে বেলা সাড়ে ১১টা হইতে সাড়ে ৫টার ভিতরে আবেদনকারী অথবা তাঁহার নিকট হইতে যথানিয়মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামাধারী কোনও ব্যক্তি মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ঐ সমস্ত তালিকা কেবল মাত্র পরিদর্শনের জন্তই রাখা হইয়াছে—যে কেহ ঐগুলি স্থানান্তরিত করিবেন তিনি দণ্ডার্হ হইবেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস,
পুরুলিয়া,
৩০শে জুলাই ১৯২৬

স্বাঃ—শশধর গাঙ্গুলী
ভাইস্-চেয়ারম্যান,
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

মাত্র ৬৲ টাকায় একশত টাকার উপকার

স্বদেশী আলপাকা শাড়ী!

ইহা তসর গরদের ন্যায় শুভ্র। সৌন্দর্য্যে একশত টাকার বেনারসীর সমতুল্য। পাঠক! আর বিবাহ ইত্যাদি শুভকার্য্যে অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে না। ইহা পার্শী, বেনারসী ইত্যাদি বহুমূল্য কাপড়ের বদলে কন্যা জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে উপঢৌকন দিউন, সাদরে গৃহীত হইবে। ইহার আরও বিশেষত্ব কাচিলে নষ্ট হয় না বরং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই শাড়ী একশত টাকার কাপড়ের ন্যায় উজ্জ্বল, সুন্দর ও চটকদার। দাম মাত্র ছয় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি বেঙ্গল সিল্ক এজেন্সী
৩০ নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"মুক্তি"

"পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দ্বারা সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের নেতৃপদ লাভ করিবার চেষ্টা করিবে না। ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ত্যাগধর্ম্মেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, ত্যাগই মানুষকে মহৎ করিয়া তুলে। তুমি যদি প্রকৃত পক্ষে ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন কর, দেখিবে, যাহারা তোমার সংস্পর্শে আসিবে তাহারাও ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।"

—মহাত্মা গান্ধী

সন ১৩৩৩ সাল, ২৪শে শ্রাবণ সোমবার

ভোটের কথা

ভোটের কথা বলিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বন ব্যতীত তদ্বিষয়ে জনমত সংগ্রহের আর অন্য কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে ভোটের অধিকার নির্ণয় করা হয় এবং যে ভাবে ভোট সংগৃহীত হয় তাহাতে গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি না সে বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। তবে শিক্ষা দ্বারা এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রচার দ্বারা লোকের মনে কর্ত্তব্য জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে এই ভোট প্রথা অবলম্বন করিয়াই যে বহু পরিমাণে জনমত গঠন ও পরিচালনার সুবিধা হইতে পারে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। টাকা ও প্রতিপত্তির প্রভাবে স্বাধীন দেশ সমূহেও এই প্রথার যে অনেক অপব্যবহার হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনের সময় ভোট সংগ্রহের নিমিত্ত টাকা ও মদের যে বিভৎস লীলাভিনয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেই ধারণা হয় কর্ত্তব্য জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপরে কোথায়ও এখন পর্য্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাভারতে শাকদ্বীপের বর্ণনায় রাষ্ট্রের একটা অত্যুচ্চ আদর্শের উল্লেখ আছে।

> "ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।
> স্বধর্ম্মেনৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্"॥

ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভূমি-পর্ব্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—"হে রাজেন্দ্র সেই দেশে (শাকদ্বীপে) রাজাও ছিল না, দণ্ডদাতা বা দণ্ডও ছিল না; সেখানকার ধর্ম্মজ্ঞ লোক সকল স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিত।" পাশ্চাত্য মনীষী টলষ্টয় শাসনতন্ত্র হীন দেশের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন মহাভারতের আদর্শ তাহা অপেক্ষাও উচ্চ। এই উন্নত আদর্শ এই পৃথিবীতে কোন দিন কোন দেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না তদ্বিষয় জল্পনা কল্পনা করিয়া কোন লাভ নাই। তবে মনুষ্য চরিত্রের উপর আমাদের এতটা অবিশ্বাস থাকা উচিত নয় যাহাতে মনে হইতে পারে যে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রচার এবং অনুষ্ঠান দ্বারাও রাষ্ট্র-নীতি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে না। মানুষের ভিতর পশুত্বও আছে, দেবত্বও আছে। পশুত্বের প্রভাবের উপর বিশ্বাস করিয়া পশুত্বের অনুশীলন করিলে সমষ্টিভাবে পশু ভাবেরই বিকাশ হয় এবং তাহার ফলে দম্ভ, অভিমান প্রভৃতি পশুবৃত্তি প্রবল হইয়া নিরন্তর বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রতারণা প্রবঞ্চনাতে মানুষের সামাজিক জীবন কলঙ্কিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, মনুষ্য চরিত্রে দেবত্বের প্রভাবের উপর বিশ্বাস করিয়া দেবভাবের বিকাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিলে সমষ্টিভাবে মানব মনে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলিই প্রভাবান্বিত হইয়া মনুষ্য সমাজকে ক্রমোন্নতির পথে শান্তি ও ধর্ম্মের তৃপ্তিময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। সুতরাং যখন যে অবস্থায় যে প্রথাই আমরা অবলম্বন করি না কেন ইচ্ছা করিলে তাহাকেই দৈবভাবান্বিত করিয়া মানুষের মনে তাহার দেবত্ব বিকাশের জন্যই তাহা প্রয়োগ করিতে পারি। কাউন্সিলেই হউক, অথবা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটিতেই হউক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোট সংগ্রহের সময়ে দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ ইচ্ছা করিলেই ইহার ভিতর দিয়া লোকের মনে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে মঙ্গলপ্রদ ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারেন। যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রার্থী তাঁহাদের মনে যে কোন উপায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার এবং প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার অত্যধিক আগ্রহ থাকে বলিয়াই তাঁহারা নির্ব্বাচক মণ্ডলীর চরিত্রে তাঁহাদের প্রচেষ্টা কিরূপ প্রভাব উৎপন্ন করিতেছে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন না। আবার যাঁহারা ভোট দিয়া নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছেন অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারাও ইহাকে নিজের মত জ্ঞাপন করিবার অধিকার মাত্র মনে না করিয়া ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উপায় রূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত অতিমাত্রায় ব্যস্ত হন এবং কাহাকেও ভোট দিয়া বা ভোট যোগাড় করিয়া দিয়া তাহাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলাম এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। সুতরাং নির্ব্বাচন প্রার্থী এবং ভোটদাতা উভয়েরই কি ভাবে নিজেদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ নির্ব্বাচনপ্রার্থীর একদিকে যেমন সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কি কি কাজ করিতে পারিবেন তাহা সরলভাবে সকলকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলী তাহার নিকট কোন কোন বিষয়ের সংস্কার বা উন্নতির আশা করিতে পারে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলা উচিত, অন্য দিকে তদ্রূপ ভোটদাতাগণ যাহাতে

কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় না পায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের স্বরাজ্য দল হইতে যদি কেহ নির্ব্বাচন প্রার্থী হন তাহাকে স্পষ্ট ভাবেই বলিতে হইবে, যে দ্বৈত-শাসনে বাধা প্রদান নীতি অবলম্বন করাই তাঁহার কাউন্সিল সদস্য রূপে নির্ব্বাচিত হইবার উদ্দেশ্য, যদি কেহ মনে করে যে সাধারণের প্রতিনিধি রূপে কাউন্সিলে গিয়া তিনি কোনরূপ নূতন আইন প্রবর্ত্তন বা পুরাতন আইনের সংস্কার করিয়া সাধারণের উপকার সাধন করিবেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোন দলের লোককেই ভোট দেওয়া উচিত নয় এইরূপ সুস্পষ্ট ভাবে নিজের কর্ত্তব্যের সীমা সকলকে জানান আবশ্যক। দ্বৈত-শাসনকে স্বায়ত্ত-শাসন মনে করিয়া সাধারণের যে ভ্রম জন্মিয়াছে বাধা প্রদান নীতি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া জনমতের অমোঘ প্রভাবে বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রকে কিরূপ ভাবে বাধ্য হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে এবং শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে তাহাও জনসাধারণে প্রচার করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি কেহ দ্বৈত-শাসন পদ্ধতির কার্য্যকারিতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জাতীয় দল বা মধ্যপন্থি দলের প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত হইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাকেও সরল ভাবে নিজের ক্ষমতার সীমার কথা স্পষ্ট ভাবে সকলের কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক। মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া হস্তান্তরিত বিষয় সম্বন্ধে নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিবার অথবা পুরাতন আইন সংস্কার করিবার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের কতদূর সামর্থ্য আছে এবং তাহাদের উপরে লাট সাহেবেরই বা কতটা ক্ষমতা আছে তাহা ভোট সংগ্রহের সময় সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রচার করা আবশ্যক। যে কেহ এই কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবে তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে সাধারণের নিকট মিথ্যাচারী বলিয়া প্রমাণিত হইতে হইবে। ইহা দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনেরই যে ক্ষতি হইবে তাহা নহে, জনসাধারণের মনে প্রতিনিধি বর্গের উপর একটা অবিশ্বাসের ভাব উৎপন্ন হইবে। তাহার ফলে প্রকৃত দেশ-সেবকেরও দেশের সেবা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিবে। সুতরাং নির্ব্বাচন প্রার্থী সকলেরই সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। আরও একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত—এই নিরন্ন দেশের অর্থ-লুব্ধ কোন কোন লোককে টাকার জোরে হাত করিয়া তাহাদের সাহায্যে ভোট সংগ্রহ করিতে পারিলে নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে বটে কিন্তু উহা দ্বারা ভোটের অধিকারকে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী করিয়া ফেলিলে জাতীয় চরিত্রে যে বিষের সঞ্চার হইবে ভবিষ্যতে তাহা অপনোদন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যে দলেরই যিনি নির্ব্বাচন প্রার্থী হউন না কেন জেদের বশে বা প্রতিষ্ঠা লাভের মোহে কাহারও পক্ষেই দেশের নৈতিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে।

নির্ব্বাচন ব্যাপারে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের যেরূপ সরল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ভোট সংগ্রহ করা উচিত ভোটদাতারও নিজের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই সেইরূপ এই দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা উচিত। উপরোধ অনুরোধে নারদীয় বাহনকে গলাধঃকরণ করিলে ক্ষতি না হইতে পারে কিন্তু উপরোধে অনুরোধে জানিয়া শুনিয়া অযোগ্য বা তোষামোদপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ার সাহায্য করিলে নিজেরও ক্ষতি হয় এবং দেশের ও দশের সর্ব্বনাশও সাধন করা হয়। প্রত্যেক ভোটদাতারই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া সমস্ত সন্দেহ নিরাস করিয়া তাহার পর নিজের বিবেক অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। অন্য কোন বিষয়ে না হউক অন্ততঃ এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে অর্থ ও সুবিধার লোভ সকলকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা দেশে যে দুর্নীতির সৃষ্টি হইবে বংশ পরম্পরা ক্রমে তাহার বিষময় ফল ভুগিতেই হইবে। যাঁহারা ভোটের ব্যাপারে সংস্কৃষ্ট থাকেন তাঁহাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে মানুষের বিবেক লইয়া খেলা করিলে সাময়িক কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে বটে কিন্তু পরিণামে সেই বিবেক হীন বুদ্ধি যখন নিজেদের উপর প্রযুক্ত হইবে তখন তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করা দায় হইবে। অতএব দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে দেশের লোক যাহাতে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার উপলব্ধি করিয়া ভোট দিয়া তাঁহাদের মনোমত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারেন তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আগামী নভেম্বর মাসের ভোট যজ্ঞ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সাধারণের সমক্ষে এই রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যের আদর্শ উপস্থিত করিতে হইল। বর্ত্তমান সময় দেশের ভিন্ন ভিন্ন দলের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

অভাগা

(শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়—)

কেহ নাহি ভালবাসে কিবা আর ক্ষতি তায়—
সুখে হোক দুঃখে হোক দিন ত কাটিয়া যায়।
স্নেহের দাবি আর কার কাছে আছে তোর,
যতনে মুছাবে কে র অভাগার আঁখি লোর ?
পথের কাঙ্গাল যেই দীন হীন অসহায়।
তাহার মরম দাহে পরের কি আসে যায়—
বৃথা আঁখি ছল ছল বৃথা অভিমান ওরে,
অভাগা জনম শুধু দহিবারে—সহিবারে।
আদর সোহাগ মান স্নেহ ভালবাসা পাওয়া

অভাগা কপালে সে যে বামনের চাঁদ চাওয়া।
উৎসব মুখরিত ধনীর বিলাস বাসে
হৃদয় বেদনা নিয়ে বসে থাকা কোন আশে ?
উপহাস অনাদর অপমান ঘৃতাহুতি—
বেদনা বাড়বে ঢালে—ধনীর সে চিররীতি।

বিহার কংগ্রেস কমিটি ও শ্রীযুক্ত দেবকী প্রসাদ

ছোটনাগ পুরহইতে লেজিস্‌লেটিভ এসেমব্লিতে কংগ্রেস পক্ষের সদস্য পদ প্রার্থীরূপে শ্রীযুক্ত দেবকী প্রসাদ সিংহ নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতি দ্বারা মনোনীত হইয়াছিলেন। পাটনার "সার্চ্চলাইট" পত্রে প্রকাশ যে, কোন কারণ বশতঃ উক্ত মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করিয়াদেবকী বাবু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্রভাবে সদস্য পদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন। যদিও তিনি এক সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎযুক্ত পত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস কমিটী দ্বারা মনোনীত না হইলেও তিনি কংগ্রেসের অন্তঃভুক্ত হইয়াই কাজ করিবেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতাই করিতে হইল কারণ তিনি ইউনিভার্সিটির পক্ষ হইতে যাহাকে কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড়াইবার জন্য মনোনয়ন করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কংগ্রেসের বিদ্রোহ অনিবার্য্য। নিজের খেয়াল মাফিক্ কার্য্য না হইলেই যাহাদের অভিমান হয় এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার বিরোধী হইলেই যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করে না, তাহারা কার্য্যকালে এতটা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিশ্বাস ভাজন হইয়া থাকিতে পারিবেন কি না—তাহা ভাবিবার বিষয়। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্ট্রী করা গ্রাজুয়েটগণই তাহার মিমাংসা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

ধর্ম্মের উপর দেশ—

কিছুদিন হইল কুমারী জাকেয়া সুলেমান নাম্নী একজন শিক্ষিতা মিশরীয় মহিলা এলাহাবাদে আসিয়াছেন। তিনি তথাকার এক বিখ্যাত সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট ভারতের বর্ত্তমান কলহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যদি ভারতের মুসলমানগণ তাঁহাদের ইসলাম ধর্ম্মের শিক্ষার প্রতি আর একটু নজর দেন তবে দেখিতে পাইবেন যে ধর্ম্মের ভিতরে অত্যাচারের স্থান নাই। কোরাণ ভাল করিয়া পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে ইসলাম ধর্ম্ম শান্তির প্রয়াসী। তিনি আরও বলেন যে মিশরের মুসলমানরা ধর্ম্মের উপর দেশকে স্থান দেয়। জাতীয় আন্দোলনের সময় মিশরীয় মুসলমান ও খৃষ্টানগণ একই জাতীয় পতাকার তলে আশ্রয় লইয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে।

এই মহিলার শীঘ্র কলিকাতা আসিবার কথা আছে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ—

সম্প্রতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও আবুল কালাম আজাদ কি করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণ করা যাইতে পারে এই সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিয়া এক আবেদন পত্র দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করিয়াছেন। এবং সমস্ত দেশবাসীর মতামত চাহিয়াছেন। অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট নেতা তাঁহাদের এই নিবেদন পত্রে সম্মতি দিয়াছেন।

নিবেদন পত্রে তাঁহারা বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম ও রাজনীতিকে এক সঙ্গে মিশাইয়া ফেলায়ই বর্ত্তমানে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দিকে হিন্দু সভা অপর দিকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের জন্য বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। সুতরাং কাহাকেও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সকলে মিলিয়া সংযত ভাবে চেষ্টা না করিলে প্রত্যেক কার্য্যই সাম্প্রদায়িকতার দিকে যাইয়া অবশেষে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হইবে। কৃষক ও শ্রমজীবী এবং ধনী সকলেই মিলন ও শান্তির প্রয়াসী। সুতরাং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিয়া সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। আবেদন পত্রে নেহেরু ও আজাদ রাজনৈতিক সম্পর্কহীন "ইণ্ডিয়ান ন্যাসনেল ইউনিয়ন" নামে এক দল গঠন করিয়া কলহ নিবারণের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত দলের উদ্দেশ্য—সকলের পক্ষে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচরণের পদ্ধতির স্বাধীনতা; অপরের মত ও প্রথার সম্পূর্ণ সহনশীলতা, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও ব্যক্তির আইন সঙ্গত অধিকার অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের বোঝাপড়া। যে কোন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ভারতবাসীই দলের উদ্দেশ্য মানিয়া লইলে এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবে কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইলে ইহার সদস্য হইতে পারিবে না।

বিহারে মিলন বৈঠক—

গত ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট তারিখে ছাপরাতে মৌলবী মজরুল হকের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে বিহারের হিন্দু মুসলমান নেতৃবর্গের এক সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের অনেক গণ্যমান্য নেতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা ঘটিত বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। পাবনার মুসলমানগণ ইসলামের আইন অমান্য করিয়া যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন তজ্জন্য এই সম্মিলনীর মুসলমানগণ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ও লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা নিপীড়িত হিন্দুদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতাগণের নিকট নিবেদন করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন বিবেচনাহীন মুসলমান ভ্রাতাগণকে সংযত করিবার জন্য রীতিমত আন্তরিক চেষ্টা করেন এবং ইসলামের উপদেশানুসারে চালিত করেন।

এতৎ ব্যতীত পাবনায় নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গ একত্রে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। সভাস্থলেই অনেক মুসলমানগণ কিছু কিছু চাঁদা দিয়াছেন।

মাড়োয়ারী বাণিজ্য সমিতির সিদ্ধান্ত—

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে কলিকাতায় মাড়োয়ারীদের ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হওয়ায় উক্ত সমিতি সম্প্রতি এক অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন যে—তাঁহারা এবৎসর আর বিলাতি কাপড়ের আমদানি করিবেন না। উক্ত সমিতি আরও স্থির করিয়াছেন যে এই

সমিতির কোন সদস্যই কোন প্রকার বিলাতি বস্ত্রের কনট্রাক্ট করিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না—বর্ত্তমানে বাজারে যে বিলাতি মাল আছেও তাহা বিক্রয় হইতে পারিবে না এবং এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রমে অন্যলোক দ্বারা বিলাতি কাপড় আমদানি করিয়া বিক্রয় করিতে পারা যাইবে না। যদি কেহ ইহার অন্যথা করে তবে তাহাকে প্রত্যেক গাইট কাপড়ের জন্য ৫১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে নচেৎ এই সমিতির সদস্যগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

বাঙ্গালা রচনা প্রতিযোগি-পরীক্ষা—

সমগ্র বঙ্গের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং দেশহিতৈষী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মনীষিগণের উৎসাহে ও অনুগ্রহে—বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও বিপুল বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত—"বঙ্গসাহিত্য সারস্বত মহামণ্ডল" কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় গদ্যে অথবা পদ্যে (১) "**বাঙ্গালার বাণী**" এবং (২) "**ভাগিরথী**" এই দুইটী রচনা—প্রতিযোগি—পরীক্ষা গৃহীত হইবে, যাহারা গদ্যে অথবা পদ্যে ঐ দুইটী রচনা লিখিয়া রচনা-প্রতিযোগি—পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবেন,—তাঁহাদের দুইজনই "কাব্যবিশারদ" উপাধি ও যে দুই জন ঐরূপভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন,—তাঁহারা সন ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে—মহামণ্ডলের প্রকাশ্য সভায়—যোগ্যতানুসারে—"রৌপ্য পদক" ভূষণে বিভূষিত হইবেন। পরীক্ষার্থী লেখক ও লেখিকাগণ আগামী সন ১৩৩৩ সালের ১৫ই ভাদ্র তারিখের মধ্যে পরীক্ষা প্রবেশ মূল্য (ফী) বা মহামণ্ডলের সাহায্যকল্পে—একটি ১৲ টাকা সমেত রচনাগুলি রেজিষ্টারী ডাকযোগে পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল ভারতী, জ্যোতিভূষণ, সম্পাদক,—বঙ্গসাহিত্য সারস্বত মহামণ্ডল, কার্য্যালয়—ভারতী মন্দির, ১৪ নং বেনিয়াটোলা লেন, পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

হায়দ্রাবাদের নিজামের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ—

প্রকাশ যে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া এবং অবিলম্বে বিশদ বিশেষ সংস্কার ব্যবস্থা দাবী করিয়া এক চরম পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং এক মাসের মধ্যে উত্তর চাহিয়াছেন। অভিযোগ এই—টাকা লইয়া চাকরি দান, উৎকোচ গ্রহণ, বিচার বিভাগে দুর্নীতি, সামন্ত রাজা ও জমিদারের উপর অসঙ্গত ব্যবহার, ভারতের বাহিরে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় ইত্যাদি। এখন গভর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছেন যে—নজর গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নিজামের নামে যে সকল তালুকদার প্রজাদিগকে কুশাসন করিতেছে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে হইবে, এবং ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদে, অর্থসচিব, রাজস্ব সচিব ও পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে সাহেব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শাসন সংস্কারের উপযুক্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

এই আদেশে মন্ত্রীরা সরকারের সহিত মিটমাট করিবার জন্য নিজামকে পরামর্শ দিতেছে কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নিজাম মনে করেন যে রাজ্যের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে সরকারের কোন অধিকার নাই।

এশিয়া জাতি সঙ্ঘের বৈঠক—

গত ৩রা আগষ্ট জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে "এশিয়া জাতি সঙ্ঘ" কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেস হইতে দুই জন জাপানী, দুই জন ভারতবাসী এবং একজন ফিলিপাইনবাসীকে এশিয়াবাসী জাতিদের নব সঙ্ঘের ডিরেক্টর নির্ব্বাচন করা হয়। চীনের জনৈক প্রতিনিধি কংগ্রেসে এই প্রস্তাব করেন যে—সঙ্ঘ ভারত ও ফিলিপাইন দ্বীপে যাহাতে স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য সাহায্য করিবেন বিশেষতঃ ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা একান্ত দরকার কারণ ভারতই শ্বেত জাতি সমূহের ঘাঁটি। জাপানী সদস্য এই প্রস্তাব মূলতুবী রাখিয়া কংগ্রেসের পরে আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন কারণ জাপানের সহিত ইংরেজ বা আমেরিকার যে সন্ধি আছে তাহার পক্ষে ক্ষতিকর কিছু আলোচিত হইলে পুলিশ সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। এই প্রস্তাবই গৃহীত হয় এবং এই বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে স্থির হয়।

বিলাতী শ্রমিকের প্রার্থনা—

বিলাত থেকে মিঃ স্মিথ কুক ও রাইট অনারেবল রিচার্ডসন ভারতীয় জনসাধারণকে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার মারফৎ এক অনুরোধ জানাইয়াছেন যে—কম মজুরী ও বেশী কাজের বিরুদ্ধে আমরা যে লড়াই করিতেছি ভারতে আমাদের সহকর্মীদের কাছে সেই জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। চৌদ্দ সপ্তাহ যাবত আমরা সরকার ও খনিওয়ালাদের সঙ্গে লড়াই করিতেছি। বর্ত্তমানে উহারা আমাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে খাইতে না দিয়া আমাদের পরাজিত করিতে চান। এই লড়াই ন্যায় পথেই চলিতেছে। যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি তবে বেশী খাটুনীর বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারিব। সাহায্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সাদরে গৃহীত হইবে।

বিহার মসনদে স্যার হিউ ষ্টিফেন্‌সন্—

লাট স্যার হেনরি হুইলারের কার্য্যকাল শেষ হইলে বাঙ্গালার বর্ত্তমান অস্থায়ী লাট স্যার হিউ ষ্টিফেন্‌সন্ বিহারের গভর্ণর হইয়া আসিবেন—সম্রাট এই নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন।

মৌলানা মজরুলহক্—

বিহারের বিখ্যাত নেতা মৌলানা মজরুলহক্ আগামী নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নির্ব্বাচিত হইলে তিনি আগামী কাউন্সিল অধিবেশনে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব করিবেন।

আগামী গৌহাটী কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মৌলানা মজরুলহকের নামই প্রস্তাব করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালী মহিলা—

ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে স্ত্রীলোকদিগের বাধা অপসারিত হওয়ায় কবি হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী মাদ্রাজ কাউন্সিলে কংগ্রেস পক্ষ হইতে সদস্য পদ প্রার্থীনী হইয়াছেন।

জাপানে শ্রমিক সমস্যা—

"লেবার গেজেটে" প্রকাশ যে বর্ত্তমানে জাপানে ৫০০ শত ট্রেডইউনিয়ন আছে এবং তাহাদের সভ্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। এই সমস্ত ইউনিয়ন শ্রমিকের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখে এবং তাহাদের সভ্যগণকে অর্থ দিয়া বা কাজ জুটাইয়া দিয়া সাহায্য করে। এইরূপে জাপান গভর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে।

(অবশিষ্টাংশ ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।)

ভারতে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ।

(অসহযোগ যুগে বৃটিশ আমদানী হ্রাস।)

	১৯১৪	১৯১৭	১৯২০	১৯২৩	
কাপড়	২২৪ কোটী গজ	১১৫ কোটী গজ	১৫১ কোটী গজ	১৪৮ কোটী গজ	
লোহালক্কড়	১৬২ লক্ষ মণ	৬৭½ লক্ষ মণ	১৮০ লক্ষ মণ	১৮৯ লক্ষ মণ	
খেল্‌না	২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা	২৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা	৫৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা	৬২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা	
রেশম সুতা	২৮৭৫০ মণ	৩২১০০ মণ	৩৫০০০ মণ	২৮৭৫০ মণ	
রেশম বস্ত্র	২ কোটী গজ	২ কোটী গজ	২½ কোটী গজ	১½ কোটী গজ	
পশম	৪১২৫০ মণ	৫০৯৩৭ মণ	১৬২৫০ মণ	৫৬২৫ মণ	
ছাতা	১৪ লক্ষটী	৫½ লক্ষটী	৩ লক্ষটী	৩ লক্ষটী	
চিনি	১৪৮½ লক্ষ মণ	১৪৮½ লক্ষ মণ	৫১ লক্ষ মণ	১৩৫ লক্ষ মণ	
কাটা কাপড়	১ কোটী ২৫ লক্ষ গজ	৪৪½ লক্ষ গজ	৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার গজ	৩৩ লক্ষ ৬৩ হাজার গজ	
সাবান	৪ লক্ষ ৪০ হাজার মণ	৪ লক্ষ ৪০ হাজার মণ	৩ লক্ষ ৩০ হাজার মণ	৩ লক্ষ ৩৩ হাজার মণ	

জগতে ভারতের স্থান

একবার চোখ খুলে—দেখ—বোঝ—দেশবিদেশের তুলনায়

আমাদের কি দুর্দ্দশা!

		ইংলণ্ড	আমেরিকা	জাপান	ভারতবর্ষ
শিক্ষিতের হার	শতকরা	৯৩.৫	৯৫.৪	৯৭.৮	৫.২
জন্মহার	হাজারকরা	২৯.২	২২.৪	২৪.১	*২৭২
মৃত্যুহার	,,	৯.৮	৮.৮	১৫.৩	৩৭২
শিশু মৃত্যু	,,	৬৯.২	৬৪.০	১০৫.০	২৭৫.০
গড় আয়ু	বৎসর	৫০	৫৬	৪৭	২২.৯
জনা প্রতি ধন	(Wealth)	৩৫০০৲	৭৬৪০৲	২৮৬০৲	২৭৮৲
গড়ে জনা প্রতি আয়		৬৯০	১৪৷০	৪৷৶০	মাত্র ৵১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—* ভারতবর্ষ—জন্মহার—১৯১১—৩০.৫; ১৯০১—৩৩.২।

বিনা ওজরে মূল্য ফেরত।

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৷৹ টাকা

শ্বেত বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

প্রমেহারি সুধা—নূতন, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, গ্লিট, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতির মহৌষধ বড় ১ শিশি ২৷৹, ছোট ১৶৹।

বাতারি তৈল—বাত, গাউট, গেটে বাত, ঝিনঝিনে বাত প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ২ সপ্তাহের খাইবার ঔষধ সহ ১ শিশি তৈল ২৷৹

দদ্রুনাশিনী তৈল—দাদ, কোঁচদাদ, কাঁউর, বিখাউজ প্রভৃতির ধন্বন্তরী। ছোট শিশি ।৵৹, বড় শিশি ৷৹

অবধৌতিক রসায়ন—শুক্রতরল, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, স্মরণশক্তিহীন, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটোরিয়া প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। বড় শিশি ২৸৹, মধ্যম ১৷৹, ছোট ৸৵৹ মাশুলাদি পৃথক্।

উপরিউক্ত ঔষধ ব্যবহারে এবং আমাদের দ্বারা যে কোন রোগের চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে, বিনা ওজরে সমুদয় মূল্য আনন্দের সহিত ফেরৎ দেওয়া হয়। ষ্ট্যাম্প দিয়া এগ্রিমেণ্ট লিখিত।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম, বি,** (হোমিওঃ)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

গিন্নি—কোথেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পারে না। ওর খাবার যেমনি খাটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

বাড়ী বিক্রয়

নীলকুঠিডাঙ্গায় ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটি বাড়ী বিক্রয় হইবে। রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড পাকা দালান, ভিতরে এবং বাহিরে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। এই বাড়ী হইতে এখন মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়া আদায় হইতেছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—

শ্রীচণ্ডী চরণ কর

৭—১—২৬ নীলকুঠি ডাঙ্গা

পুরুলিয়া।

তিলুড়ী শিক্ষাশ্রম

জগবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়

পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান

সুবিজ্ঞ কবিরাজগণের তত্ত্বাবধানে আশ্রমের ছাত্রগণের দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত সকল প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, চ্যবণপ্রাস সকল সময় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য অন্য কোন ঔষধালয় অপেক্ষা অধিক নহে। ঔষধ বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষাশ্রমের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ ক্রয় করিয়া পশ্চিম বঙ্গের আদরের এই শিক্ষাশ্রমকে সাহায্য করুন।

অর্ডার পাইলে অথবা রোগের বিবরণ পাইলে ব্যবস্থা সহ ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়। মূল্য তালিকা আবশ্যক হইলে ✓৹ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ, শিক্ষাশ্রম

তিলুড়ি পোঃ (বাঁকুড়া)

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর।

এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গলার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ✓১০ দুই পয়সা মাত্র

		সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক		১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক	,,	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক	,,	৩৲	৪৲
মাসিক	,,	১৷৹	১৷৹

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার

আনন্দবাজার পত্রিকা

৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ।

(৬ পৃষ্ঠার জের)

শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু গত ২রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ শেষ করিয়া বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জেলাই তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতা গুণে জাতীয় ভাবে সকল শ্রোতৃ বর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে কংগ্রেসের পতাকা তলে একত্রীভূত হইয়া দেশের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা ইউনিভারসিটির ভাইসচেন্সেলার—

কলিকাতার গেজেটে প্রকাশ যে স্যার গ্রীভস্-এর স্থলে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলার নিযুক্ত করা হইল।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় বাঙ্গালার লাট—

গত ২রা আগষ্ট তারিখে ঢাকার দরবারে অস্থায়ী লাট স্যার হিউষ্টিফেনসন এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বর্ত্তমান সমকার গভর্ণমেণ্টের মতিগতি সম্বন্ধে বলেন যে মুসলমান ব্যক্তিগণ যে কি ভাবে তাঁহাদের দোষারূপ করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ত সর্ব্বদাই শান্তি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলেই বাঙ্গালার মাত্র ২।১ স্থানে গণ্ডগোল হইয়াছে। সকলেই গভর্ণমেণ্টকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে বলেন। কি কঠোরতা অবলম্বন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে কেহ মতামত ব্যক্ত করেন নাই। শুধু বেশী পুলিশের ব্যবস্থা করিলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতাগণ নিজেদের মনোমালিন্য দূর না করিলে কোন গভর্ণমেণ্টই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও ডাঃ মুঞ্জির প্রতি সরকারের আদেশ—

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও ডাঃ বি, এস, মুঞ্জেকে ১৪৪ ধারানুসারে আগামী দুই মাস কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা প্রবেশ করিতে পারিবে না—বাঙ্গালা সরকার এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতজী এই আদেশ অমান্য করিয়া গত শনিবার কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি তারযোগে বাঙ্গালা সরকারকে জানান যে কলিকাতা যাওয়া তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন সুতরাং তিনি কলিকাতা রওনা হইতেছেন। কলিকাতাবাসী সকলে তাঁহাকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছে। মালব্যজী দুইদিন কলিকাতা থাকার পর মধ্যপ্রদেশে রওনা হইবেন এবং ১৪ই আগষ্ট প্রতিজ্ঞানমূলক সহযোগিতার প্রচার কার্য্যে পাটনা যাইবেন।

"দেশের বাণী" সম্পাদক বেড়াজালে—

নোয়াখালীর "দেশের বাণী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী "মনুষ্যত্বের দায়" শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য গত ৩ই আগষ্ট গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের গৃহ, মিলি প্রেস ও উক্ত পত্রিকার কার্য্যালয়ে খানা তল্লাসী হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ।

শোক সংবাদ—

স্থানীয় প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গদাধর সেন মহাশয় গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক রোগীর আহ্বানে চন্দনকেয়ারী গ্রামে গিয়াছিলেন এবং সহসা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বলরামপুরে কলেরা—

কিছু দিন পূর্ব্বে বলরামপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে ৩৬টি লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ১৪টী রোগীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বলরামপুরের ডিঃ বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের কাজ খুব প্রশংসনীয়। তাঁহারা অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই এ রোগ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা সহরে স্থানে স্থানে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা দিয়া এ বিষয়ে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিয়াছেন। বলরামপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ কর্ম্ম বড়ই অসন্তোষজনক তাঁহারা এ বিষয়ে সতর্ক না হইলে ঐ সহরে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা চিরদিনই থাকিবে।

হত্যাকাণ্ড—

সম্প্রতি মানভূম দায়রা জজের আদালতে এক অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে—রায় এখনও হয় নাই। এই মামলায় ঠুনুখেড়া, গোপালখেড়া প্রভৃতি ৩ জন আসামী। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গত ৬ই কিংবা ৭ই এপ্রিল তারিখের রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বরাবাজার থানার মাইতি গ্রামে যদু মাহাতর বাড়ী আক্রমণ করে। যদু তখন দরজা বন্ধ করিয়া একাকী নিদ্রা যাইতেছিল। দরজায় ভীষণ আঘাতের শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ও সে জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা কে?" বাহির হইতে উত্তর আসে "তোর বাপ," যদু তখন স্থানীয় শত্রুগণ তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া আত্মরক্ষার জন্য ঘর হইতে একটি তলোয়ার বাহির করে। আক্রমণকারীরা ৮।১০জন আছে দেখিয়া যদু পার্শ্ব হইতে নিদ্রিত পুত্র দীনুকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে।

সেই সময় কয়েকজন ডাকাত দীনুকে ঘরের ভিতর আটক করিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। অবিশ্রান্ত পাথর বৃষ্টি হওয়ায় দীনু অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইতে পারে না। দীনুর মা কোন প্রকারে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য লোকের ঘরে আশ্রয় লয়। সে পাথরে সামান্য জখম হইয়াছিল।

এদিকে বারংবার আঘাতের ফলে যদুর ঘরের দরজা খুলিয়া যায়। যদু তাহার তলোয়ারের দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে একে একে তিনজন দস্যুকে ভীষণ রূপে আহত করে—তন্মধ্যে একজন ভূমিশায়ী হয়। তিনজন সঙ্গীকে এইরূপ অকস্মাৎ আহত হইতে দেখিয়া ডাকাতেরা পলায়ন করে।

যদু বিজয়গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া "আমি তোদের বাপ" এই বলিয়া চীৎকার করে। সেই সময় ২।১ জন দস্যু সেই স্থানে ছিল। তাহাদের একজন যদুর যে হাতে তলোয়ার ছিল তাহা ধরিয়া ফেলে এবং অন্য একজন তাহাকে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে যদু কুঠারের লৌহ ফলকা দ্বারা আহত হয় নাই; কুঠারের বাট দিয়া তাহাকে বার বার আঘাত করিতে থাকে এবং তাহার

বাড়ীটা ভাঙ্গিয়া যায়। উহার ভাকাতেরা আহারকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

পরদিন সকালে বেলার দেখা গেল রক্তের দাগ ও মানুষ টানার চিহ্ন বাড়ী হইতে বনের দিকে গিয়াছে, তাহা অনুসরণ করিয়া তিনটী মৃতদেহ জঙ্গলে আবিষ্কৃত হইল।

অনন্তরাম কি নিজেদের বিবেকের তাড়নায় এবং নিজেদের মন খোলসা করিবার জন্য পুলিশের নিকট ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছিল।

পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ তাহাদের লইয়া গিয়া দুইটী কাটা মুণ্ড কেলেতি বাদে উদ্ধার করে অপরটী অন্য এক গ্রামের জনৈক আহাত বাহ ধরিতে ধরিতে দেখিতে পায়। তিনটী মুণ্ড কাপড়ে পাথরের সহিত জড়িত ছিল।

দায়রাতে আসামীরা স্বীকারোক্তি প্রত্যাখান করিয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে যে পুলিশের ভয়ে তাহারা ঐরূপ বলিয়াছিল। জজ এখনও রায় দেন নাই। শনিবার হইতে এই সব আসামীর আরও ৮ জনের ডাকাতি করার জন্য দায়রাতে বিচার চলিতেছে।

গ্রন্থ পরিচয় ও সাময়ীক পত্রের সমালোচনা

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও গুরুগীতা—

শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম্ এ, সম্পাদিত ও বিবৃত। মূল্য ।৵০ আনা প্রাপ্তিস্থান "পাল ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং"—২১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার মহাশয় মানভূম জেলার পাণ্ডা উচ্চ ইংরাজী স্কুলের এসিষ্টেণ্ট হেড মাষ্টার ছিলেন। ধর্ম হীন শিক্ষা তাঁহার সাধন পন্থার প্রতিকূল বলিয়া তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সংসারের সমস্ত আসক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎ সাধনে মনোনিবেশ করেন। সাধক জীবনে তিনি যাহা অনুভব করিয়াছেন গুরু গীতা অবলম্বনে তাহার ব্যাখ্যা এবং বিবৃতিতে তিনি তাহাই সাধারণের হিতার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করিলে আধুনিক গুরুকরণ প্রথা সম্বন্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা অপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে। গুরুর আদর্শ, গুরুর শ্রেণী বিভাগ এবং গুরু পূজা সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় তত্ত্ব এই গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। আমরা এই ধরণের ধর্ম্ম পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শঙ্খরোল—

সচিত্র পাক্ষিক ও সমালোচনী। পণ্ডিত কিরণ কুমার নন্দী বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা ৫৫।৭৮ নং এজরা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲০ সিকা

শঙ্খরোলের সার্থক নাম দেখিবার জন্য আমরা শঙ্খধ্বনিই আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে চাঁদের আলো, বসন্তের রাত্রি এবং নাট্য প্রসঙ্গে হারমনিয়ামের সুর লক্ষ্য করিয়া আমরা খুব সুখী হইতে পারিলাম না। আশা করি শঙ্খরোল ভবিষ্যতে পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদে জাতিকে জাগাইতে উদ্বুদ্ধ করিতেই চেষ্টা করিবেন।

আত্মোপলব্ধি—

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস এম, এ প্রণীত। প্রাপ্তি স্থান ১০এ শ্রীনাথ দাসের লেন, কলিকাতা; মূল্য ।০ আনা

এই দার্শনিক গ্রন্থে নবীন গ্রন্থকার মধ্যে খুব প্রাঞ্জল ভাবে কতকগুলি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুঃখ নিবৃত্তি ও প্রকৃত সুখ লাভের উপায় স্বরূপ গীতোক্ত জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির বিষয় দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যুক্তির তাৎপর্য্য হিসাবে দার্শনিক সাহিত্যে এই পুস্তকখানার যথেষ্ট আদর হওয়া উচিত। উপসংহারে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে লেখকের দরকার বিহীন সভ্যান্বেষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ব্রহ্ম জ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকারান্তরে "ভেদাভেদ" বাদ স্বীকার করিয়া বিগ্রহ উপাসনাকে নির্গুণ উপাসনার উপায় রূপে গ্রহণ করা যুক্তি সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক নভেল নাটকের যুগে তরুণ লেখকের মনে যে চিন্তাশীলতার সন্ধান পাইলাম তাহা খুবই আশা প্রদ।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিত—

বাঁকুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল ইহার প্রণেতা। প্রাপ্তি স্থান শ্রীগৌরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—পাঠপুর, বাঁকুড়া। মূল্য ।৵০ আনা

গ্রন্থকার মহাপুরুষের জীবন বালক বালিকাগণেরও পাঠের উপযুক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। বয়ঃগ্রাহীতা এবং মহাত্মার জীবনের ঘটনার সমাবেশে পুস্তকখানা বেশ উপাদেয় হইয়াছে। আমরা ইহার প্রচার প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরেই দেখিতে ইচ্ছা করি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র লেখকের মতামত কেহ কেহ সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন)

মান্যবর শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ঔদাসীন্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১। বরাহভূম বাগমুণ্ডি রাস্তায় মাঠাধাবের নিকট একটী পুলের মাঝখানে কতকটা বসিয়া গিয়া উহার উপর দিয়া গো-গাড়ী চলা একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। ইহার মেরামতের কোনরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

২। উক্ত রাস্তার ষষ্ঠোদশ মাইলের নিকট হইতে যে কাঁচা রাস্তা গিয়াছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। ঐ রাস্তা দিয়া মাঠাবাদ, হরিডি, কুকুড়ু, ঘোড়াবান্ধ, সিন্দিরি প্রভৃতি স্থানের লোকের যাতায়াত করিয়া থাকে। বহু দিবস হইতে মেরামতের অভাবে উক্ত রাস্তার অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে লোক যাতায়াত অতি কষ্ট সাধ্য ব্যাপার।

৩। পুরুলিয়া রুক্সা রোডের উপর এবং মধ্যে রোডের পরবর্ত্তি অংশ কাদায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাস্তাটী পাকা কিন্তু মোরাংএর বদলে মাটি দেওয়ায় বা গ্রা করাতে এই অবস্থা হইয়াছে।

৪। পাতকুম পরগণার হেড়েমদি, দেড়ে প্রভৃতি স্থানে পুষ্করিণী নাই। জলাভাব বশতঃ লোকের অনেক কষ্ট হয়। তাহা নিবারণের কোনও ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না। ইহা অতি লজ্জার বিষয়।

যদি সত্য মহাশয়দের লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এই সব অবস্থা এবম্বিধ অভিযোগ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সত্য বলিতে গেলে কোনরূপে সভায় উপস্থিত হইলেই চুকিয়া যাইবে না, তাহার জন্য প্রাণে বাজা দরকার।

নিবেদন ইতি—

পুরুলিয়া শ্রীকালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১।৭।২৬

জাগরণী

(শ্রীভূপেন্দ্র নাথ রায়—)

কোথাকার কোন দৈত্য বিচরে ভুবন ভরি',—
ভুবনে ভুবনে টানাটানি করে জীবন ধরি'।
দেশে দেশে হেরি আর্ত্ত সকল
করিতেছে শুধু মহা কোলাহল,
ধুলার মতন ত্যজিছে জীবন দেবতা স্মরি',
কোথাকার কোন দৈত্য বিচরে ভুবন ভরি'!

স্বাধীনতা, হায়, লাঞ্ছিতা প্রায় চরণ তলে
ক্রন্দন করে উষ্ণ ব্যথায় অশ্রুজলে;
কে হেরিবে তারে, কে বুঝিবে তারে,
কি করা উচিত কে তাহা বিচারে?
জীবন সবার নীরব কাহার মন্ত্র বলে!
স্বাধীনতা, হায়, লাঞ্ছিতা প্রায় চরণ তলে।

হত্যা-লোলুপ অত্যাচারের রক্ত হাসি
আজিকে নিয়ত প্রলয়ের মত উঠিছে ভাসি',
ধরার বাসনা, ধরার কামনা,
ধরার সকল সত্য-সাধনা
যেন সে এখনি নিঃশেষ করি ফেলিবে গ্রাসি',
কোথাকার কোন দৈত্য ফিরিছে রক্ত হাসি'।

হায়, কোথা তারা একদিন যারা জগত ঘিরে
সিংহের মত গর্জ্জি ফিরিল উচ্চ শিরে?
একদিন যারা ভুবন বেলায়
ব্যর্থ করিল পরম হেলায়
অত্যাচারের দম্ভ আপন তীক্ষ্ণ তীরে,—
তাহারা কি আজ জাগিবে না আর ভুবন ঘিরে?

ওগো বীরগণ, আবার কখন জাগিবে ভবে,—
মুক্ত হৃদয়ে মুক্তির গান গাহিবে কবে?
ভুবন ভরিয়া কখন আবার
গড়িবে হাজার মেবার পাহাড়,
লক্ষ চিতোর বক্ষ ভিতর রচিবে সবে?
ওগো বীরগন, আবার কখন জাগিবে ভবে?

ওগো, জেগে উঠ, বন্ধন টুট, সূর্য্য পারা;
আন পুনরায় বসুন্ধরায় আলোক ধারা;
তোমাদের ডাকে জড়তা লুকাবে,
মানবের প্রাণে সাড়া পড়ে যাবে
জাগিবে সত্য ছুটিবে দৈত্য টুটিবে কারা,
ওগো, জেগে উঠ, বন্ধন টুট সূর্য্য পারা।

স্বাধীনতার ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিধি লিপি কে খণ্ডন করিবে। ভারতের রাজমুকুট ইংরেজ রাজের মস্তক ভূষিত করিবে, ভারতবাসী ইংরেজের পদ সেবা করিয়া তাহাদের ভ্রাতৃবিরোধ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে—বিধির এই অখণ্ডনীয় বিধান কে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। তাই মারাঠাগণের প্রবল শক্তি—যে শক্তি আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত করিয়াছিল, দিল্লীর সিংহাসন যাহাদের করতলগত হইয়াছিল—সে শক্তি পাণিপথের সমরক্ষেত্রে ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে চূর্ণ হইয়া গেল। পেশবা বাজীরাও এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাহাকে মারাঠাগণ দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তিনি ও মারাঠাসেনানীগণ মধ্যে অনেকেই এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিহত হইল, পেশবার শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল, পেশবা বাজীরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন—এ দারুণ মনঃপীড়া সহ্য করিতে পারিলেন না। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে এমন আর কোন শক্তি রহিল না, মারাঠাগণের মধ্যে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইল। ভারতে মুসলমানগণও সে সময়ে দুর্ব্বল। আফগান রাজ আহম্মদ সাহ দুরানি, যিনি ভারতীয় মুসলমানগণ সহ একত্র হইয়া পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাগণকে পরাস্ত করেন, তিনিও ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন না। গৃহ বিবাদই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কনৌজাধিপতি জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরিকে ডাকিয়া আনিয়া পৃথ্বী রাজের সর্ব্বনাশ করিয়া সেই পাপে নিজের রাজ্য সম্পদ প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন ও ভারতবর্ষ বিদেশীর হাতে সমর্পণ করিলেন—পাঠানগণ গৃহ বিবাদ করিয়া মোগলরাজ বাবরের হাতে দিল্লীর সিংহাসন অর্পণ করিলেন। মারাঠা ও মুসলমানগণ যুদ্ধ করিয়া শক্তিহীন হইল, সুযোগ পাইয়া ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছলে বলে কৌশলে ভারত গ্রাস করিতে লাগিল।

পাণিপথের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি বিবরণ উল্লেখ যোগ্য। পেশবার অধীনে ইয়োরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত দশ সহস্র সৈন্য ছিল, ইব্রাহিম খাঁ গারদী নামক জনৈক মুসলমান সেনাপতি এই সেনা দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ বিশেষ সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ভারতের সামন্ত রাজ্যে মুসলমান রাজা হিন্দু রাজকর্ম্মচারী ও হিন্দু রাজগণ মুসলমান রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না। পূর্ব্বে ভারতের অধিকাংশ রাজা বা সম্রাটগণ গুণানুসারে হিন্দু বা মুসলমান রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, জাতির বিচার করেন নাই।

মীরজাফর কয়েক বৎসরের জন্য বাঙ্গালার নবাব ছিলেন তৎপরে কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করিলেন। ইনিই বাঙ্গালার শেষ নবাব। ইনি স্বাধীন ভাবে রাজ কার্য্য পরিচালন করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন কিন্তু ইংরাজ বনিকগণ স্বার্থান্ধ হইয়া ইঁহার সহিত যুদ্ধ ঘোষনা করিলেন। ভারতের অদৃষ্ট দোষে মীরকাশিমের বাহিনী উদয় নালায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ইংরেজ বনিকের জয়লাভ হইল। তাহারা তখনও বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে সাহস করিল না। আবার মীর-জাফরকে নবাব করিল। এবার মীরজাফর নাম মাত্র নবাব, প্রকৃত রাজ-শক্তি ইংরেজ বনিকের হস্তগত হইল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে সময়েও দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া নিজেদের অধিকার আইন সিদ্ধ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আপনারা একটী চিত্র দেখিয়াছেন কি ?—লর্ড ক্লাইভ দিল্লীশ্বর সাহ আলমের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার মূল চিত্রটী মুর্শিদাবাদ নবাব ভবনে রক্ষিত ছিল কিন্তু সে চিত্রটী আর ভারতে নাই তাহা ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হইয়াছে, লর্ড কার্জ্জন চিত্রখানি মুর্শিদাবাদ হইতে লইয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত ইংরেজ-পুঙ্গব এখন কথায় কথায় বলেন, তাঁহারা ভারত অসিবলে জয় করিয়া অসি বলেই ভোগ করিতেছেন, লর্ড কার্জ্জন ও এই শ্রেণীর লোকের চেষ্টাই হইতেছে মিথ্যা কথা বলিয়া ভারতবাসীকে মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ বীর্য্য সর্পের ন্যায় খেলার পুতুল ও জলবাহক ও কাট-কাঠা কুলিতে (Hunters of wood and drawers of water) পরিণত করা। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে ক্লাইভ এই সনন্দ গ্রহণ করিয়া সুবা বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় দেওয়ানী-পদ কোম্পানীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া মোগল বাদ-সাহের অধীনে সুবাদার হীন জাফরের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর ক্রমশঃ কত রকম কূটনীতি চাতুরী অবলম্বনে ক্রমশঃ কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা সেই কালের প্রকৃত ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়।

ভারতবাসীগণের বুদ্ধি বড় স্থূল, তাহারা লোকের কথায় সহজেই বিশ্বাস করে। Diplomatic Truth অথবা Mercantile Truth—রাজনৈতিক সত্য বা [illegible] সত্য বলিয়া যে আবার একটা ভিন্ন রঙ্গের সত্য [illegible] থাকিতে পারে একথা তাহাদের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। অনেক রকম স্তোক বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া লর্ড কার্জ্জন প্রমুখ ইংরেজগণ এখন বাঙ্গালীর চখের উপর তরবারি আস্ফালন করিতেছেন। আমরা যেমন মূর্খ তেমন ফল ভোগ করিতেছি। ইংরেজীতে Simple সরল অর্থে বোকা বুঝায় আমাদিগকেও বোকা ঠকান হইয়াছে। যদিও আমরা অনেকটা উপায়-বিহীন হইয়া পড়িয়াছি তথাপি এখনও সময় আছে, যদি আমরা প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নেতাদের অনুবর্ত্তী হই তবে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে, আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারি। আমাদের এমন সুমতি কবে হইবে! [ক্রমশঃ]

বাড়ী বিক্রয়। বাড়ী বিক্রয় ॥

পুরুলিয়া বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখে আমাদের ত্রিতল পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসুচারু দাস মোদক।
শ্রীবিহারী দাস মোদক।
শ্রীসারদা দাস মোদক।

The Dhanbad Indian foot-ball challenge Sheild (2nd year competetion)

15th august 1026 হইতে আরম্ভ হইবে। shield এতে enter করিবার তারিখ ৫ই আগষ্ট। এই Shield এর Fixture অথবা Tie নিম্ন ঠিকানায় মিলবে।

The D. I. C. Sheild এর Tie বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। সত্বর পত্র লিখুন।

Halder Studio, Dhanbad.

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।
রবীন্দ্র বাবুর দোকান।
(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট আফিসের সম্মুখে।)

একদর, ঠিক জিনিষ, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দর এবং উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!
ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, মুটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।
ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লাইয়ারস্
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসাম এণ্ডি।

আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে মোটে পাঠাই এবং [illegible] ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীর্ঘ ৬,৬৮০ গজ প্রস্থ ৩,০৩০ [illegible] মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি থান মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ২৫৲। ভুটানের ধারী [illegible] জোড়া ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। [illegible] মূল্য তালিকা পাঠাই।

[illegible]—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং
গ্রাম—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাষ আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।
খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা।

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১০ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।
[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!
"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"
গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানার কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

[illegible] ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র পায়। মহাত্মাজীর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "প্রত্যেক [illegible] ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সভ্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক দেশবাসীকে একটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটির বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৷৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

স্থান পরিবর্ত্তন! স্থান পরিবর্ত্তন!!

শ্রীরাম কিঙ্কর নাগের সুপ্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকান সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য শীঘ্রই চকবাজারে উঠিয়া যাইতেছে।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।
স্বদেশী কাপড়ের দোকান।
[illegible] কালীমেলা, পুরুলিয়া

মটকা, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, [illegible], তাঁতের ও মিলের সর্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একত্রে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এক টাকায় ২৪৪ দফা উপহার।

[illegible] ১ কৌটা ৯৲ টাকার লইলে উপহার [illegible] ১ গ্রোস (১৪৪ টী), [illegible] ১টী, [illegible] ২খানা, [illegible] ২৫টী, [illegible] ১টী, [illegible] ১টী, [illegible] ১ খানা, [illegible] ১টী, [illegible] ১ খানি, [illegible] ১ খানি পাইবেন

[illegible] ২ নং [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভীষণ কাণ্ড।

[illegible] একত্রে ২৫ কৌটা লইলে ১টী [illegible] ঘড়ি, [illegible] ১ বৎসর [illegible] গ্যারাণ্টি ও [illegible] ১টী [illegible] উপহার দেওয়া হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা [illegible] আনা মাত্র। [illegible]

সি, [illegible] এণ্ড কোং
৩০ নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়েকটী নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।

ডাক্তার কবিরাজের কাছে ছুটাছুটি না করিয়া ঘরে বসিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বজনারাধ্য এই ঔষধগুলি নিজের কাছে রাখিয়া দেখিতে পারেন। আমরা গ্যারাণ্টি দিতেছি যে প্রত্যেক রোগে উপকার দেখিতে পাইবেন :—

১। **মুথানল**(Muthanol)—ব্যাডিকেল হাইড্রক্সাইড অব্ বিস্মাথ্।—প্যারিসের হাসপাতালগুলিতে, ফরাসী সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে, সর্ব্বত্র সামরিক এবং উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ব্যবহৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ রোগীর রোগ উপশম করিতেছে।

দশ টিউবের প্রতি বাক্স— ৯৲ টাকা

২। **পুলমো-বাইলি** (Pulmo-Bailly)—সর্দ্দি ও ফুস্ ফুসের দোষজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগের অপূর্ব্ব মহৌষধ। যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করিলেও চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে।

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা

৩। **ওপোবিল**(Opobyl)—অজীর্ণ রোগের এবং বহুকালব্যাপী সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা।

৪। **মেটাকিউপ্রোল**(Metacuprol)—সর্ব্ব-প্রকার স্ত্রীরোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ রক্তশুদ্ধির প্রতি-বেধক এবং ইহার প্রয়োগে অল্পমাত্র যন্ত্রণাও অনুভূত হয় না।

প্রতি টিউব —১৷৹ টাকা।

৫। **ফোরক্সল** (Forxol)—পুষ্টিকারক মহৌষধ। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের, সাধারণ দুর্ব্বলতার এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্যহানির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। যৌবনের প্রারম্ভে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তন কালে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইবে

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা

৬। **ইউরোফাইল** (Europhile) —ইউরিক এসিড সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক।

প্রতি শিশি — ২৷৹ টাকা।

ঔষধ প্রাপ্তির ঠিকানা :—
সকল ডাক্তারী দোকান অথবা
অমিতাভ ঘোষ :
ফোন নং ৫২৫১ কলিকাতা, ১০০, ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোষ্ট বক্স—৪৩৭

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার স্যুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্ সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵৹ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে এই বৎসরের (১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অলস্ত বার্ত্তা বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৸৵৹ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, মানবাজার।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

স্পষ্ট জবাব

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা   প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৩, ১৬ই আগষ্ট ১৯২৬ | ৩৫শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী- ।৵০ ও ৸০ আনা।, মকরধ্বজ- —৪৲ তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসুন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দে শরৎ প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক, দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্ক্রিপ্শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সেভিং-ব্যাঙ্ক হিসাবের ডিপোজিটারগণকে ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ঝরিয়া ও আসানসোল আফিসে Savings Bank হিসাবের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৪৷৷০ হইতে ৪৲ টাকা করা হইবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ মজুমদার
এজেণ্ট ঝরিয়া
৩১।৭।২৬

বাড়ী বিক্রয়। বাড়ী বিক্রয়॥

পুরুলিয়া বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখে আমাদের ত্রিতল পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসুচারু দাস মোদক।
শ্রীবিহারী দাস মোদক।
শ্রীসারদা দাস মোদক।

বিনা ওজরে মূল্য ফেরত।

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৷৷০ টাকা

শ্বেত বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

প্রমেহারি সুধা—নূতন, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মিট, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতির মহৌষধ বড় ১ শিশি ২৷৷০, ছোট ১।৵০।

বাতারি তৈল—বাত, গাউট, গেটে বাত, ঝিনঝিনে বাত প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ২ সপ্তাহের খাইবার ঔষধ সহ ১ শিশি তৈল ২৷৷০

দদ্রুনাশিনী তৈল—দাদ, কোঁচদাদ, কাউর, বিখাউজ প্রভৃতির ধন্বন্তরী। ছোট শিশি ৷৵০, বড় শিশি ৷৷০

অব্যৰ্থ রসায়ন—শুক্রতরল, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, স্মরণশক্তিহীন, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, স্পার্ম্মাটোরিয়া প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। বড় শিশি ২৷৷০, মধ্যম ১৷৷০, ছোট ৷৵০ মাশুলাদি পৃথক্।

উপরিউক্ত ঔষধ ব্যবহারে এবং আমাদের দ্বারা যে কোন রোগের চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে, বিনা ওজরে সমুদয় মূল্য আনন্দের সহিত ফেরৎ দেওয়া হয়। ষ্ট্যাম্প দিয়া এগ্রিমেণ্ট লিখিত।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক্ পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।
ম্যানুফ্যাক্চারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লাইয়ার্স্
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত হুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পারে না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

মুক্তির নিয়মাবলী।

১। "মুক্তির" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴০ এক আনা। ভিঃ পিঃ তে যথাক্রমে ২৷৵০ টাকা ও ১৷৵০ টাকা লাগিবে।

"মুক্তি"র বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পৃষ্ঠা	প্রতিবার
প্রতি পৃষ্ঠা—২ কলম	১০৲ টাকা
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১ কলম	৬৲
" সিকি পৃষ্ঠা—½ কলম	৩৷৷০

প্রতি ইঞ্চি প্রতিবারে ৸৹ টাকা করিয়া লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন ১বৎসরের জন্য স্থায়ী হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা কম লাগে।

বিজ্ঞাপন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

"মুক্তি"

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
তভই বাঁধন টুটবে—
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে—
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন ১৩৩৩ সাল, ৩১শে শ্রাবণ সোমবার

স্পষ্ট জবাব

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং ডাক্তার মুঞ্জি আমলাতন্ত্রের জবরদস্তি হুকুম অমান্য করিয়া আইনের কূটতর্ক-পন্থা পরিত্যাগ করতঃ কার্য্যতঃ প্রমাণ করিয়াছেন যে গর্ব্বোদ্ধত স্বেচ্ছাচারী শক্তির খামখেয়ালিরও একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে অতি বড় শক্তিমানের স্পর্দ্ধাও উপহাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। এই হিন্দু নেতৃদ্বয় কলিকাতা আসিলে মুসলমানগণ অকারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া আবার দাঙ্গা বাধাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন হেতু ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ উভয়েই তাঁহাদের কাউন্সিলে কার্য্যপদ্ধতির মতামত প্রচার করিবার নিমিত্তই কলিকাতা আসিতেছিলেন। আমলাতন্ত্রের কর্ত্তাদের ইহা যে না জানা ছিল তাহা নহে। সুতরাং এই ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে অন্য একটা যে গূঢ় মতলব ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সেই মতলবটা এখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই। প্রথমতঃ আমাদের মনে হইয়াছিল হায়দরাবাদের নিজামকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে হইলে মুসলমানদের মধ্যে যাহাতে সরকারের সদুদ্দেশ্যের উপর কোন সন্দেহ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য মুসলমানপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ হিন্দু নেতাদের উপর জুলুম করার অভিনয় একটা মন্দ চাল নয়। কিন্তু হাসান নিজামী যখন স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলেন যে নিজামকে নাভারাজের মত বা অন্য কোনরূপ শিক্ষা দেওয়ার জনরবটা একেবারে নিছক মিথ্যা কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে "মোস্লেম আউট্লুক" কাগজের তর্জ্জন গর্জ্জন যখন থামিয়া গেল তখন মনে হইল আমাদেরও অনুমানটা সম্পূর্ণ ভুল। কেহ কেহ মনে করেন কাউন্সিল নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে পারস্পরিক সহযোগীদের উপর নির্যাতনের ভাণ করিলে জনসাধারণের উহাদের উপর ভক্তি হওয়া স্বাভাবিক এবং এই ভক্তির ফলে তাহারা যুক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া যদি উহাদের দলীয় লোকদেরই ভোট দেয় তাহা হইলে স্বরাজদল হীনবল হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে দ্বৈতশাসন পদ্ধতির শেষ জীবনটা একটু নিরাপদেই চলিতে থাকিবে এই মতলবেই বোধ হয় ব্যাপারটার অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে মনে হয় না যে এই দুর্ব্বল আত্মকলহ পরায়ণ বিচ্ছিন্ন জাতিকে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত কাহারও পক্ষে অতঃপর আর কোনও কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যক আছে। তবে ভারতের জাতীয় জীবনের একটা দিক ভাবিলে এখনও আশা হয় যে কূটনীতির প্রয়োগেই হউক বা সরলভাবে নির্যাতনের চেষ্টাই হউক জনসাধারণের মনে নির্ভীকতা ও ত্যাগের উপর একটা সত্যিকার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে। তাই পণ্ডিত মদনমোহন এবং ডাক্তার মুঞ্জি নির্ভীকভাবে অত্যাচার অবিচারকে তুচ্ছ করিয়া আজ ভারতবাসীর মাথার মণি হইয়াছেন, ত্যাগ ও বীর্য্যের মহিমা জাতীয় জীবনকে আজ প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই হিন্দু নেতৃদ্বয়ের নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার নিমিত্ত বেশী কিছু করিতে হয় নাই. ইঁহারা শুধু স্পষ্ট জবাব দিয়াছেন তোমাদের অবিচার, তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতা, তোমাদের পক্ষপাতিত্ব. তোমাদের ভীতিপ্রদর্শন, তোমাদের আইনের নির্লজ্জ অপব্যবহার আমরা সহ্য করিব না—যাহা অন্যায়, যাহা মিথ্যা, যাহা অধর্ম্ম তাহা কিছুতেই মানিয়া লইব না—যাহা আমাদের বিবেকবিরুদ্ধ তাহাতে নিশ্চয়ই রাজি হইব না—তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার—আমাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা কর অথবা কারাগারে আটক রাখিয়া পশুর মতনই ব্যবহার কর, আমাদের মনকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারিবে না—স্বাধীনভাবে বিচরণ করা আমাদের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলা আমাদের ভগবৎপ্রদত্ত অধিকার, কিছুতেই সেই অধিকারের ন্যায্য পরিচালন হইতে আমাদিগকে বিরত করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষের একদল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নর নারী যখন এইরূপভাবে স্পষ্ট জবাব দিতে শিখিবে এবং তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া যখন প্রত্যেক সহরে সহরে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এই শ্রেণীর নির্ভীক লোক ভীতিগ্রস্ত জনমণ্ডলীর মনে সাহসের সঞ্চার করিতে পারিবে তখন সকল অত্যাচার, সকল অবিচার, সকল অনাচার আলোর প্রকাশে অন্ধকারের মত নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে। পরাধীনতাও তখনই এই দেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে। শুধু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা কেন, জাতির মধ্যে এই স্পষ্ট জবাব দেওয়ার শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি আর্থিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক, সর্ব্ববিধ দাসত্বেরই অবসান হইবে। বিবাহক্ষেত্রে কন্যার পিতা যখন বরের পিতাকে

বলিয়া দিতে পারিবে—আমার কন্যা অবিবাহিত থাকিলেও তোমার অন্যায় দাবী আমি কিছুতেই মানিয়া লইতে রাজি নই—তখনই সমাজ হইতে বর্ব্বরোচিত বরপণপ্রথা বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। গ্রামের মধ্যে ঐরূপ স্পষ্ট জবাব দেওয়ার সাহস যদি একজন লোকের মনে স্থিতি লাভ করে তাহা হইলে সেখানে দারোগার অত্যাচার, জমিদারের জুলুম, মহাজনের নিষ্ঠুরতা, সামাজিকের বর্ব্বরতা এবং ধর্ম্মধ্বজীর ভণ্ডামি সমস্তই অসম্ভব হইবে। পণ্ডিতজী এবং মুঞ্জি মহাশয়ের মত স্পষ্ট জবাব দেওয়ার শক্তি ভারতের সহরে সহরে কতকটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়াই ১৯২১ সালে লোকের মনে স্বাধীনতা-লাভের আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং অত্যাচারীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বেশী কিছু নয় শুধু একটু ভরসা করিয়া জবাব দেওয়া, শুধু একটু সাহসে নির্ভর করিয়া বলিয়া দেওয়া, শুধু একটু নির্ভীকতাকে আশ্রয় করিয়া আচরণ দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া—মনুষ্যত্বের বিনিময়ে সাময়িক সুখ সুবিধার কথা আমরা ভাবিতে জানিনা, মান সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা গর্ব্বিতের অনুগ্রহকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করি, অত্যাচার অবিচারের ভয়ে আমাদের জন্মগত অধিকার, আমাদের অন্তরাত্মার স্বভাবগত ধর্ম্ম স্বাধীনতা আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না—ধন ঐশ্বর্য্য গেলেও নয়, জীবিকার একমাত্র সংস্থান কাড়িয়া নিলেও নয়, রাজদ্রোহী বলিয়া পিছনে পিছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেও নয়, ম্যালেরিয়ার আবাস-ভূমিতে অন্তরীণ করিয়া শরীরের রক্ত শুষিয়া নিলেও নয়, এমন কি ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া জীবনান্ত করিলেও নয়। ইহাতে অস্ত্র শস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই, প্রচুর অর্থেরও আবশ্যক নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইস্পাতের জাহাজেরও দরকার নাই, মানুষমারাকল নির্ম্মাণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন নাই, অথচ এই স্পষ্ট জবাব দেওয়ার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে একেবারে নিঃসম্বল হইয়াও মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্জ্জয় শক্তির সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করিতে পারে; পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র শক্তি নাই, এমন কোন ঐশ্বর্য্যের শক্তি নাই, এমন কোন সাম্প্রদায়িক শক্তি নাই যাহার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জয়ী না হইতে পারে। বাইশ শ বছর পূর্ব্বে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন তক্ষশীলার পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন এবং অনায়াসে ভারত অধিকারের কল্পনা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আত্ম মহিমা প্রচারে উন্মত্ত ছিলেন তখন ভারতের একজন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর নিকটই তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ দণ্ডী বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাতে সম্রাটের অনুচর তাঁহাকে কিরূপভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং কিরূপভাবে তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাহার স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে আত্মশক্তির নিকট প্রভুত্বের গর্ব্ব কিরূপভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল এবং নত মস্তকে আলেকজাণ্ডার দণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতের ইতিহাসে পশু শক্তির উপরে আত্মশক্তির প্রভাবের উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে। বাঙ্গালার সাধু হরিদাস, দিল্লীতে তেগ বাহাদুর, পঞ্চনদের তরু সিং সকলেই এই আত্মশক্তিকে সম্বল করিয়া পশু শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেহ বা বাঁচিয়া জয় লাভ করিয়াছেন, কেহ বা এই নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া জাতির চরিত্রে অভিনব শক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সব গিয়াছে কিন্তু এই শক্তি, এই আভ্যন্তরিক তেজ, এই নির্ভীকভাবে স্পষ্ট জবাব দেওয়ার ক্ষমতা এখনও অন্তর্নিহিতভাবে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত নিষ্পেষণ ও এত অবিশ্রান্ত শোষণ সত্ত্বেও প্রবল ঝটিকাঘাতে ছিন্নশাখ মহীরুহের মত ভারত কোন রকমে নিজের সত্ত্বা বজায় রাখিয়াছে। এই শক্তির সন্ধান পাইয়াই স্বামীজী বলিয়াছিলেন ভারত আবার বিশ্ব বিজয় করিবে এবং একটু ব্যাপকভাবে এই আত্মশক্তির, এই স্পষ্ট জবাব দেওয়ার শক্তির, এই মৃত্যুঞ্জয়ী দৃঢ়তার সহিত সত্যকে আশ্রয় করিবার শক্তির সন্ধান পাইয়াই মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। কলিকাতায় পণ্ডিত মদনমোহন এবং ডাক্তার মুঞ্জির বিপুল অভ্যর্থনায় ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে জনসাধারণের মনে সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে, শুধু সুযোগের অভাবে তাহা ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না। নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মীর দল পুনরায় যখনই বিচার বিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, হিসাব নিকাশ ছাড়িয়া দিয়া, প্রভাব প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া জনসাধারণের সাহচর্য্যে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট হইবেন তখনই সকলের মনে ত্যাগ ও বীর্য্যের ভাব পুনরায় ফুটিয়া উঠিবে, পণ্ডিতজী এবং মুঞ্জি মহাশয়ের মত সকলেই স্পষ্ট জবাবে বলিয়া দিবে—ন্যায় ও সত্যকে যে বিধি লঙ্ঘন করে তাহা আমরা মানতে রাজি নই। সে দিন দেখিবে পূর্ব্ব গগনে স্বাধীনতা-সূর্য্যের রক্তিম আভা হাজার বছরের অন্ধকার ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ব্যাকুল চিত্তে সেই শুভ দিনেরই অপেক্ষা করিতেছি।

কূট নীতি—

গিরিডিতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর স্থানীয় মহকুমা হাকিমের নোটীশ জারি দেখিয়া অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন নানা স্থান হইতে ইহার প্রতিবাদ হইতেছে। তবু রাজেন্দ্র প্রসাদের ন্যায় নামজাদা অহিংসপন্থীর উপরও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনায় ১৪৪ ধারা প্রয়োগ বিচিত্র ব্যাপার হইলেও আমলাতন্ত্রের কর্ম্ম পদ্ধতির বিধি বহির্ভূত বলিয়া মনে হয় না। অসহযোগ বিধ্বস্ত; কংগ্রেস বিশৃঙ্খল—সরকার নিশ্চিন্ত। কিন্তু 'মরিয়ে না মরে রাম এ কেমন বৈরী' খদ্দর আন্দোলন পশ্চিম কোনে এক হস্ত পরিমিত মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছে—আর বিহার অঞ্চলে ইহার একমাত্র বিস্তৃতির কারণ রাজেন্দ্র প্রসাদের খদ্দরের বাণী ছায়া চিত্রের সাহায্যে প্রচার—কাযেই ছায়াচিত্র বে-আইনি হইবেই। আর একটা দিকও ভাবিবার আছে; বিহারে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নাই—আর যে সব নেতাদের চেষ্টাতে এই বিদ্বেষ মাথা তুলিতে পারিতেছে না রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। সেই নেতার নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রচেষ্টাকল্পে পরিভ্রমণে সরকারের আতঙ্ক ও লর্ড অলিভিয়ারের ব্রিটিশ কূট নীতির প্রতি ইঙ্গিত এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ দেখা যায় না কি?

বিলাতী বর্জ্জন—

মাড়োয়ারী চেম্বার অব কামার্শের বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করিতেছি। আবেদন নিবেদন প্রোসেসন, ডেপুটেশনে শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা কমিল না। এইবার যদি কর্ত্তাদের টনক নড়ে। ইতঃপূর্ব্বে জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহে যখন জোয়ার ছিল তখন বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন এক অমোঘ অস্ত্র ছিল। তাহার প্রয়োগে কিছু ফল পাওয়া যায় নাই তাহা নহে। কিন্তু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা—দেশের মুখ চাহিয়া এতদিন তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। আজ অরাজকতা নিবারণের জন্য তাঁহাদের দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। যে কারনেই হউক বিদেশী বাণিজ্য ব্যাহত হইলে সেই স্থানে দেশের শিল্প মাথা তুলিবে—এইখানেই দেশের মঙ্গল।

কংগ্রেস কর্ম্মীর দূরদর্শিতা—

কাউন্সিল রণরঙ্গে দেশের কর্ম্মবীরেরা ঘোররবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় কাউন্সিলের মধ্য দিয়া দেশ সেবা করিবার ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেও অনেকেই মোহের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। কোথাও কোথাও নির্ব্বাচিত হইবার জন্য কোনও প্রকার উপায়কেই তাঁহারা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। নানা দিকের এইরূপ ব্যবহারের মধ্যে কোথাও একটু বিভিন্ন মনোবৃত্তির সন্ধান পাইলে মনে কিছু আশার সঞ্চার হয়। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় আগামী কাউন্সিলে কংগ্রেস তরফ হইতে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান কাউন্সিলেরও একজন সদস্য কাজেই কাউন্সিলী অভিজ্ঞতার আস্বাদনও তিনি পাইয়াছেন এরূপ ক্ষেত্রে কোন অনুন্নত জাতির সভ্যকে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য তাঁহার নিজ নাম প্রত্যাহার করায় মনে হয় পদ্মের ন্যায় পঙ্কের মধ্যে রহিয়াও তিনি অমলিন আছেন। স্থানীয় নমঃশূদ্র উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বদেব দাস মহাশয় কংগ্রেস পক্ষ ভুক্ত হইতে স্বীকার করায় সুরেন্দ্র বাবু নিজ দাবী প্রত্যাহার করিয়াছেন—কংগ্রেস কমিটিও বিশ্বদেব দাসকে মনোনীত করিয়া তাঁহাদের দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। আজ কাল প্রত্যেক সভা সমিতেই অনুন্নত জাতির জন্য কিছু করিবার চেষ্টার কথা শুনা যায় কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয় ওটা স্তোক মাত্র। ইহাতে উক্ত শ্রেণীর মনে তথা কথিত কংগ্রেস-ওয়ালা ভদ্রলোকদের এতে একটু সন্দেহের ভাব যে না আসিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা হইতে কর্ম্মীদের মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বলিয়া আশা হয়।

স্থানীয় সংবাদ।

পুরুলিয়া সাহিত্য-মন্দির—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল ট্যাঙ্কের দক্ষিণ দিকের জায়গাটি স্থানীয় সাহিত্য-মন্দিরকে তাহাদের লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বন্দোবস্ত (Lease) দিয়াছেন। যদি কখনও লাইব্রেরী কোনও কারণে উঠিয়া যায় তবে ঐ জায়গা ও গৃহ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আসিবে এবং কোনও সাধারণ কার্য্যের জন্য উহা ব্যবহৃত হইবে—এই মর্ম্মে বন্দোবস্ত হইয়াছে। লাইব্রেরী গৃহ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ মহাশয় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। লাইব্রেরীর নাম উঁহার নামে হইবে এরূপ স্থির হয়। দাঁ মহাশয় কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে দাঁ মহাশয় এজন্য কাজ বন্ধ করিলেন যে যদি মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে কখনও গৃহ যায় তবে মিউনিসিপ্যালিটি হয়ত অন্য নামে গৃহটি জনসাধারণের কাজে লাগাইতে পারে। এই জন্য সাহিত্য-মন্দিরের সভাপতি মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটির নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন যে গৃহটী মিউনিসিপ্যালিটির হাতে গেলে ঐ গৃহে যে প্রতিষ্ঠান হইবে তাহাতে যেন দাঁ মহাশয়েরই নাম থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির গত ৩০শে জুলাইয়ের অধিবেশনে "সাহিত্য-মন্দিরের" সভাপতি মহাশয়ের পত্রের মর্ম্মানুযায়ী প্রস্তাব গৃহিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দাঁ মহাশয় শীঘ্রই আবার তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সমাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি—

মিউনিসিপ্যালিটির "রিভাইজিং কমিটিতে" করদাতাগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য নেওয়ার নিয়ম আছে। সেই অনুসারে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি গত ৩০শে জুলাইয়ের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে করদাতাগণের পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফুটবল প্রতিযোগিতা—

"সাহিত্য-মন্দির কাপ কমিটির" সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বোস মহাশয় জানাইতেছেন যে—"সাহিত্য মন্দির চেলেঞ্জ" কাপের খেলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। যে সকল ফুটবল টিম প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আগামী ১৬ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে প্রবেশ মূল্য দিয়া নাম ভর্ত্তি করাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রবেশ মূল্য "সাহিত্য-মন্দিরের" সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

পুরুলিয়ায় খাদি প্রদর্শনী—

শ্রীযুত রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহারের অধিকাংশ স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাদি প্রদর্শনী খুলিয়া খদ্দরের প্রতি সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন। সব জায়গায়ই যথেষ্ট খদ্দর বিক্রয় হইতেছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি পুরুলিয়ায় আসিয়া খাদির প্রদর্শনী খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন।

সদ্‌দৃষ্টান্ত—

গত ২৯শে শ্রাবণ পুরুলিয়া রেলওয়ে হাঁসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের, দ্বিতীয় পুত্রের সহিত স্থানীয় কোর্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যার শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে ডাক্তার বাবু পণ গ্রহণ করেন নাই, এমন কি যৌতুকের বিষয়েও তিনি কোনরূপ দাবী করেন নাই।

হত্যাকাণ্ডের মামলার রায়—

বরাবাজার রাইডির ডাকাতির মামলার রায় গত শনিবার বাহির হইয়াছে। দায়রা জজ ৬ জন আসামীকেই, তাহাদের ৩ জন আহত সঙ্গীদিগকে যাহাতে কেহ চিনিতে না পারে সেই জন্য জীবন্ত অবস্থায় মাথা কাটিয়া ফেলায়, অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাঁকুড়ায় ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান স্থাপন—

বাঁকুড়া জেলায় ব্যায়াম শিক্ষার স্কুল স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি মিলিত কমিটি গঠিত হয়। পুলিশ সাহেব ও সিভিল সার্জ্জেন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছে। কমিটি স্থির করিয়াছে যে—বাঁকুড়া ওবিষ্ণুপুরে দুইটি ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান হইবে এবং তাহাদের নাম "চিত্তরঞ্জন ব্যায়াম বিদ্যালয়" হইবে। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে ব্যায়াম ও আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। জেলাবোর্ড স্কুল দুটীর আর্থিক বন্দোবস্ত করিবেন। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটিও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন।

পুরুলিয়া বাজার দর।

(পাইকারী ৩০শে শ্রাবণ)

গিনি ভিক্টোরিয়া—	১৩৸০	কলমকাটী—	৭৷০
সোণা চিনাপাত ভরি—	২২৸০	ধান—	৩৵০
রূপা ১০০ ভরি	৬৭৲	বিরি কলাই—	৩৲
সুতার দর—হিজন ঘাট বাঘ মার্কা ১২৷০ নং	৬৷৵০	অরহর ডাল—১নং	৭৷০
১০৷৷০ নং—	৬৷০	"	৭৵০
গোপাল মার্কা ১২৷ নং—	৬৷৵০	মুসুরীর ডাল—	৬৸০
ঐ ১১৷০ নং—	৬৷০	খেসারী—	৪৷৵০
কাঁচা কয়লা—, মণ—	৷০	বুট—	৪৷৶
গালার দর—টিয়েন ৪৭৷০—৪৮৲		মুগ—	৮৷০
ষ্টেণ্ডার্ড ওয়ান—	৪৮৷০	বুট (ছোলা)—	৬৷০
সুপার ফাইন—	৫২৲	আটা হলমি—বস্তা	১৩৷৶
লাহার দর…		রুল ময়দা— বস্তা	১৪৸০
ঝুকি—	২৩৲	ঘি মণ্টুর ১নং—মণ	৭৩৲
বৈশাখি—	২৬৲	সরিষার তৈল (কলের) ১নং	২৫৷০
কুসমি—	৩০৲	" ২নং—	২৪৷০
আরি—	২৭৲	চিনি দাদা জাভা—মণ	১১৷৵০
চাল…		দেশী কাণপুরী	—১৪৷০
দেশী রাশি চাল—	৬৷০—৬৸০		
মাঝারি—	৬৷৵০		
সাফি—	৭৲		

বিবিধ সংবাদ।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি সভা—

গত ৬ই আগষ্ট আলবার্ট হলে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতাবাসী জনসাধারণ সমবেত হইয়া এই মৃত মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানে শোক প্রকাশ করেন।

নিদ্রা ভাঙ্গিবে কি?

গত বৎসর শুধু কলিকাতাতেই কত টাকার বিদেশী জিনিষ আমদানী হইয়াছে দেখুন:—

কাপড়ের ও সুতার দ্রব্য	২৭,৬৫,৩০,৪৯১৲
দোবরা চিনি	৬,৬৭,৪৪১৪৭৲
কাচের দ্রব্য	৮,৩৭,৯০০৲
সিগার, সিগারেট	৭২,১০,৬০৩৲
নকল রেশম	৩২,৫০,৭৭৮৲
দেশলাই	২,৬০,৬২২৲
খেলনা ও ইহার সরঞ্জাম	১৯,৭৩,৬৪৫৲
দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপকরণ	১৪,৭৬,০১১৲

খাদি বিক্রয়—

গত জুন মাসে তামিল নাইডু প্রদেশে ৩৯৭১৪৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছে এবং ৬৭১২৯৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশে ১৫৩২৭৲ টাকার প্রস্তুত এবং ২২০১৮৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ৪৬৪৫২৲ টাকার প্রস্তুত এবং ৩৪৪৩৮৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে। বিহার প্রদেশে ১৪২০৪৲ টাকার প্রস্তুত এবং ৮০২৭৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে।

১৪৪ ধারার হিড়িক—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহারের সর্ব্বত্র খাদি প্রদর্শনীর সাহায্যে খদ্দর বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন। গত ৬ই আগষ্ট তারিখে তিনি গিরিডিতে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে এক বক্তৃতা করেন। পরদিন গিরিডির ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে রাজেন্দ্র বাবুকে এক নোটিশ দেন যে সিনেমা আইন অনুযায়ী অনুমতি না লইয়া তিনি ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। কারণ উহাতে লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। রাজেন্দ্র বাবু জবাব দেন—এ আদেশ বে-আইনী আমি উহা অমান্য করিব। ঐ রাত্রেই তিনি বক্তৃতা করেন।

পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান ও নানা বিষয়ে আলাপ করেন এবং কয়েকটি স্লাইড সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আপত্তি করেন। রাজেন্দ্র বাবু বলেন যে উহার কিছুই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক অনেক কথা কাটাকাটির পর ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে কিছু খদ্দর ক্রয় করেন। গিরিডিতে এই উপলক্ষে ২০০০৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

গত ৮ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মহাশয়কে মেদিনীপুরের জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসারিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এজন্য এই সভা গভর্ণমেণ্টের তীব্র নিন্দা করিতেছেন। এই বিষয়ে সমগ্র বাঙ্গালায় আন্দোলন চালাইবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রাজবন্দীর কন্যার নিবেদন—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরের নিকট নিম্নলিখিত আবেদন পত্র পাঠাইয়াছে। বহুদিন হইতে নানাবিধ পীড়ায় ভুগিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে:—

বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুর সমীপেষু,

মহাশয়

আমি এবং আমার ভগ্নী বীণাপাণি দেবী (কাবলি) রাজবন্দী শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর কন্যা। আমার বাবা দেড় বৎসর আটক আছেন, কোন রকমে মার কোলে থাকিয়া বাবার অভাব দুঃখ সহ্য করিয়াছিলাম। কাবলির বয়স ৫ বৎসর, সে সকল বুঝিতে পারে না, সেজন্য যখন তখন বাবার জন্য কাঁদে।

ভগবানের নিকট আমরা ভয়ানক অপরাধী, তাহা না হইলে বাবা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে মা আমাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন কেন? মা যতদিন ভাল ছিলেন আমাদের কত আদর কত যত্ন করিতেন; যখন বাবার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মা রোগে পড়িলেন এমন কি মরার দিন অবধি আমাদের কত আশা দিয়াছেন কিন্তু এখন আমাদের সে ভার লইবার কেহ নাই। ঠাকুরমার অনেক বয়স হইয়াছে, বাবা কাছে নাই, মা আমাদের ফেলিয়া গেলেন তাই তিনি শোকে মরার মতন পড়িয়া আছেন। কাবলি দিনরাত কাঁদিতেছে, খেলা আহার নিদ্রা সবই ছাড়িয়াছে, মনে হয় এভাবে থাকিলে সে আমায় ফেলিয়া শীঘ্র মার কাছে যাইবে। সকল দিক দেখিয়া আমি যদিও খুব ছোট তবু কাঁদিয়া কাঁদিতে পারি না।

বাবাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মা অনেকবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি বাবাকে বাঙ্গালায় আনিলে এবং বাবার শরীর ভাল থাকিলে মা নিজে ভাল থাকিবেন একথা লিখিয়াছিলেন; অবশেষে বিদায়ের সময় আপনারা মাকে বাবার চরণ দর্শন করিতে দেন এ প্রার্থনাও মা করিয়াছিলেন। কোন কথা আপনারা গ্রাহ্য করেন নাই। মা বুক ভাঙ্গা দুঃখ সহিয়া, সকল জ্বালার হাত হইতে এড়াইয়াছেন, এখন কি তিনটী প্রাণ রাখিবার জন্য আপনি বাবাকে ছাড়িয়া দিবেন না?

শুনিতেছি, অনেকদিন হইতে বাবার শরীর ভাল নাই, তের সের ওজন কমিয়া গিয়াছে। এখন জেলের ভিতর এই সংবাদ পাইলে তাঁর শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িবে, হয়ত অন্নজল ছাড়িয়া দিবেন বাবাকেও হয়ত আমরা দেখিতে পাইব না, সে কারণেও কি আপনি বাবাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না?

আমাদের দুঃখ দূর করিলে ভগবান নিশ্চই আপনার মঙ্গল করিবেন। ইতি নিবেদিকা—হতভাগিনী কল্যাণী দেবী।

কমন্স সভায় ভারতের কথা—

গত ২০শে জুলাই তারিখে কমন্স সভায় সরবরাহ-কমিটির সমক্ষে ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়ের বরাদ্দ উপস্থিত করিবার কালে সহকারী ভারত-সচিব ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার বিশদ আলোচনা করেন। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সহঃ সচিব ভারতের রাজবন্দীগণের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রমিক সদস্য মিঃ জনষ্টন্ এবং মিঃ থার্টন্ সরকারের অন্যায় আচরণের অন্যায্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজবন্দীগণ সংক্রান্ত বহু ঘটনার উল্লেখ করেন। উভয়েই সরকারে বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করেন যে, প্রকৃত পক্ষে বিনা বিচারেই বহু দেশভক্তকে এখনও জেলে এবং অন্যত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল বন্দীগণের সম্বন্ধে যে তদন্তের কথা সচিব মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নয় বলিয়া ইহারা মনে করেন। এই তদন্ত ব্যাপারে নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য এই বন্দীগণকে কোনরূপ সুযোগ দেওয়া হয় নাই, সুতরাং এই তদন্ত ব্যাপারটাকে ইহারা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহারা আরও বলেন যে, রাজবন্দীগণের প্রতি সরকারের ঈদৃশ আচরণ রাশিয়ার পূর্ব্বকালীন জারগণের আচরণেরই অনুরূপ। সহঃ সচিব ইহাদের এই অভিযোগের কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব—

গত ১৩ই আগষ্ট তারিখের লক্ষৌএর তারের সংবাদে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের জনৈক প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, দৈনিক ১৫০০৲ পারিশ্রমিকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে ভিজা ষ্টেটের মামলা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ধন্যবাদের সহিত এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সংবাদপত্রসমূহে পণ্ডিতজীর পুনরায় আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করা সম্বন্ধে যে গুজব বাহির হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষ-প্রসূত।

পণ্ডিত মালব্য ও ডাঃ মুঞ্জি—

ডাঃ মুঞ্জিও আইন অমান্য করিয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। পণ্ডিত মালব্য জব্বলপুর নাগপুর প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমন করিয়া বেড়াইতেছেন। সমস্ত স্থানেই পণ্ডিতজী বিশেষ সম্বর্দ্ধনা পাইতেছেন। ডাঃ মুঞ্জি ও পণ্ডিতজীর উপর ১৪৪ ধারার হুকুম অমান্য করায় ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শমন বাহির হইয়াছে। ইহাতে সিমলার ভারতীয়দের বিষম বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় সদস্য এখানে পৌঁছিয়াছেন এবং সরকার যাহাতে এই মামলা প্রত্যাহার করেন সেই জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করার বিষয় পরামর্শ করিতেছেন।

মৌলানা মজরুল হক—

আগামী কংগ্রেসের সভাপতির পদের নামের তালিকা হইতে মৌলানা মজরুল হক নিজের নাম প্রত্যাখান করিতেছেন। তিনি বলেন যে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি এই সম্মানে সম্মানিত হওয়া উচিত। তা ছাড়া দেশের বর্ত্তমান দুরাবস্থার সময়ে কংগ্রেসের দুইজন লোকের রদ্ধভাবে প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত নয়। বর্ত্তমানে তিনি হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধান করিতে জীবন পণ করিয়াছেন। এজন্য নিজের প্রদেশে তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন সুতরাং সমগ্র ভারতের কাজ কর্ম দেখা তাঁহার এখন সম্ভব হইবে না।

নমঃশুদ্র নির্ব্বাচন প্রার্থী—

দক্ষিণ ফরিদপুর অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পদ প্রার্থী মনোনীত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বদেব দাস নামক জনৈক নমঃশুদ্র কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সদস্য পদ প্রার্থী হইয়াছেন। ইহাতে সুরেন্দ্র বাবু নিজের নাম প্রত্যাহার করিয়া বিশ্বদেব বাবুকে নির্ব্বাচন করিবার জন্য কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী বিশ্বদেব বাবুই উক্ত পদের জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত হন।

কলিকাতায় পারস্পরিক নেতৃবৃন্দ—

গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায়, শ্রীযুক্ত কেলকার, জয়কার এবং এ্যানি প্রভৃতি পারস্পরিক নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় পৌছিয়াছেন এবং নিজের দলের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহারা এক সপ্তাহ বাঙ্গালায় অবস্থান করিবেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থান পরিভ্রমন করিবেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—

সিন্ধু দেশীয় কোন একজন মুসলমান বালিকাকে হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ করায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং কয়েক জন হিন্দু নেতার নামে সমন জারী করা হইয়াছে।

শ্রমিক প্রতিনিধি প্রেরণ—

বঙ্গীয় ট্রেডস্ ইউনিয়ন্ ফেডারেশনের পক্ষ হইতে উহার সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সমূহে শ্রমিক প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে আর্ল উইণ্টারটন যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে শ্রমিকদের মোটেই সুবিধা হইবে না। শ্রমিকদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন মণ্ডলী গঠন করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাচন অধিকার না দিলে কোনই উপকার হইবে না। অন্ততঃ ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

আলিপুর জেল হত্যার মামলা—

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, আলিপুর জেল হত্যাকাণ্ডের মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীগণের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করা হইয়াছিল। সেই আপিলের শুনানির পর রায় এতদিন মুলতুবী ছিল। গত ৯ই আগষ্ট তারিখে রায় প্রকাশ হইয়াছে। রায় অতি সুদীর্ঘ হইয়াছে। রায়ে পাচজন বে-কসুর খালাস পাইয়াছে এবং চারি জনের দ্বীপান্তর ও একজনের ফাঁসির আদেশ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে স্পেশাল ট্রিবিউনের বিচারে তিন জনের ফাঁসি ও সাতজনের দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল।

মৌলানা নিজামীর ঘোষণা—

দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা খাজা হাসান নিজামী—বাঙ্গালার মুসলমানগণ সম্প্রতি মস্‌জেদের সামনে বাজনা বন্ধের জন্য যে অভিনব আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন যে মস্‌জেদের সামনে বাজনা সম্বন্ধে আন্দোলন নিরর্থক ও মুসলমানগণের অনিষ্ট কর। এ সম্বন্ধে অশিক্ষিত মুসলমানগণের মনে তথাকথিত কয়েকজন মুসলমান নেতা যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দূর করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই সংবাদ পত্রে প্রচার দ্বারা এবং বক্তৃতা প্রভৃতি দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটা আন্দোলন চালাইবেন।

বরিশালে মিলন প্রয়াস—

গত ৬ই আগষ্ট তারিখে বরিশালে খান বাহাদুর মৌলবী হেমাউদ্দিনের সভাপতিত্বে তথাকার মুসলমান সমাজের এক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০০০০ হাজার মুসলমান এই সভায় সমবেত হইয়াছিল। মৌলানা সাহেব—যে দুর্ব্বত্ত মুসলমানগণ দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং মন্দির নষ্ট করিয়াছে তাহাদের অপকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। মৌলানা সাহেব আরও বলেন যে কোন ধর্ম্মে কাহারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সভায় হিন্দুদের সহিত মিটমাট করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পরে হিন্দু মুসলমানের মিলন বৈঠক বসে এবং স্থির হয় যে রাস্তা দিয়া বাজনা বাজাইয়া যে শোভা যাত্রা যাইবে তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। অবশেষে উভয় দলের নেতৃবৃন্দ চালিত এক শোভাযাত্রা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া নেওয়া হয়। কোথায়ও কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত শাসমল—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়কে ডায়মণ্ডহারবার লোকেল-বোর্ড হইতে চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

বিখ্যাত কবিরাজের মৃত্যু—

বিখ্যাত কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় মহাশয় গত ১১ই আগষ্ট তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উইলে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার উন্নতির উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ভিয়েনা হইতে খবর আসিয়াছে যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এপেণ্ডিসাইটিস্ হওয়ায় তাঁহারা সদলবলে লণ্ডন রওনা হইয়াছেন। চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার অসুস্থতার জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ নাই।

আশা-পথে

(শ্রীমতী..........)

১

দেবতা নহিক আমি, দুর্ব্বল মানব,
জানি আমি, জানি তবু আর
এইতো জীবনে মম দেবত্ব লভিতে,
আমার রয়েছে অধিকার।

২

জানি হয় হৃদি মম বিপদে অধীর
দুঃখেতে সে হয় ম্রিয়মাণ,
"আত্মা যে অমর" শুনি কহে সর্ব্বজন
মৃত্যুতে কাতর তবু প্রাণ।

৩

"কোন দোষে নহি দোষী" হেন গর্ব্ব বাণী
কেমনে করিব উচ্চারণ ?
আছে মোর কত ত্রুটী কত অপরাধ,
জানি আমি, জানে মোর মন।

৪

তবুও, তবুও মম জীবনের পথে
উন্নতির প্রয়াস অপার
জানি আমি ব্যর্থ কভু হইবার নয়
আলোকিত ভবিষ্যৎ আমার।

৫

আমার সকল ভ্রম ঘুরায় আমারে
ধ্রুব যাহা তাহারি সন্ধানে,
সব বাধা বিঘ্ন মোরে টানিছে সতত
নবীন বিজয় অভিযানে।

৬

সব অপূর্ণতা মম অতৃপ্তি এ প্রাণে
সঞ্চারিত করে যে নিয়ত,
তাই স্থির লক্ষ্য ধরি চির পূর্ণ পানে
টলি' তবু চলি অবিরত।

৭

একদিন জীবনের সকল সাধনা,
কাম্য ফল লভিবে তাহার,
ক্ষুদ্র আমি, লক্ষ্য মোর ক্ষুদ্র নয় কভু
আদর্শ যে মহান্ আমার॥

স্বাধীনতা কেন চাই ?

(২)

কৃষিজীবি ও শ্রমিকদের দুর্দ্দশা সকল দেশেই আছে। আজ পৃথিবী ব্যাপী অসন্তোষের মূলে নিহিত শ্রমিকদের অর্থশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নিগ্রহ, তাদের মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করে তাদের যন্ত্র মাত্রে পর্য্যবসিত করা।—আমাদের দেশে কিন্তু তাদের দুঃখ দুর্গতি অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। তার কারণ আমাদের পরাধীনতা। স্বাধীন দেশের ধনীরা শ্রমিকদের ওপর যতই অত্যাচার করুক সমাজ বিপ্লবের ভয় তাদের আছে কারণ সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সে সব দেশে রাষ্ট্র বিপ্লব অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কৃষিজীবি ও শ্রমিকদের যথেষ্ট হাত আছে যদিও তারা এখনও খুব দুর্ব্বল। কাজেই তাদের অসন্তুষ্ট হতে না দেবার চেষ্টা রাজশক্তি ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক করতে বাধ্য। আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তারা বিদেশী। ঐসব লোকদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার না করার দরুণ সমাজ বিপ্লব হলে তাদের কিছু আসে যায় না। কাজেই প্রবল পক্ষের হাত থেকে তাদের রক্ষার কোনও চেষ্টা করার দায়িত্ব তারা বোধ করে না। তা ছাড়া স্বাধীন দেশে শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝ্‌তে শিখেছে যদিও সেটা আংশিক ভাবে আদায় কর্ত্তে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু করলে শিক্ষা বিস্তারের অভাবের জন্য তাদের নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করাই দায়। যে দেশের শতকরা ৯০ জন ঐ শ্রেণীর এবং শিক্ষা যাদের মধ্যে একেবারেই নেই তাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করা ২।১টা সমিতি প্রতিষ্ঠা বা কংগ্রেসের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নয়—সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজকোষ থেকে পর্য্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করা চাই কিন্তু রাজকোষ আমাদের জন্য নয় অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার সেখানে প্রবল সেখান থেকে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অর্থ ব্যয় অসম্ভব। তাই শিক্ষার ব্যয় রাজস্বের আয়ের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। এ অবস্থার পরিবর্ত্তণ কর্ত্তে হলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হবে—আমলা রাজ লোপ করে স্বরাজের ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে—এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং—এদিকে ত এই অবস্থা তার ওপর সরকার বাহাদুরের আবগারী নীতি। সরকারের আয়ের প্রায় ১১ ভাগের এক ভাগ আবগারী থেকে। আর এই আয়টা যোগাচ্ছে—অশিক্ষিত সহায় সম্পদ বিহীন নিজের মঙ্গলামঙ্গলে উদাসীন কৃষিজীবি ও শ্রমিকেরা। গত কয়েক বৎসর শ্রমিকদের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হয়েছে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃষকের আয়ও কিছু বেশী হয়েছে কিন্তু তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। সেই মহাজনের দেনা, সেই অর্দ্ধনগ্ন দেহ, সেই রোগ পীড়িত অসহায় সন্তানাদি, সেই ভাঙ্গা ঘর সবই রয়েছে। কেন ? খাদ্য দ্রব্যের ও বস্ত্রাদির মূল্য বেড়েছে তার জন্য নয়, কারণ আয় বৃদ্ধির অনুপাতে

মূল্যাদি বাড়ে নি—তথাপি সেই অবস্থায়, এর কারণ অনুসন্ধান করলে যে জিনিষটা চখে পড়বে সেটা নিবারণ করা কোনও প্রকার ধর্ম্ম ঘট বা সমবায় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দ্বারা হবেনা তার কারণ তাদের নেশার খরচ। গ্রামে গ্রামে মদের গাঁজার দোকান, সহরের রাস্তায় রাস্তায় দোকান, কল কারখানা ও খনির কুলি, বস্তির পাশে পাশে দোকান সর্ব্বত্রই সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষস এই হতভাগ্য দেশ মাতৃকার নির্ব্বোধ সন্তানদের গ্রাস করবার জন্য মুখ-ব্যাদন করে রয়েছে। যা কিছু তারা উদ্বৃত্ত মনে করে তা তারা এই সব রাক্ষসের গ্রাসে দিয়ে যায়। এর নৈতিক দুর্গতির কথা বলব না; এর দ্বারা তাদের সাংসারিক দুঃখ দুর্গতির পরিমাণ বাড়ছে।

এই ভয়াবহ অবস্থা তাদের কেন? এই সবের জন্য দায়ী কে? নিজের দেশের লোকদের মূর্খতাকে গালি দিয়ে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বলে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। এর প্রতিকার আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের হাতে নেই। কঠোর শাসনের দ্বারা এ অবস্থা নিবারণ করা যায়—সমাজের বা রাষ্ট্রের। কিন্তু সমাজ দুর্ব্বল; সমাজ এদের পালনে অক্ষম—কাজেই শাসনের ভার তাঁদের নেবার অধিকার নেই। আর রাষ্ট্র উদাসীন, শুধু তাই নয় এটা রাষ্ট্র পরিচালকদের আয়ের পথ বলে তাঁরা এ অবস্থা রাখতেই সচেষ্ট। চীন সভ্য সমাজে অপাংক্তেয় ছিল কিন্তু সে স্বাধীন রাজশক্তি, প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করে তাই শত শত বৎসরের আফিংয়ের নেশা একদিনে উঠে গেল—আইনের সাহায্যে। আর এখানে বোম্বাই ও কলিকাতা কর্পোরেশন নিজ নিজ এলাকার মধ্যে এর প্রচার কমাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হতে দেন নি? কি দরকার তাদের? কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত বড় আয় তাঁরা কমাবেন?

আবগারী বিভাগের এত বড় আয় তার ওপর শৌণ্ডি-কালয়ের স্বত্বাধীকারীদের লাভ এতটা আসছে কোথা থেকে? লক্ষ লক্ষ অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট বা অনশন প্রপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নয় কি? কিন্তু কে শুনবে? কে রাজশক্তিকে এই দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করবে? দুর্ব্বল, কলহ প্রমত্ত ক্ষীণ প্রাণ ভারতবাসী আজ স্বরাজ কংগ্রেস পলায়োন্মুখ— তাই আজ তাচ্ছল্য ভরে আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি শিক্ষিত সমাজের সামনে বলিতে সাহস করে—অহিফেন মদ্য ইত্যাদি বিশেষ অনিষ্টকর নহে তাই উহার প্রচলন বন্ধ করবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা যা বললেন সত্যই তাঁরা সে কথা বিশ্বাস করেন এটা মনে করি না—কিন্তু কোনও একটা জবাব দিয়ে ভদ্রতার বহিরাবরণটা রক্ষা করা চাই তাই যা তা জবাব দেওয়া হল। তারা জানে যত আজগুবি জবাবই দিই না—লোকে বিশ্বাস করুক আর না করুক তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। আমরা যাতে আমাদের সুবিধা হয় তা করবই। ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর নেতারা এই জবাব দেবার পরেও ভাবছেন তাই ত? কিরূপে প্রভুদের মত পরিবর্ত্তন করা যায়—আর একটা লম্বা দরখাস্ত করব কি না?

শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুষ্ঠ সম্বন্ধে কতিপয় সুনিশ্চিত তথ্য

১। কুষ্ঠ আগাছা ঘাস হইতে আগাছা ঘাসের মত কুষ্ঠ হইতেই কুষ্ঠ হয়।

২। কুষ্ঠ কুলানুক্রমে জন্মগত নহে, এক গৃহে একত্রে বাস, শয়ন ইত্যাদি সংস্রব ও সংস্পর্শ জন্য সংক্রামিত হয়।

৩। যেমন অপরিচ্ছন্ন জায়গাতেই তৃণাদি আগাছা বাড়ে সেইরূপ সেইরূপ অপরিচ্ছন্ন শরীরেই কুষ্ঠ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৪। অসুস্থতা, কদভ্যাস, অপরিমিত বা অত্যল্প ভোজন, উপদংশাদি কদর্য্য ব্যাধি এবং ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কৃমি, অজীর্ণ, আমাশয়াদি বলনাশক ব্যাধি সকল হইতে শরীর অপরিচ্ছন্ন হয়।

৫। কুষ্ঠীর সংস্রব একেবারে এড়ান দুঃসাধ্য হইলেও যে যে কারণে শরীর এই রোগের সম্প্রসারণোপযোগী হয় তৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ব।

৬। সর্ব্বাবস্থায় যেমন তৃণাদির বীজ হয় না, কুষ্ঠও সেইরূপ। বহু বৎসর পরে যখন ইহা দেহের ভিতর গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহা বীজ অর্থাৎ জীবাণু উৎপন্ন করে। তৎকালে ইহা সকলের পক্ষেই সংক্রামক বিপজ্জনক হয়।

৭। সুতরাং ইহার প্রারম্ভ মাত্রেই সমূলে নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

৮। একটী ছোট অসাড় বা লালাদিবর্ণের পুরু দাগ, যাহা কোন ঔষধেই যায় না, অথবা যন্ত্রণাদায়ক ভাবে স্নায়ু মোটা হওয়া—এই সকলই কুষ্ঠের প্রারম্ভ লক্ষণ।

৯। এইরূপ অবস্থায় চিকিৎসা হইলে সকল রোগীই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

১০। গত চারি বৎসরে পুরুলিয়া "হইলার কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে" শতকরা ৭০ জনেরও অধিক আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

১১। যখন এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান শৈশবাবস্থায় ছিল, তখনই ইউরোপ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে; আর আজ এই চরম উন্নতির দিনে সকলে যত্নবান হইলে ভারত হইতে নিঃসন্দেহে এই রোগটী নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা যায়।

আই সাঁতরা,
পুরুলিয়া।

"মুক্তির" জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

ম্যানেজার "মুক্তি"

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং অপছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,।৬।০ গজ প্রঃ ৩,।৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি, মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাষ আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং-ফ্যাক্টরী
(এম; কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্ফ—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহুইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷০, ঐ এরোপ্লেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স্
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"
গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। মহাত্মাজির ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মজদুরের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৶ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।
স্বদেশী কাপড়ের দোকান।
চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

তিলুড়ী শিক্ষাশ্রম
জগবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়
পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান

সুবিজ্ঞ কবিরাজগণের তত্ত্বাবধানে আশ্রমের ছাত্রগণের দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে প্রস্তুত সকল প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, চ্যবণপ্রাস সকল সময় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য অন্য কোন ঔষধালয় অপেক্ষা অধিক নহে। ঔষধ বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষাশ্রমের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ ক্রয় করিয়া পশ্চিম বঙ্গের আদরের এই শিক্ষাশ্রমকে সাহায্য করুণ।

অর্ডার পাইলে অথবা রোগের বিবরণ পাইলে ব্যবস্থা সহ ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়। মূল্য তালিকা আবশ্যক হইলে ⁄০ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ, শিক্ষাশ্রম
তিলুড়ি পোঃ (বাঁকুড়া)

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাপর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাড়ী বিক্রয়

নীলকুঠিডাঙ্গায় ডাকবাঙ্গলার নিকটে একটি বাড়ী বিক্রয় হইবে। রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড পাকা দালান, ভিতরে এবং বাহিরে অনেকটা খোলা জায়গা আছে। এই বাড়ী হইতে এখন মাসিক ২১ টাকা ভাড়া আদায় হইতেছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—

শ্রীচণ্ডী চরণ কর
নীলকুঠি ডাঙ্গা
পুরুলিয়া।

৭—৭—২৭

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার স্যুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্, হ্যারিসেন রোড্।
শাখা:—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডার।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট অফিসের সম্মুখে।)

৺পূজার যতীন্দ্র বাবুর স্বদেশী বস্ত্রাগারে বিপুল আয়োজন।

বাজার অপেক্ষা দর সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবের ওত হইয়া, নবপর্য্যায়ে ১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—।৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২ টাকা।

সন ১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

কর্ত্তার কৈফিয়ৎ

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ৬ই ভাদ্র ১৩৩৩, ২৩শে আগষ্ট ১৯২৬ | ৩৬শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী- ।৵০ ও ৸০ আনা, মকরধ্বজ- ৪৲— তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রর্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্ক্রুপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্ক্রুপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন।

ইং ১৯২৬ সালের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১৭ (ক) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখে (নিম্নের প্রদত্ত বিবরণানুযায়ী) যে গলিটী বাঁকুড়া রোডকে আমলা পাড়া রোডের সহিত মিলিত করিয়াছে তাহার পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তি বাস করেন তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত রাস্তাটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার দুই মাসকাল মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার অংশের অথবা অধিকাংশের স্বত্বাধিকারী, অথবা স্বত্বাধিকারিগণ মিউনিসিপ্যাল আফিসে আপত্তি দাখিল না করেন তাহা হইলে কমিশনারগণ আর একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত গলিটিকে সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল আফিস
পুরুলিয়া
১৬ই আগষ্ট ১৯২৬

স্বাঃ—শশধর গাঙ্গুলী
ভাইস্-চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

গলির বিবরণ—

দৈর্ঘ্য—	৩২ ফুট
পূর্ব্ব সীমায়—	হীরু মোদকের বাড়ী
পশ্চিম সীমায়—	ক্ষেতু মোদকের বাড়ী
উত্তরে—	আমলা পাড়া রোড
দক্ষিণে—	বাঁকুড়া রোড
প্রস্থ—	৫ ফুট

কর্ম্মখালি

ঝালদার জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য বাংলা ও সংস্কৃতজ্ঞ একজন শিক্ষকের দরকার। শিক্ষকের স্বাধীনতার স্পৃহা, জাতীয় ভাবে উদ্দীপনা এবং কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া চাই। তাঁহার পারিশ্রমিক যোগ্যতানুসারে ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা হইবে। বাসস্থান পাওয়া যাইবে। কার্য্যের উন্নতি দেখাইলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হইবে। নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।

ইতি— ২০।৮।২৬
শ্রীপ্রেমচাঁদ ভদ্র মোদক।
পোঃ ঝালদা, বি, এন, আর।

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

[illegible], গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকা চাকা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আর্দ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৷৹ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

প্রমেহারি সুধা—নূতন, পুরাতন, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মিট, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতির মহৌষধ বড় ১ শিশি ২৷৹, ছোট ১৷৵৹।

বাতারি তৈল—বাত, গাউট, গেঁটে বাত, ঝিনঝিনে বাত প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ ২ সপ্তাহের খাইবার ঔষধ সহ ১ শিশি তৈল ২৷৹

দদ্রুনাশিণী তৈল—দাদ, কোঁচদাদ, কাউর, বিখাউজ প্রভৃতির ধন্বন্তরী। ছোট শিশি ।৵৹, বড় শিশি ৷৹

অবধৌতিক রসায়ন—অজীর্ণ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, স্মরণশক্তিহীন, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, স্পার্মাটোরিয়া প্রভৃতির একমাত্র মহৌষধ। বড় শিশি ২৷৵৹, মধ্যম ১৷৹, ছোট ৷৵৹ মাশুলাদি পৃথক।

উপরিউক্ত ঔষধ ব্যবহারে এবং আমাদের দ্বারা যে কোন রোগের চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে, বিনা ওজরে সমুদয় মূল্য আনন্দের সহিত ফেরৎ দেওয়া হয়। ষ্ট্যাম্প দিয়া এগ্রিমেণ্ট লিখিত।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**
এম, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল ভেওয়াড়ি উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যদি কলিকাতার দরে ঘরে বসিয়া পাইতে চান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। প্যাকিং ও মাশুল খরচ আমরাই বহন করি।

এজেণ্ট:—
সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া।
Agent for Oriental Life Assurance Co. Ltd.

বলাই—বলি অত হন্ হন্ করে যাচ্ছ কোথায়?
কানাই—আর বলো না, জামাই এসেছে কিছু খাবার আনতে চকবাজারে যাচ্ছি।
বলাই—বলি, অত খাবারের দোকান থাকতে একেবারে চক বাজারে যাচ্ছ কেন?
কানাই—জামাইএর পাতে দেবার মত ভাল জিনিষ কি আর কোথাও পাওয়া যায়। **চকবাজারে রাম কিঙ্কর নাগের এক নূতন দোকান হয়েছে** সেখানে হরেক রকমের খাঁটি খাবার পাওয়া যায়। সেবার গিন্নীর অসুখ [illegible] ঐ দোকানই আমার লজ্জা নিবারণ করেছে; কলকাত্তাই জামাই ঘরের খাবার ছাড়া খায় না, কিন্তু সেবার কিছুই টের পায়নি।

"মুক্তি"

"যা কিছু করিবে ইমামবুল,
হউক মিথ্যা হউক ভুল,
তোমাদের হবে বলিতে তাতে
বাহবা বাহবা বা-জি।"

—দ্বিজেন্দ্র লাল।

সন ১৩৩৩ সাল, ৬ই ভাদ্র সোমবার

কর্ত্তার কৈফিয়ৎ

কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর গিরিডিতে ১৪৪ ধারা জারি উপলক্ষে বিহার সরকার এক অদ্ভুত কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিয়াছেন। পুলিশ নাকি ভুলক্রমে ম্যাজিক-লণ্ঠনের পরিবর্ত্তে তাহাদের রিপোর্টে বায়োস্কোপের উল্লেখ করিয়াছিল এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাই বিশ্বাস করিয়া বিনা লাইসেন্সে ঐরূপ প্রদর্শনীতে হঠাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পাছে সাধারণের অনিষ্ট ঘটে তজ্জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রদর্শনীতে কোন বাধা দান করেন নাই। এই ধরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অপেক্ষা ইহার যুক্তির প্রণালী আরও হাস্যজনক। ইহাতে সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা হওয়ারই সম্ভাবনা যে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্দর মহলের একটী পাটরাণী বিশেষ, বাহিরের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের মত বিখ্যাত জননায়ক এতদিন ধরিয়া ম্যাজিক-লণ্ঠন সাহায্যে যে বিহারের স্থানে স্থানে খদ্দর প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন তাহার কোন খবর রাখেন না, শুধু পুলিশের লোকে তাহাদের অদ্ভুত রিপোর্টের সাহায্যে যে সংবাদ প্রদান করে তাহাই তাঁহার কর্ণগোচর হয়; তাঁহার বিচারশক্তি নাই নিজের বুদ্ধির পরিচালনা করিবার ক্ষমতা নাই এবং সঙ্কোচে পর্দ্দার আড়াল হইতে চোখ মেলিয়া একবার এদিক ওদিক দেখিবার সামর্থ্যও নাই। কৈফিয়তে সরকার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের যেরূপ বিচিত্র চিত্র অঁাকিয়াছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রেও যদি তাঁহার কার্য্য-প্রণালী ঠিক ঐরূপই হয় তাহা হইলে সম্প্রতি গিরিডি অঞ্চলের জনসাধারণের সৌভাগ্যের অবধি নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট না হয় পুলিশের রিপোর্টে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুলিশ-পুঙ্গব যে এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ে অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল তাহার কি হইল? সে বিষয়ের ত কৈফিয়তে কোন উল্লেখ দেখিতেছি না। এই ক্ষেত্রে না হয় হাতে হাতে ধরা পড়িল বলিয়া ভ্রমটা সংশোধন হইল কিন্তু এইরূপ পুলিশ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যখন কর্ত্তারা কত নির্দ্দোষ যুবকের উপর নির্যাতনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালাইতে থাকেন তখন তাহার প্রতিবাদ হইলে পুলিশের শতমুখে গুণগান করিতে ত কোনরূপ লজ্জাবোধ করেন না, বরং এই সমস্ত পুলিশের খামখেয়ালী সমর্থন করিবার নিমিত্তই সাধারণকে আহ্বান করেন এবং সাধারণে তাহাতে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে দেশের লোকের পুলিশ-বিদ্বেষ যে ভয়ঙ্কর অন্যায় তাহা যখন তখন নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেন। কৈফিয়তের ভিতর যুক্তি থাকুক আর না থাকুক জনহিতৈষী কর্ম্মী তাঁহার লোকহিতকর কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে করিতে পারুন বা না পারুন তাহাতে পুলিশেরও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটেরও আসন টলিবে না। যেরূপ মাসে মাসে মোটা বেতন চলিতেছিল তাহাই চলিতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার অবিচার করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। জনসাধারণও সরকারের সুশাসনে কৃতার্থ হইতে থাকিবে। দেশ যতদিন পরাধীন থাকিবে শাসননীতি পরিচালনার জন্য শাসনকর্ত্তারা যতদিন দেশের লোকের নিকট দায়ী না হইয়া একটা অদ্ভুত স্বেচ্ছাতন্ত্রের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে ততদিন এই ধরণের অত্যাচার অবিচার চলিতেই থাকিবে। সরকার এই ব্যাপারটাকে ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু এইরূপ ভ্রমপ্রমাদে ভারতের কত যুবক যে কত কষ্ট পাইতেছে, কত সংসার যে ছারখার হইয়া যাইতেছে, কত জননী যে নিভৃতে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে তাহা মনে হইলে দুর্দ্দমনীয় ক্ষোভ ও রোষের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা দায় হইয়া ওঠে। "কথামালায়" উল্লিখিত ভেকের দল প্রস্তর-নিক্ষেপকারী বালকদিগকে বিনাত ভাবে বলিয়াছিল—ওহে তোমাদের পক্ষে যাহা ক্রীড়ামাত্র আমাদের পক্ষে তাহাই মৃত্যু—এই কথাগুলি যে বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রের খামখেয়ালীর উপরেও প্রযোজ্য তাহা অনেকেই ভুলিয়া যান। শান্তি ও শৃঙ্খলার অজুহাতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা ঢাকা দেওয়ার জন্য যতই চেষ্টা হউক না কেন কালের অনিবার্য্য নিয়মে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে। অর্ডিন্যান্স জারি স্থায়ীভাবেই হউক অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে যখন তখন জব্দ করিবার প্রয়াসেই হউক অথবা চন্দননগরের প্রবর্ত্তকের প্রচার-বিভাগের উপর জবরদস্তি হুকুম জারির ন্যায় ভারতের সমস্ত জাতীয়-ভাব-প্রচারক প্রতিষ্ঠানের উপর জোর জুলুম করাই হউক অজ্ঞ-ভুলান বাক্যরাশির আবরণে কখনও দুষ্কার্য্যের স্বরূপ লুক্কায়িত থাকিবে না। কর্ত্তারা যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে আরও একটা

কথা মনে হয়—বর্ত্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্রের কর্ম্মচারীদের মনে বাহাদুরী দেখাইবার প্রবৃত্তিটা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে পুলিশ ম্যাজিক-লণ্ঠনকে বায়োস্কোপ বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন তিনি যে অজ্ঞতাবশতঃ ভুল করিয়াছেন এইরূপ বিশ্বাস করা অসম্ভব। শিক্ষিত ব্যক্তি, পুলিশে চাকরী করেন অথচ ম্যাজিক-লণ্ঠন এবং বায়োস্কোপের প্রভেদ জানেন না ইহাও কি একটা কথার মত কথা? সম্ভবতঃ এই পুলিশ কর্ম্মচারিটী মনে করিয়াছিলেন তিনি যে সরকারের একটা প্রকাণ্ড রক্ষাস্তম্ভ! রাজদ্রোহীদের সর্ব্ববিধ বিদ্রোহ-চেষ্টা দমন করিয়া সরকারের অখণ্ড প্রতাপ বজায় রাখাই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্তই ঐরূপ মিথ্যার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে বাহাদুরীর প্রবৃত্তিটা শুধু যে পুলিশেরই মনে জাগিয়াছিল তাহা মনে হয় না। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটও একটা আইনের সূক্ষ্ম ফাঁকি বাহির করিয়া নিজের কৃতিত্বই জাহির করিতে চাহিয়াছিলেন। মনের কোণে পুলিশ-বিভাগের কর্ত্তাদের অজ্ঞাত অভিসন্ধির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছাটাও ছিল আবার উপরওয়ালাদের কাছে অতিবুদ্ধির কৌশল দেখাইয়া নাম কিনিবার প্রবৃত্তিটাও ছিল। কিন্তু সময় খারাপ হইলে, যাহার জন্য লোকে দোষ করে সেও ভাগ্যক্রমে দোষী বলিয়াই গালাগালি দেয়। এই শ্রেণীর হতভাগ্য তোষামোদ-জীবীদের বাহাদুরী দেখাইবার প্রবৃত্তিটা এত অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে যে সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের কর্ত্তাদেরও তাহা হজম করা দায় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাদের অবিমৃষ্যকারিতা দমন করিতে হইলে লোকের যেরূপ দৃঢ়তা ও সংঘবদ্ধ চেষ্টার দরকার তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জাগাইয়া তোলা বহু তপস্যার কাজ। রাজেন্দ্রপ্রসাদের ন্যায় একনিষ্ঠ অনাড়ম্বর দৃঢ়চিত্ত নির্ভীক কর্ম্মীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক মহকুমায়, প্রত্যেক থানায়, প্রত্যেক গ্রামে যখন সত্যাগ্রহী সেবকের দল ভীতি-বিহ্বল জনগণের মনে সাহসের ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারিবে তখনই এই সমস্ত বাহাদুরীর কণ্ডুয়ণ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে।

ভূতনাথবাবুর চিঠি—

"ছোটনাগপুর টাইমস্" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের হিসাব সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় জনৈক পত্রপ্রেরকের অযথা উক্তির প্রতিবাদ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। উক্ত প্রেরিত পত্রে শ্রীযুক্ত জীমূতবাহনসেনের নামে অযথা নিন্দাবাদ প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে মানহানির নালিশ করিবেন বলিয়া জীমূত বাবু নোটীশ দিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহরের কতিপয় ভদ্রলোকের উপদেশ অনুসারে উক্ত ক্রটী-স্বীকার-পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। ভূতনাথ বাবু যে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে আমরা সুখী হইলাম। আশা করি জীমূত বাবু অতঃপর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না।

প্রাপ্তি স্বীকার—

"শঙ্খরোল"—৩য় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। "শঙ্খরোল" সম্বন্ধে আমরা "মুক্তি"তে ইতিপূর্ব্বে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের নাম "শ্রীযুক্ত হিরণ কুমার নন্দী বিদ্যাভূষণের" পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে "শ্রীযুক্ত কিরণ কুমার নন্দী বিদ্যাভূষণ" লেখা হইয়াছিল। এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলাম। এখন মনে হইতেছে "শঙ্খরোল" বাস্তবিকই মঙ্গল-ধ্বনি করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ডাকিয়া আনিবে এবং ভারতের জাতীয় ভাব গঠনে তাহার প্রচার কার্য্য সফল হইবে।

নিবেদন

পুরুলিয়ার পূর্ব্বদিকের শ্মশান ঘাটে কোনরূপ আচ্ছাদন বা আশ্রয় না থাকায় গ্রীষ্মাদি সকল ঋতুতেই শ্মশান-বন্ধুগণের কষ্টের অবধি থাকে না। তজ্জন্য ঐ স্থানে একটী আচ্ছাদনযুক্ত আশ্রয় করিবার মানসে পুরুলিয়াবাসিগনের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন—তাঁহারা এই জনহিতকর কার্য্যের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করুন। নিবেদন ইতি—তাং ১৩৩৩, ২রা ভাদ্র

শ্রীনালকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরজনীকান্ত সাহা
শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত
শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত

স্থানীয় সংবাদ।

ঝালিদা মোদক যুবক সমিতি—

বর্ত্তমান সন ১৩৩৩ সালের গত ২রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইতে ঝালিদা মোদক সমাজের অধীনে একটি "মোদক যুবক সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য সমাজের সেবা ও কুনীতি সংস্কার করা। প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র দাঁ মোদক মহাশয়ের বাটীতে এই সমিতির অধিবেশন হয় এবং সৎগ্রন্থ ও সামাজিক বিষয় আলোচনা করা হয়।

আজকাল প্রত্যেক সমাজের ভিতর কতকগুলি কুনীতি ঢুকিয়া সমাজকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে। তন্মধ্যে "পণ প্রথা" ও "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" এই দুইটী প্রধান। অতএব আমাদের ইচ্ছা প্রথমেই এই দুইটি কুনীতির সংস্কার করা।

ঝালিদা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাঁ মোদকের স্ত্রীর (স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির জনৈক স্বেচ্ছা সেবক শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র দাঁ মোদক মহাশয়ের মাতার) শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজের অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে সমাজের নেতাগণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাঁ মোদক, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভত্র মোদক ও শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত মোদক মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত সমাজপতিগণ এই যুবক সমিতির ১৫ জন সভ্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ ভত্র মোদক মহাশয়কে সভাপতি ও উক্ত শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র দাঁ মোদক মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন।

সমিতির আর একটী উদ্দেশ্য স্বজাতি ও সাধারণ বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই বিদ্যালয়ে যে কোন জাতীয় বালক বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এবং অক্ষম হইলে তাহাদিগকে পাঠ্য পুস্তকাদিও দেওয়া হইবে। স্থানান্তর হইতে কোন অভাবগ্রস্ত স্বজাতি বালক বালিকা শিক্ষালাভের জন্য আসিলে তাহাকে সমিতি হইতে খোরাক ও বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ দেওয়া হইবে।

খেলা ধূলা—

"সাহিত্য-মন্দির চেলেঞ্জ কাপ" এর প্রতিযোগিতায় নাম ভর্ত্তি করাইবার সময় আগামী ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ঐ সময়ের মধ্যে যে সকল ফুটবল টিম প্রতি যোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে "সাহিত্য-মন্দিরের" সম্পাদকের নিকট প্রবেশ মূল্য ৩৲ টাকা দিয়া নাম ভর্ত্তি করাইতে হইবে। কোন কোন তারিখে কোন টিমের সহিত কোন টিমের খেলা হইবে তাহা আগামী ২৮শে আগষ্ট শনিবার স্থির হইবে। বিদেশ হইতে যে সকল ফুটবল টিম খেলিতে আসিবে তাহাদিগকে এক বেলার আহার দেওয়া হইবে।

ঝালদায় ধর্ম্মঘট—

ঝালদা প্রায় শতাধিক কুঠীওয়ালা পারিশ্রমিক কমাইতে যাওয়ায় একযোগে গালাদাররা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। গালাদারদিগকে ৪৲ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা বেতন দিতে যাওয়াতেই এই ধর্ম্মঘটের সূত্রপাত হয়। যাহা হউক মনকরা ৩া০ টাকা পারিশ্রমিক স্থির হওয়ায় সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে।

ডাকাতির মামলা—

মাড়ির ডাকাতি সম্বন্ধে হত্যাকাণ্ডের মামলার কথা "মুক্তি"তে ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত সোমবার ঐ হরজন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত আসামীর ও আর ৮ জনের ডাকাতি করার জন্য অপরাধের বিচার শেষ হইয়াছে। সহকারী দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া ৯ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যে ৫ জন খালাস পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে হত্যাসম্পর্কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

খাদি প্রদর্শনী—

গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে হাজারীবাগে এক খদ্দর প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রতিনিধি উক্ত খদ্দর প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। স্থানীয় কেশব হলে কয়েক দিবস ধরিয়া প্রদর্শনী খোলা ছিল। বোম্বাইএর অসহযোগী পার্শী নেতা বি, এফ, ভরুচা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এক সভায় পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ কলেজের ছাত্রদের ও সর্ব্বসাধারণকে খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। সহরের গণ্যমান্য বহুলোক খদ্দর প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু ইউরোপীয় ভদ্র মহোদয়গণ এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও খদ্দর কিনিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

আগামী আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে পুরুলিয়াতে খাদি প্রদর্শনী হইবে, ঐ সময় পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহারের বিভিন্ন স্থানের নানা প্রকারের খদ্দর লইয়া আসিবেন। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খদ্দরও আসিবে। মানভূমবাসীর মনের মত খদ্দর কিনিবার অপূর্ব্ব সুযোগ আসিতেছে, সস্তায় নানা প্রকারের খদ্দর কিনিয়া, পূজায় প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারিবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—

অদ্য ধানবাদে মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এক সভা হইবে। এই সভায় ধানবাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পালের প্রস্তাবের আলোচনা হইবে। গত সভায় এই প্রস্তাব পরবর্ত্তী সভায় আলোচনার জন্য স্থগিত ছিল।

বাঁকুড়ায় খানাতল্লাসী—

কলিকাতার গোয়েন্দা-পুলিশ বিভাগের উপদেশানুসারে গত ১৬ই আগষ্ট সোমবার বাঁকুড়ায় পুলিশ—স্থানীয় মেডিক্যাল স্কুলের হোষ্টেল; স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাবুর ডিস্পেনসারী ও তাঁহার গৃহ খানাতল্লাসী করিয়াছিল। পুলিশ বাহাদুর হোষ্টেলের যোগেশ চন্দ্র দে নামক জনৈক ছাত্রের সমস্ত জিনিষ পত্র তল্লাস করে। প্রকাশ যে পুলিশ তাহার নিকট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত ৮খানি পত্র এবং একটি নূতন সাইকেল লইয়া গিয়াছে। এবং তাহাকেও থানায় লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে।

প্রকাশ যে কালী বাবুর বাড়ী হইতে নিম্নলিখিত কাগজ পত্রগুলি লইয়া গিয়াছে—

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রণীত এক কপি অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস; প্রবর্ত্তক প্রেস হইতে লিখিত একখানি পত্র এবং চজন লোকের ঠিকানা লেখা একখানি কাগজ।

খানা তল্লাসী সকাল হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

জামসেদপুরে ভীষণ দুর্ঘটনা—

গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে টীল কার্পেসে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ১৩জন শ্রমিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ১২ জন সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হয়।

ঘটনাটি এই—এক কটাহে চৌদ্দশত মণ গলিত লোহা ছিল। এই কটাহ হইতে গলিত লোহা ঢালিবার সময় হঠাৎ কটাহটি পড়িয়া যায়। তাহাতে ঐ উত্তপ্ত গলিত লৌহ নীচে যাহারা কাজ করিতেছিল তাহাদের গায়ে আসিয়া পড়ে। চারিজন চখের নিমেষেই মারা যায়।

এরূপ ভীষণ দুর্ঘটনা টাটায় আর ইতি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

প্রতিবাদ

গত ৯ই তারিখের "মুক্তি"তে শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্রের উত্তরে ডিঃ বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাদের জানাইতেছেন যে তিনি ঐ সকল অভিযোগ সম্বন্ধে ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের নিকট অবগত হইয়াছেন।

(১) বরাভূম-বাগমুণ্ডি রাস্তায় মাঠা-বাঁধের নিকট যে জায়গা বসিয়া গিয়াছিল সে স্থানে সম্প্রতি একটি সঙ্কীর্ণ-সেতু (Culvert) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার তদন্ত করিতেছেন।

(২) উক্ত রাস্তার ত্রয়োদশ মাইলের নিকট যে কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়াছে তাহা কাঁচা বলিয়া বর্ষাকালে প্রথম শ্রেণীর রাস্তার মত ভাল অবস্থায় রাখা যায় না

(৩) পুরুলিয়া হইতে রুদ্রার রাস্তার এবং বংগায় রাস্তার শেষ ভাগ কর্দ্দমে পূর্ণ এই অভিযোগের সত্যতা তিনি স্বীকার করেন না। এই রাস্তা ডিঃ বোর্ডের অধীন নহে—"উহা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের" রাস্তা।

(৪) পাতকুম পরগণার হেরেংঘ প্রভৃতি স্থানে পানীয় জলের অভাব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বরুয়া, কুকুড়ডিহাডি এবং কুন্দডিহিং গ্রামে তিনটি কূপ খনন করা হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

মেদিনীপুরে বন্যা—

কাসাই নদীর বন্যার ফলে ঘাটাল মহকুমার ১৯ বর্গ মাইল জমি জলময় হইয়া আছে। ইহাতে প্রায় ২০০ শত গ্রাম প্লাবিত হইয়া আছে। এই সব গ্রামের অধিবাসিদের সংখ্যা ৮০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। বন্যার জল বাহির করিয়া দিবার জন্য "পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট" বাঁধের কতক অংশ কাটিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দ্বিতীয় বারের বন্যার জল ঐ বাঁধ দিয়া ভীষণ বেগে প্রবেশ করে। গ্রামগুলি এখন অত্যন্ত ভাবে জলে ডুবিয়া আছে। শীঘ্র যে এ জল নিষ্কাসিত হইবে এমন আশা করা যায় না। গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রত্যহ শত শত গৃহ পড়িয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে কলেরা অত্যন্ত ব্যারাম পীড়া দেখা দিয়াছে। শুনিতে পাই ৮০ জন কিছুই খাইতে পাইতেছে না। এ বৎসর এইখানে কোন প্রকার শস্য পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। "ঘাটাল বন্যা সাহায্য কমিটী" এবং "রামকৃষ্ণ মিশন" সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্যার্থ এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছেন।

বিশ্ব মঙ্গলের প্রবর্ত্তক প্রেস—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে চন্দননগরের "প্রবর্ত্তক প্রেস" হইতে মুদ্রিত কোন প্রকার পুস্তক অথবা পত্রাদি স্থলপথে বা জলপথে ব্রিটিশ ভারতে আনা যাইতে পারিবে না।

আচার্য্য রায়—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার এই সাম্প্রদায়িক কলহ সন্দর্শনে অতীব মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বিলাতে ভারতীয়দের নব গঠিত মজলিসে নিমন্ত্রিত হইয়া "গান্ধী এবং খদ্দরের বাণী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

মৌলানা মজরুল হক—

মৌলানা মজরুল হক শীঘ্রই সবরমতীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন মহাত্মাজী তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে বলিয়া মনে হয়।

রাজ বন্দী সংবাদ—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রেঙ্গুন "ইনসিন্" সেণ্ট্রাল জেলে নানাবিধ পীড়ায় ভুগিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। তথাকার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং সেই অনুসারে চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়ায় ব্রহ্ম সরকার বাঙ্গালা সরকারকে হরিকুমার বাবুকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করিতে বলেন। সেই অনুসারে তাঁহাকে গত ১০ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা আলিপুর জেলে আনা হয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জেলের ভিতর হরিকুমার বাবুকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু সরকার তাহা দেন নাই। প্রকাশ যে গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে তাঁহাকে হাজারিবাগ জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে আলিপুর জেল হইতে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত বঙ্কগোপাল মুখার্জ্জি ও আরও একজনকে উক্ত "ইনসিন্" জেলে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সরকারী আদেশের রহস্য—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর গিরিডির ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে তথায় ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা করিতে পারিবেন না বলিয়া এক নোটিশ জারি করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু এই আদেশ অমান্য করিয়া এক বক্তৃতা করেন। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ইহা প্রত্যাহার করেন। সম্প্রতি বিহার সরকার ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ এক চমৎকার ইস্তাহার জারি করিয়াছেন—প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিনা লাইসেন্সে বায়োস্কোপ প্রদর্শিত হইবে পুলিশ এই প্রকার ভুল সংবাদ পাওয়ায় সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দেন যে, আইনের ভয় আছে বলিয়া ঐরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইতে পারিবে না। সেই জন্যই বায়োস্কোপ প্রদর্শিত হইতে পারিবে না বলা হয়। কিন্তু পরে যখন জানিতে পারা গেল যে ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হইবে তৎক্ষণাৎ ডেপুটি কমিশনার আদেশ জারি করেন যে ঐরূপ নিষেধাজ্ঞার কোন প্রয়োজন নাই। তখন প্রদর্শনীর কাজ বিনা বাধায় চলিতে থাকে।

এই ত গেল বিহার সরকারের কথা। বাঙ্গালা সরকারও পণ্ডিত মালব্য এবং ডাঃ মুঞ্জির বিরুদ্ধে যে চার্জ গঠন করিয়াছিলেন তাহা উঠাইয়া লইয়াছেন। কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে—যখন নোটিশ জারি করা হইয়াছিল তখন সাম্প্রদায়িক কলহ খুব ভীষণভাবে চলিতেছিল এবং গতবার পণ্ডিতজী কলিকাতায় আসিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। গভর্ণমেণ্ট একণে তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে আপত্তি জনক কিছুই নাই, তা ছাড়া পণ্ডিতজীর আগমন এবং প্রস্থানের পর প্রায় ১৫ দিন অতীত হইয়া গেল ইহার ভিতর এমন কিছু মারাত্মক ঘটনা ঘটে নাই এবং ডাঃ মুঞ্জির আগমনেও কোথায়ও কোন প্রকার মারামারি বা গোলমাল হয় নাই সুতরাং সরকার দুইজনের উপর যে ১৮৮ ধারানুযায়ী সমন জারি করিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া লইতেছেন।

কংগ্রেসের জয়—

দীঘাপাতিয়ার রাজার মৃত্যুতে ষ্টেট কাউন্সিলের পুনরায় নির্ব্বাচন হয়। স্বরাজী সদস্য শ্রীযুক্ত কুমার শঙ্কর রায় মাহাশয় অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নে ভোটাভোটির তালিকা দেওয়া হইল :—

(১)	শ্রীযুক্ত কুমার শঙ্কর রায় (কংগ্রেস পক্ষীয়)	১৩৩
(২)	রায় কেশব চন্দ্র বানার্জ্জি বাহাদুর	৮৬
(৩)	কুমার শান্তি শেখর রায়	৭১
(৪)	শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী (পারস্পরিক দলের)	৬৮
(৫)	কাকিনার রাজা	৪৮
(৬)	ডাঃ জে, এন্, মৈত্র	৪৮

শেষোক্ত দুইটি প্রার্থীর টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

আলী ভাইদের প্রত্যাগমন—

মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী গত ১৮ই আগষ্ট মক্কা হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। করাচীতে তথাকার মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে এক বক্তৃতায় মৌলানা মহম্মদ আলী বলেন যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ কোনও কোরাণেরই অনুমোদিত নহে। এইরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া একযোগে দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে তিনি উপদেশ দেন।

"ছোটনাগপুর টাইম্‌স"এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের ত্রুটি স্বীকার

(গত ১৩ই আগষ্ট তারিখের "ছোটনাগপুর টাইম্‌স" পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শ্রীযুক্ত "ছোটনাগপুর টাইম্‌স"এর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১৮ই জুন ও ১লা জুলাইএর "ছোটনাগপুর টাইম্‌স"এ গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের ষোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনীর হিসাব বিষয়ে, কতকগুলি চিঠি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বাদানুবাদ "আর্কিমেডিস্" আরম্ভ করেন, এবং ১লা জুলাইএর কাগজে আমি নিজের মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার সংরক্ষিত করিয়া এই বিষয়ে সাধারণের মতামত আহ্বান করিয়াছিলাম। সাধারণের হিসাব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নহে, এই কারণে এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ নিরাস করিবার নিমিত্তই আমি এই সকল চিঠি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে "আর্কিমেডিস্" উচিত সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন সেই জন্যই আমি ঐ পত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। এখন আমি এই বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করিবার কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। আমার পূর্ব্ব কথিত সহিযুক্ত বর্ণনায় আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম যে আমি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ছিলাম, এবং উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম বলিয়া নিশ্চিতরূপেই বলিবার অধিকারী যে "আর্কিমেডিসের" সমালোচনা অযথার্থ কল্পিত উক্তির উপরই গঠিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার সহরের কতিপয় ভদ্রলোকের উপর অর্পিত হইয়াছিল, এবং গত ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসেই উক্ত বিভাগগুলির ভিন্ন ভিন্ন হিসাব অভ্যর্থনা সমিতির নিকট দাখিল করা হইয়াছিল। এই সব হিসাবের চুম্বক (abstract)

প্রস্তুত করিতে এবং ভাউচার ও রসিদ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া আয় ব্যয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা সমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্তকে হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা হিসাবের বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্তব্য সহ উক্ত বিবরণী "মুক্তি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মিঃ জে, বি, সেন, যথানিয়মে এ বিবরণীর নিম্নে নাম সহি করিয়াছিলেন এবং হিসাবের বিবরণী ও হিসাব পরীক্ষকদের রিপোর্ট অভ্যর্থনা সমিতির সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় সহরের সকল ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন। তথায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, হিসাব পরীক্ষকদের মন্তব্যযুক্ত হিসাব পাশ করা হউক এবং সাধারণে প্রকাশ করা হউক। হিসাব-পরীক্ষকদ্বয় উল্লেখ করিয়াছিলেন যে কতকগুলি চেকমুড়ি আদায় কারীদের নিকট হইতে ফেরৎ পাওয়া যায় নাই কিন্তু ইহাও দেখান হইয়াছিল যে এই সকল বহির সাহায্যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ তাঁহারা যে রসিদ দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াই মিলাইয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছিল। হিসাব পরীক্ষকদ্বয় ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে হিসাবের যে সকল দফা সম্বন্ধে ভাউচার সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এরূপ কোন কোন অকিঞ্চিৎকর ব্যয় সম্বন্ধীয় ভাউচার ব্যতীত প্রায় সকল দফার ভাউচারই পাওয়া গিয়াছে। "মুক্তি"র উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হিসাব পরীক্ষকদ্বয়ের উক্ত বিবরণী সত্ত্বেও পত্র প্রেরক "আর্কিমেডিস্" কেন যে ভাউচার ছিল না বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি যে ৬০ জনের অনেক বেশী স্বেচ্ছাসেবক ছিল। পরিশেষে বক্তব্য—এই সম্বন্ধে একমাত্র শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনকে লক্ষ্য করিয়াই যে অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। অভ্যর্থনা সমিতি কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া হিসাবগুলি সমর্থন করিয়া পাশ করিয়াছিলেন। "আর্কিমেডিস্" যে প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা না করিয়াই অসঙ্গত ক্ষিপ্রতার সহিত এই পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ইতি

আপনার
শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

বিহার ও উড়িষ্যার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় ব্যয়ের পরীক্ষা সম্পর্কীয় আইন ও তাহার প্রয়োগ

[শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ]

বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব মিঃ এস্, সিংহ (ইনি সম্প্রতি আবার আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন) নিজ বিভাগের কার্য্যাবলী যে অতি যোগ্যতার সহিতই পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। শাসন-পরিষদের কোনও ভারতীয় সদস্যের পক্ষে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মিঃ সিংহ তাঁহার কার্য্যাবলী দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সন্দেহ একেবারেই ভিত্তিহীন। এই সুযোগ্য ভারতীয় অর্থ-সচিবই আমাদের আলোচ্য আইনের প্রণেতা। বিহার সরকারের বহু সুদক্ষ কর্ম্মচারীর মধ্যে মিঃ সিংহই সর্ব্বপ্রথম উক্ত আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা বোধ করিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে অতীব পরিতাপের বিষয়।

উক্ত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিবার প্রসঙ্গে প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডেও এই প্রকারের একটি আইন প্রচলিত আছে এবং গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তদ্দেশীয় কোন স্বায়ত্ব-শাসন প্রতিষ্ঠানই এই আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইচ্ছা করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘন না করিয়া যথাশক্তি কর্ত্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইলে এ দেশের কোন স্বায়ত্ব-শাসন-প্রতিষ্ঠানেরও উক্ত আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ ভয় করিবার কারণ থাকিতে পারে না। এই কথা লিখিবার সময় মিঃ সিংহের বোধ হয় মনে ছিল না যে, আমাদের এই হতভাগ্য দেশ ইংলণ্ড নহে, এখানে (ইংলণ্ডের ন্যায়) রাজকার্য্য সাধারণের মঙ্গলের জন্য সাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় না, সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই সাধারণের স্বার্থ বলি দেওয়া হয়। তিনি হয়ত আরও ভাবিয়াছিলেন, "সংস্কার (Reforms)-আইনের" বিধানানুযায়ী, স্বায়ত্ব-শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার সাধারণের প্রতিনিধি—জনৈক মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত নূতন আইনের বিধানগুলির অপব্যবহার হইবে না। কিন্তু হায়! মন্ত্রিগণের যে কি দুরবস্থা তাহার সংবাদ কি তিনি কিছুই রাখেন না? সেক্রেটারীগণের প্রভাব এড়াইয়া চলা মন্ত্রিগণের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব। এই সব কারণে, বিশেষ করিয়া মানভূম জিলায় উক্ত আইনের বিধান-সমূহের কিরূপ প্রয়োগ হইতেছে তাহারই কয়েকটি নমুনা আইন-প্রণেতাকে উপহার দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি :—

১। গত ১৯২৪ সালে ভারত সরকার বাঙ্গালা প্রদেশে অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সরকারের এই আচরণ সাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার-সমূহের পরিপন্থী মনে করিয়া মানভূম জিলা-বোর্ড ইহার প্রতিবাদকল্পে গত ১৯২৪ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে উক্ত দিবসের জন্য বোর্ডের কার্য্য স্থগিত রাখিবার এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বোর্ডের নিয়ম অনুসারে যে কোনও সদস্য—যে কোনও কারণের জন্যই হউক—এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? প্রেরণা-প্রাপ্ত স্থানীয় অডিটার এই সকল নিয়ম মানিতে বাধ্য নহেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলে ঐ দিবসের অধিবেশনে যে সব বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা ছিল, তাহা আলোচিত হইল না বলিয়া বাধ্য হইয়াই, কিছু না করিয়া, মফঃস্বলের সদস্যগণকে ফিরিয়া যাইতে হইল, সুতরাং যে সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারাই মফঃস্বলের সদস্যগণের যাতায়াতের ভাতার জন্য দায়ী হইবেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই ঐ টাকা আদায় করিতে হইবে।

২। বিহার সরকারের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী জিলা-বোর্ডসমূহের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চরকা-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে কতকগুলি অন্যায় ও অসঙ্গত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। উক্ত মন্তব্যে বোর্ডগুলিকে এই বলিয়া শাসান হয় যে, মন্তব্যানুযায়ী কার্য্য না করিলে বিহার সরকার বিদ্রোহী বোর্ডগুলির বিরুদ্ধে বিহার ও উড়িষ্যার স্বায়ত্ব-শাসন বিধির ১৩১ ধারানুযায়ী অস্ত্রের প্রয়োগ করিবেন। মন্তব্যের বিষয় অবগত হইয়া মানভূম জিলা-বোর্ড এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, বিহার সরকারের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীর ঈদৃশ আচরণ অবৈধ এবং ক্ষমতাতিরিক্ত। বোর্ডের এই আচরণ শিক্ষা-মন্ত্রী এবং তদীয় সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ কলিন্সের অসহ্য বোধ হইল। তাঁহারা মানভূম জিলা-বোর্ডকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই প্রদেশের অন্যান্য যে সকল জিলা-বোর্ড সরকারের আদেশানুযায়ী চরকা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সরকার সেই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যাপারে সাহায্যার্থ তাহাদের প্রত্যেকটিকে অতিরিক্ত ২৩,৫৭৫৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। মানভূম বোর্ডকেও উক্ত পরিমাণ অর্থ দান করিবার সঙ্কল্প সরকার ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। মানভূম জিলা-বোর্ড, বিহার সরকারের মন্তব্যের প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত আর কিছুতেই সরকারী আদেশের কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ করেন নাই, তবুও সরকার স্থির করিলেন; মানভূম বোর্ডকে শাস্তি দিতেই হইবে। উক্ত অর্থ-সাহায্য মানভূম বোর্ড পাইলেন না। তারপর, বহু পত্র আদান প্রদানের পর সরকার স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বোর্ডকে ১২৭৩২৲ টাকা সাহায্য পাঠাইলেন; প্রতিশ্রুত পরিমাণের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ায় তাহা প্রত্যাহৃত হইল। এবার অডিটার মহোদয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রেরণা-বিহ্বল-চিত্তে আইনের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া ইনি রায় দিলেন যে, অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ হ্রাসের জন্য বোর্ড দায়ী; সুতরাং বোর্ডের যে সকল সদস্য প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতেই উক্ত সঙ্কল্পিত সাহায্যের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ১০,৮৪৩৲ টাকা আদায় করিতে হইবে। জুলুম আর কাহাকে বলে? পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যক্তিগতভাবে যদি কাহারও নিকট হইতে এই অর্থ আদায় করিতে হয় এবং এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়িত্ব যদি কাহারও থাকে, সেই ব্যক্তি শিক্ষা-মন্ত্রী অথবা তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ কলিন্স। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, সরকারের আদেশ অসঙ্গত হইয়াছে মনে করিয়া বোর্ডের মেম্বরগণ বাস্তবিকই তাহা পালন করিতে রাজী হন নাই, তাহা হইলেও এই ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুযায়ী, অর্থ-সাহায্য না পাইবার দায়িত্ব বোর্ডের সদস্যগণের স্কন্ধে চাপাইয়া ঐ অর্থ তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার প্রস্তাব উঠিতে পারে কি? বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন—এরূপ হইতে পারে না। ধরিয়া লওয়া যাউক, সরকার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব করিলেন যে, প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করিয়া দ্বিতল পাকা গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে; গৃহ-নির্ম্মাণ সংক্রান্ত ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ সরকার দিবেন। এ স্থানে একটি কথার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—সরকার ইতিপূর্ব্বেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রায় উক্ত প্রকারেরই এক

প্রস্তুত করিতে এবং ভাউচার ও রসিদ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া আয় ব্যয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা সমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্তকে হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটী হিসাবের বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্তব্য সহ উক্ত বিবরণী "মুক্তি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মিঃ জে, বি, সেন, যথানিয়মে এ বিবরণীর নিম্নে নাম সহি করিয়াছিলেন এবং হিসাবের বিবরণী ও হিসাব পরীক্ষকদের রিপোর্ট অভ্যর্থনা সমিতির সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় সহরের সকল ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন। তথায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে হিসাব পরীক্ষকদের মন্তব্যযুক্ত হিসাব পাশ করা হউক এবং সাধারণে প্রকাশ করা হউক। হিসাব-পরীক্ষকদ্বয় উল্লেখ করিয়াছিলেন যে কতকগুলি চেকমুড়ি আদায় কারীদের নিকট হইতে ফেরৎ পাওয়া যায় নাই কিন্তু ইহাও দেখান হইয়াছিল যে এই সকল বহির সাহায্যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ তাঁহারা যে রসিদ দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াই মিলাইয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছিল। হিসাব পরীক্ষকদ্বয় ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে হিসাবের যে সকল দফা সম্বন্ধে ভাউচার সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এরূপ কোন কোন অকিঞ্চিৎকর ব্যয় সম্বন্ধীয় ভাউচার ব্যতীত প্রায় সকল দফার ভাউচারই পাওয়া গিয়াছে। "মুক্তি"র উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হিসাব পরীক্ষকদ্বয়ের উক্ত বিবরণী সত্ত্বেও পত্র প্রেরক "আর্কিমেডিস্" কেন যে ভাউচার ছিল না বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি যে ৬০ জনের অনেক বেশী স্বেচ্ছাসেবক ছিল। পরিশেষে বক্তব্য—এই সম্বন্ধে একমাত্র শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনকে লক্ষ্য করিয়াই যে অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। অভ্যর্থনা সমিতি কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া হিসাবগুলি সমর্থন করিয়া পাশ করিয়াছিলেন। "আর্কিমেডিস্" যে প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা না করিয়াই অসঙ্গত ক্ষিপ্রতার সহিত এই পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ইতি

আপনার
শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

বিহার ও উড়িষ্যার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় ব্যয়ের পরীক্ষা সম্পর্কীয় আইন ও তাহার প্রয়োগ

[শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ]

বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব মিঃ এস্, সিংহ (ইনি সম্প্রতি আবার আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন) নিজ বিভাগের কার্য্যাবলী যে অতি যোগ্যতার সহিতই পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। শাসন-পরিষদের কোনও ভারতীয় সদস্যের পক্ষে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মিঃ সিংহ তাঁহার কার্য্যাবলী দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সন্দেহ একেবারেই ভিত্তিহীন। এই সুযোগ্য ভারতীয় অর্থ-সচিবই আমাদের আলোচ্য আইনের প্রণেতা। বিহার সরকারের বহু সুদক্ষ কর্ম্মচারীর মধ্যে মিঃ সিংহই সর্ব্বপ্রথম উক্ত আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা বোধ করিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে অতীব পরিতাপের বিষয়।

উক্ত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিবার প্রসঙ্গে প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডেও এই প্রকারের একটি আইন প্রচলিত আছে এবং গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তদ্দেশীয় কোন স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানই এই আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইচ্ছা করিয়া আইনের বিধান লঙ্ঘন না করিয়া যথাশক্তি কর্ত্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইলে এ দেশের কোন স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানেরও উক্ত আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ ভয় করিবার কারণ থাকিতে পারে না। এই কথা লিখিবার সময় মিঃ সিংহের বোধ হয় মনে ছিল না যে, আমাদের এই হতভাগ্য দেশ ইংলণ্ড নহে, এখানে (ইংলণ্ডের ন্যায়) রাজকার্য্য সাধারণের মঙ্গলের জন্য সাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় না, সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই সাধারণের স্বার্থ বলি দেওয়া হয়। তিনি হয়ত আরও ভাবিয়াছিলেন, "সংস্কার (Reforms)-আইনের" বিধানানুযায়ী, স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার সাধারণের প্রতিনিধি—জনৈক মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত নূতন আইনের বিধানগুলির অপব্যবহার হইবে না। কিন্তু হায়! মন্ত্রিগণের যে কি দুরবস্থা তাহার সংবাদ কি তিনি কিছুই রাখেন না? সেক্রেটারীগণের প্রভাব এড়াইয়া চলা মন্ত্রিগণের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব। এই সব কারণে, বিশেষ করিয়া মানভূম জিলায় উক্ত আইনের বিধান-সমূহের কিরূপ প্রয়োগ হইতেছে তাহারই কয়েকটি নমুনা আইন-প্রণেতাকে উপহার দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি :—

১। গত ১৯২৪ সালে ভারত সরকার বাঙ্গালা প্রদেশে অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সরকারের এই আচরণ সাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার-সমূহের পরিপন্থী মনে করিয়া মানভূম জিলা-বোর্ড ইহার প্রতিবাদকল্পে গত ১৯২৪ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে উক্ত দিবসের জন্য বোর্ডের কার্য্য স্থগিত রাখিবার এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বোর্ডের নিয়ম অনুসারে যে কোনও সদস্য—যে কোনও কারণের জন্যই হউক—এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? প্রেরণা-প্রাপ্ত স্থানীয় অডিটার এই সকল নিয়ম মানিতে বাধ্য নহেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলে ঐ দিবসের অধিবেশনে যে সব বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা ছিল, তাহা আলোচিত হইল না বলিয়া বাধ্য হইয়াই, কিছু না করিয়া, মফঃস্বলের সদস্যগণকে ফিরিয়া যাইতে হইল, সুতরাং যে সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারাই মফঃস্বলের সদস্যগণের যাতায়াতের ভাতার জন্য দায়ী হইবেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই ঐ টাকা আদায় করিতে হইবে।

২। বিহার সরকারের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী জিলা-বোর্ডসমূহের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চরকা-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে কতকগুলি অন্যায় ও অসঙ্গত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। উক্ত মন্তব্যে বোর্ডগুলিকে এই বলিয়া শাসান হয় যে, মন্তব্যানুযায়ী কার্য্য না করিলে বিহার সরকার বিদ্রোহী বোর্ডগুলির বিরুদ্ধে বিহার ও উড়িষ্যার স্বায়ত্ত-শাসন বিধির ১৩১ ধারানুযায়ী অস্ত্রের প্রয়োগ করিবেন। মন্তব্যের বিষয় অবগত হইয়া মানভূম জিলা-বোর্ড এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, বিহার সরকারের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীর ঈদৃশ আচরণ অবৈধ এবং ক্ষমতাতিরিক্ত। বোর্ডের এই আচরণ শিক্ষা-মন্ত্রী এবং তদীয় সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ কলিন্সের অসহ্য বোধ হইল। তাঁহারা মানভূম জিলা-বোর্ডকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই প্রদেশের অন্যান্য যে সকল জিলা-বোর্ড সরকারের আদেশানুযায়ী চরকা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সরকার সেই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যাপারে সাহায্যার্থ তাহাদের প্রত্যেকটিকে অতিরিক্ত ২৩,৫৭৫৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। মানভূম বোর্ডকেও উক্ত পরিমাণ অর্থ দান করিবার সঙ্কল্প সরকার ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। মানভূম জিলা-বোর্ড, বিহার সরকারের মন্তব্যের প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত আর কিছুতেই সরকারী আদেশের কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ করেন নাই, তবুও সরকার স্থির করিলেন; মানভূম বোর্ডকে শাস্তি দিতেই হইবে। উক্ত অর্থ-সাহায্য মানভূম বোর্ড পাইলেন না। তারপর, বহু পত্র আদান প্রদানের পর সরকার স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বোর্ডকে ১২৭৩২৲ টাকা সাহায্য পাঠাইলেন; প্রতিশ্রুত পরিমাণের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ায় তাহা প্রত্যাহৃত হইল। এবার অডিটার মহোদয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রেরণা-বিহ্বল-চিত্তে আইনের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া ইনি রায় দিলেন যে, অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ হ্রাসের জন্য বোর্ড দায়ী; সুতরাং বোর্ডের যে সকল সদস্য প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতেই উক্ত সঙ্কল্পিত সাহায্যের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ১০,৮৪৩৲ টাকা আদায় করিতে হইবে। জুলুম আর কাহাকে বলে? পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যক্তিগতভাবে যদি কাহারও নিকট হইতে এই অর্থ আদায় করিতে হয় এবং এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়িত্ব যদি কাহারও থাকে, সেই ব্যক্তি শিক্ষা-মন্ত্রী অথবা তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ কলিন্স। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, সরকারের আদেশ অসঙ্গত হইয়াছে মনে করিয়া বোর্ডের মেম্বরগণ বাস্তবিকই তাহা পালন করিতে রাজী হন নাই, তাহা হইলেও এই ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুযায়ী, অর্থ-সাহায্য না পাইবার দায়িত্ব বোর্ডের সদস্যগণের স্কন্ধে চাপাইয়া ঐ অর্থ তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার প্রস্তাব উঠিতে পারে কি? বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন—এরূপ হইতে পারে না। ধরিয়া লওয়া যাউক, সরকার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব করিলেন যে, প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করিয়া দ্বিতল পাকা গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে; গৃহ-নির্ম্মাণ সংক্রান্ত ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ সরকার দিবেন। এ স্থানে একটি কথার উল্লেখ করা অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না—সরকার ইতিপূর্ব্বেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রায় উক্ত প্রকারেরই এক

প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহা হউক, এমন বহু বোর্ড আছে যাহাদের পক্ষে গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যয়ের অবশিষ্টাংশ বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি অর্থাভাব বশতঃ এই সকল বোর্ড সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যাত অর্থের জন্য বোর্ডের সদস্যগণকে দায়ী করা চলে কি? যদি চলে তবে বলিব স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনের নামে এইরূপ ফাঁকিবাজীর আর প্রয়োজন নাই, যত শীঘ্র এই প্রহসনের অবসান হয় ততই আমাদের মঙ্গল।

উল্লিখিত অর্থ-সাহায্য, দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। সর্ত্তানুযায়ী দান গ্রহণ করা বা না করা গ্রহীতার ইচ্ছা-সাপেক্ষ। সর্ত্তগুলি গ্রহীতার মনোমত না হইলে দান গ্রহণ না করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। তাহাকে—যে কোন সর্ত্তেই হউক—দান গ্রহণ করিতেই হইবে—এমন কথা আইনে কোথাও বলে না। সকল স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিরই এ কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

৩। মানভূম জিলা-বোর্ডের বর্ত্তমান ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ওয়েল্‌উড কিছুদিন পূর্ব্বে ছুটি লইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মাখনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থায়ীভাবে ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করিতেছিলেন। বোর্ডের অধীনে একটি পুল প্রস্তুত হইতেছিল; এই সময়ে বন্যার ফলে পুলটির সমূহ ক্ষতি হয়। ইনস্‌পেক্টর অব্‌ লোক্যাল ওয়ার্কস্‌ বন্যা-বিধ্বস্ত পুলটি পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট পাঠান তাহাতে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, অস্থায়ী ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার এবং অস্থায়ী সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের পরিদর্শন-ত্রুটীর জন্যই পুলটির এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে। বিহার সরকার বোর্ডের অভিমত গ্রহণ না করিয়াই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এই ক্ষতির জন্য শ্রীযুক্ত মাখন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। পরে মানভূম বোর্ড এই ব্যাপারের তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করেন। তদন্ত শেষ হইবার পর জিলা-বোর্ড একযোগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কার্য্য-পদ্ধতি সংক্রান্ত ভ্রম-প্রমাদের জন্যই এই ক্ষতি হইয়াছে এবং ইহার জন্য কেবল অস্থায়ী ইঞ্জিনীয়ার এবং তাঁহার সহকারীই দায়ী নহেন, ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারও ইহার জন্য পূর্ণমাত্রায় দায়ী, কারণ পুলের নক্সা ও এষ্টিমেট্‌ তাঁহার উপদেশ অনুসারেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অবশ্য এ কথা বলিতে পারা যায় যে, পুল-নির্ম্মাণাদি বৃহৎ ব্যাপারে এইরূপ ভুল প্রায়ই হইয়া থাকে। যথাসময়ে সরকারকে এই সিদ্ধান্তের বিষয় অবগত করাইয়া অনুরোধ করা হইল যে, ইতিপূর্ব্বে অস্থায়ী ডিঃ ইঞ্জিনীয়ারের সম্বন্ধে সরকার-পক্ষ হইতে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছিল, এবার তাহা প্রত্যাহৃত হউক। সম্প্রতি ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ওয়েল্‌উড্‌কে আবার ৫ মাসের ছুটী মঞ্জুর করা হইয়াছিল। সেই সময়ে বোর্ডের এক অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে স্থির হয় যে এই পাঁচ মাসের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীযুক্ত মাখনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্থায়ী ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হইবে। যথানিয়ম এই প্রস্তাব সরকারের নিকটে প্রেরিত হইলে, সরকার কড়া হুকুম পাঠাইলেন যে, বোর্ড ইঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না; যদি এই হুকুম অমান্য করিয়া মাখন বাবুকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়, তবে বেতন হিসাবে উক্ত কর্ম্মচারীকে বোর্ড হইতে যে অর্থ দেওয়া হইবে, "হিসাব-পরীক্ষা সম্পর্কীয়" আইন অনুসারে সেই অর্থের জন্য দায়ী হইবেন বোর্ডের সেই সকল সদস্য যাঁহারা ইঁহার নিয়োগের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন এবং এই অর্থ তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

এই আইনের প্রণেতা মিঃ সিংহ সম্প্রতি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকৃত আইনের এইরূপ অদ্ভুত প্রয়োগ দেখিয়া এখন তিনি কি মনে করিতেছেন, কে বলিতে পারে?

কাউন্সিলের যে সকল সদস্য এই বিলের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারাই বা এখন কি বলিতে চান? ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ এবারও নির্ব্বাচন-প্রার্থী হন, নির্ব্বাচকগণ যেন তাঁহার নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক অঙ্গীকার-পত্র আদায় করিয়া লইতে না ভুলেন যে, সরকারকে এই আইন বাতিল করিতে বাধ্য করিবার জন্য তিনি নূতন কাউন্সিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। হয়ত সরকার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। কাউন্সিলে এই আইন বাতিল করার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, আর কিছু হউক না হউক, অন্ততঃ ইহা প্রমাণিত হইবে যে, জনসাধারণ এই অসঙ্গত আইন চায় না বরং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইহার প্রণয়ন হইয়াছে।

———

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্‌:

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসাম এণ্ডি।

যদি আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীর্ঘ ৩,৩॥০ গজ প্রস্থ ৩,৩॥০ হাত মূল্য ১নং ৩৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৫৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৫৲। এণ্ডি থান মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫৲। ২নং ৪৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাষ আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারান্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং-ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১০ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স:

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।

৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ায় গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। মহাত্মাজীর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে বলেন "ভারতের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন সমস্ত জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীকে গ্রন্থটি পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটির বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৶৹ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের কাছে! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত বুড়ো—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে আনতে পারে না! ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

মহালক্ষ্মী-ভাণ্ডার।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট অফিসের সম্মুখে।)

৺পূজায় রবীন্দ্র বাবুর স্বদেশী বস্ত্রালয়ে বিপুল আয়োজন।

বাজার অপেক্ষা দর সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"মুক্তি"

পূজা—সংখ্যা

বৃহৎ আকারে,—লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক লেখিকাগণের সুচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। রঙ্গ বেরঙ্গের চিত্রে সুসজ্জিত হইয়া, সরস ও কৌতুকপূর্ণ গল্প ও রঙ্গরসে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ প্রকাশিত হইবে।

ঐ সংখ্যায় যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান—তাঁহারা আজই পত্র লিখিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হউন।

ম্যানেজার,
মুক্তি কার্য্যালয়
পুরুলিয়া।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত সেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা:—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র

১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।

মূল্য ৲১০ দুই পয়সা মাত্র

		সহরে	মফঃস্বলে
বার্ষিক মূল্য সডাক		১০৲	১৪৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲	৭৲
ত্রৈমাসিক	"	৩৲	৪৲
মাসিক	"	১।০	১৷৹

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা
৭১।১ মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা

৩য় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গলার একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র জগতে যুগান্তর।

এবার মফঃস্বলবাসীদের জন্য সংবাদ সংগ্রহের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার ঘরে বসিয়া জগতের সমস্ত সংবাদ পাইবেন। এই দুই বৎসরেই অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার বাঙ্গালার সুদূর পল্লী পর্য্যন্তও অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত মফঃস্বলবাসী দৈনিক পত্র পাঠের সুযোগ পান না, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবে।

সত্বর গ্রাহক হউন প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185. শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥- টাকা | প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৩ই ভাদ্র ১৩৩৩, ৩০শে আগষ্ট ১৯২৬ | ৩৭শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী- ৵০ ও ৸০ আনা, মকরধ্বজ- ৪৲— তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।৵০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জ্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী ঃ

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি ? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন পাইবামাত্র **দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে** আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার সকল প্রকার খদ্দর আমদানী করা হইয়াছে, 'মুক্তি' কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন

তাহা হইলে খদ্দর কিনিয়া তাহার উদরের জ্বালা দূর করুন।

শুনিয়াছেন কি ?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৷৹ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

হাঁপানী (এজমা), ক্ষয়কাস (থাইসিস), অর্শ, ভগন্দর, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাত, পক্ষাঘাত, বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি যে কোন কঠিন ব্যাধি আমাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে বিনা ওজরে মূল্য ফেরত পাইবেন। এগ্রিমেন্ট লিখিয়া দেওয়া হয়।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌, বি,** (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যদি কলিকাতার দরে ঘরে বসিয়া পাইতে চান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। প্যাকিং ও মাশুল খরচ আমরাই বহন করি।

এজেন্ট :—

সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া ;
Agent for Oriental Life Assurance Co. Ltd.

বলাই—বলি অত হন্ হন্ করে যাচ্ছ কোথায় ?
কানাই—আর বলো না, জামাই এসেছে, কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি।
বলাই—বলি, এত খাবারের দোকান চক্‌বাজারে থাকতে অত দূরে কোথায় যাচ্ছ ?
কানাই—জামাইএর পাতে দেবার মত ভাল জিনিষ কি আর কোথায়ও পাওয়া যায় ? **পোষ্টাফিসের সামনে রামকিঙ্কর নাগের এক দোকান আছে** সেখানে হরেক রকমের খাঁটি খাবার পাওয়া যায়। সেবার গিন্নীর অসুখ ছিল ঐ দোকানই আমার লজ্জা নিবারণ করেছে ; কলকাতার জামাই ঘরের খাবার ছাড়া খায় না, কিন্তু সেবার খাবার খেয়ে বাজারের বলে বুঝতেই পারে নি।

কর্ম্মখালি

ঝালদার জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য বাংলা ও সংস্কৃতজ্ঞ একজন শিক্ষকের দরকার। শিক্ষকের স্বাধীনতার স্পৃহা, জাতীয় ভাবে উদ্দীপনা এবং কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া চাই। তাঁহার পারিশ্রমিক যোগ্যতানুসারে ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা হইবে। বাসস্থান পাওয়া যাইবে। কার্য্যের উন্নতি দেখাইলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হইবে। নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।

ইতি— ২০।৮।২৬
শ্রীপ্রেমচাঁদ ভদ্র মোদক।
পোঃ ঝালিদা, বি, এন, আর।

লোহার কড়ি ও করগেট বিক্রেতা

আমরা লোহার কড়ি, বরগা, করগেট, কাঁটাতার, জাল, বেতের ঝুড়ি, পাইপ, রেলিং, খুঁটী, দরজা, জানালা, এবং সিমেন্ট প্রভৃতি ইমারতের যাবতীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করি। দর বা মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—**সেট ব্রাদার এণ্ড কোং**
স্থাপিত—ইং ১৮৭২
৪০।৫ ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা।

সুসংবাদ ! সুসংবাদ !!

মুনসেফ ডাঙ্গায় "এস্ বি কোং"এর মোটর গ্যারেজে সকল প্রকারের মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল ও লরী সুলভে যত্নের সহিত মেরামত করা হয়। আমরা গাড়ী মেরামত করিয়া তিন মাসের গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
Proprietor—S. B. Company.

"মুক্তি"—পূজা সংখ্যা

যাঁহারা "মুক্তি"র পূজা সংখ্যা বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট হইতে চান তাঁহারা সত্বর আবেদ করুন।

মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে। বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

নগদ মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

"মুক্তি"

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥"
—শ্রীমদ্‌ভাগবত

সন ১৩৩৩ সাল, ১৩ই ভাদ্র সোমবার

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

এই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতেই যমুনা বিধৌত মথুরা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে এখনও ভারতের প্রতিগৃহে উপবাস-নিরত সংযতচিত্ত ভক্তগণ সেই শুভ জন্মের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেদের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। কংসের দৈব বাণী শ্রবণ, স্নেহাস্পদ ভগ্নী দৈবকীর প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত খড়্গোত্তলন, বসুদেবের যুক্তিপূর্ণ কথায় ক্ষণিক বিবেকোদয়, আবার কুসঙ্গীগনের পরামর্শে দুষ্ট বুদ্ধির সঞ্চার, নৃশংস শিশু-হত্যা, বসুদেব-দৈবকীর উপর অমানুষিক নির্যাতন প্রভৃতি হৃদয়-বিদারক বৃত্তান্ত, তাহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া যেমন একটা বেদনার সঞ্চার করে তেমনই আবার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রক্কালে ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতিগান, নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার বৈকুণ্ঠপতির চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব, বসুদেব-দৈবকীর ভগবৎ-ঐশ্বর্য্য-ধ্যানের অভ্যন্তরে বাৎসল্য-রসের বিচিত্র সংমিশ্রন, যোগমায়ার কৃপায় শিশুমূর্ত্তি ভগবানকে নির্ব্বিঘ্নে নন্দালয়ে স্থাপন, মহামায়ার অষ্টভূজা-মূর্ত্তিতে কংসের নিকট আত্মপ্রকাশ এবং অলঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের পরিণাম ঘোষণা প্রভৃতি, ধ্যানস্থ উপাসকবৃন্দের চিত্তে কত যে আনন্দের উৎস খুলিয়া দেয় তাহা অনুভবেরই বস্তু, ভাষায় ব্যক্ত করিবার বিষয় নহে। এই লীলাস্বাদন, এই সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতি, এই বিগ্রহের মধ্যে নিত্যভাবসত্তার প্রত্যক্ষ দর্শন, এই অবতাররূপ পুরুষের মধ্যে শাশ্বত পরম পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানই হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মানবরূপে জগতে আবির্ভাবের ভিতরেই এই বিশিষ্টতা পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দু সব ভুলিতে পারে, তাহার বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, সব বিস্মৃত হইতে পারে, তাহার যাগ-যজ্ঞ যোগ-তপস্যা সব ভুলিয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহার প্রাণের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথা সে কিছুতেই ভুলিয়া থাকিতে পারে না। কারণ তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ চির বর্ত্তমানতার আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশ কালের ব্যবধান সেই শাশ্বত নিত্য সত্য অনুভূতির নিকট নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সমস্ত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্মৃতি-শাস্ত্রে যে সকল ব্যবহার, বিধি ও কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ব্যবস্থিত হইয়াছে, ইতিহাস পুরাণে যে সকল অমূল্য নীতি-উপদেশ সুবিন্যস্ত রহিয়াছে তাহা সমস্তই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতরূপে পরিণত হইয়া এই নশ্বর জগতে জ্ঞানপিপাসু মানুষের মনকে এক অক্ষয় সম্পদের অধিকারী করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের ভিতর দিয়া মানুষের যে ক্রমবিকাশ সূচিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতত্ত্বের ভিতর অতীত ও ভবিষ্যৎ সেই সমস্ত অবতারের তত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাই ভাগবত বলিয়াছেন :—"এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্ত্ব ভগবান্ স্বয়ম্।" অন্যান্য অবতারে পরমপুরুষের আংশিক ভাবেই প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভিতর ভগবানের নিখিল ঐশ্বর্য্য এবং পরম মাধুর্য্য প্রভৃতি সমস্ত ভাবেরই পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত কবি জয়দেব তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে এই ভাবই ব্যক্ত করিয়া গাহিয়াছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগতি বহতে ভূগোল মুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

"দশাবতারের সমগ্র লীলা ঘনীভূত হইয়া যাঁহাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার করি।" অসামান্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন— "তিনি (শাক্যমুনি বুদ্ধ) কর্ম্মযোগীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজেরই শিষ্যরূপে তাঁহার নিজ মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন।" বুদ্ধের জীবনে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নীতিজ্ঞানের ভিতর দিয়া যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে আচার্য্য শঙ্করের জীবনেও সেই তত্ত্বই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুভ্যুদয়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য্য-ভাবের লীলার ভিতরেও ভক্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসতত্ত্ব অনুভব করিবার সুযোগ মিলিয়াছে। আর বর্ত্তমান সময়ে ভারতের ইতিহাসে যে একটা অদ্ভুত কর্ম্মের প্রবাহ জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়া পুঞ্জীভূত জড়তা ও জঞ্জাল-রাশি ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মযোগেরই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ অনুভূত হইবে। এই উচ্চ কর্ম্মযোগের প্রবাহ শুধু ভারতেই যে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নয়, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশের একটা মহিমাময় স্তর গঠন করিবে। তাই বলিতেছিলাম, ভার-

তের হিন্দু সব ভুলিতে পারে কিন্তু তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে জীবনের ভিতর কেন্দ্রস্থ হইয়া তাহার ধর্ম্মজীবনের আদর্শ গঠন করিয়া তুলিয়াছে সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকথা সে বিস্মৃত হইতে পারে না।

বিশ্ব-মানবতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস এবং চরম পরিণতির পূর্ণ বিকশিত বীজ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই যে শুধু তাঁহার পবিত্র জন্ম কাহিনী হিন্দু ভক্ত ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তা করে তাহা নহে, তাহার সাধনার জীবনে যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য সে ক্রমশঃ অনুভব করে তাহাও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই অবতার পুরুষের লীলাময় জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পায়। তাহার মনোরাজ্যে দৈব ভাব ও আসুর ভাবের যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, কাম ও প্রেমের যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিয়াছে তাহার ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া একদিকে অবিবেকরূপ কংস এবং তাহার অনুচর মোহ-রূপিণী পূতনা প্রভৃতির বিনাশ সাধনের ভিতর দিয়া এবং অন্য দিকে দৈব-শক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণের ভ্রম অপনোদন করিয়া যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে যে এক নিত্য আনন্দময়ের সত্তার উপলব্ধি হয় তাহা অন্য কোন সাধন-পন্থায় সম্ভবপর নয়। ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের এইরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয়, দৈবী শক্তি এবং আসুরিক শক্তির এইরূপ অদ্ভুত প্রত্যাহার এবং রসপুষ্টির ভিতর দিয়া মন্মথ-বিজয়ের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য লীলা ভাবগ্রাহী মানবের এক অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু এই সম্পদ উত্তরাধিকার-সূত্রে পুরুষপরম্পরায় লাভ করিয়াছে বলিয়াই এত দৈন্যের ভিতরেও তাহার হৃদয়ে জন্মাষ্টমী-উৎসবের কথা স্মরণ হইলে আশায় ও উৎসাহে সে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। মানবের মুক্তির জন্যই ভগবানের জন্ম,—"নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতে নৃপ।" শ্রীমৎ ভাগবতের এই আশ্বাস বাণী তাহার চিত্তে সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তির কথা জাগাইয়া দেয়। নিত্য অত্যাচার, উৎপীড়নের মর্ম্মদাহ এবং দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খল যখন তাহাকে ব্যথিত করে তখন সেই কংস-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণের দুষ্কৃতি দমনের দৃষ্টান্তই নৈরাশ্যের অবসাদ হইতে তাহাকে রক্ষা করে, আবার বহির্মুখী সভ্যতার আকর্ষণে তাহার চিত্ত যখন বিমোহিত হইতে চায় তখন অন্তরস্থিত হৃষীকেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করে। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই হিন্দু বাঁচিয়া আছে, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতামৃত পান করিয়াই তাহার জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ হইতেছে এবং কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কর্ম্মযোগের যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সমস্ত অবসাদ দূর হইবে—এই আশায় বুক বাঁধিয়া আজও এই পুণ্য তীর্থে উপবাস-নিরত ভারতসন্তান জন্মাষ্টমীর পবিত্রোৎসব সম্পন্ন করিয়া মানব-জীবন সার্থক জ্ঞান করে। বিশ্বাস ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সত্যিকার উপাসনাই শুধু ভারতের কেন, সমস্ত জগতের মুক্তি আনয়ন করিবে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড—

গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে ধানবাদে মানভূম জিলা বোর্ডের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহার একটি বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। বিবরণ পাঠ করিয়া এই কথাই আমাদের মনে হইতেছে যে আমাদের দেশে অশিক্ষিত নির্ব্বাচকগণই যে কেবল নির্ব্বাচনের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না তাহা নহে, এমন শিক্ষিত ব্যক্তিও আছেন, নির্ব্বাচনের দায়িত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের ধারণা উক্ত অশিক্ষিত নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ধারণা অপেক্ষা কোন ক্রমেই অধিক উন্নত নহে। ব্যাপারটা কি পরিমাণে শোচনীয় তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিব যখন মনে হইবে যে, এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই আমাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বহু সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অজ্ঞ নির্ব্বাচক হয় ত অনেক সময় না বুঝিয়া শুঝিয়া কেবল চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া বা অন্য কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পীড়নে এই শ্রেণীর নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের ভোট দিয়া ফেলে। এই জন্য তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে জানে না—তাহার নির্ব্বাচন-অধিকারের তাৎপর্য্য কি, মূল্যই বা কতটুকু। কিন্তু শিক্ষাভিমানী নির্ব্বাচিত সদস্য যদি নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রকৃত মঙ্গল ও স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া, ঐরূপ চক্ষু-লজ্জার খাতিরে অথবা ভয়ে অথবা ব্যক্তিগত লাভালাভের মোহে পড়িয়া দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়া ফেলেন তবে কিসের তাহার শিক্ষার অভিমান, কোথায় বা তাঁহার আত্মসম্মানবোধ? সরকারের মনোনীত সদস্যগণ সরকারী কর্ম্মচারীর অনুগ্রহভাজন হইবার উদ্দেশ্যে প্রায়ই সাধারণের মঙ্গলের প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। পক্ষান্তরে, নির্ব্বাচিত শিক্ষিত সদস্য যদি উক্তরূপ আচরণ করেন, আমরা মনে করি, নির্ব্বাচন অধিকার আমাদের থাকিয়া কিছু লাভ নাই।

জিলা-বোর্ডের গত অধিবেশনে, কোন একটি সেতু নির্ম্মাণ ব্যাপারে করদাতাগণের অর্থের অপব্যয়ের জন্য দায়িত্ব নিরূপণান্তে দোষী কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। এমন কথা বলা হয় নাই যে, বিশেষ কোন কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতেই হইবে। কেবল প্রস্তাব করা হইয়াছিল, আলোচনা করিয়া দেখা হউক—উক্ত অর্থের অপব্যয়ের জন্য কে দায়ী; আলোচনা করিয়া যে দায়ী প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকে যথোচিত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হউক॥

যিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, করদাতাগণের প্রতিনিধি হিসাবে এইরূপ করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ করদাতাগণের অর্থ যাহাতে অপব্যয়িত না হয় তাহা দেখিবার ভার করদাতাগণ তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত করিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা—এইরূপ না করিলে বিশ্বাস-ভঙ্গের কায করা হইবে সুতরাং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা এই কায করিয়াছিলেন। করদাতাগণ এই ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারিবে যে, অন্ততঃ ১১জন সদস্যও তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু অপর নির্ব্বাচিত সদস্যগণ যে করদাতাগণের অর্থের অপব্যয়ের কথা আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন না, তাহাদের বিষয় করদাতাগণ কি ভাবিবে? করদাতাগণ অজ্ঞ হইতে পারে, তাহারা সকলেই হয়ত উকিল, মোক্তার নয়, কিন্তু এইটুকু বুঝিবার বোধ হয় তাহাদের সামর্থ্য আছে যে, তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়া উচিত নয়; যদি হয়, তাহার জন্য দোষী ব্যক্তির দণ্ড পাওয়া আবশ্যক—ভবিষ্যতে যেন কেহ আর এইরূপ অপব্যয় না করিতে পারে—এই জন্যই। যে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ দণ্ডের ব্যবস্থা করার কথা দূরে থাকুক, ঐ সম্বন্ধে আলোচনা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন তাঁহারা পরে নির্ব্বাচকগণের সম্মুখীন হইবেন কোন্ মুখে?

আমাদের ধারণা ছিল, আজ কাল বোধ হয় আর কেহ নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়া নির্ব্বাচনক-মণ্ডলীকে কৃতার্থ করিতেছেন, এইরূপ মনে করেন না। নির্ব্বাচিত হইবার পর এই শ্রেণীর সদস্যের পক্ষেই নির্ব্বাচকগণের মঙ্গল ও স্বার্থের কথা ভুলিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। জিলা-বোর্ডের গত অধিবেশনের বিষয় অবগত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আমরা বুঝিতে পারিয়াছি—বর্ত্তমান বোর্ডে এই শ্রেণীর নির্ব্বাচিত সদস্য খুব বেশী না থাকিলেও কয়েকজন যে আছেন তাহা নিঃসন্দেহ। মানভূম জিলা-বোর্ডের বহু নির্ব্বাচিত সদস্য করদাতাগণের অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া এই কথাই প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহারা নির্ব্বাচকগণের কাহারও ধার ধারেন না, তাঁহারা খেয়ালমত (বা নিজ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে) কার্য্য করিতেই বোর্ডে আসিয়াছেন; নির্ব্বাচকগণ তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া নিজেদের সম্মানিত করিয়াছে;— ইহাই যথেষ্ট, আর কিছু আশা তাহারা করিতে পারে না।

ইঁহাদের মনের কথা যদি এইরূপই হয়, আমরা আশা করি, আগামী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সমক্ষে ইঁহারা মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিবেন। অর্থের খাতির, পদমর্য্যাদা এবং চক্ষুলজ্জা ইঁহাদের কি পরিমাণে সাহায্য করিবে তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া রহিলাম।

আর একটি কথা শুধু বলিবার আছে। নির্ব্বাচন-প্রার্থী নির্ব্বাচন প্রার্থনা করেন—করদাতাগণের সেবার সুযোগ পাইবার জন্য, তাহাদের হিতসাধন ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই কার্য্যে কেবল তাঁহাদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত যাঁহারা সাধারণের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত আছেন। এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য—এ স্বার্থত্যাগ তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি না।

প্রতিপত্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য অজ্ঞ করদাতাগণকে প্রবঞ্চিত করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বিরাগ-ভাজন হওয়া যাঁহারা অতি বড় একটা বিপদ্-পাত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ও এ দিকে না আসাই কর্ত্তব্য। দরিদ্র দেশবাসীর স্কন্ধে অনেক উপসর্গই আসিয়া জুটিয়াছে, ইঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের রেহাই দেন তাহারা বাঁচিয়া যায়।

দুই একজন সদস্য এ-কুল,ও-কুল-দুকুল বজায় রাখিবার জন্য নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে— কোন দিকেই ভোট দেন নাই। ইঁহাদের আচরণের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা আরও দুঃসাধ্য। উত্থাপিত প্রস্তাবের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দিয়া করদাতাগণকে ইঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল—করদাতাগণের অর্থের অপব্যয় সম্বন্ধে দায়িত্ব নিরূপণ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া ইঁহারা আবশ্যক মনে করেন কি না। এইরূপ না করিয়া ত্রিশঙ্কু রাজার অবস্থাটা ইঁহারা কেন বরণ করিয়া লইলেন, জিজ্ঞাসা করিলে কোনরূপ সদুত্তর পাইবার সম্ভাবনা আছে কি?

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় বাসন্তী দেবী—

গত পরশ্ব শনিবার শ্রীমতী বাসন্তী দেবী তাঁহার পুত্রবধূ সহ এখানে আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি এখানে কিছু দিন অবস্থান করিবেন।

দেবতার নিকট আত্মবলি—

রাজুডির জনৈক ব্রাহ্মণ কিছু দিন হইতে রোগে ভুগিতেছিল। রোগ মুক্তির জন্য চিত্রার বিখ্যাত শিব-মন্দিরে সে কয়েক দিন

ধরিয়া 'ধন্না' দিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দেবতার নিকট কোন স্বপ্ন না পাইয়া নৈরাশ্যে শিবলিঙ্গের উপরে সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

নৃশংস হত্যা—

সিন্দুরপুরের বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক অষ্টাদশ বর্ষীয় ধনী যুবককে কে বা কাহারা গত মঙ্গলবার রাত্রিতে হত্যা করিয়াছে। হতভাগ্যের নববিবাহিতা বালিকা পত্নী আছেন।

বাঁকুড়া জেলা বোর্ড

এই জেলায় চরকা ও খদ্দরের প্রসার বৃদ্ধি করাইবার জন্য জেলা-বোর্ড বাঁকুড়াস্থিত কুমিল্লা অভয় আশ্রমের শাখা ও গঙ্গাজল ঘাটি আশ্রমকে যথা ক্রমে ৫০০৲ টাকা ও ৩৬০৲ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য তিলুড়ী শিক্ষাশ্রমকে ৬০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

রিলিফ কার্য্যে যাত্রা—

বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ এবং প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় কয়েকজন কর্ম্মী সহ কাঁথিতে রিলিফ কার্য্যের জন্য গমন করিয়াছেন। পুরুলিয়া হইতেও শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন মহাশয় কয়েকজন কর্ম্মী সহ রিলিফ কার্য্যে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাদের চেষ্টা খুব প্রশংসনীয়।

ঝরিয়া সংবাদ—

বৃষ্টি পাত মন্দ হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাব হয় নাই। কয়লার বাজার পূর্ব্ববৎ খারাপই আছে, শীঘ্র মধ্যে ভাল হইবে তাহার আশাও কম। কলিয়ারীগুলির অবস্থা দিন দিন খারাপই হইতেছে, বিশেষতঃ নেটীভ কলিয়ারী।

৩।৪টী চেলেঞ্জ কাপ ও শিল্ড ইত্যাদি খেলা হইতেছে বলিয়া স্থানটী কিছু জমাট আছে নতুবা কি হইত বলা যায় না। "ওয়টার ওয়ার্কস" এর কাজ এখনও শেষ হয় নাই তবে সহরে জল দেওয়া হইতেছে।

গত ৭ই শ্রাবণ ঝরিয়া ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ৩ টী বজ্রপাত হয়। তাহার মধ্যে একটী স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি স্কুলের-হোষ্টেলের চিলে কোঠার উপর পতিত হয়। বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই; সৌভাগ্যের বিষয় সে সময় হোষ্টেলে কোনও বালক উপস্থিত ছিল না সকলেই স্কুলে উপস্থিত ছিল বলিয়াই রক্ষা।

খেলা ধূলা

পুরুলিয়া

(ক) কমলা মেমোরিয়েল চেলেঞ্জ শিল্ড—

শ্রীযুক্ত ললিত কিশোর মিত্র মহাশয় তাঁহার মৃত কন্যা কমলা দেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে শিল্ড দিয়াছেন তাহার খেলা আগামী ২০ই সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইবে। বিহার ও উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালা প্রদেশে যে সমস্ত সিভিল ও মিলিটারী ফুটবল টিম আছে তাহাদিগকে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে চারি আনা প্রবেশ মূল্য দিয়া নাম ভর্ত্তি করাইতে হইবে।

বিদেশ হইতে যে সমস্ত ফুটবল টিম খেলিতে আসিবে ললিত বাবু নিজ ব্যয়ে তাহাদের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করিবেন। অনতিদূর হইতে যে সমস্ত টিম খেলিতে আসিবে মিঃ হামিদ তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যয় বহন করিবেন।

ফাইনেল প্রতিযোগিতায় যে দুই দলের মধ্যে খেলা হইবে তাহাদের মধ্যে জয়ী দলকে ১১ টি এবং অন্য দলকে ১ টি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে

"শিল্ড কমিটির" জয়েণ্ট সেক্রটারী শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল মহাশয়গণের নিকট পত্র লিখিলে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

(খ) সাহিত্য-মন্দির চেলেঞ্জ কাপ—

আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে খেলা আরম্ভ হইবে এবং নিম্ন লিখিত তালিকানুযায়ী খেলা চলিতে থাকিবে :—

প্রথম রাউণ্ড :—

১। (ক) নডিহা হিরোজ, বনাম, ভিক্টোরিয়া হোষ্টেল—৬।৯।২৬।
২। (খ) অফিসারস্ টিম, বনাম, ভিক্টোরিয়া স্কুল—৭।৯।২৬।
৩। (গ) মর্ণিং ষ্টার, বনাম, আনন্দধাম—৮.৯.২৬।

সেমি ফাইনেল—

১। (এ) "খ"এরজয়ী, বনাম, জিলা স্কুল।
২। (বি) "ক"এর জয়ী, বনাম, 'গ'এর জয়ী।

ফাইনেল :——

১। 'এ'এর জয়ী, বনাম, 'বি'এর জয়ী।

দ্রষ্টব্য——সেমি ফাইনেল ও ফাইনেলের খেলিবার তারিখ পরে স্থির করা হইবে।

২। ধানবাদ—

ডি, আই, এফ, সি, শিল্ড(প্রথম রাউণ্ড)

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে খেলা আরম্ভ হইবে এবং নিম্ন লিখিত তালিকানুসারে খেলা চলিবে।

১। ইম্পিরিয়েল্ ব্যাঙ্ক বনাম পাথরডি এফ, সি — ১।৯।২৬

২। ধানবাদ হরনেট্স্ বনাম গোমো এফ, সি (বি) — ২।৯।২৬

৩। কুশুণ্ডা স্পোর্টিং বনাম ধানবাদ রিক্রেশন্ — ৩.৯।২৬

৪। ধানবাদ (বি) বনাম আসনসোল ইন্‌জিনিয়ারীং এফ, সি — ৪।৯।২৬

৫। হল্‌গিরস্ বনাম জামালপুর — ৫।৯।২৬

৬। ঝরিয়া রাজ স্কুল বনাম ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউট্ (এ) — ৬।৯।২৬

৭। সেটারডে ক্লাব বনাম ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউট্ (বি) — ৭।৯।২৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন মহাশয় পাণিনি, কাব্য, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ধন্বন্তরি-কার্য্যে ভারতের অদ্বিতীয় চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সমীপে সাত বৎসর কাল যথাবিধি শিষ্যরূপে অবস্থান করতঃ ঋষি প্রণীত চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থসমূহ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেষ্ঠ রসায়নিক প্রক্রিয়ার সর্ব্ববিধ ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং কবিরাজ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ চিকিৎসার্থ সমাগত বহু দুরারোগ্য রোগী সন্দর্শন করিয়া রোগ-বিজ্ঞান ও অভিনব চিকিৎসা কৌশল সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত কলিকাতা স্থিত বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ বা National Ayurvedic College এ যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া প্রাচ্য এবং যথাসম্ভব পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনি কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে ভারতের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহুল প্রচারের সহায়তাকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিয়া পুরুলিয়ায় ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে বরাকর রোডের উপর **"আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন"** নামে একটী ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—ভাগলপুর জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুররাজ হইতে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি সংগ্রহ করিয়া এবং তত্রত্য বনভূমি ও পার্ব্বত্যভূমি জাত সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে, স্বহস্তে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নিজের তত্ত্বাবধানে যথাবিধি প্রস্তুত ঘৃত, তৈল, আসব, অরিষ্ট, চূর্ণ, বটিকা, গুড়িকা, প্রাশ, অবলেহ, গুড়, খণ্ড, মোদক ও স্বর্ণ ঘটিত মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ সমুহ যাহাতে উক্ত "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

আশা করি—উক্ত "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবনের" বিশুদ্ধ ঔষধে এবং কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসায় সহরবাসী ও মফঃস্বলবাসী সকলেই সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

পত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানাঃ——

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্যভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।
"আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন", পুরুলিয়া, (মানভূম)

স্বাক্ষর :—
শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
শ্রী শ্রীকণ্ঠ সেন, (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ, ডি, সি, অফিস)

শ্রীবীরেশ্বর চৌধুরী, মোক্তার।
শ্রীহৃষীকেশ রায়, ডাক্তার।
শ্রীবগলা চরণ ঘোষ, (সম্পাদক,রাজ-শক্তি)।
শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, বি, এ, বি, এল।
শ্রীগিরিজাকণ্ঠ রায়, বি, এ, বি, এল।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি মথিত কয়েকটী ঔষধি-রত্ন

শূলেশ্বর ১ সপ্তাহেরমূল্য ॥০
শূল রোগে ১—৩ মাত্রায় উপকার
৭ মাত্রা সেবনে আরোগ্য।

শুক্রাদি-যোগ " " ১৲
অপস্মার(হিষ্টিরিয়া)ও
মূর্চ্ছায় ১—৩ মাত্রা সেবনে
উপকার, ১৪ মাত্রা সেবনে
ব্যাধির উপসম।

সংপ্রদর সুন্দর " " ১৲
রক্ত প্রদচর, গর্ভাবস্থায় ও
প্রসবের পর রক্ত শ্রাব হইলে
রক্তাতীসার, যক্ষ্মা এবং
রক্তপিত্তে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত
বন্ধ করিতে ইহার তুল্য ঔষধ নাই।

ভুবন মঙ্গল রস " " ১৲
ম্যালেরিয়া ৩দিনে উপকার,
৭দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য।

ঘনশ্যাম বটী " " ॥০
রক্তামাশয় ও রক্তাতীসারে
১ দিনে উপকার ৩ দিনে আরোগ্য।

প্রতি যাদব " " ১৲
অতীসার ও গ্রহনীরোগে
৩ দিনে উপকার ৭ দিনে আরোগ্য।

শ্বাস-শান্তি " " ১৲
১ মাত্রায় উপকার
১৪ মাত্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য।

অন্নদা মঙ্গল ১ সপ্তাহের মূল্য ১৲
বহুমূত্রে আশু ও স্থায়ি ফলপ্রদ।

প্রমেহাশনি " " ১৲
বিংশতি প্রকার প্রমেহে
৭দিনে উপকার ১৪দিনে আরোগ্য।

হীরকদ্যুতি " " ১৲
উপদংশ, (সিফিলিশ)
পারাজনিত রক্ত দুষ্টি,
বাতরক্ত, কুষ্ঠ প্রভৃতিতে অব্যর্থ।

মুদ্রালেপ " " ।০
পারা জনিত ঘা, নালিঘা ও
উপদংশের ঘা প্রভৃতিতে আশু
ফলপ্রদ মলম।

স্বপ্নহেম-বিলাস " " ॥০
স্বপ্নদোষ নিবারণে অদ্বিতীয়

যোগেন্দ্র রসায়ন " " ॥০
শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গে অব্যর্থ।

সুরেন্দ্রধ্বজ ঘৃত " " ॥০
ধ্বজভঙ্গ ও তাহার পূর্ব্বাবস্থার
অভাবনীয় ফলপ্রদ মালিশ।

গুড় কম্বলাদ্য চূর্ণ " " ১৲
রাজ দোষ বা বাধক বেদনার ধন্বন্তরি।

অমৃত-ধারা " " ।০
যাবতীয় চক্ষুঃ পীড়ায় অব্যর্থ।

ঠিকানা :———

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ,কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।
"আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন," (ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

বিবিধ সংবাদ।

বিহার কাউন্সিল—

উক্ত কাউন্সিলের বর্ত্তমান অধিবেশনে গত ১৯শে আগষ্ট তারিখে বাবু নাগেশ্বর বক্স রায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, ছোটনাগপুর বিভাগে লা গাছের উপর যে সেস্ বসান হইতেছে তাহা তুলিয়া লওয়া হউক। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে এই সেস্ আদায় করা হইত না সুতরাং পূর্ব্ব নিয়মের ব্যতিক্রম করা উচিত নয়; দ্বিতীয়তঃ লা ব্যবসা জনিত লাভের কিছু একটা স্থিরতা নাই, বিশেষ করিয়া আজ কাল এই ব্যবসায়ের অবস্থা অতীব শোচনীয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (পূর্ণিয়া) এবং বাবু রজনীধারী সিং এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে এই সেস্ আদায় না হইলে জিলাবোর্ডগুলির আয় কমিয়া যাইবে, তাহা করা উচিত হইবে না। সরকার পক্ষ হইতেও এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়। রেভিনিউ সেক্রেটারী বলেন যে, যখন খনিজ পদার্থের (কয়লা, অভ্র) উপরে সেস্ বসান হইয়াছে তখন লাই বা কেন বাদ যাইবে? লায়ের ব্যবসায় কম লাভজনক নহে। প্রস্তাবটি অবশেষে প্রত্যাখ্যাত হয়।

লালা বৈদ্যনাথ এই মর্ম্মে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বর্ত্তমানে কয়লার খনি ও কারখানাগুলিতে স্ত্রী-শ্রমিকেরা যে অবস্থায় কার্য্য করিতেছে তাহার উন্নতির জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হউক। মাইনিং এশোসিয়েসনের মিঃ ব্রে, টাটা কোম্পানির মিঃ ম্যাভান এবং নীলকরদের প্রতিনিধি মিঃ জেম্‌সন্ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে এই প্রস্তাবের সদুদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি থাকিলেও তাঁহারা ইহা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, কারণ বর্ত্তমান আকারে এই প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সরকার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া মিঃ লিউইস্ বলেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ আইন করা বাঞ্ছনীয় নহে এবং এইরূপ আইন করিয়া কিছু কাযও হইবে না। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে সাধারণের পক্ষ হইতেই স্ত্রী-শ্রমিকদের মঙ্গলামঙ্গলের ভার লওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে। প্রস্তাবটি অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক বৈধব্য—

১৯২১ সনে যে লোক গণনা হইয়া ছিল তাহাতে দেখা যায় হিন্দু বিধবার সংখ্যা :—

১ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের—১১,৮৯২
৫ " ১০ " " —৮৫,০৩৭
১০ " ১৫ " " —২,৩২,১৪৭

মোট ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ছিয়াত্তর।

মেদিনীপুরে প্লাবন—

ঘাটাল ও সদর মহকুমার মধ্যবর্ত্তী বহু গ্রাম বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী অনশনে কষ্ট পাইতেছে। রাস্তা ঘাট ও অনেক স্থলে পোষ্টাফিস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। এমন ভীষণ অবস্থা হইয়াছে যে সমস্ত জায়গার খবরাখবরও পাওয়া যাইতেছে না। এইবারের বন্যা গত উত্তর বঙ্গের বন্যা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। অনেক প্রকারের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রিলিফ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। টাকা অভাবে ভাল রকমে এই সব প্রতিষ্ঠান কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং কমিটি জনসাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন। সত্বর সাহায্য না পাইলে বন্যা পীড়িত স্থানের বহু লোকের জীবন নাশের আশঙ্কা আছে।

ফরওয়ার্ড অফিসে খানাতল্লাস—

গত শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতা পুলিশ "ফরওয়ার্ড" অফিস্ খানা তল্লাস করে। উদ্দেশ্য—দক্ষিণ কলিকাতা সেবা সমিতির যে পত্র "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় "এজেণ্ট প্রভোকেটার এগেইন" নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল তাহা সংগ্রহ করা।

প্রকাশ যে দিবাকর মুখোপাধ্যায় নামে একজন লোক রোজই সেবা সমিতির অফিসে যাওয়া আসা করিত এবং ইহার কার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ করিত। সে একদিন কথা প্রসঙ্গে পুলিন বিহারি চন্দ নামক জনৈক কর্ম্মীকে বলিয়াছিল যে যদি পুলিন বাবু গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সেবা সমিতি কোন কাগজ পত্র রাখে কি না, বিনা পাশে রিভলভার রাখে কিনা বলিয়া দিতে পারে তবে তিনি (দিবাকর বাবু) তাহার অনেক উন্নতি করাইয়া দিতে পারেন। পুলিন বাবু এই সমস্ত কথা সকলকে বলিয়া দেন। অতঃপর দিবাকর বাবু সমিতির কার্য্যালয়ে আসিলে সে পুলিশের লোক কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। সে প্রথমে অস্বীকার করে এবং পরে স্বীকার করিয়া যাহা বলিয়াছিল তাহা লিখিয়া দিয়া যায়। পরে পুলিশ সেবা সমিতির কয়েকজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

"আত্মশক্তি" অফিসও খানাতল্লাস করিবার পরোয়ানা ছিল কিন্তু বন্ধ ছিল বলিয়া হয় নাই।

পরলোকে আর, ডি, টাটা—

মিঃ আর, ডি, টাটা ফ্রান্সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি টাটা কোম্পানির একজন প্রধান পরিচালক ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে টাটা কোম্পানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

মিলন চেষ্টা—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের অন্তর্গত বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ জয়কার প্রভৃতি "আপেক্ষিক" নেতাগণ সবরমতী প্যাক্ট অনুযায়ী মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন। লালা লাজপৎ রায় স্বরাজ্য দল ত্যাগ করিয়াছেন বটে, তবে অনেকেই মনে করিতেছেন যে শ্রীমতী নাইডুর চেষ্টায় তিনি পুনরায় উক্ত দলে যোগ দিলেও দিতে পারেন।

ভারতে আর্ল উইণ্টারটন—

প্রকাশ যে আগামী শীতকালে বড়দিনের সময় আর্ল উইণ্টারটন এদেশে বেড়াইতে আসিবেন এবং বড় লাটের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

কয়লা—

ঝরিয়ার কয়লার খনি হইতে গত মে ও জুন মাসে ১৫,৯৩,০৩৪ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। গিরিডি খনি হইতে ১,৩৩,৬৫৭ টন ও রাণীগঞ্জের খনি হইতে ৮,৪৯,৫৬২ টন উঠিয়াছে। এবং সমগ্র ভারতের খনিগুলি হইতে ৩২,৩৯, ৮২৪ টন উঠিয়াছে।

কৃষি ও শিল্প—

ভারতে প্রতিবৎসর যত ফসল হয় তাহার মোট মূল্য প্রায় ২০০০৲ হাজার কোটী টাকা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ কায়েম করিবার ফলে প্রায় ৩০ কোটী টাকা মূল্যের ফসল বাড়তি হইয়াছে।

গত ১৯২৪-২৫ সনে ভারতে প্রায় ৮৪ কোটী মন চাউল জন্মিয়াছিল। ইহার প্রায় ১৫ ভাগের এক ভাগ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রসার—

গত ১৯২৫ সনে সমগ্র বাঙ্গালায় উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৪০০ শতটি হইয়াছে এবং ছাত্র সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫১০০ শতটি বাড়িয়াছে।

অর্ডিন্যান্স—

গত ১৬ই আগষ্ট কলিকাতা পুলিশ ভবানীপুরে শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর বাড়ী খানা তল্লাস করিয়াছিল। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ঐ বাড়ীতে থাকে। ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর যুক্ত একখানি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা লইয়া পুলিশ ধীরেন বাবুকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়াছিল। ধীরেন বাবুকে অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে পুলিশ তদন্ত করিয়া কতিপয় পুস্তক এবং কয়েক খানা পত্র লইয়া গিয়াছে। হরিস মুখার্জ্জির রোডেও খানা তল্লাসী হয় এবং একজন গ্রেপ্তার হয়।

নিবেদন

কাঁথিতে ভীষণ বন্যা—

অতিবৃষ্টিতে ও কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত সমগ্র ভগবানপুর ও পুরাতন হেঁড়িয়া থানা, পটাশপুরথানার অধিকাংশ এবং এগরা থানার কিয়দংশ ডুবিয়া গিয়াছে। প্লাবিত গ্রামের সংখ্যা এক সহস্রের অধিক, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল জলরাশি—তাহার উপর তরঙ্গ নাচিতেছে। একটীও গৃহ আস্ত নাই। অধিকাংশ গৃহের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ২।৩ খানি ঘরের দেওয়াল ফেলিয়া সেই উঁচু ঢিবির উপর চাল টানিয়া দিয়া বাস করিতেছে। খালের ধারে, কোন উঁচু পুকুরের পাড়ে হাটের উপর যেখানে সামান্য মাত্র জায়গা জলের উপর মাথা জাগাইয়া রাখিয়াছিল তাহাই এখন বাসভূমি হইয়াছে। যে সকল গ্রাম্য বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে সেইগুলি এখন সাধারণ গোশালায় পরিণত হইয়াছে। গরুগুলি কোথাও কোথাও জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কোন কোন লোক নৌকার উপর সপরিবারে বাস করিতেছে। রাস্তার চিহ্ন অধিকাংশ স্থলে লোপ পাইয়াছে। বড় বড় ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড রাস্তার উপর এক হাঁটু জল। যে সকল স্থানে ঐ সব রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাতে মানুষ ডুবিয়া যায়। মাঠে ৪-৪॥ হাত জল। অত্যন্ত উচ্চ মাঠেও ২॥ হাতের কম জল কোথাও নাই। গৃহের বাহিরে পা দিবার উপায় মাত্র নাই। কলার ভেলা এখন সম্বল হইয়াছে। যাহারা জন খাটিয়া বা ভাগচাষ করিয়া খাইত তাহাদের মধ্যে উপবাস আরম্ভ হইয়াছে, কচুর ডাঁটা ঝিঙ্গাপাতা প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে, যাহাদের ১।২ মাসের সঞ্চয় ছিল তাহাদের মধ্যেও অচিরে অনাহার আরম্ভ হইবে। গরুর খাদ্য নাই। বুভুক্ষিত প্রাণীগুলি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। গরু মারা যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ৪০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী প্লাবিত স্থানের প্রায় তিনলক্ষ গৃহহীন বিপন্ন নরনারীকে বাঁচাইতে হইলে বিপুল অর্থও প্রয়োজন। বন্যার জল কমিতে কতদিন লাগিবে তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে বন্যা পীড়িত স্থানে সাহায্য দানের চেষ্টা হইতেছে। দেশের সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিগণ যিনি যাহা দান করিয়া বুভুক্ষিত ভাইভগিনীর প্রাণ রক্ষায় অগ্রসর হইবেন তাহা মহকুমা কংগ্রেস কমিটীর নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি, কাঁথি মহকুমা রাষ্ট্রীয় সমিতি।

ন্যাংসাই পুল

(মানভূম জিলা-বোর্ডের গত অধিবেশনের বিবরণী)

বরাবাজার গ্রামের সন্নিকটস্থ ন্যাংসাই নদীর উপর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ১৯২২ সালে প্রায় ৫৭০০০৲ ব্যয়ে একটি সেতু প্রস্তুত করাইয়াছেন। শুনিতে পাই, ঐ সেতু সম্পূর্ণরূপে সুপারিনটেণ্ডিং ইনজিনীয়ারের অনুমোদিত নক্সা অনুসারে প্রস্তুত হয় নই। সেতু নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ

হইবার পরে যে বর্ষা হয় তাহার প্রারম্ভেই উক্ত সেতুর কিয়দংশ ধ্বংস হয়। সেই অংশ পুনর্নির্ম্মাণ করিতে ডিঃ বোর্ডের ৮০০০৲। ৯০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। তৎকালীন সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার প্রাইডে সাহেব সেতুর অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহার ধ্বংসের কয়েকটি কারণ নিরূপণ করিয়া ইনজিনীয়ারের আফিসে রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন এবং তথা হইতে তাহা ডিঃ বোর্ড আফিসে আসে। শুনিতে পাই যে, উক্ত রিপোর্ট বোর্ড আফিস ১৯২৩ সালের শেষ ভাগে প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু বোর্ড সংক্রান্ত আইনকানুনে এই প্রকারের রিপোর্ট বোর্ডের মিটিংএ পেশ হইবার ব্যবস্থা থাকা স্বত্বেও উক্ত রিপোর্ট কোন মিটিংএ-ই পেশ করা হয় নাই। বোর্ডের জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই আইন বিরুদ্ধ ব্যাপার অবগত হইয়া চেয়ারম্যান সাহেবকে ১৯২৫ সালের শেষ ভাগে অর্থাৎ ২ বৎসর পরে এই সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়া উক্ত রিপোর্ট বোর্ডে পেশ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কি জানি কেন, চেয়ারম্যান সাহেব শশধর বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত যাদবেশ সিংহ মহাপাত্র মহাশয় গত ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসের মিটিংএ চেয়ারম্যান সাহেবকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি প্রকাশ করেন যে, তাঁহার নিকট সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এই প্রকারের কোন রিপোর্ট পাঠান নাই বলিয়াই তাহা সভ্যগণের নিকট পেশ করা হয় নাই। উক্ত মিটিংএ সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, ন্যাংসাই সেতু ধ্বংস হওয়ার জন্য ইঞ্জিনীয়ার ওয়েল্‌উড্ সাহেব দায়ী এবং তজ্জন্য তাঁহার জরিমানা করা হউক; কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেবের আদেশ অনুসারে উক্ত প্রস্তাব বোর্ডের অধিবেশনে উত্থাপন করিতে দেওয়া হইল না। পরে পুনরায় সুরেশ বাবু গত ২৩শে আগষ্ট তারিখের মিটিংএ এই মর্ম্মে প্রস্তাব করেন যে, সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের রিপোর্ট সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হউক এবং উক্ত সেতু ধ্বংস হওয়ায় বোর্ডের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য কোন্ কর্ম্মচারী দায়ী তাহা নিরূপণ করিয়া দোষী কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক। সুরেশ বাবু, তাঁহার সমর্থনকারী শশধর বাবু ও জীমূত বাবু সভ্যগণকে সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া দেন যে, উক্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে আইনসঙ্গত এবং বোর্ডের সদস্যগণের এই সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। প্রাইডে সাহেবের রিপোর্ট এবং স্বয়ং ওয়েল্‌উড্ সাহেবের স্বীকারোক্তি অনুসারে ওয়েল্‌উড্ সাহেবই যে এই বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী তাহাও ইঁহারা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু ধানবাদের এডিশ্যানাল্ ডেপুটী কমিশনার সাহেব মিঃ হর্ণলে ও তত্রত্য মাইনস্-বোর্ড-অব্-হেল্‌থের ডাক্তার টমসন সাহেব সুরেশ বাবুর প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাদ বিতণ্ডা হইয়া প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। ১১জন সভ্য প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং ১৫জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। সুতরাং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হইল। প্রস্তাবের স্বপক্ষে সদরের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে ১০জন এবং ধানবাদের সভ্যগণের মধ্যে ১জন ভোট দিয়াছিলেন। সদরের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন এবং শ্রীযুক্ত জগন্নাথ আচার্য্য গোস্বামী নিরপেক্ষ থাকেন। ঝালিদার জমিদার উপস্থিত ছিলেন না। সকল সরকারী ও সরকার-মনোনীত সভ্য এবং শ্রীযুক্ত শিবদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রমুখ ধানবাদের অধিকাংশ সভ্যই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ভোট দিয়াছেন।

চপল

[শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়।]

সুপ্তিভরা এই জাগরণ স্বপ্নে ভরা এই অচেতন মাঝ;
কে আমাকে পাঠিয়ে দিল আজ।
দুঃখ সুখের কান্না হাসির চপল হাওয়ার দোলনা তলে;
এই পরাণের বেহাগবাঁশীর রসের লীলা নিত্য চলে।
আধ-জাগরণ, আধ-অচেতন চিন্তারাশি আধ-স্বপনে ভরা;
কে আমাতে জাগিয়ে দিল ত্বরা?
রৌদ্র ছায়ার লুকা চুরি, আগুণ জলের মেশামেশির মাঝে
কখন মোরে হারিয়ে ফেলি কখন মোরে মিশিয়ে রাখি কাজে
দুঃখে ভয়ে কখন কাঁদি নির্ভাবনায় কখন ভেসে যাই
অতীত ঘেরা অন্ধকারে মুক্তি তরে কখন ফিরে চাই
স্বপন-রঙীন রসের লীলা প্রণয় রসের সোণার ঝরা'পরে
এই পরাণের চিন্তারাশি ব্যাকুল হয়ে নিত্য শুধু ঝরে
নিত্য শুধু তরঙ্গেরি হারিয়ে ফেলা একটা কনের মত
এ প্রাণ আমার হাওয়ার কোলে অসীম দোলে দুল্‌ছে অবিরত
কোথায় আমার স্রষ্টাপিতা, তত্ত্ব-জ্ঞানের স্রষ্টা আজি কই
কে আমাকে জানিয়ে দিবে মুক্তি-ধারা তোমার আশীষ বই
ধ্রুপদ বাজে মাথার 'পরে বেহাগ বাজে বুকের চারি পাশে
আলোক বধুর দীপ্ত-ধারা সোহাগ করে আজকে শুধু হাসে
কোথায় চলি নাই ঠিকানা কখন হাসা কখন কাঁদায় মাঝ
চপল বেশে মোহন করে সাজ।
ভাঙা গড়ার লাখ্ লহরী প্রাণের ভির নিত্য শুধু ফোঁসে
কখন তারা সোহাগ করে কখন তারা নয়ন মেলে রোষে
খেলায় মেতে জীবন ভরে দুঃখ সুখের দোল্‌না তলে ভাই
আধ জাগরণ আধ অচেতন ভ্রমণ করেই জীবন গড়ে যাই॥

ভারতে প্রকৃতির প্রতিদান

(শ্রীগিরিশ চন্দ্র মজুমদার)

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করছে। ভারতই কৃষক ও কৃষকই ভারত! কৃষি ভারতের সভ্যতার ও ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রূপে রাখাল ও হলধারী হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজদণ্ড অপেক্ষা রাখালের লাঠি অধিক প্রিয় ছিল। ইহা দ্বারা তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়াছেন প্রকৃত রাজ-শক্তি রাজদণ্ডে বা কুবেরের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে না ইহা জীবের সেবক—কৃষক ও গোপালকদের ভক্তি ও বিশ্বাসে নিহিত থাকে। ভারত চিরকাল প্রকৃতির সেবা করিয়া আসিয়াছে তাই প্রকৃতির প্রতিদান স্বরূপ অপূর্ব্ব ধন সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। যতদিন প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিল, ততদিন স্বভাব দত্ত স্বর্গীয় গুণগুলির উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বাস, বিষয়ে অনাশক্তি, সর্ব্বভূতে সমভাব, আত্মনির্ভরতা ও আত্মশক্তি প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা ভারতবাসী এরূপ মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, প্রকৃতির দাসত্ব ছাড়া কোন পার্থিব শক্তির দাসত্ব স্বীকার করে নাই। যখন প্রকৃতির দাসত্ব ছাড়িয়া দিল, সহরে আসিয়া অর্থের দাসত্ব স্বীকার করিল, সেবা ছাড়িয়া অধিকারের জন্য লালায়িত হইল তখনই স্বভাবের স্বর্গীয় গুণগুলি হারাইল, বিদ্বেষ, সন্দেহ, লোভ ইত্যাদি দোষগুলি তাহার স্বভাবকে মলিন করিয়া দিল। প্রকৃতি-ক্রোড়ে যে মানব জীবন এক স্বর্গীয় আনন্দের সামগ্রী ছিল এখন তাহা তীব্র সংগ্রামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল; রাজা ও প্রজার মধ্যে, বিচারপ্রার্থী ও বিচারকের মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে, মহাজন ও খাতকের মধ্যে, বনিক ও শ্রমিকের মধ্যে, রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে একজন অন্যের কল্যাণ দেখিতেছে না। আপন স্বার্থ সিদ্ধির ভীষণ সংগ্রামে ব্যস্ত আছে। প্রকৃতীর সঙ্গ ছেড়ে এসে আজ মরণকে বরণ করেছে।

দেশের উৎপন্ন দিন দিন কমে যাচ্ছে, যেটুকু উৎপন্ন হয় সেটুকুও অর্থের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে হয়। উৎপন্ন কমে যাওয়ায় দেশের অভাব দেশে হইতে পূরণ হয় না সে জন্য অনেক জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করতে হয় এবং আমদানী দ্রব্যের বিনিময়ে আবার যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অনেক রপ্তানি দিতে হয়। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতে অর্থের সমাগম অধিক হচ্ছে সে জন্য স্বভাবের দেওয়া আহারকে অস্বাভাবিক উপায়ে বাড়ান হয়—যেমন দুধে জল, ঘিয়ে চর্ব্বি, ময়দায় পাথরগুঁড়া, তৈলে নানা বিষাক্ত দ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে। এইরূপে ধনীর লালসার ঘৃতাহুতি দিয়ে সাধারণ মানুষ অমূল্য সম্পদ স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাচ্ছে। যে দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বে একরূপ আকস্মিক ব্যাপার ছিল তাহা এক্ষনে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়েছে। দেশের দুর্দ্দশার বিষয় বুঝবার জন্য আদমসুমারীর বা সরকারের প্রকাশিত হিসাব ও তথ্য পরীক্ষা করবার দরকার করে না। আমাদের মানভূমের একজন সাধারণ কৃষকের অবস্থা অনুসন্ধান করলেই সব বোঝা যায়। সব কৃষকের একই হাল এবং কৃষকের হালই দেশের হাল। এখানে কৃষক একটা মাত্র শস্য ধান উৎপন্ন করে। এই ধান্যের বিনিময়ে তাকে রাজার খাজনা, মহাজন, কাপড়, তেল, নুন, তামাক ইত্যাদি অপরিহার্য্য অভাবগুলি পূরণ করতে হয়। লায়ে, খনি ও কারখানায় মজুরীর যে আয় হয় তাহা মাম্‌লা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, কুটুম্বিতা ইত্যাদি খরচে যায়, কতক নেশা ইত্যাদিতে অপব্যয় হয় এবং কলিয়ারী কারখানা অঞ্চলে অধিক মূল্যে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিতে হয়। উক্ত অপরিহার্য্য অভাবগুলি পূরণের জন্য কৃষককে ৬০/—৭০/ মন ধান ব্যয় করিতে হয়। এইরূপে প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে এক হাজার হইতে দেড় হাজার মন ধান ব্যয় হয়ে যায়। এই হিসাবে আমাদের গ্রামের একমাত্র শস্য ধান শোষন হয়ে যাচ্ছে। এই শোষনের ফলে দেখা যায়—আমাদের গ্রামে পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে ধান কাটা শেষ হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে গ্রাম অন্নহীন হয়ে পড়ে। তখন কেবল মাত্র শোষনের অস্ত্র স্বরূপ সে গ্রামের মহাজন বা ব্যপারী, তারই নিকট শস্য সঞ্চিত থাকে। যে ধান কৃষক পৌষ মাসে হয় ত ১৷৷০—২/ মন হিসাবে কাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছে সেই ধানই তাকে আষাঢ়—আশ্বিন পর্য্যন্ত ৩—৩৷৷০ মন দরে কিনতে হয় বা দেড়ী সুদে (৫০%) কর্জ্জ করিতে হয়। কৃষক দেউলিয়া সুতরাং দেশও দেউলিয়া।

আসুন আসুন

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটা, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।

ম্যানুফ্যাক্‌চারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরং লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সুতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্‌, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৷০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। **মহাত্মার** ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৷৴ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া!

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরব, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুধের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পার না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

মহালক্ষ্মী-ভাণ্ডার।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট অফিসের সম্মুখে।)

৺পূজায় রবীন্দ্র বাবুর স্বদেশী বস্ত্রালয়ে বিপুল আয়োজন।

বাজার অপেক্ষা দর সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যদি বাঁচিতে চান তবে

ভেষজ-সম্রাট অবধৌতিক রসায়ন সেবন করুন।

সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ঔষধ কি? অবধৌতিক রসায়ন।

তরল শুক্র গাঢ় করিতে অদ্বিতীয় কে? অবধৌতিক রসায়ন।

ধাতু দৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্ব হীনতার অমোঘ ঔষধ কি? অবধৌতিক রসায়ন।

শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান করিতে সুপটু কে? অবধৌতিক রসায়ন।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে, মাথা ঘোরা ও মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে, শরীরের গ্লানি নষ্ট করিতে, মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ কি? অবধৌতিক রসায়ন।

উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, বিচারক প্রভৃতি যাঁহারা মস্তিষ্ক চালনা করেন তাঁহাদের একমাত্র সুহৃদ কে? অবধৌতিক রসায়ন।

মূল্য—১ মাসের ২৸০, ২ সপ্তাহের ১৷০, ১ সপ্তাহের ৸৶। সাধারণ—১ মাসের মূল্য ১৷৷০। মাশুল পৃথক। মাশুল অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পি হয় না।

পাইবার ঠিকানা—

ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এম, বি (হোমিও)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী।

মুন্সেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া। (সাহেব বাঁধের নিকট পূর্ব্ব দিকে।)

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসন রোড্।

শাখা :—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

বন্যায় বিপদ

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥৵ টাকা   প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২০শে ভাদ্র ১৩৩৩, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৩৮শ সংখ্যা

স্বরকুলান্তক বটী ৵০ ও ৫০ আনা, মকরধ্বজ ৪৲— তোলা চ্যবনপ্রাশ ৪৲ সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৫০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা,

এই কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা-সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার সকল প্রকার খদ্দর আমদানী করা হইয়াছে, 'মুক্তি' কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন

তাহা হইলে খদ্দর কিনিয়া তাহাদের জ্বালা দূর করুন।

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইনজেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩॥০ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

হাঁপানী (এজমা), ক্ষয়কাস (থাইসিস), অর্শ, ভগন্দর, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাত, পক্ষাঘাত, বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি যে কোন কঠিন ব্যাধি আমাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে বিনা ওজরে মূল্য ফেরত পাইবেন। এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেওয়া হয়।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**

এম্, বি, (হোমিওঃ)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী

মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যদি কলিকাতার দরে ঘরে বসিয়া পাইতে চান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। প্যাকিং ও মাশুল খরচ আমরাই বহন করি।

এজেণ্ট:—

সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং

পুরুলিয়া।

Agent for Oriental Life Assurance Co. Ltd.

বলাই—বলি অত হন্ হন্ করে যাচ্ছ কোথায়?

কানাই—আর বলো না, জামাই এসেছে, কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি।

বলাই—বলি, এত খাবারের দোকান চকবাজারে থাকতে অত দূরে কোথায় যাচ্ছ?

কানাই—জামাইএর পাতে দেবার মত ভাল জিনিষ কি আর কোথায়ও পাওয়া যায়? **পোষ্টাফিসের সামনে রামকিঙ্কর নাগের এক দোকান আছে** সেখানে হরেক রকমের খাঁটি খাবার পাওয়া যায়। সেবার গিন্নীর অসুখ ছিল ঐ দোকানই আমার লজ্জা নিবারণ করেছে; কলকাতার জামাই ঘরের খাবার ছাড়া খায় না, কিন্তু এদের খাবার খেয়ে বাজারের বলে বুঝতেই পারে নি।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাক যোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)

পুরুলিয়া, মানভূম।

লোহার কড়ি ও করগেট বিক্রেতা

আমরা লোহার কড়ি, বরগা, করগেট, কাঁটাতার, জাল, বেতের সুঁড়, পাইপ, রেলিং, খুঁটী, দরজা, জানালা, এবং সিমেণ্ট প্রভৃতি ইমারতের যাবতীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করি। দর বা মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—**সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং**

স্থাপিত—ইং ১৮৭২

৪০।৫ স্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা

"একমাত্র বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত ও মাখন বিক্রেতা"

(ঘৃত /১ সের ২৸০)

নিজ লোক দ্বারা দুধ কিনিয়া স্বকীয় ডায়েরী ফার্মে প্রস্তুত, ইহাতে কোন প্রকার ভেজাল নাই। সস্তায় বাজারের চর্ব্বি ইত্যাদি মিশ্রিত ঘৃত না খাইয়া, একবার এই **ঘি** ব্যবহার করিয়া দেখুন, প্রাণে মনে ও শরীরে অচিরে বল পাইবেন। স্বাস্থ্যরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, টাকা বাঁচাইতে গিয়া বাজারের ঐ ঘি লইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া নিজের ও সংসারের শান্তি ও আনন্দ আর নষ্ট করিবেন না।

পরিচয় অনাবশ্যক। কতিপয়মাননীয় ব্যক্তির মন্তব্য দেখুন:—

(১) বেরোর গোস্বামী রাজগোপাল আচার্য্য মহাশয়:— প্রথমে সামান্য ঘি লইয়া ইহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ না হওয়ায় ইহার নিকট মাখন গলাইয়া এক কালীন দশ সের ও আধমন **ঘি** মনকরায় লইয়াছি।

(২) শ্রীনগেন্দ্র নাথ মিত্র, ডেপুটী:—প্রতি মাসে ২।৩ সের ভাতে খাইবার জন্য লইয়াছি, অতি উত্তম ঘৃত।

(৩) শ্রীহরিমোহন ঘোষ উকীল:—আজ এক বৎসর যাবৎ প্রতিমাসে ৩।৪ সের করিয়া মাখন লইতেছি অতি উৎকৃষ্ট **ঘি** হইতেছে।

শ্রীসুকুমার সেন (কেঃ অঃ শ্রীসুবোধ কুমার সেন)

ঘি ও চাল ডালের দোকান।

পুরুলিয়া, (নাজীর বাঁধের উত্তর ধারে)

"মুক্তি"

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—চণ্ডীদাস।

সন ১৩৩৩ সাল, ২০শে ভাদ্র সোমবার

বন্যার বিপদ

কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর ভীষণ বন্যায়, মেদিনীপুর জিলার নিম্নভূমি সব ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে প্রায় ৫ লক্ষ লোক নিরাশ্রয় অবস্থায় কি ভাবে যে দিন কাটাইতেছে তাহা না দেখিলে উপলব্ধি হয় না। এই বিষম বর্ষায় বন্যার জলে যাহাদের ঘরগুলি পর্য্যন্ত ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে এবং গ্রামের কোন উচ্চ ভূমিতে কোনরূপে আশ্রয় লইয়া অনাবৃত স্থানে শিশু পুত্রাদি সহ খাদ্য সামগ্রীর অভাবে কি ভাবে যে বাঁচিয়া আছে তাহা কল্পনায় চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একটু বেশী হইলেই মেদিনীপুর অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্দ্দশা কেন ঘটে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ, যাহারা কর্ত্তৃত্ব করিয়া দেশের স্বাভাবিক পয় প্রণালী এবং নদী ও নালার প্রকৃতি প্রদত্ত গতি রুদ্ধ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহাদের ব্যবস্থার ক্রটীতে যদি লোকের ঘর দুয়ার শস্য সম্পদ সব ভাসিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা ত কাহারও নিকট জবাব দিহি হইবে না। যে সকল বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার মোটা বেতনে পুষ্ট হইতেছে তাহাদের সাময়িক রিপোর্টগুলি সুবিন্যস্ত ভাষায় লেখা হইলেই তাহাদের চাকরী বজায় রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট, লোকের দুঃখ কষ্টের বিপদ আপদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কি? তাই বলিতেছিলাম নদীর বাঁধ, রেলওয়ে লাইনের সেতুর সংখ্যা, সমুদ্রের উপকূল বাহী খালের গেট প্রভৃতি যাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে, তাঁহাদের লাভ লোকসানের হিসাব এবং সংস্কার বদ্ধ কার্য্য প্রণালীর ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের যখন কোন হাত নাই তখন, বন্যার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। রোগের নিদান স্থিরীকৃত হইলেও ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা যাহাদের হাতে তাহারা যদি নিজেদের খেয়াল বশে চলিতে থাকে তাহা হইলে রোগের উপশম হইবে কি করিয়া। যাহা হউক ভবিষ্যতে এই ভাবের বন্যা হইতে আত্মরক্ষার কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে সে বিষয় এখন চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে কিরূপে লোকের প্রাণরক্ষা হইতে পারে তাহাই ভাবিবার বিষয়। মানুষের বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট যদি মানুষে না বুঝিতে পারে তবে আর বুঝিবে কে? নিজের সুখ দুঃখ মরণ বাঁচন তুচ্ছ করিয়াও পরের প্রাণরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের ভিতর আছে বলিয়াই মানুষ পশু, পক্ষী অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করিতে পারে, অন্যের বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলিয়া অনুভব করিতে পারে তজ্জন্যই মানুষ আপনাকে অনন্ত করুণার আধার, ভগবানের অংশ বলিয়া কল্পনা করিবার অধিকারী। ইতর প্রাণীর মত আত্মসুখেই সর্ব্বদা রত থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়? লক্ষ লক্ষ লোক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাশ্রিত অবস্থায় অনাহারে জলে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, সহস্র সহস্র শিশু, রোগী, বৃদ্ধ, একটু দুধের অভাবে মরণোন্মুখ হইয়া আছে, হাজার হাজার গৃহপালিত পশু খাদ্যাভাবে ও আশ্রয় অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে, মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী বিপদের কল্পনা করাও যে অসম্ভব। যাঁহাদের হৃদয় আছে, ব্যথিতের ব্যথা বুঝিবার যাঁহাদের অন্তঃকরণ আছে, আত্মসুখ অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে যাঁহারা বড় বলিয়া জ্ঞান করে তাঁহারা এ ভীষণ বন্যার বিপদে বিপন্নকে রক্ষা কবিবার নিমিত্ত ছুটীয়া গিয়াছে সব সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া। তাঁহাদের হৃদয়ের বল দেহের শক্তি এবং প্রাণের ও কর্ম্মের উৎসাহ সমস্তই এই ভীষণ প্রাকৃতিক বিপ্লবের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু কোন যুদ্ধই উপযুক্তরূপে রসদ সরবরাহ ব্যতীত চলিতে পারে না। দেশের লোককে যেরূপেই হউক এই বন্যার বিপন্ন লোকদিগের প্রাণ বাঁচাইতেই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কর্ম্মিগণ সমবেত হইয়া আবশ্যক মত সঙ্ঘ গঠন করিয়া যে সামান্য অর্থ ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা দ্বারাই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষিত লোকের ক্ষুধা নিবারণ এবং অনাশ্রিতকে আশ্রয় দানের পক্ষে তাহা কিছুই নয়। বন্যা-প্লাবিত গ্রামের লোকের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা যে হৃদয় বিদারক দুঃখ কষ্টের কাহিনীর বিবরণ দিয়াছেন তাহা পড়িয়া অশ্রু সংবরণ করা দায় হইয়া ওঠে। এই ভীষণ বিপদ সময়ে এই সকল কর্ম্মিদিগকে যথেষ্ট অর্থ এবং খাদ্য সামগ্রী জোগাইবার সুবিধা করিয়া দিতেই হইবে। দেশের লোকের অর্থ নাই বলিলে চলিবে না, সামান্য ফুটবল খেলা দেখিবার জন্য কলিকাতায় যে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, থিয়েটারে, ভোজে, সিগারেটে, সাবানে যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে সে সময় দেশের লোকের অর্থাভাব হয় না আর এই দুঃস্থ লোকদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য

বুভুক্ষিতের মুখে চারিটি অন্ন দিবার জন্য ক্ষুধা পিপাসায় কাতর মানব শিশুর শুষ্ক কণ্ঠে একটু দুধ ঢালিয়া তাহাকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, গৃহস্থের ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র আশার স্থল গরু বাছুরগুলিকে দু'আটী খড় জোগাইয়া কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেশের লোকের অর্থের অভাবের কথা বলিলে চলিবে কেন ? এই বিষম সঙ্কটের সময় যাহার কাছে যাহা আছে তাহাই দিয়া মানুষের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে। একটা বছর না হয় খেলা দেখার আমোদ পরিত্যাগ করিতেই হইল। হাজার হাজার টাকার বিদেশী খেলনা কিনিয়া শিশুদের খেয়াল নাই বা মিটান হইল বা সিগারেটের নেশাটা না হয় কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়াই দিতে হইল ; এই সামান্য ত্যাগে বিলাস ব্যসনের এই যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাখ্যানে যদি পাঁচ লক্ষ লোকের খাদ্য ও আশ্রয়ের সংস্থান হয় তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়ের অন্তরতম স্থল হইতে দেশের লোকের সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের উপর যে একটা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে তাহাতে শুধু যে এই জল-প্লাবিত বিপন্ন লোকদেরই উপকার হইবে তাহা নহে সমগ্র জাতির ভিতর সৌহার্দ্দের ভিতর দিয়া একটা অপূর্ব্ব মিলনের ভাব ফুটিয়া উঠিবে। যাহারা দান করিবেন যাহারা সেই দান বহন করিয়া লইয়া বিপন্নের হাতে অর্পণ করিবেন এবং যাহারা সঙ্কট সময়ে এই দানের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন তাহারা সকলে সমভাবেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন। ভগবৎ করুণা যখন মানুষের হৃদয়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হয় তখনই মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এবং এই করুণার ভিতর দিয়াই ভগবৎ সত্তার প্রথম বিকাশ অনুভব করিবার সুযোগ ধর্ম্মার্থীর মনে আবির্ভূত হয়। তাই বলিতেছিলাম ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্তই হউক, পরদুঃখ মোচনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃই হউক অথবা মনুষ্যত্বের অধিকার দাবী করিয়াই হউক যাহার যেরূপ সামর্থ্য, যাহার যে ভাবে অভিরুচি, যাহার যে প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস তদনুরূপ সাহায্য দানে এই বিষম সঙ্কট সময় দেশের মরণোন্মুখ এতগুলি লোকের জীবন রক্ষা করিতেই হইবে। দেশের লোকে যদি দেশের লোকের কষ্ট না বুঝে তাহা হইলে কোন সূত্রে যে জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে তাহা বুঝিতে পারি না। দুর্ব্বলকেই দুর্ব্বলের সহায়তা করিতে হইবে, ক্ষুধার্ত্তকেই বুভুক্ষিতের অন্ন যোগাইতে হইবে, অর্থহীনকেই অর্থ দিয়া অর্থহীনের অভাব দূর করিতে হইবে। প্রবল যাঁহারা তাঁহারা প্রবলের সাহায্য করেন, শক্তিমান যাঁহারা তাঁহারা যেখানে শক্তির সন্ধান পান সেখানেই সহানুভূতির ভাব জ্ঞাপন করেন। দেশ যদি আজ স্বাধীন থাকিত, জনমতের যদি শাসন কর্ত্তাদের উপর প্রভুত্ব থাকিত, জগতের কাছে দেশের লোক যদি সত্যসত্যই শক্তি মত্তার পরিচয় দিতে পারিত তাহা হইলে এই আকস্মিক বিপদে দেশ দেশান্তর হইতে সহানুভূতি ও সমবেদনার কতই না মর্ম্মান্তিক দাহ বার্ত্তা চলিয়া আসিত। সে বৎসর জাপানে ভূমিকম্প হইল টোকিও নগরের কয়েক লক্ষ লোক বিপন্ন হইল অমনি জগৎশুদ্ধ সব দেশেই হৈ চৈ পড়িয়া গেল; কিন্তু আজ এই পরাধীন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে সলিল-সমাধিতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে কেই বা তাহার সন্ধান লয় আর কেই বা তাহাদের দুঃখ কষ্টে সহানুভূতি জ্ঞাপন করে ? তাই বলিতেছিলাম বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না, বাহিরের ভরসায় নির্ভর করিয়া থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে না, পরের সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করিলে লোকের প্রাণরক্ষা হইবে না। দেশের লোক বিপদে পড়িয়া আছে, দেশের লোক অপঘাত মৃত্যুর করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, দেশের লোককেই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মনুষ্যত্বের এই আচরণের ভিতর দিয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে এবং ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন মনুষ্যত্বের এই উদ্বোধনের ভিতর দিয়াই এই আর্য্য পতিত জাতির সমস্ত দুর্ব্বলতা অক্ষমতা দূর হইয়া যাইবে। একটা নবীন শক্তির উন্মত্তের মধ্য দিয়া নবীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"শক্তির" জন্মাষ্টমী সংখ্যা— বর্দ্ধমানের "শক্তি" পত্রিকা গত বৎসর নিখিল শক্তির আধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এক বৎসর কাল বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া গত জন্মাষ্টমী তিথিতে "শক্তি" দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। তাই গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতত্ত্ব বিষয়ক বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকের প্রবন্ধ সহ "শক্তি" নবকলেবর ধারণ করিয়া সুধীবর্গের ও ভক্তবৃন্দের হৃদয় রঞ্জন করিয়াছে। এই সংখ্যায় ভূতপূর্ব্ব "সন্ধ্যা"র সম্পাদক স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মনোমুগ্ধকর লেখা জনসাধারণকে পড়িবার সুযোগ দিয়া "শক্তির" সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সত্যানুসন্ধিৎসা, নির্ভীকতা এবং সর্ব্বোপরি অসাম্প্রদায়িকতার জন্য আমরা "শক্তি"র সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

বিহারের গভর্ণরের অভিভাষণ—

বিহার ও উড়িষ্যার বর্ত্তমান আইন-সভার শেষ অধিবেশনে গভর্ণর হুইলার সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি "লোক্যাল ফাণ্ড অডিট্ বিলের"

(ডিঃ বোর্ড. মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা সম্পর্কীয় বিলের) কথা তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আইন-সভায় উক্ত বিলের আলোচনা কালে সদস্যগণের মধ্যে এবং সভার বাহিরেও যথেষ্ট উত্তেজনা লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি মনে করেন, এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই ঐরূপ উত্তেজনার কারণ। লাটসাহেবের বক্তৃতার তাৎপর্য্য এই যে, ডিঃ বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থের অপব্যবহার না হয়—ইহাই ছিল উক্ত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। জনসাধারণ এই মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, তাই তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। লাটসাহেবের কথার ভঙ্গীতে মনে হয়, তিনি ধারণা করিয়া লইয়াছেন—পরে এই আইনের প্রয়োগ দেখিয়া জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে—এই আইন প্রণয়নের ফলে সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে, অমঙ্গল কিছুই সাধিত হয় নাই। জনসাধারণের মানসিক অবস্থার কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া লইয়া লাটসাহেব যদি নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চান, আমাদের আপত্তি নাই। তবে এ কথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, মানভূমের জিলা-বোর্ড সম্পর্কীয় ব্যাপারে এই মহৎ-উদ্দেশ্য-মূলক আইনের প্রয়োগ দেখিয়া আমাদের অর্থাৎ মানভূমবাসিগণের মানসিক অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহার সহিত গবর্ণরের অঙ্কিত চিত্রের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। আইনের বাস্তব প্রয়োগের সহিত লাটসাহেব বর্ণিত উদ্দেশ্যের বিশেষ সামঞ্জস্য না দেখিতে পাইয়া আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি অন্যরূপ ধারণা আমাদের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লাটসাহেব আমাদিগকে দোষ দিতে পারেন কি ?

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাগণের নিকট নিবেদনঃ—

আগামী নভেম্বর মাসে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারগণের নির্ব্বাচন হইবে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটি করদাতাগণের প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত নির্ব্বাচনে উপযুক্ত প্রার্থী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। কংগ্রেস জনসাধারণের। কংগ্রেসই দেশের একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দেশসেবা ও দেশের মঙ্গলই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। কমিশনার-পদ-প্রার্থিগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া যাহাতে একদলভুক্ত হইয়া কাজ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটি সমস্ত প্রার্থিগণকে কংগ্রেস দলভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। যাঁহারা কংগ্রেসপক্ষ হইতে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা ৪ঠা আশ্বিন তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্রের দ্বারা তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম জেলা কংগ্রেসকমিটি, পুরুলিয়া।

স্থানীয় সংবাদ

ঝাংসাই-এর পুল—

বরাহবাজার থানার ঝাংসাই নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের গত অধিবেশনে যে আলোচনা হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা "মুক্তি"তে প্রকাশ করিয়াছি। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের স্থানীয় সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় উক্ত বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বিহার গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রীর নিকট এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছেন। এবং যাহাতে সাধারণের টাকার অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য ধামা চাপা না থাকে তজ্জন্য যথাবিধি তদন্ত করিতে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন—

"মুক্তি"র গত সংখ্যায় "কমলা মেমোরিয়েল চেলেঞ্জ শিল্ড" শীর্ষক সংবাদে ভুলক্রমে উক্ত প্রতিযোগিতায় নাম ভর্ত্তি করাইবার ফি ৪৲ টাকা স্থলে চারি আনা ছাপা হইয়াছে।

অপমৃত্যু—

গত মঙ্গলবার স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্বরাজী সদস্য উকিল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মজুমদার মহাশয়ের একটি ৩।৪ বৎসর বয়স্ক কন্যা অসাবধানতা বশতঃ আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে মেয়েটি আগুনে গায়ের কাপড় সেঁকিতেছিল।

শোক সংবাদ—

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয়ের পত্নী গত ৩রা ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

আবহাওয়া—

কয়েক দিন যাবৎ পুরুলিয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে। যদি আরও কয়েক দিন এ ভাবে চলে তবে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এত বৃষ্টিতে লোকজনের কাজ কর্ম্মের ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

মেদিনীপুর বন্যার সাহায্য—

সহরের কতিপয় কতিপয় যুবক নিজেদের ভিতরে একটি কমিটি গঠন করিয়া বন্যা পীড়িত স্থানে সাহায্য করিবার জন্য জন সাধারণের নিকট অর্থাদি আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন।

ইহাদের চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। ইহারা শোভাযাত্রা করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে যথা সম্ভব সাহায্য করিতেছেন।

বাঁকুড়া কংগ্রেস্ কমিটির সেক্রেটারী মহাশয় কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক সহ জিলার স্থানে স্থানে ঘুরিয়া সাহায্যের জন্য অর্থাদি আদায় করিতেছেন।

২৫৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা—

বলরামপুর হইতে শ্রীযুক্ত মিশ্রিলাল যশোয়াল মহাশয় আমা-দিগকে জানাইতেছেন যে—গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে তাঁহার এক আত্মীয় চক্রধরপুর হইতে রাত ১২টার ট্রেনে ১০০৲ টাকা মূল্যের ৪খানি হাফ (half) নোট সঙ্গে নিয়া আসিতেছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে কোথায় কি ভাবে উক্ত নোট কয়খানি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি কেহ উক্ত নোট গুলি পাইয়া থাকেন বা খোঁজ পান তবে উপরোক্ত ভদ্র লোককে পোঃ—রাঙ্গাডি ; জিঃ মানভূম—এই ঠিকানায় সংবাদ দিবেন। সংবাদ দাতাকে ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। হারাণ নোটগুলির নম্বর যথাক্রমে—আর, ই, ৫১—৮৪০২৭ ; আর, ই, ৫১—৮৪০২৮ ; আর, ই, ৫১—৮৪০২৯ এবং আর, ই, ৫১—৮৪০৩০।

দুর্ব্বৃত্তের উপদ্রব—

গত ২২শে আগষ্ট রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় ওসমান্ নামক জনৈক দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান তোপচাঁচ বাজারে ৺ রামলক্ষণ লালার বাটীতে দেওয়াল টপকাইয়া প্রবেশ করে। বাটী মধ্যে লালার অনাথা দুই কন্যা নিদ্রিতা ছিল। লম্ফ প্রদানের শব্দে মেয়ে দুটি জাগিয়া উঠে এবং চীৎকার আরম্ভ করে। ইহাতে প্রতিবেশীরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া দুর্ব্বৃত্তকে থানায় লইয়া গিয়াছে।

যাহাতে ভবিষ্যতে ইহাদের উপর আর কোন রকম অত্যাচার হইতে না পারে সেই জন্য ঝরিয়া আর্য্য সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরদেব দাস আগরওয়ালা মহাশয় উভয়কেই তাঁহার নিজ বাটীতে নিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নৃশংস হত্যা—

লধুরকার নিকট হলুং গ্রামে গত সপ্তাহে টাঙ্গীর আঘাতে মাঠের মধ্যে ফণিভূষণ মাহাতকে হত্যা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে পুলিশ দীনু সর্দ্দারকে সন্দেহে চালান দিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা—

ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান্ অধিবেশনের প্রথম ভাগে "কারেন্সী বিলের" আলোচনা হইবার কথা ছিল। টাকার মূল্য ১শিলিং ৬পেনিতে ধার্য্য করা এই বিলের উদ্দেশ্য। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান অধিবেশনেই এই বিল্ পাশ করাইয়া লইবেন। স্বরাজ্য-দলের সদস্যগণ এই বিলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিল্ পাশ হইবার আশা নাই দেখিয়া সরকার আপাততঃ বিলের আলোচনা স্থগিত রাখিলেন। ইহার পর স্বরাজ্যদলীয় সদস্যগণ সভা ত্যাগ করেন।

গত ২৬শে আগষ্ট তারিখের অধিবেশনে ফৌজদারী কার্য্য-বিধি সম্বন্ধীয় সংশোধন মূলক বিল্ পাশ হইয়া গিয়াছে। এই সংশোধনের ফলে সরকার যে অতিরিক্ত ক্ষমতা আদায় করিয়া লইলেন, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাহার প্রয়োগ হইলে সংবাদ-পত্রগুলির অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সংবাদ-পত্রে, পুস্তিকায় অথবা অন্য কোনও পত্রে প্রকাশিত বিশেষ কোনও রচনা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবে বলিয়া যদি সরকার আশঙ্কা করেন, এখন হইতে এই নূতন সংশো-ধনের বলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বে-সরকারী সদস্য-গণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিল্ পাশ হইয়াছে। দুই এক জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সরকার যদি প্রকৃতই মনে করিয়া থাকেন যে, এইরূপ আইনের খুবই প্রয়োজন আছে তবে আইনটি দুই বৎসরের জন্য করা হউক। সরকার ইহাদের এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। স্বরাজী সদস্যগণ ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়া-ছিলেন যে তাঁহারা সভায় আর উপস্থিত হইবেন না। লালা লাজপৎ রায় ইহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি স্বরাজ্যদলের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। বিল্‌টি যাহাতে পাশ না হইতে পারে তাহার জন্য লালাজী যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বার-কাউন্সিল বিল্ পাশ হইয়া গিয়াছে। আইন ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে ভকিল ও ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান তাহার অপনোদন এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মৌলানা মহম্মদ আলি—

সম্প্রতি দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলি "এশোসিয়েটেড্ প্রেসের" প্রতিনিধিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। "এশোসিয়েটেড্ প্রেসের" এই বিবরণ পাঠে মনে হয়, মৌলানা সাহেবের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান, সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য হিন্দুরাই অধিক দায়ী ; তবে মুসল-মানদের যে দোষ একেবারেই নাই, তাহা নহে। দোষ যাহারই হউক, মৌলানা সাহেব মনে করেন—হিন্দু মুসলমানের এই কলহ নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। সার্ব্বজনীন মঙ্গলের জন্য উভয় সম্প্রদায়েরই এই বিরোধ হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

অবরোধ প্রথা—

মিশরকুমারী জাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদ হইতে কাশীতে গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

ভারতে তুলার চাষ—

এ বৎসর সমগ্র ভারতে ১৬১৩৪০০০ একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১৪৮১০০০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে যত তুলা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২৭.৬ ভাগ বোম্বাইতে, ২১.৩ ভাগ মধ্য প্রদেশে ও বেরারে, ১.৫ ভাগ মাদ্রাজে, ৮.২ ভাগ পাঞ্জাবে, ৩.৯ ভাগ যুক্ত প্রদেশে,

১.৫ ভাগ ব্রহ্মদেশে, .৪ভাগ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে, .৩ভাগ বঙ্গদেশে এবং .২ভাগ আসামে উৎপন্ন হয়।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা—

হুগলী জেলার অন্তর্গত গুড়োপ গ্রামের এইচ, ই, স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত যুগলপদ মল্লিক লিখিয়াছেন—গত ১৩ই শ্রাবণ রাত্রিতে গুড়োপ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয় নন্দীর কন্যা রাত্রিতে ঘরে ঘুমাইতেছিল। এমন সময় তাহাকে একটি সাপে কামড়ায়। মেয়েটির চৈতন্য লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় তাহাকে শরৎচন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি মুরগীর বাচ্চা বসাইয়া আরোগ্য করিয়াছেন। মুরগীর বাচ্চার গুহ্যদ্বারের চারি পার্শ্বের পালক ছাড়াইয়া ও গুহ্যদ্বারের দুই পার্শ্বে একটু একটু চিড়িয়া (যেন রক্ত বাহির হয় এইরূপে) মুরগীর বাচ্চার গুহ্যদ্বার রোগীর দষ্ট স্থানের উপর বসাইয়াছিলেন। বসাইবা মাত্র মুরগিটী মারা-যায়। এইরূপে তিনটি মুরগীর বাচ্চা মারা যায়। চতুর্থ মুরগীর বাচ্চা বসাইলে সেটি মরিল না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন রোগীর শরীরে বিষ নাই। (মুরগীর বাচ্চা যাহা ভাল রূপে হাটিতে পারে এরূপ আবশ্যক)

(—পঞ্চায়েৎ, ঢাকা।)

হিন্দুর গিণি পুরস্কার—

হিন্দু-সংগঠন মূলক আলোচনা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প, মনুষ্যত্ব ও জাতীয় জীবন গঠনো-পযোগী প্রবন্ধ, রস রচনা, কৌতুক কথা, গল্প, নাট্য প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য সাপ্তাহিক 'হিন্দু' পত্র হইতে লেখক লেখিকাদের দশ গিণি পুরস্কার দেওয়া হইবে। একই লেখক লেখিকা বিবিধ বিষয়ে লিখিতে পারেন ও যে কোন লেখক বা লেখিকা এক বা ততোধিক পুরস্কার পাইতে পারেন। হিন্দুর গিণি পুরস্কার রচনা শারদীয়া সংখ্যার জন্যই গৃহীত হইতেছে—পুরস্কার রচনা আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই হিন্দু সম্পাদক ৪৪ নং বাদুড়-বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পৌছান আবশ্যক। পুরস্কার রচনার মোড়কে গিণি পুরস্কার কথাটি লিখিবেন। হিন্দুর পক্ষ হইতে হিন্দুর গিণি পুরস্কার খ্যাতনামা হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাংলার লেখক লেখিকাদের নিবেদন করিবেন। প্রবন্ধের গুণানুসারে পুরস্কারের তারতম্য হইতে পারে। পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা হিন্দুতে প্রকাশিত হইবে। লেখক লেখিকাদের নাম

মেদিনীপুরে বন্যা

সাহায্যের আবেদন

কালিঘাই ও কাঁসাই নদীর প্লাবনে মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। নদীর দুই কূলের বাঁধে ভাঙ্গন ধরিয়া জল খরস্রোতে সন্নিকটস্থ ভূমির মধ্যে প্রবেশ করাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত। কাঁথি মহকুমার পটাশপুর ও ভগবানপুর থানার সমস্ত অংশ ও এগরা ও কাঁথি থানার অধিকাংশ স্থান, তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম ও ময়না থানা ও ঘাঁটাল মহকুমার দাসপুর থানা, সদর মহকুমার সবং ও ডেবরা থানা জলমগ্ন হইয়াছে। সাধারণতঃ ৮।১০ ফুট জল দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত শস্য একেবারে নষ্ট যাওয়ায় লোকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। গবাদি পশুও খাদ্যাভাবে মারা পড়িতেছে। ঘরবাড়ী সমূহ পড়িয়া যাওয়ায় গৃহহীন নরনারী বাঁধের উপর উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় লইয়া কোনও প্রকার বাঁচিয়া আছে। এখনই ইহাদের জন্য সাহায্য প্রেরিত না হইলে অনেকের মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রায় ৬০০ শত বর্গমাইল পরিমিত স্থান জলমগ্ন, পাঁচ লক্ষ লোক প্লাবনের তাড়নায় আর্ত্ত। এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন নরনারীদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্দ্ধমান ও উত্তর বঙ্গ প্লাবনে বাংলার যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, আজ মেদিনীপুরের এ দুর্দ্দিনে তাহা কি পাওয়া যাইবে না? বাংলার যুবকবৃন্দকে তাহাদের প্রাণের স্পর্শ দিয়া আর্ত্তকে রক্ষা করিতে আজ আমরা আহ্বান করিতেছি। আজ বাংলার ধনী, দরিদ্র, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই সাহায্য প্রয়োজন। চাউল, কাপড় ও অর্থের প্রয়োজন। যাহার যাহা সাধ্য, তাহাই লইয়া দেশমাতৃকার সেবা করিয়া ধন্য হউন।

টাকা কড়ি ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—

প্রেসিডেণ্ট, মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য সমিতি

৯২নং আপার সার্কুলার রোড, সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা।

স্বাক্ষরকারিগণ—

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ শাসমল	শ্রীসাতকড়িপতি রায়
শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	শ্রীপ্রভুদয়াল হিমৎ সিংকা

যথা সময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। এই পুরস্কারের আরও বিস্তারিত হিন্দু কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ইতি—

সম্পাদক—হিন্দু।

জন্মাষ্টমীর উৎসব—

গত ৩০শে আগষ্ট শ্যামাপুকুর লেনে রাজা দিগেন্দ্র মিত্রের বাটীর প্রাঙ্গনে জন্মাষ্টমীর উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গনটি পত্রপত্রে ও শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নানা রকমের কীর্ত্তন, ভজন এবং কথকথা ইত্যাদিতে আশ্রম প্রাঙ্গন মুখরিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী উৎসবে আগাগোড়া সমস্ত সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল আগামী ৩ই সেপ্টেম্বর হইতে বাহির হইবে। যাহাতে এই মিছিলের শোভাযাত্রায় মুসলমানগণ বাধা দিয়া হাঙ্গামা না বাধায় তজ্জন্ত ঢাকার নবাব বাহাদুর আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে মিলন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিত এবং কর্ম্মী-সঙ্ঘের সেবকদের সহিত যে গোলমাল চলিতেছিল তাহা উক্ত কমিটির গত ২৮শে আগষ্ট তারিখের এক অধিবেশনে সুন্দর রূপে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক কমিটির কার্য্য পরিচালন সমিতিতে কর্ম্মী-সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, অমরেন্দ্র চাটার্জ্জি এবং সতীশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ১১ জন সদস্যকে নেওয়া হইয়াছে। যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষীয় সকল প্রার্থীই জয়লাভ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে ইহারা একযোগে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এই মিলনে কতিপয় সদস্য সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পরিচালন সমিতির সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র শাসমল ও বসন্ত মজুমদার এবং শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও হেমপ্রভা মজুমদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা—

সিমলার নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনের পর হইতে কোন কোন নেতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করাইবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন এবং আবার কোন কোন নেতা ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু টানা ফাপরে পড়িয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। শুনা যাইতেছে যে লালা লাজপত রায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আরও ৩০জন সদস্য উক্ত কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন করাইবার জন্য শ্রীমতী সরোজিনী দেবীকে এক অনুরোধ পত্র দিয়াছেন। সভানেত্রী কি করিবেন এখনও কিছু স্থির করেন নাই।

মান্দালয় জেলে দুর্গা পূজা—

মান্দালয় জেল হইতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এক পত্রে লিখিয়া জানাইতেছেন যে গত বৎসরের ন্যায় এবারও তাঁহারা যথা সমারোহে দুর্গা পূজা করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে।

পুলিশের কবলে "আত্মশক্তি"—

"আত্মশক্তি"র সম্পাদক এবং মুদ্রাকরকে ১২৪ (ক) ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দুইজনেই বর্ত্তমানে ৫০০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামিনে খালাস আছে। মোকদ্দমার তারিখ এখনও স্থির হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত কাগজে—"প্রাথমিক শিক্ষা ও হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক" শীর্ষক একটি প্রেরিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ যে—এই প্রবন্ধে নাকি রাজদ্রোহ মূলক কিছু গন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

কমন্স সভায় মালব্যজীর কথা—

কমন্স সভায় জনৈক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন যে পণ্ডিত মালব্য ও ডাঃ মুঞ্জির উপর বাঙ্গালা সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতজী ও মুঞ্জি যে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন ভারতের আর কোন গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ঐ ধরণের কাণ্ড আর না ঘটায় তাহার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কি না।

উত্তরে আর্ল উইণ্টারটন বলেন যে, সময়ের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে যে শিক্ষা লাভ হইল সে বিষয়ে অবশ্য যথোচিত ভাবে বিবেচনা করা হইবে এবং আবশ্যক হইলে তাহা কাজে লাগান হইবে।

অভিযুক্ত শেতাঙ্গের অব্যাহতি—

টমাস নামক জনৈক শেতাঙ্গ সৈনিক সিমলায় একজন গাড়োয়ানকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুদিন হইতে এই মামলা চলিতেছিল। গত ৩১শে আগষ্ট এই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য শিষ্টভাবে জীবন যাপন করিবার জামীন স্বরূপ, ৩০০৲ টাকা করিয়া দুইটি মুচলেকা লইয়া তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। জুরীদের মধ্যে ৪ জন টমাসকে ইচ্ছাপূর্ব্বক খুনের দায়ে নির্দ্দোষ এবং ৩ জন দোষী সাব্যস্ত করেন। শেষোক্ত ৩ জন ভারতবাসী।

রোগ ও তাহার প্রতিকার।

(শ্রীনীলমনি ঘটক)

মানবের নানাবিধ দুঃখের মধ্যে ব্যাধি একটী প্রধান দুঃখ। যিনি যতই সাবধানে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করুন না কেন, কেহই ব্যাধির হস্ত হইতে এড়াইতে পারেন একথা বলা যায় না। তবে যিনি যত পরিমানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিধি-নিষেধ পালন করিয়া চলেন, তিনি ত[illegible] পরিমানে ব্যাধি দুঃখ কম ভোগ করেন, এই পর্য্যন্ত আমরা যে কিছু দুঃখ ভোগ করি, তাহা সকলই আমা[illegible]দের নিজ নিজ কর্ম্ম বৃক্ষের ফল, সে বিষয়ে মত-দ্বৈ[illegible] কাহারও নাই। তবে যিনি আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্র[illegible] করিয়া এবং স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম সকল যথারীতি প্রতি[illegible] পালন করিয়াও ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পান না, তাঁহার এ দুঃখ কোন্ কর্ম্মের ফল? এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বলিতে হয়, এবং শাস্ত্রের মীমাংসাও তাহাই, যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হেতু প্রাপ্ত পিতামাতার শরীর হইতে রোগ-বীজ উত্তরাধিকার-সূত্রে গ্রহণ করিতে হয়। যে কোনও জীবনে হউক, কর্ম্মফলের জন্যই আমাদিগকে অন্যান্য দুঃখের ন্যায় পীড়ার কষ্টভোগ করিতে হয়, ইহা সিদ্ধ।

মানব যখন বিধাতার মঙ্গলময় নিয়ম সকল পালন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তখন তাহার ব্যাধির কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থাই ছিল। পরে সমাজগঠন ও একত্র বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের মনে সর্ব্ব প্রথম কলুষ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে, এবং হিংসা, দ্বেষ, অসন্তোষ, লোভ, ইত্যাদি ক্রমেই আসিতে থাকে। ক্রমে এই সকল দুষ্ট প্রবৃত্তির বশে মনুষ্যভগবৎ-নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘণ করিয়া নানা দুঃখের অধীন হয়, ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত।

একটী বটবৃক্ষের বীজ, দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, অতি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে ইহা একটী সামান্য জিনিস নয়, ইহা একটী অসামান্য ও বিপুল শক্তির আধার! ঐ সামান্য বীজের ভিতর কি বিরাট শক্তি রহিয়াছে। ঐ বীজটী হইতে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ জন্মিবে সহস্রাধিক বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে, এবং প্রতি বৎসর অসংখ্যবীজ প্রদান করিবে, যাহার প্রত্যেক বীজটীর মধ্যে আবার ঐ প্রকারই বিরাট শক্তি অন্তর্নিহিত থাকিবে। এত বড় প্রকাণ্ড বৃক্ষটী কিরূপে ঐ সামান্য বীজটী হইতে উৎপন্ন হইল? পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রকাণ্ড বৃক্ষটী অতিমাত্র সূক্ষ্মাকারে ঐ বীজটীর মধ্যে ছিল, ক্রম-বিকাশের নিয়মে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া থাকে, মাত্র। আকারের তারতম্য মাত্র, অতিশয় সূক্ষ্ম আকারে যাহা ছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইল। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যেমন ভিতরে, তেমনই বাহিরে। যেমন বাহ্য জগতে, তেমনই মনোরাজ্যে। সর্ব্বত্রই ক্রম-বিকাশ, সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলে পরিণতি। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকেই গতি। জগতে যাহা কিছু স্থূল দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে ক্রমে পরিণতি। যে বৃহকায় জন্তু যুদ্ধস্থলে একক বহুসংখ্যক সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, সেও ঐ সূক্ষ্মাবস্থার একটী ক্রম পরিণতি। যে মানব শারীরিক ও মানসিক বলে জগতে নানাকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহার দেহ ও বুদ্ধি সেই একই নিয়মের অধীনে সূক্ষ্মাবস্থা হইতে ক্রম-বিকাশের ফলে এই অবস্থায় আসিয়াছে। মানবের ব্যাধির ক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম। আজি যে ব্যক্তি কর্কট (ক্যানসার) নামক ভীষণ পীড়াতে জর্জ্জরিত হইয়া সাদরে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, তাহার ঐ পীড়া একদিন অতি সূক্ষ্মাকারে ছিল, ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আজ ভীষণাকার হইয়াছে এবং নানা যন্ত্রনাদায়ক লক্ষণ আনিয়া রোগীকে প্রপীড়িত করিতেছে। আজ যে ব্যক্তি রাজ-যক্ষ্মায় শয্যাশায়ী, যাহার চিকিৎসকগণ শত-যত্নেও আরোগ্য করিতে অপারক হইয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিতেছেন। সে রোগটী হঠাৎ হয় নাই। বহুদিন হইতে, এমন কি অতি কিশোর বয়স হইতে হয়ত পীড়ায় সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম লক্ষণ বা চিহ্নসকল উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আজ এই অবস্থায় আসিয়াছে। ঐ রোগীর বাল্যকালে হয়ত সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দি হইত, এবং রাত্রে নিদ্রার সময় তাহার মাথায় অধিক পরিমাণে ঘাম হইত। হয়ত এই দুটী সামান্য লক্ষণই তাহার পীড়ার অঙ্কুরাবস্থা, এবং তাহাই ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আজ লোক-লোচনের অন্তরাল হইতে বহির্ভূত হইয়া বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে একটী সোনার সংসার ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন অঙ্কুরে যদি দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী সুচিকিৎসকের কুঠারাঘাতে নির্ম্মূল হইত, তবে আজ আর সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন রাজ-যক্ষ্মায় পরিণত হইতে পারিত না। এইরূপ শত শত, সহস্র সহস্র, অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা যে সকল ব্যাধি পৃথিবীতে দেখিতে পাই, তাহারা ২টী শ্রেণীতে বিভক্ত, ১মটী নূতন, নবাগত পীড়া, যেমন হাম, বসন্ত, বিসূচিকা, প্রভৃতি, যাহারা কয়েকদিন মাত্র, বা সপ্তাহ মাত্র থাকিয়া আরোগ্য হইয়া যায়, অথবা অতি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া রোগীর জীবন নাশ করে। ২য়টী পুরাতন, ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে রোগীদেহে অবস্থান করে, এবং রোগীকে নানা ভাবে কষ্ট দিয়া থাকে। এই উভয় জাতি পীড়ার মধ্যে কি কি বিষয়ে মর্ম্মান্তিক বিভিন্নতা, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এক্ষণে এইটুকু জানা আবশ্যক যে ব্যাধি নূতনই হউক, আর পুরাতনই হউক, প্রত্যেকটীই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে ক্রম-বিকাশের ফলে সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রম-বিকাশ প্রাপ্তি উভয়েরই নিয়ম। তবে পুরাতন পীড়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বিকাশ হইতে থাকে, নূতন পীড়া অপেক্ষাকৃত অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অভিনয় শেষ করে! এক্ষনে, রোগ কাহাকে বলে, সর্ব্বপ্রথম কিরূপে বীজভাবে মানবদেহকে আক্রমণ করিয়া পরে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ইহার কিরূপ প্রকৃতি, কিরূপ গতি, কিরূপে আরোগ্য হয়, প্রকৃত চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিলে, ইতিপূর্ব্বে লিখিত ভূমিকাটী অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না।

রোগ কাহাকে বলে? যে শক্তির বলে আমরা জীবিত আছি, তাহাকে জীবনীশক্তি কহে। জীবনী-শক্তির কার্য্য কি? জীবনী-শক্তি আমাদের আহার সকল হইতে, শরীরস্থ নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে, সার-পদার্থ সংগ্রহ করে ও অসার অংশ বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া আমাদের দেহ-মন্দিরটীকে পরিষ্কার রাখে। ভুক্ত পদার্থের সার অংশ সকল হইতে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ নামক ধাতু সকল তৈয়ার করিয়া দেহ হইতে নিত্যই যাহা যাহা ক্ষয় হইতেছে, সেই সকল ক্ষয় পূরণ করিয়াও দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া দেহটিকে স্বচ্ছন্দ রাখে। দেহটী স্বচ্ছন্দ থাকিলে দয়া, ক্ষমা, পরোপকার, সন্তোষ, ইত্যাদি উচ্চবৃত্তি সকল স্ফুরণ হইয়া মানব জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন পথে মনুষ্য ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই হইল জীবনী-শক্তির প্রধান কার্য্য। শরীরের স্বাস্থ্য অবস্থায় জীবনী-শক্তি উক্ত ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যদি অন্য কোনও দুষ্ট-শক্তি আসিয়া জীবনী-শক্তির কার্য্যকে বিকৃত করে, তবে জীবনী-শক্তি বিকৃতভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, কেন না অন্য একটী দুষ্ট শক্তি তাহাকে ঐ বিকৃতভাবে কার্য্য করিতে যেন বাধ্য করিতে থাকে। এই অবস্থায় জীবনী-শক্তি বিশেষ চেষ্টার সহিত ঐ দুষ্ট শক্তিটীকে পরাভব করিতে থাকে, যদি পরাভব করিতে পারক হয়, তবে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃত কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, যদি পরাভব করিতে না পারে, তবে অগত্যা বাধ্য হইয়া ঐ দুষ্ট-শক্তির বশে কার্য্য করিতে হয়, ফলে—সকল কার্য্যই বিকৃত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় আর স্বচ্ছন্দে ভাবটী বজায় থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে একটী অস্বচ্ছন্দ ভাব আসে। পূর্ব্বের ন্যায় সমতান, ঐক্যতান, শান্তি থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে অশান্তি, অস্বচ্ছন্দতা আসিয়া জোটে। পূর্ব্বেকার ছন্দটী যেন নষ্ট হইয়াছে, অতিব-তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন লোকে বলে "অসুখ" হইয়াছে। পূর্ব্বেও জীবনী-শক্তি কার্য্য করিত, এখনও জীবনী-শক্তিই কার্য্য করিতেছে, তবে কেন—অসুখ ও অস্বচ্ছন্দতা? পূর্ব্বে জীবনী-শক্তি স্বাধীনভাবে, স্বাভাবিক কার্য্য করিত, তাহার ফলে দেহস্থ সকল যন্ত্রের একটী ঐক্যতান, একটী সঙ্গীত, উদ্ভূত হইয়া অতিব-তৃপ্তি প্রদান করিত, এখন জীবনী-শক্তিকে বাধ্য হইয়া অন্য একটী দুষ্ট শক্তির অধীনে কার্য্য করিতে হইতেছে, ফলে আর যন্ত্র সকলের এক তানতা নাই, কাজেই অতৃপ্তি, অতুষ্টি, অপুষ্টি দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্তি কিরূপে থাকিবে? পূর্ব্বের তৃপ্তির কারণ ছিল—প্রত্যেক যন্ত্রের সহিত অপর যন্ত্রের পরস্পর সমবেদন, এবং তাহার ফলে সমীকরণ। এখন তাহা কোথায়? যেমন গায়কের দলে ৫টী ৭টী সুর একতানে বাজিলে তবে গায়কের গলার স্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সকল সুরের একত্র মিলন বা সমীকরণের ফলে শ্রোতার হৃদয়ে সুখের বা তৃপ্তির ঝঙ্কার তুলিয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তে "বেসুরা" হইলে গায়কের যে উদ্দেশ্য শ্রোতার আনন্দ উৎপাদন করা সে উদ্দেশ্য যেন সফল হয় না, দেহের মধ্যেও ঠিক তাহাই ঘটে, দেহস্থ যন্ত্রসকলের ঐক্যতান নষ্ট হওয়ায় দেহের মালিকের আর সে তৃপ্তি আসিতেছে না, কাজেই মালিকের "অসুখ" বোধ হইতেছে। ইহাকেই "রোগ" বলে। তত্ত্বটী একটু সূক্ষ্ম, ক্রমেই পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

আসুন আসুন আসুন আসুন

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্।

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন আসুন আসুন

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **চকবাজারে রাজ নারায়ণ মেডিক্যাল হলের সম্মুখে রামগোপাল ব্রজবাশী আগ্রওয়ালের** দোকানে ১নং ঘণ্টের ঘিএর আটার লুচি ॥৶০ আনা সেরে পাওয়া যায়। দেশী চিনির সকল প্রকার সন্দেশ সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং যে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্র.ত্ত জোড়া দীঃ ৬,৬।০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারান্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১০ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।

৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। **মহাত্মার** ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মল্লভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ॥৶ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া!

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পারো না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

"মুক্তি"—পূজা সংখ্যা

যাঁহারা "মুক্তি"র পূজা সংখ্যা বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট হইতে চান তাঁহারা সত্বর আবেদন করুন।

মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে। বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

নগদ মূল্য ৵০ আনা মাত্র

"মুক্তি"

পূজা—সংখ্যা

বৃহৎ আকারে,—লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক লেখিকাগণের চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। রঙ্গ বেরঙ্গের চিত্রে সজ্জিত হইয়া, সরস ও কৌতুকপূর্ণ গল্প ও রঙ্গরসে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ প্রকাশিত হইবে।

ঐ সংখ্যায় যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান—তাঁহারা আজই পত্র লিখিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হউন।

ম্যানেজার,
মুক্তি কার্য্যালয়
পুরুলিয়া।

বিখ্যাত স্বরাজ ক্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্ ,মার্কেট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

যদি বাঁচিতে চান তবে

ভেষজ-সম্রাট **অবশ্রৌতিক রসায়ন** সেবন করুন।

সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ঔষধ কি? **অবশ্রৌতিক রসায়ন।**

তরল শুক্র গাঢ় করিতে অদ্বিতীয় কে? **অবশ্রৌতিক রসায়ন।**

ধাতু দৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্ব হীনতার অমোঘ ঔষধ কি? **অবশ্রৌতিক রসায়ন।**

শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান করিতে সুপটু কে? **অব-শ্রৌতিক রসায়ন।**

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে, মাথা ঘোরা ও মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে, শরীরের গ্লানি নষ্ট করিতে, মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ কি? **অবশ্রৌতিক রসায়ন।**

উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, বিচারক প্রভৃতি যাঁহারা মস্তিষ্ক চালনা করেন তাঁহাদের একমাত্র সুহৃদ কে? **অবশ্রৌ-তিক রসায়ন।**

মূল্য—১ মাসের ২৸৹, ২ সপ্তাহের ১৷৹, ১ সপ্তাহের ৸৴। সাধারণ—১ মাসের মূল্য ১৷৹। মাশুল পৃথক। মাশুল অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ হয় না।

পাইবার ঠিকানা—
ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম, বি (হোমিও)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী।
মুন্সেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া। (সাহেব বাঁধের নিকট পূর্ব্ব দিকে।)

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২৭শে ভাদ্র ১৩৩৩, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৩৯শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ৵০ ও ৮০ আনা, মকরধ্বজ- ৪৲—তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ দাড়িম্বাণ্ডাস ব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।৵০ ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনা মূল্যে ক্যাটালগ, ⁄০ আনার টিকট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্ট্যাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রর্থনীয়।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নিণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌কৃপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌কৃপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার

সকল প্রকার খদ্দর আমদানী করা হইয়াছে, 'মুক্তি' কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন

খদ্দর কিনিয়া এই দরিদ্র নারায়ণের পূজা করুন।

শুনিয়াছেন কি ?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

হুই, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩।০ টাকা

শ্বেত বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

হাঁপানী (এজমা), ক্ষয়কাস (থাইসিস), অর্শ, ভগন্দর, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাত, পক্ষাঘাত, বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি যে কোন কঠিন ব্যাধি আমাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে বিনা ওজরে মূল্য ফেরত পাইবেন। এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেওয়া হয়।

(1.) SJ. Sashi Bhushan Chatterji who practised medicine for some times at Boswa .... One of boarders of Hindu Hostel having been attacked with a serious type of disease, he was given a call when other available medical help failed. I am glad to say that the boy completly recovered under his treatment. He took great care of the patient and his mode of treatment fully covnince one that he has all the qualites of a compitent physician and is well versed in medical science. During his last stay here he earned good reputation as successful physician both here and the country around.

(Sd) Sures chandra Sircar M. A.
Head Master R. H. E School
Birbhum.

(2.) My mother has been suffering from Rheumatism for sometime. She was placed under the treatment of Dr. Sashi Bhushan Chattrjee for a few days, and the medicine prescribed by him for my mother did a world of good to her. I wish him every success in the line.

(Sd) Rabindra Nath Ghose. M. A. B. L.
Pleader. Suri, Birbhum.

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**
এম, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনিক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

লোহার কড়ি ও করগেট বিক্রেতা

আমরা লোহার কড়ি, বরগা, করগেট, কাঁটাতার, জাল, বেতের ঝুড়ি, পাইপ, রেলিং, খুঁটী, দরজা, জানালা, এবং সিমেণ্ট প্রভৃতি ইমারতের যাবতীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করি। দর বা মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—**সেট ব্রাদার এণ্ড কোং**
স্থাপিত—ইং ১৮৭২
৪০।৫ ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা

ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যদি কলিকাতার দরে ঘরে বসিয়া পাইতে চান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। প্যাকিং ও মাশুল খরচ আমরাই বহন করি।

এজেণ্ট:—

সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া।
Agent for Oriental Life Assurance Co. Ltd.

বলাই—বলি অত হন্ হন্ করে যাচ্ছ কোথায় ?

কানাই—আর বলো না, জামাই এসেছে, কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি।

বলাই—বলি, এত খাবারের দোকান চকবাজারে থাকতে অত দূরে কোথায় যাচ্ছ ?

কানাই—জামাইএর পাতে দেবার মত ভাল জিনিষ কি আর কোথায়ও পাওয়া যায় ? **পোষ্টাফিসের সামনে রামকিঙ্কর নাগের এক দোকান আছে** সেখানে হরেক রকমের খাঁটি খাবার পাওয়া যায়। সেবার গিন্নীর অসুখ ছিল ঐ দোকানই আমার লজ্জা নিবারণ করেছে: কলকাতার জামাই ঘরের খাবার ছাড়া খায় না, কিন্তু সেবার খাবার খেয়ে বাজারের বলে বুঝতেই পারে নি।

"মুক্তি"

"ধাও ধাও বাণিজ্যক্ষেত্রে
গাও উচ্চে শুভ জয়গাথা!
রক্ষা করিতে স্বদেশ-শিল্পে
শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

সন ১৩৩৩ সাল, ২৭শে ভাদ্র সোমবার

ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি

একবার বিলাত গিয়ে দেশে ফিরে আসলেই কি সেখানকার ঐশ্বর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন না ক'রে থাকা যায় না ? ওগো! ওদেশের চমকপ্রদ বিপুল বিভবের চিত্র তোমাদের চিত্তে যে একটা মায়াজাল বিস্তার ক'রে ফেলেছে তাহা অনুমানেই বুঝ্‌তে পারি। এক একটা ইন্দ্রপুরীর মত বড় বড় নগর, হরেকরকম শিল্পের বিশাল বিশাল কারখানা, বেতার বার্ত্তাবহের বিপুল বহর, কলের কামান সাজান প্রকাণ্ড যুদ্ধের জাহাজ, মানুষ মারা-বিস্ফোরক্ ভরা অসংখ্য বিমানপোত, আর বিজ্‌লির আলোতে ঝক্ ঝক্ করা নন্দন কাননের মত প্রমোদ উদ্যানের বাহার দেখ্‌তে পেয়ে তোমাদের চোখ যে ঝল্‌সে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তার উপর, অহোরাত্র আমোদ প্রমোদের যে নিরন্তর ঢেউ চলেছে, নাচগান থিয়েটার বাইয়োস্কোপ, খেলাধুলার যে অবিশ্রান্ত উত্তেজনাময় অভিনয় চলেছে, সেরি, সাম্পান্, কারি, কাটলেট্ পান ভোজনের যে প্রসার বেড়েছে তাহা ভোগ ক'রে এসে তোমাদের মুখে ওদের ঐশ্বর্য্যের গুণকীর্ত্তন ছাড়া আর যে কিছু করবে না তাও বেশ বুঝতে পারা গেছে। আবার তোমরা ওদের সব নকল ক'রে এই প্রাচীন দেশের সাবেকী সভ্যতাটা পাল্‌টে দিয়ে সেই সব হাবভাব আমোদ-প্রমোদ কলা কৌশল এবং কল কারখানা প্রবর্ত্তিত ক'রে এখানে বসেই যে জীবনটাকে একটু সেই রসে রসান্বিত কর্‌তে চাও তাও তোমাদের মতিগতি দেখেই অনুমান হয়। কিন্তু ঐ দেশের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখে তোমাদের যে বড় তাক্ লেগে গেছে এবং নিজেরা উহার বাহিরের জৌলস দেখে ভুলে গিয়ে দেশের লোককে যে বড় ডেকে ডেকে তাদের চিত্তেও চমক লাগিয়ে দিতে চাচ্ছ, একবার ভেবে দেখেছ কি ওসব ঐশ্বর্য্যের গোড়াপত্তন কোথায়, কেমন ক'রে উহা গ'ড়ে উঠেছে এবং উহা রক্ষা করবার জন্য কত কি নৃশংস কাণ্ড ঘটাতে হ'চ্ছে ? মায়ার চস্‌মা খুলে একবার স্বভাবদৃষ্টিতে দেখ্‌তে চেষ্টা কর তা হলেই ভ্রমপ্রমাদ সব ঘুচে যাবে, আর নিজেরাও অতৃপ্তির আগুনে পুড়বে না, আবার দেশের লোককেও পুড়ে মরতে ডাকবে না। বুদ্ধিমান তোমরা ঈঙ্গিত করলেই সব বুঝ্‌তে পারবে, বিস্তার করে আর বল্‌তে হবে না।

ঐ যে লিপ্‌টন বা ব্রুকবণ্ড এর চা এর টিন সাজান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখে তুমি মুগ্ধ হ'য়ে মনে মনে ভেবেছ—কি বিশাল এদের বাণিজ্যের ঐশ্বর্য্য! ঐ সব ইন্দ্রভবনতুল্য অট্টালিকার দিকে যদি একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাকাতে তাহা হলেই দেখতে পারতে তোমারই দেশের কত কাজের কাঙ্গাল শ্রমজীবীর পিঠের রক্ত ও বুকের আগুন, কত নিঃসহায় রমণীর নষ্ট ইজ্জত ও মনের বহ্নি, কত বুটের লাথি ও মৃত্যু যাতনা, কত সঙ্গীনের খোঁচা ও শোণিত-প্রবাহ এবং কত আড় কাঠির অভিসপ্ত জীবন ও পুত্রহীন মায়ের অশ্রুজল ঘনীভূত ক'রে উহার ভিত্তিস্থল গ'ড়ে তুলেছে। আর ঐ পাপের প্রাসাদ পাছে ভূতলশায়ী হয় তার জন্যই বা কত কূটনীতি, কত ফিকির ফন্দী, কত অত্যাচার অবিচার, কত অকথ্য নিষ্ঠুরতার অভিযান চলেছে তাও কি তুমি এর মধ্যেই ভুলে গিয়ে ওদেশের চাএর কারবারের ঐশ্বর্য্যের কথা ভারতবাসীর কাছে প্রচার করতে লজ্জিত হচ্ছ না ? সে দিনকার চাঁদপুরের ব্যাপারে তোমারই প্রতিবেশী নিঃসহায় শ্রমজীবীদের কি দুর্দ্দশা ঘটেছিল তাও কি তুমি এর মধ্যেই বিস্মৃত ? হ'লে মানুষের মনের আগুন, অশ্রুজল ও মৃত্যুযাতনার ভিত্তিতে গড়া ঐশ্বর্য্যের অট্টালিকায় বাস ক'রে যারা জগতে বড় ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে চায় তারা তাই হউক্ গিয়ে, ভারতবর্ষ কখনও তার অনুকরণ কর্‌তে রাজি হবে না, ধর্ম্মস্থান ভারতের অত পাপ সইবে কেন ?

আবার ঐ যে ম্যান্‌চেষ্টার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে একটা পরগণা-জোড়া কলকারখানার সমাবেশ দেখে এসে ওদের বস্ত্র শিল্পের ঐশ্বর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন কর্‌তে তুমি মুখর হ'য়ে উঠেছে, জান না কি তুমি কত পাপানুষ্ঠানের ভিত্তিতে উহা গ'ড়ে উঠেছে ? ওসব শিল্প বৈভবের বাহ্যিক চাকচিক্য ও জমকাল মূর্ত্তি দেখে তোমার চোখে ধাঁধাঁ লেগেছে বটে কিন্তু ঐ সমস্ত বিপুল কলকারখানার উপাদান বস্তুগুলির দিকে যদি একটু বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌তে তা হ'লে স্পষ্টই বুঝতে পারতে তোমারই দেশের লক্ষ লক্ষ বিধবার জীবিকার আশ্রয় ও গরীবের সম্বল অসংখ্য চরকার ভাঙ্গা কাঠে প্রজ্বলিত ক্ষুধার জ্বালা, তোমার ই পূর্ব্ব পুরুষের যারা কাপড় যুগিয়ে লজ্জা রক্ষা করত সেই তাঁতিদের কাটা আঙ্গুলের রক্তধারা ও প্রাণের জ্বালা এবং তাহার সঙ্গে হরেক রকম ফিকির ফন্দী ও আইন বাজীর দুষ্ট প্রচেষ্টার অপঘাতে নিহত তোমারই বস্ত্র শিল্পের হাহাকার

মিশ্রিত ক'রে যে মাল মসলা তৈয়ারী হয়েছে তা দিয়েই ওদের অত দম্ভের সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহার ফলে তোমার দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যে কাজের অভাবে ও পেটের ক্ষুধায় অপমান লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য ক'রে ধূর্ত্ত উপনিবেশিকদের কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং পশুর মত ব্যবহার পেয়েও দেশে ফিরতে সাহস করে না তার তুমি খোঁজ খবর নিয়েছ কি? তুমি ভাবছ ওদের নকল ক'রে ওদের মত বড় বড় কল কারখানা স্থাপন ক'রে এই দেশটাকেও ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলবে কিন্তু তোমার ঐ কাল্পনিক কলের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করতে যে এই দেশেরই হউক অথবা এমনি ধারা অন্য একটা আত্মভোলা দেশের কোটি কোটি নরনারীর কর্ম্মাভাবের সৃষ্টি হবে এবং তাহার ফলে দুরাকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলে উঠবে এবং চাষ আবাদ সব মাটী হ'য়ে যাবে তা একবার ভেবে দেখেছ কি? ওসব পরের অনুকরণ করার পাপবুদ্ধি সব ছেড়ে দিয়ে মহাত্মাগান্ধীর পরামর্শ শুনে গ্রামে গ্রামে আবার চরকা প্রতিষ্ঠিত ক'রে গৃহশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দেখ। দারিদ্র্যও ঘুচবে শান্তিসুখে ধর্ম্মজীবন যাপন করবারও সুযোগ পাবে। পশ্চিমাকলের ক্ষনিক ঐশ্বর্য্যের অভিনয় দেখে আত্মদৃষ্টির প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিও না। মানুষের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণার উপাদানে প্রতিষ্ঠিত বিভব চিরস্থায়ী হ'লেও মানুষের হৃদয় নিয়ে তাহা ভোগ করবার আকাঙ্খা যে পাপের প্রলোভন। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অধিবাসী হ'য়ে ঐরূপ মানুষদগ্ধ-করা মহাপাপের পথে চলবে কি ক'রে?

আর ওদের বন্দুক কামানের মানুষমারা ফন্দীর ওস্তাদি দেখে বা মানুষ খেকো রাক্ষসের দলের মত রণপোতের বহর দেখে, অথবা অতর্কিতে মানুষের বংশ লোপকারী উড়ো জাহাজের সয়তানী লীলার কথা ভেবে ভয়ে ও বিষন্নতায় তোমার অন্তস্থল যে কেঁপে উঠছে এবং ওদের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের মত্ততার উপর তোমার যে একটা অন্ধ অনুরাগ জেগে উঠছে এবং তাহার ফলে চির দাসত্ব বরণ ক'রে ওদের কৃপাভিখারী হ'য়ে থাকতে দেশের লোককে যে বড় পরামর্শ দিচ্ছ, একবার চিন্তা ক'রে দেখেছ কি কেন এই হীন প্রবৃত্তি তোমার মনে স্থান পাচ্ছে? নিজের প্রাণে ভয় প্রবেশ করেছে ব'লে মরণকে বরণ ক'রে মানুষ যে মৃত্যুঞ্জয়ী হ'তে পারে, শৃঙ্খলকে স্ব-ইচ্ছায় পায়ে জড়িয়ে মানুষ যে একটা জাতিকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে পারে সে কথা ভাববার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছ। তাই, তোমার দেশের, শুধু তোমার দেশের কেন তোমার মত দুর্ব্বল বহু দেশের বীরপুরুষের ফাঁসির রজ্জুর গ্রন্থিগুলি সব জমাট ক'রে এবং লুটতরাজের ভাগী হ'তে নারাজ স্বাধীনচেতা রাজা বাদসাদের বিধ্বস্ত বংশের অস্থিস্তুপ সব রাসায়নিক প্রয়োগে সিমেন্টে পরিণত ক'রে যে শক্তি সৌধের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে তা দেখে তোমার হৃদয়ে বেদনা ও উত্তেজনার ভাব না জেগে বশ্যতার ভাব জেগে উঠেছে! চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখ, এখনও ঐ পাপার্জ্জিত ক্ষমতার ঐশ্বর্য্য বজায় রাখবার নিমিত্ত কত রকম হীন প্রচেষ্টার উদ্যোগ অভিযান লেগেই রয়েছে। মিশর অঞ্চলে রুদ্ধবীর্য্য জগলুল পাশার অপমান লাঞ্ছনা, বোগদাদ অঞ্চলে অক্লান্ত মরুবাসীর মাথার উপরে বিমান পোতের বিস্ফোরক নিক্ষেপ, ভারতে স্বাধীনতার উপাসক যুবকবৃন্দকে বিনা বিচারে আটক রাখা, আর জাগন্ত বুদ্ধি চীনবাসীদের উপর জোর জুলুম ত চলেছেই, তার উপর আবার আইনকানুনের প্রতিনিয়ত বন্ধন ফন্দীর চেষ্টার ত কথাই নাই। যাদের মাথায় এই সব শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের দম্ভ নিয়ত ক্রিয়া করে তারা কি সব সময় নিজের দেশের লোকদের সুখ দুঃখের কথাই ভাবতে পারে, না ইতিহাস হ'তে ঐরূপ ঐশ্বর্য্যের শেষ পরিণামের কথা চিন্তা করবার অবসর পায়? তাই, নিজেদের সুখ ঐশ্বর্য্যের নিদান ওদের দেশের মজুরদের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। ঐশ্বর্য্যের ভিতর মানুষকে অন্ধ করবার, উদ্ধত করবার এবং স্বার্থপরায়ণ করবার বীজ লুকায়িত না থাকত তা হ'লে ত রাবণেরও ধ্বংস হ'ত না, কংসেরও বিনাশ হ'ত না আর গ্রীস রোমেরও পতন হ'ত না। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির তত্ত্ব লইয়া জল্পনা কল্পনা করলে ত কোন লাভ নাই। ঐরূপ ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব ও বৃদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত অনাচার পাপাচারের অনুষ্ঠান করতে হয় তার সঙ্গে সম্বন্ধ চ্ছেদ করতে পারলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের মনে যেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে গিয়ে আমাদের হীন স্বার্থের যাহারা বিরোধী তাদের যাহাতে সহজে ধ্বংস করা যায় এরূপ যন্ত্র আবিষ্কারের দুরাকাঙ্ক্ষা না জন্মে। বিশ্ব মানবের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের উচ্চাদর্শের বৈশিষ্ট লইয়াই যেন ভারতের জাতীয় জীবন গঠিত হয়। তাই বলছিলাম, মানুষের উপর অন্যায় ভাবে প্রভুত্ব করবার শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণে মনুষ্যত্বের আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হবার প্রবৃত্তি লোকের মনে জাগিয়ে দিতে চেষ্টা কর না, শক্তি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সংযম শিক্ষাই ভারতীয় সাধনার প্রধান অঙ্গ।

ওদের প্রমোদ উদ্যানের ঐশ্বর্য্য দেখে তোমার তাক লেগে গেছে, ওদের অহরহ আমোদ প্রমোদের উত্তেজনার আবেশে তোমার মন ভরপুর হ'য়ে আছে, ওদের আহার বিহারের বিলাসিতার ঢেউয়ে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো যে ঐ সব ঐশ্বর্য্য ইতিহাস আলোচনা করলেও বুঝতে পারবে উহার অন্তরালে কত দেশের কত দরিদ্রের অশ্রুজল ও অভিশাপ নিহিত রয়েছে।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় নরনারীর ক্রয় বিক্রয়, কোম্পানির আমলে ভারতের অর্থ লুট, চা বাগানের শ্রমজীবীদের উপর নৃশংস ব্যবহার, মদ ও আফিংএর পাপ ব্যবসায়ে লোকের মনুষ্যত্ব নাশ এবং আরও কত শত পৈশাচিক অনুষ্ঠান যে ঐ সমস্ত বল নাচ ও থিয়েটার, মদ্য মাংসের পান ভোজন ও খেলা ধুলার উন্মাদন এবং ঐ ধরণের উত্তেজক বিলাস ভোগের ভিত্তি গঠন করেছে তাহার হিসাব করলে তোমার মনেও ঐরূপ ঐশ্বর্য্যের অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রশমিত হ'য়ে আসবে। শুধু তাহাই নয় ভোগ-মূলক সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ভিতরই এমন একটা প্রবল ক্রমবর্দ্ধিত বাসনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে যে এমন এক সময় আসে যখন ইন্ধনের অভাবে তাহা সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের কর্ত্তার দেহ মনও ধ্বংস করিয়া ফেলে। বাকী থাকে শুধু নৈরাশ্য ও অবসাদ, অপমান ও লাঞ্ছনা এবং পূর্ব্বস্মৃতির মর্ম্মদাহী যাতনা। তাই বলি ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের মোহে অভিভূত হয়ে এই প্রাচীন দেশের সরল সহজ লোকগুলিকে আর বিপথগামী করতে চেষ্টা ক'র না, প্রকৃত মনুষ্যত্বের কঠোরতার ভিতর দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন যাতে ঠিক ভাবে গড়ে উঠে তাহারই সহায়তা কর। তুমিও ধন্য হবে, দেশও ধন্য হবে, এবং সমগ্র জাতি সমূহের নিয়ন্তা ভগবানও প্রসন্ন হবেন।

শোক সংবাদ—

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি, ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় বহু দিন জ্বরে ভুগিয়া গত ২২ শে ভাদ্র অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবুর বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা। উপেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে পুরুলিয়া একজন ভগবদ্‌বিশ্বাসী, দয়ার্দ্র-হৃদয়, পরোপকারী পুরুষ-রত্ন হারাইল। বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য ইনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ অটল ধৈর্য্যের সহিত অম্লান বদনে কাল ব্যাধির অব্যক্ত যন্ত্রণা ইনি সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে মনে হয়, তিনি প্রকৃত যোগী ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের মনে শান্তি দান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

"ধানবাদ" বাসীর পত্র—

গত ১৩ই ভাদ্রের "মুক্তি"তে জিলা বোর্ডের কতিপয় নির্ব্বাচিত সদস্যের কর্ত্তব্যের অবহেলার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া জনৈক "ধানবাদবাসী" একখানা পত্র লিখিয়াছেন। ইহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। "ধানবাদবাসী" লিখিয়াছেন—"আপনার বোধ হয় বিশ্বাস পুরুলিয়ার নির্ব্বাচিত সভ্যদের মতে মত দেওয়াই ধানবাদ সব ডিভিসনের সভ্যদের কর্ত্তব্য"। পরে আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"পুরুলিয়ার সভ্যদের মতে মত না দিলেই যে কর্ত্তব্যে অবহেলা হয় এ কথা ধানবাদের সভারা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না"। "ধানবাদবাসী" আমাদের মন্তব্যের ভিতর হইতে এই সারটুকু যে কি উপায়ে সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন আমরাও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাঞ্জল ভাষায় এই কথাই আমরা বলিয়াছিলাম যে, খাংসাই-পুল সম্বন্ধে আলোচনা উপাপন করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাঁহারা ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা হইয়াছে। প্রস্তাবের বিপক্ষে যাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও সদরের সদস্য দুই একজন ছিলেন আবার স্বপক্ষে যাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও ধানবাদের দুই এক জন ছিলেন। যাঁহারা কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই, নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও সদর এবং ধানবাদ—দুই মহকুমারই লোক ছিলেন। এ অবস্থায় পুরুলিয়ার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মতে মত না দেওয়ার জন্যই ধানবাদের সদস্যগণকেই নিন্দা করা হইয়াছে—এরূপ কথা উঠিতে পারে কি করিয়া? পুল সংক্রান্ত ব্যাপারে বোর্ডের যে টাকাটা অপব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মানভূমের টাকা; মানভূমের নির্ব্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের উচিত ছিল এই অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করা। তাহা যিনি করেন নাই, তিনি—সদরেরই হউন আর ধানবাদেরই হউন—সমভাবে দোষী। এই কথাই আমরা বলিয়াছিলাম। উল্লিখিত পত্রে আমাদের কথার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাতে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় থাকিলেও সত্যানুসন্ধিৎসার লক্ষণ নাই।

পুরুলিয়ার সদস্যগণ আমাদের উকিল নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার উত্তর তাঁহারাই দিবেন, আশা করি। সুতরাং বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। তবে, জিজ্ঞাসা করিতে চাই যদি ধরিয়াও লই যে, ইঁহাদের দোষ আছে, সেই কারণে শুধু তাঁহাদের উপরে প্রতিশোধ লইবার জন্যই গরীব প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের কথাটা যাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা না করিয়া থাকিলে, অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইয়াছে কি? মোট কথা আমরা ধানবাদও বুঝি না, পুরুলিয়াও জানি না—কেবল জানি মানভূম। মানভূম জিলার প্রজাদের স্বার্থ ব্যাপকভাবে রক্ষা করিবার জন্য যিনি চেষ্টিত হইবেন, তিনিই তাহাদের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য; ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা ভাবিয়া যিনি এইরূপ কার্য

করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহার প্রতিনিধি হইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই আমাদের বক্তব্য।

স্থানীয় সংবাদ

এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল ট্যাঙ্ক—

অতি বৃষ্টিতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অধিনস্থ উপরোক্ত ট্যাঙ্কটি জলে ভর্ত্তি হইয়া একটি পার ধ্বসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। পার ভাঙ্গিয়া গেলে প্রচণ্ড জলের বেগে সম্মুখস্থ ধান ক্ষেতগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত এবং উহার নিকটস্থ বাড়ী ঘরেরও ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এ ক্ষেত্রে কি করা যায় কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত শশধর গাঙ্গুলী মহাশয় এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন কমিশনার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন। বস্তায় বস্তায় "রাবিস" আনিল ভাঙ্গন স্থানের উপর ফেলান হইয়াছে। এখন ভাঙ্গিবার ভয় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

বন্যার সাহায্যে সাড়া—

গত মঙ্গলবার স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রাঙ্গনে মেদিনীপুর বন্যা পীড়িত স্থানে সাহার্য্য করিবার জন্য ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় এক রিলিফ কমিটি গঠন হইয়াছে। ডেপুটি কমিশনার সাহেব ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন ইহার সম্পাদক ও পুরুলিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ইহার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাস্থলে ২২৫৲ টাকা আদায়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ায় রায় বাহাদুর বামাচরণ রায় উকিল মহাশয়কে প্রেসিডেন্ট করিয়া এক সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত ৪০মণ চাউল, ২মণ চিড়া এবং ৪মণ লবণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া হইতে যে সমস্ত সেবক রিলিফ কার্য্যে যাইবে জয়দয়াল বসু তাহাদের যাতায়াত এবং আহার্য্য ব্যয় বহন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পুরুলিয়াতে কতিপয় যুবক যে রিলিফ্ কমিটি গঠন করিয়াছিল তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা করিয়া প্রায় ১৫০৲ টাকা এবং কয়েক খানি কাপড় আদায় করিয়াছে। তন্মধ্যে ৫০৲টাকা রিলিফ্ কমিটির প্রেসিডেন্ট আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নিকট এবং ৫০৲টাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠান হইয়াছে। আরও আদায়ের চেষ্টা হইতেছে। সত্বরই আরও টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

তুলিন যুবক সমিতিও নানা প্রকারে আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। এ পর্য্যন্ত তাহারা ১২৲টাকা আদায় করিয়া রিলিফ কমিটিতে পাঠাইয়াছে। আরও আদায়ের চেষ্টা হইতেছে।

ঝরিয়া সংবাদ—

আমাদের ঝরিয়ার সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে—ঝরিয়ার হাটের ভিতরের রাস্তাগুলির অবস্থা বর্ষাকালে বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। রাস্তা গুলির মাঝে মাঝে এক একটী দুর্গন্ধময় কাদার ডিপো স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয় না॥ রবিবার সোমবার প্রভৃতি হাটের দিনে সাধারণের অবস্থা সময় সময় অতীব সঙ্কট জনক হইয়া উঠে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বে প্রাচীর সংলগ্ন ৫ইঞ্চি প্রায় রাস্তার ভিতর লছমন ঝোলার ন্যায় সঙ্কট জনক অবস্থায় পার হওয়া যে বিশেষ আমোদের বিষয় নহে তাহা ভুক্ত ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। একটু অন্যমনস্ক হইলে আর রক্ষা থাকে না। একেবারে ১০ইঞ্চি গভীর উৎকট দুর্গন্ধ যুক্ত কর্দ্দমে পথিকের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। আজ কাল ঝরিয়ায় নূতন ড্রেণের ব্যবস্থায় রাস্তাগুলির ক্রমোন্নত হইতেছে অথচ এই গুলির দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর এইগুলির ব্যবস্থা করিয়া "হেলথ বোর্ডের" নাম বজায় রাখিবেন।

ঝরিয়ার "জুয়েলার্স শিল্ডের" প্রতিযোগীতায় লোদনা এফ, সি, বনাম, ভাওরা ইষ্টার্ণ কোল স্পোর্টিং এর এই তিন দিনের খেলা গুলি বেশ উপভোগের মত হইয়াছিল। দুই দিন উপর্য্যুপরি সমান হওয়ার পর গত ৩রা সেপ্টেম্বর ভওরা ২—১ গোলে জয় লাভ করিয়াছে। ভওরার খেলার শৃঙ্খলা সন্তোষ জনক। স্থানীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের যত্নে এবৎসর খেলা গুলি মন্দ হইতেছে না। ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে শ্রীযুক্ত ঠক্কর মহাশয়ের "খ্যাকারস চ্যালেঞ্জ শিল্ডের" খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ঝরিয়া এফ্,এর হস্তেই সমস্ত খেলা বন্দোবস্তের ভার পড়িয়াছে।

ঝরিয়াতে বিদায় অভিনন্দন—

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শেট শ্রীযুক্ত হরদেব আগরওয়ালা এবং তাঁহার পুত্র শেট শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন লাল আগরওয়ালা মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহাদের বাগান বাটীতে ডিষ্টিক্ট ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার রায় সাহেবের বিদায় উপলক্ষে একটী টী পার্টি ও সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট বাবু বিনয় ভূষণ মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর অনেক ভদ্রলোক ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় কেশব বাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া এবং তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

অস্থায়ী রিলিফ কমিটি কর্ত্তৃক মেদিনীপুরের জন্য আদায়—

৬।৯।২৬—তারিখে মুন্সেফডাঙ্গায়—২২৲টাকা এবং খুচরা আদায় ও গান বিক্রি—৭/১০।

৭।৯।২৬—তারিখে মুন্সেফডাঙ্গায়—২২৷৫ পয়সা এবং খুচরা আদায় ও গান বিক্রি—৩৮১৫

৮।৯।২৬—তারিখে মোট আদায়—২৸০ আনা

৯।৯।২৬—তারিখে মুন্সেফডাঙ্গায়—১২৷৵০ আনা। গাড়োখানায়—৯৲টাকা। খুচরা আদায় ও গান বিক্রি—৯৷৶০

১০।৯।২৬—তারিখে নডিহায়—১৫৶০আনা। অন্ধ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ ২৫খানা নূতন কাপড় দান করিয়াছেন।

১১।৯।২৬—তারিখে নডিহায়—৩৭৷৶০আনা

দ্রষ্টব্য—বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

খেলা ধুলা

পুরুলিয়া—

(১) "কমলা মেমোরিয়েল চেলেঞ্জ শিল্ডের" প্রথম রাউণ্ডের খেলা গত কল্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত কল্য "খড়্গপুর

ইণ্ডিয়ান রিক্রেশন (এ,)" বনাম, "পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের" খেলা হইয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত ভাবে খেলা চলিতে থাকিবে—

প্রথম রাউণ্ড—(ক) বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল, বনাম, বাঁকুড়া উয়েস্‌লিয়েন কলেজ—১৪।৯।২৬; (খ) চাইবাসা টাউন ক্লাব, বনাম, পুরুলিয়া টাউন রিজার্ভ—২০।৯।২৬; (গ) রাঁচি ফুটবল ক্লাব, বনাম, পুরুলিয়া টাউন ক্লাব—১৮।৯।২৬; (ঘ) আদ্রা ইণ্ডিয়ান রিক্রেশন, বনাম, পুরুলিয়া পুলিশ ক্লাব—১৯।৯।২৬; (চ) গড়গপুর ইণ্ডিয়ান রিক্রেশন (বি), বনাম, পুরুলিয়া জিলা স্কুল—২১।৯।২৬।

দ্বিতীয় রাউণ্ড—(১) "ক"এর জয়ী, বনাম, জামসেদপুর কোক ওভেন; (২) "খ"এর জয়ী, বনাম "ঘ"এর জয়ী; (৩) "চ"এর জয়ী, বনাম, মেদিনীপুর কলেজ ইউনিয়ন; প্রথম দিনের খেলার জয়ী, বনাম, "গ"এর জয়ী।

সেমি ফাইনেল—(এ) "৪"এর জয়ী, বনাম, "২"এর জয়ী; (বি) "১"এর জয়ী, বনাম, "৩"এর জয়ী।

ফাইনেল—"এ"এর জয়ী, বনাম, "বি"এর জয়ী।

দ্রষ্টব্য—প্রত্যহ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় খেলা আরম্ভ হইবে। খেলার অন্যান্য দিন পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

(২) **ঝরিয়া**—"ইণ্টার স্কুল ক্যাংলি কাপের" খেলা এখানে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রবেশ মূল্য ২৲ টাকা এবং খেলায় যোগদান করিলে ইহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। বিদেশ হইতে যে সকল দল খেলিতে আসিবে স্থানীয় হাইস্কুলে তাহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইবে। ফাইনেল প্রতিযোগিতায় দুই দলকেই ২২টি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। খেলার তারিখের তালিকা যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে।

(৩) **"নোয়াগড় রাজ চেলেঞ্জ শিল্ড"**—এবার এই শিল্ডের চতুর্থ বৎসর আরম্ভ হইল। গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে খেলা আরম্ভ হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী খেলা চলিতেছে।

প্রথম রাউণ্ড—এ। কোল ফিল্ড সেভ্রা, বনাম, গোম ই, আই, আর, (বি)—৫।৯।২৬; বি। মহুদা রিক্রেশন ক্লাব, বনাম, কাতরাস স্পোর্টিং ক্লাব—৬।৯।২৬; সি। ইষ্টার্ণ স্পোর্টিং ক্লাব, বনাম, রভারস্ সেভ্রা—৮।৯।২৬; ডি। ভাগা স্পোর্টিং ক্লাব, বনাম, গোম ই, আই, আর, (এ)—১০।৯।২৬; ই। ধানবাদ সেটারডে ক্লাব, বনাম; কোক এণ্ড কোল সেভ্রা—১২।৯।২৬; এফ্। ঝরিয়া কুমার এফ, সি, বনাম, ভজুডি রিক্রেশন—১৩।৯।২৬; জি। বাগমারা ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন, বনাম, এস, বি, বি, এ ফুটবল ক্লাব—১৫।৯।২৬; এইচ্। ভজুডি রিক্রেশন (বি), বনাম, কুষ্টর এফ, সি—১৬।৯।২৬।

দ্বিতীয় রাউণ্ড—আই। "এ"এর জয়ী, বনাম, "বি"এর জয়ী—১৯।৯।২৬; জে। "সি"এর জয়ী, বনাম, "ডি"এর জয়ী—২০।৯।২৬; কে। "ই"এর জয়ী, বনাম, "এফ"এর জয়ী—২২।৯।২৬; এল্। "জি"এর জয়ী, বনাম, "এইচ"এর জয়ী—২৩।৯।২৬।

সেমিফাইনেল—১। "আই"এর জয়ী, বনাম, "জে"এর জয়ী—২৬।৯।২৬; ২। "কে"এর জয়ী, বনাম, "এল্"এর জয়ী—২৭।৯।২৬।

ফাইনেল—"১"এর জয়ী, বনাম, "২"এর জয়ী—৩।১০।২৬।

দ্রষ্টব্য—সমস্ত খেলা নোয়াগড় রাজার পলো গ্রাউণ্ডে ৫টার সময় আরম্ভ হইবে।

বিবিধ সংবাদ

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর গৌহাটীতে আগামী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমত্যানুসারে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আগামী কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বরিশালে সত্যাগ্রহ—

বরিশালের অন্তর্গত পটুয়াখালী নামক স্থানে গত জন্মাষ্টমীর মিছিল লইয়া এক গোলযোগ বাধে। প্রত্যেক বৎসর কীর্ত্তন সহ জন্মাষ্টমীর মিছিল সহরের প্রত্যেক রাস্তা পরিভ্রমণ করে কিন্তু এবার কয়েকটি রাস্তায় মিছিল যাইতে পারিবে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দেয়। হিন্দুগণ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সব রাস্তা দিয়াই যাইবার সংকল্প করে। নিষিদ্ধ স্থানে গেলেই পুলিশ কীর্ত্তনকারীদের গ্রেপ্তার করে। ইহাতেই সত্যাগ্রহের সূত্রপাত হয়। রোজই ৪।৫ জন করিয়া হিন্দু যুবক নিষিদ্ধ স্থানে কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছে আর গ্রেপ্তার হইতেছে। আজ প্রায় ১২ দিন যাবত এ সত্যাগ্রহ চলিতেছে। বরিশালবাসিগণ এই আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থাদি আদায়ের এবং নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত মোটমাট প্রায় ৫০ জনের উপর গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বন্যাবিধ্বস্ত মেদিনীপুর—

সাহায্য সমিতির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে সবঙ্গ ও পিঙ্গলা থানার লোকেরই অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখনও ৫।৭ ফিট গভীর এমন ভাবে প্রায় ৮৫ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান জলের নীচে রহিয়াছে। ২৫০০ বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে তাহার ফলে ৫০০০০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। কর্ম্মিগণ নৌকা অভাবে কলা গাছের ভেলা দিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া সাহায্য করিতেছে। অনেক স্থলে গ্রামবাসিগণ ২।১ দিন উপবাস করিয়া গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। লোকদের ব্যবস্থা হইলেও শিশুরা দুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। মানুষ ও গরু বাছুরের মৃতদেহ জলে ভাসিতেছে ইহাতে জল দূষিত হইয়া কোন কোন গ্রামে ব্যারাম পীড়া দেখা দিয়াছে। বন্যাপীড়িত লোকদের বাঁচাইতে হইলে প্রত্যহ ২৫ মণ চাউল, ৫ মণ ডাল ও ২ মণ লুন দরকার। অন্ততঃ আরও ১ মাস এইরূপ চালাইতে হইবে। ইহাতে প্রায় ১০০০০৲ হাজার টাকার দরকার। তারপর এক বৎসর প্রায় দুই হাজার লোককে সাহায্য করিতে হইবে।

আবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—

জন্মাষ্টমীর ব্যাপার লইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন আবার জলিয়া উঠিয়াছে। গত মঙ্গলবার মির্জ্জাপুরে এক জন্মাষ্টমীর মিছিল মস্‌জেদের সম্মুখে পৌঁছিলে মুসলমানেরা আক্রমণ করিয়া কয়েকটি বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং প্রায় ৯ জন লোককে আহত করে। সশস্ত্র পুলিশ ঘটনা স্থলে আসিলে দাঙ্গা থামিয়া যায়। যখন মস্‌জেদের নিকট মিছিল পৌঁছিয়াছিল তখন নমাজের সময় ছিল না এ ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত ১১০ জন মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ঢাকাতেও এই জন্মাষ্টমীর মিছিল লইয়া এক গোলযোগ পাকিয়া উঠিয়াছে। ঢাকার নবাব বাহাদুর পূর্ব্ব হইতে একটা মিটমাটের চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। মুসলমানেরা

জিদ্ ধরিয়াছেন যে এবার মস্‌জিদের সম্মুখে মিছিলকারীরা বাজনা বাজাইতে পারিবে না। হিন্দুরা চির চরিত প্রথার উপরে এইরূপ হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে রাজী হয় নাই। ফলে মুসলমানেরা মিছিল বয়কট করিবে বলিয়া স্থির করে; এই উদ্দেশ্যে নানা স্থান হইতে বড় বড় মৌলানাদের ফতোয়া আনাইয়া মুসলমানদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইরূপ চেষ্টা সফল হইয়াছে। কোন মুসলমানই মিছিলে যোগ দেয় নাই। এবার দর্শকের ভীড় বেশী হয় নাই। মুসলমান বাদক অভাবে নানা স্থান হইতে হিন্দু বাদক আনিয়া মিছিল চালান হইয়াছিল। মিছিলে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য দলে দলে হিন্দু স্বেচ্ছা সেবক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রায় ১০০০ কলেজের ছাত্র প্রশংসনীয় উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর মিছিল ভাঙ্গিয়া গেলে স্ত্রীলোকদের উপর বা অন্যান্য পথিকের উপর যাহাতে কোন রকম অত্যাচার না হয় তজ্জন্য নারিন্দাতে একদল স্বেচ্ছা সেবক প্রেরিত হয়। স্বেচ্ছা সেবকেরা সেখানে পৌঁছিলে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং এক দাঙ্গা বাধিয়া যায়। সশস্ত্র পুলিশ পৌঁছিলে দাঙ্গা থামিয়া যায়। এখানে কয়েকজন মুসলমান এবং দুইজন সেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সহরে সর্ব্বত্র সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। গত ৯ই তারিখে নবাবপুরের সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহরের স্থানে স্থানে কিছু গোলমাল হইয়াছিল। কোথায়ও কোথায়ও ছোরা চলিয়াছিল। নারিন্দাতে এই দিন আবার স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা বাধিয়াছিল। এই দুই দিনই মুসলমানেরা সম্পূর্ণ হরতাল করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ ঢাকার অবস্থা ভীষণ সঙ্গীন ভাব ধারণ করিয়াছে। সহরে স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্য হইয়া সহরে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছে। প্রকাশ যে ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আরও ৩।৪ জন এই দাঙ্গার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মহাত্মাজীর নিকট নিবেদন—

ডাঃ মামুদ প্রমুখ ভারতের কয়েকজন নেতা এই সঙ্কট সময়ে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য মহাত্মাজীকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। মহাত্মাজী তাহার এক সুযুক্তি পূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে এইরূপ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি মনে করেন না। ভারতের বহু নেতা এখন মনে করিতেছেন, সাম্প্রদায়িকতার ভিতর দিয়াই জাতীয়তার ভাব দেশবাসীর মনে জাগাইতে হইবে; এইরূপ না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই অবস্থায় নেতৃত্ব গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা কংগ্রেসের বর্ত্তমান কাউন্সিল সম্পর্কীয় নীতির সার্থকতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, সুতরাং এবিষয়েও নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। বর্ত্তমানে চরকা প্রচার, জাতীয় শিক্ষার উন্নতি সাধন প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত আছেন তাহা দ্বারাই দেশের অধিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি মনে করেন।

প্রেরিত পত্র

(লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১৩ই ভাদ্র সোমবারের "মুক্তি"তে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের নির্ব্বাচিত সভ্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আপনার বোধ হয় বিহার পুরুলিয়ার নির্ব্বাচিত সভ্যদের মতে মত দেওয়াই ধানবাদ সাবডিভিসনের সভ্যদের কর্ত্তব্য। ধানবাদের মেম্বারেরা সেই ভাবে কর্ত্তব্য পালন কিছুকাল করিয়াছিল; কিন্তু পুরুলিয়ার সভ্যদের ধানবাদ সাবডিভিসন সম্বন্ধে Step Motherly Affection ক্রমশঃ এতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে যে তাহাদের সঙ্গে ধানবাদের সভ্যদের একমতে কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। পুরুলিয়ার সভ্যদের ধানবাদ সম্বন্ধে উপস্থিত মনোভাব এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর স্বার্থ দেখিয়া কার্য্য করিতে হইলে মনোনিত মেম্বারদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য্য না করিলে ধানবাদ মেম্বারদের অন্য উপায় নাই। পুরুলিয়ার সভ্যদের ইচ্ছা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের টাকা যেন ধানবাদের কোন কার্য্যে ব্যয় না হয়; পুরুলিয়ার জন্যই যেন ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড।

বোর্ডের কার্য্যাবলিতেও দেখা যায় ধানবাদের জন্য কোন খরচের প্রস্তাব হইলেই তাহা পরিত্যক্ত হয় এবং পুরুলিয়ার জন্য কোন খরচের প্রস্তাব হইলে তাহা সাগ্রহে গৃহিত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে বোর্ড ৩০টী কূপ খননের প্রস্তাব করে। পুরুলিয়ার মেম্বারেরা স্থির করিলেন সদরে ২৪টী ও ধানবাদ সাবডিভিসনে ৬টী কূপ খনন করা হউক। যেন ধানবাদ কতই করুণা প্রার্থী, দয়া করিয়া তাহাকে ৬টি কূপ দেওয়া হইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর ধানবাদ ১০টী কূপ পাইয়াছে। গত অধিবেশনে—পাড়্‌রা যাইবার পথে যে সোহুই নদী আছে, তাহাতে পুল তৈয়ারীর প্রস্তাব হয়। পুরুলিয়ার সভ্যরা তাহাদের Motto (anything about Dhanbad must be disallowed) অনুযায়ী সকলেই সে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন এবং প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হয়। ধানবাদের মেম্বররা নির্ব্বাচিত, মনোনীত সকলেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। জানি না এ সব কার্য্যে ধানবাদের মেম্বাররা কর্ত্তব্য কতখানি অবহেলা দেখাইতেছেন এবং পুরুলিয়ার মেম্বাররা কতখানি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেছেন। নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ধানবাদের সভ্যরা মনোনীত সভ্যদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যুক্তিযুক্তই হউক বা অযৌক্তিকই হউক, পুরুলিয়ার সভ্যদের মতে মত না দিলেই যে কর্ত্তব্য অবহেলা হয় এ কথা ধানবাদের সভ্যরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না।

ইতি—

"জনৈক ধানবাদবাসী।"

স্বাধীনতার ইতিহাস

(শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

There is a sacred veil to be drawn over the beginnings of all Governments. (Burke.) ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জগৎ বিখ্যাত আইরিস বক্তা ও রাজনৈতিক এডমাণ্ড বার্ক পারলিয়ামেণ্টে কর্ত্তৃক ওয়ারেণ্ট হেষ্টিংসের বিচার কালে একথা বলিয়াছিলেন যে—সমস্ত রাজত্বের প্রারম্ভ আচ্ছেদ্য আবরণে আবৃত করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। তাঁহার মত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে "The Establishment of the English power in India is an ugly one." ভারতে ইংরেজ রাজ্য স্থাপনের চিত্রটি বড়ই বীভৎস"। নবাব সিরাজকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া হত্যা করার ব্যাপারে ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরেজ পুঙ্গবগণ রাজদ্রোহী ও স্বদেশদ্রোহী বাঙ্গালীগণের সহিত তাহাদের পাশব শক্তি মিলিত করিয়া যে বীভৎস লীলা করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ব্যাপার আরম্ভ হয়। ক্লাইভ এই ব্যাপারের নেতা, ব্রিটীশ এডমিরাল ওয়াটসন, মিঃ লাসিংটন, হলওয়েল প্রভৃতি ইংরেজগণ তাহার সহচর লর্ড ক্লাইভ যে বীজ বপন করিয়াছিল হেষ্টিংসের চেষ্টায় সে বীজ বৃহৎ বৃক্ষেপরিণত হইয়াছিল, লর্ড ওয়েলেস্‌লি ডালহাউসির চেষ্টায় সে মহাবৃক্ষ পুষ্প ফলে ভূষিত হইয়াছিল। সে কার্য্য প্রণালী কিরূপ তাহা বার্কের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি "I engage myself to make good to you these three propositions :—firstly I say there is not a single prince, state, or potentate, great or small in India with whom they (the British East India Company) have come in contact whom they have not sold; secondly I say that there is not a single treaty they have ever made which they have not broken; thirdly I say there is not a single prince or state who even put any trust in the Company who is not utterly ruined and none are in any degree secure or flourish but in the exact proportion of thus settled distrust and irreconcilable enmity to this nation." ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট সভার বক্তৃতা কালে বার্ক বলিয়াছিলেন "আমি নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় আপনাদের সমক্ষে প্রমাণ করিব:—প্রথমতঃ ভারতের যে সকল ছোট কি বড় রাজা বা রাজ্য ব্রিটীশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে এমন একজন রাজা বা একটি রাজ্য নাই যাহার সহিত তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই; দ্বিতীয়তঃ, তাহারা এমন কোন সন্ধি পত্র সম্পাদন করে নাই যে সন্ধি তাহারা নিজেরা ভাঙ্গে নাই; তৃতীয়তঃ, এমন কোনও একটী রাজা বা রাজ্য নাই যে কোম্পানির উপর একবার বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় নাই; এবং যে রাজা ব্রিটীশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর যে পরিমাণে বদ্ধমূল অবিশ্বাস ও শত্রুতা পোষণ করিয়াছে সে সেই পরিমাণে নিরাপদ ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে।"

ভারতে যে সমস্ত ইংরেজ ব্রিটীশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের স্বদেশবাসীর উক্তি পাঠ করিলেন। যাহা উপরে উদ্ধৃত করিলাম তাহা সামান্য নমুনা মাত্র। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে একবার তাহা পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন যে আমরা স্কুল কলেজে যে সমস্ত "ভারতবর্ষে ব্রিটীশ রাজত্বের ইতিহাস" নামধেয় পুস্তক পাঠ করিয়াছি ও যাহা বর্ত্তমানে ছেলেদের পড়ান হইতেছে তাহা ইতিহাস না গল্পপুস্তক। ছেলেদের "কথামালা" প্রভৃতি যে সমস্ত গল্পপুস্তক পড়ান হয় তাহার উদ্দেশ্য সকলেই বিদিত আছেন—গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়া। ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিক গণেরও একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা "গল্পচ্ছলে উপদেশ।" উপদেশটা এই—ব্রিটীশ রাজপুরুষগণ অতিমানুষ, তাহারা কোন কুকর্ম্ম করে নাই, তাহারা সকলেই ধর্ম্মের এক একটা অবতার, ভারতবাসিগণ তাহাদের তুলনায় কীট পতঙ্গ সদৃশ। ক্লাইভ প্রভৃতি যে কার্য্য করিয়াছিল, যে হীনতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা যে জাল সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করিয়া উমীচাঁদকে (আমিনচাঁদ) ফাঁকি দিয়াছিল তাহাও পরোক্ষে সমর্থন করা হইয়াছে ......"This is the only act in the bold and arduous career of Clive which does not admit of vindication, though he himself always defended it and declared that he was ready to do it a hundred times over, as Mr. Marshman observes." সাবাস্ মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ! স্কুলের কোমল মতি বালকগণকে এই উপদেশ দিবার জন্য কি ইতিহাস লিখিয়াছেন? পাঠ্যনির্ব্বাচক মণ্ডলীর নির্ব্বাচন-প্রণালীর উৎকর্ষের অন্ত মিলা ভার! মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ ক্লাইভের এই জাল করার ব্যাপারে নিজের কোন অভিমত প্রকাশ করিলেন না; কেন করেন নাই তাহার উদ্দেশ্য নিরাকরণ করা দুরূহ। তিনি মার্শম্যান সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া দায় হইতে খালাস পাইয়াছেন। মিঃ মার্শম্যান এই জাল ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "ক্লাইভের দুঃসাহসিক ও আয়াস সাধ্য কর্ম্মবহুল জীবনে একমাত্র কার্য্য যাহা সমর্থন করা যায় না; যদিও ক্লাইভ নিজে সর্ব্বদা এ কাযটা সমর্থন করিয়াছে এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছে যে এরূপ কার্য্য সে শত সহস্র বার করিতে প্রস্তুত আছে।" মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই কিন্তু মেকলে সাহেবের ন্যায় বাঙ্গালী বিদ্বেষী লেখকও এই সম্বন্ধে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "We almost blush to write— he (Clive) forged Admirall

Watson's name"—"আমাদের একথা লিখিতে লজ্জায় মুখ আরক্তিম হইয়া যায় যে, ক্লাইভ এডমিরাল ওয়াটসনের নাম জাল করিলে মিঃ স্মিথ লিখিয়াছেন— "Watson refused to sign the false document, but Clive ordered Mr. Lushington to sign his name." অস্থার্থ—"ওয়াটসন্ এই মিথ্যা দলিল দস্তখত করিতে অস্বীকার করিলে ক্লাইভ মিঃ লাসিংটনকে তাহার নাম দস্তখত করিতে আদেশ করে।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন "Clive descurded to the meanness" অর্থাৎ ক্লাইভ এইরূপ নীচত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত উক্তির একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। বালকগণকে কি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে! ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা ক্লাইভ যাহাকে ইংরেজ রাজপুরুষগণ Baron of Plassey—"পলাসীর ব্যারন" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন সে এইরূপ জাল করাতে কোন দোষ হওয়া স্বীকার করা দূরে থাক, বরঞ্চ বলিয়াছেন প্রয়োজন হইলে শত সহস্র বার এই কার্য্য করিব। বেশ কথা! আমরা বাঙ্গালী—লর্ড কার্জ্জনের (Lord Curzon) ভাষায় আমরা "Monumental Liars"—"মনিউমেন্টের মত বড় মিথ্যাবাদী"—আমরা বুঝিলাম ক্লাইভ সাহেবের নৈতিক চরিত্রটা কত উন্নত। মার্শম্যান সাহেব লর্ড ক্লাইভের জাল ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই বটে, তবে ক্লাইভ সাহেবের বর্ণনা করিতে যাইয়া "though" অর্থাৎ "যদিও" অব্যয় প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি? বরাহভূমের এলাকার রায়ডি গ্রামে যে ডাকাতরা নিজের দলের তিনটা লোকের মাথা কাটিয়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যদি কোন ডাকাত বলে, "হাঁ, আমি আমার দলের লোককে খুন করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আমরা এরূপ করিয়া থাকি এবং সুবিধা পাইলে আবারও করিব" বিচারক জজ কি তাহার এই উক্তি তাহার দোষ ক্ষালনের জন্য রায়ে লিখিবেন? মার্শম্যান্ সাহেব কি এই উক্তি দ্বারা লর্ড ক্লাইভের দোষের লঘুত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই? মিঃ ভিনসেন্ট স্মিথই বা কেন এ কথাটা উদ্ধৃত করিয়াছেন? বালকগণের নিকট তিনি কি নৈতিক আদর্শ উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন? এরূপ কার্য্যের কোন সমালোচনা না করিয়া, যদি কেবল ঘটনাগুলি বিবৃত করিতেন আমাদের কিছুই বলিবার ছিল না। যদি লর্ড ক্লাইভও তৎপরবর্তী কালের লুঠেরা, রক্ষক বেশী ভক্ষক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী-দলকে ইংরেজ ঐতিহাসিক প্রশংসা করিয়া ইতিহাস ছাপাইয়া নিজ জাতির গুন গরিমা পৃথিবীতে প্রচার করিতেন কিছুই আপত্তি করিতাম না। পৃথিবীতে অনেক প্রকারের গুণগ্রাহী আছে, তাহারা এই প্রকার গুণরাশির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু স্কুলের বালকগণের নিকট এই দুর্নীতির সমর্থন চেষ্টা কেন করা হইয়াছে, ইহার উত্তর শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তারা দিবেন কি? ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে উক্তরূপ যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, মহামতি বার্ক (Burke) তাহাই আচ্ছন্ন আবরণে অচ্ছাদিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই আবরণের অন্তরালে যে সকল বীভৎস ব্যাপার লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বিশ্বমানবের সমক্ষে ইংরেজকে হীন করিতে চান নাই। ইহার পরবর্ত্তী কালের প্রধান অভিনেতা—ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্। বার্ক এই সাম্রাজ্য নির্ম্মাতার চরিত্রের যে অতুলনীয় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহারই কিছু আভাস দিব, আশা রহিল।

(ক্রমশঃ)

আসুন আসুন

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন

বিজ্ঞাপন

কেশরগড় গ্রামে—নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

এতদ্বারা অবগত করা যায় যে আগামী ১০ই আশ্বিন সোমবার (ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর) যুগলকিশোর এষ্টেটের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের সুবিধা ও উন্নতিকল্পে কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট খোলা হইবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে। হাটে কোনরূপ ট্যাক্স লওয়া হইবে না। সাধারণের সহযোগ ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি—

যুগলকিশোর এষ্টেট, পুরুলিয়া। } শ্রীমতিলাল রায়, পরিচালক।

☞ হাট প্রতিষ্ঠার দিনে উৎসবাদির বন্দোবস্ত করা হইবে।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬।০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহুইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭।।০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। মহাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মল্লভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ।।৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে আনতে পারে না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি!! তেমনি ভাল!!!

"মুক্তি"—পূজা সংখ্যা

যাঁহারা "মুক্তি"র পূজা সংখ্যা বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট হইতে চান তাঁহারা সত্বর আবেদন করুন।

মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে। বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

নগদ মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।

শাখা :—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে চক-বাজারে রাজ নারায়ণ মেডিক্যাল হলের সম্মুখে রামগোপাল ব্রজবাসী আগ্রওয়ালের দোকানে ১নং ঘণ্টুর ঘিএর আটার লুচি ৸৵০ আনা সেরে পাওয়া যায়। দেশী চিনির সকল প্রকার সন্দেশ সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহলাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

Empire of India Life Assurance Co Ltd·

Notice having been given of the loss of Policy numbered 67610 on the life of Babu Bhakti prokas Sarkar of Purulia, a duplicate Policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

Alluon, Bharucha & Co.

Managers.

Bombay. the 26 th Aug. '26.

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷৴ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

৯ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার, ৩রা আশ্বিন ১৩৩৩, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৪০শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ৵০ ও ৸০ আনা, মকরধ্বজ- ৪৲—তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।৴০ ও ৷৷০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)**পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

বাজারে অধিকাংশ কেশতৈল অকথ্য ভেজাল-পরিপুর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রফেসার এম এন্ বানার্জির আবিষ্কৃত কৃষ্টাল নারিকেল তৈল, পারিজাতপ্রসূন ও সুগন্ধি কাঁচা তিল তৈল নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য আবেদন করুন।

বিহার মিসেলেনী ঃ

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেসক্রুপ্‌শন্ পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেসক্রুপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

দে শরৎচন্দ্র প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার সকল প্রকার খদ্দর আমদানী করা হইয়াছে, 'মুক্তি' কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন

খদ্দর কিনিয়া এ দরিদ্র নারায়ণের পূজা করুন।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ইং ১৯২৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে পুরুলিয়া জুবিলি টাউন হলে, মিউনিসিপ্যাল আফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল আফিসের প্রাঙ্গণে বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ৫॥ ঘটিকার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে।

(ক) কমিশনারগণের সংখ্যা—

১নং ওয়ার্ড হইতে	...	৪ জন
২নং „ „	...	৪ জন
৩নং „ „	...	৪ জন
এবং ৪নং „ „	...	৪ জন

কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবেন।

(খ) মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার তারিখ—

স্বয়ং নির্ব্বাচন-প্রার্থী অথবা তাঁহার প্রস্তাবক বা সমর্থক, প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের স্বাক্ষরযুক্ত মনোনয়ন-পত্র মিউনিসিপ্যাল আফিসে ভাইস্-চেয়ারম্যান্ অথবা মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিতীয় ক্লার্কের নিকট যে কোনও দিন আফিসের সময়ে দাখিল করিবেন। ইং ১৯২৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের অপরাহ্ণ ৪টার পর আর মনোনয়ন-পত্র গ্রহণ করা হইবে না।

(গ) ভোট দিবার সময় ও স্থান—

নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে ইং ১৯২৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরুলিয়া জুবিলি টাউন হলে, মিউনিসিপ্যাল আফিসে এবং আফিসের প্রাঙ্গণে প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটারগণের ভোট নেওয়া হইবে।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিস, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। } স্বাঃ শশধর গঙ্গোপাধ্যায় পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান।

ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যদি কলিকাতার দরে ঘরে বসিয়া পাইতে চান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। প্যাকিং ও মাশুল খরচ আমরাই বহন করি।

এজেন্ট:—

সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া।
Agent for Oriental Life Assurance Co. Ltd.

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত ইনজেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী এক

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

সুই, গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাক উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রক খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩।৹ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

হাঁপানী (এজমা), ক্ষয়কাস (থাইসিস), অর্শ, ভগন্দর, অগ্নি অম্লশূল, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাত, পক্ষাঘাত, বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদ বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি যে কোন কঠিন ব্যা আমাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে বিনা ওজ মূল্য ফেরত পাইবেন। এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেওয়া হয়।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**
এম, বি, (হোমিও
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বা
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

বলাই—বলি অত হন্ হন্ করে যাচ্ছ কোথায়?

কানাই—আর বলো না, জামাই এসেছে, কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি।

বলাই—বলি, এত খাবারের দোকান চকবাজারে থাক অত দূরে কোথায় যাচ্ছ?

কানাই—জামাইএর পাতে দেবার মত ভাল জিনিষ কি আর কোথায়ও পাওয়া যায়? **পোষ্টাফিসের সামনে রামকিঙ্কর নাগের এক দোকান আছে** সেখানে হরেক রকমের খাঁটি খাবার পাওয়া যায়। সেবার গিন্নীর অসু ছিল ঐ দোকানই আমার লজ্জা নিবারণ করেছে, কলকাতার জামাই ঘরের খাবার ছাড়া খায় না, কিন্তু সেবার খাবার খেয়ে বাজারের বলে বুঝতেই পারে নি।

লোহার কড়ি ও করগেট বিক্রেতা

আমরা লোহার কড়ি, বরগা, করগেট, কাঁটাতার, জাল, বেতের মুড়ি, পাইপ, রেলিং, খুঁটি, দরজা, জানালা, এবং সিমেণ্ট প্রভৃতি ইমারতের যাবতীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করি। দর বা মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা—**সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং**
স্থাপিত—ইং ১৮৭২
৬৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা।

"মুক্তি"

"বাঁধ, প্রাণে-প্রাণে প্রীতি-বন্ধন
যদি জীবন লভিতে বাসনা।
সবে লভি বল, বাধা ঠেলিয়া,
চল, কাজে চল, কথা ফেলিয়া
করি' বিধির করুণা যাচনা।"

—বিজয় চন্দ্র মজুমদার।

সন ১৩৩৩ সাল, ৩রা আশ্বিন সোমবার

দলের বহর

দল ক'রে ক'রেই দেশটা উৎসন্ন গেল, কিন্তু তবুও নূতন নূতন দল গঠন করবার প্রবৃত্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। গ্রামে যে দল গঠন হয় তার না হয় অজুহাত আছে যে গ্রামের লোক সব অজ্ঞ, তাদের বিচারশক্তি নাই, তাদের পরিণাম চিন্তা করবার ক্ষমতা নাই, তাই প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ ক'রে নিজেদের বলশালী করবার নিমিত্ত তারা দল গ'ড়ে তোলে। ধর্ম্ম বা সমাজ ক্ষেত্রেও অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারই দল গঠিত হওয়ার কারণ। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও দলগঠন কর্‌বার সংক্রামক ব্যাধি কিরূপে প্রসার লাভ করছে বুঝে উঠা দায়। যাঁরা বুদ্ধিমান, যাঁরা সূক্ষ্ম বিচারশক্তির প্রভাবে মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নির্ণয়ে জীবন পাত করছেন, যাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত, তাঁদেরও এক একটা নূতন নূতন দল সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তি দেখে অবাক্ হ'তে হয়। একে বর্ত্তমান ধরণের রাজনৈতিক ব্যাপার সব এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাতে বিজ্ঞেরা যদি পথ দেখাতে যেয়ে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন তা হ'লে অজ্ঞদের চিত্ত যে বিভ্রান্ত হবে তাতে আর বিচিত্রতা কি?

দেশে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হয় তখন সেকালকার নেতৃবর্গের চেষ্টা ছিল হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনার সুরে ভারতবাসীর অধিকারের কথা শাসনকর্ত্তাদের কাছে নিবেদন ক'রে তাঁদেরই করুণার উদ্রেক ক'রে দাসত্বের রজ্জুটা একটু শিথিল করা; এই দেশস্থ রাজপ্রতিনিধিবর্গের হৃদয় সেই প্রার্থনা বাণীতে বিগলিত না হ'লে তখন বৈধ আন্দোলন দ্বারা বিলাতের সব সহৃদয় লোকদের দৃষ্টি ভারতবাসীর অভাব অভিযোগের প্রতি আকর্ষণ ক'রে ব্রিটিশরাজের ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে প্রার্থিত অধিকার প্রদানে বাধ্য করা। কিন্তু বহুবৎসর ধরিয়া ঐরূপ আন্দোলনের ফলে যখন দেখা গেল যে ভারতবাসীর সুখ দুঃখের কথায় শুধু এখানকার স্বার্থান্বেষী রাজপুরুষগণই নয় বিলাতের চতুর ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণও কর্ণপাত করিতে নারাজ, তখন এই দেশের একদল লোকের মনে ধারণা হ'ল ঐরূপ পরানুগ্রহের উপর নির্ভর করলে আর চল্‌বে না, নিজেদের পায়ের উপর নিজেদের দাঁড়াতে হবে। এই ভাব যখন একটু বিস্তৃতি লাভ কর্‌ল তখন পুরাতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। সর্ব্বনাশ! অখণ্ড প্রতাপ ব্রিটিশ জাতিকে তাঁদের করুণার প্রতি অবিশ্বাসের কথা ব'লে চটিয়ে কোন লাভ নাই, অধ্যবসায় অবলম্বন ক'রে অবিশ্রান্ত বক্তৃতা ও বিরামহীন লেখনী চালাতে থাক, নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তোমাদের চীৎকারে বিরক্ত হ'য়েই হউক অথবা তোমাদের ওজস্বিনী ভাষার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবেই হউক ব্রিটিশজাতি দয়া পরবশ হ'য়ে তোমাদের সব প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। বড় বড় চাকরীও মিল্‌বে, লাট সভায় ব'সে বক্তৃতা করবারও সুযোগ পাওয়া যাবে আর শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ ক'রে ভারতবাসীকে কৃতার্থ কর্‌বার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাক্‌বে। ইহার উপর আবার ভাগ্যোদয় হ'লে তার রাজানুগ্রহসূচক বড় বড় উপাধিও মিল্‌বে। নির্ব্বোধের মত বেহিসাবী চাল চেলে সব মাটি ক'রে ফেল না। রাজনীতির তোমরা বুঝই বা কি, আস্তে আস্তে বাগ্ মানিয়ে কার্য্যোদ্ধার করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য"। বিজ্ঞ ও হিসাবীদের এবম্বিধ সতর্কতার বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে তাঁদের ছাত্রস্থানীয় অবাধ্য ও অশান্তের দল যখন "ভিক্ষায়াং নৈবচ" ধ্বনিতে তাঁদের গুরুস্থানীয় রাজনীতিবিশারদদের কাণ ঝালা পালা করতে লাগ্‌লেন, এবং প্রকাশ্যে উঁহাদেরই আন্দোলন প্রতিষ্ঠানে উঁহাদের ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌লেন ও যুক্তিদ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে দিবা রাত্রি দাঁড় টানিলেও রজ্জুবদ্ধ নৌকা যেরূপ এক পাও অগ্রসর হয় না, তদ্রূপ দাসত্বের ভাবে আবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন শত চেষ্টা করলেও স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হ'তে পারে না, তখন বেগতিক দেখে পুরাতন নেতারা ভয়ে ভয়ে তাঁদের রাজনৈতিক ঘরকন্না পৃথক করে ফেললেন। কিছু দিন পরে আত্মনির্ভরবাদী বিদ্রোহীর দল তাঁদের ত্যাগ ও কার্য্য কুশলতার প্রভাবে দেশের অধিকাংশ লোককেই তাঁদের নবীনমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে ফেলেছে দেখে ভিক্ষাবাদীর দলের অনেকে পরামর্শ ক'রে একটা আপোষ মীমাংসায় সম্মত হলেন। ক্রমে তাঁদেরই গড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কংগ্রেসটা নবীনদের দখলে এল। আত্মনির্ভরতার আন্দোলন ক্রমে অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হ'ল। কংগ্রেস সেই হ'তে জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার হ'য়ে আমলাতন্ত্রের সহিত সংস্রব ত্যাগ ক'রে অহিংসা অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে দেশের আবালবৃদ্ধ সকলের মনে স্বাধীনতা লাভের একটা সত্যিকার আশা

জাগিয়ে দিলে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রীতিমত নূতন ধরণের অহিংস প্রতিরোধের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এইরূপ যুদ্ধে অনভ্যাস হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে মূলনীতি অনুসরণের ব্যতিক্রম ঘ'টতে লাগল। মহাত্মাজীও লড়াই চালান অসম্ভব দেখে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হলেন। বিপক্ষও সুবিধা পেয়ে প্রথমে অন্যান্য সেনা নায়কদিগকে আটক ক'রে পরে মহাত্মাজীকে বন্দী ক'রে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে তাঁকে সরিয়ে দিল। কিছু-কাল পরে কোন কোন নেতা যখন মুক্ত হ'য়ে বাহিরে এসে বুঝলেন যে আন্দোলনটা আবার অন্য আকারে জাগিয়ে তুলতে হবে তখন তাঁরা অসহযোগের মূলনীতি অংশতঃ ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের ভিতরই স্বরাজ দল গঠন ক'রে কাউন্সিলের ভিতর প্রবেশ ক'রে ভিক্ষানীতির অনুচরদের প্রধান আশ্রয় কাউন্সিলকেই ভেঙ্গে দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এই কাউন্সিল্ ভাঙ্গার যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত না হ'তেই ইহার প্রধান পুরোহিত দেশবন্ধুর দেহান্তর ঘট্‌ল। তার পরে কেউবা নৈরাশ্যে ডুবে কেউবা পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তির সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে আবার নিজেদের দলগঠনে প্রবৃত্ত হলেন। কানপুরে কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে এই সমস্ত দলের অসারতা প্রতিপন্ন হ'লেও জাতীয় দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতৃবর্গ আপন আপন দলের পুষ্টি সাধনে ব্যস্ত হ'লেন। আবার কাউন্সিলে সদস্য নির্ব্বাচনের কাল নিকটবর্ত্তী হয়েছে তাই দলগঠনের বহর আরম্ভ হয়েছে। স্বরাজ্যদল প্রবল ব'লে তাকে পরাজিত করবার জন্য পারস্পরিক সহযোগীর দল, স্বতন্ত্র দল, জাতীয় দল এবং কোনও-দলে-নাই-এর দল আপন আপন মহিমা প্রচারে উদ্যত হয়েছে। দেশের জনসাধারণ এদের কথঞ্চিৎ পরিচয় না পেলে ভোট দেওয়ার সময় কর্ত্তব্য নির্ণয়ের অসুবিধা হ'তে পারে তজ্জন্য অতি সংক্ষেপে এইসব দলের বিষয় কিছু কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথমত, স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য কি তা সকলেরই পরিষ্কার করে জানা আবশ্যক, কারণ এই দলটিই কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত। কাউন্সিলে প্রবেশ ক'রে বাধামূলক নীতি অবলম্বনে কাউন্সিলের কার্য্য পণ্ড ক'রে সমগ্র জাতিকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করাই এই দলের উদ্দেশ্য। এই দল হ'তে যাঁরা সদস্যপদপ্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিই তাঁদের মনোনীত করেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই সরকার প্রদত্ত কোন চাকরী গ্রহণ করতে পারবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতিতে ইঁহারা সকলেই আবদ্ধ হয়েছেন। যে পর্য্যন্ত আমলা-তন্ত্র জনসাধারণের দাবী অনুসারে তাদের শাসন পদ্ধতির সংস্কার সাধন না করবে সেই পর্য্যন্ত এই নীতিই চল্‌তে থাক্‌বে।

তার পরে, পারস্পরিক সহযোগীর দল। এই দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারের অধীনে এই দলের সদস্যদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কোন বাধা নাই। আমলাতন্ত্র যে পরিমাণে কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কথা অনুসারে চলতে রাজী হবে, ইঁহারাও সেই পরিমাণে আমলাতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করতে রাজী আছেন। ডাক্তার মুঞ্জি, মহারাষ্ট্র নায়ক কেল্‌কার, জয়াকর প্রভৃতি এই দলের পরিচালক। বাঙ্গালাদেশের শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয় এই দলের সহিত যোগদান করেছেন। যখন দরকার বাধাদান এবং যখন দরকার ভিক্ষা আদায় এই দলের মূলনীতি। এই দলের সদস্যগণ সকলেই কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপতরায় এবং ভারত বিখ্যাত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য সম্প্রতি আর একটি দল সৃষ্টি করেছেন। এই দলের নামকরণ হয়েছে "স্বতন্ত্র কংগ্রেস দল"। এই দলের সদস্যগণ সাধারণের হিতকর প্রস্তাব সমর্থন করবেন এবং অমঙ্গলজনক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন। সরকারী চাকরী গ্রহণে ইঁহাদের কোন আপত্তি নাই। মধ্যপন্থী বা লিবারেল দলের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ এই যে, ইঁহারা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থেকেই কাজ কর্‌তে চান এবং কংগ্রেসকে তাঁদের মতানুবর্ত্তী করতেও প্রয়াসী হবেন, তবে কংগ্রেসের বাহিরের লোকও এই দলে যোগদান করতে পারবেন।

কোনও-দলে-নাই-এর দল তাঁদের কোন স্বতন্ত্রতা রাখবেন না, যখন যেরূপ সুবিধা বা উচিত মনে করেন কাউন্সিলে তখন তাই করবেন। কংগ্রেসের সহিত সম্বন্ধ রাখা না রাখার কোন প্রস্তাবই এঁদের নাই। তবে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর স্বার্থ সংরক্ষণই এঁদের মূলনীতি বলে এঁরা ঘোষণা করেছেন। এর পরে যে সব দল গঠিত হয়েছে তাদের কত আর নাম করব? লিবারেল্ দল, আবদার রহিমের দল, মান্দ্রাজের জষ্টিস দল, যুক্ত প্রদেশের আমল সভার দল প্রভৃতি সকল দলের একটা সাধারণ নাম দিলেও চলে। সেইটে আর কিছু নয় যো হুজুরের দল। এঁদের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কোন আলোচনাই অনাবশ্যক।

ভারতবর্ষে যদি এইরূপ দলের বহরই না থাকবে তা হ'লে ত্রিশকোটি লোকের বাসস্থান এই বিশাল দেশ মুষ্টিমেয় ইংরাজের অধীনে থাক্‌বে কেন? ধর্ম্মে দলাদলি, সমাজে দলাদলি, সাহিত্যসেবায় দলাদলি ত লেগেই আছে, তার উপরে এতগুলি রাষ্ট্রিয় দল কতকাল ধ'রে যে চল্‌তে থাক্‌বে তা বিধাতাই জানেন। এই সব দেখে শুনেই মহাত্মাগান্ধী জাতীয় জীবন গঠনের ভিত্তিস্থল সুদৃঢ় করবার জন্য চরকা ও জাতীয় শিক্ষাকে তাঁর কর্ম্মের আশ্রয় রূপে গ্রহণ ক'রে সবরমতী আশ্রমে তপস্যায় নিরত রয়েছেন। অভিজ্ঞতার ফলে সকলে যখন আপন আপন ভুল বুঝ্‌তে পারবে এবং সহজ পথে ফিরে আসবে তখন আবার তিনি কার্য্য ক্ষেত্রে চ'লে আসবেন। তিনি অবসর গ্রহণ করেন নাই, সময় হ'লেই আবার দ্বারে দ্বারে এসে সকলকে ডেকে বল্‌বেন—"যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে, স্বরাজ লাভ করতেই হবে"।

বি, এন, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য—

পুরুলিয়া ষ্টেসনের নিকটে মানবাজার রোড্ ও বাঁকুড়া রোডের উপরে রেলওয়ের যে দুইটি গুম্‌টীঘর (Level crossing) আছে, তাহার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান উপলক্ষে রেঃ কোম্পানি পুরুলিয়াবাসীর মস্তকে যে অনুগ্রহ ধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা সহ্য করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। কারণে অকারণে বৃহদাকার মালগাড়ী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিয়া লোকজন ও গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ করিয়াই যদি কোম্পানি সন্তুষ্ট হইতেন, তবুও বলিবার কিছু থাকিত না, কারণ "কালা আদ্‌মীদের" সময়ের আবার মূল্য কি? কিন্তু কেবল ইহাতেই তৃপ্ত না হইয়া, রক্ষীদের অনবধানতার ফলস্বরূপ দুর্ঘটনার ভিতর দিয়া যখন মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয় তখন কোম্পানির এই লীলা খেলা যে "কালা আদ্‌মীদেরও সহের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলে! শুনিতে পাইলাম, সম্প্রতি এইরূপ একটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ গুমটিঘর সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রতি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সাধারণের কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া পুরুলিয়াবাসিগণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

পুস্তক পরিচয়—

"সমাজ রেনু" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রনীত প্রাপ্তি স্থান—গোকুলনগর গ্রাম ও পোঃ, মেদিনীপুর; মূল্য ॥০ মাত্র। একটা ভাবকে কেন্দ্র করিয়া কবিতার সাহায্যে লোকশিক্ষা এই কাব্যগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। অবজ্ঞাত জাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের ব্যবহারে যে দুরপণেয় কলঙ্ক রহিয়াছে তাহা অধিকাংশ কবিতায়ই সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। "ভক্ত মাল" গ্রন্থের গল্প এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সহজ অথচ মনোরম ভাবে কবিতায় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে শূদ্রোদ্বোধন কবিতাটি খুবই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। আমরা এই শ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্থানীয় সংবাদ

সর্পাঘাতে মৃত্যু—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মতুটি গ্রামে ফুলা বাউরী নামক জনৈক সাপুড়ে সর্প দংশনে মারা গিয়াছে। প্রকাশ ঝাঁপতে রক্ষিত সর্পকে যখন আহার দিতে গিয়াছিল তখন ঐ সর্প তাহাকে হঠাৎ দংশন করে।

পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা—

কিছু দিন হইল গদিবেড়ো গ্রামে শ্রীযুক্ত রেঙ্গাচারি ও এন্, ডি, আচারি বি, এ, মহোদয়ের উদ্যোগে "তরুণ-সঙ্ঘ" নামক একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে। তাঁহাদের এ শুভ প্রতিষ্ঠান জয় যুক্ত হোক্। প্রত্যেক পল্লীতেই তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ভীষণ ডাকাতি—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় কাতরাস থানার বলুড়ি গ্রামের শ্রীযুক্ত কিশোরিমোহন পাহুরির বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ মশাল হস্তে তাহার বাটী প্রবেশ করিয়া দোকান হইতে আন্দাজ ২০০৲ দুই শত টাকা মূল্যের কাপড়, স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার ও নগদ কিছু টাকা লইয়া পলায়ন করে। দুর্ব্বৃত্তেরা কিশোরি পাহুরির পায়ে ও তাহার ভ্রাতা মুকুন্দের হস্তে গুরুতর জখম করিয়াছে।

মুকুন্দ, কিশোরি ও বাড়ীর বালকেরা কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছে। কাতরাসের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর এ পর্য্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

নৃশংস আচরণ—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার ৬ বৎসর বয়স্ক এক কন্যা সহ বি, এন, আর রেলে আসানশোল যাইতেছিলেন। এই কোম্পানির এক টি, টি, আই (T. T. I.) উক্ত ভদ্রলোকের নিকট কিছু বেশী মাল সঙ্গে থাকায় অতিরিক্ত মাশুল চায়। ভদ্রলোকটির সঙ্গে সেই সময় কিছুই ছিল না, ধরিতে গেলে একরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় ছিল। ভদ্রলোকটি গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া অতিরিক্ত ভাড়া দিবে বলাতেও চেকার জোড়পূর্ব্বক তাঁহাকে খাজুরা ষ্টেসনে নামাইয়া দেয়। এই নিঃসম্বল অবস্থায় কন্যাটি সহ ভদ্রলোকটি ষ্টেসনে সারাদিন প্রখর রৌদ্রের ভিতর পড়িয়া থাকেন। পিপাসায় এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া কন্যাটি জল জল বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু ষ্টেসন মাষ্টার বা ইহার সহকারীরা কেহই একটু জল চাহিলেও জল দেয় নাই। পরিশেষে ভদ্রলোকটি জিনিষপত্র জিম্মা রাখিয়া কিছু খাবার ও জলের সন্ধানে বাহিরে যাইতে চাহিলেও ষ্টেসন কর্ত্তৃপক্ষ দেয় নাই পরে মেয়েটি অস্থির হইয়া পড়ে ও কাঁদিতে থাকে। এই ক্রন্দন শব্দে সম্মুখস্থ কয়লা ডিপো হইতে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহদেব গুপ্ত নামে দুই জন ভদ্রলোক ব্যাপার কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসেন তাঁহারা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নিজেরা জামিন হইতে চাহিলেও ষ্টেসন মাষ্টার রাজী হয় নাই। অবশেষে এই দুই সহৃদয় ব্যক্তি ডিপো হইতে টাকা আনিয়া সমস্ত অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া ভদ্রলোকটিকে ছাড়াইয়া নেন এবং ইহাদিগকে সুস্থ করিয়া সমস্ত খরচ দিয়া গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দেন।

বিদায় অভিনন্দন—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অফিসের এবং ইন্‌স্পেক্টর অফিসের কর্ম্মচারিগণ ও ডিঃ বোর্ড অধীন স্কুলের পণ্ডিতগণ মিলিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সরকার রায় সাহেব মহাশয়কে এক বিদায় অভিনন্দন দেন। কেশব বাবু এক্ষন সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় টাউন হলে এক সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় সহরের এবং গ্রাম হইতে আগত অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অনেকে কেশব বাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া ও তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভা ভঙ্গের পর অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাগণ সমাগত ভদ্রবৃন্দের এক প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় "ফ্রেণ্ডস্ ইভিনিং ক্লাব" "রেশমী রুমাল" নাটকের অভিনয় করিয়া সমাগত ভদ্রবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন। অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

অভিযোগ—

জনৈক সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, ধানবাদস্থ ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ পল্লীগ্রামস্থ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকেও, মৌজা অথবা জমী বন্ধক রাখিয়া, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকৃত নহেন। কর্তৃপক্ষের মতে, সহরের লোককে টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু গ্রামের লোককে টাকা ধার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কোন গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত হইয়াও উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পান নাই। সংবাদ-দাতা মনে করেন, ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণের পক্ষে গ্রামবাসিগণের প্রতি এইরূপ উদাসীনতা কর্ত্তব্য নহে।

চাণ্ডিল জামসেদপুর রোড—

উক্ত রাস্তাটি সম্বন্ধে নানা অভিযোগ আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভেই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, এখন অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, গো-গাড়ী এবং লোকজনের যাতায়াত একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বহু কালভার্ট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্র্যাভেলের পরিবর্ত্তে মাটী বিছাইবার ফলে রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। জলনিষ্কাসনের পথ অতি অল্পপরিসর বলিয়াই কালভার্টগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—প্রচণ্ড জলের বেগ সহ্য করিতে পারে নাই। রাস্তার দুই ধারে ড্রেন না থাকাও রাস্তা নষ্ট হইবার অন্যতম কারণ। রাস্তাটি সদর মহকুমার মধ্যে একটি বড় রাস্তা; বহু লোকজন ও গো-গাড়ী এই রাস্তায় যাতায়াত করে। রাস্তাটি এইরূপে নষ্ট হওয়ায় স্থানীয় লোকের অসুবিধার একশেষ হইয়াছে। রাস্তার পাশের বহু ধানের জমীও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা এই ব্যাপারের প্রতি জিলা-বোর্ডের সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চাণ্ডিল সংবাদ—

জনৈক সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন—চাণ্ডিলে এবার ব্যাঘ্রের উপদ্রব বড় বেশী হইয়াছে। গত ৭।৮ বৎসর যাবৎ বর্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায়ই ব্যাঘ্রের উপদ্রবে চাণ্ডিলের নিকটস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ বৎসর চয়েনপুর, কচা, সাহেববেড়া প্রভৃতি চাণ্ডিলের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে দেড় দুই মাসের মধ্যে ৩০।৪০ টি গরু বাঘের কবলে পড়িয়াছে। গত ১৪-৯-২৬ তারিখে উগ্‌ড়ি গ্রামের ৬টি গরু বাঘের মুখে পড়িয়াছে। দেড় মাস পূর্ব্বে উক্ত গ্রামের বৃন্দাবন ভুঞার স্ত্রীকে এবং ৫।৭ দিন পূর্ব্বে গুরুয়া বাগালের স্ত্রীকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। লাসের কোন সন্ধান পওয়া যায় নাই।

পাউণ্ড-রক্ষক এখানে বিশেষ জুলুম করিতেছে। পাউণ্ডে গেলেই বার আনা পয়সা না দিলে আর গরু খালাস হয় না, গরু সেখানে এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা বা তখনই থাকুক না কেন। পাউণ্ডে গরুর খোরাকী—ঘাস, খড় কখনও থাকে না। লোকে পাউণ্ড রক্ষকের বিরুদ্ধে প্রায়ই উক্ত প্রকার অভিযোগ করিতেছে। যথোচিত তদন্ত করিয়া উক্ত অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ করা কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।

চাণ্ডিলের এবং চাণ্ডিল হইতে ইচাগড় যাইবার রাস্তা বড়ই খারাপ হইয়াছে—এ বিষয়ে জিলা-বোর্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বন্যার সাহায্যের সাড়া—

ঝরিয়ায় তত্রত্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের চেষ্টায় ও উদ্যোগে মেদিনীপুর রিলিফ ফাণ্ডের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। গতকল্য এখানে রিলিফ কমিটির সহায়তা কল্পে একটি থিয়েটারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

আমরা জানিতে পারিলাম পুরুলিয়ার "ফ্রেণ্ডস্ ইভিনিং ক্লাব" মেদিনীপুর বন্যার সাহায্য কল্পে ২৬শে সেপ্টেম্বর অভিনয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। উক্ত ক্লাবের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

ধানবাদে অন্নকষ্ট—

এ বৎসর ধানবাদ মহকুমার গ্রাম সমূহে অন্ন কষ্ট দেখা দিয়াছে। গ্রামের বহু লোক এক বেলা খাইয়া দিন যাপন করিতেছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই মজুরী করিয়া খায়। কলিয়ারীগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়াতে কাজ কর্ম্মও বিশেষ জুটিতেছে না। ধনী ব্যক্তিরাও কোন কার্য্য যোগাইতে পারিতেছেন না। গত বৎসর কৃষকগণ অতি সামান্য শস্য পাইয়াছিল। কাজেই এ বৎসরের চাষ না উঠা পর্য্যন্ত অতি কষ্টেই ইহাদের দিন কাটিবে। কেহ কেহ শাক সব্‌জী সিদ্ধ করিয়া খাইয়াই ২।১ বেলা কাটাইতেছে। চাউল পৌনে পাঁচ সের করিয়া টাকায় বিক্রয় হইতেছে। গত ৩০শে জুলাই তারিখে ধানবাদ লোক্যাল-বোর্ডের এক অধিবেশনে এ সম্বন্ধে এক আলোচনা হইয়াছিল কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই। আগামী অক্টোবর মাসের অধিবেশনে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আবার আলোচনা হইবে। লোক্যাল বোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ চৌধুরী এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব আনয়ন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যদি জিলা বোর্ড এ সময়ে পূর্ব্বের মঞ্জুরীকৃত কয়েকটি কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দেন তবে অন্নাভাবগ্রস্ত গ্রাম্য লোকেরা মজুরী করিয়া কোনওরূপে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ঝালদা সংবাদ—

ঝালদাতে তথাকার যুবক সমিতির উদ্যোগে গো-রক্ষা ও পল্লী সংগঠন বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রায় ২০।২৫ গ্রামের লোক জড় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত রাঁচির শ্রীযুক্ত রামশরণ দাস বাবাজী এবং শ্রীযুক্ত থাবলে রাম উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় একজন মুসলমান হাটে গরু বিক্রয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। সভায় খুব উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল। কৃষির উন্নতি ও গো রক্ষা এবং পল্লী সংগঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মোহন দাস সাধু, শ্রীযুক্ত থাবলে রাম, শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল, শ্রীযুক্ত রামশরণ দাস বাবাজী এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ হালদার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় যুবক সমিতির প্রয়োজনীয়তা, দেশের অবস্থা ও যাহাতে গো জাতি রক্ষা ও কৃষির উন্নতি হয় তৎ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের সফর ও পুরুলিয়ার খদ্দর প্রদর্শনী—

গত মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ জামসেদপুর যাইবার পথে এখানে অবতরণ করিয়াছিলেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি জামসেদপুরে এক বিরাট খদ্দর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। ইহাতে বিহারের নানা প্রকারের খদ্দর আমদানী হইয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও প্রতিষ্ঠানের খদ্দর নিয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। দ্বিজরাজ বাবু ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে খদ্দরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

জামসেদপুর হইতে রাজেন্দ্র বাবু পুরুলিয়ায় আসিবেন। এখানে এক বিরাট খদ্দর প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হইতেছে। ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। ইহাতে খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম এবং বিহারের বিভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকার খদ্দরের আমদানী হইবে। সম্ভবতঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন।

তৎপর তিনি ঝরিয়ায় গমন করিবেন। সেখানে ৩রা অক্টোবর হইতে এক খদ্দর প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে।

হত্যার সাজা—

তুদিন গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ পাঁড়ে নামক জনৈক যুবক ঐ গ্রামে বণ্ড মাসীকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। দায়রা জজের বিচারে আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অস্থায়ী মেদিনীপুর বন্যা সমিতি কর্ত্তৃক আদায়—

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

১২।৯।২৬ তারিখে ১২।৶১৫ এবং ১৫।৯।২৬ তারিখে ১৭৸৶ ও চাউল দশ সের আদায় হইয়াছে। এই কয়দিন বর্ষার জন্য আদায় স্থগিত আছে। ১৭।৯।২৬ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনকে আরও ৫০৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ যে ২৫ খানি নূতন কাপড় দান করিয়াছিলেন তাহা এবং অন্যত্র প্রাপ্ত ৩ টী পুরাতন কাপড় ও ১টী পুরাতন কামিজ রামকৃষ্ণ মিশনকে পাঠান হইয়াছে।

জিলা-বোর্ড—

গত ১৯২৪ সালে মানভূমের বর্ত্তমান জিলা-বোর্ড গঠিত হয়। বর্ত্তমান বোর্ডের সদস্যগণের মধ্যে ৮ জন সরকার-মনোনীত। অবশিষ্ট ২৪ জন নির্ব্বাচিত; ইহাদের মধ্যে ১৩ জন সদর মহকুমা হইতে, ৫ জন ধানবাদ হইতে এবং ৬ জন ইণ্ডিয়ান্ মাইনিং এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান্ মাইনিং ফেডারেশন হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত একজন সরকারী চেয়ারম্যানও আছেন।

সম্প্রতি এই ব্যবস্থার ত্রুটীর প্রতি বিহার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ একটা কথা সরকারের কাণে পৌছিয়াছে যে, উক্ত ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। এই সম্পর্কে বিহার সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সেক্রেটারী ছোটনাগপুরের কমিশনার সাহেবকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, নব বোর্ড গঠিত হইবার প্রাক্কালে ধানবাদের এ্যাডিশ্যনাল ডেঃ কমিশনার মিঃ হর্ণলে জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট এই মর্ম্মে একখানা নোট পাঠাইয়াছিলেন যে, সেস্ বাবদ বোর্ডের যত আয় হয় তাহার শতকরা ৮৫৲ টাকাই ধানবাদবাসীরা দেয়; এই শতকরা ৮৫৲ টাকার অধিকাংশই আবার কয়লার খনির মালিকেরা দিয়া থাকে।

হর্ণলে সাহেবের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া সেক্রেটারী মহাশয় এক ফর্দ্দ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সদর মহকুমা ৯২৩১৲ টাকা সেসের বিনিময়ে ১ জন, ধানবাদ মহকুমা ৫৪৪০৲ টাকা সেসের বিনিময়ে ১ জন এবং খনির মালিকেরা ১,০৮,৮০০৲ টাকা সেসের বিনিময়ে ১ জন করিয়া সদস্য জিলা-বোর্ডে পাঠাইয়া থাকে।

এই পত্রে আরও দেখান হইয়াছে যে, গত ১৯২১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে সদর মহকুমার লোক-সংখ্যা ১০,১০,৬৪৯ এবং ধানবাদ মহকুমার লোক-সংখ্যা ৪,৭২,০০০।

সেক্রেটারী মহোদয় উক্ত ফর্দ্দের প্রতি কমিশনার সাহেব এবং তাঁহার মারফৎ মানভূমের ডেঃ কমিশনার, জিলা-বোর্ড, ধানবাদ লোকাল বোর্ড, মাইনিং এসোশিয়েশন এবং ফেডারেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বোর্ডের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না—তৎসম্বন্ধে ইহাদের সকলের অভিমত সরকারের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রখানা মানভূম জিলা-বোর্ডে পাঠান হইয়াছে। বোর্ডের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে এই বিষয়ের আলোচনা হইবে।

সব্‌জজের মৃত্যু—

মানভূম সদর পুরের সবজজ ও এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেসন জজ মিঃ নরেন্দ্রলাল বসু দায়রার বিচার করিবার জন্য চাইবাসা গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন, অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহাকে সদর পুরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে গত ৬ই সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রিতে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বসু মহাশয় বিচক্ষণ ও সুবিবেচক বিচারক ছিলেন। তিনি রাঁচীর সুপ্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় দেবেন্দ্রলাল বসু মহাশয়ের পুত্র।

মোক্তারের বিপদ—

স্থানীয় জনৈক মোক্তারকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে পুরুলিয়ার মুন্সেফ ফৌজদারীতে অভিযুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বাঁকুড়ায় ইউনিয়ন বোর্ড—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র ভূষণ সিংহের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে:—

এই জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে; এই প্রচেষ্টা এই জেলার অধিবাসীদের স্বার্থের এবং ইচ্ছার একান্ত বিরোধী এজন্য এই সভা ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

খেলা ধুলা

পুরুলিয়া "কমলা মেমোরিয়েল চেলেঞ্জ শিল্ড"—

গত সপ্তাহের খেলা—১২।৯।২৬ তারিখে "খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন (এ)," বনাম, "পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের" খেলায় ভিক্টোরিয়া স্কুল ২-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। ১৪।৯।২৬ তারিখের খেলায় "বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়েন কলেজ" খেলিতে না আসায় "বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ" দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল। ১৮।৯।২৬ তারিখে "রাঁচি ফুটবল ক্লাব" বনাম, "পুরুলিয়া ফুটবল ক্লাবের" খেলায় পুরুলিয়া ক্লাব ৩-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। ২৯।৯।২৬ তারিখে "আদ্রা ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন ক্লাব" বনাম, "পুরুলিয়া পুলিশ ক্লাবের" খেলায় আদ্রা ক্লাব ৫-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে খেলা চলিতে থাকিবে—প্রথম রাউণ্ড—(ক) "চাইবাসা টাউন ক্লাব", বনাম, "পুরুলিয়া টাউন রিজার্ভ"—২০।৯।২৬ ; (খ) "খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন (বি)," বনাম, "পুরুলিয়া জিলা স্কুল"—২৪।৯।২৬।

দ্বিতীয় রাউণ্ড—(১)"ক"এর জয়ী, বনাম, "আদ্রা ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন"—২১।৯।২৬ ; (২) "খ"এর জয়ী, বনাম, "মেদিনীপুর কলেজ ইউনিয়ন ক্লাব"—২৫।৯।২৬ ; (৩) "পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউসন্," বনাম, "পুরুলিয়া টাউন ক্লাব"—২৬।৯।২৬ ; (৪) "বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ," বনাম, "জামসেদপুর কোক ওভেন"—৩০।৯।২৬।

সেমি ফাইনেল— (এ) "৩"এর জয়ী, বনাম, "১"এর জয়ী—২৭।৯।২৬ ; (বি) "৪"এর জয়ী, বনাম, "২"এর জয়ী—১।১০।২৬।

ফাইনেল—"এ"এর জয়ী, বনাম, "বি"এর জয়ী—৩।১০।২৬।

বিবিধ সংবাদ

স্যার মাইকেল ওডায়ারের নাম—

বোম্বাই কর্পোরেশনের স্কুল কমিটি স্থির করিয়াছেন যে প্রাথমিক স্কুল সমূহের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত একখানা উর্দ্দু পাঠ্য পুস্তক হইতে "স্যার মাইকেল ওডায়ার একজন লোক প্রিয় গভর্ণর ছিলেন"—এই কথাটি উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ঢাকার বর্ত্তমান অবস্থা—

কয়েকদিন দাঙ্গাহাঙ্গামার পর গত ১৫ই তারিখ হইতে ঢাকা অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। সহরের প্রায় সব দোকানই খুলিয়াছে। কারবারী অঞ্চলে লোক চলাচল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাড়াটিয়া গাড়ী সহরের সর্ব্বত্র চলা ফেরা করিতেছে পুলিশ সমস্ত সহরে চৌকী দিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী—

দক্ষিণ আফ্রিকা পার্লিয়ামেণ্টের ডেপুটেশন গত শনিবার বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। বিবিধ প্রতিষ্ঠান বিপুলভাবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে। ভারতীয় বণিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট এই প্রতিনিধিবর্গের সম্মানার্থ একটি উদ্যান সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছেন। মহাত্মাগান্ধীর উহাতে যোগদান করিবার কথা আছে।

কংগ্রেসের দলাদলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা নাইডুর মন্তব্য—

"ফ্রী-প্রেসের" জনৈক প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন যে যদি নির্ব্বাচন এত নিকটবর্ত্তী না হইত এবং স্ব স্ব দলের জয়ের আকাঙ্ক্ষা এত বলবত্তর না হইত, তবে বিভিন্ন দলের মধ্যে মত বৈষম্য দূর করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। নির্ব্বাচনের জন্য কিছুকাল জাতীর বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুন্ন হইতেছে। এই নির্ব্বাচন মত্ততা চলিয়া গেলে দল বৈষম্য দূরীভূত হইবে এবং তখন সকলে একত্রিত হইবেন।

তিনি আরও বলেন যে মহাত্মাজীর এখনও নির্জ্জনতা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার সময় হয় নাই।

জাগরণী

(শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়)

অধীনতা শৃঙ্খ'ল চরণ জড়িত তোর,
তবুও চেতনাহীন ভাঙ্গে না রে ঘুমঘোর!
বিজাতি বিদেশবাসী তোদের দেশের বুকে
চলে বীর পদভরে অবাধে মনের সুখে,—
মানুষ হইয়া ও রে দেহেতে থাকিতে প্রাণ
নীরবে জড়ের মত কে সহে এ অপমান?
পর পদ বিদলিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত—
জীবন যাপন করা কবে কার বাঞ্ছিত—
আততায়ী পদাঘাত চেতন করে না যাহে
স্বাধীন ধরার মাঝে সে কেন বাঁচিতে চাহে?
অসহায় দুর্ব্বল ক্ষীণ প্রাণ কীট সে ও
বিনিময় দংশয়ে চরণে দলিলে কেও।
কীটের অধম এই ঘৃণিত জীবন বল
ধরার কলুষ রূপে রাখিয়া কি হবে ফল?
যে মরণ ভয়ে তোরা কাপুরুষ ফেরুপাল!
পর পদে ক্রীতদাস রহিলি রে চিরকাল—
সে কাল কবল হ'তে কে বাঁচাবে কোন দিন
তবে কেন আজীবন রয়েছিস্ পরাধীন?
মানব সমাজ মাঝে যাদের মিলেনা ঠাঁই
বাঁচিবার সাধ এত?—বলিবার কথা নাই—
পীড়নে শোষনে ওরে দিন দিন হ'য়ে দীন—
মরে বেঁচে থাকা হায় হীন হতে হয়ে হীন!
এমন জীবন তরে মিছে কেন মায়া আর,
মরণের আগে শুধু ভয়ে মরা শতবার।
স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জীবন দে রে বলি
নিভিবার আগে দীপ বারেক উঠুক জ্বলি।

ছোটনাগপুর গো রক্ষা এবং জাতিশুদ্ধি সভার অধিবেশন

ইং৩রা অক্টোবর সন ১৯২৬, ১৬ই আশ্বিন ১৩৩৩সাল রবিবার বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত

ঝালদা বাজারে বিরাট সমারোহ

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনারা কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি— আজ ছোটনাগপুরের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? সন্তান সন্ততি দুগ্ধাভাবে এরূপ ক্ষীনজীবী প্রাণহীণ নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মান কেন? আজ কৃষকগণ বুভুক্ষু কুকুরের ন্যায় দ্বার হইতে দ্বারান্তরে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে কেন? ছোটনাগপুরের অধিবাসীরা দিন দিন দারিদ্র্য পীড়িত হইতেছে কেন?

ইহার মুল কারণ জাতি বিরোধ, পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং গো-মহিষাদির নিত্য হত্যা। এই সকল কারণেই আমাদের এরূপ দুরবস্থা। এ অবস্থায় উপদেশ ও বক্তৃতা শুনিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন ফল হইবে না। "আত্মোন্নতির জন্য যত্নবান হও" বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিলেই কার্য্য সমাধা হইবে না। দুই চারি আনা চাঁদা দিয়া, দায় মুক্ত হইলাম, ভাবিলেও চলিবে না। যখন ছোটনাগপুরবাসিগণ সুরাপান ও পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া গো-মহিষাদির রক্ষনাবেক্ষনে যত্নবান হইবে তখনই ছোটনাগপুরের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে। এই জন্য বিনিত নিবেদন করিতেছি যে, ছোটনাগপুরের হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ভ্রাতাগণ সকলে ঝালদার সভায় সমবেত হউন রাঁচী প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্বান এবং কৃতী ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া পরামর্শ করিয়া এই দুরবস্থার প্রতিবিধানে যত্নবান হইলে ও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ছোটনাগপুরবাসীর কল্যান হইতে পারে।

কম পক্ষে চারি আন চাঁদা দিয়া সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া উদ্যোগিগেণর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে ভুলিবেন না ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নিবেদকগণ :—

রাজা শ্রীউদ্ধব চন্দ্র সিংহ।	শ্রীপ্রমথ নাথ বসু।
শ্রীশিব নারায়ণ মোদি।	শ্রীপ্রেম চাঁদ মোদক।
শ্রীরাম প্রতাপ ঠাকুর।	শ্রীঅর্জ্জুন নাথ জী।

প্রেরিত পত্র

(লেখকের মতামত কেহ যেন সম্পাদকের মতামত বলিয়া গ্রহণ না করেন)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু,—

মহাশয়,

রেলকর্ত্তৃপক্ষের জুলুম——পুরুলিয়াষ্টেশনে বি, এন্ আর কোং গুদামভাড়া (wharfage) সম্বন্ধে যে নিয়মকানুন প্রচলন করিয়াছেন তাহাতে স্থানীয় ব্যবসায়িগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ অত্রস্থ লৌহ ও কয়লা ব্যবসায়িগণ রেলকর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। রেলকর্ত্তৃপক্ষ (Superintendent of Rates and Development) এই আবেদনের যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মাল আমদানী রপ্তানীর একমাত্র উপায় বলিয়াই বি, এন্ আর কোং ব্যবসায়িগণের কোন অভাব অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে রাজী নহেন। যদি ষ্টীমার পথে বা অন্য কোন কোম্পানীর রেলপথে এস্থানে মাল আমদানী করা চলিত তাহা হইলে বি, এন্ আর কোং এতাদৃশ স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। গুদামভাড়া সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"যেদিন মাল নামিবে সেইদিন হইতে তৎপরদিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাল ষ্টেশন হইতে তুলিয়া লইতে হইবে। যে মাল অবশিষ্ট থাকিবে তজ্জন্য দৈনিক মণ করা /০একআনা হিসাবে গুদামভাড়া দিতে হইবে।"

সচরাচর ব্যবসায়িগণের পুরা গাড়ীর (২০।২২টন) মাল আইসে। যদি সকালেই গাড়ী সাইডিংএ দেওয়া হয় তবে এই মাল নামাইতে বেলা ১২।১টা হইয়া যায়। তারপর এই মাল হিসাব মত গুনিয়া লইয়া ডেলভারি লইতে হয়। মাল গুদাম ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। ৩টার পর মাল গুণিয়া ডেলিভারি লইতে কিছু সময় কাটে। তারপর মাত্র ২।১ গাড়ী মাল তুলিতেই সন্ধ্যা হইয়া যায়। তৎপরদিবস ৮টার সময় মালগুদামে গো গাড়ী মাল তুলিতে আরম্ভ করে। ৪ঘণ্টা কাজের পর আবার তিনঘণ্টা বন্ধ। সকাল হইতে ১বেলা কাজের পর গাড়োয়ানেরা সচরাচর বৈকালে মাল তুলিতে চায় না। অতিকষ্টে তাহাদিগকে রাজী

করিলেও এই যেকো কাজ খুব কম হয়। একবার মাল বাজারে ফেলিয়া আসিতে না আসিতেই সন্ধ্যা হইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে বাজারে আসিতে ২টী রাস্তা আছে। এই দুইটী রাস্তাতেই গুমটী-ঘরের নিকট (Level crossing) গো-গাড়ীকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ ষ্টেশনে প্রায়ই গাড়ী শাণ্টিং (shunting) হইতেছে এবং দিনের মধ্যে বৃহদাকার মাল গাড়ীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে।

একদিনের মধ্যে ২০।২২ টন মাল তুলিতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কষ্ট হয় কিন্তু রেল কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে উদাসীন। কারণ কোম্পানী বেশ বুঝে যে ব্যবসায়িগণ অপারক হইলে রেল কোম্পানির গুদামভাড়ার তহবিল বাড়িবে তাহা ছাড়া এই কষ্ট দূরীকরণার্থ ও রেল কোম্পানির উপরে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই।

ষ্টেশন হইতে মাল তুলিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকিলে ব্যবসায়িগণ মাল তুলিতে অযথা বিলম্ব করিতে পারেন। এজন্য ব্যবসায়িগণের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া নিয়ম করিলে কাহারো তৎসম্বন্ধে আপত্তি থাকিতে পারে না কিন্তু যে নিয়ম ব্যবসায়িগণ মানিয়া চলিতে অসমর্থ বা যাহা জোরপূর্ব্বক চালাইলে ব্যবসায়িগণের বিশেষ কষ্ট হইবে তাহা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুমোদিত নহে।

যে দিন মাল নামিবে তারপর ২দিন (৪৮ঘণ্টা) পর্য্যন্ত মাল তুলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে অত্রস্থ ব্যবসায়িগণের অসুবিধা হয় না। এই মর্ম্মে আবেদন করা সত্বেও রেল কোম্পানী কোন পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নহেন। যে কয়লা এখানে মণকরা ৷৹-৷১০ পড়তা হয় তাহার জন্য দৈনিক/০আনা গুদামভাড়া দেওয়া যে কতদূর সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।

আশাকরি রেলকর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পুনর্ব্বিচার করিয়া ব্যবসায়িগণের অসুবিধা দূর করিবেন। হাত—পুরুলিয়া ৮।৯।২৬

"জনৈক ব্যবসায়ী"

রোগ ও তাহার প্রতিকার

(শ্রীনীলমনি ঘটক)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা রোগ বলিতে কি বুঝিব? যখন জীবনী-শক্তি অন্য কোনও একটা দুষ্ট শক্তির অধানে কার্য্য করিয়া স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করিয়া স্বচ্ছন্দ ভাব আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে, বিকৃত বা অস্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করিয়া অস্বচ্ছন্দ বোধ আনয়ন করে, তখনই রোগ হইয়াছে, জানিতে পারা যায়। অতএব রোগ একটি অবস্থা মাত্র, অস্বস্থ, অস্বচ্ছন্দ, অবস্থা, এবং এই অবস্থাটী জীবনী-শক্তিই আনয়ন করে, জীবনী-শক্তির বিকৃত ভাবে ক্রিয়া করার ফলে এই অবস্থা আনীত হয়। জীবনী-শক্তি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে এ অবস্থা আসিত না। রোগ তবে একটী বিশৃঙ্খল অবস্থা। এ কথাটী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, কেন না আমরা অনেক সময় রোগ ও রোগের ফলকে স্বতন্ত্র দেখি না। রোগের ফলকে আমরা রোগ বলিয়া থাকি। একটা ছেলের অন্ত্রে কতকগুলি ক্রিমি হইয়াছে, আমরা বলিয়া থাকি যে ছেলেটার ক্রিমি-রোগ হইয়াছে, এটা অসঙ্গত; কেন না ক্রিমিগুলি রোগের ফল মাত্র, ছেলেটার রোগ হইয়াছে বলিয়াই তাহার ক্রিমি হইয়াছে। ছেলেটা আরোগ্য হইলে তাহার অন্ত্রে আর ক্রিমি জন্মিতে পারিবে না। ক্রিমি কেবল মাত্র বিশৃঙ্খলাযুক্ত জীবনী-শক্তির কার্য্য। ছেলেটার জীবনী-শক্তিটা যদি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে পাইত, তবে ছেলেটার ক্রিমি তৈয়ার হইত না। কাজেই ছেলেটা আরোগ্য হইলে ক্রিমি কাজে কাজেই থাকিবে না। ক্রিমিগুলি জোর করিয়া অপসারিত করিয়া দিলে ছেলেটা আরোগ্য হয় না, তাহার আবার ২।৪দিন পরেই ক্রিমি হইতে দেখা যায়। কেন? যেহেতু ক্রিমিগুলি একবার একদিন অপসারিত করিয়া দিলে রোগের ফল মাত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, কারণ অপসারিত হয় নাই। মনে করুন কাহারও অত্যন্ত সর্দ্দি হইয়াছে। আমরা বলিয়া থাকি, লোকটার সর্দ্দি রোগ হইয়াছে, কিন্তু সর্দ্দি অর্থাৎ নাসারন্ধ্র হইতে অবিরত স্রাবটা রোগ নয়, রোগের ফল মাত্র। যদি ক্রিমিগুলি জোলাপের দ্বারা অপসারিত করিলে ক্রিমি হওয়া বন্ধ হইত, তাহা হইলে নাসিকা পথটী বেশ পরিষ্কার করিয়া স্রাবটাকে ঝাড়িয়া ফেলিলে সর্দ্দিও আরোগ্য হইবার আশা করা যাইত। কিন্তু তাহা হয় না। নাক ও তাহার ছিদ্রগুলি যতই ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা যায়, ততই স্রাবগুলি আবার জন্মিতে থাকে, ক্রিমিগুলিও তদ্রূপ যতই বাহির করিয়া দেওয়া হয়, ততই আবার ক্রিমি জন্মিতে থাকে। কারণ ধ্বংস না হইলে কার্য্য যাইবে কেন? ক্রিমি অথবা সর্দ্দি রোগের ফল মাত্র, তাহারা কেহই রোগ নয়। তাহারা মানব শরীরে দেখা দিলে জানিতে হইবে তাহার রোগ হইয়াছে, কেননা লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ক্রিমি বা সর্দ্দি যেন ঘোষণা করে যে মানুষটার রোগ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার জীবনী-শক্তির কার্য্য বিকৃত হইয়াছে। নতুবা তাহার ফল দেখা দিত না। ঐ বালকটার পৃষ্ঠে একটা প্রকাণ্ড ফোঁড়া হইয়াছে, ফোঁড়াটা রোগ নয়, রোগের ফল। ফোঁড়াটা কে করিয়াছে? জীবনী-শক্তিই তৈয়ার করিয়াছে। জীবনী-শক্তি স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিলে দেহের স্বাভাবিক প্রয়োজনমত নির্ম্মান কার্য্য করিয়া থাকে, এখানে বিকৃত-ভাবে কার্য্য করায় ফোঁড়া তৈয়ার করিয়াছে—নির্ম্মান অবশ্যই করিয়াছে, তবে কুনির্ম্মান বা অপ-নির্ম্মান করিয়াছে। রোগ ও রোগীতত্ত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে তবেই চিকিৎসাতত্ত্ব এবং আরোগ্যতত্ত্ব বিশদ হইবে।

রোগের বিষয় যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে "রোগ" বলিতে কি বুঝিতে হইবে, জানিলাম? জানিলাম যে রোগ এক প্রকার "অবস্থা"। কি প্রকার অবস্থা? ইহা একটী বিশৃঙ্খল অবস্থা। কাহার অবস্থা? আমাদের দেহের অবস্থা। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাটী কেন আসিল, কে আনিল? জীবনী-শক্তিই আনিয়াছে, যেহেতু অন্য একটী দুষ্ট শক্তি জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বিকৃত করিয়াছে। সর্ব্ব প্রথম জীবনী-শক্তি ঐ দুষ্ট-শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাহাকে পরাভব করিয়া নিজের স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঐ দুষ্ট শক্তিটী অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া তাহাকে জয় করিতে পারে নাই, কাজেই ঐ দুষ্ট শক্তির বশে স্বাভাবিকভাবে আর কার্য্য করিতে না পারিয়া বিকৃত ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। অতএব রোগ অর্থাৎ শরীরের বিশৃঙ্খল অবস্থাটী জীবনী-শক্তিই আনয়ন করিয়াছে। তাহার জন্যই দেহস্থ যন্ত্রাদির (এতদিন যে ভাবে কার্য্য করিতেছিল) একতান কার্য্য নষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে একটা অস্বচ্ছন্দ ভাব আসিয়াছে। ফলে দেহের মালিকের আর তৃপ্তি বা সুখ বজায় নাই "অসুখ" হইয়াছে। এই ছন্দহীন কার্য্য জন্যই দেহের কোনও স্থানে অনির্ম্মাণ. কোনও স্থানে কু-নির্ম্মাণ কোনও স্থানে বা অপ-নির্ম্মাণ হইতেছে। কোনও যন্ত্র অধিকতর কার্য্য করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছে ও হইতেছে, কোনও যন্ত্র অল্পতর কার্য্য করিয়া ক্রমেই কাজের অযোগ্য হইতেছে। স্থান বিশেষে অধিকতর পুষ্টি, আবার স্থানগুলিতে অল্পতর পুষ্টি কার্য্য চলিতেছে। দেহস্থ অসার পদার্থ নিয়মিতভাবে বহিস্করণ কার্য্য চলিতেছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, নানা গোলোযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকল রোগের ফল মাত্র। রোগ হইয়াছে বলিয়াই এ সকল হইতেছে। আমরা আর রোগকে ও তাহার ফলকে এক দেখিব না, রোগ স্বতন্ত্র, এবং তাহার ফলে কষ্টকর বাহ্য-লক্ষণাদি বিকাশ পায়, ইহাই বুঝিব।

রোগ ও রোগের ফলের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিভিন্নতা কোন্ খানে? এ সম্বন্ধে আরও কিছু অলোচনা বোধ হয় আবশ্যক। জীবনী-শক্তি একটা শক্তি,-পদার্থ নয়, বিশৃঙ্খলাযুক্তই হউক, বা স্বাভাবিকই হউক, জীবনী-শক্তি একটা শক্তি। যেমন বিদ্যুত একটা শক্তি, পদার্থ নয়, বস্তু নয়, তেমনি জীবনী-শক্তি একটা শক্তি। রোগটা বিকৃতি প্রাপ্ত জীবনী-শক্তির দ্বারা আনীত একটা অবস্থা। এবং লোকে সাধারণতঃ রোগ বলিয়া যাহা বুঝে, অর্থাৎ যাহাকে আমরা রোগের ফল বলিয়া কহিতেছি, সেটা কি? সেটা অনুভব-যোগ্য বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাতনা, বেদনা ও অন্যান্য কষ্টকর লক্ষণ সকল। আমরা রোগ দেখিতে পাই না, কেবল রোগের ফলই দেখিতে, শুনিতে বা অনুভব করিতে পারি। একটা নদীর স্রোত কোনও স্থানে বাধা প্রাপ্ত হইয়া কি অন্য কোনও কারণে বিপথে বহমান হইয়া কোনও স্থানে একটা প্রকাণ্ড বালীর চড়া ফেলিয়া স্তূপাকার করিল, এক্ষনে এই বালীর স্তূপটাকে আমরা কি বলিব? আমরা অবশ্যই স্তূপটাকে নদীর বিকৃতি-প্রাপ্ত স্রোতের কার্য্য বলিব। তেমনই যদি বিকৃত'প্রাপ্ত জীবনী-শক্তি দেহের কোনও স্থানে একটা ফোঁড়া তৈয়ার করিল, কোনও স্থানটাতে শোথ, গলগণ্ড, গোদ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বসিল, তবে আমরা সেগুলিকে বিকৃত-প্রাপ্ত জীবনী-শক্তির কার্য্য ব্যতীত কি বলিব? নদী স্রোতের সহিত জীবনী-শক্তি সাদৃশ্য সর্ব্বাংশে সমতুল না হইলেও কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্য দেওয়া হইল। এক্ষনে যে দুষ্ট-শক্তি আসিয়া জীবনী-শক্তিতে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে, তাহা বা জীবনী-শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, কেবল ফলটাই আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের অনুভব-যোগ্য। রোগ ও তাহার ফলের মধ্যে ইহাই মর্ম্মান্তিক প্রভেদ।

ইহার পর দেখিতে হইবে, দেহ যন্ত্রকে সুস্থ করিতে হইলে, উপরের বর্ণিত বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে শৃঙ্খলাযুক্ত অবস্থা আনিতে হইলে প্রতিকার কোথায় প্রয়োগ করিতে হইবে? কারণের ধ্বংস না হইলে কার্য্যের নিবৃত্তি হয় না, ইহা চির প্রসিদ্ধ। যদি কার্য্য বা ফলটা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি, তবে যে কারণে ঐ ফল প্রসব করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার ধ্বংস সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। আসল কথা, জীবনী-শক্তি যাহাতে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। যে দুষ্ট শক্তি আসিয়া জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া-স্রোতকে পঙ্কিল করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাকে নষ্ট করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন

কেশরগড় গ্রামে—নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

এতদ্বারা অবগত করা যায় যে আগামী ১০ই আশ্বিন সোমবার (ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর) যুগলকিশোর এষ্টেটের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের সুবিধা ও উন্নতিকল্পে কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট খোলা হইবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে। হাটে কোনরূপ ট্যাক্স লওয়া হইবে না। সাধারণের সহযোগ ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি—

যুগলকিশোর এষ্টেট পুরুলিয়া। } শ্রীমতিলাল রায় পরিচালক।

☞ হাট প্রতিষ্ঠার দিনে উৎসবাদির বন্দোবস্ত করা হইবে।

আসুন আসুন

নূতন আমদানী ! নূতন আমদানী !!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্।

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন

শ্রীশ্রীসীতারাম পদ ভরসা

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল

কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র। গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্যও ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম } **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল**

"The Purulia Zila School Magazine"

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ! শীঘ্র প্রকাশিত হইবে !!

সত্বর গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হউন।

বৎসরে তিনবার বাহির হইবে। মূল্য প্রতিসংখ্যা ।০ আন মফঃস্বলে ।১০ আনা। বার্ষিক ৸০ আনা, মফঃস্বলে ৸৶ আনা।

স্কুলের পুরাতন ছাত্রদের প্রবন্ধাদি সাদরে গ্রহণ করা হইবে। বিজ্ঞাপন দাতাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাইবে। বিজ্ঞাপনের হার জন্ম নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

• পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক)

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর পাত্র (সহঃসম্পাদক)

শ্রীহরিহর চক্রবর্ত্তী (কার্য্যাধ্যক্ষ)

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বক্সী (সহঃকার্য্যাধ্যক্ষ)

২৫৲ টাকা পুরস্কার

অনেক দুষ্ট লোক মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার আলো হইতে ওয়েলপট বার্ণার ও চিমনী চুরি করিতেছে। যদি কেহ উক্তরূপ চুরি ধরাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীযতিন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

আলোর ঠিকাদার।

আনন্দধাম, পুরুলিয়া।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)

পুরুলিয়া, মানভূম।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **চকবাজারে রাজ নারায়ণ মেডিক্যাল হলের সম্মুখে রামগোপাল ব্রজবাশী আগ্রওয়ালের** দোকানে ১নং ঘন্টর ঘিএর আটার লুচি ॥৵- আনা সেরে পাওয়া যায়। দেশী চিনির সকল প্রকার সন্দেশ সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬।০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারান্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

বোস এণ্ড সন্স।

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। **মহাত্মার** ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ॥৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গিন্নি—কোথেকে খাবার এনেছিলে? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পারে না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী! তেমনি রকমারি !! তেমনি ভাল !!!

"মুক্তি"—পূজা সংখ্যা

যাঁহারা "মুক্তি"র পূজা সংখ্যা বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্ট হইতে চান তাঁহারা সত্বর আবেদন করুন।

মাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে। বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা। উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে।

নগদ মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

"মুক্তি" পূজা—সংখ্যা

বৃহৎ আকারে,—লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক লেখিকাগণের চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। রঙ্গ বেরঙ্গের চিত্রে সজ্জিত হইয়া, সরস ও কৌতুকপূর্ণ গল্প ও রঙ্গরসে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ প্রকাশিত হইবে।

ঐ সংখ্যায় যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান—তাঁহারা আজই পত্র লিখিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হউন।

ম্যানেজার,
মুক্তি কার্য্যালয়
পুরুলিয়া।

যদি বাঁচিতে চান তবে

ভেষজ-সম্রাট অবধৌতিক রসায়ন সেবন করুন।

সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ঔষধ কি? অবধৌতিক রসায়ন।

তরল শুক্র গাঢ় করিতে অদ্বিতীয় কে? অবধৌতিক রসায়ন।

ধাতু দুর্ব্বল ও পুরুষত্ব হীনতার অমোঘ ঔষধ কি? অবধৌতিক রসায়ন।

শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান করিতে সুপটু কে? অবধৌতিক রসায়ন।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে, মাথা ঘোরা ও মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে, শরীরের গ্লানি নষ্ট করিতে, মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ কি? অবধৌতিক রসায়ন।

উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, বিচারক প্রভৃতি যাঁহারা মস্তিষ্ক চালনা করেন তাঁহাদের একমাত্র সুহৃদ কে? অবধৌতিক রসায়ন।

মূল্য—১ মাসের ২৸০, ২ সপ্তাহের ১৷০, ১ সপ্তাহের ৸৶। সাধারণ—১ মাসের মূল্য ১৷০। মাশুল পৃথক। মাশুল অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পি হয় না।

পাইবার ঠিকানা—
ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম, বি (হোমিও)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী।
মুন্সেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া। (সাহেব বাধের নিকট পূর্ব্ব দিকে।)

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্‌ কেস্‌, এটেচি কেস্‌, ড্রেসিং কেস্‌, লেডিজ্‌ ফিটিং কেস্‌, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্‌, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড-ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং সাঁত সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্‌ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্‌ হ্যারিসেন রোড্‌।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্‌, মার্কেট, কলিকাতা

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

সঙ্কল্প ও সিদ্ধি

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১০ই আশ্বিন ১৩৩৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৪১শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ৵৹ ও ৷৵৹ আনা,
মকরধ্বজ- ৪৲—তোলা
চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

বাজীকরায়ন ১৲
সারিবাদ্যাসব ৬০
ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল
প্রতি কৌটা ।৵৹ ও ৷৹ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৭৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি ।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন । তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির
কণ্টগল
নারিকেল তৈল

মিহির মিসেলিনী ।
৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ।

দে শবন্ধু প্রেস ।
সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে । খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য কর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে
পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

স্ত্রী:—বাঃ ! মলমটা ত খুবই ভাল ;
দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোঁড়া ত ফেটে গেল ।
স্বামী—এই মলমটা ভাল বের হয়েছে,
ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো,
মূল্য মাত্র ৷৵৹ দশ আনা ।
প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং মুক্তীপাড়া
কলকাতা ।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার সকল প্রকার খদ্দর আমদানী করা হইয়াছে, 'মুক্তি' কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন

খদ্দর কিনিয়া এই দরিদ্র নারায়ণের পূজা করুন।

বিজ্ঞাপন

মিউনিসিপ্যালিটির নব নির্ব্বাচন মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার তারিখ—

স্বয়ং নির্ব্বাচন-প্রার্থী অথবা তাঁহার প্রস্তাবক বা সমর্থক, প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের স্বাক্ষরযুক্ত মনোনয়ন-পত্র মিউনিসিপ্যাল আফিসে ভাইস্-চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যালিটির দ্বিতীয় ক্লার্কের নিকট যে কোনও দিন আফিসের সময়ে দাখিল করিবেন। ইং ১৯২৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের অপরাহ্ণ ৪টার পর আর মনোনয়ন-পত্র গ্রহণ করা হইবে না।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিস,
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

স্বাঃ শশধর গঙ্গোপাধ্যায়
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন

কেশরগড় গ্রামে—নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

এতদ্বারা অবগত করা যায় যে আগামী ১০ই আশ্বিন সোমবার (ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর) যুগলকিশোর এষ্টেটের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের সুবিধা ও উন্নতিকল্পে কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট খোলা হইবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে। হাটে কোনরূপ ট্যাক্স লওয়া হইবে না। সাধারণের সহযোগ ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি—

যুগলকিশোর এষ্টেট
পুরুলিয়া।

শ্রীমতিলাল রায়
পরিচালক।

হাট প্রতিষ্ঠার দিনে উৎসবাদির বন্দোবস্ত করা হইবে।

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে ক্লান্তিক্লিষ্ট বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩॥০ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

হাঁপানী (এজমা), ক্ষয়কাস (থাইসিস), অর্শ, ভগন্দর, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাত, পক্ষাঘাত, বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি যে কোন কঠিন ব্যাধি আমাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে বিনা ওজরে মূল্য ফেরত পাইবেন। এগ্রিমেন্ট লিখিয়া দেওয়া হয়।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্, বি,** (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

২৫৲ টাকা পুরস্কার

অনেক দুষ্ট লোক মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার আলো হইতে ওয়েলপট বার্ণার ও চিমনি চুরি করিতেছে। যদি কেহ উক্তরূপ চুরি ধরাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রীযতিন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।
আলোর ঠিকাদার।
আনন্দধাম, পুরুলিয়া।

ডোয়ার্কিনের "আমোলা" হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, ফ্লুট, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যদি কলিকাতার দরে ঘরে বসিয়া পাইতে চান তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। প্যাকিং ও মাশুল খরচ আমরাই বহন করি।

এজেণ্ট:—

সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া।

Agent for Oriental Life Assurance Co. Ltd.

"মুক্তি"

"নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত
থেক-না থেক-না ভারতবাসিগণ,
ব্রত ভঙ্গ হ'লে হাসিবে সকলে,
দেশের কলঙ্ক ছাইবে ভুবন।"
—চন্দ্রনাথ দাস।

সন ১৩৩৩ সাল, ১০ই আশ্বিন, সোমবার

সঙ্কল্প ও সিদ্ধি

সঙ্কল্প অনুসারেই সিদ্ধিলাভ হয়। সঙ্কল্পের স্থিরতা না থাকিলে, নিরন্তর সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন ঘটিলে কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ সম্ভবে না। ব্যক্তিগত জীবনে বৈষয়িক সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় অথবা ধর্ম্ম সাধনার্থ ব্রতাদি অনুষ্ঠানে ইহা যতটা সত্য, জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধেও ইহা সেই পরিমাণে ঠিক। সব ক্ষেত্রেই সঙ্কল্পের দৃঢ়তার উপর কর্ম্মানুষ্ঠানের ঐকান্তিকতা এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে। স্কুল কলেজের ছেলেদের যখন জিজ্ঞাসা করা যায়—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে ব'লে যে এত পরিশ্রম ক'রে প'ড়ে যাচ্ছ, এর পরে কি করবে? প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা যেন অবাক্ হইয়া যায়, অধিকাংশ স্থলেই একই রকমের উত্তর পাওয়া যায়, প্রায়ই বলে—"পাশ ত করি, তার পর দেখে শুনে যা হয় একটা করা যাবে"। উত্তর শুনিয়াই বুঝিতে পারা যায়, জীবনটা কি ভাবে যাপন করিবে, কোন দিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, কি উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত নিজের দেহ-মনের শক্তি প্রয়োগ করিবে, সে বিষয় একটা সঙ্কল্পের স্থিরতা নাই। দশ জনে পরীক্ষা পাশ করিয়া কেহ বা উকিল, কেহ বা মোক্তার, কেহ বা মাষ্টার, কেহ বা কেরাণী হইয়াছে, আমিও বি, এ বা এম্, এ পাশ করি তার পর ঠিক করা যাবে, কোন পথে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয়। ইহাই মনের ভাব। এইরূপ অনিশ্চিত সঙ্কল্প লইয়া কাজ করিলে ফলে কি দাঁড়ায় তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া যখন মনের প্রবৃত্তির অনুকূল চাকরী মিলে না, অথবা রুচি-বিরুদ্ধ ওকালতি বা মোক্তারি করিতে গিয়া দরকার মত টাকা উপার্জ্জন হয় না, কিংবা নৈরাশ্য লইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে ঠকিতে হয় এবং বি, এ, এম্, এ পাশ করিবার জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যে সম্পূর্ণ বৃথা হইয়াছে তাহার চৈতন্য হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অভাব অনাটন ক্রমশঃ গুরুভার হইয়া মাথার উপর চাপিয়া বসে তখন কোথায় বা যায় যৌবনের উৎসাহ, কোথায় বা যায় বিলাস-লালসার সুখস্বপ্ন, আর কোথায় বা যায় নানাবিধ নভেলি কল্পনা! দুর্ব্বিষহ অনুতাপ, অবসাদ এবং অসন্তোষই তখন জীবনের চিরসঙ্গী হয়। এই বিষময় পরিণাম জীবনের প্রারম্ভে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প, একটা স্থির লক্ষ্য, একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভাবেই যে সৃষ্ট হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবার কাহারও প্রবৃত্তি নাই, গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় সঙ্কল্পহীন মন লইয়া লক্ষ্যহীন গতিতে দেশের তরুণের দল চলিয়াছে। কর্ত্তব্য সাধনে ঐকান্তিকতাই বা আসিবে কোথা হইতে, আর সিদ্ধিলাভই বা হইবে কেমন করিয়া? অর্থ লাভ করিতে হইলে, বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, ভোগের পথে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলেও যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা চাই সে কথা দেশের যুবকগণ বুঝিবার অবসর পায় না ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আর আছে?

বৈষয়িক ক্ষেত্রে সঙ্কল্পের স্থিরতার অভাবে যেরূপ অনর্থ ঘটিতেছে, সিদ্ধিলাভের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ধর্ম্মসাধন বিষয়েও ঠিক তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুমন্ত্রের সাহায্যে ইষ্টদেবতার আরাধনা করাই ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু এই সরল সহজ উপাসনার পথেও সঙ্কল্পের অস্থিরতা বশতঃ সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। একনিষ্ঠভাবে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা কোথায়? কুলগুরুর নিকট বংশপরম্পরায় যে মন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহা গ্রহণ করিয়া হয়ত সাধনার জীবন আরম্ভ হইল, কিন্তু কুলগুরুর শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব দেখিয়া, অথবা তাঁহার একটা চমকপ্রদ ফল দেখাইবার অসামর্থ্য দেখিয়া, কিংবা শিষ্যান্বেষী সন্ন্যাসীর নিকট কুলগুরু-প্রথার নিন্দা শুনিয়া বা কোন একটা অদ্ভুত ক্রিয়াযোগের আশ্চর্য্য প্রভাবে অভিভূত হইয়া পূর্ব্ব মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একটা নূতন পন্থা ধরিবার জন্য প্রবৃত্তি হইল। নবীন গুরুর নিকট নূতন ভাবে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার আশ্বাস বাণীতে উৎসাহিত হইয়া হয়ত ধারণা হইল যে এইবার গুরুর কৃপায় এবং ক্রিয়ার প্রভাবে সিদ্ধি অতিশয় নিকটবর্ত্তী, বিষয়-সম্ভোগও পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা একটা কিছু প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি লাভও হইবে—এটা বড় মন্দ রহস্য নয়। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার যখন দেখা গেল যে এই বিষয়বিরাগী নব গুরুদেবের জনক ঋষির মত নিষ্কামভাবে বিলাস সম্ভোগের সাহায্যরূপ সেবায় ঋণগ্রস্ত হইয়াও অতিভক্ত শিষ্যের নিষ্কৃতি নাই, গুরুদেবের অর্থলালসা এবং ভোজন বিলাসের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না, তখন বাধ্য হইয়াই ঐরূপে সিদ্ধি লাভের

সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। তখন হয়ত মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনও ত্রিশূল ও চিমটাধারী নাগা সন্ন্যাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প হইল, অথবা কোন মৌনীবাবার লিখিত মন্ত্রে বা ইঙ্গিত-সাধনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। কিন্তু ঐরূপ কাঠখোট্টা গুরুর কৃচ্ছ্রসাধনের আদেশ সাংসারিক জীবনে কত দিন আর সহ্য হয়? পত্নীর তাড়নায় বা পিসিমার অশ্রুবর্ষণে এই জীবনও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। পরিশেষে ধর্ম্মসাধনে অবিশ্বাস এবং সাধু দেখিলেই নিদারুণ বিদ্বেষভাব জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল, অভিজ্ঞান-সঞ্জাত এই নূতন তত্ত্বের প্রচারেই মানব জীবন সার্থক হইতে লাগিল। তাই বলিতেছিলাম, ধর্ম্ম-জীবনেও সঙ্কল্পের স্থিরতা এবং দৃঢ়তা না থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি অসম্ভব। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভে বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়াই সঙ্কল্প স্থির করিতে হইবে। তার পর সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী সাধনায় একনিষ্ঠভাবে লাগিয়া থাকিতে হইবে। সরল অন্তঃকরণে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ঐকান্তিকতার সহিত ভুল পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেও ভগবান বিশুদ্ধ বুদ্ধি দান করিয়া সাধককে ঠিক পথে লইয়া যান। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে"—ইহাই স্থিরসঙ্কল্প নির্ভরশীল ধর্ম্মার্থীর প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাণী। সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই যে সিদ্ধি লাভের প্রকৃষ্ট উপায় ভগবান বুদ্ধদেব নিজের সাধনজীবনে অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহা দেখাইয়াছেন। বোধিদ্রুমমূলে সিদ্ধি লাভে সঙ্কল্প স্থির করিয়া যখন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন তখন শারীরিক শীর্ণতা বা অবসন্নতা পাছে সঙ্কল্পচ্যুত করে তজ্জন্য বলিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

অর্থাৎ, এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, অথবা আমার ত্বক্, অস্থি, মাংস এখানে বিলীন হইয়া যাউক, তবুও বহু কল্প ধরিয়া সাধন করিলেও যে বুদ্ধত্ব দুর্লভ তাহা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।" জগতের ইতিহাসে সঙ্কল্পের এইরূপ দৃঢ়তার উদাহরণ আর আছে কি না সন্দেহ। এই একনিষ্ঠ সঙ্কল্পের বলেই শাক্যসিংহ সিদ্ধি লাভ করিয়া হিংসা দ্বেষ হইতে জগতকে মুক্ত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আর আজ সেই সঙ্কল্পের স্থিরতার অভাবেই তাঁহারই জন্মভূমিতে ধর্ম্মসাধন একটা নিষ্ফল নিদর্শনরূপে পরিণত হইয়াছে। কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি নৈতিক উন্নতির প্রতিষ্ঠানে, কি সমাজ-সংস্কারের উদ্যমে—সর্ব্বত্রই সঙ্কল্পের অস্থিরতা সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকেই বিফল করিয়া ফেলিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দেশে সঙ্কল্প না হইলে ব্রত-পূজাদি কিছুরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না, সেই দেশেই লোকগুলি সব সঙ্কল্পের অভাবে বিক্ষিপ্ত জীবন যাপন করিতেছ। বুঝিয়াও যে আমরা তাহা বুঝি না ইহাই হইয়াছে দুর্ভাগ্যের কথা।

ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিগত জীবনে যাহা আমাদের সিদ্ধিলাভের অন্তরায়, সমষ্টিভাবে জাতীয় জীবনেও তাহাই আমাদের স্বাধীনতা-লাভের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছে। কোন সঙ্কল্পেরই স্থিরতা নাই। সমগ্র দেশের প্রতিনিধিদের সমবেত সভায় স্থির করা গেল বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের কৃপার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, নিজেদের জাতীয় জীবন নিজেদের চেষ্টায়ই গড়িয়া তুলিতে হইবে, অত্যাচার অবিচারের সহিত সকল রকম সহযোগ ত্যাগ করিতে হইবে, চরকা প্রবর্ত্তিত করিয়া বস্ত্র সম্বন্ধে দেশটাকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে, এবং পরিশেষে খাজনা বন্ধ করিয়া অহিংস-প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, কিন্তু কই, মহাত্মা গান্ধীর মত মহাপুরুষের সাহায্য পাইয়াও সেই সঙ্কল্পে স্থির থাকিতে পারিলাম কই? তাহার পরে কাউন্সিলে বাধাদান-নীতির সাহায্যে কাউন্সিলরূপ ঐন্দ্রজালিক প্রতিষ্ঠানটি ভাঙ্গিয়া দিবার মত হইল। কিন্তু কই, সেই সঙ্কল্পেও স্থির থাকিতে পারিতেছি কই? সামান্য একটু বিঘ্ন দেখিয়া বা প্রতিপক্ষের প্রতারণা-মূলক চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া সঙ্কল্পচ্যুত হইতেছি, এক পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিতে চেষ্টা করিতেছি, এত অস্থিরতার ভিতর দিয়া কি কখন সিদ্ধিলাভ হয়? স্বাধীনতা লাভ ত আর সহজ কথা নয়! অনেক তপস্যা, অনেক ত্যাগ এবং অনেক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা উহা অর্জ্জন করিতে হইবে। চিন্তাশীল যাঁহারা, জননায়ক যাঁহারা তাঁহারাও যদি স্থিরসঙ্কল্প হইয়া কাজ করিতে না পারেন তাহা হইলে কি আর উপায় আছে? তবুও নিরাশ হইলে চলিবে না। যাহাদের মনে, স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে—এইরূপ সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের সমস্ত প্রতিকূল শক্তির তাণ্ডব নৃত্যের ভিতরও স্থির ধীর ভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। জাতীয় চরিত্রে এই সংযমের অভাবেই এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা লক্ষিত হইতেছে না। আমাদের শাস্ত্রবিধিমতে ব্রতানুষ্ঠানে সঙ্কল্পের পূর্ব্বে যে সংযম পালন করিতে হয় উহার ভিতর একটা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে সংযম অভ্যাস না করিয়া সঙ্কল্প না করিলে সঙ্কল্পে দৃঢ়তাও থাকে না, বিশুদ্ধতাও থাকে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বাগ্রে সংযম শিক্ষার জন্য, বাহিরের চমকপ্রদ আদর্শ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সমগ্র জাতিকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার নিমিত্ত চরকা ও খদ্দর প্রচারে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। হে আমার দেশবাসী, মহাপুরুষের বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে যে পথ ঠিক পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দ্বিধা বোধ না করিয়া সে পথেই অগ্রসর হইতে থাক, কিছু কাল পরেই বুঝিতে পারিবে সিদ্ধি তোমার করতলগত—অচিরেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

আগামী নির্ব্বাচন—

আগামী নভেম্বর মাসে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবস্থা-পরিষদগুলির জন্য সদস্য-নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে। পূর্ব্ব নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেস-পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপরিষদগুলি অধিকার করিবার কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। গত কাণপুর কংগ্রেসে স্থির হয় যে, এ বৎসর ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য প্রেরণ করিতে হইবে। তদনুসারে কংগ্রেস, আইন-সভাগুলি অধিকার করিবার যথোচিত আয়োজন করিয়াছেন। কংগ্রেসের যে প্রস্তাব অনুসারে কাউন্সিল-অধিকারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূল কথাই এই যে, কংগ্রেস-পক্ষীয় কোন সদস্যই মন্ত্রিত্ব অথবা অন্য প্রকার সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই মূলনীতি লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় কয়েক জন বিখ্যাত দেশনায়ক পৃথক্ পৃথক দল গঠন করিয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে যোগদান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই সব দলের উদ্দেশ্য—কাউন্সিলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া ইঁহারা দেশের যথাসম্ভব মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ ভাবে কংগ্রেসের মূলনীতি অগ্রাহ্য করিয়াও ইঁহারা নিজেদের কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত দল বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। অধিকাংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাব অমান্য করিয়া ইঁহারা এইরূপ ভাবেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন। ভবিষ্যতে, দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আদেশ কি ভাবে পালন করিতে হইবে, অজ্ঞ দেশ বাসিগণ ইঁহাদের আচরণ হইতে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিলে তাহা দেশের পক্ষে কত দূর হিতকর হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, কাউন্সিলে বাধাপ্রদান-নীতিই দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয় বলিয়া কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যে সকল দেশভক্তকে সরকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার পূর্ব্বে সরকারের সহিত কোন প্রকার আপোষের কথাই উঠিতে পারে না। আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এইরূপ আচরণের কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। তার পর, বর্ত্তমান অবস্থায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের কোনও প্রকার উপকার সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্রিগণের কোন কার্য করিবার ক্ষমতাই যে নাই, তাহার প্রমাণ ভূতপূর্ব্ব বহু মন্ত্রীর কথাতেই পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, মন্ত্রিগণের অধঃস্তন সিভিলিয়ান সেক্রেটারীরা অনেক সময়ে মন্ত্রিগণের ইচ্ছা বিরুদ্ধে, এমন কি আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াও কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ইঁহাদের শাসন করিবার ক্ষমতাও মন্ত্রীদের নাই। অধিকন্তু, জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রীদের হাতে অতি অল্প টাকাই দেওয়া হয়; পুলিশ-বিভাগের ক্রমবর্দ্ধনশীল ব্যয় এবং সরকারের মতে অতি প্রয়োজনীয় এই রকমের আরও দুই একটি ব্যাপারের ব্যয় যোগাইয়া মন্ত্রীদের হাতে যে অল্প পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং জলকষ্ট নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের বিগত ৬ বৎসরের এই ত অভিজ্ঞতা। ইহা সত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের হিত সাধনের কল্পনা যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহাদের কল্পনা-শক্তির প্রখরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সব কারণেই কংগ্রেস স্থির করিয়াছেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হইবে না। তবে, যো-হুজুরের দল কাউন্সিলে যাইয়া যাহাতে সরকারের অসঙ্গত শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা না করে, এই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস-পক্ষ হইতে কাউন্সিলগুলি অধিকার করিয়া লইতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত সরকার জাতীয় দাবী গ্রাহ্য না করিবে তত দিন সরকারের কোনরূপ সহায়তা না করিয়া কংগ্রেস-পক্ষীয় সদস্যগণ সরকারের প্রত্যেক অসঙ্গত কার্য্যে বাধা দিতে থাকিবেন। ক্রমাগত এইরূপ বাধা প্রদান এবং দেশব্যাপী প্রচার কার্য্যের ফলে দেশবাসীর হৃদয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি জাগিয়া উঠিবে। তখনও যদি সরকার দেশের দাবী মানিয়া লইতে স্বীকৃত না হয়, আইন অমান্য করা একেবারে অসম্ভব বলিয়া আর মনে হইবে না। ইহাই কংগ্রেসের কথা।

যাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের উপকার সাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—উদারনৈতিক দল প্রথম হইতেই এই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল যাহা হইয়াছে, তাহা দেশ-বাসীর অগোচর নাই। সম্প্রতি সরকারের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের এমন কি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে নব-প্রতিষ্ঠিত দলগুলি বুঝিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না? অবশ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বর্ত্তমান অবস্থায়ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের সামান্য কিছু উপকার সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার বিনিময়ে সরকারের যে পরিমাণে শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা তাহা দেশবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পথে কত বাধার সৃষ্টি করিতে পারে, সে বিষয়েও চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, দুই একটি মন-ভুলান

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারিলে, সরকার তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

শেষ কথা, কংগ্রেস আমাদের দেশের একমাত্র প্রতিনিধি-মূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বহু দেশ-সেবকের বহু-বর্ষ-ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। হইতে পারে, এখনও এই প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি-সভা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধির স্থান এই প্রতিষ্ঠানে আছে। দেশবাসী ইচ্ছা করিলেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রকৃত প্রতিনিধি-সভায় পরিণত করিতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায়ও, জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোনও কথা বলিবার যতটা অধিকার কংগ্রেসের আছে, অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানেরই তাহা নাই। সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার হানি যাহাতে হয়, দেশের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেইরূপ কার্য্য করা দেশবাসীর আদৌ কর্ত্তব্য হইবে না। বরং দিনে দিনে যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি হয় দেশের হিতকামী সকলেরই তাহা করা উচিত।

এই সমস্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া নির্ব্বাচকগণের কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি-বৃদ্ধির সহিত দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না

স্থানীয় সংবাদ

শিলির মোটর ডাকাতি—

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে শিলির ডাকাতি সম্পর্কে খালদার অটল জালদার প্রভৃতি ৩২ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়া রাঁচিতে হাজতে ছিল। এতদিন বিচারের পর গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বিচারের ফল বাহির হইয়াছে। অটল জালদার প্রমুখ ১১ জন নির্দ্দোষ প্রমানিত হইয়া হাজত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। বাকী আসামীগণ দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে।

পুরুলিয়া সমবায় সমিতি—

উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে জানাইতেছেন যে—আগামী ৪ঠা অক্টোবর সোমবার পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রাঙ্গণে উক্ত সমিতির সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে চরকায় সুতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বুনান দেখান হইবে। যাঁহারা ভাল সুতা কাটা বা তাঁতে কাপড় বুনান দেখাইতে চান তাঁহাদিগকে আপন চরকা ও তাঁত লইয়া আসিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা তীর ধনুক ও গুলেল দ্বারা লক্ষভেদ করিতে পারিবেন বা লাঠি খেলা, ব্যায়াম, কসরৎ ইত্যাদি দেখাইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইবেন।

লধুড়কায় বালিকা আশ্রম—

মানভূম জেলার মধ্যে যে সকল পল্লী বৃহৎ লধুড়কা তাহাদের অন্যতম। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসস্থান। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ বরিশাল জেলার অন্তর্গত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত বেদ-সর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই লধুড়কা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পল্লীতে আসিয়া প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় একটি বালিকা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারতের বহু প্রদেশ ও বহু তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়াছেন। ইনি বিজ্ঞ ও বিবিধ শাস্ত্রদর্শী। ইঁহার শিক্ষাদান প্রণালী অতি চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক। আমরা ইঁহাদ্বারা এই আশ্রমের উন্নতি হইবে আশা করি। এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশবাসীর আশানুরূপ সাহায্য দরকার। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমত সাহায্য লধুড়কা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ লধুড়কা (মানভূম)—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বন্যার সাহায্যে সাড়া—

(১) পুরুলিয়ার মাননীয় ডেপুটি কমিশনার মিঃ টপলিসের সভাপতিত্বে যে রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত মোট ৬৫৲ টাকা আদায় করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাননীয় মিঃ টপলিস ২৫৲; শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন—২৫৲; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার—৫৲ এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চন্দ—১০৲ টাকা দিয়াছেন।

(২) হটমুড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ উপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে তথাকার যুবক সমিতি নিজ গ্রামে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মেদিনীপুর বন্যার সাহায্যের জন্য নগদ ৫০৲ টাকা ও ২৷ মণ চাউল আদায় করিয়াছে। ইহা ব্যতীত নূতন বড় ও ছোট শাড়ী ধুতি ৩০ খানা, নূতন চাদর ১১ খানা, গরদের বড় শাড়ী ধুতি ২ খানা, পুরাতন বড় ও ছোট শাড়ী ধুতি ২৯ খানা, গামছা ২টী, পুরাতন চাদর ২টী এবং জামা ৫টী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই হটমুড়া গ্রাম হইতে আদায় হইয়াছে। এই যুবকদের কার্য্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রত্যেক গ্রামের যুবকদের এই হটমুড়ার যুবকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বিভূতিবাবু উপরোক্ত সংগৃহীত অর্থ ও বস্ত্রাদি পুরুলিয়া রিলিফ কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন মহাশয়ের নিকট জমা দিয়া গিয়াছেন।

(৩) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ঝরিয়ায় বন্যার সাহায্য কল্পে যে থিয়েটার হইয়া গিয়াছে তাহাতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত সত্বেও প্রায় ৫০০ শত দর্শক উপস্থিত ছিল। অনেকে টীকিট ক্রয় করিয়াও অভিনয় দেখিতে আসেন নাই, শুধু সাহায্যের জন্য টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন।

রাঁচিতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় পুরুলিয়া হইয়া রাঁচি গিয়াছেন। তিনি এখানে কিছু দিন অবস্থান করিবেন।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি—

আমরা জানিতে পারিলাম উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। শরীর অসুস্থতা বশতঃ তিনি পুরীতে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। শীঘ্রই তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য একজন চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হইবে। আমরা আশা করি পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচন করিবেন।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ২ টার সময়, ভাগা বি, এন, রেলের হেড ক্লার্ক বাবু চারুচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে কে বা কাহারা নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, হত্যাকারীরা একটি ঘরে সিঁধ দিয়া চারুবাবুর শয়ন কক্ষে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা কাটিয়া হত্যা করে। অপরাধী এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই। পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে। সহরে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

চোরের উপদ্রব—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ঝরিয়ার নিকটবর্ত্তী বারারী মৌজায় ধন্নু মাহাতের বাড়ীতে কতকগুলি চোর সিঁধ দেয়। গৃহস্বামী টের পাইয়া সশস্ত্র সিঁধ মুখে উপস্থিত হয় এবং চোর হাত প্রবেশ করাইবা মাত্র এক কোপ মারে। চোর বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করে কিন্তু পলায়ন কালে সিঁধের মুখে বন্দুক ছুড়িয়া যায়। কাহাকেও গুলি লাগে নাই পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ভীষণ চুরি—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর নডিহার পুলিশ আউট পোষ্টের ঠিক সম্মুখে বাবু গোকুলচন্দ্র ঘোষাল উকীল মহাশয়ের বাসায় সিঁধ চুরি হইয়া ৫।৬ শত টাকার দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। গোকুলবাবু টের পাইয়া তৎক্ষণাৎ কনেষ্টবলদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সংবাদ দেন গোকুল বাবুর দৃঢ় ধারণা তাহারা তৎক্ষণাৎ থেয়ে পশ্চাতে দৌড়লে চোর ধরা পড়িত, অন্ততঃ মালগুলি নিশ্চয়ই উদ্ধার হইত।

বাঁকুড়ায় খদ্দর প্রচার—

বাঁকুড়ায় এক সময়ে দেশীবস্ত্রের প্রচলন বেশী থাকিলেও বর্ত্তমানে ইহা প্রায় বিলুপ্ত। এই ধ্বংসপ্রায় শিল্পের প্রবর্ত্তন ও বিশুদ্ধ খদ্দরের প্রচলন দ্বারা এই গরীবদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই বাঁকুড়ায় অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানাদি দ্বারা স্থানীয় জনগণের মন ক্রমশঃ এই দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রভূষণ সিংহ, উকীল শ্রীযুক্ত অভিভূষণ ঘোষ ও কানাইলাল দে, ডাঃ নীলমাধব সেন, এম, বি, স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং কতিপয় আশ্রম-সেবক বাঁকুড়ার দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফিরি করেন। খদ্দরের ক্রমোন্নতি ও মূল্য হিসাবে ইহার স্বল্পতা দর্শনে অনেকেই আকৃষ্ট হন। পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঁকুড়া অভয় আশ্রম কর্ত্তৃক এই জেলায় সজোরে খদ্দর প্রচার চলিবে। আশ্রমের সেবকগণ ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ ও খদ্দর লইয়া এই জেলার বিষ্ণুপুর, সোণামুখী, বেলেতোড়, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, বামনী, বেতুড়, বাঁকুড়া সহর প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইবেন।

পুরুলিয়ায় বিশুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শনী

স্থান—পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুল

আগামী ৩রা অক্টোবর, বাং ১৬ই আশ্বিন রবিবার পুরুলিয়া পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রাঙ্গনে একটি বিশুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হইবে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ইহার উদ্বোধন করিবার কথা। ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত বি, এফ, বরুচা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ইহাতে উপস্থিত থাকিবেন। প্রদর্শনীতে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর খদ্দর—চরকায় কাটা নানা প্রকারের সূক্ষ্ম সূতা প্রভৃতি বহু দর্শনীয় জিনিষ থাকিবে। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা, লাঠিখেলা, এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হইবে। সূতা কাটা এবং বস্ত্রবয়ন কৌশল প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যহ সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

খেলা ধুলা

পুরুলিয়া কমলা শিল্ড—

গত সপ্তাহের খেলা—২০।৯।২৬ তারিখে চাইবাসা টাউন ক্লাব, বনাম, পুরুলিয়া টাউন রিজার্ভের খেলায় চাইবাসা ১—০ গোলে জয়লাভ করিয়া ২১।৯।২৬ তারিখে আদ্রা ই.ণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশনের সঙ্গে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলে। এখানে আদ্রা ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। এই দিন চাইবাসার খেলা বেশ ভাল হইয়াছিল। আদ্রা ক্লাব এখন সেমি ফাইনেলে গেল। ২৪।৯।২৬ তারিখে খড়গপুর ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন (বি), বনাম, পুরুলিয়া জিলা স্কুলের খেলায় খড়গপুর ২—০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। ২৫।৯।২৬ তারিখে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উহাদের মেদিনীপুর কলেজ ইউনিয়ন ক্লাবের সঙ্গে খেলিবার কথা ছিল। মেদিনীপুর খেলিতে না আসায় খড়গপুর সেমি ফাইনেলে গেল। ২৬।৯।২৬ তারিখে পুরুলিয়া টাউন ক্লাব, বনাম, পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের খেলায় টাউন ক্লাব ৫-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। অদ্য ইহারা সেমি ফাইনেলে খেলিবে।

বর্ত্তমান সপ্তাহে নিম্নলিখিত খেলাগুলি হইবে—

দ্বিতীয় রাউণ্ড—(ক) বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ, বনাম, জামসেদপুর কোক্ ওভেন—৩০।৯।২৬।

সেমি ফাইনেল—(১) পুরুলিয়া টাউন ক্লাব, বনাম, আদ্রা ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন—২৭।৯।২৬; (২) খড়গপুর ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন (বি), বনাম, "ক"এর জয়ী—১।১০।২৬।

ফাইনেল—"১"এর জয়ী, বনাম, "২"এর জয়ী ৩।১০।২৬।

বিবিধ সংবাদ

মেদিনীপুরের প্লাবন—

মেদিনীপুরের প্লাবন পীড়িত ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূত সম্পন্ন হইয়া যাহারা সাহায্য প্রেরণ করিতে চাহেন তাঁহাদের অবগতির জন্য সাহায্য কেন্দ্র গুলির ঠিকানা দেওয়া হইল—(১) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা। (২)শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, গোপীনাথপুর ক্যাম্প, পোঃ ভগবানপুর, মেদিনীপুর। (৩)প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ, হাওড়া অথবা সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিহার ও উড়িষ্যার নব নির্ব্বাচন—

বিহার সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ২রা ও ৩রা নভেম্বর তারিখে নব নির্ব্বাচনের পদপ্রার্থীদিগকে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে এবং ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর নির্ব্বাচন হইবে।

শেতাঙ্গকে প্রহার—

শিলচর পালের বন্দ চা-বাগানের এ্যাসিষ্টান্ট ম্যানেজার মিঃ এটি কাউই এর সহিত উক্ত বাগানের টিলাবাবু শ্রীযুক্তবেণীমাধব সরকার মহাশয়ের বচসা হয় এবং সাহেব বেণী বাবুকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে ও লাঠি লইয়া মারিতে যায়। বেণীবাবু আত্মরক্ষাকল্পে একখানা বেত লইয়া দাঁড়ান ও মিঃ কাউইকে কয়েক ঘা মারেন। এই অপরাধে বেণীবাবু আদালতে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার প্রতি ৬মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমান সমস্যার প্রতিকার—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে পণ্ডিত মালব্যের সহিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রতিকার নির্দ্ধারণ কল্পে মৌলানা আজাদের বহুক্ষণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে পণ্ডিতজী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠাকল্পে কতকগুলি সারগর্ভ প্রস্তাব খাড়া করিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মতামত অবগত হইবার জন্য এই প্রস্তাবগুলি উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে প্রচার করা হইবে।

"ধানবাদবাসী"র অভিযোগের প্রতিবাদ

(লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু——

মহাশয়,

গত ২৭শে ভাদ্রের "মুক্তি"তে সদরের সদস্যগণের (জিলা বোর্ডের) বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়া জনৈক "ধানবাদবাসী" একখানা পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্র-প্রেরকের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।

স্বাস্থ্য-কমিটির (Sanitation Committee) উপদেশ অনুযায়ী জিলা-বোর্ড বর্ত্তমান বৎসরে ৩০টি কূপ খনন করিতে মনঃস্থ করেন। এই বিষয়ের আলোচনা কালে ইচাগড় ও বাগমুণ্ডির সদস্যগণ বলেন যে, উক্ত দুই থানায় অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় তথায় ১২টি কূপ খনন করা একান্ত আবশ্যক। উপস্থিত সকল সদস্যই এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, উক্ত অধিবেশনে ধানবাদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনেই স্থির করা হয়, সদর মহকুমায় আরও ৮টি এবং ধানবাদে ১০টি কূপ খনন করা হইবে। উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে কেহই এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন নাই এবং এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈধ তখন লক্ষিত হয় নাই। এতদনুযায়ী, সদর মহকুমার যে যে গ্রামে কূপের প্রয়োজন আছে সেইরূপ ২০টি গ্রামের একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে হেল্‌থ্ অফিসারকে আদেশ দেওয়া হয়; লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও ধানবাদের একটি ফর্দ্দ পাঠাইতে অনুরোধ করা হয়। হেল্‌থ্ অফিসার অতি সত্বর তাঁহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া দিলেন, কিন্তু লোক্যাল বোর্ডের ফর্দ্দ পরবর্ত্তী দুই মাস কালের মধ্যেও পাওয়া গেল না। তার পর, জিলা-বোর্ডের যে অধিবেশনে হেল্‌থ্ অফিসারের ফর্দ্দ গৃহীত হইল, সেই সভায় ধানবাদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে কেহই, এমন-কি লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন না। এই অধিবেশনে ডাঃ টম্‌সন্ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে ধানবাদের জন্য ৬টি কূপ হইলেই চলিবে। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক, ধানবাদ মহকুমা সম্বন্ধে ডাঃ টম্‌সনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং বোর্ডে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল। পরবর্ত্তী অধিবেশনে এই ব্যাপারের চরম নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান্ এই বলিয়া আমাদের উপর দোষারোপ করিলেন যে, আমরা এই কূপ-খনন ব্যাপারে ধানবাদ মহকুমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি, সেইরূপ ব্যবহার সপত্নী-পুত্রেরাই বিমাতার নিকট হইতে আশা করিতে পারে। কিন্তু বারংবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি যে তিন মাসের মধ্যে একখানা ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারিলেন না, সেই সম্বন্ধে ত্রুটী স্বীকার ত দূরের কথা, কোনরূপ উচ্চবাচ্যই করিলেন না। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপনার পত্র-প্রেরক ধানবাদের সদস্যগণের নিকট এই ব্যাপারের কৈফিয়ৎ না চাহিয়া সদরের সদস্যগণকে আক্রমণ করাই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোর্ডের পূর্ব্ব-বর্ণিত অধিবেশনে লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান্ মহাশয় আমাদের প্রতি যে তিরস্কার-সূচক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আপনার পত্র-প্রেরক মহাশয়ও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে যাইয়া অবিকল সেই ভাষারই প্রয়োগ করিয়া ফেলিলেন, আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। ধানবাদ মহকুমার জন্য জিলা-বোর্ড হইতে কি-কি জনহিতকর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ফর্দ্দ এই পত্রে দিবার কিছু প্রয়োজন দেখি না; তবে আপনার পত্র-প্রেরককে এই কথাটা বলা নিতান্ত আবশ্যক, যেরূপ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মোহে পড়িয়া আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—যে স্বার্থান্ধতার সুযোগ লইয়া দেশের অহিতকামীরা আমাদের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতেছে, সদরের সদস্যগণের মনে সেইরূপ সঙ্কীর্ণতা কখনও স্থান পায় নাই, জিলা-বোর্ডের সমস্ত ব্যাপারে জিলার সর্ব্বজনীন মঙ্গল সাধনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই তাঁহারা পরিচালিত হইয়াছেন।

তার পর, খুদিয়া নদীর উপরে পুল নির্ম্মাণের কথা। বোর্ডের গত অধিবেশনে মিঃ হর্ণলের এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই; আগামী অধিবেশনে আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার পত্র-প্রেরক বোর্ডের সদস্য নহেন, সদস্য হইলে তিনি এই সম্বন্ধে মিঃ হর্ণলের বক্তৃতাটি উপভোগ করিতে পারিতেন—এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। মিঃ হর্ণলে বলিলেন, বলরামপুর–বাগমুণ্ডি রোডে, বাম্‌নী নদীর উপরে এবং সদরের অন্যান্য স্থানে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি পুল নির্ম্মাণের জন্য যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে, তাহা হইতে প্রয়োজনানুরূপ অংশ তুলিয়া লইয়া খুদিয়া নদীর উপরে পুল নির্ম্মানের ব্যবস্থা করা হউক। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ধানবাদ মহকুমায় বর্ত্তমান বৎসরে যত রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রয়োজন আছে মনে করিয়া ধানবাদ লোক্যাল বোর্ড ইতিপূর্ব্বেই যে বজেট্ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত পুলের কোনরূপ উল্লেখ নাই। মিঃ হর্ণলে এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন তাহা শুনিয়া মনে হইল, সমগ্র জিলার পক্ষ হইতে—ব্যাপকভাবে কোনও বিষয় বিবেচনা করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। ইহা সত্ত্বেও ধানবাদের সদস্যবর্গকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিতে তাঁহার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না, কারণ তিনি যে ধানবাদের সর্ব্বেসর্ব্বা! ভাবিয়া দুঃখ হয়, ধানবাদের সদস্যগণ একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না—এই প্রস্তাবের মূলে কি গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে! যাহা হউক, মূলতঃ প্রস্তাবটির সম্বন্ধে ধানবাদের সদস্যগণের মধ্যে মতদ্বৈধ না থাকিলেও, পুলটি যে কোন্ নদীর উপরে হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। মিঃ হর্ণলের মতে, খুদিয়া নদীর উপরেই পুল হওয়া উচিত, কিন্তু ধানবাদের অপর সদস্যগণ অভিমত প্রকাশ করিলেন—পুল গোশাই নদীর উপরে প্রস্তুত করিতে হইবে। বাধ্য হইয়াই এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ আমার করিতে হইল, কারণ দেখিলাম, ধানবাদের সদস্যগণ নিজেরাই বুঝিতে পারিতেছেন না—তাঁহাদের প্রকৃত ইচ্ছাটা কি। এইরূপ মতদ্বৈধের ক্ষেত্রে সাধারণের অর্থ আটকাইয়া রাখিবার প্রস্তাবটা আমার যুক্তিসঙ্গত মনে হইল না, বিশেষতঃ যখন ভাবিয়া দেখিলাম, এই অর্থ পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে যে উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবার কথা তাহা প্রস্তাবিত নূতন পুল অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম প্রয়োজনীয় নয়।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ধানবাদের সদস্যগণ মিঃ হর্ণলে এবং ধানবাদের অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের প্রভাব এড়াইয়া চলা একেবারেই অসম্ভব মনে করেন। তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না—এই ভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহারা কোন লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। ইঁহাদের নির্ব্বাচকগণ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলে ইঁহাদের ঈদৃশ আচরণের সমর্থন করিবে কি না—সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই রাজকর্ম্মচারিগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় অনুদার ভাব অবলম্বন করিলে, আমাদের উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আশা করি, এই কথা স্মরণ রাখিয়া পরস্পরের প্রতি কাল্পনিক অবিশ্বাসের ভাব নিজ নিজ মন হইতে দূর করিয়া ফেলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমগ্র জিলার উন্নতি সাধনে আমরা বদ্ধপরিকর হইব। ইতি সন ১৩৩৩, ৭ই আশ্বিন।

ভবদীয়—

শ্রীজীমূতবাহন সেন।

স্বাধীনতা কেন চাই?

(৩)

(শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভারতবর্ষে যে সময়ে মুসলমান প্রাধান্য ছিল তখন প্রকৃত পক্ষে দেশ পরাধীন ছিল না। হিন্দু হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছিল অথবা মুসলমান অধীনতা পাশে বদ্ধ হয়েছিল—কিন্তু সে অবস্থাটাকে সম্পূর্ণ দাসত্বের অবস্থা বলা যায় না। কিন্তু আজ কাল যে অবস্থাতে আমরা রয়েছি তাকে দাসত্ব বললেও ঠিক নাম দেওয়া হয় না। আজ হিন্দু আত্মরক্ষায় অসমর্থ, মুসলমানও আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আসমুদ্র হিমাচল আজ হস্তে, পদে, গলে শৃঙ্খল ধারণ করে নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। ত্রিশ কোটী লোক মানুষ-নামধারী জীব আজ সুশাসনের প্রভাবে অস্ত্র ত্যাগ করে ক্লীবত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। দস্যুতে গ্রামকে গ্রাম লুট করে নিয়ে গেল গ্রামের লোকেরা বাধা দিতে পারলে না, প্রতিবেশী ডাকাতের হাতে মার খাচ্ছে আর আর্ত্তনাদ করছে—সাহস করে তাকে রক্ষা কর্ত্তে যাবার যো নেই—প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যেতে পার, কিন্তু দস্যু যখন বন্দুক পিস্তল চালাবে অভাব পক্ষে বর্শা তলোয়ার নিয়ে ভয় দেখাবে তখন তোমার তরকারী কাটা বঁটী নিয়ে তার সামনে হাজির হয়ে একটা বিয়োগান্ত তামাসা দেখান ছাড়া কিছুই কর্ত্তে পারবে না—এমনি চমৎকার শান্তির রাজত্ব। বাঙ্গালার লাঠির বলের কথা ছেড়ে দাও। যখন জলের মত শাসকেরা বোঝালেন অস্ত্র রাখবার কারও দরকার নেই আমরাই শান্তি রক্ষা করব তখন দেশবাসী বললে তথাস্তু; আর তলোয়ার হল বঁটী বা কাটারী আর লাঠি হল ইন্ধন। দেশ নিরাপদ হল। যদিই বা কেউ এই পক্ষাঘাত গ্রস্ত জাতিটাকে একটু চাঙ্গা করবার জন্য ২।১ বার আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে অস্ত্র আইনকে এড়িয়ে বাঁশের লাঠির আশ্রয় নিতে গেলেন, তখন যেই যুবকেরা গ্রামে গ্রামে লাঠি খেলা অভ্যাস করবার জন্য আখড়া খুল্লে, অমনি গেল রাজ্য, গেল মান করে কর্ত্তারা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন; আর যে রকম দোচোকো শ্রীঘরের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন লোকে লাঠি পরিত্যাগ কর্ত্তে পথ পেলে না। এমনি করে বাঙ্গালার ছোট বড় সব লাঠির আখড়াগুলি উঠে গেল, হতভাগ্য দেশবাসী রাজভক্তির ও শান্তিপ্রিয়তার এমনি নমুনা দেখাতে লাগল যে সরকার পীড়াপীড়ি করলে হয়ত দেশের লোকেরা নিজেদের হাত দুখানাও কেটে ফেলতে রাজী হয়—একেবারে পঙ্গু হয়ে দেবতাদের শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুবিধা করার জন্যে।

এদিকে কিন্তু যে সব বদমায়েসেরা আইনের খাতির রাখতে একেবারেই রাজী নয় তারা বন্দুক, পিস্তল ও

নানাবিধ অস্ত্র গোপনে সংগ্রহ ক'রে নিরীহ লোকেদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললে—আর পক্ষাঘাত গ্রস্ত দেশবাসী সরকার বাহাদুরের শান্তিরক্ষার নমুনা দেখে বিস্ময়ে সুশাসনের তারিফ কর্ত্তে লাগল। খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলি নিত্য নূতন ডাকাতির ফর্দ্দে ভরে যেতে লাগল আর সেই অজুহাতে পুলিশের ব্যয়ও বাড়তে লাগল কিন্তু দুর্বৃত্তদের হাত থেকে দেশের শান্তিপ্রিয় লোকেদের কেউ রক্ষা করতে পারছে না। এই ত অস্ত্র আইন!

এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। এই আইনটা আমাদের পক্ষে যতই অসুবিধাজনক হউক না কেন শাসকদের পক্ষে এমন প্রথাটা অবলম্বন করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বণিকেরা যখন রাজা হলেন তখন বাহুবলে এত বড় রাজ্য রক্ষা করা চিরদিন সম্ভব নাও হতে পারে তাই কূট কন্দী আবিষ্কার করলেন; অস্ত্র আইন পাশ করে দেশকে পঙ্গু করে দিলেন—অজুহাত দিলেন মূর্খ দেশবাসী অস্ত্র হাতে থাকলে মারামারি কাটাকাটি করে নিজেরা মরবে, দেশ অশান্তিতে ভরে উঠবে, কাযেই রোগের বীজ নষ্ট করে ফেলা প্রয়োজন। সরকার এই সাবধানতা অবলম্বন কর্লেন যাতে সিপাহী-বিদ্রোহের পুনরভিনয় আর না হতে পারে। আমরা মাথা পেতে এই অবমাননা স্বীকার করে নিলাম, চিরকালের জন্য ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হলাম। অর্জ্জুন ক্লীবত্ব পেয়েছিলেন এক বৎসরের জন্য, আমাদের এই অবস্থার থেকে মুক্তি কত কাল পরে হবে, হে আইন সভা-বিলাসী সরকারের সহযোগপ্রার্থী নেতাগণ, বলিয়া দিতে পার?

স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় একবার বলেছিলেন, "We have purchased peace but at a very dear cost" আমরা শান্তি পেয়েছি বটে কিন্তু তার মূল্য বড় অধিক দিতে হয়েছে। আমরা কিন্তু বেশী দেখছি, মূল্য অনেক দিয়েছি তার পরিবর্ত্তে যা পাবার কথা ছিল তা পাই নি—শান্তি স্থাপিত হয় নি, রাজ্য যেমন অরাজক দেড়শ' বৎসর আগে ছিল এখন তার চেয়ে বেড়েছে মাঝে থেকে আমরা সুবোধ শিশুর সুনাম অর্জ্জন কর্ত্তে গিয়ে হাতিয়ার ছেড়ে সঙ সেজেছি।

তর্কদ্বারা সরকারকে জব্দ করবার চেষ্টাতে মাথাওয়ালা ২।১ জন লোক বল্লেন, স্বাধীন দেশে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করার অধিকার সর্ব্বসাধারণের আছে কিন্তু সেই সব দেশে কি গভর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষা করতে অসমর্থ হচ্ছেন? নিশ্চয়ই না; কিন্তু উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই, কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে—বিশাল মহাদেশ আজ করতলগত—কোটী কোটী সন্ত্রস্ত।

আমাদের অপমানের মাত্রা যদি এই আইন করে বা তার আনুষঙ্গিক অশেষবিধ ব্যবস্থার দ্বারা সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে তাই এর পরেও নির্লজ্জ ভাবে শাসক সম্প্রদায় ঘোষণা করলেন, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা প্রজারা নিজেরা করুক। অমনি গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি রায় রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত পর্য্যন্ত উঠে পড়ে লাগলেন Village Defence Party গ্রামে গ্রামে তৈয়ার কর্ত্তে। আজ পর্য্যন্ত এক বাঙ্গালা দেশেই প্রায় দেড় হাজার "ডিফেন্স পার্টি" গড়ে উঠেছে।

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দারের কথা শোনা যায়, এবারে তা প্রত্যক্ষ হল এই "ডিফেন্স পার্টি" দেখে। কেউ বা বন্দুক পাব, কেউ বা তা যদি না পাই শুধু দুটো হাকিমের হাসিমুখের কথা শুনতে পাব, এই ভেবে এই দলে নাম লিখে আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর্ত্তে লাগল। লজ্জার কথা এই তাদের মধ্যে কেউ কর্ত্তাদের একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারলে না, "হ্যাগা, তোমরা যে বলেছিলে শান্তিরক্ষা পুলিশেই করবে, তা আজকে?" অথবা, "নিজের ঘরের শান্তিরক্ষা এমন ভাবে ত আমরাও করবার চেষ্টা করতে পারি, করেও থাকি (তোমাদের কৃপায় অবশ্য সফল হই না) আজ তবে তোমরা হঠাৎ পরোপকার কর্ত্তে এলে কেন? পাছে আমরা যুবকেরা কংগ্রেসের দলে ভর্ত্তি হই এই জন্যে সতর্ক হলে না কি?" কিন্তু ধীর বিষক্রিয়ার ন্যায় পরাধীনতা আমাদের মনকেও এমন জর্জ্জরিত করে দিয়েছে যে সাধারণের কাছ থেকে ঐ সোজা জবাবও বের হল না। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, শান্তি সব ঘুচে গেছে তবুও অনুভব কর্ত্তে পারছি না রোগটা কোথায়?

আসুন আসুন

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।

ম্যানুফ্যাকচারার্স জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৷০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মুগা থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সুতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পাইকারা দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংস ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৷০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণস্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। মহাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৷৴ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৴০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে ১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই "প্রবর্ত্তক" কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অমৃত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে তাহন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৷৴০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন ১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস্—

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাড়ী বিক্রয়!

নূতন একতালা বাড়ী

সত্ত্বাধিকারী ভীরাম খেমজী, কনট্রেকটার। বাড়ীটিতে বেশ বায়ু ও আলো খেলে। বাড়ীটির নিকটেই ষ্টেশন এবং সম্মুখে পোষ্টাফিসও আছে।

ডাকবাংলার নিকট "ECONOMIC STORES" মনোহারী দোকানে অনুসন্ধান করুন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনিক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)

পুরুলিয়া, মানভূম।

(পুরুলিয়া বড় পোষ্ট অফিসের সম্মুখে)

মহালক্ষ্মী ভাণ্ডারে

পূজার বিরাট আয়োজন

খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দরও আমদানী করা হইয়াছে। একবার আসিয়া দেখিয়া যান।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে চকবাজারের রাজ নারায়ণ মেডিক্যাল হলের সম্মুখে রামগোপাল ব্রজবাসী আগ্রওয়ালের দোকানে ১নং খাঁটি ঘিএর আটার লুচি ৶৹ আনা সেরে পাওয়া যায়। দেশী চিনির সকল প্রকার সন্দেশ সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸৹ বার আনা।

বহু স্থানে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥৵ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৭ই আশ্বিন ১৩৩৩, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৬ | ৪২শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ৵০ ও ৷৵০ আনা, মকরধ্বজ—৪৲—তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।৵০ ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসা রোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) [illegible], (১৭) [illegible], (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্ঠিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির

কুন্তলীন নারিকেল তৈল

পুরুলিয়া এজেন্টস্—(১) ছাত্র ভাণ্ডার (২) ইকনমিক ষ্টোর।

বিহার মিসেলিনী।

৯।১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের চেক্, দাখিলা, ওকালতনামা, ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

স্ত্রী:—বাঃ! মলমটা ত খুবই ভাল; দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোঁড়া ত ফেটে গেল।

স্বামী—এই মলমটা জনরেব হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো,

মূল্য মাত্র ৷৵০ দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট... কলিকাতা।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার

সকল প্রকার খদ্দর আমদানী করা হইয়াছে, 'মুক্তি' কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন

খদ্দর কিনিয়া এই দরিদ্র নারায়ণের পূজা করুন।

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ইং ১৯২৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে পুরুলিয়া জুবিলি টাউন হলে, মিউনিসিপ্যাল আফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল আফিসের প্রাঙ্গণে বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ৫॥ ঘটিকার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশন্যারগণের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে।

(ক) কমিশনারগণের সংখ্যা—

১নং ওয়ার্ড হইতে	…	৪ জন
২নং " "	…	৪ জন
৩নং " "	…	৪ জন
এবং ৪নং " "	…	৪ জন

কমিশন্যার নির্ব্বাচিত হইবেন।

(খ) ভোট দিবার সময় ও স্থান—

নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে ইং ১৯২৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরুলিয়া জুবিলি টাউন হলে, মিউনিসিপ্যাল আফিসে এবং আফিসের প্রাঙ্গণে প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটারগণের ভোট নেওয়া হইবে।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিস,
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

স্বাঃ শশধর গঙ্গোপাধ্যায়
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির
ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

-চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্ পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃত, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৲ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

হাঁপানী (এজমা), ক্ষয়কাস (থাইসিস), অর্শ, ভগন্দর, অম্লপিত্ত অম্লশূল, প্রমেহ, বহুমূত্র, বাত, পক্ষাঘাত, বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা রোগ প্রভৃতি যে কোন কঠিন ব্যাধি আমাদের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ফল না পাইলে বিনা ওজরে মূল্য ফেরত পাইবেন। এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দেওয়া হয়।

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**
এম্, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

শ্রীশ্রীসীতারাম পদ ভরসা

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল

কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১৷৹ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্যও ১৷৹ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম { **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল**

"মুক্তি"

"কোন আলোতে আশার প্রদীপ
জ্বালিবে তুমি ধরায় আসো।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আসো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন ১৩৩৩ সাল, ১৭ই আশ্বিন, সোমবার

মহাত্মাজীর জন্মোৎসব

ভারতের বহু স্থানে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। দেশের লোক দেশপ্রাণ মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, ভগবানের নিকট দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া প্রার্থনা, স্তুতি ও গান করিবে এবং তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইহাতে একদিকে যেমন জাতির মন শুদ্ধ হয় এবং ভাব প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি একটা উন্নত আদর্শ অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিও জন্মে। কিন্তু এই অনুকরণ প্রবৃত্তি ঘনীভূত হইয়া যতক্ষণ সমগ্র জাতিকে আদর্শের অনুকূল কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারে ততক্ষণ এই উৎসব অনুষ্ঠানের প্রকৃতরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবনে আচরণ করিয়া যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সমগ্র জাতিকে যে আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে চাহেন তাহা যে খুব উচ্চ ও মহৎ দেশের লোক যে তাহা না বুঝিয়াছে তাহা নয়। তাঁহার কথা শুনিয়া ও কার্য্য দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিতে প্রস্তুত হইতেছিল। তাহাদের সরল সংস্কারের উপর মহাত্মাজীর আদর্শ ও জীবনের প্রভাব প্রবল ভাবেই ক্রিয়া করিতেছিল, কিন্তু দেশের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবের বন্যার প্রথম প্রবাহে ভাসমান হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ও সয়তানী শিক্ষাজনিত পূর্ব্ব সংস্কারের বিপরীত স্রোতে চালিত হইয়া অনেক পশ্চাতে পতিত হইয়া মহাত্মাজীর আদর্শের অভিমুখে কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্তরণ দিতে যখন পরাঙ্‌মুখ হইল, তখন তাহাদের অনুগমন করিতে দেশের জনসাধারণও আর সাহস করিল না। শুধু তাহাই নহে শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের অপ্রবৃত্তি এবং দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য এবং প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য প্রচার করিতে লাগিল যে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ লাভের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং জাতির নিকট যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা ঠিকই বটে কিন্তু দেহধারী মানুষের পক্ষে সে পথে অগ্রসর হওয়া বা সেই আদর্শের অনুকরণ করা সম্ভব নয়। মহাত্মাজী উপদেশ দিয়াছেন বড় বড় সহরের রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের দিকে যে বন জঙ্গল প্রান্তরাদির ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ গিয়াছে তাহাতে পায়ে হাটিয়া চলিতে; যাহাদের যান বাহনের সাহায্য ব্যতীত এক পা চলা দায় হইয়া উঠে তাহাদের পক্ষে খালি পায়ে কণ্টকাকীর্ণ পথে জল কাদা ভাঙ্গিয়া চলিতে অভ্যাস করা কি সম্ভব হয়? সুতরাং একটু আরাম বিরামেরও অবসর থাকে এবং পূর্ব্বাভ্যাসেরও অনুকূল হয় এরূপ উপায় উদ্ভাবন করাই যুক্তি সিদ্ধ। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় অন্য পথ খুঁজিতে লাগিল জনসাধারণের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিবার একটা স্বাভাবিক স্বভাব আছে, তাই মহাত্মার অনুপস্থিতে তাহারাও সাহসে ভর করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সকলেরই একটা ধারণা জন্মিল মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনটা ব্যবহারিক ভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না, ইহাপেক্ষা সহজ উপায় চাই, লোকে যাহা আরামের সহিত অবলম্বন করিতে পারে এমন একটা উপায় চাই, নতুবা দেশের লোক সব কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িবে। এবম্বিধ সব যুক্তির সাহায্যে স্বভাবতঃ সুখপ্রয়াসী লোকের মন বিচলিত হইল এবং সহজ পথের সন্ধানদাতা জননায়কগণের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মাজী বাহিরে আসিয়া বুঝিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অনুবর্ত্তী হইতে অনিচ্ছুক এবং জনসাধারণও তাহাদেরই অনুকরণে শিথিল প্রযত্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষালাভ করা ব্যতীত বুদ্ধিজীবী চালিত দেশের লোকের অন্য আর উপায় নাই। যে উপায়টি অবলম্বন না করিলে অসহযোগের ভিত্তিই নষ্ট হইয়া যাইবে শুধু সেই চরকা খদ্দর এবং জাতীয় শিক্ষার উপরে তাহার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তিনি অন্য সব পথ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নিষ্ফলতা বুঝিয়া লইতে সুযোগ প্রদান করিলেন। সত্যের উপর তাহার অবিচলিত বিশ্বাস এবং সত্যের আকর্ষণে দেশের লোক যে নিজেদের ভুলভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া পুনরায় কষ্টের পথেই স্বরাজ লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে সে বিষয়ও দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহার আছে। সহজ পথ খুঁজিতে খুঁজিতে জননায়কগণ ক্রমশঃ যে বহুকাল পূর্ব্বে পরিত্যক্ত ভিক্ষার পথেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে এবং লোকের মোহও ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। দেশের লোকের মনে আবার একটা ভাব আসিয়াছে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া পুনরায় জাতির পরিচালক না হইলে চলিবে না। যাঁহারা মহাত্মাকে আদর্শ বাদী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের

মহাত্মা গান্ধী

(জন্ম—২রা অক্টোবর, ১৮৬৯সন।)

মধ্যেই অনেকে সুধ মহাত্মাকে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার নিমিত্ত ব্যাকুল ভাবে যে আহ্বান করিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে অভিজ্ঞতা জনিত মতের পরিবর্ত্তন অচির ভবিষ্যতেই অনিবার্য্য। এমন সময় আসিয়াছে মহাত্মাজী প্রদর্শিত পথ সমগ্র জাতির পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব কিনা তাহা পুনরায় বিচার করিয়া দেখিবার। তাঁহাকে যে আদর্শ বাদী বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহার ভিতর সংস্কার গত আরাম প্রিয়তার যুক্তি ব্যতীত আর কোন যুক্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়াই তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সঙ্গত। তাঁহার প্রবর্ত্তিত জাতি সংগঠনের উপায় এবং বিরোধী শক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় যে শুধু একটা আদর্শ বাদ নহে, তাহা যে ব্যবহারিক ভাবেও সম্ভব তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। আরাম বিরাম বিলাস ব্যাসন সব পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিবে আর ফুৎকুত মত বক্তৃতার বাহাদুরি দেখাইয়া বা দাস ব্যবসায়ীদের করুণার উদ্রেক করিয়া স্বরাজ লাভ হইবে এইরূপ কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। হয় সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে অথবা সংগঠনমূলক কার্য্য দ্বারা জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই দুই উপায় ব্যতীত অন্য আর উপায় নাই। নিরস্ত্র জাতির পক্ষে এবং আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন জাতির পক্ষে যে সশস্ত্র যুদ্ধে জয় লাভ করা অসম্ভব ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিলেই তাহার প্রতীতি জন্মিবে। এবিষয় পূর্ব্বেই যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক। দেশের লোক গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ এই হিসাবে যদি মহাত্মার মত আদর্শবাদ হয়, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধের কল্পনা একেবারেই অসম্ভব। ভাবের প্রচার দ্বারা এবং তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেশের লোকের রুচি প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া মহাত্মাজীর মত অনুসরণ করা সম্ভব কিনা তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। **প্রথমতঃ** জাতিসংগঠনের দিক দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় চরকা খদ্দর প্রচলন করাও অসম্ভব নয় এবং জাতীয় ভাব বিধ্বংসী গোলামী শিক্ষার পরিবর্ত্তে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনও অসম্ভব নয়। শিক্ষিত সমাজ এই দুইটার একটাও গ্রহণ করিতে চায় না এবং তাহাদের দেখাদেখি দেশের চাষী বাসী কামার কুমার প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও কিছুদিন ধরিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে অথবা নিজেদের ছেলেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে দেশীয় সৈনিক শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে হইবে এইরূপ কার্য্য পদ্ধতি লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও ত তাহাদের রুচির অনুকূল হইত না। দাসত্বের সংস্কারে যাহাদের চিত্ত একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদের নিকট দাসত্ব মুক্তির বা স্বাধীনতা লাভের সমস্ত প্রচেষ্টাই অরুচিকর মনে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া যে উপায় অবলম্বন করিলে এই অরুচি নষ্ট হইতে পারে অথবা তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান যাইতে পারে তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা চলে না। লোকে যে চরকা গ্রহণ করিতেছে না তাহার কারণ আর কিছুই নয় আলস্য জড়তা এবং পূর্ব্বাভ্যাস। স্বাধীনতার জন্য যে উপায়ের কথাই উঠুক না কেন সমষ্টিভাবে অবসন্ন জাতির এই তিনটি দোষ ত্যাগ করাইতেই হইবে। সুতরাং যাহারা মনে করেন মহাত্মা আদর্শবাদী তাহাদের সর্ব্বদাই ভাবিয়া দেখা উচিত যে প্রচলিত অভ্যাসের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার প্রথম অবস্থায় যে কোন উপায়ের কথাই আদর্শ বাদ বলিয়া মনে হইবে। এই ভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন, মদ্যপান নিবারণ, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, হিন্দু মুসলমানের প্রীতির অনুশীলন কোনটাই লোকের রুচিকর না হইলেও অবলম্বন করা অসম্ভব নয়। অধ্যবসায়ের সহিত নিরন্তর চেষ্টাই কৃতকার্য্যতার একমাত্র উপায়। এই জাতিগঠনের কার্য্য যেরূপ একটা কাল্পনিক আদর্শ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে, তদ্রূপ সংগঠিত জাতির পক্ষে অন্যায় অত্যাচারের সহিত সহযোগ বর্জ্জনও একটা অনুসরণ যোগ্য আদর্শ বাদ বলিয়া উপেক্ষনীয় নয়। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের আদর্শ খুবই উচ্চ বটে কিন্তু সেই আদর্শে উপনীত হইতে বিলম্ব ঘটিলেও আমাদের সেই দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে কোন দিনই ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে ত্যাগবীর্য্যের আদর্শেই গঠিত করিতে হইবে, আত্মনির্ভরতার দৃঢ়ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সত্যাগ্রহ এবং অহিংসার পবিত্র মন্ত্রেই দীক্ষিত করিতে হইবে, অভয় ও অধ্যবসায়ের, স্থিরতা ও ধীরতার অভ্যাসেই অভ্যস্ত করিতে হইবে, এই ধারণা জাতির মনে যখন দৃঢ় বদ্ধ হইয়া ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইবে তখনই প্রকৃত পক্ষে মহাত্মাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের, তাহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিবার সার্থকতা হইবে। তখন চরকা ও চলিবে, খদ্দরও দেশের লোক পরিতে কুণ্ঠিত হইবে না, জাতীয় বিদ্যালয়গুলিও শূন্য থাকিবে না, হিন্দু মুসলমান মাথা কাটাকাটি করিয়াও মরিবে না অথবা অস্পৃশ্য বলিয়া হিন্দুস্থানে কেহ ঘৃণিতও থাকিবে না। তখন যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব হইবে তাহাই প্রকৃত জন্মোৎসব।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া খদ্দর প্রদর্শনী—

গত কল্য পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রাঙ্গণে খদ্দর প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর মিত্র প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল, সহরের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিহারের নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ এই উপলক্ষে একটি সারগর্ভ

বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, দেশের নিরন্ন নর নারীর মুখে অন্ন দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সকলেরই খদ্দর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ছোটনাগপুরের যে যে সহরে এইরূপ প্রদর্শনী হইয়াছে, সর্ব্বত্রই জনসাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে। তিনি আশা করেন, পুরুলিয়াতেও সেইরূপ সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। ৩০০০ সহস্রের অধিক অনাথা স্ত্রীলোক বিহার কংগ্রেস কমিটির খদ্দর বিভাগের অধীনে চরকা কাটিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। এই অনাথাদের এবং এই শ্রেণীর আরও নিরন্ন নর নারীর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইলে, কংগ্রেস কমিটির অবিক্রীত খদ্দর যাহাতে অবিলম্বে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা সাধারণের করিতে হইবে। তিনি আশা করেন, পুরুলিয়াবাসী এই ব্যাপারে বিহার কংগ্রেস কমিটিকে পূর্ণ মাত্রায় সহায়তা দান করিবে। সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা হইয়াছিল।

কেশরগর গ্রামে নূতন হাট—

গত ১০ই আশ্বিন সোমবার কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট স্থাপনের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাভাজন জমিদার শ্রীশ্রীজনার্দ্দন কিশোরলাল সিংহ দেও ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ কিশোরলাল সিংহ দেও বাহাদুর উক্ত হাটের প্রতিষ্ঠা কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। হাটে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। যুগল কিশোর এষ্টেটের কর্ম্মচারিগণ বিনা মূল্যে বীজ বিতরণ করিয়াছিলেন। হাটের উপর স্থানীয় লোকের বিশেষ সহানুভূতি আছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য নানা রূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে এরূপ একটী হাটের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল, এক্ষনে সেই অভাব দূর হওয়ায় উক্ত মৌজার নবীন জমিদার দ্বয়কে আমরা ধন্য বাদ দিতেছি। আমরা উক্ত হাটের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কোতুলপুর দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি—

উক্ত সমিতির প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে জানাইতেছেন যে—

কয়েক মাস গত হইল দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার ধন ভাণ্ডার হইতে প্রতিষ্ঠিত কোতুলপুর দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা অফিস হইতে উক্ত ধন ভাণ্ডারের প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে শুভাগমন পূর্ব্বক দেশবাসীকে পল্লী সংস্কার কার্য্যের উপকারিতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কোতুলপুর কেন্দ্র হইতে নিম্নোক্ত কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতেছে।

১। দেশের দরিদ্র রোগীগণকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান।

২। দিবা ও নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা দরিদ্র এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণকে শিক্ষা দান।

৩। ম্যালেরিয়া নিবারণ জন্য দৈনিক কাটাহ, পুষ্করিণী পরিষ্কার ও কুইনাইন বিতরণ।

৪। নানাবিধ উপায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ, কৃষি ও শিল্প বিষয়ে প্রচার।

৫। ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ উৎসব, নানাবিধ সদগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি।

৬। আপোষ মীমাংসা দ্বারা মোকদ্দমা প্রভৃতি নিবারণ।

৭। দেশী বস্ত্র ও চরকা এবং খদ্দর প্রচার।

এতদ্ভিন্ন মেদিনীপুর বন্যা পীড়িতগণের জন্য সাহায্য ভিক্ষা ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

কলিকাতা ফাণ্ড হইতে এখানে নিয়মিত সাহায্য আসিয়া থাকে।

ঝরিয়া সংবাদ—

উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় ঝরিয়া মাইনিং ফেডারেসন্ এলাকা হইতে পাটনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্ভুত ডাকাত—

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আড়শা থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে চৈতন মুদীর গৃহ একদল ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ডাকাতেরা যখন চৈতনের কতকগুলি ছাগল গরু ইত্যাদি লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল সেই সময় চৈতন এবং তাহার গৃহের লোকেরা ডাকাতগণকে বাধা দেয় এবং তাহাদিগকে ভীষণরূপে প্রহার করিতে থাকে। এইরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়া ডাকাতগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। এবং পলাইবার চেষ্টা করে। চৈতন মুদীর লোকেরাও ডাকাতদের অনুসরণ করিতে থাকে পরে দেখা গেল একজন ডাকাত তাহার পাগড়ী এবং কোমর বন্ধ ফেলিয়া গিয়াছে এবং ঐগুলি একজন পুলিশ কনেষ্টবলের। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বাঁকুড়ার সংবাদ—

গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে বাঁকুড়া লোক্যাল বোর্ড হরমাসায়া ইউনিয়নে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

বাঁকুড়া বন্যা পীড়িত সাহায্য সমিতি মেদিনীপুরের বন্যা পীড়িতদের সাহায্য কল্পে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে নগদ ৪১০৫৸৴০ আনা পাইয়াছেন এবং ২৭০/মণ চাউল, ১৩/মণ লবণ, ৮/মণ ডাল ও ৮০/মণ খৈল পাইয়াছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমিতি কর্ত্তৃক ২০০/মণ চাউল বিতরিত হইয়াছে। সমিতি এখন ১৫টী গ্রাম নিয়া কাজ করিতেছে।

ঝরিয়ায় খদ্দর প্রদর্শনী—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ঝরিয়া এংলোইণ্ডিয়ান স্কুলে এক খদ্দর প্রদর্শনী হইয়াছিল। ২রা অক্টোবর শেষ হইয়াছে। ধানবাদের শ্রীযুক্ত গুনেন্দ্র নাথ রায় ইহার উদ্বোধন করেন। তিনি খদ্দরের উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া সকলকে খদ্দর পড়িতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত বি, এফ, বরুচা এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ১০০০৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে। প্রত্যহই বহু বহু লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিল।

পুরুলিয়া কমলা শিল্ড—

গত কল্য উক্ত শিল্ডের শেষ খেলা হইয়া গিয়াছে। পুরুলিয়া টাউন ক্লাব উপর্য্যুপরি দুই দিন আদ্রা ক্লাবের সঙ্গে খেলিয়া ১-০ গোলে জয়লাভ করিয়া ফাইনেলে আসিয়াছিল। আবার অন্য দিক দিয়া খড়্গপুর ক্লাবের "বি" টিম্ বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজকে ৩-১ গোলে হারাইয়া ফাইনেলে আসিয়াছিল। গত কল্যকার

ফাইনেল খেলায় পুরুলিয়া টাউন ক্লাব খড়্গপুর ক্লাবের "বি" টিমকে ১-০ গোলে হারাইয়া শিল্ড ও ১১টি রূপার মেডেল পাইয়াছে এবং খড়্গপুর একটি কাপ ও একটি মেডেল পাইয়াছে।

মানভুম জেলাবাসিগণের নিকট নিবেদন

আগামী নভেম্বর মাসে ছোট বড় সমস্ত কাউন্সিলগুলির জন্য নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যই কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কিছু চেষ্টাই করেন নাই; বরং নানা ব্যাপারে সরকারের স্বপক্ষে ভোট দিয়া সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং ফলে সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্বরাজ্য দলভুক্ত সদস্যগণের চেষ্টাতেই প্রাথমিক স্কুলে চরকা প্রচলন এবং অন্যত্র দেশের মনুষ্যত্ব-বিনাশী অনাবশ্যক মন্ত্রিত্বের ধ্বংস প্রভৃতি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে। এই সব কারণেই কংগ্রেস স্থির করিয়াছেন, ছোট বড় সমস্ত কাউন্সিলগুলি কংগ্রেস-পক্ষ হইতে অধিকার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিল এবং এসেমব্লীর মেম্বরের পদগুলি জন্য কংগ্রেস-দল হইতে বাছিয়া প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ছোটনাগপুর বিভাগ ও মানভূম জেলা হইতে ব্যবস্থাপক পরিষদগুলির সদস্যপদ-প্রার্থিরূপে মনোনীত করিয়াছেন :—

১। এসেম্ব্লীর জন্য :—

(ক) ছোটনাগপুর অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ।

(খ) পাটনা-ছোটনাগপুর-কাম-উড়িষ্যা মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—খাঁবাহাদুর সারফ্রাজ হোসেন খাঁ।

২। বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক কাউন্সিলের জন্য :—

(ক) ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জীমুত বাহন সেন।

(খ) দক্ষিণ মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।

(গ) উত্তর মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালা।

(ঘ) ছোটনাগপুর মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—মৌলবী সেখ মহম্মদ হোসেন।

উল্লিখিত মনোনীত প্রার্থিগণই যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তজ্জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেস-পক্ষীয় প্রার্থিগণকে ভোট দেওয়া যে মানভূমের প্রত্যেক নির্ব্বাচকের একান্ত অবশ্যক তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

মানভুম জেলা-কংগ্রেস-কমিটি
পুরুলিয়া।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধুলাতে এবং স্যাঁত্‌সেঁতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।
শাখা :—কমল ব্রাদার্স
কলেজ ষ্ট্রীট্,মার্কেট, কলিকাতা

বিবিধ সংবাদ

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু—

কাউন্সিল প্রচার কার্য্যের জন্য নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অন্ততঃ এক পক্ষকাল বিশ্রাম লাভ করিতে বলিয়াছেন। সেই জন্য গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মুসৌরী যাত্রা করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসনীয় কার্য্য—

সেচ্ছাসেবক বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, এন্ হার্দ্দিকার জানাইতেছেন যে— কর্ণাটকের সেচ্ছাসেবকগণ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০০০ হাজার ব্যক্তিকে কংগ্রেস সভ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঢাকার সংবাদ—

প্রকাশ যে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে চকবাজারে ২০৭ জন লোক পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে এবং ১৪০ জন জামিনে মুক্তি লাভ করিয়াছে। যে ৬৭ জন হাজতে আছে তাহাদের মধ্যে ৩ জন মাত্র হিন্দু বাকী সব মুসলমান। যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুই এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও ছিলেন। প্রত্যেকেই ২০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পাটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

পাটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ দ্বিগুন উৎসাহে চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত ৬০ জনের উপর স্থানীয় স্কুলের ছাত্র ধৃত হইয়াছে। বরিশাল হইতে কলেজের ছাত্রগণ আসিতেছে। ব্যবসায়ীগণ এবং সাধারণ পেশার লোকেরাও আসিয়া নিজেদের নাম

দিতেছে। এ পর্য্যন্ত মোট ২৪টি দল ধৃত হইয়াছে। সত্যাগ্রহ কমিটির সম্পাদকের নিকট নগদে ও অন্যান্য দ্রব্যাদিতে প্রায় ৫০০৲ টাকা পৌঁছিয়াছে। মফঃস্বল হইতে রোজই সাহায্য আসিতেছে।

মহানুভব মাড়োয়ারী—

হায়দরাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ যে কিষণচাঁদ নামক তথাকার এক মাড়োয়ারী সর্ব্বজাতি হিন্দুদের মধ্যে দেশীয় ভাষায় বিনামূল্যে গীতা বিতরণ কল্পে ৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকাকে মূল পুঁজি করিয়া এক তহবিল খোলা হইবে। সেই তহবিলের নাম "বিনামূল্যে গীতা বিতরণ ভাণ্ডার"। এই উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে একটি ছাপাখানা এবং কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে এই ভাণ্ডারের টাকা গচ্ছিত থাকিবে।

বাঙ্গালী যুবকের বীর প্রচেষ্টা—

চারিজন বাঙ্গালী যুবক সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভ্রমণ কার্য্যকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য স্যার দেবকী প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা ইহার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ দাতা হইয়াছেন। ইহাদের যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া আসিয়াছে। মেসার্স টমাস কুক এণ্ড সন্স তাঁহাদিগকে নানারূপ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

টাটার লোহার কারখানা—

এই কোম্পানির ডিরেক্টার রিপোর্টে প্রকাশ যে গত বৎসর এই কোম্পানির ৯৮৭৯৬৩২৲ টাকা লাভ হইয়াছে।

মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত দুঃস্থ মা, ভাই, বোনদের সাহায্য কল্পে অভিনয় রজনী

মাত্র ৪ রাত্রির জন্য

অদ্য ১৭ই আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইবে।

বঙ্গের সুবিখ্যাত মকুন্দ দাসের যাত্রা।

স্থান—কাশীপুর রাজার বেড়, মুন্সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া। সময় প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭৷০ ঘটিকা

নব ভাবে নূতন আয়োজন

অন্যান্য যাত্রার ন্যায় পুথিগত বুলি আওরান নহে।

একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি একবার আসিলে আপনি রোজ না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এই যাত্রা দলের অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এই ধরণের যাত্রা এদেশে কখনও আসে নাই।

সুতরাং সকলকেই একবার আসিয়া আমরা শুনিয়া যাইতে অনুরোধ করি!

যে এই সুযোগ হারাইবেন তিনি পরিশেষে মনস্তাপে নিজেই দগ্ধ হইবেন।

সকলের সুবিধার জন্য টিকিটের হার অতি সামান্য মাত্র করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী ১৲ টাকা; দ্বিতীয় শ্রেণী ৷৷০, আনা; তৃতীয় শ্রেণী ৷০ আনা।

ভদ্র মহিলাদের জন্য সুবন্দোবস্ত আছে; টিকিটের হার ১৲ টাকা ও ৷৷০ আনা।

"মুক্তি" অফিসে সকাল হইতেই টিকিট বিক্রয় হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে গেটে পাওয়া যাইবে।

দ্রষ্টব্য———বিক্রীত টিকেট ফেরত লওয়া হইবে না এবং সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে কেহ ফ্রী পাশ চাহিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিবেন না

পুরুলিয়ায় বিশুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শনী

স্থান—পুরাতন ভিক্টোরিয়া স্কুল

গত ৩রা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ ইহাতে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রদর্শনীতে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর খদ্দর—চরকায় কাটা নানা প্রকারের সূক্ষ্ম সূতা প্রভৃতি বহু দর্শনীয় জিনিষ আসিয়াছে। তা ছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিখ্যাত মুকুন্দ দাসের যাত্রা, লাঠিখেলা, এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সূতা কাটা এবং বস্ত্রবয়ন কৌশল প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যহ সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

যাত্রী

(শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়)

সাধনার সিদ্ধি লাগি' দুর্গমের দ্বার ঠেলে আজ,
কেগো তুমি এলে যাত্রী, এ দুর্য্যোগে কিবা তব কাজ?
অভিষেক-উষা কালে নিক্ষেপিয়া শুভ্র ফুল দলে;
কোথা যাও ওগো পান্থ; ধরণীর স্নিগ্ধ কোল তলে—
নীরবে নামিছে সন্ধ্যা অস্ত-রশ্মি ক্ষীণতর ম্লান,
দিগন্তের কূলে কূলে নিঃশ্বাসিছে যত বন্দি-প্রাণ।
অনাদৃত নরনারী তিলেকের মুক্তি সুখ লাগি'
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে তারা আজ উঠিতেছে জাগি;
শত বন্দি প্রাণ লোটে ধরণীর মুক্ত হিয়া পরে,
কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে? প্রাণহীনে কেবা আজি ধরে?
কেবা আজি ধরে নিঃস্বে- জীর্ণহিয়া স্থবির অচল,
মরণের স্পর্শ লাগি' সকাতরে চাহে অবিরল।
কোথা মৃত্যু? কোথা মৃত্যু? স্পর্শ তা'র মিষ্ট কতখানি,
লক্ষ কোটী হিয়া হ'তে ফুকারিছে সে ক্রন্দন বাণী।
অশ্রুভরা রিক্ত আঁখি-হৃতবল যত প্রাণী হায়;
বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্পে আজি তা'রা মিশে যেতে চায়।
ক্রন্দনের তিক্ত শিখা মানবের দীপ্ত ইতিহাসে,
কি কলঙ্ক লেপে আহাঃ নিদারুণ তিক্ততার ভাষে।
সিন্ধুজলে জেগে উঠে অবিচ্ছিন্ন বুদ্বুদের শিখা,
কে জানে কে জানে ওগো মর্ম্মপুটে কিবা তা'র লিখা।
ফুকারি কাঁদিছে ধরা-সহেনাক বন্ধনের জ্বালা,
কে পরাবে গলে তা'র বিজয়ের পারিজাত মালা?
দুর্দ্দিনের যাত্রী ওগো যাত্রা তব কিবা তরে আজ;
কেন পান্থ করিয়াছ দীপ্ত তেজে দিগ্বিজয়ী সাজ?
নিভাবে কি ধরণীর অসহায় কাতর ক্রন্দন,
আচণ্ডালে দিবে কিগো প্রণয়ের প্রেম আলিঙ্গন!
মুছাবে কি জননীর শতাব্দির নয়নের জল,
অসহায়ে দিবে কিগো হৃদয়ের স্নিগ্ধ পরিমল?
ওই যে কাতর কণ্ঠ মরণের স্পর্শ লভি হায়!
তিলে তিলে পলে পলে মৃত্যু সাথে আজ মিশে যায়—
কে রোধিবে যাত্রা তার; ঢেলে দিয়ে সঞ্জীবন ধারা,
ওই যে অস্থির চিত্ত, স্পর্শে তব বেঁচে রবে তারা?
তাই যদি সত্য হবে, সত্য তবে বল যাত্রীদল,
"নিভাব নিভাব মোরা জগতের কোটী চিতানল।
সমাজের পদতলে এতদিন রাখিয়াছি যারে,
আজি এই যাত্রা কালে মোরা সবে কোল দিব তারে।
শতাব্দীর গ্লানি হতে ধুয়ে মুছে ব্যথিতের দল;
আজি নিব কোলে তা'রে বিনাশিয়া এ কাল অনল।"
হে বিরাগী সত্য কর, দিনান্তের যাত্রা কালে আজ,
কাটাবে এ ঘোর ব্যথা নিভাইবে এ গ্লানির সাজ।
এক হস্ত থাকে যদি জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ হতবল,
আর হস্ত কোথা পাবে মৃত্যুঞ্জয়ী শকাত অটল?
এক ভ্রাতা থাকে যদি মরণের তিক্ত ছায়া তলে,
আর ভ্রাতা কোথা কবে শক্তি তরে ঝাঁপিছে অনলে?
হে বিরাগী পান্থ চল মুখেধরে বিজয়ের হাসি
সেথা জ্বলে চন্দ্র সূর্য্য ধরণীর যত গ্লানি নাশি'
যেথা জ্বলে রক্ত শিখা পামরের বিনাশের তরে—
যেথা জাগে মুক্ত হিয়া—দগ্ধ প্রাণ বায় যেথা ভরে—
হে বিরাগী পান্থ চল বিনাশিয়া যত গ্লানি জ্বালা,
তবে ত পাইবে তুমি এ ধরায় চিত্ত গাথা মালা?
সত্য কর সত্যকামী, ধুয়ে মুছে তোলহ সকল,
ব্যথিতেরে অন্ন দিলে সেই তব চতুর্ব্বর্গ ফল।

আসুন আসুন

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স্

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন

বিজ্ঞাপন

কেশরগড় গ্রামে—নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

গত ১০ই আশ্বিন সোমবার কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত হাট প্রতি সোমবার বেলা প্রাতে ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বসিবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি

যুগলকিশোর এষ্টেট, পুরুলিয়া। — **শ্রীমতিলাল রায়** পরিচালক।

বিজ্ঞাপন

দুলমী ইউনিয়ন ক্লাব।

আমরা দুলমীবাসী ছাত্রগণ শারীরিক উন্নতিকল্পে উক্ত নামে একটী ক্লাব করিয়াছি। এ বিষয়ে সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার, ক্যাপটেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, ভাইস-ক্যাপটেন।

পূজার আয়োজন

সিংহ এণ্ড কোং (হাটতলায়)

(অবসর প্রাপ্ত ওভারশিয়ার সত্যবাবুর
স্বদেশী কাপড়ের দোকান)

পুরুলিয়া হাটতলা ২নং রেঞ্জে ৭নং কুঠরি (অর্থাৎ গোপেশবাবুর গোলদারী দোকানের সম্মুখে) টাঙ্গাইল, তাঁত ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি সাড়ী উড়ানি ও ফারেসডাঙ্গার ধোলাই ধুতি সাড়ী, আলপাকার সাড়ী, মোজা,রুমাল, গেঞ্জী, কোট ও কামিজের থান, ডসরেট আদি সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাঁ—এই
হারমোনিয়ামের
কথাই ত
বলেছিলুম !

ভাগ্যি বাবাকে
ডোয়াকিনের
"গ্রামোলা"
আনতে বলেছিলুম !

কেমন সুন্দর দেখতে
কি মিষ্ট সুর ;
বাবাকে রোজ রোজ
গান গেয়ে শোনাব।

৩ অক্টেভ সিঙ্গেল রীড বাক্স সমেত ... ৩০৲
ঐ ডবল রীড ঐ ... ৪৫৲
ডোয়ার্কিনের অরগ্যান—৯০৲ হইতে ....
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ড্যালহাউসীস্কোয়ার, কলিকাতা।
মানভূম জেলার এজেন্ট :— একমাত্র
সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া।

নীলাম বিক্রয়

পুরুলিয়া নিবাসী চন্দ্রকান্ত নন্দী, মতিরাম বসন্ত লাল ফার্মের নিকট ৫০০/মণ বাবুই লইবার জন্য কণ্ট্রাক্ট করিয়া ২১০/ মণ লইয়া উক্ত ফারমকে কণ্ট্রাক্ট অনুসারে মূল্য আদায় দেয় নাই ও বাকী ২৯০/মণ বাবুই গ্রহণ করে নাই। উক্ত বক্রী বাবুই গ্রহণ করিবার ও মূল্য আদায় দিবার জন্য উক্ত নন্দী মহাশয়কে নোটীশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু নন্দী মহাশয় উক্ত বক্রী বাবুই গ্রহণ করেন নাই বা মূল্য আদায় দেন নাই। তজ্জন্য উক্ত বাবুই **প্রকাশ্য নীলামে পুরুলিয়ার বুচার্যাণ্ডের পশ্চিম দিকে** বাকুড়া রোডে উক্ত মতিরাম বসন্ত লাল ফারমের গুদামে আগামী ১৫ই নভেম্বর ১৯২৬সন তারিখে বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহারা ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহার ডাক গ্রহণ করা হইবে।

"মুক্তি" পূজা—সংখ্যা

বৃহৎ আকারে,—লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক লেখিকাগণের চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশে রঙ্গ বেরঙ্গের চিত্রে সজ্জিত হইয়া, সরস ও কৌতুকপূর্ণ গল্প ও রঙ্গরসে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ আগামী ২৪শে আশ্বিন সোমবার প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য মাত্র ৵০ আনা। আমাদের গ্রাহকগণের এই মূল্য দিতে হইবে না। যাঁহারা নগদ ক্রয় করিতে চান তাঁহারা ২০শে আশ্বিনের মধ্যে ম্যানেজারকে জানাইবেন নচেৎ তাঁহাদের বিফল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা।

ঐ সংখ্যায় যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান—তাঁহারা আজই তাঁহাদের বিজ্ঞাপন পাঠান। ২০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবারের পর আর কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইবে না।

আমাদের এজেন্টগণের নিকট অনুরোধ—তাঁহারা কে কত পূজা—সংখ্যা চাহেন ২২শে আশ্বিনের মধ্যে আমাদের না জানাইলে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

ম্যানেজার,
মুক্তি কার্য্যালয়
পুরুলিয়া।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং যে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২২৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি থান মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি,এম,তালুকদার এণ্ড কোং**
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম।

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাষ আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ ! সুসংবাদ !!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে, মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা।

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১৯ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

বোস এণ্ড সন্স।
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা
৬৮নং হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

প্রাণ স্পর্শী ভাষায় বিখ্যাত বক্তা ও লেখক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকিল মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। পুরুলিয়ার গত বর্ষের প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত। **মহাত্মার** ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে বলেন "বঙ্গের প্রতি ঘরে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া উচিত।"

মানভূমের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এল, সি, বাংলা কাউন্সিলের সদস্য মহাশয় বলেন পরাধীন জাতির প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাইতে হইলে যে ভাবে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে হয় গ্রন্থকর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে গ্রন্থটী পড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহারের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পুস্তকটীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ৷৵ আনা, একত্রে ৫ খানি লইলে ভিঃ পিঃ খরচ কম পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীগৌরি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠপুর, বাঁকুড়া।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুষালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—অমর জাতীয়তার সাধনায়, নয় বৎসর আত্মোৎসর্গের পর, অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে ১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চন্দননগরেরই 'প্রবর্ত্তক' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জ্বলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাত

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬১৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

২০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্রাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস্

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাড়ী বিক্রয়!

নূতন একতালা বাড়ী

সত্বাধিকারী ভীরাম খেমজী, কনট্রেকটার। বাড়ীটিতে বেশ বায়ু ও আলো খেলে। বাড়ীটির নিকটেই ষ্টেশন এবং সম্মুখে পোষ্টাফিসও আছে।

ডাকবাংলার নিকট "ECONOMIC STORES" মনোহারী দোকানে অনুসন্ধান করুন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)

পুরুলিয়া, মানভূম।

দেশবন্ধু প্রেস

আগামী ২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ৬ই কার্ত্তিক শনিবার পর্য্যন্ত পূজা উপলক্ষে প্রেস ছুটি থাকিবে। ৭ই কার্ত্তিক রবিবার হইতে যথারীতি আবার প্রেসের কাজ কর্ম্ম চলিতে থাকিবে।

ম্যানেজার

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **চকবাজারে রাজ নারায়ণ মেডিক্যাল হলের সম্মুখে রামগোপাল ব্রজবাশী আগ্রওয়ালের** দোকানে ১নং ঘণ্টর ঘিএর আটার লুচি ৷৶৹ আনা সেরে পাওয়া যায়। দেশী চিনির সকল প্রকার সন্দেশ সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহলাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸৹ বার আনা।

বহু এমেচারে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. P. 185.

পূজা সংখ্যা

মায়ের আগমনী

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵ টাকা | এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার, ২৪শে আশ্বিন ১৩৩৩, ১১ই অক্টোবর ১৯২৬ | ৪৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীদুর্গা

ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিনী
কমলা কমল-দল বিহারিণী
নমামি ত্বাং।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে ইং ১৯২২ সালের বিহার উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (ক) ধারা অনুসারে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে মানবাজার রোড হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তা সোজা নিউ ফেমিন রোড (New famine Road) পর্য্যন্ত গিয়া মিশিয়াছে এবং পুনঃ নিউফেমিন রোড হইতে মানবাজার রাস্তায় আসিয়া মিশিয়াছে (নিম্ন বিবরণ অনুযায়ী) তাহার উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উক্ত রাস্তাটী সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার দুই মাস কাল মধ্যে যদি উক্ত সমগ্র গলির, উহার অংশের, অধিকাংশের স্বত্বাধিকারীগণ মিউনিসিপ্যাল অফিসে কোন আপত্তি দাখিল না করেন তাহা হইলে কমিশনারগণ একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উক্ত রাস্তাটি সর্ব্বসাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল অফিস ৬ই অক্টোবর ১৯২৬	স্বাঃ-শশধর গঙ্গোপাধ্যায় পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্।

গলির বিবরণ

দৈর্ঘ্য——২৯৭৯ ফিট

উত্তর সীমা

(১) রজনী ঘুনিয়ার বাস্তু।
(২) অযোধ্যা সেনের পুকুর অথবা বুরদি বাঁধ।
(৩) চন্দ্র নন্দীর শস্য ক্ষেত্র।
(৪) বুধু রাজোয়াড়ের বাস্তু।
(৫) গোপী রাজোয়াড়ের বাস্তু।
(৬) অতুয়া উঁড়াও এর পতিত জমি।

দক্ষিণ সীমা

(১) পদিয়া ভুমিজানের বাস্তু এবং বাড়ী।
(২) দলু বাউরীর বাস্তু বাড়ী।
(৩) শ্যামজী কাটীর বাস্তু।
(৪) বৈজনাথ রাজওয়াড়ের বাস্তু ও বাড়ী।
(৫) হিরা রাজওয়ার্দ্দের বাস্তু ও বাড়ী।
(৬) পুচা উঁড়াওএর জমি।
কাসু উঁড়াওএর পতিত জমি।

পূর্ব্ব সীমা

(১) সমর সিংহের শস্য ক্ষেত্র
(২) সমর সিংহের বাড়ী।
(৩) চিনি বাউরিনের বাস্তু।
(৪) ঠাকুর রাজওয়াড়ের বাস্তু জমি।
(৫) বুধু রাজওয়াড়ের বাড়ী।
(৬) গোপী রাজওয়াড়ের বাড়ী।
(৭) অতুয়া উঁড়াওএর পতিত জমি।
(৮) চন্দ্র নন্দীর পতিত জমি।
(৯) মণ্টু উঁড়াওএর বাস্তু বাড়ী।
(১০) ঝিলু উঁড়াএর বাস্তু।

পশ্চিম সীমা

(১) টুসু রাজওয়াড়ের হাতা এবং বাস্তু।
(২) সলাবত রাজওয়াড়ের পতিত জমি।
(৩) রামরতন তেওয়ারীর বাগান বাড়ী।
(৪) রামরতন তেওয়ারার পতিত জমি।
(৫) কাসু উঁড়াওয়ের বাস্তু।
(৬) চিলগু উঁড়াওএর বাস্তু।

প্রস্থ——১৮ ফিট

"The Purulia Zila School Magazine"

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে! শীঘ্র প্রকাশিত হইবে!!

সত্বর গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হউন।

বৎসরে তিনবার বাহির হইবে। মূল্য প্রতিসংখ্যা ৵০ আনা মফঃস্বলে ৵১০ আনা। বার্ষিক ১৲ আনা, মফঃস্বলে ১৵০ আনা।

স্কুলের পুরাতন ছাত্রদের প্রবন্ধাদি সাদরে গ্রহণ করা হইবে। বিজ্ঞাপন দাতাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাইবে। বিজ্ঞাপনের হার জানিতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

• পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	(সম্পাদক)
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর পাত্র	(সহঃসম্পাদক)
শ্রীহরিহর চক্রবর্ত্তী	(কার্য্যাধ্যক্ষ)
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বক্সী	(সহঃকার্য্যাধ্যক্ষ)

দেশবন্ধু প্রেস।

সকল প্রকারের ছাপা সুলভে, সময় মত হইয়া থাকে খাজনা আদায়ের চেক্ দাখিলা ও অন্যান্য ফর্ম্ম সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দেবতার দান অবহেলা করিবেন না।

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ট, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহের তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩।০ টাকা।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—

দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!

হোমিওপ্যাথি ইঞ্জেকসনের কিরূপ অসাধারণ শক্তি একবার পরীক্ষা করুন।

শ্বাপানী (এজমা) ক্ষয়কাস (থাইসিস) মৃগী, প্রমেহ, বহুমূত্র, রক্তামাশয়, পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। যাঁহারা এলোপ্যাথি ইনজেকসনে ফল পান নাই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আশাতীত ফল লাভ করিবেন।

যক্ষ্মা রোগীর পুনর্জ্জন্ম লাভ।

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক **ডাক্তার চাটার্জ্জীর এণ্টি-থাইসিস** ইঞ্জেকসনে যক্ষ্মা রোগীর জ্বর, কফ, কাস ও রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম যাদুমন্ত্রের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। ৮টী মাত্র এঞ্জেকসনেই উপকার বুঝিতে পারিবেন, ১৬ হইতে ২০টী ইনজেকসনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন। ৮টী ইঞ্জেকসনের খরচ উভয়ের বিশ্বস্ত কোন ভদ্রলোকের নিকট গচ্ছিত রাখুন, উপকার বুঝিলে দিবেন, নতুবা আপনার টাকা উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। যাহারা হতাশ হইয়াছেন সেইরূপ মরণাপন্ন রোগীদিগকেই আহ্বান করা যাইতেছে। যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চান বিলম্ব করিবেন না।

অশ্বগন্ধা টনিক——চিকিৎসা জগতে, অতি অপূর্ব্ব বস্তু। দেশীয় অশ্বগন্ধা কিরূপ গুণদায়ক সকলেই অবগত আছেন। সেই অশ্বগন্ধা ভূমি কুষ্মাণ্ড অনন্তমূল প্রভৃতি মহা তেজস্কর ভেষজ মিশ্রিত এই দেব দুর্লভ **অশ্বগন্ধা টনিক** সেবনে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহা অদ্বিতীয় যে কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হউক না কেন ইহা সেবনে নূতন নূতন রক্ত কণিকা সকল উৎপন্ন হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে একবার নিজে নিজে ওজন হইবেন এবং তিন মাস ঔষধ সেবনের পর একবার ওজন হইবেন দেখিবেন কতখানি বৃদ্ধি হইয়াছেন। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার করে। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু সংশোধন করতঃ বন্ধ্যা, বাধক, ও মৃতবৎসা রোগ দূর করে। মূল্য যৎপরোনাস্তি সুলভ। এক মাসের একশিশি, মাত্র ১৲ এক টাকা।

গনোরিয়া এলিক্সার—নূতন, পুরাতন সর্ব্ববিধ প্রমেহের ইহাই একমাত্র মহৌষধ। ১৮ বৎসরের প্রমেহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছে। একদিনেই যন্ত্রণা দূর হয়, নূতন প্রমেহ সাত দিনে আরোগ্য হয়। এক সপ্তাহে ১।০

ঠিকানা—ডাঃ **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়**
এম্, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি মথিত কতিপয় ঔষধি-রত্ন

অমৃত-রসায়ন ১সপ্তাহের মূল্য ১৷০
মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তি লোপ, অকস্মাৎ অন্য মনস্ক হওয়া, অকারণ মনের বিষম ভাব, কার্য্যে উৎসাহ-হীনতা, জনতার উপর বিদ্বেষ, অতিরিক্ত ভীরুতা, মাথা ঘুরা, বুক ধরফড় করা, বুকে ব্যথা, শরীরে বিশেষতঃ চোখে, হাতে ও পায়ে জালা, জর জর ভাব, অল্পশ্রমে বেশী ক্লান্তি বোধ, যকৃদ্দোষ, সাদা ঢেকুর, অম্লাস্বাদযুক্ত ঢেকুরের অথবা ভুক্ত দ্রব্যের কাচা গন্ধযুক্ত ঢেকুর উঠা, ক্ষুধার অল্পতা, পাতলা দাস্ত বা কোষ্ঠ বদ্ধতা, চোখের নীচে কৃষ্ণ-বর্ণ দাগ পড়া প্রভৃতি উপসর্গের অসাধারণ মহৌষধ।

প্রমেহাশনি „ „ ১৷০
বিংশতি প্রকার প্রমেহ ৭দিনে উপকার, ১৪দিনে আরোগ্য।

দগ্ধি বস্তি „ „ ৷•
গণোরিয়া রোগে সমগ্র মূত্র নালীতে জালা ও ঘা হইতে দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা পিচকারী লইলে বিষাক্ত জীবাণু সকল বিনষ্ট হয় এবং আশু পীড়ার উপশম হয়।

ইন্দু কলা „ „ ১৷০
গনোরিয়ার পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ যখন বিশেষ কোন যন্ত্রনা থাকে না, প্রস্রাবের সহিত তুলার আঁসের মত পড়ে, কখন পুঁযের মত দেখা যায়, মূত্র নালী সর্ব্বদা ভিজা বোধ হয়, মূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারা যায় না। ক্রমশঃ রতি শক্তির হ্রাস হইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি-স্থানে বেদনা অনুভব এরূপ অবস্থায় শীঘ্র ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

স্বপ্নহেম-বিলাস „ „ ॥০
স্বপ্ন দোষ নিবারণে অদ্বিতীয়।

যোগেন্দ্র রসায়ন „ „ ॥০
শুক্র তারল্য ও ধ্বজভঙ্গে অব্যর্থ

মদভঞ্জন চূর্ণ ১সপ্তাহের মূল্য ৸০
উন্মাদের রোগী নানারূপ উৎপাত করিলে ১মাত্রা সেবনেই বিশেষ উপকার হয়। ৪দিনে সেব্য।

শ্বাস শান্তি „ „ ১৲
শ্বাস রোগে ১মাত্রায় উপকার ১৪মাত্রায় আরোগ্য।

ভুবন মঙ্গল রস „ „ ১৲
ম্যালেরিয়ার ৩দিনে উপকার ৭দিনে আরোগ্য।

সুরেন্দ্র ধ্বজ ঘৃত „ „ ॥০
ধ্বজভঙ্গ ও তাহার পূর্ব্বাবস্থায় অভাবনীয় ফলপ্রদ মালিশ।

অন্নদা মঙ্গল „ „ ২৲
পূর্ণেন্দু রসায়ন „ „ ১॥০
উভয়বিধ ঔষধ বহু মূত্রে (ডাই বিটিশ) আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ।

হীরকদ্যুতি „ „ ২৲
উপদংশ (সিবিলিশ) পারাজনিত রক্তদুষ্টি, বাত রক্ত, ও কুষ্ঠ প্রভৃতিতে অব্যর্থ।

গুড় কষ্মলাদ্য চূর্ণ „ „ ২৲
রজঃ প্রবর্ত্তিনী „ „ ১৲
রজোদোষ বা বাধক বেদনায় ধন্বন্তরি।

শূলেশ্বর „ „ ॥০
শূল রোগে ১—৩মাত্রায় উপকার, ৭মাত্রা সেবনে আরোগ্য।

শৃঙ্গাদি যোগ „ „ ১৲
অপাসার (হিষ্টিরিয়া) ও মূর্চ্ছায় ১—৩মাত্রা সেবনে উপকার ১৪ মাত্রা সেবনে ব্যাধির উপশম।

সংপ্রদর সুন্দর „ „ ১৲
রক্ত প্রদরে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর রক্ত স্রাব হইলে, রক্তাতীসার, যক্ষা এবং রক্ত পিত্তে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ করিতে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই।

ঠিকানা :——কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।
পুরুলিয়া, মানভূম (ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখে)

বন্দেমাতরম্

"মুক্তি"

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

—বঙ্কিমচন্দ্র।

১ম বর্ষ } সন ১৩৩৩ সাল, ২৪শে আশ্বিন, সোমবার { পূজা সংখ্যা

মায়ের আগমনী

মা! এস এস! এবার মন্দিরে মন্দিরে তোমার প্রতিমা গ'ড়ে পুষ্প চন্দন বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য দিয়ে তোমার শুধু পূজা করব বলেই যে তোমাকে ডাকছি তা নয়, ধুপ ধুনায় পবিত্র চণ্ডীমণ্ডপে তিন দিন সন্ধ্যাগমে তোমার আরতি ক'রে নিজের জীবন ধন্য করব বলেই যে তোমাকে আহ্বান করছি তাও নয়, তোমার পূজোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়ে পুণ্যার্জ্জন করব বা সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করব, তার জন্যও তোমাকে আসতে বল্‌ছি না; শক্তিরূপিণি মা! এবার প্রাণের দায়ে নিতান্ত অভাব বোধে গরজে ঠেকে, তোমার শরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই ভেবেই মাতৃসম্বল শিশুর কণ্ঠে ব্যাকুল ভাবেই তোমায় ডেকে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমাদের শৌর্য্য গেছে, বীর্য্য গেছে, সমাজ গেছে, শিক্ষা গেছে, অর্থ, স্বাস্থ্য সবই ক্রমে ক্রমে চ'লে গেছে, আবার এখন যে আমাদের শেষ সম্বল ধর্ম্মও যেতে বসেছে, আর নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকলে ত চলছে না মা! তাই, নিতান্ত অসহায় হয়েই তোমার আগমনের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। তুমি আসলে এবার শুধু ভাবের উচ্ছাসে মা, মা ব'লে তোমার চরণ যুগলে দেহ মন সমর্পণ ক'রে সুখ দুঃখের কথা নিবেদন ক'রেই নিরস্ত হব না, এবার শুধু স্তোত্র মন্ত্র প'ড়ে ভোগরাগ দিয়ে আত্মতৃপ্তি সাধন করেই বিরত হব না, এবার আত্মরক্ষা, জাতিরক্ষা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মা, তোমার কাছে সকাম-ভাবেই শক্তিলাভের জন্য আবদার ধরব। মা! তুমিই যে সমস্ত শক্তির আধার ও আশ্রয়। সন্তানের অধিকার দাবী ক'রে মা-ছোড়-বন্দা হ'য়ে এবার যে "দেহি দেহি" বলে কেঁদে কেটে তোমায় বিরক্ত ক'রে তুলতেই হবে। শক্তি পেলে তা ব্যবহার করতে জানি না বলেই মা, তুমি সর্ব্বার্থ-সাধিকা হ'য়েও অবোধ সন্তানদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছ, তাও যে না বুঝি তা নয়, কিন্তু মা তুমিত শুধু ফল দাত্রীই নও, তুমি যে মহাবিদ্যা স্বরূপিণী, সন্তানের শিক্ষার ভারও ত মা তোমারই উপরে ন্যস্ত রয়েছে। তাই বল্‌ছি মা এবার এসে শক্তিও দিতে হবে, আবার তাহা কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষাও দিতে হবে। ক্ষমতা লাভ ক'রে দুর্ব্বলকে পীড়ন ক'রলে, অজ্ঞ ভাইদের উপর জুলুম করলে, অস্পৃশ্য ব'লে তাদের দূরে সরিয়ে রাখলে, ঘৃণ্যজীব বলে তোমারই সরলবুদ্ধি সন্তানদিগকে তাদের ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত করলে, মায়ের অনুগ্রহ লাভেও যে বঞ্চিত হ'তে হয়, আসুর শক্তির অত্যাচার উৎপীড়নে, দুঃখ

দৈন্যের ভিতর দিয়া, লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতার তীব্র কশাঘাতে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছি মা! এবার তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেই বলছি, আর অমন ক'রে তোমার অনুগ্রহের অসৎব্যবহার করব না, মায়ের কাছে শক্তি লাভ করে মায়েরই সন্তানদের উপর অত্যাচার ক'রে মায়ের অপমান আর করব না গো, আর করব না। তাই নিতান্ত অধীর চিত্তেই ডেকে বলছি, মা এস এস! দশভূজামূর্ত্তিতে দশ প্রহরণ ধারণ ক'রে এস মা, সিংহ-বাহিনী হয়ে অসুর শক্তির আক্রমণ হ'তে ভক্ত সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য এস মা, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য ও গণ শক্তির প্রতীক রূপে প্রকাশিত সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী ও গণেশ এই চতুঃশক্তি সমন্বিত হ'য়ে বর্ণাশ্রমের বিকৃত ভাব দূর ক'রে প্রেম ও সংযমের ভিত্তির উপরে তাহা স্থাপন করতে এস মা, ত্রিকালজ্ঞে ত্রিনয়নি মা তোমার অদূরদর্শী অজ্ঞ সন্তানদের তত্ত্বদর্শনের চক্ষু খুলে দিতে একবার এস মা, এস মা সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে, এস মা শিবে সর্ব্বার্থ দায়িকে, এস মা ভীম মধুর মূর্ত্তিকে! এস মা অম্বিকে এস মা এই দেশে যে দেশে তোমার সতীদেহের ছিন্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করে এখনও তোমার অপূর্ব্ব প্রেমলীলার সাক্ষ্য প্রদান কচ্ছে। এস মা সেই দেশে যে দেশকে তুমি লীলাচ্ছলে পিতৃভূমি ব'লে পূণ্যভূমির গৌরব দান করেছ, আর তোমার বিশ্ববিমোহিনী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী শক্তি মূর্ত্তির বিগ্রহ গ'ড়ে অর্চ্চনা করবার অধিকার দিয়েছ। দেখ এসে মা, তোমার সেই দেশের সন্তানগণই শক্তি পূজার অধিকার পেয়েও কেমন শক্তি হীন হয়ে, কেমন জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে, কেমন চৈতন্যহীন মরার মতন হয়ে, অন্য সব দেশের কৃপার পাত্র হ'য়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করে হেয়, ঘৃণ্য, অবসন্ন ভাবে দিন কাটাচ্ছে। দেখ এসে মা অন্নপূর্ণা তোমারই উপাসক, তোমারই আশ্রিত জন আজ হা অন্ন হা অন্ন ক'রে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর দু মুঠা অন্নের জন্য মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে পরপদলেহনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখ এসে মা ভৈরবী, যারা একদিন শ্মশানভূমিতে শবাসনে ব'সে ভূত প্রেতের বিভীষিকা সব উপেক্ষা ক'রে নির্ভীকচিত্তে তোমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করত, তারাই আজ নিজেদের দেবমন্দির, নিজেদের সমাজ শিল্প, নিজেদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, নিজেদের মাতা ভগিনী ঝি বৌকে রক্ষা করতে না পেরে কেমন অসহায় অবস্থায় ভয় বিধ্বস্তচিত্তে পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! তাই বলছি এবার এসে মা তিন দিনের প্রাণহীন পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান দেখে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে গেলে চলবে না, অর্চ্চনার নামে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখে অভিমান ক'রে ঔদাসিন্য দেখালে শুনব না, কাম্য বলির নামে ছাগ শিশুর নিষ্ঠুর হত্যার ব্যভিচার দেখে প্রাণে আঘাত পেয়ে বিরূপ হ'লেও মানব না। এবার এসে সমগ্র জাতির মনে নবশক্তির সঞ্চার ক'রে সকলকে আবার শক্তি পূজার অধিকারী ক'রে তুলতে হবে, তোমার দৈবীশক্তির প্রভাবে সকলকে শক্তিশালী ক'রে আসুরী শক্তির সহিত যুদ্ধ ক'রে জয় লাভ করতে শিখাতে হবে, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, জ্ঞান, বল সকলের প্রসূতি তুমি—তোমার শরণাপন্ন সম্বলহীন সন্তানদিগকে তোমার মঙ্গলপ্রদ ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করতে হবে। তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বিদূরিত করে তাদের দৈন্য নৈরাশ্য জড়তা অবসাদ সব ঘুচিয়ে দিয়ে আত্মবলে তাদের বলীয়ান্ করতে হবে; বেশী কিছু নয় তারা যেন জগদ্ধাত্রীর সন্তান ব'লে জগতের সকল জাতির নিকট পরিচয় দিতে পারে এমনি করে তাদের মা গ'ড়ে তুলতে হবে। যদি তাই না করবে মা তবে বিশ্বজননী দুর্গতি নাশিনীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে এই মরণোন্মুখ বৃথা আশায় বঞ্চিত করবার জন্য তোমার আসবার দরকার কি? মহাকালের সহধর্ম্মিনী তুমি তোমার কটাক্ষপাতে কত বিশ্ব ধ্বংস পথে ছুটে চলেছে এই লাঞ্ছিত দেশের লোকগুলিকেও মা সেই প্রলয়ের পথে টেনে নিয়ে গিয়ে চিরবিলোপের গর্ভে লীন কর না কেন? তাই বা তুমি পারবে কেন মা! মহামায়া হ'লেও স্নেহে ভরা যে হৃদয় তোমার! পূর্ব্ব লীলার স্মৃতি এসে তোমারও মনটা যে পাল্টে দিবে! এই সুরথ সমাধি কাম বশিষ্ঠের দেশ ধ্বংস করতে তোমার প্রাণে সইবে কেন মা? তাই বলছি মা, এস এস এস মা দুর্গে, এস মা গৌরি, এস মা ঋদ্ধি, এস মা সিদ্ধি, এস মা বুদ্ধি, এস মা শক্তি, এস মা সন্তান বৎসলা জননী, নমোঽস্তু তে।

রামায়ণে পড়েছি মা, শ্রীরামচন্দ্র যখন যুদ্ধে জয়লাভ করবার নিমিত্ত তোমার আরাধনা করেছিলেন তখন সেই অবতার পুরুষেরও ভক্তি পরীক্ষা না ক'রে তাঁকে অভয় বর দান কর নাই। যখন নীল পদ্মের বিনিময়ে সেই কমললোচন রাঘব নিজের একটি চক্ষু উপহার দিতে উদ্যত হয়েছিলেন তখনই তাঁহার ত্যাগের ভাব দেখে তুমি প্রসন্না হ'লে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বল্লেন—"দুর্গাস্তোত্রং উদীরয়" তখন উর্ব্বশীর আকর্ষণ বিজয়ী ধনঞ্জয়ের প্রার্থনা বাক্যের ঐকান্তিকতা ও তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতায় তুমি প্রসন্না হ'য়ে তাকে বর দিয়েছিলে—"স্বল্পেনৈবতু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব" অচিরেই তুমি শত্রুজয়ী হইবে। অর্জ্জুন সংযমী বীর ছিল, শক্তি শালী হয়ে শক্তি পূজায় তার অধিকার ছিল; তাই তুমি তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পার নাই। সুরথ সমাধি ও তত্ত্বজ্ঞ মেধস মুনির আশ্রয় লাভ ক'রে তোমার স্বরূপ অবগত হ'য়ে ধন্য হয়েছিল। কিন্তু মা রাম-অর্জ্জুন সুরথ সমাধির দেশের লোক হ'য়েও আমরা

সেই ত্যাগবীর্য্য জ্ঞান ধর্ম্ম সব ত হারিয়ে ফেলেছি। তোমার তৃপ্তির জন্য এখন আমরা কাম ক্রোধাদি অন্তঃ শত্রুগুলিকে বলি দিতে অক্ষম হ'য়ে হাড়ি কাঠে নৃশংসভাবে কতকগুলি নিরীহ ছাগ শিশু হত্যা ক'রে তোমাকে প্রসন্ন করতে চাই। প্রকৃত পক্ষে রিপু যাহারা তাহাদিগকে দমন করতে অসমর্থ হয়ে ভাই এ ভাই এ কলহ করে সকলে মিলে আসুরিক শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হই। আমরা বিলাস মোহ ত্যাগ করতে অসমর্থ হ'য়ে মা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবে দেবীপূজার নাম করে এখন প্রতিষ্ঠারই উপাসনা করি। আমরা নিতান্ত লক্ষ্মী ছাড়া হ'য়ে গিয়েছি মা, মুখে বলি "যত্র নারী তত্র গৌরী" কিন্তু কাজের বেলায় তুচ্ছ অর্থ লোভে ও সমাজের দোহাই দিয়ে নারী নির্য্যাতনেই গর্ব্ব অনুভব করি, আবার নিজেদের মা বোন যদি কোন দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হ'লে নিতান্ত কাপুরুষের মত প্রাণের দায়ে পলায়ন করি। আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু নাই মা, অভয়ার উপাসক হ'য়ে ও আমরা ভয়ে ভয়েই অর্দ্ধমৃত হ'য়ে আছি। কেমন ক'রে তোমাকে প্রসন্ন করব মা? না আছে ভক্তি, না আছে জ্ঞান, না আছে সাধন শক্তি। তবুও মা তোমাকে প্রসন্ন হ'য়ে বরদা হতেই হবে। নতুবা মুক্তি লাভের ত আর কোন উপায় দেখি না। তোমার অহৈতুকী কৃপাই এখন আমাদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। স্নেহময়ী মা, তোমার অপার স্নেহই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই ব্যাকুল চিত্তে তোমার আগমনের অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এস মা বিপদ তারিনী বিপদে অধীর হয়েই তোমাকে ডাকছি এখন, এস মা অন্নদা ক্ষুধায় কাতর হয়েই তোমার আজ শরণ গ্রহণ করছি, এস মা অভয়া অসুরের ভয়ে ভীত হয়েই তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি, এস মা মোক্ষদা আজ বন্ধনের বেদনায় অস্থির হয়েই মুক্তির সন্ধানে তোমার চরণে শরণ নিচ্ছি। তোমার কাছে হৃদয়ের আর কোন্ ভাব নিবেদন করব মা! চিন্ময়ী মা, তুমি ত মনে বসেই সব দেখতে পাচ্ছ। "কি আর কহিব আমি"?

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে"।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে॥

আবাহন গীতি

(শ্রীব্রহ্মানন্দ সেনগুপ্ত)

এস মা আনন্দময়ী ওগো আজি যতেক তোমার
সন্তান প্রাণে,
মাতিয়া উঠুক সবার হৃদয় নূতন ছন্দে নূতন গানে॥
সারা বরষের নিরাশা বিষাদ, যত গ্লানি আর যত অবসাদ,
সকলি আজিকে দাও গো ভুলায়ে মিলনানন্দ মোহন তানে॥
সন্তান তব মোরা ভাই ভাই, বাহিরের কাজে ছিনু ঠাঁই ঠাঁই,
তোমারি পূজায় মিলেছি সবাই কম' মধুময় তব আহ্বানে।
দ্বন্দ্ব-বিবাদ হৃদয়ের কোনে জমেছে যা কিছু
জ্ঞানে কি গোপনে,
দূরে যাক্ সব মুছে লও মাগো স্নেহ আশীষ পরশ দানে॥
পূজিব বলিয়া রাতুল চরণ নাহিক মোদের কোন আয়োজন,
বৃথা চলে গেছে সারাটি বরষ চাহিয়া শুধুই আপন পানে।
কি যে দিব ডালি খুঁজিয়া না পাই, নাই যে গো আজি
আর কিছু নাই,
আছে অফুরান শুধু আনন্দ মিলন মধুর তোমার গানে॥

জননী আমার

('মল্লিকা' রচয়িত্রী শ্রীমতি চারুবালা দেবী)

আজি লভিব সঙ্গ তব
হে পরশমণি,
পুণ্য হবে অঙ্গ মম
আয় জননি!
মা, তোমারি পরশ রাগে
চিত্ত হ'ক রঞ্জিত,
তোমারি গানে, তোমার ধ্যানে
বিশ্ব হ'ক ধ্বনিত,
জীবনের এই ভোরের বেলাতে
ব্যস্ত ওগো কোমল প্রাণের
সুরটি মেলাতে।

তোমার আকাশে
অরুণ রাগে
মধুর গান মধুর লাগে;
মলয় বলে আলো ছায়ায়
সাঁঝের বেলাতে।
বাসি গো ভাল জননী আমার
দূর হ'ক মা মোহের আঁধার।

তোমারি সৌন্দর্য্য রাশি
তোমারি প্রসন্ন হাসি
মাতাবে সবায়
আনন্দ-অমৃত ধারায়।
ঝরে ঝরে পড়ুক ঝরে
সুরের ধারা,
তোমা শুধু চাই
তুমি আঁধারে ধ্রুবতারা।

চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হয় তোমার সাথে,
তোমার বাতাস, তোমার পরশ
উদাস করে প্রাণ,
ওগো ভিতর বাহির অবাক্ হয়ে
শুনছি আজি গান।
তুমি মোর আনন্দ হোয়ে
থাক সকল আশায়,
পড়ুক ঝরে আমার প্রাণে
শত শত ধারায়।

মাতৃ-পূজা

(শ্রীমতিলাল রায়)

শুনিতেছি—মা আসিতেছেন। এই মা মহামায়া, আত্মাশক্তি, এই মায়ের স্নেহ পরশ পাইলে, জীবের মুক্তি হয়, অর্থাৎ আপনাকে জানা যায়, পাওয়া যায়, যে আমি, সৎ, চিৎ, আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই, যাহা অনন্ত শাশ্বত।

মা বার বার আসেন, যান, আমাদের মুক্তি হইল কৈ? বন্ধনের ব্যথা ক্রমেই বাড়িতেছে, মায়ের অমৃত পরশে, মৃত্যুর বিভীষিকা ঘুচিল না তো! কৈ আমরা "অমৃতস্য পুত্র" বলিয়া জগতে জাহির হইলাম!

তাই আজ অভিমান—আর মায়ের আবাহন করিব না। তবুও তোমরা ঢাক ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা কর মা আসিতেছেন—পূজা ও নৈবেদ্য আমার কি দিবার আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? দিব কি—মা যদি গ্রহণ করিতেন, সর্ব্বস্ব দিয়া কাঙাল হইতাম, জীবনের বোঝা বহিয়া সুখ কোথায়? মা চক্ষু কর্ণের মাথা খাইয়াছেন।

যদি তাহাই না হইবে—তবে সমাজ আজ ছিন্নমস্তার বেশে, নিজের রক্ত নিজে পান করিবে কেন? মাতৃভক্ত বাঙ্গালী মাকে জীবনের কাণ্ডারী করিয়া, তাহার ভরা ডুবি হইবে কেন? মা মরিয়াছেন—এবার উৎসবে তাই আনন্দ নাই, আছে অশ্রু—সে অশ্রু-প্রবাহের প্রবল বেগ তোমরা বহিতে পারিবে কি?

আমি কাঁদিব—আমার ক্রন্দনের সুরে তোমাদের সুখের অভিনয় বন্ধ হইবে, আত্ম-বিস্মৃতের ম্লান হাসি শুখাইবে, মায়া মোহের তেয়াজী নেশা টুটিয়া যাইবে—বাঁচিবে কি লইয়া? বেশ আছ, পূজা-মণ্ডপে তোমরা ডাক দিলে কেন?

আমি বিষাদের গান গাহিব—মায়ের আগমনী গাহিতে আমি শিখি নাই, আমি শিখিয়াছি জীবের সুপ্ত আত্মাকে অগ্নি উত্তাপে জ্বালাইয়া তুলিতে। পৃথিবীর খড় কুটা সংগ্রহ করিয়া, এ আগুন অনাহত রাখিতে হয়। আমি গলদ ঘর্ম্ম ক্লান্ত শরীরের অবসাদ বহিয়া বহিয়া দেহে চেতনা হারাইয়াছি, আমি তাই বাক্ নয়, হাসি নয়, ভাব নয়, স্বপ্ন নয়, আমি গভীর বিষণ্ণতা, প্রবৃটের বজ্রভরা নিবিড় মেঘ, প্রলয়ের উচ্ছ্বাস, ধ্বংসের কালানল, আমার গর্ভে নির্ম্মাণের স্বর্ণ পুরী, ব্যথায় অস্থির হইয়া মরি, এ স্বর্ণ সৃষ্টি কোন্ ধাত্রী ধারণ করিবে? মৃত্যুর আবর্ত্তে চুবান খাইয়া জীবনের অমর আস্বাদ যার স্বাস্থ্য সম্পদ, তাকেই অন্বেষণ করি। মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করিতে করিতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিল, নব জীবনের বেদী আবিষ্কার হইল কৈ?

হাঁ এই বেদীর উপরেই মায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। এইবার মহাপূজার বোধন বসিবে। জীবনের বর্ত্তমান স্তর বিদলিত না করিয়া, মাতৃসাধনার আকাঙ্ক্ষা অভিনয় নহে কি? আবেগে উত্তেজনায়, স্বপ্নকে ঘিরিয়া আত্ম-দানের ব্যবস্থা জাগ্রত জীবনের পরিচয় নয়, এ যে অভিনয়। সত্যকে রূপ দিতে হইলে নিজেকে খাঁটি করিতে হয়, পরীক্ষার কষ্ঠি পাথরে নিজেকে যাচাই করিয়া লইতে হয়, তপস্যার পঞ্চতপায় পুড়িয়া ছাই হইতে হয়, নিজের অমরত্বে আস্থাবান হইতে না পারিলে—মহাদেবীর পূজার অধিকার কোথা? ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়া, এ জাতি ধর্ম্মকেও উড়াইয়া দিল!

যদি পূজার আয়োজন করিতে চাও, নিজের হৃদয়-বেদী সর্ব্বাগ্রে শূন্য কর, বল তোমার কেহ নাই—তুমি সর্ব্বত্যাগী—হৃদয় শ্মশান না হইলে শ্যামার নৃত্য হয় কি? শ্যামা ব্রহ্ম এক না করিলে, জীব ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তির বাজনা বাজাইতে পারে কি? এ পূজার বিশেষত্ব বিসর্জ্জন, তাই সব কিছু ভাসাইয়া বাংলার বিজয়োৎসব —মিলন প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় সঙ্কেত।

ব্যথা আমার—এই পথ থাকিতেও আমরা অচল, হস্তে অমৃত—তবুও মৃত্যুর লাঞ্ছনা সহি এমন জড় পঙ্গু নাবালক আমরা!

পূজা যদি করিতে হয়, ঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে মায়ের আসন বিছাইব না, দেশের অঙ্গনে তরুণের সমষ্টিহৃদয় অখণ্ডাকারে বিছাইয়া দাও, আর তাহাতে জ্বালাও সপ্তশতী হোমের হুতাশন, ওঁ স্বাহা স্বধার ঝঙ্কারে ভেদ, অনৈক্য, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান পুড়িয়া ছাই হোক, রুদ্র এই হোমকুণ্ড ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করুক, শিবের বিজয়-ডমরু তালে তালে বাজিয়া উঠুক। মণ্ডলে মণ্ডলে বাংলার তরুণ আজ অকপট শ্রদ্ধার হবিঃ-সংযুক্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিল্বপত্র নিঃশেষে পুড়াইয়া ছাই কর, দেখিবে—

"মা আমার অন্তরে আছেন"।

আর এই মা যখন মনোময়ী হইয়া কালের বুকে নাচিতে

আরম্ভ করিবেন, তখনই জানিবে নব যুগের সূচনা। আত্মবিসর্জ্জনের বাদ্য বাজাইয়া শক্তি প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালী এই মহাব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে কি?

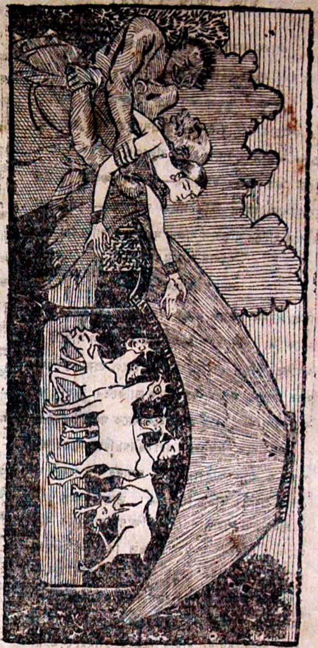

মানুষ আমরা নহি ত মেষ।

(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

কথায় বলে কামরূপ কামাখ্যা গেলে মনুষ সব ভেড়া হ'য়ে যায়। কিন্তু, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা, শাসন ও শিক্ষার যাদু মন্ত্রে অভিভূত হয়ে ভারতের ত্রিশ কোটি লোকই সেই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা করছে। নতুবা জন কয়েক লোক সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে কি আর এত বড় একটা প্রাচীন জাতিকে ইচ্ছামত চালিয়ে নিতে পারে? পশুকে বধাভূমিতে নিয়ে গিয়ে হাড়ি কাঠে বাঁধবার পরেও যদি এক মুঠা ঘাস দেওয়া যায় তাহ'লে আসন্ন মৃত্যুকে উপেক্ষা করেও যেমন তাহা চর্ব্বণ ক'রে শেষের ক্ষুধাটা মিটিয়ে নেয়, বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত ভারতবাসীও তেমনি দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও আসন্ন মৃত্যু উপেক্ষা করেই ঘাতকের দেওয়া তুচ্ছ ভোগের উপকরণগুলি পাওয়ার আশায় লালায়িত হ'য়ে চেয়ে আছে। তাদের মাতৃরূপা শক্তি পর হস্তগত হ'য়ে কত যে লাঞ্ছিত হচ্ছে তা দেখেও ঠিক পশুর মতই উদাস ভাবে দিন কাটাচ্ছে। সময় সময় যাদু ভাঙ্গা মন্ত্রের সন্ধান পেয়ে মেষত্ব হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে কেহ কেহ মনুষ্যত্বের মহিমা উপলব্ধি ক'রে তাদেরি মন্ত্রে সমগ্র জাতির আত্ম চৈতন্য সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছ বটে কিন্তু কৈ কেউ ত সাড়া দিচ্ছে না। বুঝিয়ে দিচ্ছে "ভাই ঘাতকের ঘাস আর ক দিন খাবে, বন্ধনের কষ্টেও তোমার মনে হচ্ছে না তোমার জীবন ধারণের শক্তি অপহৃত হয়েছে? মৃত্যু যে তোমার অনিবার্য্য, এখনও আহ্লাদ প্রহ্লাদ নিয়ে মত্ত থাকবে, বিদেশীর কুহকে ভুলে শক্তিরূপা নিজের মাকে পরের হাতে ফেলে রাখবে? তুমিই না আবার শক্তির উপাসক বলে গর্ব্ব কর? এবার তোমার ভুল ভাঙ্গতেই হবে, এস, এস শক্তি পূজার নব মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে নিজেকে চিনতে চেষ্টা কর, সব বাঁধা ঘুচে যাবে, সত্যি সত্যিই বুঝতে পারবে তুমি মেষ নও, তুমি মানুষ। তখন কেউ তোমাকে আটক ক'রে রাখতে পারবে না, তোমার জননীরূপা শক্তিই তোমাকে উদ্ধার করবেন এবং তুমিও নূতন ভাবে মায়ের পূজা আরম্ভ করবে। ভয় কি ভাই? তুমি অভয়ারই সন্তান"! এবার শারদীয় শক্তি পূজার প্রারম্ভে এই উদ্বোধন বাক্য শুনে মানুষ হওয়ার বাসনা জাগবে কি?

মাতৃ পূজায় পুষ্পচয়ন

(সাধক রামপ্রসাদের জীবনের একটি ঘটনা)

[রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের জীবনী

লেখক—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

সোণার বাংলার সাধক রামপ্রসাদের মধুর পদাবলী শুনেন নাই এমন বাঙ্গালী নাই বলিলেও চলে। তাঁহার বাড়ী ছিল কুমার হট্টগ্রামে,—এখানে পঞ্চবটীর ছায়ায় যোগাসনে বসিয়া তিনি মাকে ডাকিতেন— 'মা—মা' বলিতে বলিতে মাতৃরসে মজিয়া মধুর স্বরে গাহিতেন—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলী॥

শিশু যেমন মায়ের সঙ্গে খেলা করে, আবদার করে, মাকে না দেখিতে পাইলে কান্নার রোলে সারাটি গৃহ মুখরিত করিয়া তোলে, মায়ের ছেলে প্রসাদও তেমনি সরল শিশুর মত মা-জগদম্বাকে ডাকিতেন, তাঁহার সঙ্গে কত খেলা করিতেন,—রাগ হইলে মাকে গালি দিতেন।

ভগবানকে এই ভাবে ধরা ছোঁয়া দিয়া মায়ের ভাবে পূজা ও ধ্যান করিবার প্রথা প্রসাদই বাংলাদেশে সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই মত ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানে বসিয়া মাকে ডাকিতেন, মার সঙ্গে কত কি কথা বলিতেন। লোকে মনে করিত ঠাকুর বুঝি পাগল হইয়াছেন,—এ পাগলের কাজ নয়, ইহা ছিল বালক ভাবে জগন্মাতাকে নিজের মা বলিয়া মনে করা, শিশুর সরল ও খাঁটি ভাব লইয়া ভগবানের রস ধারায় নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়া।

প্রসাদের জীবনের অনেক অলৌকিক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। আজ 'মুক্তির' পাঠক পাঠিকাদের 'গাব গাছে পদ্ম ফুল'—এই গল্পটি বলিব। যাহা মানুষে সম্ভব নয়,—যাহা লোক শক্তির অতীত এবং মানব বুদ্ধির অগম্য তাহাই অলৌকিক। ভগবান্ বা ভগবতীর শক্তির লীলা শুধু সাধক ও ভক্তেরাই দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট অলৌকিক বলিয়া কিছুই নাই। এই যে পদ্ম ফুলের কাহিনী তাহা বিলাস মুগ্ধ আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা সাধক ও ভক্তের নিকট সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। সাধন-ভজনের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায় খাঁটি ভক্তের সাধনার ইতিহাসে ইহা কিছু অসম্ভব নয়। বিশ্বাসী ভক্ত যে মনে করেন—
"আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।"
—এই ভাব বর্ণে বর্ণে সত্য। হৃদয়ে ভক্তি ফুটিয়া উঠিলে মা-জগদম্বা শক্তি যে অসীম ও অনন্ত তাহা ভক্ত বুঝিতে পারেন, তখন 'অলৌকিক লৌকিক বলিয়া মনে হয়।

একদিন রামপ্রসাদ পুষ্প ধূপ বলি হোম প্রভৃতি দ্বারা শ্যামা মায়ের পূজা করিতেছিলেন। সেই দিন তাঁহার বড় সাধ হইল যে, পদ্মফুল দিয়া মায়ের রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি দেন; কিন্তু সে সময় পদ্ম ফুল না পাওয়াতে তিনি প্রাণের ভিতর একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি শিশুর মত কাঁদিয়া মাকে বলিলেন—মা-মা তুই সত্য,—তোর ভিতরেই এই জগৎ রহিয়াছে, তুই আমার বাসনা পূর্ণ করে দে মা। তোর রাঙ্গা চরণে পদ্ম ফুলের অঞ্জলি দিবার জন্য আমার প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল মা। বলিতে বলিতে তাঁহার গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল মাটিতে পড়িতে লাগিল। তখন সাধকের প্রাণের ভিতরে কে যেন সাড়া দিয়া বলিল,—প্রসাদ, তুমি একটি কাজ কর। ঐ যে তোমার বাহিরের ঘরের এক কোনে গাছটি দেখিতেছ ইহা হইতে পদ্মফুল লইয়া আইস। প্রসাদ শ্যামা মায়ের মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পদ্মফুলের গাছ কোথাও নাই, সেখানে শুধু একটি গাব গাছ আছে। সাধক ডাকিলেন, গাব গাছে কি কখনও পদ্মফুল ফুটে?

ভক্ত প্রসাদ মা নাম করিতে করিতে গাছে উঠিলেন। প্রসাদের তখন হুঁস ছিল না—তিনি মাকে ডাকিতে ডাকিতে দুই হাতে পদ্মফুল খুঁজিতেছেন। হঠাৎ কোথা হইতে যেন কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে গাব গাছের ডালের মাথায় মাথায় শত শত পদ্ম ফুল ফুটিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে মহাকালী এই বিশ্ব সংসারকে ধরিয়া আছেন, সেই অভয়া মা প্রতি ফুলের ভিতর হইতে সন্তানকে লীলা মাধুর্য্য দেখাইতেছেন। প্রসাদ হাসি হাসি মুখে সাজি ভরিয়া পদ্মফুল তুলিলেন। তিনি মা জগদম্বার প্রেম-সাগরের গভীর গর্ভে ডুব দিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

* * * *

রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে॥
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন,
মিলবে রতন কাল কলে।

মায়ের পূজা

(গল্প)

[শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন গুপ্ত]

আট বছরের ছোট মেয়ে মাধবী তার সমবয়সী লতিকার হাতে নূতন রুলী দেখে এসে মার কাছে বায়না ধরল তাকেও এক জোড়া ঐ রকম রুলী কিনে দিতে হবে। কিন্তু মাকে রাজী করাতে পারল না। মা নানা রকমে তাকে নিরস্ত করতে প্রয়াস পেলেন। বল্লেন "লতিকারা বড় লোক আমরা গরীব। কাজেই তারা যে ভাবে চলে আমাদের সেভাবে চলা শোভা পায় না। এই দেখনা লতিকার মার হাতে বালা কিন্তু আমার হাতে তো নেই।" তার বাবা বল্লেন, "মা সর্ব্বদা যেরূপ কাপড় চোপড় বা গয়না পরেন ছেলে মেয়েদেরও সেইরূপ পরতে হয়। লক্ষ্মীটি আমার, কখনো বাপ মার অবাধ্য হতে নাই।" এরপর কিছুদিন মাধবী আর কোনরূপ আব্দার করেনি।

কিন্তু আজ শারদীয় সপ্তমী পূজার দিন মাধবী তার দুই তিনটি দাদাকে খদ্দর শাড়ী পরতে দেখে ছুটে মার কাছে এল। আগের উপদেশ ভুলে গিয়ে একখান ভাল পেড়ে খদ্দর শাড়ীর জন্য আব্দার আরম্ভ করল। তার বাবা কাছে ছিলেন। বল্লেন, "খদ্দর মোটা কাপড়, পরলে গায়েতে ছাল যাবে। তা ছাড়া এগুলো খুব শীগ্‌গির ময়লা হয় ও সকালে ছিঁড়ে যায়। এজন্যই আমরা খদ্দর পরিনে। তোমার মা যা পারেন না তুমি তা পরতে চাও কেন?" এবারে কিন্তু মাধবী প্রবোধ মানলে না। সে কান্না জুড়ে দিল। তখন তার বাবা বাজী ও খাবার কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে তাকে প্রতিমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। এবারে প্রতিমার বিশেষত্ব ছিল। অন্যান্য বছর বিলাতী কাপড়ে ও রাঙের গয়না দিয়ে প্রতিমা সাজান হ'ত। কিন্তু এবার ঢাকা থেকে সোনার তৈরী দেশী সাজ নিয়ে আসা হয়েছে। তাইতে সাজান লাল চওড়া পেড়ে খদ্দর পরান প্রতিমা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেখানে একজন যুক্তকরে দাঁড়িয়ে মাকে ডাকছিল। মাধবী তাই দেখে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, ইনি প্রতিমার দিকে তাকিয়ে মা মা করছেন কেন?"

"এই মা দুর্গা যে আমাদের সবারই মা। তাই ইনি মাকে ডাকছেন।"

"সবারই মা? তোমার ও মা?"

"হ্যা মা, আমার মা, তোমার মায়েরও মা। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে যত জীব আছে সবারই মা।"

উভয়ে প্রতিমা প্রণাম করলেন তার পর বাজী ও খাবার কিনে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী এসেই মাধবী মার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। বল্ল "মা, তুমি না বলেছিলে মা যেমন কাপড় চোপড় পরবে ছেলে মেয়েরাও তেমনি পরবে? দেখ গিয়ে মা দুর্গা কেমন সুন্দর খদ্দর পরেছে। এবারে আমাকে খদ্দর কিনে দাও।" মা বললেন, "মা দুর্গা খদ্দর পরেছে তো তোর কি?"
"বাবা যে বল্লেন মা দুর্গা আমাদের সকলেরই মা।" মা ব্যাপার বুঝে ধমকিয়ে বললেন, "হ্যারে মাধু, তুই ভেবেছিস কি? এই যে বাজী কিনে দেয়া হ'ল খাবার কিনে দেয়া হ'ল তবু কি তোর জেদ ছাড়বিনে?" "বা রে, জেদ বই কি। তোমরা তবে বল কেন, মেয়েকে মায়ের মত চলতে হবে? এখন খদ্দর শাড়ী দিতে হবে কি না তাই এখন একথা বলছ। আমি যেন আর কিছু বুঝিনে।"

"দেখ, মেয়ের কথা বলবার ধরণ দেখ। আবার মুখে মুখে উত্তর দেয়া হচ্ছে।" বলেই মা মাধবীর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

দুপুর বেলা সকলের সঙ্গে অঞ্জলি দিতে গিয়ে মাধবীর মা দেখে এলেন, ছোট ছোট মেয়েরা খদ্দরের শাড়ী পরে প্রতিমা দেখছে। তাদের হাসি ভরা মুখগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর একবার ইচ্ছা হ'ল মাধবীকেও একখানা কিনে দেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল—না, এতে মেয়েকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। এক বিষয়ে প্রশ্রয় দিলেই আস্তে আস্তে অন্য বিষয়েও এরূপ হবে। এমনি করেই ছেলে মেয়েদের মাথা খাওয়া হয়।

রাত্রে বেলায় মা স্বপ্ন দেখলেন, মার পূজা দিতে অনেক লোক জড় হয়েছে। মা দুর্গা হাসি মুখে একে একে সকলের পূজা নিচ্ছেন কিন্তু তাঁর পূজা নিচ্ছেন না। সবাই পূজা দিয়ে চলে গেলে তিনি নিরাশ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আমার পূজা নিলেন?"

"আমি কেমন করে তোমার পূজা নেব। আমি যে সত্য ও সরলতার পূজা নিয়ে থাকি। তোমরা তোমাদের মেয়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছ, মিথ্যা আচরণ করেছ। তাকে মুখে উপদেশ দাও এক রকম কিন্তু সুবিধা বুঝে কাজের বেলায় তোমরাই আবার অন্যরূপ ব্যবহার কর। আজ এই আনন্দের দিনে অন্য সব ছেলে মেয়েদের মুখ দেখ কেমন আনন্দে ভরা, আর তোমার মেয়ের মুখে কেমন একটা ব্যথা মাখান। অন্যায় করে' মেয়ের মনে ব্যথা দিয়ে তো আমার পূজা হয় না।"

পরের দিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙলে মাধবীর বাবাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলা হ'ল। শুনে তিনি কাপড়ের দোকানে চললেন। শুধু মাধবীর জন্যই যে শাড়ী কেনা হ'ল তা নয়। তার মার শাড়ী এবং বাবার ধুতিও কেনা হ'ল। কারণ মা'র পরিচ্ছদের মতই তাদেরও পরিচ্ছদ হবে। এবারে মা দুর্গা খদ্দর বসন পরিহিতা, তাহাদিগকেও এই বেশেই সাজাতে হবে।

শাড়ী পেয়ে মাধবীর আনন্দ দেখে কে? সে লাফাতে লাফাতে অন্য সকলের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে ছুটল। দেখে তার মার চোখের কোন থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এবারে খদ্দর শাড়ী পরে' সরল মনে মহাষ্টমী পূজায় অঞ্জলী দিবার সময়ে মাধবীর মার মনে হ'ল মায়ের পূজায় পূর্ব্বে আর কখনো এমন তৃপ্তি তিনি পাননি। বুঝলেন এতদিনে মা দুর্গা সত্য সত্য তাঁর পূজা গ্রহণ করলেন!

নবযুগে শক্তি সাধনার প্রবর্ত্তক

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের যতই মতভেদ থাকুক—এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন এক সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা দ্বারা সমুদয় জগতের ভাবস্রোত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সেই সাধারণ ভিত্তি এই—জীবাত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে—আত্মা সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ। আর তোমরা বেশ জান, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে শক্তি, পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। ঐগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতারূপ আবরণের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যথার্থ যাহা তাহা অনাদিকাল হইতেই পূর্ণ অচল অটল সুমেরুবৎ। আত্মসংযম করিতে তোমার বহিঃসাহায্যের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; তুমি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনাদি কাল হইতেই পূর্ণসংযমী। এই কারণে অবিদ্যাকেই সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান ও মানবে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?—কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্ব্বোচ্চ মানব ও তোমার পদতলে অতি কষ্টে সঞ্চারণকারী ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে?—অজ্ঞানেই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ, অতি কষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি, সাক্ষাৎ অনন্ত ভগবান রহিয়াছেন! এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে—কারণ, ইহা আর কোথাও নাই। ইহাতেই আধ্যাত্মিকতা—ইহাই আত্মবিজ্ঞান। মানুষ কি বলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? বীর্য্য! বীর্য্যই সাধুত্ব—দুর্ব্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া, উহাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে তবে উহা—'অভীঃ'! যদি জগৎকে কোন ধর্ম্ম শিখিতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'! কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে; কারণ, ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে হয়?—আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজার রাজা মহারাজা, তুমি তাঁহার উত্তরাধিকারী—তুমি সেই ঈশ্বরের অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতবাদ-মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম—তুমি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি; আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়—আমরা কেবল এই করিতেছি! 'আত্মার মধ্যে সকল শক্তি অন্তর্নিহিত'—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দিবে। হৃদয়ে এই তত্ত্ব ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর একভাবে প্রতিভাত হইবে;—পূর্ব্বে তুমি নরনারী ও অন্যান্য প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন অন্য দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না—তখন আর ইহা বোধ হইবে না যে, এ পৃথিবীতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্ব্বলের উপর বলবানের জয়লাভের জন্য নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে, এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান বালকের ন্যায় এখানে খেলিতেছেন—আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কার্য্যের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস বোধ হউক—ইহা খেলামাত্র! আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার ভাবিতেছি। যখন আমরা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, তখন অতি দুর্ব্বল হতভাগ্য, অতি অধম পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছে—নিরাশ হইও না! তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখন পরিবর্ত্তন হয় না; তুমি কখন তোমার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পার না। প্রকৃতি কখন প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু চরমে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কারণেই ইহা সকলের নিকট আশার সংবাদ বহন করে—কাহাকেও নিরাশাসাগরে ডুবায় না। বেদান্ত ভয়ে ধর্ম্ম করিতে বলেন না। বেদান্ত বলেন না যে শয়তান সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টিতে তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে; যদি তুমি একবার পদস্খলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে!

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই; বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে,—তোমার নিজের কর্ম্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, অপর কেহ তোমার হইয়া তোমার শরীর গঠন করে নাই। সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান অজ্ঞানবশতঃ তোমার নিকট অব্যক্ত রহিয়াছেন; আর তুমি যে সমস্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্য তুমিই দায়ী।

মাতৃ পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

নৈবেদ্য ও অন্ন ব্যঞ্জন নয়,
আত্মসুখ ও মোক্ষেচ্ছা!

লোকমান্য তিলক

ভ্রান্ত ভারতবাসী তোমরা কি ভেবেছ নানাবিধ মিষ্টান্ন যুক্ত নৈবেদ্য ও অন্নব্যঞ্জনের ভোগ উপহার দিয়েই মহেশ্বরী মা জগদম্বাকে সন্তুষ্ট করবে? দেহ মন শুদ্ধ না হলে যে কোনও উপহারই মা গ্রহণ করেন না। লোকমান্য ছিলেন সত্যিকার শক্তি উপাসক। অত্যাচার উৎপীড়নের আগুনে নিজকে শুদ্ধ ক'রে তিনি শুদ্ধ হৃদয়ে তিনি মায়ের পূজারম্ভ করেছিলেন। মায়ের কৃপাই তিনি বুঝেছিলেন মা এখন কি চান। এত বড় সাধক ও মনীষী ছিলেন, নির্জ্জনে সাধন করলে তিনি মোক্ষলাভ করতে পারতেন, কিন্তু শক্তি সেবায় মন দিয়ে তিনি প্রথমেই মোক্ষের ইচ্ছাই মায়ের চরণে উপহার দিলেন, তারপরে জীবনের সমগ্র সুখ মায়ের নামে উৎসর্গ করে শক্তিরূপা জননীর বরপুত্ররূপে ঘোষণা করলেন—"স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" কেউ তাকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করতে পারেনি। লোকমান্যের সাধন রহস্য যখন সব ভারতবাসী বুঝবে এবং তারই মত শুদ্ধ চিত্ত ও আত্ম বিশ্বাস সম্পন্ন হইয়া বলতে পারবে "স্বরাজ আমাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার" তখনই শক্তিপূজার মহিমা সকলে উপলব্ধি করতে পারবে। তখন কি আর জন কয়েক বিদেশী বণিক এমন করে ত্রিশকোটি শক্তি সাধককে যাদু মন্ত্রে ভুলিয়ে রাখতে পারবে?

———

অন্নপূর্ণার শ্রেষ্ঠ সেবক
বিতরিছে দেশে অন্ন,
পীড়িত লাঞ্ছিত সবে কোল দিয়ে
জীবন করিছে ধন্য।

বরণ করিয়া অশেষ দুঃখ
সহি নিদারুণ ক্লেশ।
কে ও ব্রাহ্মণ ধরিয়াছে আহা
স্বদেশ সেবার বেশ?

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী
জীবনের একটি ঘটনা

কে ঐ নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ দাঙ্গা হাঙ্গার সময় উন্মত্ত জনতার ব্যূহ ভেদ ক'রে গুপ্ত ঘাতকের আশঙ্কা ত্যাগ ক'রে প্রকাশ্য বিভীষিকা উপেক্ষা ক'রে বন্দী শিখকে উদ্ধার করতে মসজিদে প্রবেশ করল এবং ব্রাহ্মণ্যশক্তির তেজে সব আসুরিক শক্তি অভিভূত ক'রে হাত ধরে তাকে বাহিরে নিয়ে এল? গুপ্তি, ছোরা, নিষ্কাষিত তরবারি কিছু কি তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পেরেছিল? দশভূজা দশ হাতে যাহাকে রক্ষা করেন তার আবার ভয় কিসের? ব্রাহ্মণ! শ্যামসুন্দর যে ভাবে শক্তি পূজা আরম্ভ করেছে সে ভাবে তুমিও পূজা কর, তোমার ব্রাহ্মণ্যশক্তি, সেই তেজ বীর্য্য আবার ফিরে পাবে। নতুবা যে তিমিরে সে তিমিরেই চিরকাল অন্ধ হ'য়ে থাকবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অন্নপূর্ণার রাজ্যে অন্নের অভাব এ যে বড় বিষম সমস্যা! যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও খদ্দরের বাণী হৃদয়ে ধারণ ক'রে কে ঐ মহাপুরুষ অন্নপূর্ণার লুণ্ঠিত ভাণ্ডার রক্ষা করবার ভার নিয়েছে? আজন্ম ব্রহ্মচারী থেকেও ভারতের সব নিরন্ন সংসারের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে? কে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মোহপাশ ছিন্ন ক'রে দেশে অন্ন সমস্যার মীমাংসার জন্য, অলস অবসন্ন দেশবাসীকে কর্ম্ম প্রবৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং সব রকমের আত্মনির্ভরশীল করবার জন্য মৃতসঞ্জীবনী চরকা মন্ত্রে জাতির প্রাণ বাঁচাবার নিমিত্ত, সহরে বাজারে পল্লীতে প্রান্তরে অক্লান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে ঐ নবযুগের নিত্যানন্দ অযাচিত প্রেমে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত দেশবাসীর হৃদয় জয় ক'রে তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে আবার জাগিয়ে দিচ্ছে? তিনি আর কেউ নন। ভারত জননীরই শ্রেষ্ঠ সন্তান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ভগবতীর অর্চ্চনায় ভক্তের জীবনে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় চাই

স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

জন্ম—১৮৬১ সাল

মৃত্যু—১৯০৭ সাল ২৭শে অক্টোবর

ভোট প্রসঙ্গ

স্বরাজী বলিছে শুন হে ভাই,
মোরে ভোট দিতে কোন দ্বিধা নাই,
কাউন্সিলি জাল ছিঁড়িব আমি,
জনমত হবে দেশের স্বামী।

আধা সহযোগী হিসাবী দল
চৌষট্টি হাজার দেখে টল টল,
যাহা চাহে তাহা না দিলে পরে
গর্জ্জন গদা চালাবে ধীরে।
বলে ভোট দেও মোদেরি জনে,
যদি পেতে চাও স্বরাজ ধনে।

ভিক্ষা নীতির যে হুজুরি দল
বলে সাবধান ! কেড়ে নিবে বল,
রাজার জাতিকে চটাইলে পর
মিলিবে না কভু স্বরাজ বর
মোরে ভোট দিলে রাজার ঘরে
দরবার সদা চালাব জোরে।

মানভূমের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ।

(যুবকগণের প্রতি নিবেদন।)

[শ্রীহরিনাথ ঘোষ]

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গল মহল নামে একটী জেলা ছিল বর্ত্তমানে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার অন্তর্গত স্থান এবং আরও কয়েকটী জেলার কতক কতক অংশ এই জঙ্গল মহলের অন্তর্গত ছিল। পুরাণ প্রসিদ্ধ ঝারিখণ্ড ভূভাগের বহুবিস্তৃত অংশ জঙ্গল মহল আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া একাধিক বার তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন এবং এই ভূখণ্ডের "ভিল্লপ্রায় পরম পাষণ্ড" অধিবাসিগণের উদ্ধার জন্য নামমন্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহাই মানভূমের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের বর্ণনা। কিন্তু এই বর্ণনার অন্তরালে এই স্থানের যে ইতিবৃত্ত প্রচ্ছন্ন আছে, অদ্যাপি তাহার প্রচ্ছদপট উত্তোলিত হয় নাই।

মানভূমের উত্তরাংশে পার্শ্বনাথ পর্ব্বত জৈনদিগের একটী প্রধান তীর্থ। জৈনদিগের চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাপ্রভু পার্শ্বনাথ এইখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন কালে একদিন মানভূম জৈনধর্ম্ম ও জৈন সভ্যতার কেন্দ্র-স্থল ছিল। অসংখ্য জৈনমূর্ত্তি ও জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন জেলার নানা বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরুলিয়ার অনতিদূরে ছড়রা গ্রামে জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত পাতকুম পরগণার নানাস্থানে এবং জেলার অন্যান্য বহুস্থানে অসংখ্য জৈনমূর্ত্তি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে এই সকল মূর্ত্তি হিন্দুদের দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছে পরিণত হইয়াছে। পুরুলিয়ায় ছলমি বাঁধের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় একটী ভগ্ন জৈনমূর্ত্তি কালী বলিয়া পূজিত হয়, এবং তথায় ছাগ বলি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

জৈন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ স্থাপত্য এ জেলায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার অসংখ্য নিদর্শন জেলার বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ছড়রা, বুধপুর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া আছে। ছড়রা গ্রামে বুদ্ধমূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হইয়া—ডোমগণের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত জৈন ও বৌদ্ধকীর্ত্তির অনেকগুলি দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন। জৈন ও বৌদ্ধকীর্ত্তির পর বিবিধ হিন্দু-সভ্যতা এই ভূখণ্ডকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই সভ্যতার স্রোত ও বিস্তৃতি জেলার বহুস্থানে অভ্রান্ত অক্ষরে পাষাণে অঙ্কিত রহিয়াছে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিভায় যখন ম্লেচ্ছাচারে পর্য্যবসিত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের শব কঙ্কাল ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়, তখন বাঙ্গালা দেশে যে হিন্দু-সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই মানভূমের ভিতর দিয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিল। শঙ্করের প্রভাবে ক্ষত্রিয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া দাক্ষিণাত্যবাসী-রাজন্যগণ যখন অসভ্য ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি অগ্রণী করিয়া উত্তর ভারতবর্ষে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা মভূনাম বিশেষ ভাবে আপনাদিগের অক্ষয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতাগত রাজবংশের প্রতিনিধিগণ অদ্যাবধি এ জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

আমরা দেখাইয়াছি যে একদিন এই স্থান বৌদ্ধ ও জৈন মতের কেন্দ্রস্থল ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ও স্থাপত্যের নিদর্শন সমূহ কি প্রকারে হিন্দু-সভ্যতা দ্বারা প্রতিহত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এ জেলায় অভ্রান্ত ভাবে পাষাণে অঙ্কিত আছে।

ছড়রা গ্রামের পশ্চিমে বাঁবড়ি গ্রামে এক অষ্টভুজ অসিধারী শঙ্কর মূর্ত্তি অদ্যাবধি পূজিত হইয়া থাকে। এই শঙ্করের সেবকগণ যে একদিন ছড়রা হইতে জৈন ও বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পাতকুম রাজবংশের কুলদেবতা চতুর্ম্মুখ শিবমূর্ত্তি অদ্যাবধি ইচাগড়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। চতুর্ম্মুখের মন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ মন্দিরের যে সকল ভগ্নাংশ সন্নিকটে স্তুপীকৃত ছিল লেখক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার কতকাংশের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। শিখর রাজাদের প্রাচীন কীর্ত্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন অদ্যাবধি তেলকুপ, বড়াম প্রভৃতি স্থানে এবং পাতকুম রাজবংশের কীর্ত্তি চিহ্ন দিয়াপুর, ছলমি প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক ভাবে—প্রতিষ্ঠিত আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া রামচরিত্র নামক এক অতি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে "তৈলকম্প" নামে এক প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মানভূমের অন্তর্গত তেলকুপি-ই ঐ নগর। সম্প্রতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বিস্তৃত টীকা টিপ্পনি সহ "রামচরিত্র" সম্পাদনে যত্নশীল হইয়াছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে। রামচরিত্রে পাল রাজ্যের সামন্ত নৃপতিগণের ভিতর মানভূমবাসী কয়েকটী প্রাচীন রাজবংশের সংস্রব আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বরেন্দ্র সমিতির যত্নে রামচরিত্র সুসম্পাদিত হইলে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা আছে।

মানভূমের উত্তর-পূর্ব্বাংশ শিখর ভূমি নামে পরিচিত। পঞ্চকোটের মহারাজা বংশপরম্পরায় এই শিখর ভূমির অধীশ্বর। শিখর ভূমির অন্তর্গত গড়জয়পুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে বড়াম নামক স্থানে গত ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বিস্তর ভূপ্রোথিত দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত স্থানের সন্নিকটে রুদ্রশেখর রাজার নামাঙ্কিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছিল তদ্দৃষ্টে বড়ামের প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত শিখরভূমি বা পঞ্চকোটের রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ সকল দেবদেবীর মধ্যে একটি "নটরাজ" মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নটরাজ মাদ্রাজ বিভাগে বিশেষ প্রভাবশালী দেবতা। তাহা হইলে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল ক্ষাত্র হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপনের জন্য তৎকালীন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল মানভূম আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি দাক্ষিণাত্য হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন ? এবং পঞ্চকোট রাজবংশের সহিত ঐ দিগ্বিজয়ীরের সম্বন্ধ কি ?

এদিকে আবার পঞ্চকোটের গুরু গোষ্ঠী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ। এখানে কয়েক খানি গ্রামে এক শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, জনশ্রুতি অনুসারে তাঁহারা দাক্ষিণাত্য হইতে আগত এই সকল বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করিলা ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

বহুস্থানে ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করিয়া ও স্থানে স্থানে খনন কার্য্য চালাইয়া প্রাচীন দেবমূর্ত্তি, স্থাপনের নিদর্শন ও শিলালিপি প্রভৃতির উদ্ধার করিতে হইবে। এবং তাহার সহিত স্থানীয় জনশ্রুতি, লৌকিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি মিলাইতে হইবে। এবং সর্ব্বোপরি প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত ঐ সকল উপকরণ মিলাইয়া ইতিহাসের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কর্ণেল ডাল্টন, সার হার্ব্বার্ট রীজলি, সিঃ গ্রীয়ার সান প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকগণ মানভূমের ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত পল্লব গ্রাহী রচনা। তাঁহাদের মধ্যে কেহই এ বিষয়ে দীর্ঘকাল-ক্ষেপ করেন নাই। সেই জন্য মহামহোপাধ্যায় প্রশ্নের শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় বলিতে হয়, যে আমাদের ইতিহাস আবার ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। গতানুগতিক ভাবে চলিয়া গেলে গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিয়ম চিরকাল ভূজগতে প্রোথিত থাকিয়া যাইবে। এবং মানভূমের সমগ্র ইতিহাস যোগ্য ভাবে আলোচিত ও আবিস্কৃত হইলে হয়ত তাহা বাঙ্গালার এক যুগের ইতিহাসের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে।

গত তিন বৎসরের ভিতর এই জেলার বিস্তর যুবক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিবার বদলে আসিয়াছেন। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে কৃত সংকল্প হউন। বরেন্দ্র সমিতির অনুকরণে তাঁহারা জেলার প্রত্যেক স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে যত্নবান হউন। পুরুলিয়াতে এতদুদ্দেশে তাঁহারা একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই মহৎব্রত সাধনের জন্য যত্নবান হউন। এজন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, তজ্জন্য দেশের কৃতবিদ্য ও ধনী ব্যক্তিগণ সাহায্য করুন। দিঘা পাতিয়ার স্বনাম ধন্য কুমার বাহাদুরের ন্যায় পাঞ্চকোটের অধীশ্বর ও অন্যান্য জমীদার বর্গ সাহায্য করিলে, এই অনুসন্ধান কার্য্য কিছুমাত্র কষ্ট সাধ্য হইবে না। মোটের উপর স্থানীয় শিক্ষিত যুবক বৃন্দ উদ্যম শাল হইলে, হয়ত আনুষঙ্গীয় অর্থের অনাটন না ঘটিতে পারে। এই জন্য সাদরে ও সসম্ভ্রমে মানভূমের কৃতবিদ্য ও ধনী সুসন্তানগণকে এই মহৎকার্য্যের প্রতি মনোদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

অসমাপ্ত রিপোর্ট

স্থানীয় সংবাদ

প্রথম স্বরাজী চেয়ারম্যান্—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অন্যত্র বদলির কারণে স্থান ত্যাগ করায় স্বরাজী কমিশনার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচিত হইবার আশা কম দেখিয়া পূর্ব্বেই নিজের নাম প্রত্যাহার করায় তিনি সর্ব্বসম্মতক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভাগার হত্যাকাণ্ড—

ভাগার হত্যাকাণ্ডে জোর পুলিশ তদন্তের ফলে দুই জন আসামী ধরা পড়িয়াছে ও বিচারার্থে প্রেরিত হইয়াছে। প্রকাশ শত্রুতা সাধনই এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য।

ঝালদা গোরক্ষিনী সভা—

গত ৪ঠা অক্টোবর ঝালদায় ছোটনাগপুর গো-রক্ষিণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নানা স্থান হইতে বহু লোক আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। গোজাতীর উন্নতিকল্পে একটা কার্য্য প্রণালী স্থির করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুরুলিয়া সমবায় সমিতি—

গত ৪ঠা অক্টোবর রবিবার স্থানীয় সমবায় সমিতির সপ্তম বার্ষিক সভার অধিবেশনে স্বনামখ্যাত সুধী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমবায় সমিতি যে সব গ্রামে কাজ করিতেছেন তথাকার বহু গ্রামবাসী উক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা অনুকরণ করিয়া দেশের কিরূপভাবে অবনতি হইতেছে তাহা সভাপতি মহাশয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া পাশ্চাত্য ধরণের সংস্কার প্রয়াসী অনেকেরই ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমবায় সমিতির বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সমিতির গ্রাম সংগঠনমূলক প্রচেষ্টা খুব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সমিতির একটি গ্রামের কার্য্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চরকার প্রসার এবং প্রচলন সমিতির একটি প্রধান কাজ।

বহু বৎসরের পরীক্ষিত

সন্ন্যাসীদত্ত অব্যর্থ ফলপ্রদ

বাতের মাদুলী

যাঁহারা সকল প্রকার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, একবার এই দৈব বল পরীক্ষা করুন। ইহাতে শত শত রোগী আরোগ্য হইয়াছে। নিয়মাবলীসহ ভিঃ পিঃ যোগে ৬কালীমাতার পূজার খরচের জন্য ১।০ পাঁচসিকা লওয়া হয়।

শ্রীভূপতি চরণ স্মৃতিতীর্থ।
গুপ্তিপাড়া (হুগলী)

মায়ের পূজায় বলিদান

ভ্রান্ত পূজক! বিশ্বজননীকে তুমি ছাগ মহিষের রক্তে তুপ্ত করিতে চাও?
মায়ের চরণে স্বার্থ বলি দাও, মায়ের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু যেমন করিয়া মাতৃপূজায় সর্ব্বস্ব বলি দিয়াছিলেন তেমন করিয়া যাহার যাহাতে স্বার্থবুদ্ধি আছে সব মায়ের চরণে এবার বলি দিতে হইবে। ঢাক ঢোল বাজাইয়া নিজের বিবেককে বধির করিয়া রাখিয়া নিরীহ ছাগ শিশুর প্রাণ বধ করিলে বিশ্বজননী প্রসন্ন হইবেন না। চিত্তরঞ্জনের বলি গ্রহণ করিয়া মা নবযুগের পূজা পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন পুঁথি পত্রে তাহার সন্ধান মিলিবে না, প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, কুসংস্কারের কপাট খুলিলেই তাহা দেখিতে পাইবে "স্বার্থ বলিই মাতৃপূজার একমাত্র বলি।" মায়াচ্ছন্না মহাষ্টমী ও নবভাবের নবমী তিথির সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, এই সময় বলি না দিলে তোমার অকল্যাণ হইবে। মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করে এবার পূজায় সব নূতন পদ্ধতিতে বলির জন্য প্রস্তুত হও। মা যে তোমার সর্ব্বার্থ দায়িকা তিনি প্রসন্ন হইলেই তোমার সব মিলিবে।

নব ভাবের নবীন প্রচারক

মুকুন্দ দাস

খদ্দর প্রদর্শনী ও স্থানীয় সমবায় সমিতির বার্ষিক সভার অধিবেশন উপলক্ষে বারশাকের দেশবিখ্যাত স্বদেশ-প্রেমিক মুকুন্দ দাসের চারি রাত্রিব্যাপী মনোমুগ্ধকর অথচ শিক্ষাপ্রদ যাত্রাগান শুনিয়া পুরুলিয়া এবং নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছে। এইরূপ উদ্দীপনামূলক ভাবের প্রচার যথার্থই দেশের বহু কল্যাণসাধন করিবে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের এইরূপ অভিনব প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস যাত্রায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের বিকৃত রুচির পুষ্টিসাধন না করিয়া যাহাতে নির্দ্দোষ আমোদ উৎসবের ভিতর দিয়া দেশের লোকের রুচি পরিমার্জ্জিত হয় তাহাই মুকুন্দ দাসের যাত্রার প্রধান লক্ষ্য। আমরা আশা করি এই অঞ্চলের সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে গান করিয়া তাহার প্রচারের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন।

আগমনী

(শ্রীমুকুন্দ দাস)

দীনতারিণী, পতিতপাবনী, অধমতারিণী, তুই শ্যামা মা।
জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, ডাকে [illegible]।
তুই না জাগালে কেউ জাগিবেনা
কাল ঘুম মোদের কা'রু ভাঙ্গিবে না,
এ ঘোর রজনী আর পোহাবে না,
সবই হয়েছে শব মা।

শবোপরি এসে' দাঁড়া ত্রিনয়না
ভ্রামরী-ভবানী-ভৈরবী-ভীষণা
নাচ মা----ত্রিশকোটি-শবোপরি নাচ আজ
তাথৈ তাথৈ থৈ ধিন্ ধিন ধিনা॥

রাতুল চরণ পরশ পাইয়া
ত্রিশ কোটি মরা উঠিবে বাঁচিয়া
দেখ্‌লে মায়ের শ্রী উঠিবে শিহরি
কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ॥

তখন কোটি কণ্ঠ মিলে একবার হুঙ্কারিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
সিদ্ধি হবে মা, ভারতের চির আকাঙ্ক্ষিত
স্বরাজ সাধনা॥

মহাত্মার বাণী

"মাতৃমন্দিরে সকল ছেলের সমান অধিকার"

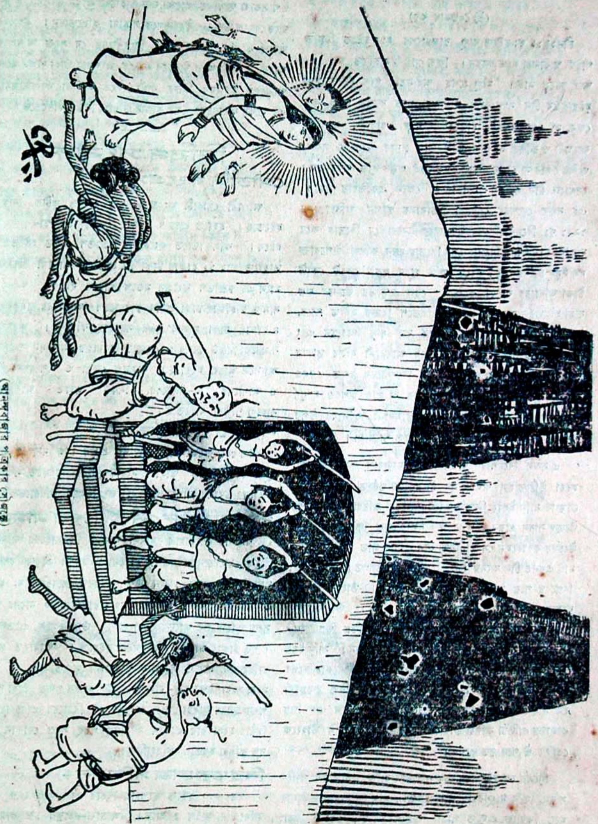

দর্শকের দল—ঠাকুর, মায়ের মন্দিরে গিয়ে আমরা মাকে দেখ্‌ব, দুয়ার খুলে দেও।

পুরোহিত—সর্ব্বনাশ! বলিস্ কি, তোরা যে সব ছোট জাত, তোদের স্পর্শ করলে যে আমার জাত যাবে, তোরা চাস্ ঠাকুর ঘরে আস্‌তে? কাল উল্‌টাল না কি?

দর্শকের দল—ঠাকুর, তুমি মাকে দেখ্‌বে আর আমরা কেউ দেখ্‌ব না! আমরাও ত মায়ের ছেলে।

বাড়ীর কর্ত্তা—আয়, আয় সব মন্দিরে আয়—তোদের বাইরে রেখেছি বলেই মায়ের কৃপা পাই না। ঠাকুর, মায়ের ছেলে নিজের ভাই কি কখন অস্পৃশ্য হয়?

চিনের কথা

(শ্রী বৈদ্যনাথ কর)

চীন১৯১১ খৃঃ হইতে মাঞ্চু রাজবংশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু সেই দিন হইতে অন্তর্বিপ্লব আর আসে নাই। মাঞ্চুবংশের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াই যে চীন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করেন তাহা নহে কেন না মাঞ্চুবংশেরই রাজত্বেই ইংরাজ, ফরাসী, জাপানি, জার্ম্মেনী ও রুশিয়া যতগুলি ভাল ভাল বন্দর আছে এ সকল-গুলির কোন না কোন বন্দরে প্রত্যেকেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। সেখানে চীন দেশের বিচারালয়ের কোন একতিয়ার নাই। এই সকল দেশেরই লোকরা বিচারালয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৯০১ খৃঃ বিদেশীয়দিগের অত্যাচারে চীনারা যে বিদ্রোহ করে যাহার নাম বক্সার বিদ্রোহ সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া উপরোক্ত দল সমূহ চীনের নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ কোটি কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। রেল প্রভৃতির উন্নতির জন্য যাহা হইলে নিজেদের জিনিষপত্র ভালরূপে বিক্রয় হইতে পারে, উক্ত শক্তি সমূহ চীনকে কোটি কোটি মুদ্রা ধার দিয়াছেন এবং বিদেশ হইতে চীনে যে সকল জিনিষ আমদানী হইবে তাহার শুল্ক যাহা হইবে সে গুলি এই সকল বিদেশীদের হাতে এখনও বন্ধক স্বরূপ আছে। চীনের নিজের ব্য সার উপরও সম্পূর্ণ একতিয়ার নাই কারণ বিদেশ হইতে আমদানী জিনিবের উপর শতকরা ৫টাকার বেশী শুল্ক স্থাপন করিতে পারে না।

এ সকল বিদেশীয় অত্যাচারের মাঞ্চুবংশ এমন যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া নব চীনের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার সানি ইহাই নিজের আজীবন চেষ্টা করিয়া মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তিনি মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ করাইলেন সে স্বাধীনতা চীন এখনও লাভ করিতে পারে নাই এখনও চীন অনেকাংশে বিদেশীর করতলগত। ১৯২১ খৃঃ বিপ্লবের পরে ইয়াংসিকাই প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার কাঠোর শাসনের ফলে কয়েক বৎসর চীনে শান্তি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে স্বার্থপর বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষরা যাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদে-শেরা বড় শাসনকর্ত্তা তাঁহারা বিবাদে রত হইয়াছেন। সানি ইয়ৎ সেন জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল স্বার্থান্বেষী লোকদিগের হস্ত হইতে চীনকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। শেষে তাঁহার অনুচরেরা দক্ষিণ চীনে এক ভিন্ন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে প্রচার করে ক্যাণ্টনি তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত করেন।

চীনের রঙ্গমঞ্চে এখন প্রধান প্রধান ব্যক্তি হইতেছেন ব্যাং-সলিন, তিনি মাঞ্চুরিয়ার শাসন কর্ত্তা; সান্ চুয়াং কেঙ—তাঁহার হস্তে কিয়াংসু প্রভৃতি পাঁচটি প্রদেশ আছে; কেং-উ লিয়াং যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক টুয়ান্-কি-জুইকে পিকান প্রেসিডেণ্টের পদে বসাইয়া ছিলেন। প্রথমোক্ত ছয় বিখ্যাত সেনাপতির দল এক হইয়া ও শেষোক্ত জেনারেল কেং এবং স্যান ইয়াংসেনির উত্তরাধীকারী ক্যাণ্টনেরও দক্ষিণ চীনের বাংকাই লোকের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। প্রথমে তাঁহারা জিতিতে ছিলেন কিন্তু কিছুদিন হইতে তাঁহারা হারিয়া যাইতে-ছেন। উপকুর অস্ত্রাগার ও প্রধান নগর হাংকো দক্ষিণ চীনা-দের হস্তে আসিয়াছে। এই দক্ষিণ চীনারা প্রকৃত স্বাধীনতার উপাসক ও স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে বোলশেভিক রুশ ইহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। ইহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইলে বিদেশীদের যে সমস্ত অধিকার আছে সে সকল আর থাকিবে না এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইহাদের বিরুদ্ধ বাদী দলকে সাহায্য করিতেছেন। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর চীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

বিবিধ সংবাদ

গৌহাটী কংগ্রেস—

আগামী গৌহাটী কংগ্রেসের জন্য ৫ শত কুটীর নির্ম্মিত হইতেছে। ইহাতে প্রায় ৪ হাজার ডেলিগেটের স্থান সঙ্কুলান হইবে। কলিকাতাতে কংগ্রেসের চন্দ্রাতপ প্রস্তুত হইতেছে। তাহাতে প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসে এই চন্দ্রাতপ কংগ্রেস মণ্ডপে খাটান হইবে। অভ্যর্থনা সমিতি ১ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছে। আসামের মহিলাগণও ৪ হাজার টাকা মূল্যের খদ্দর সরবরাহ করিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির নিকট ষ্টলের ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের আবেদন পত্রসমূহ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। কামরূপ জেলা ও অপরাপর স্থান ও আসামের চা-করগণের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

বন্দীর দুর্গাপূজা—

ব্রহ্ম দেশের জেলে সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ রাজ বন্দীগণ দুর্গা-পূজা করিতেছেন। তাঁহারা সংবাদ পত্রের মারফতে সকলকে তাঁহাদের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পাবনা হিন্দু নেতৃগণের মামলা—

পাবনার শোভাযাত্রা মামলা সম্পর্কে শিতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ও খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত রণজিত লাহিড়ী এবং অপর ১৩জন হিন্দুর বিরুদ্ধে বিচারক মিঃ হলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩২৩, ৩২৪ ধারানুসারে ৩ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রত্যেককে ২ শত টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আদালত গৃহের বাহিরে আসিলে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয় এবং সহস্র সহস্র হিন্দু "হিন্দু-রিলিফকমিটী"র অফিস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। হিন্দুগণ এই বিচারের প্রতিবাদকল্পে মিষ্টার হলো রায় প্রকাশ করিবার পরই সমস্ত দোকান পাট বন্ধ করিয়া হরতাল করিয়াছিল।

বিহারে ছাত্র সম্মিলন—

গত কল্য হইতে ছাপরায় বিহার ছাত্র সম্মেলনের ১২শ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্য—প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই সভার সভাপতি হইয়াছেন।

ডাক্তার মুঞ্জে—

কংগ্রেসের অধিবেশনে সমবায়ে গৌহাটীতে নিখিল ভারত সঙ্গিত সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। ডাঃ মুঞ্জে উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অনাসক্ত

[শ্রীভূপেন্দ্র নাথ রায়]

কেহ বা তাহাকে কহিত পাগল, কেহ বা কহিত, হায়,
এত যে দুঃখ, এত যে দৈন্য, দৃষ্টি নাহিক তায়;
শুধু সে রয়েছে আপন খেয়ালে, কি হবে নাহিক ভাবে,
মূঢ় এমন হেরিনি কোথাও কি করে' দিবস যাবে!
কেহ বা ভাবিত এসেছে জগতে অথচ জানে না কিছু,
করে না ছলনা, মিথ্যা কহে না ছুটে না অর্থ পিছু,—
এমন করিলে জগতে তাহার বেঁচে থাকা হবে ভার
এ কথাটী তারে বুঝাতে পারিবে এমন সাধ্য কার?
ঈষৎ হাসিয়া রঙ্গ করিয়া কেহ বা আপনা থেকে
সাক্ষাৎ হ'লে কহিত, বাপু হে, দুঃখী তোমায় দেখে।
সে শুধু ভাবিত দুঃখ অথবা দৈন্য আমার কিসে?
কিছুরই ত মোর নাহিক অভাব, আছি বেশ মিলে মিশে॥

তটিনী কিনারে কুটীর তাহার ঝরিয়া পড়িছে, আহা,
উড়ে যায় খড় ঝড়ের দোলায় লক্ষ করে না তাহা।
রাত্রি পোহালে তটিনী ওপারে ভোরের কোকিল গুলি
নাচিয়া নাচিয়া ফিরিত যখন সুরের মাতন তুলি',
আসিত তখন বাহিরে আপন ক্ষুদ্র কুটীর ছাড়ি;
হেরিত পথিক চলেছে সে কোথা খোলা রাখি ঘর বাড়ী।
মধ্য দিবসে রহিত যখন নীরব পল্লী সব
খেলিত সে ক'টী শিশুর সঙ্গে, করিত কি কলরব!
ঘেরিয়া অহারে মৃগগুলি তার নৃত্য করিত কত!
ছিল তারা, আহা, বড় আপনার, আপন প্রাণের মত॥
চাঁদিনি রাতে সে গাহি' বিরলে উতলা নদীর বাঁকে
কণ্ঠে চিনিত পল্লীর সবে বদ্ধ পাগলটাকে।
এমন করিয়া দিনগুলি তার হ'তে ছিল গুজরাণ,
একদিন, হায়, সহসা কোথায় মিলালো তাহার প্রাণ।
না দেখি' তাহারে কহিল সবে, সে কুঁড়ের বাদসা ছিল,
এ জগত হ'তে দেবতারা তাই তাহারে সরায়ে দিল।
ছিল জঞ্জাল, তবু সবাকার পরাণ কি জানি কেন
তাহার বিহনে উঠিতে লাগিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন।
স্মরণে আসিল মূরতি তাহার, মনে হ'ল, আহা, সেই
নিশীথ রাতের রাগিণী কাহার জগতে তো আর নেই।
শুনেছি, আজিও মৃগগুলি তার দিবস সাঙ্গ হ'লে
প্রত্যহ আসে সজল নয়নে সে দীন কুটীর কোলে।
পথে যেতে শিশুগুলি আজো নেহারি' আঙিনা তার
খোঁজে যেন কার স্নিগ্ধ নয়ন চকিতে বারম্বার।

মুক্তি

(শ্রীবিনয় কুমার চৌধুরী)

কর্ম্ম স্রোতে চলেছি ভাসিয়া
অদূরে কর্ম্ম ভাসমান।
চাই যে মুক্তি নাই কি ভাগ্যে?
তবে কি সে আমি শক্তিমান॥

কর্ম্মীর সাজে চলেছি যুঝিতে
মুক্তি তুলিতে কর্ম্ম-মথিয়া।
জানি না কখন মুক্তি বাসনা
কর্ম্মস্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া॥

হয়ে গেছে শেষ কর্ম্ম সাধনা
অবশ হইনু তরণী বাহিয়া।
অদূরে মুক্তি ডাকে ঈশারায়
দিবা অবসান দেখিনু চাহিয়া॥

শ্রীশ্রীশারদীয় দুর্গা দেবীর পূজাকাল নির্ণয়

২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার ইং ঘণ্টা ৬টা ৪৭ মিঃ ১৮ সেঃ গতে পূর্ব্বাহ্নের অনুরোধহেতুক ইং ঘণ্টা ৯।৫০।৩৩ সেঃ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও সায়ংকালে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গা দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

২৬শে আশ্বিন বুধবার প্রাতে ইং ঘণ্টা ৫।৫৮।৪৭ সেঃ গতে—ইং ঘণ্টা ৮।৪৯।১৫ সেঃ মধ্যে পূর্ব্বাহ্নে, ব্যাত্তনক-চরলগ্নে ও চরনবাংশে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গা দেবীর পত্রিকা প্রবেশ ও সপ্তমী বিহিত পূজা সমাপন। দেবীর নৌকায় আগমন। ফল—বসুন্ধরা জলে পরিপূর্ণ হইবে।

২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ইং ঘণ্টা ৯।৫০।৩০ সেঃ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণানুরোধে মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্ত। রাত্রি ইং ঘণ্টা ২।৪৩।৮ সেঃ গতে সন্ধিপূজা আরম্ভ ও রাত্রি ইং ঘণ্টা ৩।৩১।৮সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপ্ত।

২৮শে আশ্বিন শুক্রবার ইং ঘণ্টা ৮।৫২।৪৩সেঃ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণানুরোধে ও বার বেলানুরোধে মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্ত।

২৯শে আশ্বিন শনিবার ইং ঘণ্টা ৭।২৩।১৪সেঃ গতে ৮।৩৫।৩৩সেঃ মধ্যে চরলগ্ন, চরনবাংশ ও পূর্ব্বাহ্নের অনুরোধ বশতঃ শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গা দেবীর পূজা সমাপ্ত ও বিসর্জ্জন। কুলাচারের অনুরোধে অপরাজিতা পূজা কর্ত্তব্য। দেবীর ঘোটকে গমন। ফল—ছত্র ভঙ্গ।

ভারত কামধেনু

(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

দেশ বিদেশের প্রধান শাসন কর্ত্তাদের বেতন ও জন প্রতি দৈনিক আয়

	মাহিনা	ভাতা	জন প্রতি দৈনিক আয়
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট	২২৫০০০৲	নাই	১৪৸৹
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট	১৫০০০০৲	৫০০০০৲	৭।৹
ভারতের বড়লাট	২৫০০০০৲	১২৫০০০৲	ছয় পয়সা

পল্লী

(শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ গুহ নিয়োগী)

ওগো পল্লী! তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার প্রতি হাওয়ায়—প্রত্যেক বৃক্ষের শাখায় শাখায়—লতায় পাতায়—ফুলের সুবাসে—ধুলিকনায় তোমার সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে। দোয়েলের কণ্ঠস্বর—কোকিলের কুহু কুহু তান তোমারি দুয়ারে দুয়ারে, আকাশের গায় গায় ভেসে বেড়ায়। তোমার হাওয়ায় মাতান শ্যামল সে শস্য ভূমি! তোমার বক্ষে সাগর চুমী স্রোতস্বিনী! তোমার রূপ, তোমার গুণ নিয়ে জগত ভরা! তোমার কৃপায় জগত হাসিময়! এ জগতের আশা ভরসা তুমিই! তোমাকে ছাড়লে জগত অন্ধ! তুমিই সুখ দাতা তুমিই শান্তি! তোমার সরল প্রাণ কুটিলতার ধার ধারে না। সরল প্রাণ ল'য়ে তুমি সকলের কাছে মান কর—তাই তোমাকে ভালবাসি।

আমাদের দুর্ভাগা পল্লী! তোমার ঐ ক্ষুদ্র জীর্ণ দীর্ণ পর্ণ কুটিরে আমাদের জন্ম। তোমার কোলে বড় হয়ে—তোমার অন্নে পালিত হ'য়ে মানুষ হ'য়ে তোমার বুক ছেড়ে সহরে এসেছি। সহরই যেন আমাদের কাম্য। সহরের আকুল আহ্বান আমাদের টেনে এনেছে—"এস! এস! ওগো অশিক্ষিত পল্লীবাসী! কত কাল ঘরের নিরব কোনে বসে জীবনের সার্থকতা নষ্ট করবে? আমাদের সঙ্গে মিশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ছুটে যাও, দেখ্‌তে পাবে জীবনে কত সুখ শান্তি—কত নূতনত্ব—জীবনের মূল্য কত উচ্চে। তখন জগত তোমাকে অশিক্ষিত বলে ঘৃণা করতে পারবে না। প্রকৃতির সঙ্গে আদান প্রদান নিয়ে গণ্ডির নিবিড় বন্ধনের মধ্যে থাক্‌লে চলবে না—ওটাকে ছেড়ে দাও তার মত তাকে থাক্‌তে দাও নির্জ্জীব শ্রীহীন অর্থহীন হ'য়ে পড়ে থাক্‌তে।"

তাই আমরা দলে দলে পল্লী ফেলে নূতন আকর্ষনে নূতন আলোকে ভুলে গেলাম। এখন আমরা শিক্ষা পেয়েছি, তোমার অশিক্ষিত সঙ্গ ভাল লাগে না। পুরাতন চাই না—আমরা চাই নূতন। তোমার এক ঘেয়ে আচার নিয়ম আমরা চাই না—আমরা চাই বিলাতী আচার বিলাতী নিয়ম। তোমার পথে গাড়ী নেই, মটর নেই, জন কোলাহল নেই, কেমন যেন নিরব নিস্তব্ধ। তোমাকে আমরা নগণ্য বলে এত কাল ঘৃণা করে—পদ দলিত করে এসেছি। তোমাকে চাই না—তোমাকে ছেড়ে আমরা বেশ আছি এই গর্ব্ব ল'য়ে এতদিন মাথা উচু করে ছিলাম; কিন্তু তোমাকে এখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি।

পল্লী! ওগো সাধের পল্লী! তোমাকে জাগতে হ'বে—তোমার শ্রী আবার ফিরিয়ে আন্‌তে হ'বে—আর ঘুমিয়ে থাক্‌তে দেব না। আমাদের চক্ষু খুলেছে, অন্ধের মত আর ঘুরব না। আবহমান কাল ধরে অবহেলে তোমাকে নির্জ্জীব করে রেখেছি। তোমাকে চিনেছি, তোমার আদর বুঝেছি। তোমাকে ডুবতে দেব না। তোমাকে চাই—তোমাকে আদর্শ করে জীবনের গতি চালনা করব। তোমাকে না জাগালে দেশ জাগ্‌বে না। তোমার দুরবস্থা কঙ্কালসার পরিবর্ত্তন দেখে করুণায় বুক ভরে গিয়েছে।

আমাদের দেশ! চল ফিরে যাই আমাদের সেই সোণার পল্লীতে—যে পল্লী একদিন কবির প্রাণে আশার আলোক জাগিয়ে দিয়েছিল ভাষায় এবং ছন্দে, যার কোলে বসে কত আত্মহারা কবি প্রেম ও বিরহের ছবি আক্‌তে গিয়ে আপনাকেই হারিয়ে ফেলে ছিল সেই নিবিড় সৌন্দর্য্যময় পুলক সম্ভারে! এস! আমরা তেমনি করে নানা বর্ণে গন্ধে ছন্দে পল্লীকে সাজিয়ে তুলি, তখন আবার তেমনি করে নবীন কবি অতীত স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দেশকে জাগায়ে তুলবে। সে যে আমাদের বড় আদরের পল্লী—যার শান্তিময় পূণ্য নিকেতনে আমরা জন্মেছি, তাকে লাঞ্ছনা দিতে এখনও কি প্রাণে বাজ্‌বে না?

শরতের গান

(শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়)

জননি, তোমার মধুর হাসি
ভুবনে ঝরে;
তোমার, পুলক করুণ শোভা
উথলি' পড়ে।

অরুণ কিরণ সোহাগ ভরিয়া,
হৃদয়ে পড়িছে ঝরিয়া ঝরিয়া,
পাগল পরাণ কাঁদিছে মরিয়া
তোমার তরে।

সোহাগে হৃদয় গিয়াছে ভাসিয়া,
পাখীরা গাহিছে দুয়ারে আসিয়া,
হৃদয়-তল সোহাগে হাসিয়া
কেমন করে।

প্রভাতের গানে পাগল হইয়া,
বাহিরে এসেছি গৃহ তেয়াগিয়া,
হৃদয় মন তোমার লাগিয়া
কাঁদিয়া মরে।

হরিদ্রা

(শ্রী শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়)

আমাদের ব্যঞ্জনের প্রধান উপকরণ বা মসলা হরিদ্রা। ইহার আবাদ একেবারেই কষ্ট বা ব্যয়সাধ্য নহে। এই নিত্য প্রয়োজনীয় ও অবশ্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যটীর যদি প্রত্যেক গৃহস্থ কিছু কিছু আবাদ করিতেন, তবে আজ ২০৲।২২৲ মণ দরে হরিদ্রা ক্রয় করিতে হইত না। বর্ত্তমানে দর কিছু কম থাকিলেও মাঝে ৩৫৲।৪০৲ পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছিল। অথচ ইহা নিজে আবাদ করিলে ২৲।২৷৷০র বেশী মণকরা খরচ পড়ে কি না সন্দেহ। যদি ৬৲।৭৲ দরেও বিক্রয় করা হয় তবে যে কত লাভ হইবে তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। যাহা হউক ইহার সম্বন্ধে দু একটী কথা লিখিলে আশাকরি দু একটী গৃহস্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এমন কতকগুলি আবাদ আছে, যাহা ছায়া ঘেরা শীতল স্থানে উত্তম রূপে বর্দ্ধিত হয়। হরিদ্রা তন্মধে একটী আত্র। কাঁঠাল ইত্যাদি ফলবাণ বড় বড় বৃক্ষের পাদদেশ বা তলদেশ ছায়া বাহুল হইয়া থাকে। আমরা সেই স্থান সাধারণতঃ পতিত রখি। সেই সেই স্থান যদি কর্ষণ করিয়া তাহাতে হরিদ্রা লাগাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাতে আর কতই ব্যয় পড়িবে বা সময়ের ক্ষতি হইবে? তদ্ব্যতীত বৃক্ষের তলদেশের ভূমি কর্ষিত হইলে সেই বৃক্ষেরও উপরকার হয় (benifitteds).

কর্দ্দমাক্ত বা তলতলে মাটীতে কোনও মৃত্তিকা গর্ভজাত শস্য (root crops) সুন্দররূপে হয় না, তাহা বোধহয় কাহাকেও জানাইতে হইবে না। ইহার মাটী পাথুরে না হইলেই চলে।

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে অর্থাৎ বর্ষাকাল গত হইলে, ছায়া বহুল বৃক্ষের তলদেশ লাঙ্গল দিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। তৎপরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আর একবার সেই ভূমিতে লাঙ্গল দিয়া এক পসলা জল হইয়া গেলে, হরিদ্রা লাগাইয়া দিতে হয়।

হরিদ্রা গ্রন্থিগুলি বেশ তফাতে তফাতে লাগাইতে হয় একটী হইতে অপরটীর দূরত্ব অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ ও সেইরূপ এক সারি হইতে অপর সারির দূরত্ব বা ব্যবধাণ অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ রাখিতে হইবে।

একবিঘা জমীতে অর্দ্ধ মণ কি পঁচিশসের হরিদ্রা গ্রন্থিই (up roots) যথেষ্ট। বর্ষাকালে যাহতে সেই স্থানে জল না জমে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

ইহাতে সার (manuring) ততবেশী দরকার হয় না। তবে উপর্য্যুপরি একই জায়গায় আবাদ করিলে ছাই অথবা খইল সার-রূপে দেওয়া উচিত, কেন না সার না দিলে সেই স্থানের মাটীর রস (plant food in the soil) ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষের ক্ষতিকর। তবে যদি এমন কোনও বৃক্ষের (যথা বট গাছ ইত্যাদি) তলদেশে ইহা করা যায়, যে বৃক্ষের ততটা আহার্য্য না পাইলেও ক্ষতি হয় না, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

হরিদ্রার পাতা সম্পূর্ণ শুকাইয়া ঝরিয়া গেলে (withered) বুঝিতে হইবে যে ভূমি হইতে হরিদ্রা তোলার সময় হইয়াছে। হরিদ্রা মাটী হইতে তোলা হইয়া গেলে, তাহার গ্রন্থির সহিত উপগ্রন্থিগুলি (out growth) আলাহিদা করিয়া বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। বীজ হরিদ্রাগুলি ভিজা বালি বা ভিজা খড়ের ভিতর রাখিয়া দিতে হয়। তৎপরে আবার রোপণের সময় (season) হইলে সে গুলি লাগাইতে হয়।

তৎপর হরিদ্রাগুলি গোবর দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। সিদ্ধ করিবার সময়, যাহাতে হরিদ্রাগুলি গলিয়া না যায়, তাহা দেখিতে হইবে। তৎপরে তাহা উত্তমরূপে শুকাইয়া লইলেই ব্যবহার-যোগ হইয়া থাকে।

আসুন আসুন

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয় যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।

ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

আসুন আসুন

স্ত্রীঃ—বাঃ! মলমটা ত খুবই ভাল: দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোঁড়া ত ফেটে গেল।

স্বামী—এই মলমটা তন বের হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো, মূল্য মাত্র ।৵০ দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থানঃ—৩২নং বুগীপাড়া কলিকাতা।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্।

হেড্ অফিস—বোম্বাই

পূজায়
ছেলে মেয়েদের জন্য উপহার—
"হোম সেভিংস্ ব্যাঙ্ক"

প্রিয়জনের জন্য উপহার
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিশুদ্ধ সোণার
১০ তোলা থান

মূলধন ১৬৮০০০০০৲ টাকা
ডিপোজিট ১৬ কোটী টাকা
সকল প্রকার ব্যাঙ্কের কাজ করা হয়।
ভারতবর্ষময় শাখা আছে।

ঝরিয়া শাখায় বিস্তারিত
বিবরণ জানিতে পারিবেন।
শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার
এজেণ্ট।

বিশুদ্ধতার আদর্শ

প্রফেসার বানার্জ্জির

কুন্তলীল

নারিকেল তৈল

পারিজাত প্রসুন তৈল, কাঁচা তিল তৈল, হাঁসারাণী ও সুবাস কুসুম তৈল ব্যবহার করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন। বিস্তারিত বিজ্ঞাপনে দেখুন।

বিহারী মি:সলেনী

২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কয়লা! কয়লা!! কয়লা!!!

কাঁচা ও পোড়া কয়লা যথা—ষ্টিম, রবল, স্ল্যাক প্রভৃতি যদি সস্তায় লইতে চান, নিম্ন ঠিকানায় সত্বর অনুসন্ধান করুন। নিজেদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে পাথর, মাটি, শ্লেট, বাছাই করিয়া গাড়ী বোঝাই দেওয়া হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

এস্ চৌধুরী

কোল মার্চ্চেণ্ট ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার।

ধানবাদ, ই, আই, আর।

"জঙ্গল বিক্রয়"

মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণার বান্দোয়ান থানার অন্তঃপাতী ধাদকা এলাকার মধ্যে হারাদা ও উদলবনী আমার মোকররি স্বত্বের মৌজা ; উক্ত মৌজাস্থ বৃহৎ শাল কড়ি ও রলা, খুঁটী, খাম যোগ্য শাল গাছ, আসন, জঙ্গল, কেঁদ আদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উভয় মৌজার জঙ্গল পরিমাণ ৭।৮ হাজার বিঘা হইবে। যে কেহ খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন ও নিজে আসিয়া মূল্য ধার্য্য করিবেন।

শ্রীব্রজনাথ কয়ড়ি
গ্রাম—বরাবাজার, মানভূম।

হ্যাঁ—এই হারমোনিয়ামের কথাই ত বলেছিলুম!

ভাগ্যি বাবাকে ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" আনতে বলেছিলুম

কেমন সুন্দর দেখতে
কি মিষ্ট সুর :
বাবাকে রোজ রোজ
গান গেয়ে শোনাব।

৩ অক্টেভ সিঙ্গেল রীড বাক্স সমেত ... ৩০৲
ঐ ডবল রীড ঐ ... ৪৫৲
ডোয়ার্কিনের অরগ্যান—৯০৲ হইতে ....

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ড্যালহাউসীস্কোয়ার, কলিকাতা।

মানভূম জেলার একমাত্র এজেণ্ট :—
সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পূজার আয়োজন

সিংহ এণ্ড কোং (হাটতলায়)

(অবসর প্রাপ্ত ওভারশিয়ার সত্যবাবুর স্বদেশী কাপড়ের দোকান)

পুরুলিয়া হাটতলা ২নং রেঞ্জে ৭নং কুঠরি (অর্থাৎ কেশব সেনের গোলদারী দোকানের সম্মুখে) টাঙ্গাইল, তাঁত ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী উড়ানি ও ফরেসডাঙ্গার খোলাই ধুতি সাড়ী, আলপাকার সাড়ী, মোজা, রুমাল, গেঞ্জী, কোট ও কামিজের থান, তসরেট আদি সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন

কেশরগড় গ্রামে—নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

গত ১০ই আশ্বিন সোমবার কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত হাট প্রতি সোমবার বেলা প্রাতে ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বসিবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি

যুগলকিশোর এষ্টেট পুরুলিয়া। } **শ্রীমতিলাল রায়** পরিচালক।

দেশবন্ধু প্রেস

আগামী ২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ৬ই কার্ত্তিক শনিবার পর্য্যন্ত পূজা উপলক্ষে প্রেস ছুটি থাকিবে। ৭ই কার্ত্তিক রবিবার হইতে যথারীতি আবার প্রেসের কাজ কর্ম্ম চলিতে থাকিবে।

ম্যানেজার
দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
ভাব রাজ্যে অতুলনীয়, ভাষা-সৌন্দর্য্যে অভিনব!
অনাবিল কল্পনার সুরভি সৌরভ
—সাহিত্য কাননের—

"পারিজাত"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। (যন্ত্রস্থ)
মূল্য ।০ চারি আনা
প্রস্ফুটিত পারিজাতের প্রত্যেক পাপ্‌ড়ি
ভগবৎ-প্রেম বিভোর রক্ত-রঙিন!
আনন্দে আত্মহারা হইবেন।
প্রাপ্তিস্থান :—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬।০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২১৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১০ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স
গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা
৬৮নং হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন্ পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুষালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।
"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।
১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে
নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—।৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাত

৵ পূজার সংখ্যা বাহির হইল। দাম মাত্র ।৵০ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

"জঙ্গল বিক্রয়"

মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণার বান্দোয়ান থানার অন্তঃপাতী ধাদকা এলাকার মধ্যে হারাদা ও উদলবনী আমার মোকররি স্বত্বের মৌজা; উক্ত মৌজাস্থ বৃহৎ শাল কড়ি ও রলা, খুঁটী, থাম যোগ্য শাল গাছ, আসন, জঙ্গল, কেঁদ আদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উভয় মৌজার জঙ্গল পরিমাণ ৭।৮ হাজার বিঘা হইবে। যে কেহ খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন ও নিজে আসিয়া মূল্য ধার্য্য করিবেন।

শ্রীব্রজনাথ কয়ড়ি

গ্রাম—বরাবাজার, মানভূম।

হ্যাঁ—এই হারমোনিয়ামের কথাই ত বলেছিলুম!

ভাগ্যি বাবাকে ডোয়ার্কিনের "গ্রামোলা" আনতে বলেছিলুম

কেমন সুন্দর দেখতে কি মিষ্ট সুর; বাবাকে রোজ রোজ গান গেয়ে শোনাব।

৩ অক্টেভ সিঙ্গেল রীড বাক্স সমেত ... ৩০৲

ঐ ডবল রীড ঐ ... ৪৫৲

ডোয়ার্কিনের অরগ্যান—৯০৲ হইতে ....

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন

৮নং ড্যালহাউসীস্কোয়ার, কলিকাতা।

মানভূম জেলার একমাত্র এজেণ্ট :—

সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং

পুরুলিয়া

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য ৸০ বার আনা।

বহু এস্টেজে অভিনীত।

প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ

ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

পূজার আয়োজন

সিংহ এণ্ড কোং (হাটতলায়)

(অবসর প্রাপ্ত ওভারশিয়ার সভাবাবুর স্বদেশী কাপড়ের দোকান)

পুরুলিয়া হাটতলা ২নং রেঞ্জে ৭নং কুঠরি (অর্থাৎ কেশব সেনের গোলদারী দোকানের সম্মুখে) টাঙ্গাইল, তাঁত ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি সাড়ী উড়ানি ও ফরেসডাঙ্গার ধোলাই ধুতি সাড়ী, আলপাকার সাড়ী, মোজা, রুমাল, গেঞ্জী, কোট ও কামিজের থান, তসরেট আদি সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন

কেশরগড় গ্রামে— নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

গত ১০ই আশ্বিন সোমবার কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত হাট প্রতি সোমবার বেলা প্রাতে ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বসিবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি

যুগলকিশোর এষ্টেট পুরুলিয়া। } **শ্রীমতিলাল রায়** পরিচালক।

দেশবন্ধু প্রেস

আগামী ২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ৬ই কার্ত্তিক শনিবার পর্য্যন্ত পূজা উপলক্ষে প্রেস ছুটি থাকিবে। ৭ই কার্ত্তিক রবিবার হইতে যথারীতি আবার প্রেসের কাজ কর্ম্ম চলিতে থাকিবে।

ম্যানেজার

দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ভাব রাজ্যে অতুলনীয়, ভাষা-সৌন্দর্য্যে অভিনব!

অনাবিল কল্পনার সুরভি সৌরভ

—সাহিত্য কাননের—

"পারিজাত"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। (যন্ত্রস্থ)

মূল্য ।০ চারি আনা

প্রস্ফুটিত পারিজাতের প্রত্যেক পাপ্‌ড়ি

ভগবৎ-প্রেম বিভোর রক্ত-রঙিন!

আনন্দে আত্মহারা হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ।

আসাম এণ্ডি।

মাল আমরা ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২২৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি। পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিতে পারিবেন। সমস্ত তৈয়ারী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

গ্রামোফন কিনিবার মহা সুযোগ।

খরচ মাত্র ৭৫৲ টাকা

একটি ডবল স্প্রিং মেসিন, উৎকৃষ্ট রঙ্গিন হর্ণ, সাউণ্ড বক্স, চাবি, দুই বাক্স পিন ও ৬ খানা ১২ইঃ ডবল সাইড রেকর্ড সহ মাত্র ৭৫৲ টাকা। আরও সুবিধা একসঙ্গে সমস্ত টাকা অগ্রিম পাঠাইলে প্যাকিং খরচা লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

গ্রামোফন, সাইকেল ও ফুটবল বিক্রেতা

৬৮নং হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৸০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।

১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে

নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাত

৺ পূজার সংখ্যা বাহির হইল। দাম মাত্র ৷৵০ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

বলাই—বলি অত হন্ হন্ করে যাচ্ছ কোথায় ?

বানাই—আর বলো না, জামাই এসেছে, কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি।

বলাই—বলি, এত খাবারের দোকান চক্‌বাজারে থাকতে অত দূরে কোথায় যাচ্ছ ?

বানাই—জামাইএর পাতে দেবার মত ভাল জিনিব কি আর কোথায়ও পাওয়া যায় ? **পোষ্টাফিসের সামনে রামকিঙ্কর নাগের এক দোকান আছে** সেখানে হরেক রকমের খাঁটি খাবার পাওয়া যায়। সেবার গিন্নীর অসুখ ছিল ঐ দোকানই আমার লজ্জা নিবারণ করেছে, কলকাতার জামাই ঘরের খাবার ছাড়া খায় না, কিন্তু সেবার খাবার খেয়ে বাজারের বলে বুঝতেই পারে নি।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

পুরুলিয়া

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে **চক-বাজারে রাজ নারায়ণ মেডিক্যাল হলের সম্মুখে রামগোপাল ব্রজ-বাসী আগ্রওয়ালের** দোকানে ১নং ঘণ্টর ঘিএর আটার লুচি ।৶৹ আনা সেরে পাওয়া যায়। দেশী চিনির সকল প্রকার সন্দেশ সুলভে বিক্রয় হইয়া থাকে। অর্ডার দিলে যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গিন্নি—কোত্থেকে খাবার এনেছিলে ? খাবার খেয়ে যে ছেলেগুলোর অসুখ করেছে। যাও এখন ডাক্তারের ওখানে ! এ তোমার ঘরের অসুখের কর্ম্ম নয়।

কর্ত্তা—তাইত—খাবারগুলো ভাল বলেই ত দিলে, সবই দেখছি ফাঁকি—

গিন্নি—তোমাদের মত কুঁড়ে—একটু এগিয়ে ভিক্টোরিয়া স্কুলের সামনে **লক্ষ্মীকান্ত নাগের দোকান থেকে** আনতে পারে না। ওর খাবার যেমনি খাঁটী ! তেমনি রকমারি !! তেমনি ভাল !!!

শ্রীশ্রীসীতারাম পদ ভরসা

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল

কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা অক্ষরে মুল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্ন লখিত ঠিকানায় অনু-বাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ } **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী**
মানভূম } **বি,এল**

বাড়ী বিক্রয় !

নূতন একতালা বাড়ী

সত্বাধিকারী ভীরাম খেমজী, কনট্রেকটার। বাড়ীটিতে বেশ বায়ু ও আলো খেলে। বাড়ীটির নিকটেই ষ্টেশন এবং সম্মুখে পোষ্টাফিসও আছে।

ডাকবাংলার নিকট "ECONOMIC STORES" মনোহারী দোকানে অনুসন্ধান করুন।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিব অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্, হ্যারিসেন রোড্।

শাখা :—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট্ ,মার্কেট, কলিকাতা

পুজার শ্রেষ্ঠ উপহার—

কি ?

সব রকমের সুগন্ধি তৈল
মনোহারী দ্রব্য, গেঞ্জি,
মোজা, এসেন্স, সাবান,

শক্ত ও মজবুত
ক্যাশ বাক্স, ষ্টীলট্রাঙ্ক,
সুন্দর সুন্দর হারমোনিয়ম,
বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ;

গন্ধে স্নিগ্ধতায় ও পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ,
দীক্ষিতের সুবাসিত নারিকেল তেল
প্রিয়জনকে উপহার দিয়া
পুজায় তাহাদের মুখে
হাসি দেখুন।

মাইকুলাল মিশির এণ্ড কোং

চক্‌বাজার, পুরুলিয়া।

কৃষক

একমাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ২৭ বৎসর প্রসংশার সহিত পরিচালিত মাসিক পত্রিকা। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৶০

টাটকা বীজ

আসল কলম ও চারা

উত্তম সার

কৃষি যন্ত্র

কৃষি পুস্তক

ফসলের পোকা
সুন্দর বাঁধাই ও
২০ রঙ্গিন চিত্র সহ— ২।০
সব্জী চাষ— ১।০
কৃষি সহায়—
বাঁধাই ৷০ রঙ্গিন ৷৶০
সরল কৃষি বিজ্ঞান— ১৲

রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া

ভাল ঔষধ না হইলে ডাক্তারেও রোগ আরোগ্য করাইতে পারেন না। এই জন্য আমরা বহু ব্যয়ে নানাবিধ দেশী ও বিলাতী ঔষধ ক্রয় করিয়া **"রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল"** স্থাপন করিয়াছি। দুই জন পাশ করা কম্পাউণ্ডার দিবারাত্রি ঔষধ তৈয়ারী করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। **কর্ণেল মুখার্জ্জি, রায়বাহাদুর মন্মথনাথকান্ত রায়** প্রমুখ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণ বরাবর আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আমাদের ঔষধ যেরূপ টাট্‌কা, আমাদের দরও তদ্রূপ সুবিধাজনক ; আমরাই বাজারে নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ এসিড্ এবং স্পিরিটের মূল্য সস্তা করিয়াছি। **অক্সিজেন** যন্ত্র, **অটোমাইজার, মেডিক্যাল ব্যাটারী, সেলাইন অ্যাপারেটাস** প্রভৃতি নানা-প্রকার আবশ্যক যন্ত্রাদি, যাহা অন্য দোকানে পাওয়া যায় না, তাহা আমাদের এখানে সর্ব্বদা ভাড়ায় পাওয়া যায়। ডাক্তার শ্রীমন্মথ-মথন সরকার এম, বি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমাদের ডিস্পেন্সারীতে সমাগত রোগীদিগকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬২৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্বরকুলান্তক বটী ৵৹ ও ৷৵৹ আনা, মকরধ্বজ ৪৲—তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৸৹ ইংফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা ।৵৹ ও ॥৹ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২২২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই গুণী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৴৹ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখ)

পুরুলিয়া, মানভূম।

বিশেষ বিজ্ঞাপন

"মুক্তি"র ছুটি

গ্রাহকগণের নিকট হইতে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া দুর্গা পূজা উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত "মুক্তি" বিদায় গ্রহণ করিতেছে। আগামী ২২শে কার্ত্তিক সোমবার হইতে পুনরায় যথারীতি "মুক্তি" বাহির হইবে।

ম্যানেজার, "মুক্তি"
পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. P. No.185.

শিখ্‌বে কি আর ব'লে?

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২২শে কার্ত্তিক ১৩৩৩, ৮ই নভেম্বর ১৯২৬ | ৪৪শ সংখ্যা

জ্বরকলান্তক বটী
১৷৵০ ও ৭৵০ আনা,
নবরধ্বজ-
৪৲—তোলা
চ্যবনপ্রাস
৪৲—সের

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲
সারিবাদ্যাসব ৬০
ইন্দ্রলুপ্ত পিল
প্রতি কৌটা।৵০
ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ৩৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মানিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির
কুন্তলা
নারিকেল তৈল
মহিলাদের কেশ প্রসাদনে অদ্বিতীয়
বিহার মিসেলিনী।
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দে শবন্ধু প্রেস।
সব রকমের ছাপা সুলভে ও
অল্প সময়ে হয়।

স্ত্রী:—বাঃ! মলমটা ত খুবই ভাল;
দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোড়া ত কেটে গেল।
স্বামী—এই মলমটা জবরের হয়েছে,
কবিরাজের মত দুই শিশি কিনে আনবো,
মূল্য মাত্র ৷৵০ দশ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—৩নং মুটিপাড়া
কলিকাতা।

বহু বৎসরের পরীক্ষীত

সন্ন্যাসীপ্রদত্ত অব্যর্থ ফলপ্রদ

বাতের মাদুলী

যাঁহারা সকল প্রকার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, একবার এই দৈব বল পরীক্ষা করুন। ইহাতে শত শত রোগী আরোগ্য হইতেছে। নিয়মাবলীসহ ভিঃ পিঃ যোগে ৺কালীমাতার পূজার খরচের জন্য ১।০ পাঁচসিকা লওয়া হয়।

শ্রীভূপতি চরণ স্মৃতিতীর্থ।
গুপ্তিপাড়া (হুগলী)

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসি

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কেশরগড় গ্রামে—নূতন হাট

নূতন হাট! নূতন হাট!! নূতন হাট!!!

গত ১০ই আশ্বিন সোমবার কেশরগড় গ্রামে নূতন হাট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত হাট প্রতি সোমবার বেলা প্রাতে ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বসিবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সুবিধার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইতি

যুগলকিশোর এষ্টেট, পুরুলিয়া। — **শ্রীমতিলাল রায়**, পরিচালক।

হ্যাঁ—এই হারমোনিয়ামের কথাই ত বলেছিলুম!

ভাগ্যি বাবাকে

ডোয়ার্কিনের
"গ্রামোলা"
আনতে বলেছিলুম

কেমন সুন্দর দেখতে
কি মিষ্ট সুর;
বাবাকে রোজ রোজ
গান গেয়ে শোনাব।

৩ অক্টেভ সিঙ্গেল রীড বাক্স সমেত	...	৩০৲
ঐ ডবল রীড ঐ	...	৪৫৲
ডোয়ার্কিনের অরগ্যান—৯০৲ হইতে	....	

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ড্যালহাউসীস্কোয়ার, কলিকাতা।

মানভূম জেলার একমাত্র এজেন্ট:—
সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া

"জঙ্গল বিক্রয়"

মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণার বান্দোয়ান থানার অন্তঃপাতী থাদকা এলাকার মধ্যে হারাদা ও উদলবনী আমার মোকররি স্বত্বের মৌজা; উক্ত মৌজাস্থ বৃহৎ শাল কড়ি ও রলা, খুঁটী, থাম যোগ্য শাল গাছ, আসন, জঙ্গল, কেঁদ আদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উভয় মৌজার জঙ্গল পরিমাণ ৭।৮ হাজার বিঘা হইবে। যে কেহ খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন ও নিজে আসিয়া মূল্য ধার্য্য করিবেন।

শ্রীব্রজনাথ কয়ড়ি
গ্রাম—বরাবাজার, মানভূম।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার

(মুক্তি কার্য্যালয়)

সকল প্রকারের খদ্দরের কাপড়, শাড়ী, জামার কাপড় ও চাদর পাইবেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান—৮ হাত ধুতি—	২৲ টাকা
চরকা কাটার উপযুক্ত তুলা—/১ সের—	১৶০ আনা
চরকা—মজবুত—	২৷৶০ আনা
চরকার সূতা—	২৲ সের

"মুক্তি"

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

—রবীন্দ্র নাথ।

সন ১৩৩৩ সাল, ২২শে কার্ত্তিক, সোমবার

নিবেদন

"মুক্তি" প্রকাশিত হইল। পূজার অবকাশের পর, "মুক্তির" পাঠক পাঠিকাদিগকে আমাদের বিজয়া-বিহিত সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। "মুক্তির" পূজা সংখ্যা যাঁহারা অনুপস্থিত নিবন্ধন পান নাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা আমাদিগকে সংবাদ দিবেন। জনসাধারণের সেবাই "মুক্তি" প্রকাশের উদ্দেশ্য। যাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহ দান করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি আশা করি "মুক্তি" দেশের সেবায় নিযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের ও অন্যান্য পরিচিত বন্ধু বান্ধবের নিরন্তর সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে না।

শিখবে কি আর ম'লে?

তোমরা বিদ্বান বুদ্ধিমান ব'লে না বড় অভিমান কর! কত জাতির ইতিহাস পড়েছ, সমাজ তত্ত্ববিষয়ে কত বড় বড় গ্রন্থ আলোচনা করেছ, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গবেষণায় মস্তিস্ক আলোড়িত করেছ, রাজনীতির ধুরন্ধর ব'লে বাহাদুরি নিচ্ছ, কিন্তু এই সহজ কথাটা বুঝতে পার না যে বিছিন্ন হ'য়ে কাজ করতে গেলে নিজেদেরও দুর্ব্বলতা ঘুচবে না আর শত্রুপক্ষেরও সুবিধা হবে। কিসের জন্য তোমাদের এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল তা বুঝিয়ে দিতে পার কি? একটা সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত কি ভারতের মত একটা বিশাল দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস কখনও সফল হতে পারে? প্রত্যেকেই যদি আপন আপন অভিসন্ধি মত চল্‌তে চায় তা হ'লে সমগ্র জাতির ভিতর একতার একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে কি করে? ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষের একটু ঊর্দ্ধে উঠতে পারবে না আর বলে বেড়াবে তুমি একজন স্বার্থহীন স্বাধীনচেতা দেশ-সেবক। যতই কেন ঢোল দিয়ে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে চেষ্টা কর না দেশের লোক তোমার চাটু বাক্যে দু চার দিন প্রতারিত হ'লেও একদিন না একদিন বুঝবেই যে তোমার মতলবটা কি? দু চার জন তোষামোদজীবী তোমাকে ঘিরে রেখে তোমার আত্মপ্রবঞ্চনার সহায়তা করতে পারে, তোমার প্রতিপক্ষের স্পর্দ্ধার কথার বার বার উল্লেখ ক'রে তোমার হৃদয়ের ভিতর বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে, তোমার অর্থ শোষণ করবার জন্য দুএকটা মিথ্যা গল্প রচনা করে তোমার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ব'লে ব'লে তোমার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু একটা কথা ঠিক ঠিক জেনে রেখ যে পয়সার গরমেই হউক বা প্রতিষ্ঠার মোহেই হউক দেশদ্রোহিতা করতে গেলে আখেরে ঠাণ্ডা হ'তেই হবে। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার বা মানের গরব কয়দিন আর তোমাকে লোকমতের জনমতের কাছে লুকিয়ে রাখবে? তাসের ঘরের মত ওসব ভূমিসাৎ হ'তে কদিন লাগে? যখন দেশদ্রোহী জয়চাঁদের শোচনীয় পরিণামের কথা বইএ পড়, তখন মনে ভাব কেন এই লোকটা মিছামিছি একটা হীন ঈর্ষাবুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে, আর সেই পাপের ফলে মামুদঘোরীর কাছেই লাঞ্ছিত হ'ল? শক্তসিংহ কেন রাণা প্রতাপের বিরোধী হ'ল, মানসিংহ কেন আকবরের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করল, মীরজাফর কেন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে পাপের পরিণাম ফলে আপনিও ধ্বংশ হ'ল, আর বর্ত্তমান সময়েই বা কোন কোন লোক গোয়েন্দাগিরি কাজ ক'রে পেটের দায়ে দেশদ্রোহী হয় কেন? ইতিহাস পড়তে পড়তে তোমারও মনে ধাক্কা লাগবে এবং নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা কর এই লোকগুলির কি ভবিষ্যৎ চিন্তা করবার সামান্য শক্তিও ছিল না? কিন্তু নিজের বেলায় সব ভুলে যাও হে, সব ভুলে যাও। পূর্ব্বে যারা দেশদ্রোহিতা করেছে তারা না হয় একটা রাজ্যের লোভে অথবা একটা সভিকার স্বার্থের মোহে পাপানুষ্ঠানে রত হয়েছে, কিন্তু তুমি যে দেশদ্রোহী হ'তে যাচ্ছ তা যে একটা অতি তুচ্ছ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার বা তুচ্ছতর কাউন্সিলের মেম্বর হওয়ার প্রলোভনে, তা একবার নিভৃতে উত্তেজনার অন্তরালে ব'সে ভেবে দেখেছ কি? সয়তান যখন অন্তরে থেকে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটাতে চেষ্টা করে তখন বহুরূপী যুক্তিতর্ক এবং অজুহাতকেই প্রধান অনুচররূপে ব্যবহার করে। তা বুঝেও যে তুমি বুঝতে পার না এই হতভাগ্য দেশের পক্ষে ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর বেশী কি হ'তে পারে? শিবাজির পরে মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ স্ব স্ব প্রধান হ'তে চেষ্টা করল বলেইত শিবাজীর জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল, রণজিৎ সিংহের পরে শিখ নেতৃবর্গ আত্মঘাতী হিংসা দ্বেষের আশ্রয় লইল বলেই ত পাঞ্জাবের অমন দুর্দ্দশা ঘটল। এই সব জেনে শুনেও কোন প্রাণে এবং কি বুদ্ধিতে যে তোমরা দেশবন্ধুর সব আয়োজন, সব পরিশ্রম, সব তপস্যা পণ্ড করতে চলেছ, ব্যাপার খানা কি বল দেখি! তিনি জীবিত থাকতে ত তোমরা তার বড় অনুগত ছিলে, কেহ তাঁর কাউন্সিল নীতির বিরোধ নীতির বিরুদ্ধে কথা বল্‌লে ও সইতে পারতে না। কিন্তু সেই মহাপুরুষের মৃত্যুর পর এত শীঘ্রই যে সেই তোমরাই তার জীবন দিয়ে গড়া কংগ্রেসের অন্তর্গত স্বরাজ্য সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ

করবে না তা আমরা কল্পনায়ও অনুমান করতে পারি নাই। ধন্য তোমদের স্মৃতি সভা, আর তোমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি। এখনই এই পরিবর্ত্তন, এর পর যে কোন পথে যাবে তা ত অনুমানেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। বলি, এখনও সময় আছে, যদি দেশবন্ধুর প্রাণ দেওয়া পরিশ্রমের কথা মনে পড়ে, যদি সুভাষ, সত্যেনের কারাবদ্ধ জীবনের মহত্ত্বের কথা স্মৃতি পথে উদিত হ'য়ে কোন শুভ মুহূর্ত্তে মনটাকে একটু বিচলিত করে, তবে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ ব'লে জেদের বসে ভুল সংশোধন করতে কুণ্ঠিত হইও না। অনিষ্টের পথে চল্‌তে চল্‌তে যখন যেখান হ'তে ফিরে আসবে, তাইতেই তোমার কল্যাণ হবে। লোকে বিদ্রূপ করবে, না পেরে ফিরে এলে ব'লে তোমাকে কম বাহাদুর বল্‌বে, বন্ধু বান্ধব সব বিরক্ত হবে এই সব ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করলে কোন লাভ নাই। বিবেকের ধ্বনিই ভগবানের আদেশ, লঙ্ঘন করলে ক্ষণিক একটা ভোগানুকুল মনের উত্তেজনা আসতে পারে বটে কিন্তু তার পরিণামের কথা তোমাকে আর বলতে হবে কেন? বিদ্যা বুদ্ধির ত তোমার অভাব নাই, বেশী শিখেছ বলেই ভয় হয়। বেশী শিখলে যে সহজ সরল সত্যগুলি ভুলে যেতে হয় তা আগে জানা ছিল না, এখন দেখছি বিদ্যাবুদ্ধিই এই হতভাগ্য দেশের মানুষগুলাকে অমানুষ করে ফেলেছে। অভিমানের বশে, ঐশ্বর্য্যের মত্ততায়, হিংসা দ্বেষের বিষাক্ত প্রভাবে যে কি পরিণাম ঘটে তা ত দেখতেই পাচ্ছ, অপমান, লাঞ্ছনা, পদাঘাত ত নিরন্তরই ভোগ ক'রে আসছ, কোনটারই ত ত্রুটি নাই! শিক্ষার ত কোন কসুর নাই। এখনও যদি শিক্ষা না হয়ে থাকে, তবে ভাই "শিখ্‌বে কি আর ম'লে?'

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষক্রিয়া—

স্থানীয় সমবায় সমিতির বাৎসরিক সভার বিগত অধিবেশনে উহার সভাপতি রূপে মনীষী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। আশা করি "মুক্তির" পাঠক পাঠিকা সকলেই এই গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধটি অবহিতচিত্তে পাঠ করিবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষায় দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা প্রমথ বাবু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন তাহা পড়িলে অনেকেরই মোহ ঘুচিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মনুষ্যত্বনাশী বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচন এবং কাউন্সিল ও এসেম্ব্লিতে সদস্য নির্ব্বাচন—উভয় ব্যাপারই নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিগত অভিমান বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা জনসাধারণের হিতার্থে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে পারিবেন ভোটারগণের তাঁহাদিগকেই ভোট দেওয়া কর্ত্তব্য। কংগ্রেসই দেশের একমাত্র উল্লেখ যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সুতরাং কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য পদপ্রার্থীদিগকে সাহায্য এবং সমর্থন করিতে দেশ হিতৈষী সকলেই ন্যায়তঃ বাধ্য। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহা হইলে তাহার সংশোধন জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত আছে, কারণ কংগ্রেস কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠান নহে, কোন দল বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তিও নহে। ঝগড়া বিবাদ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করিলে আত্মহত্যারই অনুষ্ঠান হইবে।

কংগ্রেসকে ভোট দিবে

কারণ ঃ—

১। কংগ্রেসই ভারতের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ।

২। কংগ্রেসই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুগঠিত প্রতিষ্ঠান।

৩। কংগ্রেসই খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত।

৪। কংগ্রেসই স্বরাজের উপাসক।

৫। কংগ্রেসই দ্বৈতশাসন, নির্য্যাতন, নিষ্পেষণ, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের মূর্ত্ত প্রতিবাদ।

৬। কংগ্রেসই যুগশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধী, স্বর্গীয় লোকমান্য তিলক, সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কর্ম্মস্থল।

ক ক ক ক

নিখিলভারত কংগ্রেস-কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ছোটনাগপুর বিভাগ ও মানভূম জেলা হইতে ব্যবস্থাপক পারিষদগুলির সদস্যপদ-প্রার্থিরূপে মনোনীত করিয়াছেন :—

১। এসেম্ব্লীর (বড়লাটের সভার) জন্য ঃ—

ছোটনাগপুর অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ।

২। বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক কাউন্সিলের জন্য ঃ—

(ক) ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন।

(খ) উত্তর মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জগদম্বাপ্রসাদ লালা।

উল্লিখিত মনোনীত প্রার্থিগণই যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তজ্জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেস-পক্ষীয় প্রার্থিগণকে ভোট দেওয়া যে মানভূমের প্রত্যেক নির্ব্বাচকের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রীত্বের মোহ

ভাণ্ডারী—যারা এই দেশের লোকগুলার মনও ভুলিয়ে রাখতে পারবে, আবার আমাদের ইঙ্গিতেও চলতে রাজি হবে তাদের দলপতিকে আমরা মন্ত্রীও করব আবার বছর বছর চৌষট্টি হাজার টাকাও দেব। সেলামও পাবে টাকাও মিলবে—এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

যো হুজুরী দল—আমরা ত হুজুরদের চিরদিনের বিশ্বাসী গোলাম, যখন যা বলবেন তখন তাই করব; যদি দরকার হয় ভোট দিয়ে হুজুরদের অবাধ্য অশান্ত তেজস্বী যুবকগুলাকে জেলে পাঠাতেও আমাদের দ্বিধা বোধ হবে না, আর প্রজাদের জব্দ রাখবার জন্য কোটি কোটি টাকার ব্যয় বা পুলিশ বজেট মঞ্জুর করতেও আমাদের বিবেকে আঘাত লাগবে না। আমাদের হাতে কিছু ক্ষমতা না দিলে এখন আর প্রজাগুলি রাজা বাহাদুর বা রায় বাহাদুর বলে আমাদের সম্মান দেখাতে চায় না। হুজুরদের প্রসাদের লোভেই জাত কুল মান সব ছেড়েছি, হাটুগেড়ে আবেদন জানাচ্ছি আমাদের ছেড়ে দিয়ে অকুলে ভাসাবেন না।

ভাণ্ডারী—তোমরা হ'লে আমাদের পেয়ারের দল, তোমাদের ছাড়লে আমাদের চল্‌বে কেন? তবে কি জান, দিন কাল বুঝে আমাদের চল্‌তে হয়, লোভ দেখিয়ে কংগ্রেসী-দলটাকে না ভাঙ্গতে পারলে তোমাদের ত কথাই নাই আমাদেরও টেঁকা দায় হবে। কংগ্রেস বিদ্রোহীর দলটাকে হাত করতে না পারলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তবে তোমাদেরও নিরাশ ক'রবনা, আমাদের খাস বিভাগে তোমাদের দলপতিদের মোটা মাহিনার দুটা একটা চাকরী মিল্‌বেই। (স্বগত) এ বেটারা ত ভেড়া হ'য়েই আছে, বাকী রাজনৈতিক দলগুলাকে নাকে দড়ি বেঁধে না নাচাতে পারলে মজা হবে কি করে? (আধা-সহযোগীদলকে লক্ষ ক'রে) ওহে! তোমরা যদি ভোট যোগাড় ক'রে কিছু বেশী সংখ্যায় কাউন্সিলে ঢুকতে পার তা হ'লে চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রিত্বের গদিটাও তোমাদের মিল্‌বে আবার কংগ্রেসে যে গোঁয়ার লোকগুলা তোমাদের হিত কথায় কাণ দিলে না বা তোমাদের কাউকে নেতা বলে মানতে রাজি হ'ল না তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়াও হবে। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি কোন কাজ আছে?

আধা সহযোগীদল—(ভাণ্ডারীর প্রতি) আমরা কিছুদিন স্বরাজীদলে মিশে যে একটু আধটু লাফা লাফি করেছি তা ভেবে মনে করবেন না যে আমরা আপনাদের ভারতশাসনের মহদুদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি। আপনারা না থাকলে যে আমরা ঝগড়া ক'রেই মরে যাব। তবে আমাদের বাঁ হাতে এই যে বিরোধের চিহ্নরূপ গদা দেখ্‌ছেন—ওগুলো লোকের মন ভুলান একটা ভোল মাত্র, আমরা ত আপনাদের হাতেই মানুষ হয়েছি,

কপটতা না করলে চল্‌বে কেন? আমরা আপনাদের হাতেই আছি ও থাক্‌ব। ভুলবেন না ভুলবেন না, চৌষট্টি হাজারি চাকরীটা যেন আমাদের দলপতির জন্যই মজুত থাকে। (স্বগত) দেশ উচ্ছন্ন গেলেও পাপিষ্ঠ স্বরাজীদের জব্দ করতেই হবে! বন্ধুগণ সাজ! সাজ!

ভণ্ডারী—বাহবা! তোমাদের বুদ্ধি ও যোগাড়ের কাছে কি কেউ টিক্‌তে পারবে! ভোট যোগাড় কর, ভোট যোগাড় কর, স্বরাজীদের এবার পরাজয় করাই চাই। (স্বগত) এরা-ত এক রকম হাতের মধ্যেই এসেছ, আর একটা চাল দিলে এদেরও পুরাপুরিই ভেড়া ক'রে ফেল্‌তে পারব। তবে স্বরাজীদলটা যে কিছুতেই বাগ মানতে চাচ্ছেনা, ওদেরও একবার মনটা বুঝে দেখি না। (স্বরাজীদের লক্ষ ক'রে) ওহে! চোষট্টি হাজারের তোড়াটা ও অমন ক'রে অবজ্ঞা করবার জিনিষ নয়! এখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিমুখ হয়ে রইলে শেষে কিন্তু পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি। এখনও ফিরে তাকাও, নইলে একাবারে ভিটে ছাড়া হ'তে হবে; তোমাদের রাজনৈতিক জীবন যে চিরদিনের মত মাটি হ'য়ে যাবে, খেয়াল নাই? এস, এস, স্বরাজের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? স্বরাজ টরাজ আমাদের কাছেই মিল্‌বে—ভাবনা কি?

স্বরাজীদল—(ভাণ্ডারীর প্রতি) যতদিন তোমাদের চালাকি বুঝতাম না ততদিন ত ভুলেই ছিলাম। তোমাদের পূর্ব্বাপর ভাবগতিক দেখে এখন তোমাদের মিষ্টি কথার ভিতরকার মতলব টের পেয়েছি, আর তোমরা যে স্বর্গের চাঁদ ধরে দেওয়ার লোভ দেখাচ্ছ, তার ভিতর যে আমাদের নাকে দড়ি বেঁধে ভালুকের মত নাচাবার অভিসন্ধি আছে, তাও বুঝতে পেরেছি। আমাদের দেশের বাছা বাছা ছেলেগুলিকে জেলে আটক করে রাখছ, প্রজাদের খাজনার টাকাগুলি নিয়ে আমাদের জব্দ ক'রে রাখবার নিমিত্ত, আর বিলাতের বিলাস যোগাবার জন্য যথেচ্ছ ছিনি মিনি খেল্‌ছ, আবার কেউ যদি স্পষ্ট কথায় তার প্রতিবাদ করে তবে তাকে আন্দামান চালান দিচ্ছ, চাচ্ছ আবার এসব সয়তানী কাজে আমাদের সহযোগ! বলি, স্থায় ধর্ম্ম ত বহুদিনই ছেড়ে দিয়েছ, লজ্জাও একেবারে বিসর্জ্জন দিলে? যাও, যাও, ভিটে ছাড়া করবারত আর চেষ্টার কসুর নেই, যা কপালে আছে তাই হবে! আর তোমার ভয় দেখানও খাটবে না, লোভ দেখানও খাটবে না। দেখ, দেখ, এ যুগের দুএকটা মীরজাফর বা উমির্চাঁদ পাও কি না, আমাদের কাছে ও সব দিল্লীকা লাড্ডু নিয়ে এস না; ওর ভিতর যে মনুষ্যত্বনাশী বিষ আছে তা আমরা জানি। ভাগ, ছিয়াছে ভাগ!

শ্রীযুক্ত শিবশরণ লালের মহত্ত্ব।

ঝালদা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল মশোয়াল ছোটনাগপুর হইতে এসেম্ব্রিতে সদস্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন। হাজারিবাগের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ সিংহের পক্ষে তিনি তাঁহার প্রার্থনাপত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। আমাদেয় একটা ধারণা ছিল যে কাউন্সিল প্রবেশের নেশা একবার কাহা-কেও পাইয়া বসিলে কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু শ্রীযুক্ত শিবশরণ লাল তাঁহার বহু ক্ষতি সত্ত্বেও যে কংগ্রেসের দিকে তাকাইয়া উদারতার নিদর্শন দেখা-ইয়াছেন—তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরল। উত্তর মানভুমের শ্রীযুক্ত গুনেন্দ্রনাথ রায় যদি ঐরূপ কংগ্রেসকে মানিয়া তাঁহার প্রার্থনা পত্র প্রত্যাহার করিতেন তাহা হইলে মানভূমের গৌরব অক্ষুন্ন থাকিত। শ্রদ্ধেয় গুণেন বাবুর নিকটও আমরা ঐরূপ উদারতা আশা করিতে পারি না কি?

কাউন্সিল নির্ব্বাচন—

নিম্নলিখিত কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণ ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে বিনা বাধায় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

ক। বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক কাউন্সিলে—

(১) দক্ষিণ মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।

খ। এসেম্‌ব্লীতে—

(২) পাটনা-ছোটনাগপুর-কাম-উড়িষ্যা মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—খাঁ বাহাদুর সাফ্রাজ হোসেন খাঁ।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য অন্যান্য বিভাগে কে কে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক বিভাগে মাত্র ১ জন নির্ব্বাচিত হইবে।

(১) এসেম্‌ব্লীর জন্য—

(ক) ছোটনাগপুর অমুসমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—
(১) শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ (কংগ্রেস মনোনীত)।
(২) রায়বাহাদুর গোপী কৃষ্ণ।
(৩) রাঙ্কার রাজা শ্রীযুক্ত গিরিধর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ।

(২) বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক কাউন্সিলের জন্য—

(ক) ছোটনাগপুর অমুসলমান মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—
(১) শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন (কংগ্রেস মনোনীত)
(২) শ্রীযুক্ত শ্রাম কিষণ সহায়।

(খ) উত্তর মানভূম অমুসলমান গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—
(১) শ্রীযুক্ত বাবু জগদম্বা প্রসাদ লালা (কংগ্রেস মনোনীত)
(২) শ্রীযুক্ত গুনেন্দ্র নাথ রায়।

পুরুলিয়া সমবায় সমিতির সপ্তম বার্ষিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের অভিভাষণ

আমাকে এই বাৎসরিক সভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আমাকে আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অতি অল্পদিন যাবত প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্যাঙ্ক যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই ব্যাঙ্কে আমানতি টাকার পরিমান যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত তিন বৎসরে ইহা যেরূপ নিজেদের কার্য্যকরী মূলধন দ্বিগুনেরও অধিক বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহা সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রামগুলির পুনর্গঠন আজ আমাদের নিকট একটী প্রধান সমস্যা—কিন্তু ইহা সমাধানের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয় ইহার পরিচালকগণ জিলা বোর্ডের সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিকন্তু বোর্ড হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া ইহারা স্থায়ীরূপে একজন কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে এবং কৃষি বিষয়ে বৃত্তিও প্রদান করিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি ও শিল্প প্রভৃতির উন্নতি বিষয়ে অনেক কথাই শোনা যায়। কিন্তু ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় যে যেখানে সরকারের সহিত এই সকল কার্য্যের সম্বন্ধ আছে সেখানে তাহাদের অভিপ্রায় কেবল আমলাতন্ত্রের প্রসার এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। তাহারা চাহেন যে এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করুক। কিন্তু ইহা তাহারা ভুলিয়া যান যে উপযুক্ত পরিমানেও অর্থ না পাইলে তাহা সম্ভব নহে। অন্ততঃ কিছু পরিমানে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমি গত বৎসরে বিহার উড়িষ্যার Co-operative Federation Congress এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে—সমবায় সমিতিগুলি হইতে যে অর্থ আদায় করিয়া Federation এর Development Fund সৃষ্ট করা হইয়াছে—সেই অর্থগুলি নিরর্থক বক্তৃতা এবং পত্রিকাদি দ্বারা প্রচারের কার্য্যে ব্যয় না করিয়া অন্ততঃ তাহার কিছু অংশও সাধারণের মধ্যে যাহা করিলে বাস্তবিক উপকার হয় তাহার জন্য রাখা হউক। আমার প্রস্তাব কিন্তু গৃহীত হইল না। অমি কিন্তু বলিতেছি না যে এইরূপ প্রচার কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু ইহাও অমি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে কতকগুলি প্রবন্ধ অথবা প্রস্তাব অপেক্ষা আপনারা যেরূপ ভাবে সমবায় প্রণালীতে কৃষি কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এইরূপ কয়েকটী প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অনেক বেশী কাজ হইবে। আমি আশা করি যে জিলা বোর্ড আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাহায্য করিতে বিরত হইবে না।

আর একটী অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে সমিতির পঞ্চায়েতগণ গ্রামের দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমার সেই প্রাচীন কালের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের কথা মনে পড়িতেছে। তখন নানারূপ দোষ এবং অসমতা সত্ত্বেও গ্রামগুলি সমৃদ্ধিশালী ছিল। এমন কি এক শতাব্দীও অতীত হয় নাই মেকলে সাহেব বাংলাকে নন্দনকানন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সার টমাস মনরো বলিয়াছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন—ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সভ্যতার আদান প্রদান হইলে—ভারতবর্ষের সভ্যতার আমদানীতে ইংলণ্ডই লাভবান হইবে।

আদালত স্থাপন করিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট লোকের মধ্যে যে মামলা মোকর্দ্দমা করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। আদালতগুলি যেন প্রতিভাবান আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের যুদ্ধক্ষেত্র এবং ধনী ব্যক্তিগণের বেশী টাকাগুলি উকীল এবং রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার উপায় স্বরূপ। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি হিসাব করিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান আদালতগুলি আমাদের নিকট প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ কোটী টাকা শোষণ করিয়া লইয়া যায়। অবশ্যই ইহার কিছু অংশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও দিয়া থাকেন কিন্তু ইহার বেশীর ভাগই ঋণগ্রস্থ এবং অভাবগ্রস্থ দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকট হইতে শোষণ করা হয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আর্থিক দুরবস্থার জন্য আমাদের যেরূপ মানসিক অবনতি হইয়াছে আদালতগুলির সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের তাহা হইতে কম কিছুই হয় নাই। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে "যাহারা আদালতগুলির সংস্পর্শে যত কম আসিয়াছে তাহাদের মধ্যেই তত বেশী সরলতা, সাধুতা এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট দেখিতে পাইয়াছি"। আদালত এবং পরে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য উপকরণ দ্বারা আমাদের মানসিক অবনতি অতি দ্রুত গতিতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

আমি আশা করি যে আদালতের বাহিরে পঞ্চায়েত দ্বারা মামলা মোকদ্দমা মিটাইবার ব্যবস্থা ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিয়া আর্থিক এবং নৈতিক ধ্বংশ হইতে আমাদের রক্ষা করুক।

হস্ত চালিত তাঁতের পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য আপনারা চেষ্টা করিতেছেন। ইহা আমাদের আর একটা প্রধান অভাব। আপনারা তাঁত এবং চরকা বিলি করিয়াছেন কিন্তু রিপোর্টে ইঁহার কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিশেষ উল্লেখ পাইতেছি না। সম্ভবতঃ সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। রাঁচিতে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আমার ধারণা এই যে আপনাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। কৃষি বিভাগের জন্য জিলা বোর্ড হইতে আপনারা যেরূপ অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন সেইরূপ একটা মোটা রকম সাহায্য না পাইলে এ বিষয়ে কোন একটা বড় রকমের চেষ্টা করা ঠিক যুক্তি সঙ্গত হইবে না। ইহার বাস্তবিক কারণ এই যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের যে সকল কর্ম্মী কোনরূপ বেতন গ্রহণ করেন না তাহাদের নিকট হইতে খুব বেশী কিছু আশা করা অন্যায়। তাহারা যে কোন কাজের সূত্রপাত করিয়া দেন অথবা পরিদর্শনাদি কার্য্য করেন ইহাই যথেষ্ট। আবার এই কার্য্যগুলি করিতেও অনেককেই যথেষ্ট পরিমানেই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। তাহাদের ধারণাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য হইলেও বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হয়। সাধারণে এই সমবায় সমিতির কর্ম্মীদিগকে কতকটা ব্যবসায়ী বলিয়াই মনে করে। কিন্তু অংশীদারগনের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদিগকে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের উৎসাহ যাহাতে সীমা ছাড়াইয়া না যায় সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রাণে যখন প্রেরণা আসে তখন সেটাকেও সংযত করিয়া না রাখিলে চলে না।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত আপনাদের আন্তরিক চেষ্টা প্রশংসার্হ। আমার মনে হয় যে আপনাদের ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট যে সকল সমিতি আছে সেগুলি যদি জিলাবোর্ড হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই পাঠশালাগুলি পরিচালনা করিতে পারে তবে তাহাই করা উচিত। পূর্ব্বে আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী পাঠশালার প্রচলন ছিল। সরকারী শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শনাধীন বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির প্রচলনে সে সকলের উচ্ছেদ হইয়া যাওয়াতে দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দেশীয় শিক্ষা প্রণালীর বহুবিধ উপকারীতা বর্ত্তমান ছিল। আপনা হইতে গড়িয়া উঠাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তার অনুকূল ছিল। বিলাসীতা এবং অমিতব্যয়ীতার প্রশ্রয় ইহাতে দেওয়া হইত না। এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যায়সাধ্য না হওয়ার দরুণ সুপ্রচলিত হইতে পারিত। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ কাল যে অধিক পরিমান অর্থ (আমার বিশ্বাস শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহার প্রায় তৃতীয়াংশ) পরিদর্শন, দালান, আসবাব প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা শিক্ষার বিস্তারের জন্য অনায়াসে অতি সুন্দর ভাবে খরচ হইতে পারিত।

আমাদের এই পাশ্চাত্য প্রণালীতে বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির একটা প্রধান অপকারীতা এই যে আমাদের বেশীর ভাগ সংস্কারকগণই অতি মাত্রায় পাশ্চাত্যানুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন। ইউরোপে কখনও যাহা হয় নাই এমন যে কোন কাজ করিতেই তাহারা ইতস্তত: করেন। পাশ্চাত্য মতের প্রতিকূল হইলে তাহারা কোন কার্য্য করিতে চেষ্টাই করেন না এবং আধুনিক সভ্যতার ছাপ মারা থাকিলে সমস্ত জিনিষই তাহাদের নিকট যথার্থ বলিয়া চলিয়া যায়। তাঁহারা অত্যাধিক উৎসাহ সহকারে ইউরোপীয় কুসংস্কার এবং বাক্যের প্রতিধ্বনিই মাত্র করিয়া থাকেন। কাজে কাজেই পাশ্চাত্য জগৎ স্বাভাবতঃই এই স্বল্প পরিতুষ্ট ভারতবাসীকে বর্ব্বর অপেক্ষা একটু ভাল বলিলে দোষ দিবার কিছুই থাকে না। এই সকল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাসকমণ্ডলী চাহেন যে ভারতবাসীর জীবন যাপন প্রণালী ইউরোপের ধারানুযায়ী উন্নত হউক। পাশ্চাত্য বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতি এবং তাহাদের চাকচিক্যময় বসন ভূষণের প্রতি যাহাতে আমাদের আগ্রহ শতগুণে বর্দ্ধিত হয় তাহার জন্য তাহাদের চেস্টার ক্রটী নাই। এই সকল কার্য্য দ্বারা ইহারা প্রতিনিয়তই ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির মুলে কুঠারাঘাত করিতেছেন এবং ভারতবর্ষকে ক্রমশঃই অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। ইউরোপীয় সমাজ আমাদের সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন--তদুপরি আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা অতি সামান্য থাকাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মহিলাদিগের অবরোধ প্রথা, পরিজনবর্গের জন্য তাহাদের শ্রান্তিবিহীন নিঃস্বার্থ সেবা প্রভৃতিকে তাঁহারা দাসত্ব এবং একটা বৈচিত্রবিহীন কার্য্য ছাড়া আর কিছু বলেন না। অশিক্ষিত হইলেও মানুষের জীবন যে কিরূপ জ্ঞানের আধার হইতে পারে তাহা তাহাদের ধারণার অতীত সুতরাং তাহারা মনে করেন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের জীবন কেবল, অন্ধকারে পরিপূর্ণ। ইহাদের এই কথা শুনিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নবীন ভারত সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে "হায়, হায়, আমাদের স্ত্রীজাতীর কি শোচনীয় দুর্দ্দশা" তৎক্ষণাৎ শত শত জিহ্বা হইতে অতীত ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষজাতির উদ্দেশ্যে তিরস্কার আরম্ভ হইয়া যায় এবং শত শত লেখনী এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের নেহাৎ এক গুঁয়েমির জন্যই আজ আমাদের স্ত্রীজাতি দাসত্ব এবং অজ্ঞানতার হীন পঙ্কে নিমজ্জিত। ইহা সত্য যে প্রত্যেক সমাজেই সংস্কারের প্রয়োজন আছে—আমাদের হিন্দু সমাজেও সংস্কার আবশ্যক কিন্তু আমাদের দেশের নবীন সংস্কারকের দল পাশ্চাত্য ধারা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যে সংস্কার হইতে পারে তাহা উপলব্ধি করেন না। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপের ন্যায় স্বাধীনতা দিতে চাহেন এবং কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়, কি পাশ্চাত্য সভ্যতায় সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদিগের সহিত সমানভাবে চালাইয়া এই জ্ঞানহীনা স্ত্রীজাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে চাহেন। একবার ভাবিয়াও দেখেন না যে ইহার পরিণতি কি হইবে। বিলাতে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন হইল, নবীন ভারত তৎক্ষনাৎ ইহার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। ভাবিল ইহাতেই বুঝি আমাদের সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে। লক্ষ্য স্থান এখনও আমাদের বহু দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান প্রণালীতে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেও বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইহাতে যেরূপ ফল হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ইহা মোটের উপর দেশের জনসাধারণের পক্ষে মোটেই মঙ্গলদায়ক হয় নাই। ইহা দ্বারা কৃষকগণ নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা কিছুমাত্রও বর্ত্তমান শিক্ষা পাইয়াছে—তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই সরল গ্রাম্য জীবন তাহাদের নিকট আর ভাল লাগে না। জাতীয় ব্যবসা—অথবা জাতীয় জীবনযাপনপ্রনালী তাহারা আর পছন্দ করে না। তৎপরিবর্ত্তে নাগরিক জীবন এবং তাহার সহিত বাহ্যাড়ম্বরতা ও বিলাসিতাই তাহাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অত্যন্ত নিকৃষ্ট না হইলেও তোষামোদ প্রধান চাকুরীই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক তাহারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিয়া নিজেদের এবং তাহার সহিত সমস্ত জাতিটারই অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। আমার আজ এই ভাবিয়া আনন্দ হইতেছে যে আমি যে বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিলাম তাহার কুফল আপনারা কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তদনুসারে আপনারা বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আশা করি যে আপনাদের এই কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া সফলতামণ্ডিত হইয়া উঠুক।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে ভাবে আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করিতেছে এবং তদ্দারা যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইতেছে সে দিকে আমি পুনঃ পুনঃ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ইহাই আমাদের বহু দুঃখকষ্টের মূল কারণ এবং তজ্জন্য আমার মনে হয় যে আপনারা ইহা হইতে যত দূরে থাকিতে পারেন ততই মঙ্গল। কারণ গ্রামগুলির পুনর্গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ আর আপনারা এই কার্য্যটাই সুসম্পন্ন করিবার ভার লইয়াছেন। বর্ত্তমান মতানুসারে যে গ্রামে পাকা রাস্তা এবং হাঁসপাতাল আছে তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল গ্রাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না যে এই দুইটাই গ্রামের পক্ষে কিরূপ অপকারী হইতে পারে। প্রথমতঃ রাস্তার কথাই ধরা যাউক ইহা প্রায়ই স্বাভাবিক জল নিকাশের পথ বন্ধ করিয়া গ্রামগুলিকে ব্যাধির আগার করিয়া তোলে। যদিও এই সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল উপায় কাজে লাগাইবার মত গ্রামবাসীদিগের অর্থ নাই। আমরা যখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে সংস্কারের কার্য্য করিতে যাই তখন প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে আমাদের ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান কত বড়। যেখানে আমাদের মাথাপিছু গড় পড়তা আয় ৩০৲ টাকা, বিলাতে সেখানে জনপ্রতি আয় গড়ে প্রায় ৬৩০৲ টাকা। তাহারা সমস্ত পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্রতম স্থানেও আমাদের অধিকার লাভের ক্ষমতা নাই। ইহার পরে আমাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষতঃ জাতিভেদের কথাও বিচার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই ভিত্তি করিয়া যে সংস্কার আমাদের গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যে আমাদের আর্থিক সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং সমাজের অপকার করিতেছে একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। বঙ্গদেশে রেল পথ এবং পাকা রাস্তার বাঁধগুলিই জল নিকাশের পথ বন্ধ করিয়া প্রায় গত ৬০ বৎসর যাবত এই প্রদেশকে এরূপ ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমিরূপে পরিণত করিয়াছে। অতঃপর হাঁসপাতালের কথা ধরা যাউক। আমাদের দেশের লোক চিরকাল দেশীয় ঔষধেই অভ্যস্ত এবং তাহাদের শরীরের পক্ষেও ইহাই অনুকুল। কিন্তু হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া, কতকগুলি বিদেশী ঔষধ সেবন করাইয়া লোকের অমঙ্গল অত্যন্ত নিশ্চিতরূপেই সাধন করা হইয়া থাকে। চাএর ব্যবহারও এই সকল কুফল হইতে বাদ যায় না। সহরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ডাক্তারের দর্শনী

ও ঔষধের মূল্য যোগাইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠে। গ্রামবাসী দরিদ্র লোকের পক্ষে ইহা যে আরও অধিক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যে পুষ্টিকর খাদ্যে নিশ্চিতরূপেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহাতে অর্থ ব্যয় না হইয়া, খরচ হয় ডাক্তার এবং ঔষধের পিছনে, আবার এই ঔষধে কিন্তু সকল সময় ভাল ফলও হয় না।

এইবার আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি একটী "উন্নতিশীল" গ্রামের বিবরণ দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি বাংলায় আমার স্বগ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া আমি অবাক হইয়া দেখিলাম যে আমার গ্রামখানি অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই আধুনিক সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই গ্রামটী এবং অন্য আরও দুইটী গ্রাম লইয়া একটী মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্য দিয়াই রেলপথ চলিয়া গিয়াছে—অনেক পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং কয়েকটী হাঁসপাতাল ও স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের ছেলেরা ব্যাটমিণ্টন এবং অন্যান্য বহু বিলাতি খেলা খেলিতেছে দেখিলাম। বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম হোটেলের অভাব নাই, প্রত্যেকেরই বড় বড় সাইন বোর্ড। স্থানীয় একটী বন্ধু আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন যে আমাদের গ্রামটী বাস্তবিকই খুব উন্নত হইয়াছে। চপ, কাটলেট, চা ইত্যাদি যে পরিমানই চান না কেন আপনি পাইবেন কিন্তু আমাদের চিরপ্রচলিত খাদ্য মুড়ি চাহিলে আপনাকে একটু খুঁজিতে হইবে। মুড়ি, চিড়া, নারিকেল, খই, চানা এবং সরবতের পরিবর্ত্তে চা, বিস্কুট, চপ, কাটলেট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা যে আমাদের অবনতি সাধন করিতেছি তাহা নিশ্চয়। আগের জিনিষগুলি পরেরগুলির মতই সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হিসাবে ঐগুলির অপেক্ষা বেশী না হইলেও কম নয়। আর একটা সুবিধা যে ঐ জিনিষগুলিতে ভেজাল দেওয়া যায় না এবং আমাদের সামর্থ্যেরও বহির্ভূত নয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রথমাবস্থায় নব্য সমাজে মদ্যপান একটা সভ্যতা ও উন্নতির চিহ্ন বলিয়া মনে করা হইত। সুখের বিষয় আজ কাল আর সে ভাব নাই। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই মদ্যপান করিয়া থাকে। কিন্তু চা টা সস্তা এবং স্ফূর্ত্তিদায়ক হওয়াতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সমভাবে পুরুষ-স্ত্রী-এমনকি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যেও আদৃত হইতেছে। এই জিনিষটা আমাদের অসম্ভব ক্ষতি করিতেছে। বিশেষভাবে আমাদের দেশের চা সাধারণতই কড়া এবং যে ভাবে ইহা তৈয়ার করা হয় তাহাতে ইহার কিছুই বাদ যায় না। যাক আমার গ্রামের কথাই বলি। অন্যান্য বহু "উন্নতির" চিহ্ন বাদ দিলেও ম্যালেরিয়া অত্যন্ত ভীষণভাবে এবং অপ্রতিহতপ্রভাবে গ্রামগুলিতে আপনার প্রভাব ও বিস্তার করিতেছে। ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি বর্ত্তমান ছিল আজ সে স্থানগুলি রোগের এবং দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যে পুষ্করিণীগুলি পূর্ব্বে পানীয় জল যোগাইত আজ সেগুলি ময়লায় পরিপূর্ণ। শৈশবাবস্থায় আমি যে দালানগুলিকে বিশেষ করিয়া পূজা প্রভৃতির সময় আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি আজ সেগুলি হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—এবং বেশীর ভাগই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া ধ্বংশোন্মুখ হইয়াছে। যে সকল বাগানের সুমিষ্ট ফল খাইয়া আমরা শেষ করিতে পারিতাম না এখন তাহা শুধু দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাকীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটীর একাংশ এরূপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে যে তাহা একমাত্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুরই আশ্রয়স্থল হইবার উপযুক্ত। আমাদের জীবনে একটা সময় আসে যখন ইহা বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ওঠে। এই সময়ে বাক্যবিন্যাসের ছটার অন্তরালে যে সকল ভাব আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় তাহা প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদিগকে প্রতারিত করে। তখন ভাবের আধিপত্য চলিয়া যায়, কেবল ভাষাই প্রভু হইয়া ভাবের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে "উন্নতি" কথাটী এই ধরণের একটী স্পষ্ট উদাহরণ। এই কথাটী খুবই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে—কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ অতি অল্প লোকেই বুঝিতে চেষ্টা করে। সাধারণে মনে করে যে—যে জাতি খুব শক্তিমান এবং বাহ্য দৃশ্যে উন্নত বলিয়া মনে করা হয় তাহাদের সহিত সমান সমান ভাবে চলিতে পারিলেই বাস্তবিক উন্নত হওয়া যায়। তাহারা ভাবিয়া দেখেনা যে প্রকৃত পক্ষে ইহার পরিণতি কি হইতে পারে। এইরূপ মনোভাবের প্রতিকার করিতে হইলে আমাদিগকে বেশ ভাল করিয়া ইহার প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমার মনে হয়—যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা আন্দোলন হউক না কেন—যতক্ষণ না ইহাদের দ্বারা জাতির ভিতর এবং বাহির সমস্ত দিক দিয়াই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতেছে ততক্ষণ ইহাদিগকে "উন্নতশীল" বলা যাইতে পারে না। আপনারাও বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না। আমরা যদি ঠিক এই ভাবে বিচার করিয়া দেখি তবে আমার ভয় হয় যে আধুনিক অনেক সংস্কার কার্য্যের আমরা যতটা ভাল বলিতাম তাহার অনেকখানিই মিথ্যা এবং অন্যান্য বহু কার্য্যই একেবারে পদার্থহীন বলিয়া মনে হইবে। আমি শুধু ভগবান বুদ্ধের কথায় আপনাদের নিকট এই কথাই বলিতে চাই যে "যে কোন গুরুই যাহা বলুন না কেন, যে কোন যুগেই যাহা লিখিত হউক না কেন, যতক্ষণ না তুমি নিজের যুক্তিদ্বারা এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিতেছ ততক্ষণ তুমি ইহাকে কোনক্রমেই গ্রহণ করিও না"।

ভ্রাতৃগণ, আমি পুনরায় আপনাদের সফলতার জন্য আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনারা একটী মহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের মুক্তি আমাদেরই আনিতে হইবে। কিন্তু কাউন্সিলের বাহ্যাড়ম্বরের ভিতর দিয়া নহে। আপনারা যেরূপ আড়ম্বর শূন্য ভাবে জনসাধারণের মধ্যে নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছেন তাহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি সাধনার পথ।

স্থানীয় সংবাদ

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন—

আগামী ১৭ই নভেম্বর তারিখে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নূতন কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবে। কমিশনার পদপার্থীর সংখ্যা ৩৬ জন। ইহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ৪ জন করিয়া মোট ১৬ জন কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি প্রত্যেক ওয়ার্ডে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাইতেছেন। মনোনয়ন পত্র ঠিক হয় নাই বলিয়া কতকগুলি নির্ব্বাচন পত্র নাকচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪ জন মানভূম জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আপিল করায়, তিনি দুই জনের মনোনয়ন পত্র ঠিক ছিল বলিয়া মত দিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এই আদেশ বে-আইনী বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান বিহার উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইনের ধারা অনুসারে নির্ব্বাচন পত্র পরীক্ষকের বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনারের নিকট আপীল করা ন্যায় বিরুদ্ধ। জনসাধারণ ইহার ফলাফল জানিবার জন্য উৎসুক নয়নে চাহিয়া আছে।

শ্রীযুক্ত শিবশরণলাল—

ঝালদার শ্রীযুক্ত শিবশরণলাল যশোয়াল ছোটনাগপুর বিভাগ অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে এসেম্ব্লীতে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টি হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুরোধে কংগ্রেস মনোনীত পার্থীর পক্ষে তাঁহার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন।

দেশবন্ধুর জন্মোৎসব—

গত ২০শে কার্ত্তিক তারিখে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। দেশবন্ধুর বাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বেদীর উপর দেশবন্ধুর তৈলচিত্র পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় সংকীর্ত্তণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চশতাধিক ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত লোকগণের জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

মিথ্যার অভিযান—

"মানভূম সংযুক্ত প্রান্তীয় হিতকারিণী সভা"র সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করিতে পাঠাইয়াছেন—

"আমি জানিতে পারিলাম যে এই সভার জনৈক সদস্য নিজেকে ভোটারগণের সমক্ষে এই সভা কর্ত্তৃক আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের কমিশনার পদ পার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এবং অধিকাংশ ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়। এই সভা কোন প্রকার প্রার্থীই মনোনীত করেন নাই। ভোটারগণের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।"

ছুটমুড়া যুবক সমিতি—

উক্ত সমিতির যুবকগণ এখনও প্রাণপণ চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে আদায় করিয়া মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে সাহায্য করিতেছে। উহারা ২৫শে অক্টোবর তারিখে বাকুড়া রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্টের নিকট ৬৩ খান কাপড় ও ৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। উক্ত টাকা লধুড়কা ও ছড়ড়া গ্রাম হইতে আদায় হইয়াছে।

খাদি প্রতিষ্ঠান—

আগামী ১১ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা খাদি প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের খদ্দর লইয়া এখানে আসিবেন। তিনি সহরে ফেরি করিয়া খদ্দর বিক্রী করিবেন। ইহাতে সহরের লোকের বাঙ্গলা দেশের খদ্দর পাইবার সুবিধা হইবে। তৎপর তিনি রাঁচি যাইবেন।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

ভোটারগণের অবগতির জন্য কে কে কোন কোন ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন তাহাদের নাম প্রকাশিত হইল। ভোটারগণ উপযুক্ত ব্যক্তিকেই ভোট দিবেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে মাত্র ৪জন করিয়া নির্ব্বাচিত হইবে। যাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া একটি সঙ্ঘ করিয়া কাজ করিতে চান তাঁহাদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সকলের তাঁহাদিগকে ভোট দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

১নং ওয়ার্ড :

১। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ।
২। " সুরেশচন্দ্র সরকার।
৩। " গিরীন্দ্র নাথ অধিকারী।
৪। " জহর লাল বোস।
৫। " রামচুলারী দিক্ষীত।
৬। " অলকানন্দ বক্সী।
৭। " হরিকিষণ মাড়োয়ারী।
৮। " রাধানাথ বড়ঙ্গী।
৯। " ক্ষীরোদ কুমার রায়।

২নং ওয়ার্ড :

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র।
২। " কালীপদ দত্ত।
৩। " অন্নদা প্রসাদ বানার্জ্জি।
৪। " কৃষ্ণ দুলারী দিক্ষীত।
৫। " রাধাশ্যাম চাটার্জ্জি।
৬। " বিজয়কৃষ্ণ সরকার।
৭। " শ্রীকণ্ঠ সেন।
৮। " সতীশ চন্দ্র সিংহ।
৯। " সতীশ দে।
১০। " রামেশ্বর মাড়োয়ারী।
১১। " মান্না মিশির।

৩নং ওয়ার্ড

১। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু শেখর চাটার্জ্জি।
২। " উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত।
৩। " যতিন্দ্র অধিকারী।
৪। " বিভূতি ভূষণ দাস।
৫। " রুদ্রপ্রসন্ন চাটার্জ্জি।
৬। " কালী চরণ ত্রিবেদী।
৭। মিঃ টি জর্ডন।
৮। শ্রীযুক্ত শালিগ্রাম মাড়োয়ারী।

৪নং ওয়ার্ড :

১। শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন।
২। " গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৩। " মুরারী ঘোষ।
৪। " শশধর গাঙ্গুলী।
৫। " গকুল দত্ত।
৬। " লাল মোহন ত্রিবেদী।
৭। " ধীরেন্দ্র নাথ অধিকারী।
৮। " গোরমোহন দত্ত।
৯। " কেদার মাড়োয়ারী।

বিবিধ সংবাদ

পাটুয়াখালী সত্যাগ্রহ—

আজ পর্য্যন্তও পাটুয়াখালী সত্যাগ্রহ খুব জোরের সহিত চলিতেছে। মফঃস্বল হইতেও খুব উৎসাহ পাওয়া যাইতেছে। অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০শত সত্যাগ্রাহী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শাসমল—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের রাগ পড়িয়া গিয়াছে। তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রার্থীরূপে কংগ্রেস হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র লাল খাঁ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করাতে শ্রীযুত খাঁ তাঁহার পক্ষে নিজের মনোনয়ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

লালা লজপত রায়—

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেণ্ট লালা লজপত রায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস্ হইতে এসেম্ব্লীর সদস্য পদের জন্য লালা হংস রাজকে মনোনীত করা হইয়াছে। লজপত রায় যখন এসেম্ব্লীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন এই লালা হংসরাজই নিজের সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়া লালাজীর এসেম্ব্লীতে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

সুভাস ও সত্যেন—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে বিনা বাধায় এসেম্ব্লীতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় নাই এটা বাঙ্গালার পক্ষে গৌরবের বিষয়।

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু উত্তর কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য পদ প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতিন্দ্র নাথ বসু দাঁড়াইয়াছেন।

মানুষ তোমরা নহ ত মেষ।

(শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়)

খদ্দর এবং চরকার উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যখন কোন মহৎ ব্যক্তির উপদেশ শুনি কিম্বা পাঠ করি তখনই মনে হয় যে চরখা ভিন্ন এই অধঃপতিত জাতির উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই, তখনই মনে হয় যে এই সামান্য যন্ত্র অবলম্বন করিয়া আমরা অনায়াসে সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিব, তখনই মনে হয় যে প্রতি গৃহে চরখা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিব, কিন্তু এইরূপ মনের ভাব ক্ষণস্থায়ী হয় বলিয়া এবং চির আলস্য ও পরমুখাপেক্ষিত আমাদিগকে অভিভূত করে বলিয়া মনোভাব মনেই মিলিয়া যায়, কার্য্যে কিছুই করা হয় না। এখনও দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি চরখার নামে উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সময় আমরা চরকায় অতিবাহিত করিয়া মাত্র দুই তিন আনা উপার্জ্জন করিব সেই সময়ে আমরা অন্য উপায়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি। যাঁহারা ধনী ব্যক্তি কিম্বা যাঁহারা অল্প সময়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন তাঁহারা চরখার দ্বারা সূতা প্রস্তুত না করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি আগ্রহ সহকারে খদ্দর ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দরিদ্র প্রতিবেশীগণ চরখায় সূতা কাটিয়া সেই সূতার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খদ্দর উৎপন্নের সুবিধা করিতে পারে। অনেক লোক আছে যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায়ই নাই সেই সকল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বেকার নরনারী যদি সূতা কাটিয়া প্রতিদিন ৶০ আনা ৶১০ আনা অর্জ্জন করিতে পারে তদ্দ্বারা কি তাহাদের ভরণ পোষনের উপায় হয় না? দেশে চরখার প্রসার হইলে দারিদ্রের দমন হইবে এবং সর্ব্বগ্রাসী বিদেশী বণিকগণের হস্ত হইতে আমরা চিরকালের নিমিত্ত নিষ্কৃতি পাইব। দেশে চরখা এবং খদ্দর প্রচারের নিমিত্ত দেশের কত কত সর্ব্বস্বত্যাগী মতিমান ব্যক্তি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া মহা পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন কিন্তু আমরা বিদেশী দ্রব্যের চাকচিক্যে এরূপ মুগ্ধ হইয়া আছি যে আমরা কোন ক্রমেই আমাদের মজ্জাগত কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। সতত মনে করি যে আমাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হইতে পারে! চরখায় এবং খদ্দরে দেশের কি উপকার হইবে। একবারও ভাবিতেছি না যে বিদেশী বণিকগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা। আমাদের অধঃপতন যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইহাতেও আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। বিদেশী বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া থাকিবার বাসনা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে এবং কি করিলে আমাদিগকে কেহ এদেশীয় বলিয়া চিনিতেও না পারে তজ্জন্য সতত ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি। যুবকগণ গুম্ফের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে পাছে কেহ গুম্ফের চিহ্ন দেখিতে পায় এই ভয়ে প্রতিদিন দুইবার করিয়া স্বহস্তে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে। কেহ বা গুম্ফগুলি একেবারে নিঃশেষ না করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ধন্য হইতেছে। অনুকরণের প্রবৃত্তি যত হ্রাস হয় ততই হিতকর ইহা কেহই ভাবিতেছে না। বিদেশী বস্ত্র খদ্দর অপেক্ষা চিক্কণ সুন্দর এবং সুলভ হইলেও উহা পরিহার্য্য। খদ্দর দুর্ম্মূল্য এবং মোটা হইলেও দেশী দ্রব্য বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করা উচিত এবং যাহাতে উহার ক্রমশঃ উন্নতি এবং প্রসার বৃদ্ধি হয় সকলেরই তাহার চেষ্টা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য। কয়েক জন ধীমান কৃতসংকল্প ব্যক্তির অল্প দিনের চেষ্টায় প্রতীয়মান হইয়াছে যে খদ্দর এখন আর সেরূপ দুর্ম্মূল্য নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ এবং সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবে ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষেত্রেই তোমাদের শক্তির সন্ধান পাইতে এবং যদি চরখার ভিতর দিয়াই জগজ্জননী ত্রিলোক পালিনী

শক্তির উপাসনা কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে তোমরা হীন নও, তোমরা দুর্ব্বল নও, চরখার দ্বারা খদ্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাও সামান্য কথা তোমাদের দ্বারা অনায়াসে অসাধ্য সাধন হইতে পারে। একাগ্র চিত্তে দেশের মঙ্গল কামনা কর সর্ব্বমঙ্গলা সতত তোমার সাহায্য করিবেন। হতাশ হইও না আলস্য ঔদাস্যকে মনের মধ্যে স্থান না দিলে তাহারা আপনা হইতে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। মাতৃপূজা ব্যতীত অন্য কোন পূজাতেই বিশ্বজননী তৃপ্ত হয়েন না। তাঁহার মন্দিরে বিদেশী দ্রব্যের বলিপ্রদান করিয়া জীবন সার্থক কর তাহা হইলেই আবার কবি গাহিবেন "মানুষ তোমরা নহ ত মেষ"।

পূজোর বাসি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র]

সব জিনিসের সাজো ও বাসি আছে। কাহারও ভাগ্যে সাজো, কাহারও ভাগ্যে বাসি জোটে। আমার ভাগ্যে বাসিই হইল।

পূজোয় সময় কিছু লিখ্‌ব মনে করেছিলাম, কিন্তু তা হয় নাই। এখন দেখ্‌ছি ভালই হয়েছে। যে সব মহারথীরা এবার পূজোর আসরে নেমেছিলেন, তাঁদের সকলেই আমার চেয়ে সব বিষয়েই দিগ্‌গজ। নামিলে কিছুতেই থই পাইতাম না। সম্বৎসরের উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ও ভক্তি হৃদয়ে লইয়া লেখক লেখিকা কতই সব লিখিয়াছেন! সে সমস্ত এখনও পর্য্যন্ত উদরস্থ করিতে পারি নাই। শাস্ত্র পুরাণ মন্থন করিয়া অনেকে কত শত মুক্তা উঠাইয়াছেন তাহার হিসাব করা ভার। তাঁহারা ধন্য। আমি তাঁদের চরণে দণ্ডবৎ হই।

একটা কথা বলিতে আমার ইচ্ছা হয়। পাঠক, মাপ করিবেন কথাটা যদি ভাল না লাগে। সব কথা ত আর সকলের ভাল লাগে না। কাহারও কাহারও লাগিতে পারে। সেই আশায় লিখিলাম।

সে কথাটা আমার নিজের ধারণা। কোন বই এ আছে কি না জানি না। যে রাজ্যে এখন পড়িয়াছি তাতে বই টই বড় পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করিলেও বইর সাহায্য পাইবার আশা নাই।

পুরা কালে কত শত যুগ আগে, তা ঠিক্ বল্‌তে পার্‌ছি না, রাজা রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবীকে হরণ করেছিলেন রাক্ষস রাবণ। অনেক লড়াইয়ের পর রাজা যখন সীতাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌লেন না, তখন তিনি দেবীর আরাধনা ও পূজা সুরু করে দিলেন। দেবী খুসি হয়ে বর দিলেন। তখন রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতার উদ্ধার কর্‌লেন। লোকে বলে আমাদের বাংলা দেশে শরৎ কালে শক্তির পূজা সেই অবধি চলিয়া আসিতেছে। আমি জানি না, এ প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা। সে যাহা হউক, এখন যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে শক্তির সাহায্য ভিন্ন কাহারও চলিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে যে রকম নারী নির্য্যাতনের পালা পড়িয়াছে, তাহাতে আমার মনে হয়, শক্তি পূজা ভিন্ন অন্য পন্থাই নাই।

এখন আমাদের পূজার নৈবেদ্য বদলাইতে হইবে। চাল কলা ও মিষ্টির বদলে চোখের জল, শরীরের রক্ত ও আবশ্যক হইলে জীবন পর্য্যন্ত দিতে হইবে। তবেই মা সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা স্বকৃত পাপে ও দুর্ব্যবহারে মার কৃপা ও শক্তি হারাইয়াছি। আবার কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। সামান্য চাল কলার নৈবেদ্যতে মা খুসি হইবেন না। এখন পূজার রীতি বদলান দরকার। মাকে আরাধনা করিয়া আনিতে হইলে যে ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ও দীনতা চাই তাহার অভাব হইয়াছে। তাই মা আসিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া দূরে পালান, নিকটে থাকেন না। তাঁকে ২৪ ঘণ্টা কাছে রাখিতে হইবে। কোন কোন স্থলে দেখি, দান, ধ্যান ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য মা কিছুক্ষণ থাকেন। আবার শীঘ্র চলিয়া যান।

স্ত্রী জাতিই শক্তির আধার। সেই জাতির অবমাননা ও নির্য্যাতন যত দিন না বাংলার পুরুষেরা বন্ধ করিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহারা মার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন এই আমার দৃঢ় ধারণা। এই গুণেই ইংরাজরা শক্তির বরপুত্র। "মা আনন্দময়ী আসিতেছেন" পূজোর সময় এ কথা সকলেই বলেন। মার রূপ দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি শরৎ কালে আনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তখন ভীমা রূপিনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী হইয়া পাপের শাস্তি দিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মা যে আনন্দময়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তবে তিনি কার্য্য বিশেষে কখন আনন্দময়ী কখন মহিষ-মর্দ্দিনী। স্ব স্ব জীবনে ও ভাবের বশে আমাদের প্রভেদ আকার হয়। এ কথা মনে করা চাই যে আমাদের ঘরে ঘরে "আনন্দময়ী মা" আছেন। চক্ষে দেখিয়াও দেখি না, কর্ণে শুনিয়াও শুনি না, হৃদয়ে অক্ষত পাইয়াও অনুভব করি না। একি কম দুঃখের কথা! সেই আনন্দময়ী আমাদের স্ত্রী জাতিতে আছেন। তাঁহাদের পূজা ও সেবা করিলেই "আনন্দময়ী মা"র পূজা ও সেবা হইবে। তাঁহাদের অবমাননা নির্য্যাতন বন্ধ হইবে, আমরা পূজার প্রত্যক্ষ ফল পাইব। তাঁহাদের মর্য্যাদা ও গৌরব বাড়িলে আমাদের পূজা সার্থক হইবে।

এখন হইতে শক্তি পূজা এই ভাবে করিলে, ভারতবর্ষের ভাগ্য ফিরিবে। এই আমার ধারণা।

রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া

ভাল ঔষধ না হইলে ডাক্তারেও রোগ আরোগ্য করিতে পারে না। এই জন্য আমরা বহু ব্যয়ে নানাবিধ দেশী ও বিলাতি ঔষধ ক্রয় করিয়া **"রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল"** স্থাপন করিয়াছি। দুই জন পাশ করা কম্পাউণ্ডার দিবা রাত্রি ঔষধ তৈয়ারি করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। **কর্ণেল মুখার্জ্জি, রায়বাহাদুর বরদাকান্ত রায়** প্রমুখ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎকগণ বরাবর আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আমাদের ঔষধ যেমন টাটকা, আমাদের দরও তদ্রূপ সুবিধাজনক; আমরাই বাজারে নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ, এসিড্ এবং স্পিরিটের মূল্য সস্তা করিয়াছি। **অক্সিজেন যন্ত্র, অটোমাইজার, মেডিক্যাল ব্যাটারী, সেলাইন অ্যাপারেটাস্** প্রভৃতি নানাপ্রকার আবশ্যক যন্ত্রাদি; যাহা অন্য দোকানে পাওয়া যায় না; তাহা আমাদের এখানে ভাড়ায় পাওয়া যায়। ডাক্তার শ্রীমন্মথনাথ সরকার এম, বি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমাদের ডিস্পেন্সারীতে সমাগত রোগীদিগকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

গাড়ীখানা ব্যায়ামাগার

ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের হাতার মধ্যে এই ব্যায়ামাগারটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্যারালেল বার, হোরাইজেণ্টাল বার, রিং, ডাম্বেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বারবেল শীঘ্রই আনান হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করাই এই ব্যায়ামাগারের উদ্দেশ্য। যে কেহ এখানে আসিয়া শারীরিক ব্যায়াম করিতে পারিবেন। কাহাকেও কোনরূপ বেতন প্রভৃতি কিছুই দিতে হইবে না। সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ স্থানীয় যুবকদের সহানুভূতিই প্রয়োজন।

Tenders are invited for the construction of the first floor of the new premises of the Victoria School. Particulars are to be had from the Secretary. Last date for submitting tenders is the 15th November, 1926.

Purulia. **Sd. S. C. Mazumdar**
1. 11. 26. Secretary M. V. Inst.

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল

কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়া মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম { **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল**

নীলাম বিক্রয়

পুরুলিয়া নিবাসী চন্দ্রকান্ত নন্দী, মতিরাম বসন্ত লাল ফারমের নিকট ৫০০/মণ বাবুই কইবার জন্য কণ্ট্রাক্ট করিয়া ২১০/মণ লইয়া উক্ত ফারমকে কণ্ট্রাক্ট অনুসারে মূল্য আদায় দেয় নাই ও বাকী ২৯০/মণ বাবুই গ্রহণ করে নাই। উক্ত বক্রী বাবুই গ্রহণ করিবার ও মূল্য আদায় দিবার জন্য উক্ত নন্দী মহাশয়কে নোটীশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু নন্দী মহাশয় উক্ত বক্রী বাবুই গ্রহণ করেন নাই বা মূল্য আদায় দেন নাই। তজ্জন্য উক্ত বাবুই **প্রকাশ্য নীলামে পুরুলিয়ার বুচাবাঁধের পশ্চিম দিকে** বাঁকুড়া রোডে উক্ত মতিরাম বসন্ত লাল ফারমের গুদামে আগামী ১৫ই নভেম্বর ১৯২৬সন তারিখে বিক্রয় করা যাইবে। যাঁহারা ডাক সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহার ডাক গ্রহণ করা হইবে।

অদ্বিতীয় কুষ্ঠচিকিৎসক ডাঃ শ্রীশশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম, বি কোনও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ মফঃস্বল হইতে আসিতে না পারায় আগামী ১লা অগ্রহায়ণ পুরুলিয়া পৌছিবেন। রোগী ও রোগিণীগণের অবগতির জন্য লিখা হইল।

"The Purulia Zila School Magazine"

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে! শীঘ্র প্রকাশিত হইবে!!

সত্বর গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হউন।

বৎসরে তিনবার বাহির হইবে। মূল্য প্রতিসংখ্যা ৮/০ আনা মফঃস্বলে ।/১০ আনা। বার্ষিক ১৲ আনা, মফঃস্বলে ১৷/০ আনা।

স্কুলের পুরাতন ছাত্রদের প্রবন্ধাদি সাদরে গ্রহণ করা হইবে। বিজ্ঞাপন দাতাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাইবে। বিজ্ঞাপনের হার জানিতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

• পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক)

আসাম এণ্ডি

মাল ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎলই। এণ্ডি চার প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভূটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—**সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং**

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাষ আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিবেন। সমস্ত তৈয়রী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহুইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচ লাগিবে না।

ঘোষ এণ্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷/০ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।

১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে

নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অভয় বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৷/০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺পূজার সংখ্যা বাহির হইল। দাম মাত্র ।৶০ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁত্ সেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস্ বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।

শাখা :—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্রমোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস্

৬০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাড়ী বিক্রয়!

নূতন একতালা বাড়ী

সত্বাধিকারী শ্রীরাম খেমকা, কনট্রেকটার। বাড়ীটিতে বেশ বায়ু ও আলো খেলে। বাড়ীটির নিকটেই ষ্টেশন এবং সম্মুখে পোষ্টাফিসও আছে।

ডাকবাংলার নিকট "ECONOMIC STORES" মনোহারী দোকানে অনুসন্ধান করুন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রকৃত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্।
ম্যানুফ্যাকচারার্স জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্,
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

"গুরুদ্রোণ"

প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸৹ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

কৃষক

একমাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ২৭ বৎসর প্রসংশার সহিত পরিচালিত মাসিক পত্রিকা। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৸৹

টাটকা বীজ

আসল কলম ও চারা
উত্তম সার
কৃষি যন্ত্র

কৃষি পুস্তক

ফসলের পোকা
সুন্দর বাঁধাই ও
২০ রঙ্গিন চিত্র সহ— ২৸৹
সব্জী চাষ— ১৷৹
কৃষি সহায়—
বাঁধাই ৷৹ রঙ্গিন ৸৹
সরল কৃষি বিজ্ঞান— ১

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. P. No.185.

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ২৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৩, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৬ | ৪৫শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ।৵০ ও ৮০ আনা, মকরধ্বজ- ৪৲—তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব-৮০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি ।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির

কণ্ঠমল

নারিকেল তৈল

মহিলাদের কেশ প্রসাধনে অদ্বিতীয়

বিহার মিসেলিনী ।

২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দেশবন্ধু প্রেস ।

সব রকমের ছাপা সুলভে ও অল্প সময়ে হয়।

স্ত্রী:—বাঃ! মলমটা ত খুবই ভাল;
দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোঁড়া ত ফেটে গেল।
স্বামী—এই মলমটা তন ঘের হয়েছে,
ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো,
মূল্য মাত্র ৷৵০ দশ আনা।
প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং মুরিপাড়া
কলিকাতা।

বহু বৎসরের পরীক্ষীত
সন্ন্যাসী প্রদত্ত অব্যর্থ ফলপ্রদ
বাতের মাদুলী

যাঁহারা সকল প্রকার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, একবার এই দৈব বল পরীক্ষা করুন। ইহাতে শত শত রোগী আরোগ্য হইতেছে। নিয়মাবলীসহ ভিঃ পিঃ যোগে ৺কালীমাতার পূজার খরচের জন্য ১।০ পাঁচসিকা লওয়া হয়।

শ্রীভূপতি চরণ স্মৃতিতীর্থ।
গুপ্তিপাড়া (হুগলী)

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী
চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধনানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্‌, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনয় পত্রিকা
প্রথম খণ্ড
শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল
কর্ত্তৃক
বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত
গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম } **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল**

হ্যাঁ—এই হারমোনিয়ামের কথাই ত বলেছিলুম!

ভাগ্যি বাবাকে
ডোয়ার্কিনের
"গ্রামোলা"
আনতে বলেছিলুম

কেমন সুন্দর দেখতে
কি মিষ্ট সুর;
বাবাকে রোজ রোজ
গান গেয়ে শোনাব।

৩ অক্টেভ সিঙ্গেল রীড বাক্স সমেত	... ৩০৲
ঐ ডবল রীড ঐ	... ৪৫৲
ডোয়ার্কিনের অরগ্যান—৯০৲ হইতে	....

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন
৮নং ড্যালহাউসীস্কোয়ার, কলিকাতা।
মানভূম জেলার একমাত্র এজেন্ট:—
সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া

অদ্বিতীয় কুষ্ঠচিকিৎসক ডাঃ শ্রীশশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম,বি কোনও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ মফঃস্বল হইতে আসিতে না পারায় আগামী ১লা অগ্রহায়ণ পুরুলিয়া পৌছিবেন। রোগী ও রোগিণীগনের অবগতির জন্য লিখা হইল।

নাট্য কবি—শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সরকার প্রণীত
পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক
"গুরুদ্রোণ"
প্রকাশিত হইয়াছে
মূল্য ৸০ বার আনা।
বহু এমেচারে অভিনীত।
প্রাপ্তিস্থান—মিনার্ভা প্রেস, ধানবাদ
ও দেশবন্ধু প্রেস, পুরুলিয়া।

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার
(মুক্তি কার্য্যালয়)

সকল প্রকারের খদ্দরের কাপড়, শাড়ী, জামার কাপড় ও চাদর পাইবেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান—৮ হাত ধুতি—	২৲ টাকা
চরকা কাটার উপযুক্ত তুলা—/১ সের—	১৵০ আনা
চরকা—মজবুত—	২৷৵০ আনা
চরকার সূতা—	২৲ সের

"মুক্তি"

স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক।
চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক পাই যদি স্বাধীনতা ধন।

সন ১৩৩৩ সাল, ২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার

প্রাণের ব্যথা

মায়ের প্রাণে যে সন্তানের জন্য ব্যথা জাগে তার কি কোন একটা কারণ আছে? যেখানে সত্যিকার ভালবাসা, যেখানে বাস্তবিক প্রেম, সেখানে প্রাণের বেদনা স্বাভাবিক। এই ব্যথা অনুভবের ভিতরই স্নেহ প্রীতির প্রকৃত নিদর্শন নিহিত রয়েছে। যতক্ষণ না প্রাণের ভিতর ব্যথার জ্বালার ছট্‌ফটানি দেখা দিবে ততক্ষণ বুঝতে হবে প্রকৃত ভালবাসা জন্মেই নাই। আগুনে দগ্ধ না হ'লে যেরূপ সোনার ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে না, বেদনার অনলে চিত্তটা দগ্ধ না হলেও তেমন প্রেমের পরীক্ষা হয় না, অনুরাগের শুদ্ধতার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। সবাই বলে দেশকে বড় ভালবাসি, জন্মভূমি জননীসদৃশা, স্বর্গ হ'তেও বড়, তাকে কি না ভালবেসে থাকতে পারা যায়? বাহিরে যে যা করুক না কেন ভিতরে ভিতরে দেশের উপর সকলেরই একটা টান আছে, জন্মভূমির উন্নতির জন্য প্রচ্ছন্ন কামনা আছে, দেশের দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে, শুধু সুবিধার অভাবে কেউ দেশের কাজ করতে পারে, আর কেউ পারে না, এই মাত্র প্রভেদ। এই ধারণার মধ্যে যে কতকটা সত্য না আছে তা নয়, কিন্তু যে ভালবাসায় প্রাণে ব্যথা জাগে, মনকে পাগল ক'রে তুলে, বা চিত্তকে অস্থির ক'রে উঠায় তা ত বড় দেখ্‌তে পাই না। মুখে ভালবাসি ভালবাসি বল্‌লেই ত ভালবাসা হয় না, প্রেমের পসার জমালেও অনুরাগের প্রতিষ্ঠা হয় না, দেশের দশ-জনের জন্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিরন্তর একটা ব্যথা অনুভব করে, তেমন লোক ত বড় খুঁজে পাচ্ছি না! দেশে অত্যাচার অবিচারের মাত্রা যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে, তখন বহু লোকের মন সাময়িক ভাবে একটু ব্যথিত হয় বটে, কিন্তু সেই ব্যথা মনকে ভেদ ক'রে প্রাণ স্পর্শ করে ক জনার? ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের চক্রান্তে দেশ-হিতৈষী নির্ভীক ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যখন ফাঁসি হ'ল তখন সেই দৃশ্য দেখে সেকালকার অনেক হৃদয়বান্ লোক ব্যথা পেয়েছিল বটে, তাদের অন্তরে একটু জ্বালাও হয়েছিল বটে কিন্তু ভাগিরথীর জলে স্নান করে উঠেই তারা ভাবলে তাদের দুঃখ কষ্ট প্রশমিত হ'য়ে গেল। যদি সত্য সত্যই তাদের সেই বেদনা প্রাণকে বিদ্ধ করত তা হ'লে কি তারা গঙ্গাজলে দেহটা একটু শীতল করেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ত? প্রাণের ব্যথায় তাদেরে অস্থির ক'রে তুলত। যতদিন সেই নির্ম্মম হত্যার প্রতিকার না হ'ত ভবিষ্যতে ঐরূপ ব্যাপার আর না ঘটতে পারে এইরূপ অবস্থা না আনতে পারত ততদিন সব ছেড়ে পাগলের মতন ছুটে বেড়াত, আর তাদের ব্যথার আগুনে সকলের প্রাণ ধরিয়ে দিত। যে ব্যথায় প্রাণের ভিতর আগুন জ্ব'লে না উঠে সে ব্যথা কি কোন কাজের ব্যথা? প্রতাপ সিংহের হৃদয়ে ব্যথার আগুন জ্বলেছিল ব'লেই তিনি সেকালে রাজপুতনার পাহাড়ে, কন্দরে, নগরে, কেল্লায়, সর্ব্বত্র উত্তেজনার অনল জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিলেন, আর সেই আগুনে পরাধীনতার লজ্জা ও অপমান ভস্মীভূত করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজিও হৃদয়দাহী ব্যথায় অস্থির হয়েই কর্ম্মের প্রেরণায় দেশময় একটা বিরাট অনল প্রজ্জ্বলিত ক'রে তখনকার অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন দগ্ধ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরে তারই বংশধরগণের প্রকোষ্ঠ হ'তে ব্যথার আগুন নিবে গেল বলেইত অবসাদ ও অহঙ্কারের ভিতর দিয়া আত্মকলহ প্রবেশ করে শিবাজীর জীবনব্যাপী সাধনা নিষ্ফল ক'রে ফেল্‌ল। তার পরও খড়ের আগুনের মত অনেকবার ব্যথার আগুন জ্বলে উঠেছে কিন্তু জাতির প্রাণের ভিতর তাতে আগুন ধরাতে পারে নি। একটু ব্যাপক ভাবে প্রাণের ব্যথা হৃদয়গুলি উত্তেজিত না কর্‌লে কি আর অনলের তেজ বাড়বে? আশা হ'য়েছিল নরপশু ডায়ার যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে গোটাকয়েক বন্দুক কামানের মালিকত্বের মত্ততায় নিরস্ত্র ভারতীয় নরনারীর বুকের রক্তে পৈশাচিক জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করলে তখন যে ব্যথার আগুন জ্ব'লে উঠেছিল তাতে বুঝি বড় ছোট সকলের প্রাণেই কুল-কাঠের আগুনের মত নিরন্তর একটা দাহ উপস্থিত কর্‌লে। কিন্তু কৈ সেই অনল সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হ'য়েও ইন্ধনের অভাবে সামান্য ৫ বৎসর না যেতেই যেতেই নিবে যেতে বসেছে। যাদের মন ভেদ করে প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যথার দাহ অস্থির ক'রে তুলেছে তারা অবিরত ছটফট ক'রে বেড়ালে আর হচ্ছে কি? কেই বা তাদের কথা শুনছে, আর কেই বা তাদের ব্যথা বুঝ্‌ছে?

যারা অজ্ঞ মূর্খ দীন দরিদ্র, অবজ্ঞা লাঞ্ছনায় নিরন্তর যাঁরা নির্য্যাতিত তাঁরা বরং ব্যথীর ব্যথা কতকটা উপলব্ধি করে কিন্তু হিসাবী বুদ্ধি যাদের ভিতর প্রবেশ করেছে তাদের হিসাবের খাতা যে আর ফুরোতে চায় না। এই সেদিন দেশকে ভালবেসে প্রাণের ব্যথায় দেশবন্ধু দেহত্যাগ করলেন, তাঁর "মৃত্যুহীন" প্রাণটাকে একটা সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য, দেশের স্বাধীনতা সাধনের একটা বিশিষ্ট উপায়কে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য বিলিয়ে দিতে গেলেন, কিন্তু কৈ তিনি জীবিত থাক্‌তে যারা তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রে জীবনপাত করবে বলে আড়ম্বর দেখিয়েছে তাদের মধ্যেইত দেখছি হিসাব কিতাবের গান সুরু হয়ে গেছে।

সেই মহাপুরুষের শবদেহের পিছনে যখন লক্ষ লক্ষ লোক সাশ্রুনেত্রে ছুটতে লাগল, তখন মনে হয়েছিল এদের চোখের জল বুঝি মর্ম্মগত বেদনারই বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। কিন্তু এখন এদের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে সব ফাঁকি গো, সব ফাঁকি! তিনি যে কাজ আরম্ভ ক'রে গিয়েছিলেন সেই কাজটা যাতে সফল হয়, তার জন্য সামান্য একটু স্বার্থত্যাগ করতেও এরা চায় না, সামান্য একটু বন্ধু বান্ধবের ফাঁকা খাতিরের মোহ ত্যাগ করতেও এরা আপত্তি উত্থাপন করে। শুধু আপত্তি করে তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা করবার জন্য আবার কুট বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে দেখাতে চায় যে তাদের উদ্দেশ্যটা খুব মহৎ। ভিতরে মানসম্ভ্রমের মোহের ভাব লুকিয়ে রেখে, স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতা ঢাকা দিয়ে গোটাকয়েক কথার আড়ম্বর দেখিয়ে বুঝাতে চায় যে দেশের মঙ্গলের জন্যই তাদের হৃদয় নিরন্তর ক্রন্দনোন্মুখ হ'য়ে আছে। কদিন আর এমনি ধারা ছলনা চালিয়ে দেশকে তারা মোহাচ্ছন্ন করে রাখবে? হায় রে হায়! সুভাষ বসুর জন্যও দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে ভোট যোগাড় করতে হয়! দেশের কি এমনই কপাল পুড়েছে, যে আসল নকল বুঝবারও কাহারও ক্ষমতা নাই? একটু খাতিরের মোহ, একটু ধনীর অনুগ্রহ লোভ কি এতই বেশী কথা যে মনুষ্যত্বের জন্য দেশের সমবেত চেষ্টার সাফল্যের জন্য, দেশবাসীকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য এই সামান্য লোভ মোহ ত্যাগ করাও কি অসম্ভব হ'য়ে উঠে? ব্যথার জ্বালা যদি প্রাণকে স্পর্শ করত তাহলে সব পারত গো, সব পারত। সুভাষ বসু বা তারই মতন দেশকে ভালবাসার জন্য বিনা বিচারে আটক রাখা সর্ব্বস্বত্যাগী যুবকগুলি ত এদের কাছে কেউ নয়, যাঁরা গরীবের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে পুষ্ট হয়ে বিলাস ব্যসনে দেশের টাকাগুলি বিদেশে পাঠানটাই বাহাদুরী মনে করে আর অধীনতার শৃঙ্খলটা আর একটু এটে বসলেই যাঁরা লাভ মনে করে তারাই হল এদের দরদী। কি আর বলব? কারু প্রাণের ব্যথাই যে এদের হৃদয়ে স্পর্শ করবে তা মনে হচ্ছে না, কিন্তু একটা ভরসা হচ্ছে, যাদের খেয়ে এই হিসাবীর দল বেঁচে আছে তারা এখন ক্ষুধার জ্বালার ভিতর দিয়া অত্যাচার উৎপীড়নের ব্যথাটা কিছু কিছু অনুভব করতে শিখছে। এই কথা যখন তাদের মর্ম্ম বিঁধবে এবং বেদনার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে তারা যখন নিজেদের দেনা পাওনা বুঝে নিতে চেষ্টা করবে তখন কোথায় বা থাকবে হিসাব আর কোথায় বা থাকবে ব'সে ব'সে খাওয়া আর পরের সর্ব্বনাশ করা? রুষ ফরাসীর অবস্থার কথা ভেবেও কি একটু চিন্তা হচ্ছে না? আগে যদি সে দেশের এই শ্রেণীর লোকগুলি বথীর ব্যথা বুঝতে পেরে সাবধান হ'য়ে যেত তা হ'লে পরে আর ত বিষম বিভ্রাট ঘটত না। তাই বলছিলাম এখনও সর্ব্বশ্রেণীর সামঞ্জস্য ক'রে পরস্পর পরস্পরের দরদ বুঝে চলবার সময় আছে, এখনও সমগ্র জাতির সঙ্ঘশক্তিকে উদবুদ্ধ করে শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপনার সম্ভাবনা আছে, এখনও একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা ধরে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু এখনও সাবধান না হ'লে আর কিছু দিন পরে কার দশা যে কি ঘটবে তা ভারতবাসীর কর্ম্মফলই জানে আর বিধাতাই বুঝতে পারেন। সমগ্র পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ত্তমান আলোড়ন বিলোড়ন লক্ষ্য করলেই সব স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে। তুরস্ক, চীন, মিশর আরব যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেখবে কি আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ঐ দেশগুলি অগ্রসর হচ্ছে। ভারতেরও ঐরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যখন পরিবর্ত্তন আসবে তখন তা কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের দিকে বা সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে আসবে না। বন্যার মত আসবে, ঝড়ের মত আসবে। তখন সব স্থির থাকতে পারবে ত?

আবার বলি, নিজের ভিতর ব্যথার জ্বালা অনুভব না হ'লেও যাদের অন্তরতমস্থল বেদনার অনলে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে তাদের মনের ভাব একটু লক্ষ্য করেও কি তোমাদের মনের গতিটা একটু পরিবর্ত্তন করতে চেষ্টা করবে না? এখন তাদের কথা না শুনলেও এমন দিন আসবে যখন হিসাবী বুদ্ধিতে আর কুল কিনারা পাবে না। অনুতাপে প্রাণের ব্যথা আবার জাগিয়ে তুলবে।

দেশবন্ধুর শেষ আশা

"আমার ত জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু আমার জন্য কোন দুঃখই নাই, ১৯২৬ সালে আমার যে শক্তি ও একাগ্রতা আবশ্যক দেশ যদি তাহা না পায়, বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে"

ভোট দিবার সময় দেশবন্ধুর এই কথা মনে রাখিবেন।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন—

আগামী ১৭ই নভেম্বর ১লা অগ্রহায়ণ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনের ভোট লওয়া হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল—কিন্তু সমিতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এবার মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেস পক্ষ হইতে কাহাকেও দাঁড় করান হয় নাই। পুরুলিয়ার জনসাধারণ সমস্ত কমিশনার প্রার্থিগণকে জানেন, কাজেই কাহাদ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা হইবে সে বিষয়ে তাঁহারা বেশ ভাল করিয়া বুঝিবেন। অর্থ লোভ অথবা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনুপযুক্ত লোককে ভোট দিয়া নিজেদের ও সাধারণের স্বার্থ নষ্ট করিবেন না। মনে রাখিবেন মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কমিশনারগণের যতটা দায়িত্ব করদাতাগণের তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

আগামী নির্ব্বাচনে

কাহাকে ভোট দিবেন?

কংগ্রেস মনোনীত সভ্যকে? না, স্বেচ্ছাচারী সরকারের লোককে?

মনে রাখিবেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সভ্য দাঁড়াইয়াছে তাহাকে ভোট দেওয়ার অর্থ—

এবং সরকারকেই ভোট দেওয়া।

কংগ্রেস বিরোধী সভ্যের পরাজয়ে সরকারের পরাজয়।

ইহা ভারতমাতার আকাঙ্ক্ষিত এবং জাতীয় মুক্তির অনুকূল।

"নির্ব্বিচারে কংগ্রেস মনোনীত সভ্যকে ভোট দিবেন।"

স্থানীয় সংবাদ

কাউন্সিল নির্ব্বাচনে জীমূত বাহন—

আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত সভ্য শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন চাইবাসা, চক্রধরপুর, হাজারিবাগ, গিরিডি, রাঁচী ঝালদা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি সহানুভূতি এবং উৎসাহ পাইয়াছেন। জনমত যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবে না সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাঁহার পক্ষের লোক সুদূর লোহার্দ্দাগাতেও গিয়াছিলেন; সেখানেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা কম নহে।

মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনে গোলযোগ—

আগামী নির্ব্বাচনে দুইজন সভ্যপদপ্রার্থী মনোনয়ন লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই; বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মহাশয় কি করা আইনসঙ্গত ইহা জানিবার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর নিকট বিস্তৃত তার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মন্ত্রী মহাশয় নাকি এসম্বন্ধে কাগজ পত্র তলপ করিয়াছেন। ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক।

পুরুলিয়ায় খাদি প্রতিষ্ঠান—

খাদি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ খাদি লইয়া এই সহরে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা খদ্দর লইয়া দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিবেন। তাঁহারা দেশবন্ধু প্রেসে অবস্থান করিতেছেন

মোদক জাতির বিবাদের অবসান—

পুরুলিয়ার স্বর্গীয় জীবন সেনের শ্রাদ্ধোপলক্ষে মোদক জাতির বিভিন্ন শাখা হইতে বহু স্বজাতি আসিয়াছিল—এই সম্মেলনে তাঁহাদের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের দলাদলি মিটিয়া গিয়াছে। মোদক সমাজের এই পুনর্মিলনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

কাউন্সিল নির্ব্বাচন—

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিনাবাধায় দক্ষিণ মানভূম গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বিহার প্রাদেশিক পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইলুতে কলেরা—

গত অক্টোবর মাসে ইলুতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেখানকার ডিঃ বোর্ডের হাঁসপাতালের কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার মহাশয়ের চিকিৎসা কৌশলে সমস্ত রোগীই আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণের যে ধারণা ছিল আয়ুর্ব্বেদ মতে কলেরার চিকিৎসা হইতে পারে না তাহা অপনীত হইয়াছে।

অগ্নিদাহে মৃত্যু—

প্রদীপের আগুন জামায় লাগিয়া শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ভগবান শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুণ।

গোপাষ্টমী মেলা—

গত ১৩ই তারিখ হইতে স্থানীয় গোশালায় বার্ষিক মেলা হইতেছে। তদুপলক্ষে প্রতিদিন নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদাদি হইতেছে।

বুদ্ধেশ্বরজিউর মন্দির সংস্কার—

মানবাজার থানার অন্তর্গত: বুধপুর গ্রামে শ্রীশ্রীবুদ্ধেশ্বর জিউর মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যাঁহারা এই মন্দির সংস্কারের জন্য সাহায্য করিতে চান তাঁহারা শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দত্ত, গাদকুঠী পুরুলিয়া এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ১। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ১৫৲ ২। শ্রীযুক্ত মানগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ২৫৲ ৩। শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় ২১৲ ৪। মাগারাম গোস্বামী ১৫৲ ৫। মহাবীর মাড়োয়ারী ২৫৲ ৬। নরসিংদাস চিরঞ্জীব দাস ১১৲ ৭। গণপতি রায় ১১৲ ৮। বালুরাম রাঠী ১১৲ ৯। কালুরাম বাগড়ী ১১৲ ১০। কিশন গোপাল ৫৲ ১১। ভোলানাথ পাল ২৫৲ ১২। সুচারুনাথ দত্ত ৫৲ ১৩। নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র ৪৲ ১৪। কেদারনাথ দত্ত ৫৲ ১৫। শশীভূষণ দত্ত ২৲ ১৬। গোবিন্দচন্দ্র মোদক ১৲ ১৭। কৃষ্ণচন্দ্র পাল ২৲ ১৮। ব্রজকিশোর দত্ত ৫৲ ১৯। অতুল চন্দ্র মোদক ২৲ ২০। উমেশ চন্দ্র কুণ্ডু ১৲ ২১। সূর্য্যনারায়ণ দাস ৩৲ ২২। শিবপ্রসাদ দাস ৩৲ ২৩। সারদাপ্রসাদ দাস ২৲ ২৪। মাধব চন্দ্র দত্ত ১৲ ২৫। নট বর বিট ৩৲ ২৬। সুচারুদত্ত মালাকার ১৲ ২৭। গোবর্দ্ধন দাস ৩৲ ২৮। যুগল চন্দ্র দাস ৩৲

ছোটনাগপুর হইতে বড়লাট সভার কংগ্রেস মনোনীত সদস্য—
শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে ভোট দিতে ভুলিবেন না,
মানভূম কি কখনও স্বার্থের মোহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অপমান করিতে পারে?
কখনই না।
বাক্সের রং লাল

বিবিধ সংবাদ

শ্বেতাঙ্গের বর্ব্বরতা—

সিমলায় সম্প্রতি এক বীভৎস মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইয়াছে। আসামী ছিল তিন জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক। বিবরণ এই যে গত ২২শে আগষ্ট তারিখ রাত্রি ১১টার সময় আসামীগণ আরও কয়েকজন গোরা সৈনিকের সহিত মিলিত হইয়া বাজারে এক দোকানের বারান্দায় কিমু নাম্নী এক ষাট বছরের বুড়িকে নিদ্রিতা দেখিতে পায়। পশুগণ তাহার উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিলে বৃদ্ধা প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা দেয়। ফলে বৃদ্ধা নির্দ্দয় ভাবে প্রহৃত হয়—তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়—সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। তাহার পায়জামা পায়ওয়া ছিঁড়িয়া ফেলায় বৃদ্ধা উলঙ্গ হইয়া পড়ে। বৃদ্ধার চীৎকারে অনেক লোক জন আসিয়া পড়ে কিন্তু তাহারা ভয়ে বৃদ্ধাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে নাই তৎপরে মিলিটারী পুলিশ আসিয়া বৃদ্ধাকে রক্ষা করে ও আসামী ৩জনকে গ্রেপ্তার করে।

বিচারে আসামী পেত্তাওলী ও টমাস খালাস পাইয়াছে এবং ব্রেক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান—

অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বক্তৃতা দিবার জন্য আমেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাদরে আহূত হইয়া ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছেন। হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তিনি অশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

খড়গপুরে শ্রমিক অশান্তি—

খড়গপুরে রেলকর্ম্মচারীদের মধ্যে অশান্তি দেখা দিয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষ ২রা নভেম্বর তারিখে ৫ জন ও ৪ঠা তারিখে ২৫ জনকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। প্রথম ৫ জনকে তাহাদের বাসা হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রুগ্না স্ত্রীলোক ও শিশুগণও অব্যাহতি পায় নাই।

ভারত সরকারের শিক্ষা সচীব—

ভারতীয় শাসন পরিষদের সভ্য স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করায় তাঁহার স্থলে মিঃ ভোর কার্য্য করিবেন।

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি বার্ষিকী—

বঙ্গের নানাস্থানে গত ৭ই নভেম্বর তারিখে স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্তের স্মৃতি উপলক্ষে সভাসমিতি হইয়াছিল।

সাহসে বিপত্তি—

বোম্বাই সরকার, সৈকত ভূমি উদ্ধার অনুসন্ধান সমিতিতে মিঃ কে, এফ, নরিম্যান যে এজাহার দিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ—

পটুয়াখালীতে এখনও সত্যাগ্রহ চলিতেছে। দলে দলে লোক নিষিদ্ধ স্থানে গিয়া এখনও কারাবরন করিয়া লইতেছে।

বাজীতে বিপত্তি—

গত দেওয়ালীতে চুঁচুড়ায় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের এক পুত্র আতশবাজী তৈয়ার করিতে করিতে ভীষণরূপে পুড়িয়া যায়। বালকের একটী হাত হাসপাতালে অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর মানভূম হইতে কংগ্রেস
মনোনীত সদস্য
শ্রীযুক্ত জগদম্বাপ্রসাদলালাকে ভোট দিন,
বাক্সের রং—লাল
ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন না; মনে রাখিবেন
ইহা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ নহে। জগদম্বাবাবু
কংগ্রেস মনোনীত সভ্য—তাঁহার জয়ই
কংগ্রেসের জয়—দেশের জয়।

নির্ব্বাচনে মৌলানা সৌকত আলি—

যাহাতে কংগ্রেস মনোনীত সভ্যগণ আগামী নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন তজ্জন্য মৌলানা সৌকৎ আলী বঙ্গ ও বিহারের অধিকাংশ স্থানে সত্বর আগমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন—

শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন প্রসাদ সিংহ প্যাবায়ো হইতে বিনা বাধায় বিহার কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সার্চ্চলাইট পত্রিকায় একটী পত্র জানাইয়াছেন যে তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাহা তুলিয়া লইয়াছেন।

সংবাদ পত্র ও পুস্তক পরিচয়।

বিনয় পত্রিকা—

তুলসীদাসী রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মহাত্মা তুলসীদাস প্রণীত বিনয় পত্রিকারও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত পরিচিত হইতে হইলে অমর কবি তুলসীদাসের "বিনয় পত্রিকার" বঙ্গানুবাদ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই কাব্য গ্রন্থের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উচ্চ আদর্শ অতুলনীয়।

জনশক্তি (শারদীয়া সংখ্যা)—

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ "জনশক্তি" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা দেখিয়া আমরা খুব তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কাজি নজরুল ইস্‌লামের হিন্দু-মুস্‌লিম যুদ্ধ, শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাসের "মায়ের আদেশ", এবং শ্রীযুক্ত বিরজানাথ ভট্টাচার্য্যের "জনশক্তির উদ্বোধন" খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে অন্য কোন সাপ্তাহিক পত্রই এইরূপ বহু চিত্তাকর্ষক কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারে নাই। "জনশক্তি" সার্থকনামা হইয়া জনগণের মনে শক্তি সঞ্চারেই ব্রতী আছে দেখিতে পাই।

প্রবর্ত্তক (শারদীয়া সংখ্যা)—

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপত্র "প্রবর্ত্তক" আদর্শ এবং ভাবপ্রচার হিসাবে মাসিক পত্রিকাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের লেখার ভিতর যে সংস্কারবর্জ্জিত সত্যানুরাগের সন্ধান পাই অন্য কোথাও তাহা দেখিতে পাই না। পূজার সংখ্যায় অনেক নূতন নূতন ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া ভাবসংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। আমরা বাঙ্গলার প্রতি ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশের মতি গতি পরিবর্ত্তন করিবার পক্ষে "প্রবর্ত্তক" খুবই শক্তিশালী হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি ও আগামী নির্ব্বাচন।

আজ পুরুলিয়া সহরময় একটা সাড়া পড়ে গেছে। আগামী ১৭ই নভেম্বর নূতন কমিশনারগণ নির্ব্বাচিত হবেন। একথা বোধ হয় ভোটারদের বলিতে হইবে না যে তাঁহারা যেন জাতি ধন মান নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচন শক্তির পরিচয় দেন। এ সময়ে ভোটারদের আমি একটা কথা মনে করাইয়া দিব। পুরাতন কমিশনারগণ কি রকম কাজ করেছেন সেটা দেখিয়া যেন তাঁহারা নূতন লোক নির্ব্বাচিত করেন। সহরে এসে প্রথমেই আমরা রাস্তাগুলির দুরবস্থা দেখি। রাস্তা বে মেরামত, অত্যন্ত ধুল', বৃষ্টির সময় জলনিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তায় নদী বহিয়া যায়। রাস্তার পার্শ্বের ড্রেন এক একটী নরক বিশেষ। এত দুর্গন্ধ যে সেখানে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য। সহরের মধ্যে যে ৪।৫টা বাঁধ আছে তাহার অবস্থা বড় শোচনীয়। গ্রীষ্মকালে জল কমিয়া যায় ও সেই সময়ে আর এক উৎপাৎ। জেলেদের বাঁধ বন্দোবস্ত করার জন্য তাহারা এই সময়েই মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। তখন জলের যে অবস্থা হয় পান ত দূরের কথা স্নানও সে জলে অসম্ভব। প্রত্যেক পুষ্করিণীর উপর কাষ্ঠ ফলকে লিখিত আছে যে বাঁধের জলে স্নান ভিন্ন আর সকল কাজই নিষিদ্ধ। কিন্তু দেখি যে বাসন

ভোট দাতাগণের নিকট নিবেদন।

আপনারা অবগত আছেন যে শাসনসংস্কার আইন প্রচলনের পরে এ বৎসরই জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) বড় লাট ও ছোট লাটের সভায় সদস্য নির্ব্বাচন কার্য্যের (কাউন্সিল ইলেকশনের) ভার সর্ব্বপ্রথম নিজ হাতে লইয়াছেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এই যে জনসাধারণের মত ও পক্ষাবলম্বী প্রতিনিধিগণই যেন কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, এবং জাতীয় মহাসমিতি ভারতে স্বরাজ স্থাপনোদ্দেশ্যে যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সফল করিবার নিমিত্ত যেন সকলে মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিপুল উদ্দমে অগ্রসর হইতে পারেন।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটি জাতীয় মহাসমিতির উপদেশানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ আশা করেন যে দেশবাসিগণ এই সমস্ত সদস্যগণকে সকলেই ভোট দিবেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধপক্ষের সর্ব্বপ্রকার অনুরোধ, উপরোধ ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

স্বাক্ষর—

মতিলাল নেহেরু	রাজেন্দ্র প্রসাদ
সরোজিনী নাইডু	সা মোহম্মদ জুবেয়ার
আবুল কালাম আজাদ	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীনিবাস আইঙ্গার	মোহম্মদ সাফি দাউদি
অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ	ব্রজকিশোর প্রসাদ

বড় লাট সভার (এসেমব্লির জন্য)

ছোটনাগপুর নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ

ছোট লাট সভার (কাউন্সিলের জন্য)

১। ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—

শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন।

২। উত্তর মানভূম গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—

শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালা।

মাজা, কাপড় কাচা, জলশৌচ ইত্যাদি সকল কাজই বাঁধে চলে। তাহার কোনও প্রতিকার নাই।

বাঁধের বাহিরের অবস্থার কথা শুনিলে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের উপর ভক্তি আরও কমিয়া যায়। বাঁধের চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া মলত্যাগ করে ও বৃষ্টির সময় সেই সকল ময়লা ধৌত হইয়া বাঁধেই পড়ে। তাহাতে জল যে কিরূপ বিশুদ্ধ থাকে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের কি এ সকল বিষয়ে কোনও কর্ত্তব্য নাই? তাঁহারা কি ভোট পর্ব্বের সময় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবেন? সহরে এক টী হাট অর্থাৎ দৈনিক তরী তরকারীর বাজার আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আজ কাল হাটের কিছু উন্নতি হইয়াছে। দুই টী লম্বা টিনের চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতে বর্ষাকালে বিক্রেতাদের খুব সুবিধা হইয়াছে। এজন্য বিক্রেতারা হাট কমিটীর নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। তবে শোনা যায় যে হাট কমিটীর ২১জন মেম্বরের উপরে বাজারের সাধারণ লোকেরা সন্তুষ্ট নহে। প্রকৃতই যদি অসন্তোষের কোনও কারণ থাকে ত তাঁহাদের হাটকমিটিতে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী চালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কতকগুলি বিদ্যালয় আছে। সকলগুলির অবস্থা কি রকম তাহা বলিতে পারি না। তবে একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে তাহার অবস্থা বড় সুবিধাজনক নহে। শিক্ষকেরা নিয়মিতরূপে বেতন পান না। বেতনের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। সহরের ২।৪টী ভদ্রলোকের চেষ্টায় ও শিক্ষকগণের সাহায্যে এই বিদ্যালয়টী এখনও পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে।

সহরে একটী হাঁসপাতাল আছে। পূর্ব্বের পুরাতন হাসপাতাল গৃহ ছাড়িয়া সম্প্রতি নূতন বাড়ীতে হাঁসপাতাল উঠিয়া আসিয়াছে। হাঁসপাতালটী জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী উভয়ের তত্ত্বাবধানে আছে।

সংক্ষেপে সহরের অবস্থা বলিলাম। এখন ভোটারগণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সিংহ ভাণ্ডার

পুরুলিয়া—হাটতলা,

অবসর প্রাপ্ত ওভারসিয়ার সত্যবাবুর সুলভ মূল্য ও একদরের কাপড় জামা ইত্যাদির দোকান।

রাঁচীতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ

"ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ রাখিবেন না"

"মনে রাখিবেন ইহা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নহে।"

"যাহারা—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাহারা কংগ্রেসের শত্রু।"

গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে রাঁচীতে তথাকার জনসাধারণের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিকগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সাধারণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ মর্ম্মস্পর্শিভাষায় এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—ভারতে কংগ্রেসই একমাত্র প্রাচীন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান—তজ্জন্যই সকলের সর্ব্বতোভাবে এই—অনুষ্ঠানকে সাহায্য করা উচিত। গত ৪০বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক উন্নতি প্রভূতভাবে করিয়া আসিতেছে। ভারতের সর্ব্ববিষয়ে জাতীয় উন্নতির মূলে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস্। কংগ্রেস জাতির মধ্যে স্বাধীনতার ভাব আনয়ন করিয়াছে—কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের সকল রকমের অধীনতাকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছে—কংগ্রেস জাতিকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতেছে। কংগ্রেসই যে ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠান ইহা কংগ্রেসের নেতৃগণ সর্ব্বদাই প্রমাণ করিয়াছেন এবং ইহা দেশ বিদেশে সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই বিরাট জাতীয় মহানুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থান হইতে শত শত লোক প্রতিবৎসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আসিয়া থাকেন। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের দাবী প্রকৃত কি না ইহা জানাইবার এক্ষণে সময় আসিয়াছে কংগ্রেস এই প্রথম ব্যবস্থা-পরিষদে সভ্য পদপ্রার্থী মনোনীত করিয়াছে। যদি কংগ্রেসের মনোনীত সভ্য নির্ব্বাচিত না হন তবে সকলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবে। তাই আমি কংগ্রেসের সম্মান রাখিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। যদিও আমি নিজে ব্যবস্থা-পরিষদে নির্ব্বাচনই জনমত বলিয়া মনে করি না তবু আমরা যখন বর্ত্তমান নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তখন বর্ত্তমান নির্ব্বাচনকে উপেক্ষা করিতে পারি না। নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত সভ্যের সাফল্য—কংগ্রেস যে জাতীয় অনুষ্ঠান ইহা প্রমাণিত করিবে এবং কংগ্রেসের শক্তি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ন্যায় কংগ্রেসভক্ত, এইরূপ কার্য্য করিবেন যাহার ফলে কংগ্রেস দুর্ব্বল হইতে পড়ে। আমার মতে যদি কাহারও কংগ্রেসের সহিত মতভেদ হয় তাঁহার বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া, কংগ্রেসকে আপন মতে আনিবার চেষ্টা করা উচিৎ। ব্যবস্থা-পরিষদে গেলে যে বিশেষ কিছু কাজ হইবে সে বিশ্বাস আমার নাই তবে যাহাতে কংগ্রেস মনোনীত সভ্য নির্ব্বাচিত হন তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি তাহার কারণ এই যে আমি কংগ্রেসকে সাহায্য করিতে বাধ্য। আমি কংগ্রেসের লোক হইয়া কংগ্রেসের মতানুযায়ী কাজ করিব না ইহা কিরূপে সম্ভব? লালাজী বলিয়াছেন গৌহাটীতে তিনি কংগ্রেসকে আপনমতে লইয়া আসিবেন। কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সভ্য খাড়া করিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিমূলকত্ব নষ্টে দেশের লোকের মত লইলে পর তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? লালাজী এবং মালবিয়জী কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্য আনিয়াছেন। আমার বিশ্বাস বিহারে কংগ্রেস সভ্যই অধিক পরিমাণে নির্ব্বাচিত হইবেন তবুও কংগ্রেস বিভক্ত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। স্বাধীনমতাবলম্বীরা ১২জন সভ্য খাড়া করিয়াছেন কিন্তু যদি তাঁহারা সকলেই নির্ব্বাচিত হয়েন তাহা হইলেও তাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদে গিয়া কি করিবেন? তাহা ছাড়া তাঁহাদের দলের অনেকেই সরকারী লোক বলিলেই হয়। তাঁহারা মন্ত্রীত্বলাভের আশায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী—কিন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিতে হইবে—কেন না কংগ্রেস সভ্য যে অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবে তাহা ধ্রুব নিশ্চয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সভ্য মনোনীত করিয়া স্বাধীন মতাবলম্বীরা কংগ্রেসের অনিষ্ট করিতেছেন। তাঁহারা কংগ্রেসের শত্রু। সরকারের ইচ্ছা কংগ্রেসের ধ্বংস সাধন করা—আমাদের কর্ত্তব্য ইহাকে রক্ষা করা। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন না। ইহা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নহে। যে সভ্যকে ভোট দিবেন তিনি কংগ্রেসের লোক বটেন কি না ইহা দেখিতে হইবে।

বিহারে কংগ্রেস ও হিন্দুসভা একমতাবলম্বী। এখানে হিন্দু মহাসভার অধিকাংশ কর্ম্মীই কংগ্রেসের লোক। তাঁহারা কিরূপে অহিন্দুর মত কাজ করিবেন? ৭ই জুলাই তারিখের সভায় হিন্দু-মহাসভার কার্য্যকরী সভা ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস নির্ব্বাচিত সভ্যের হাতে হিন্দুদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে না।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন প্রসাদ—বলেন যে গত এপ্রিল মাসে মুসলমানদের সহিত বিরোধকালে মসজিদের সম্মুখে জিমূত বাবুই সংকীর্ত্তনের মিছিল পরিচালনা করিয়াছিলেন।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকলকে কংগ্রেসের মান বজায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন।

ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত, জনপ্রিয় সদস্য—

শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনকে ভোট দিয়া দেশের মান ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করুন

বাক্সের রং— **কাল**

আমাদের রাজনীতি

(শ্রীহরিনাথ ঘোষ)

সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনের এক বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ছোট বড় যাবতীয় রাজনৈতিক কোমর বাঁধিয়া বলিতেছেন "সাজ্ সাজ্"। আর লোকলোচনের অন্তরালে দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি নখে নখ বাজাইয়া বলিতেছেন "লাগ্ লাগ্"। সহযোগী, অসহযোগী ও অর্দ্ধ সহযোগী সকলেই আপন আপন দলের পুষ্টির জন্য সত্য, অসত্য ও অর্দ্ধ সত্য ইস্তাহারে সংবাদপত্রের অঙ্গ পূর্ণ করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে, এই নির্ব্বাচন—মূলক প্রজাতন্ত্রকে আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া সকল পক্ষই ধরিয়া লইয়াছেন। নিতান্ত খদ্দরপন্থী কয়েকজন মহাপুরুষ নীরব আছেন সত্য। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয়, নির্ব্বাচনমূলক প্রজাতন্ত্র তাঁহাদেরও চরম লক্ষ্য। তবে তাঁহারা এ খণ্ডযুদ্ধে নীতিরে অপচয় করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের নীতি মারিস্ত গণ্ডার?

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যাঁহারা দেশের কল্যাণে বহুবিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্বরাজ সংগ্রামে অবতীর্ণ, তাঁহারা কি পাশ্চাত্য দেশ হইতে ডাল পালা ও শিকড়সহ বিরাট নির্ব্বাচন বৃক্ষ আনিয়া গঙ্গা যমুনার পুলিনে রোপন করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর? পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পথে এখনও বহু বিঘ্ন বিদ্যমান। এখনও সরকার বাহাদুর, দরবারে বিশেষ কতকগুলি সদস্য নিয়োগ করিবার দাবী রাখেন। তাহার উপর হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্ব্বাচনের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা সুদূর ভবিষ্যতে নাই। বরং প্যাক্টপন্থীগণ এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, এমন কি বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজকরের হার পর্য্যন্ত কিছুই নহে। প্যাক্টপন্থীদের মতে কেবল সংখ্যাধিক্যই যাবতীয় আধিব্যাধির চরম মীমাংসা করিবে। যাহা হউক যতদিন এই ভাবে ভারতবর্ষের নির্ব্বাচন লড়াই চলিবে, তত দিন যে যেদিকে আর যতই উন্নতি হউক, স্বরাজের যে কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।

তাহার পর এই যে "স্বরাজ স্বরাজ" বলিয়া গণ্ডগোল উঠিয়াছে, এই স্বরাজ বস্তুটি কি প্রকার? এখনও এ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ঔপনিবেশীক স্বায়ত্ত শাসনই তাঁহাদের বহু কষ্টার্জ্জিত স্বরাজের পূর্ণ পরিণতি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যতদিন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালিত না হইবে, তত দিন স্বরাজ বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত থাকিবে। হিন্দু বলিতেছেন মুসলমানগণ ম্লেচ্ছ আর গো-হত্যায় তাহাদের বাধা নাই। আবার মুসলমানগণ বলিতেছেন, তাঁহাদের ধাতে হিন্দুর মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতি কদাচার দেখা বরদাস্ত হয় না। তাহার উপর হিন্দুরা বলেন ভারতবর্ষ তাঁদের দেশ। মুসলমানেরা বলেন তাঁরা বিদেশী। দৈবগতিকে এ দেশে আসিয়া পড়িলেও ধর্ম্মের খাতিরে তাঁরা এ দেশের নন্। আর দুই জাতির পার্থক্য ভাল করিয়া দেখিবার ও তাহা কাজে লাগাইবার যাঁহাদের বুদ্ধি ও প্রয়োজন আছে, তাঁহারা সময় সুযোগে কখন হিন্দুর কখন বা মুসলমানের পিঠ চাপড়াইয়া বাহবা দিতেছেন। এইরূপ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া যেদিন ধীর মন্থর গতিতে স্বরাজ লক্ষ্মী ভারতবর্ষে পদধুলি দিবেন, সেদিন হয় ত আর তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণের দেখা মিলিবে না। সভা সমিতি করিয়া স্বরাজ লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করিবার উপযুক্ত লোক পর্য্যন্ত তত দিনে এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে।

উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের কথা সকলে বলেন না। কেহ কেহ আকারে ইঙ্গিতে কি বলেন, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি বা সাহস আমাদের নাই। আর আমাদের বুদ্ধিগম্য করিয়া খুলিয়া বলিবার সাহসও তাঁহারা রাখেন না। যে দিক দিয়া যিনি যাহাই বলুন, নির্ব্বাচনমূলক গণতন্ত্রের দিকেই সকলের দৃষ্টি। তাই একবার যাচাইয়া দেখিলে হয়, যে এই নূতন শাসনপ্রণালী এ দেশের পক্ষে উপযুক্ত কি না?

যে আকারে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে প্রজাতন্ত্রী শাসন চলিতেছে, তাহার বয়স দেড় শত বৎসর বা তাহার কাছাকাছি। প্রাচীন গ্রীস বা রোমের কথা না ধরিলে চলে, কেননা তাহার সহিত পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। এই দেড় শত বৎসরের প্রজাতন্ত্রী শাসনে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এবং নিজ নিজ দেশের গণ্ডীর ভিতর তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষুধা খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। তবে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য ও ব্যবসায় দম্ভ এবং আমেরিকার সমৃদ্ধি গৌরব যেভাবে সমগ্র পৃথিবীর সুখসম্পদ গ্রাস করিবার জন্য লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়াছে, তাহা ভুলিবার নয়। এই শিক্ষাধারা জাতির বাহিরে ন্যায় নিষ্ঠা প্রচারের সৌভাগ্য পাশ্চাত্য জাতির হয় নাই। শ্বেতেতর জাতির সহিত ব্যবহারে সত্য বা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী পাশ্চাত্য জগৎকে দেয় নাই। পশ্চাত্যজাতি এক নির্ম্মম শোষন নীতিতে বিভোর হইয়া পীত বা কৃষ্ণবর্ণ জাতির সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ ও তাহাদের ধ্বংশ সাধনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছেন এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

যে স্বার্থের বিষে শ্বেত জাতির হস্তে শ্বেতেতর জাতির দুর্গতির একশেষ হইতেছে, সেই বিষ ক্রমশঃ শ্বেত জাতির দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ঐ সকল জাতিকেও ক্রমশঃ ধ্বংশের পথে লইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডে যে ধনী ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে, তাহার পরিণতিতে ইংলণ্ডের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। দেশে ধনী না থাকিলে শ্রমিক থাকিবে না। আবার শ্রমিকের ধ্বংশে ধনীর ধন একদিনে উড়িয়া যাইবে, একথা ধ্রুব সত্য। তথাপি স্বার্থের তাড়নায়—কোন পক্ষই মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। ইহাকে বল্‌সেভিজ্‌মই বল আর যাহাই বল, দেশের অবস্থা এমন হইয়াছে যে এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমেরিকাদেশে কৃষ্ণকায়গণের দুর্গতির কথা সকলেই জানেন। সম্প্রতি সে দেশে শ্বেতজাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা যে প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সুধীমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। সে দেশে বিবাহ প্রথা পর্য্যন্ত যেভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে আমেরিকার আদর্শ অন্য দেশে অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয় না। যে শাসনপ্রণালী পাশ্চাত্য জাতিকে ন্যায়নিষ্ঠ, স্বার্থত্যাগী, সমদর্শী ও নীতিশীল করিতে পারে নাই তাহাকেই আদর্শ খাড়া করিয়া আমরা "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" হইয়া নির্ব্বাচন মূলক গণতন্ত্রের দিকে ছুটিতেছি।

ক্রমশঃ

আসাম এণ্ডি

মাল ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎলই। এণ্ডি চার প্রস্ত জোড়া দীঃ ৬,৬৷৽ গজ প্রঃ ৩,৩৷৽ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিবেন। সমস্ত তৈয়রী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া প্রিতি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড ষ্টার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহ্বইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৽, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচ লাগিবে না

ঘোষ এণ্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যরিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৶৽ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—এর প্রতি বছর অনাঙ্কক।

১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে

নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—৸৽ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺পূজার সংখ্যা বাহির হইল। দাম মাত্র ৷৶৽ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।

শাখা:—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্রমোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৮৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস্

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

নূতন আমদানী ! নূতন আমদানী !!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্।
ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স্
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া

খাঁটি ঔষধ না হইলে ডাক্তারেও রোগ আরোগ্য করিতে পারে না। এই জন্য আমরা বহু ব্যয়ে নানাবিধ দেশী ও বিলাতি ঔষধ ক্রয় করিয়া **"রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল"** স্থাপন করিয়াছি। দুই জন পাশ করা কম্পাউণ্ডার দিবা রাত্রি ঔষধ তৈয়ারি করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। **কর্ণেল মুখার্জ্জি, রায়বাহাদুর বরদাকান্ত রায়** প্রমুখ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎকগণ বরাবর আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আমাদের ঔষধ যেমন টাট্‌কা, আমাদের দরও তদ্রূপ সুবিধাজনক; আমরাই বাজারে নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ, এসিড্ এবং স্পিরিটের মূল্য সস্তা করিয়াছি। **অক্সিজেন যন্ত্র, অটোমাইজার, মেডিক্যাল ব্যাটারী, সেলাইন অ্যাপারেটাস্** প্রভৃতি নানাপ্রকার আবশ্যক যন্ত্রাদি; যাহা অন্য দোকানে পাওয়া যায় না; তাহা আমাদের এখানে ভাড়ায় পাওয়া যায়। ডাক্তার শ্রীমন্মথনাথ সরকার এম, বি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমাদের ডিস্‌পেন্সারীতে সমাগত রোগীদিগকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ২২শে নভেম্বর ১৯২৬ | ৪৬শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ।৵০ ও ৮০ আনা, মকরধ্বজ- ৪৲—তোলা চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲ সারিবাদ্যাসব ৬০ ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা।৵০ ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬)বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩)পুরুলিয়া, (১৪) শ্রীহট্ট(১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির কণ্ঠহার নারিকেল তৈল

মহিলাদের কেশ প্রসাধনে অদ্বিতীয়

বিহার মিসেলিনী।

২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দে শবন্ধু প্রেস।

সব রকমের ছাপা সুলভে ও অল্প সময়ে হয়

স্ত্রী:—বাঃ! মলমটা ত খুবই ভাল: দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোঁড়া ত ফেটে গেল।

স্বামী—এই মলমটা ভাল বের হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো,

মূল্য মাত্র ৸৵০ দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং খুদীপাড়া কলিকাতা।

বহু বৎসরের পরীক্ষীত

সন্ন্যাসীপ্রদত্ত অব্যর্থ ফলপ্রদ

বাতের মাদুলী

যাঁহারা সকল প্রকার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, একবার এই দৈব বল পরীক্ষা করুন। ইহাতে শত শত রোগী আরোগ্য হইতেছে। নিয়মাবলীসহ ভিঃ পিঃ যোগে ৬কালীমাতার পূজার খরচের জন্য ১।০ পাঁচসিকা লওয়া হয়।

শ্রীভূপতি চরণ স্মৃতিতীর্থ।
গুপ্তিপাড়া (হুগলী)

দি দানদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নিণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌কৃপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌কৃপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল

কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম্।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম } **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল**

হ্যাঁ—এই হারমোনিয়ামের কথাই ত বলেছিলুম!

ভাগ্যি বাবাকে ডোয়ার্কিনের **"গ্রামোলা"** আনতে বলেছিলুম

কেমন সুন্দর দেখতে কি মিষ্ট সুর; বাবাকে রোজ রোজ গান গেয়ে শোনাব।

৩ অক্টেভ সিঙ্গেল রীড বাক্স সমেত ... ৩০৲
ঐ ডবল রীড ঐ ... ৪৫৲
ডোয়ার্কিনের অরগ্যান—৯০৲ হইতে ....

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্
৮নং ড্যালহাউসীস্কোয়ার, কলিকাতা।

মানভূম জেলার একমাত্র এজেণ্ট :—
সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুরুলিয়া

যক্ষ্মা রোগীর পুনঃর্জ্জন্ম

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার চাটার্জ্জির এন্টিথাইশিস্ ইঞ্জেকসনে যক্ষ্মারোগী কফ, কাশ, জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, যাদু মন্ত্রের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। যাঁহারা দেড় মাস কাল আমাদের ঔষধ সেবন করিবেন তাঁহাদের আর যক্ষা রোগে মৃত্যু হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন। যদি বাঁচতে চান বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না, একমাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ঔষধ ও তিন প্রকার সেবনের ঔষধ, মূল্য ১০৲।

অর্শ, ভগন্দর, হাঁপানী, বহুমূত্র ও পক্ষাঘাত প্রত্যেকের এক মাসের চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ১০৲ টাকা।

মৃগী, মূর্চ্ছা, হিস্‌টিরীয়া, বাধক, ও মৃতবৎসা প্রত্যেকের এক মাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ৯৲ টাকা।

স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা ইঞ্জেকসন করাইয়া লইবেন।

সুখ প্রসব সুধা

গর্ভীনির একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, প্রসবের এক বা দেড় মাস পূর্ব্ব হইতে সেবন করিলে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না।

এক মাসের ঔষধ—॥৵০ আনা। দুই মাসের ঔষধ ১৲ ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

পাইবার ঠিকান :—

ডাঃ শশিভুষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি (হমিও)

উকিল—শ্রীযুক্ত নিতাগোপাল তেওয়ারী মহাশয়ের বাটী
(মুন্সেফ ডাঙ্গা, সাহেব বাঁধের কিছু পূর্ব্বে)

পুরুলিয়া, মানভূম।

বন্দেমাতরং

মুক্তি

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে;
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

—কামিনী রায়।

সন ১৩৩৩ সাল, ৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার

টাকার মোহ

শারীরিক শক্তির যুগে লোক বাহুবলকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বল ব'লে মান্য ক'রত। লঙ্কার রাজা দশানন না কি তার কুড়ি হাতের শক্তির বলে স্বর্গের দেবতাদেরও চাকর রেখেছিল, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলকেই তার হুকুম মেনে চলতে হ'ত। আবার সেই ত্রিলোকবিজয়ী রাবণকেও না কি বাহুবলেই কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানরশ্রেষ্ঠ বালি সাত সমুদ্রের জল খাইয়ে ছেড়েছিল। এমন যে দুর্জ্জয় অভিমানী দুর্য্যোধন তাকেও ভীমসেনের বাহুবলের ভয়ে হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করলেও বুঝতে পারা যায় যে সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই ছিল বাহুবল। সেকালকার নাইট নামধারী গোঁয়ার গোবিন্দ রাজানুচরগুলিই ছিল ধনী নির্ধন সকলের ভয়ের কারণ। তখনকার কবিরাও ব'লত "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা," "বলং বলং বাহুবলং" ছিল তখনকার প্রচলিত প্রবাদবাক্য। কিন্তু বর্ত্তমান টাকার যুগে সে সব ভাবও পালটে গেছে, সে-সব কথাও বদলে গেছে। এখনকার লোকে বলে "টাকা যার মুলুক তার"। টাকার বলটাই না কি এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় বল, টাকার শক্তিতেই না কি এখন সব মিলে, জাতি, মান, কুল, বিদ্যা, বুদ্ধি সবই না কি এখন টাকায় পাওয়া যায়, এমন কি ন্যায়ধর্ম্মও এখন টাকার বশ। ইহাই এখন লোকের ধারণা ও বিশ্বাস। এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবার হেতুও আছে। দেখে শুনেই ত লোকের জ্ঞান জন্মে। সকলে প্রত্যক্ষই দেখ্‌তে পাচ্ছে টাকায় না হয় এমন কাজ নাই। টাকার বলে প্রতিবেশীকে জব্দ করতে পারা যায়, আদালতে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভিটে ছাড়া করা যায়, দেশের উৎপন্ন শস্যসম্ভার সব কিনে রেখে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারা যায়, উড়ো জাহাজে বিস্ফোরক পু'রে মানুষের ধন প্রাণ ত কম কথা ভগবানের সৃষ্টি নাশ ক'রেও ক্ষমতার জাহির করা যায়। এত বড় যে ইউরোপের যুদ্ধটা হ'য়ে গেল তাতেও না কি ইংরেজের টাকার বলেই মিলিত শক্তির জয় হ'য়েছিল, জার্ম্মানির বাহুবল, সঙ্ঘবদ্ধ, বিজ্ঞান বল কোথায় উড়ে গেল তার ঠিকানা নেই। আবার শুনছি টাকার বলটা আমেরিকার অত্যধিক মাত্রায় বে'ড়ে গেছে ব'লে ইংরেজেরও হাত জোড় ক'রে আমেরিকার কাছে ঋণের রেহাই চাইতে হয়েছে। টাকার প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে উঠেছে, অখিল অন্যায়ের সিন্ধু যিনি, তিনি ন্যায়বাগীশদের কাছে ন্যায়সিন্ধু-উপাধি লাভ করছেন, সরকারের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে যিনি ভয়ে কাঁপেন, তিনি তাঁর সেই ভয়ের পুরস্কার স্বরূপ বীরত্বব্যঞ্জক নাইট উপাধিতে স্থাপিত আছেন; আবার টাকার প্রভাবেই দেখছি বিলাসব্যসনরত মোহন্ত বাবাজী পূজা পাচ্ছেন, মহাদেবের বাহনসদৃশ মূর্খ ধনীও সাহিত্য সভার সভাপতি হচ্ছেন আর যাঁকে কেউ পছন্দ করেনা তিনিই হচ্ছেন জনসাধারণের প্রতিনিধি। বলিহারি রূপচাঁদের অশেষ মহিমা, অঘটনঘটনপটীয়সী অব্যর্থ শক্তি। মানুষের মনুষ্যত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দেহের বল, শাস্ত্রের ধর্ম্ম, এমন কি অন্তরাত্মার বিবেক সবই যে টাকার বিনিময়ে বিক্রীত হ'তে চলল। কলিরাজ যে মহারাজা পরীক্ষিতের নিকট সুবর্ণকেই সর্ব্বশেষ আশ্রয়স্থানরূপে প্রার্থনা করেছিল তার এখন সার্থকতা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। অর্থের মোহকে আশ্রয় করেই না কি কলির অন্য সব অনুচর হিংসা, দ্বেষ, অনাচার, ব্যভিচার মানব হৃদয়কে আশ্রয় করে। এই কলির আক্রমণ হ'তে দেবতাদেরও পরিত্রাণ নাই। সুলতান মামুদ যখন সোমনাথের বিগ্রহ মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলল তখন না কি সেই প্রস্তর মূর্ত্তির অভ্যন্তরে হীরাজহরত মণিমাণিক্য সব লুক্কায়িত ছিল। মন্দিরের পুরোহিতদের অর্থলোভ দেখতে পেয়ে বিরাগী মহাদেব সেই বিগ্রহ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন আর সুযোগ পেয়ে কলি এসে সেই মন্দিরটাকে অধিকার ক'রে নিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলার বিকাশস্থল শ্রীবৃন্দাবনও একেবারে নিস্তার পায় নাই, সেখানেও সোনার তাল গাছ গ'ড়ে এবং টাকার উপাসক পাণ্ডার বহর সৃষ্টি ক'রে কলিরাজ একটু স্থান ক'রে নিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে ত টাকার প্রভাব সহ্য করতে না পেরে স্বয়ং ঈশ্বরকেই গির্জ্জা ঘর ছেড়ে, অনাশ্রিত ভাবে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে; ভারতের উপরও টাকার আদর্শের যেরূপ আক্রমণ চলছে তাতে ভগবানকেও দেখছি অতিষ্ঠ হ'তে হবে। কেই বা তাঁর উপাসনা করবে, আর কার হৃদয়কেই বা তিনি আশ্রয় ক'রে শান্তিতে বসবাস করবেন? মন্দির মসজিদেও যে রাম বা রহিম কাহারও স্থান হচ্ছে না তা ত মোহন্ত, পাণ্ডা বা মৌলবী মওলানাদের ভাব গতিক দেখেই টের পাওয়া

যাচ্ছে। শিক্ষায়, শিল্পে, সমাজে, সাহিত্যে সর্ব্বত্রই দেখছি মুদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতারই পূজা অর্চ্চনা চল্‌ছে। শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পূর্ব্বে সরস্বতী দেবী ছেলেদের অনাবিল চিত্তে অধিষ্ঠিত হয়ে একটু আনন্দ উপভোগ করতেন কিন্তু সেখানেও টাকার প্রভাব যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করেছে তাতে মনে হয় না যে বেশী দিন আর বিদ্যাদেবীর তথায় বৎসরান্তে একবার ভোগ জুটবে। বিবাহক্ষেত্রে ত বৃদ্ধ নারায়ণ বেগতিক বুঝে পণরূপধারী টাকা ভগবানকে এক রকম স্থায়ীভাবে স্থাপিত হ'তে দেখে মানে মানে পলায়ন করেছেন। চাঁদ সদাগর যেমন মনসা দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত করতে নারাজ হয়ে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রেও অবশেষে আর দেবী পূজা না ক'রে থাকতে পারেন নাই, এই দেশের সাহিত্যও তদ্রূপ টাকা দেবতাকে তুচ্ছ ক'রে এতকাল ধ'রে অকথ্য অনাদর লাঞ্ছনা সহ্য করেছে কিন্তু অধুনা আর তিষ্ঠাতে না পেরে টাকার উপাসনাই আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। সাহিত্যিকরাও ত দুর্ব্বল মানুষই বটে, কত কাল আর একনিষ্ঠ সাধনায় দৃঢ়চিত্ত থাকতে পারে? রাজনীতি ক্ষেত্রের ত কথাই নাই; যে যত বড় টাকার উপাসক এবং প্রিয়পাত্র, তারই তত বেশী প্রভাব। এদের দোষ দিলেই বা লাভ কি? কালের প্রভাব কয়জন অতিক্রম করতে পারে? সব দেখে শুনে অনুমান হয় লব কুশ যে রামায়ণ গানের পুরস্কারস্বরূপ আঠার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিল তা শুধু সেকালকার হিন্দু হোস্টেল বা দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদের কল্পনাও তাদের মনে উদিত হয় নাই ব'লে; আর আলেকজাণ্ডারের তক্ষশীলায় অবস্থানকালে ব্রাহ্মণ দণ্ডী যে অবজ্ঞাভরে টাকার মোহ বর্জ্জন করতে পেরেছিল তা শুধু সে কালে আধুনিক রাজনৈতিক প্রভুদের মত কথার মধু বর্ষণ ক'রে চৌষট্টি হাজারি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার কলা কৌশল আলেকজাণ্ডারের শিবিরে কাহারও জানা ছিলনা ব'লে। প্রবাদ আছে যে রাণী ভবানী বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের কাশীধামে গিয়ে কিছু দিন গৃহ দেবতার পূজা ত্যাগ ক'রে উপযুক্ত ভোগরাগে টাকা দেবতার পূজায় ব্রতী হবার নিমিত্ত আহ্বান করেছিলেন কিন্তু তখনকার সেই অরসিক বিপ্রবর্গ নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবে রাণীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন তার কারণ আর কিছুই নয়, রাণীও জানতেন না কেমন ক'রে তাদের মধ্যে বেছে বেছে কয়েক জনকে শাস্ত্রী বা মহামহোপাধ্যায়ের ছাপ দিয়ে আগে বশীভূত ক'রে নিতে হয় আর ব্রাহ্মণরাও জানতেন না যে বাপ পিতামহের ভিটা ছেড়ে তীর্থে গিয়ে বসবাস ক'রে টাকার উপাসনা করলে মোক্ষ ফল অপেক্ষাও বড় ফল অর্থাৎ নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সেবানন্দ লাভ হ'তেই থাকে। তবে যে আজ কালও এখানে সেখানে দুই চার জন উজান পথের যাত্রী টাকার উপাসনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত ক'রে আবার একটা ওলটপালটের চেষ্টা করছে, লোকদের কাণে একটা নূতন মন্ত্র দিয়ে তাদের মোহটা ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে সেটা তাদের পাগলামি বই ত নয়। টাকা ভজনার সর্ব্বপ্রধান আড্ডা ইউরোপে লেলিন যে বিদ্রোহটা বাধিয়ে দিলে তাতে ওখাকার ধনী মহলে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে বটে কিন্তু ঐ দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহীটা ত আর বেশী দিন বাঁচল না, তার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সয়তানের অনুচরগণ তাদের প্রধান অবলম্বন অর্থ দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগে গেছে। ভারতবর্ষেও দক্ষিণেশ্বরের একটা পু'রাহিত ব্রাহ্মণ "টাকা মাটী, মাটী টাকা" মন্ত্রে বহু লোককে দীক্ষিত ক'রে কলিরাজের প্রধান আসনটাকে একেবারে টলটলায়মান ক'রে ফেল্‌ছিল, আবার তাঁর একজন গৈরিকধারী শিষ্য স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র লোকগুলিকে অর্থ দেবতাকে নির্ব্বাসন ক'রে ভগবানের উপাসনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করতে নাচিয়ে তুলেছিল, তাতে টাকার উপাসকদের অন্তরাত্মায় ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল বটে কিন্তু তার পরলোক প্রস্থানের সুযোগ পেয়ে কলি এসে তার অনুচরদের কানে কানে বলে গেল—"ওহে তোমরা ভয় পেয়ো না, জনকয়েক আপনভোলা গৃহত্যাগী বেহিসাবী লোক ছাড়া এই বিদ্রোহীর দলে আর বেশী কেউ ভিড়বে না, আমাকে রাজা পরীক্ষিৎ যে সুবর্ণের গৃহে আশ্রয় দিয়ে গেছেন, কার সাধ্য সেথান হ'তে আমাকে তাড়িয়ে দেয়?" অমনি মন্দিরে মস্‌জিদে, বিদ্যালয়ে বিচারালয়ে সর্ব্বত্র জয়ধ্বনি উঠল "জয় কলিরাজের জয়"! কিছু দিন পরে আবার এক বিভ্রাট উপস্থিত হ'ল, গুজরাটের একটা বেনিয়া ব্যারিষ্টার কোথায় মনে প্রাণে রূপচাঁদ বিগ্রহের উপাসনা ক'রে ধন্য হবে, তা না ক'রে তার বিপরীত বুদ্ধি হ'য়ে গেল, একেবারে ঘোর গৃহ শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল; আবার তার দেখাদেখি বাঙ্গালা দেশেও তার চেয়েও বেশী প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যারিষ্টার উপাসক টাকা পূজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ফেল্‌ল। বেগতিক বুঝে কলিরাজ একটু চিন্তান্বিত হলেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠা পুনস্থাপনের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হ'ল না। কলির উপরে এখন কালের কৃপাদৃষ্টি চলছে কি না তাই বিদ্রোহী নেতাদের একজন ত মহাকালের বন্দী হ'য়ে অজানা দেশেই চ'লে গেলেন, আর একজন ত সবরমতীর আশ্রমে ভাবী যুদ্ধের আয়োজনেই ব্যস্ত রইলেন। ইত্যবসরে কলিরাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার এক উপায় উদ্ভাবন ক'রে ফেললেন। একটা নূতন রকমের টাকার মোহ সৃষ্টি ক'রে বিদ্রোহী শিবিরেই রূপচাঁদ বিগ্রহের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিলেন। চৌষট্টি হাজারের মোহ ত্যাগ করা কি সহজ কথা? মনুষ্য চরিত্রের উপর কলির আক্রমণ ত অব্যাহত ভাবেই চলে যাচ্ছে। কারই বা দোষ দিব আর কারই বা গুণ গাইব? ভারতের কপাল গো ভারতের কপাল!

কাউন্‌সিলের ভোটারগণের প্রতি শ্রীযুক্ত ললিত কিশোর মিত্রের নিবেদন।

(প্রেরিত পত্র)

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ইংরাজী মাসের ২৯শে তারিখে শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্র নাথ রায় আমার নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম উক্ত পত্রের উত্তরে আমি প্রথমে তাঁহাকে যে পত্রখানা লিখিয়াছিলাম, তাঁহার ভোটারগণকে সেইখানাই দেখাইতেছেন।

যে দিন আমি গুণেনবাবুর চিঠি পাই সেই দিনই তাঁহাকে আমি দুইখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম। প্রথম চিঠি আমি কাছারী যাইবার পূর্ব্বেই লিখিয়া ডাকে দিয়াছিলাম, পরে কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয়খানা লিখি। প্রথম চিঠিতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় চিঠিদ্বারা তাহা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই প্রত্যাহৃত করা হইয়াছিল। সুতরাং গুণেনবাবু যদি দুইখানা চিঠিই ভোটারগণকে দেখাইতেন, তবেই আমার প্রতি সুবিচার করা হইত।

গুণেনবাবু আমার নিকট পূর্ব্বোক্ত পত্র লিখিবার কিছু দিন পরে বার লাইব্রেরীতে বসিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক এবং ধানবাদে অন্যান্য উকিলগণের একান্ত অনুরোধেই তিনি নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। কিন্তু ২৯শে তারিখের পত্রে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার এই পরবর্ত্তী উক্তির বিশেষ কিছু সামঞ্জস্য নাই— ইহাই আমার ধারণা।

২৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত গুণেনবাবু স্থির করিতেই পারেন নাই, তিনি নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন কি না। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, সমস্ত বিষয়ে তিনি স্বরাজ্যদলের সহিত একমত নহেন সুতরাং "স্বরাজী" বলিতে যাহা বুঝায় তিনি যে তাহা নহেন একথা ধরিয়া লওয়া যায়।

কাউন্‌সিলে যাইয়া কেহ যে সাধারণের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিবেন তাহা আমার মনে হয় না। সেই জন্যই, প্রার্থিগণের বিদ্যাবুদ্ধির তুলনায় বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না

কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যাহাতে কংগ্রেসের উপর সাধারণের বিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকে, তাহা করা প্রকৃত দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাহাতে গুণেনবাবু বিনা বাধায় কাউন্‌সিলে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন— এই উদ্দেশ্যে যদি কংগ্রেস শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালাকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের বিচারবুদ্ধির উপরে কেহই আর আস্থাস্থাপন করিতে পারিবেন না।

অধিকন্তু, লালা জগদম্বাকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—গত তিন বৎসর ধরিয়া কাউন্‌সিলের সভ্যরূপে তিনি স্বরাজ্যদলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন কি না। তিনি যে বরাবরই স্বরাজ্য-দলের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন— এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। স্থানীয় জিলাবোর্ডের সদস্যরূপেও তিনি বহু প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন। এই সকল কারণেই লালা জগদম্বাকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব পরিহার করিতে বলা উচিত হইবে না।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার হানি যাহাতে না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ভোটারগণ **আগামী নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালাকে ভোট না দিলে, তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাশক্তি ক্ষুন্ন হইবে—এ কথা যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে।**

নিবেদন ইতি—

শ্রীললিত কিশোর মিত্র

১৭—১১—২৬

উত্তর মানভূম হইতে কংগ্রেস

মনোনীত সদস্য

শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালাকে ভোট দিন,

বাক্সের রং—লাল

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন না; মনে রাখিবেন ইহা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নহে। জগদম্বাবাবু কংগ্রেসের মনোনীত সভ্য-তাঁহার জয়ই কংগ্রেসের জয়-দেশের জয়।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন—

৪নং ওয়ার্ড হইতে শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন।

নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের নাম ও ভোটের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

১নং ওয়ার্ড

(১) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ অধিকারী—২৭২
(২) শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু—২০২
(৩) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার—১৭৬
(৪) শ্রীযুক্ত রাধানাথ বড়ুজী—১০৭

২নং ওয়ার্ড।

(১) শ্রীযুক্ত বিরাজকৃষ্ণ সরকার—১৯১
(২) শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মাড়োয়ারী—১৭০
(৩) শ্রীযুক্ত কৃপানারায়ণ দিক্ষিত—১৭৬
(৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে—১৪৩

৩নং ওয়ার্ড।

(১) শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাশ—২৭৮
(২) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়—২৭১
(৩) শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় অধিকারী—২৪৬
(৪) শ্রীযুক্ত রুদ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—১৯০

৪নং ওয়ার্ড।

(১) শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন—৩১৮
(২) শ্রীযুক্ত লালমোহন ত্রিবেদী—২৯৯
(৩) শ্রীযুক্ত শশধর গাঙ্গুলী—২৪৫
(৪) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার অধিকারী—২৪৩

ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে কাউন্সিলের সদস্যপদপ্রার্থী কংগ্রেস মনোনীত শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনকে **কাল বাক্সে** ভোট দিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা ও প্রকৃত কর্ম্মীর সম্মান রাখুন।

ইঁহাকে কেন ভোট দিবেন ?

১। কংগ্রেস ইঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন—

২। দেশের ডাকে বহুজনপ্রার্থিত সরকারী চাকুরী ও সরকারী খাতিরের মায়া তুচ্ছ করিয়া ইনি দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—

৩। সরকারের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, কংগ্রেস তথা দেশবাসীর ভগবদ্দত্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বেচ্ছায় সরকারের নির্য্যাতন—কারাযন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

৪। নিজের সমস্ত সময় দেশের কাযে ব্যয়িত করিতেছেন—

৫। গত কাউন্সিলে সরকারের সকল অন্যায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাধারণের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন—

ইঁহাকে ভোট না দিয়া, অকর্ম্মণ্যতার ধ্বজা উড়াইয়া যাঁহারা আপনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভোট দিলে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার হানি সুতরাং দেশের অমঙ্গলের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

কেবল তাহাই নয়, ইঁহার কৃতকার্য্যতার সহায়তা করিলেও কংগ্রেসের কায অর্থাৎ দেশের মঙ্গল সাধন করা হইবে।

অকর্ম্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতাকে সাধুতা ও গুণপনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রেরণার উৎসই বা কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

স্মরণ রাখিবেন, জীমূতবাবুর বিরুদ্ধে এক একটা ভোট দেশের উন্নতির পথে এক একটা কণ্টক স্বরূপ

কাল বাক্স।

বাংলায় কংগ্রেস পক্ষের জয়

রাজবন্দী সুভাষ চন্দ্রের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ।

উত্তর কলিকাতার অধিকাংশ ভোটদাতাগণই এই বাংলার মুকুটমণিকে অকপটে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন

মান্দ্রাজে, মধ্য প্রদেশে ও আসামে সর্ব্বত্র কংগ্রেসের সাফল্য।

সুভাষচন্দ্রের জয়—

রাজবন্দী প্রসিদ্ধ কর্ম্মী কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উত্তরকলিকাতার নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে কাউন্সিলে সভ্য পদপ্রার্থী। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তিনি ২১১৬টী ভোট আপন পক্ষে পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—

কংগ্রেসের তরফে এসেম্ব্লীর সভ্যপদপ্রার্থী ডাঃ রায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অত্যধিক সংখ্যক ভোটে পরাজিত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার সর্ব্বত্রই কংগ্রেস পক্ষ জয়ী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এখনও ভোট গণণা আরম্ভ হয় নাই তবে সর্ব্বত্রই যে কংগ্রেস অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ায়—

১৭ই নভেম্বর তারিখের খবরে জানা যাইতেছে বাকুড়ায় কংগ্রেসের সদস্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় অনেকের সমর্থন পাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের কংগ্রেস সদস্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা খুব আশাপ্রদ।

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী—

কংগ্রেসের তরফ অ্যাসেম্ব্লীর সভ্যপদপ্রার্থী শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। প্রায় সমস্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রেই তিনি অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরে—

অধিকাংশ ভোটারই কংগ্রেসের মনোনীত সভ্য কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে সমর্থন করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ বি, এন, শাসমলের পরাজয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী।

সিউরীতে—

প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬টী কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই সমর্থিত হইয়াছেন।

দিনাজপুরে—

কংগ্রেসের সভ্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রায় সকল কেন্দ্রেই জিতিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা টঙ্কনাথ মাত্র একটী কেন্দ্রে জয় লাভ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে—

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কোন কোন কেন্দ্রে প্রায় শতকরা ৯৯টা ভোট পাইয়াছেন। তিনি নির্ব্বাচন কালে চট্টগ্রামে ছিলেন না তবুও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অত্যল্প ভোট পাইয়া পরাজিত হইবেন।

ঢাকা বিভাগ--

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় শতকরা ফরিদপুরে প্রায় ৯৯, রাজবাড়ীতে প্রায় ৯৫ এবং অন্যান্য কেন্দ্রেও প্রায় শতকরা ৮০টী ভোট পাইয়াছেন।

রংপুরে—

কংগ্রেস সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় সর্ব্বত্রই অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন।

কুমিল্লা—

কংগ্রেস সভ্য শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত এত অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন যে খুব সম্ভব তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর আমানতী টাকা সরকারের বাজেয়াপ্ত হইবে।

বরিশালে—

কংগ্রেস সভ্য শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন।

ছোটনাগপুর হইতে বড়লাট সভার কংগ্রেস মনোনীত সদস্য—

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে ভোট দিতে ভুলিবেন না,

মানভূম কি কখনও স্বার্থের মোহে কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠানের অপমান করিতে পারে?

কখনই না।

বাক্সের রং **লাল**

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত এ, সি বন্দ্যোপাধ্যায়—

পূর্ব্ব ও মধ্য কলিকাতার ভোট গণনা শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস মনোনীত সভ্য ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৭৭ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় ডাঃ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মোটেই ২৬১ ও ৮৬ ভোট পাইয়াছেন। মধ্য কলিকাতার কংগ্রেস মনোনীত শ্রীযুক্ত এ, সি, বানাৰ্জ্জী, ৮৩৩ ভোট পাইয়াছেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র ১৯৮ ভোট পাইয়াছেন।

হুগলী—

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত বেশী ভোট পাইয়াছেন

• • •

মান্দ্রাজের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। মান্দ্রাজের সর্ব্বত্রই কংগ্রেস পক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন। এমন কি মান্দ্রাজের বর্ত্তমান মন্ত্রী ও কাউন্সিলের সভাপতি— ভোট যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজিত হইয়াছেন। আসামের নির্ব্বাচনও শেষ হইয়াছে। সেখানে ও কংগ্রেস পক্ষই জয়ী হইয়াছেন। সেখানেও মন্ত্রী প্রমোদ কুমার দত্ত কংগ্রেস সভ্য শ্রীযুক্ত রসিকলাল মজুমদারের নিকট পরাভূত হইয়াছেন।

• • •

মধ্য প্রদেশে এপর্য্যন্ত কংগ্রেস পক্ষই অধিক সংখ্যক নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

• • •

বিহারে ও কংগ্রেসের জয় অপ্রতিহত। যেখানে নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে বা হইতেছে সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে—ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কংগ্রেসের লোককেই নির্ব্বাচন করিয়া কংগ্রেসের গৌরব রক্ষা করিতে সকলেই সচেষ্ট।

শয্যাশায়ী রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধ—

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেনকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যাইতেছে যে বিহারের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস সেবক ত্যাগী রাজেন্দ্র প্রসাদ রাঁচীর মোটর দুর্ঘটনা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ১৫।১৬ই নভেম্বর ৪৮ঘণ্টার মধ্যে আদৌ নিদ্রা হয় নাই; তিনি কেবল ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অবস্থাতে ও তাঁহার চিন্তা কেমন করিয়া কংগ্রেস বর্ত্তমান সঙ্কটে উত্তীর্ণ হয়—কেমন করিয়া সর্ব্বত্র কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত হন—কেমন করিয়া কংগ্রেসের মান অক্ষুন্ন থাকে। তিনি মানভূম এবং ছোটনাগপুরের নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন—নির্ব্বাচকগণ যেন নির্ব্বিচারে কংগ্রেসমনোনীত সভ্যকেই ভোট দিয়া কংগ্রেসের সম্মান বজায় রাখেন।

ভোটারগণের নিকট নিবেদন

আগামী ৩০শে নভেম্বর ১৪ই অগ্রহায়ণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন হইবে। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) এই বৎসর ঐ সভ্য নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসী সকলেরই কর্ত্তব্য জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেস) ভারতে একমাত্র রাজনৈতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকে তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। মহাসমিতির মনোনীত সদস্যের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপে কেহ কেহ দাঁড়াইয়াছেন, এমত স্থলে যাহাতে জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সদস্যই ভোট প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বসাধারণের ভোটের বলে নির্ব্বাচিত হন তাহাই প্রত্যেকের একান্ত কর্ত্তব্য বিধায় সানুনয় নিবেদন ভোটারগণ সকলে জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণকে ভোট দিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। কংগ্রেসমনোনীত ব্যক্তির নাম :—

বাক্সের রং

১। এসেম্ব্লির (বড়লাটের সভার জন্য)

ছোটনাগপুর অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ— লাল

২। ছোটলাট সভা (কাউন্সিলের) জন্য—

উত্তর মানভূম গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জগদম্বাপ্রসাদ লালা— লাল

ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন— কাল

স্বাক্ষর

শ্রীললিতকিশোর মিত্র।	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।
শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীরজনীকান্ত সাহা।	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।
শ্রীশশধর গাঙ্গুলী।	শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত।

ভোট দাতাগণের নিকট নিবেদন।

আপনারা অবগত আছেন যে শাসনসংস্কার আইন প্রচলনের পরে এ বৎসরই জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস) বড় লাট ও ছোট লাটের সভায় সদস্য নির্ব্বাচন কার্য্যের (কাউন্সিল ইলেকশনের) ভার সর্ব্বপ্রথম নিজ হাতে লইয়াছেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এই যে জনসাধারণের মত ও পক্ষাবলম্বী প্রতিনিধিগণই যেন কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, এবং জাতীয় মহাসমিতি ভারতে স্বরাজ স্থাপনোদ্দেশ্যে যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সফল করিবার নিমিত্ত যেন সকলে মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিপুল উদ্যমে অগ্রসর হইতে পারেন।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটি জাতীয় মহাসমিতির উপদেশানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ আশা করেন যে দেশবাসিগণ সকলেই এই সমস্ত সদস্যগণকে ভোট দিবেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধপক্ষের সর্ব্বপ্রকার অনুরোধ, উপরোধ ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

স্বাক্ষর—

মতিলাল নেহেরু	রাজেন্দ্র প্রসাদ
সরোজিনী নাইডু	সা মোহম্মদ জুবেয়ার
আবুল কালাম আজাদ	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	মোহম্মদ সাফি দাউদি
অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ	ব্রজকিশোর প্রসাদ

বড় লাট সভার (এসেম্ব্লির) জন্য

ছোটনাগপুর নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ

ছোট লাট সভার (কাউন্সিলের) জন্য

১। ছোটনাগপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—

শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন।

২। উত্তর মানভূম গ্রাম্য নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—

শ্রীযুক্ত জগদম্বা প্রসাদ লালা।

মানভুমবাসিগণের নিকট নিবেদন

(শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়)

বিহার উড়িষ্যা কাউন্সিলে সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে এবার আপনাদের কৃপায় কেহ আমার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন না, তজ্জন্য গত ৩রা নভেম্বর তারিখে আমি দক্ষিণ মানভূম বিভাগের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছি। আপনাদের অনুগ্রহে আমি আরও তিন বৎসর দেশের কার্য্য করিতে সুযোগ পাইলাম, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই বিভাগে অনেক গণ্যমান্য সুশিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তি আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার যোগ্যতা আমার ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) আমাকে মনোনীত করিয়াছিলেন বলিয়া কেবলমাত্র কংগ্রেসের সম্মান রক্ষার্থে কেহ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। আমি তাঁহাদের মহত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা ঘোর তমসাচ্ছন্ন জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া আছি। দেশের মহাপুরুষগণ সত্যের আলোক দেখাইয়া আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু আমরা এরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছি যে সর্ব্বদা নানাপ্রকার সন্দেহ এবং কুটতর্ক করিয়া সেই পথ ছাড়িয়া অন্ধকারে এদিক ওদিক হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি। অধিকন্তু, আত্মকলহ করিয়া নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিতেও কুন্ঠিত হই না; এমন কি, জগতের সমক্ষে সসম্মানে বক্ষ প্রসার করিয়া দাঁড়াইবার একমাত্র পন্থা অতিশয় সহজসাধ্য চরখা ও খদ্দর গ্রহণেও অনিচ্ছা প্রকাশ করি। দলাদলি গালাগালিই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সার হইয়াছে; সমবেত চেষ্টায় যে কত বড় শক্তি লাভ করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবারও অবসর হইতেছে না।

ব্যাপকভাবে ধরিতে গেলে জাতীয় মহাসভাই (ন্যাশন্যাল কংগ্রেস) সমগ্র ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের কল্যাণ কামনায় সমস্ত শিক্ষিত দূরদর্শী সুধীবর্গ সমবেত হইয়া সন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছিলেন। তদবধি নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও এই মহাসভা অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান

রহিয়াছে। বৎসরান্তে একবার ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থানে এই মহাসভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সমগ্র ভারত-বাসীগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং হিতাহিত বিবেচিত হইয়া থাকে। এই অধঃপতিত জাতির একমাত্র ভরসা কেবল এই কংগ্রেস মহাসভা। আমরা নিজ নিজ ক্ষণিক স্বার্থের প্রলোভনে সেই কংগ্রেসকেও অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমরা যদি নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করি তাহা হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিলেই, কংগ্রেসের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলেই আমরা ক্রমশঃ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইহার আশ্রয় ত্যাগ করিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলির নিন্দা করিতেছি না কিন্তু কংগ্রেস যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পরম পূজ্য প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা আমাদের উচিত নহে।

যাহাতে কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় স্থান প্রাপ্ত হন; তজ্জন্য কংগ্রেস এইবার চেষ্টা করিতেছেন। এবং ছোটনাগপুর বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের প্রতিনিধি-রূপে শ্রীমান জীমূতবাহন সেনকে ও উত্তর মানভূম কেন্দ্রের প্রতিনিধি রূপে শ্রীযুক্ত বক্সি জগদম্বাপ্রসাদ লালাকে বিহার কাউন্সিলের নিমিত্ত এবং লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীর (ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার) নিমিত্ত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে সদস্যপদপ্রার্থী বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যক্তির যোগ্যতা ও পারদর্শিতা সম্বন্ধে আপনাদের নিকট বেশী কথা বলা অনাবশ্যক; কেবলমাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কংগ্রেস উক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে আমাদের ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে তাঁহারাই কাউন্সিলে যাইবার যোগ্য এবং দেশের কার্য্য যথাসম্ভব তাঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। যাহাতে ঐ তিন ব্যক্তি সদস্য নির্ব্বাচিত হন সেই চেষ্টা করিয়া কংগ্রেসের সম্মান রক্ষা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

আমাদের রাজনীতি

(শ্রীহরিনাথ ঘোষ।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাহার পর ভারতবর্ষে সংখ্যাধিক ছোট বড় নরপতি আছেন। তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন। যিনি যখন ভারতবর্ষের সম্রাট হন, এই নরপতিগণ তাঁহাকে চক্রবর্ত্তী সম্রাটের সম্মান দান করিয়া নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে নিয়মমূলক শাসনতন্ত্র পরিচালন করেন। যে প্রকার নির্ব্বাচনমূলক রাজনীতির স্রোতে দেশের লোক গা ভাসাইয়াছে সেই স্রোতে এই নরপালগণকে টানিয়া আনিবার উপায় কেহ কল্পনা করিয়াছেন কি না জানি না। তবে একথা সত্য যে মেদিনীপুরের দাসু জোলা বা ফরিদপুরের শিবু নমশূদ্র কর্ত্তৃক সাক্ষাতে বা পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত দেশপালের নিকট মহীশূর বা কাশ্মীরের মহারাজা মস্তক নত করিবেন না। তাহা হইলে, এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের সার্থকতা কোথায়?

সেই জন্য আমার ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচনমূলক স্বরাজের কথা আদৌ বুঝিতে পারে না। যাঁহারা এই আন্দোলনের অগ্রণী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতাহেতু ঘৃণায় মুখ ফিরান। তাই বলি, আমাদিগকে চালিত করিবার পূর্ব্বে আমাদের এই সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিন্।

প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ নির্ব্বাচনমূলক গণতন্ত্র নহে। একথা বুঝিতে ভুল করা কর্ত্তব্য হইবেনা। তৎকালে ক্ষত্রিয় শক্তি জন সাধারণকে পালন, শাসন এবং সময়ে সময়ে দলন ও পোষণ করিত। ক্ষাত্র শক্তি চিরকালই একটু চঞ্চল, একটু উদার এবং আত্মশক্তি প্রসারের পক্ষপাতী। আমাদের ইংরাজরাজও অহাই। তবে প্রাচীন কালে চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, ব্যবহারদক্ষ ব্যক্তিগণ কুটীরে বাস করিয়া আদর্শ চরিত্রের প্রভাবে রাজ-রাজেশ্বরগণকে পর্য্যন্ত পদানত রাখিতেন। এবং তাঁহাদেরই অলোকসামান্য প্রতিভায় রাজা ন্যায়নিষ্ঠ ও আচার ব্যবহারে সংযত থাকিতে বাধ্য হইতেন। সে আদর্শ বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না পৃথিবীতে এক্ষণে-বশিষ্ঠ বাল্মিকী বা ব্যাস নারদের ন্যায় আত্মত্যাগী শিক্ষকের নিতান্ত অভাব। আর আমাদের রাজরাজেশ্বর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় বাস করেন, তাহাতে ত্যাগী যোগীর উপদেশে তিনি নিয়মিত হইবেন এ আশা দুরাশা। এ অবস্থায় আমাদের রাজনীতির আলোচনা বিড়ম্বনামাত্র। তাই, মহাত্মা দেশের লোককে অভ্রান্ত ভাষায় বলিয়াছিলেন "আমার উপায় কেবল খদ্দর, খদ্দর, আর খদ্দর।"

এই উপদেশের মর্ম্মার্থ গ্রহণে অনেকেই ভ্রম করিয়াছেন। যাঁহারা মহাত্মার অধিকতর অন্তরঙ্গ, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের ভ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। এই খদ্দর ব্যপদেশে তিনি দেশকে আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন। দেশ, জাতি ও জাতীয় চরিত্র যে দিন ব্যয়বহুল সামাজিক আদর্শ ত্যাগ করিয়া নিজে নিজে আত্মনির্ভর হইয়া অন্নবস্ত্র, শিক্ষাদিক্ষা ও প্লেগ ম্যালেরিয়ার সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে, সেই দিন রাজনীতির দিক হইতে না হউক অন্যদিকে আমাদের হাড়ে বাতাস লাগিবে একথা সুনিশ্চিত। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন রাজনীতি ক্ষেত্রে কসরত দেখাইবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতেছে। এবং হয়ত এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ আরও অধিক পরিমাণে আত্মহারা, পথহারা হইতেছে। তাই বলি,

(এরা) পথের রেখা দিতেছে মুছিয়া,
অলীক আশার স্বপনে।
কুপথে বিপথে চলিতে চলিতে
কোথায় দাঁড়াবে কে জানে॥
চারিদিকে ঘোর নিরাশা আঁধার
এসেছে এদের ঘিরিয়ে।
(তাই) আলোর সন্ধানে ছুটিয়াছি পথে
ঘরের দীপটী নিভায়ে॥
বৃথা ছুটাছুটি বৃথা অস্ফালন
এসবে কিছুই হবেনা।
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এস
সার্থক হবে সাধনা॥

আসাম এণ্ডি

মাল ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷৹ গজ প্রঃ ৩,৩৷৹ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩১৲। ভুটানের খাঁটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিবেন। সমস্ত তৈয়রী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী

(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷৹, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে। সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচ লাগিবে না

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।

৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵৹ আনা মাত্র।

"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।

১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে

নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)

নারীমঙ্গল—।৵৹ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ ও নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে। দাম মাত্র।৵৹ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, রুমালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিখ্যাত স্বরাজ ফ্যাক্টরী

(স্থাপিত ১৯০৫।)

এখানে সকল প্রকারের ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স, চামড়ার সুট্ কেস্, এটেচি কেস্, ড্রেসিং কেস্, লেডিজ্ ফিটিং কেস্, ওয়ার্ক বক্স জুয়েল কেস্, ডাক্তারদের ব্যাগ, কিড ব্যাগ এবং হ্যাণ্ড ব্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের জিনিষগুলির বিশেষত্ব এই যে ধূলাতে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় এগুলি নষ্ট হয় না, কিংবা পোকায় কাটিয়াও নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের ট্রাঙ্ক, ক্যাস বাক্স এবং ব্যাগগুলি যে রকম সুন্দরভাবে এবং যে প্রকার মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া তৈয়ারী তাহার তুলনায় এগুলির দাম অতি সুলভ। সুতরাং সকল অবস্থার লোকেই আমাদের জিনিষ অনায়াসে কিনিতে পারেন।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে মূল্যের তালিকা পাঠান হইয়া থাকে।

৭১ এইচ্ হ্যারিসেন রোড্।

শাখা:—কমল ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট্, মার্কেট, কলিকাতা।

Regd. No. P. 185.

সুভাষচন্দ্র

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ২৯শে নভেম্বর ১৯২৬ | ৪৭শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী ।৵০ ও ৮৵০ আনা,

মকরধ্বজ— ৪৲—তোলা

চ্যবনপ্রাস ৪৲—সের

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲

সারিবাদ্যাসব ৮০

ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল প্রতি কৌটা ।৵০ ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির

কণ্ঠমল

নারিকেল তৈল

মহিলাদের কেশ প্রসাধনে অদ্বিতীয়

বিহার মিসেলিনী।

২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

স্ত্রী:—বা:! মলমটা ত খুবই ভাল;
দুই দিনের মধ্যেই ফোঁড়া ত কেটে গেল।
স্বামী—এই মলমটা ভুলে গেলে হয়,
ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো,
মূল্য ৵০ দশ আনা।
প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং দুর্গাপাড়া
কলকাতা।

দে শবন্ধু প্রেস।

সব রকমের ছাপা সুলভে ও অল্প সময়ে হয়

বিজ্ঞাপন

পোষ্টাফিসের সম্মুখের যে রাস্তাটী বাঁকুড়া রোড হইতে আমলাপাড়া রোডে মিশিয়াছে, উভয় পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তির গৃহ আছে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য উক্ত গলিটাকে সাধারণের রাস্তা বলিয়া ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ গত ১৯২৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে ইংরাজী ১৯২২ সালের বিহার ও উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৭১ (১) ধারা অনুযায়ী একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের নিদ্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত গৃহ সমূহের কোন সত্বাধীকারি মিউনিসিপ্যাল আফিসে আপত্তি দাখিল করেন নাই। সুতরাং এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উক্ত রাস্তাটী সর্ব্ব সাধারনের রাস্তা বলিয়া ঘোষিত হইল।

মিউনিসিপ্যাল অফিস। ২০শে নভেম্বর। } শ্রীশশধর গঙ্গোপাধ্যায়। ভাইস্ চেয়ারম্যেন পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী।

গলির বিবরণ—
দৈর্ঘ্য— ৩২ফুট্
পূর্ব্ব সীমায়— হিরু মোদকের বাড়ী।
পশ্চিম সীমায়— ক্ষেতু মোদকের বাড়ী।
উত্তরে— আমলাপাড়া রোড।
দক্ষিণে— বাঁকুড়া রোড।
প্রস্থ— ৫ ফুট্।

দি দানদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধন্যানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি ? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপ্‌শন্ পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শন্ অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল

কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা অক্ষরে মুল ও দুরুহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। নিবেদনমিতি।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম } শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল

যক্ষ্মা রোগীর পুনর্জ্জন্ম

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার চাটার্জ্জির এন্টিথাইশিস্ ইঞ্জেকসনে যক্ষ্মারোগী কফ, কাশ, জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, যাদুমন্ত্রের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। যাঁহারা দেড় মাস কাল আমাদের ঔষধ সেবন করিবেন তাঁহাদের আর যক্ষা রোগে মৃত্যু হইবে না. ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন। যদি বাঁচতে চান বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না. একমাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ঔষধ ও তিন প্রকার সেবনের ঔষধ, মূল্য ২০৲।

অর্শ, ভগন্দর, হাঁপানী, বহুমুত্র ও পক্ষাঘাত প্রত্যেকের এক মাসের চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ১০৲ টাকা।

মৃগী, মুর্চ্ছা, হিস্‌টিরীয়া, বাধক, ও মৃতবৎসা প্রত্যেকের এক মাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ৯৲ টাকা।

স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা ইঞ্জেকসন করাইয়া লইবেন।

সুখ প্রসব সুধা

গর্ভীনির একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, প্রসবের এক বা দেড় মাস পুর্ব্ব হইতে সেবন করিলে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না।

এক মাসের ঔষধ—⃒৵০ আনা। দুই মাসের ঔষধ ২৲ ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

পাইবার ঠিকান :—

ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম, বি (হমিও)

উকিল—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল তেওয়ারী মহাশয়ের বাটী (মুন্সেফ ডাঙ্গা, সাহেব বাঁধের কিছু পূর্ব্বে)

পুরুলিয়া, মানভূম।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া।

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, রুমালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

বন্দেমাতরং

মুক্তি

যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। "সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই বচনের এমন অর্থ নহে যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিও না। সে'ত কাপুরুষের কথা, দেশ ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

সন ১৩৩৩ সাল, ১৩ই অগ্রহায়ণ সোমবার

সুভাষ চন্দ্র

সুভাষকে ওরা জেলে আটক ক'রে রেখেছে ; লোক দেখান একটা বিচারের প্রহসনও করে নাই। করবেই বা কেমন ক'রে ? সুভাষকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে উপস্থিত করলেই যে সব গোমর ফাঁক হ'য়ে যাবে, কোন কলকৌশলই খাটবে না। সুভাষের মতন অকলঙ্ক পুরুষকে লোকের চ'খে ধুলো দিয়ে দোষী সাব্যস্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রতেও যে ওদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তাই নৈতিক হিসাবে লজ্জা সরম সব পরিত্যাগ ক'রে গোপনে কাজ হাসিল করবার প্রয়াস। ভেবেছে সুভাষকে লোক চক্ষুর অন্তরাল ক'রে রাখতে পারলেই আপদ বালাই সব চুকে গেল, প্রভুত্বের গদিটা চিরস্থায়ী হ'য়ে গেল, ন্যায় ধর্ম্মের উপরে স্বেচ্ছাচারের প্রভাবটা বিস্তার করবার একটা মস্ত বাধা কেটে গেল। কিন্তু তাও কি কখন হয় ? ধর্ম্মের যে সূক্ষ্ম গতি। সুভাষের পঞ্চভৌতিক দেহটা কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ আছে বটে, সুভাষ তার কর্ম্মক্ষেত্রে হাজির থেকে এই অবসন্ন জাতির প্রাণে প্রাণে কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত করবার সুযোগ পাচ্ছে না বটে কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে ভাবের যে একটা অশরীরী গতি আছে, ভালবাসার যে একটা অদৃশ্য আদান প্রদান আছে তা ত আর কেউ রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারবে না। সেই অদৃশ্য শক্তির কাজ চল্‌তেই থাকবে। বন্দুক কামানই বল আর কূট বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্রয়োগই বল, কিছুতেই তাকে আটক রাখতে পারবে না। কোন দিনই পারে নাই, যখনই যে প্রভুত্বের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে গিয়ে এই অমিত ভাব শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাহারই পরাজয় হয়েছে। প্রাচীন কালের রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপুর কথা নাই ধরা গেল, সেদিনকার রুষ-সম্রাটের পরিণামটা দেখলে ত সবাই ; লেনিনকে আটক রেখে প্রজাতন্ত্রের অদৃশ্য ভাবটাকে ধ্বংস করতে পেরেছিল কি ? সুভাষকে আটক রেখেও ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না, নবজাগ্রত জাতীয়তার প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকে খড়ের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে পারবে না। সুভাষের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলছে তা এই বিশাল দেশের ত্রিশ কোটি নর নারীর প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত না হ'য়েই পারে না। তাই যদি না হ'ত তা হ'লে সেদিনকার বাঙ্গলাদেশের ভোটের দিনে কলিকাতার একুশ নরনারী সমস্ত উপরোধ অনুরোধ আত্মীয়তা বান্ধবতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে সুভাষকে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করলে কেন ? বাঙ্গালাদেশের যে প্রাণ আছে তার পরিচয় দিবার সুযোগ পেয়ে আনন্দে আজ সব বাঙ্গালীর চিত্ত নেচে উঠছে কেন ? যারা অর্থ-লোভে বা সুপারিষের খাতিরে বা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কায় বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, নিজেদের বিবেককে বিক্রী করেছিল, দেশের স্বার্থ ভুলে গিয়ে নিজেদের ক্ষণিক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য মায়ের ডাকে আকৃষ্ট হয়েও ডাইনীর মায়া কাটাতে পারে নাই তারাও কেন তাদের আত্মঘাতী চেষ্টার বিফলতায় আজ মনে মনে আরাম উপভোগ না ক'রে থাকতে পারছে না ? যতীন বসু যদি জয়লাভই করত, টাকার বলে, প্রতিপত্তির বলে, বংশ-মর্য্যাদার বলে দেশের উদীয়মান জাতীয় ভাবটাকে তিনি যদি দাবিয়ে রাখতেই পারতেন, তা হলেই বা তার বাহাদুরীটা কি বৃদ্ধি পেত তা ত আমরা বুঝতে পাচ্ছি না। অর্থের অহঙ্কার ও ক্ষমতার গর্ব্ব কতকটা চরিতার্থ হওয়াতে উত্তেজনার বশে ক্ষণিক হয়ত একটু মনটা উৎফুল্ল হ'ত, কিন্তু তার পরে ? মত্ততাটা একটু হ্রাস হ'য়ে আসলে পরে এখন যে বিপুল চেষ্টার লজ্জাজনক ব্যর্থতায় "অর্থনাশং মনস্তাপং" মন্ত্র জপ করতে করতে হৃদয়ের জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে তার চেয়েও কত বেশী অন্তর্দাহী কষ্টে সমস্ত জীবনটাকেই নষ্ট ক'রে ফেলত তার ঠিকানা আছে কি ? জীবনের কোন শুভ মুহূর্ত্তে নিভৃতে আত্মচিন্তা করবার অবসর হ'লে নিশ্চয়ই মনে হ'ত সুভাষচন্দ্রকে পরাজিত করবার দুর্ব্বুদ্ধি এঁটে জগতের নিকট জাতীয় চরিত্রের অবমাননা করবার চেষ্টা ক'রে, ভারতের একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তি কংগ্রেসকে হীন ও দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করবার জন্য আত্মম্ভরিতার আশ্রয় নিয়ে কি আত্মনাশী প্রচেষ্টাই না করেছি। পরাজয়ের পর অনুতাপে অন্তরাত্মা দগ্ধ হ'লেও ভবিষ্যতে শান্তি

লাভের আশা আছে এবং সেই হিসাবে আমরা যতীন বসুকে ভাগ্যবানই মনে করি। লক্ষ মুদ্রা ব্যয় ক'রে বা হ'ক জীবনে একটা শিক্ষা হ'ল, ধনসম্পত্তি প্রভাব প্রতিপত্তির বল অপেক্ষাও যে ত্যাগের বল বেশী হ'তে পারে তার একটা ধারণা জন্মিল, জনশক্তি ঠিকভাবে পরিচালিত হ'লে ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে যে লাঞ্ছিত করতে পারে তাও বুঝতে বাকী রইল না এবং সর্ব্বোপরি প্রেমের বলে দূরে থেকেও মানুষ যে মানুষের হৃদয় অধিকার করতে পারে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেল। এই পরাজয়ে শুধু যতীন বসুই যে নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে চিত্ত শুদ্ধি করবার সুযোগ পেল তা নয়, সুভাষচন্দ্রের জীবনের কথা জেনে শুনেও কলিকাতার যে পাঁচ শ লোক তাদের হৃদয়স্থ ভগবৎবাণী অগ্রাহ্য ক'রে দু চার পেয়ালা চা, বা ধনীজনের সামান্য কৃপাদৃষ্টির লোভে বিপক্ষে ভোট দিয়ে নিজেদের মনুষ্যত্বের উপর কলঙ্ক লেপন করে এল তাদের জীবনেরও যে একটা মস্তবড় শিক্ষা হয় নাই তা নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত একটু তিক্ত ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনমত ও জনশক্তির বিরুদ্ধে গেলে একূল ওকূল দুকূল নষ্ট হওয়ারই যোগাড় হয়। যাঁর জন্য তারা বিবেককেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হল না, ন্যায় ধর্ম্মকেও লাঞ্ছিত করতে দ্বিধা বোধ করে না তিনিই এখন তাদেরে শুধু যে ঘৃণার চখে দেখবেন তা নয়, বন্ধু-বেশী শত্রু মনে করবেন। চিরকালই ত এমনি ধারা হ'য়ে আসছে। কতরাজার কত কুমন্ত্রী যে রাজার সুবুদ্ধি উদয়ে অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হয়েছে ইতিহাসে কি তার দৃষ্টান্তের অভাব আছে? জেনে শুনেও যে এদের শিক্ষা হয় না এই টেই ত দেখছি মায়ার ভেল্কী, অবিদ্যার মোহ, আর সয়তানের সুরলীলা। জনমত প্রবল হ'লে, কংগ্রেসের শক্তি অপ্রতিহত হ'লে বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র সুভাষ চন্দ্রকে কারামুক্ত করতে যখন বাধ্য হবে, তার বাঙ্গলার তরুনশক্তির প্রতীক সুভাষ, স্বেচ্ছাচারের ভীতিস্থল সুভাষ, ভারতের ভবিষ্যত আশার অবলম্বন সুভাষ তার প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঘুরে বেড়াবে, তখন উদার হৃদয় সুভাষচন্দ্র আপন পর ভুলে গিয়ে সকলকে সমান ভাবে আলিঙ্গন করলেও এখন যারা সুভাষের ত্যাগের মহিমা বুঝতে পারল না তাদের মনের অবস্থা যে কি রকম হবে তা কল্পনা করতেও দুঃখ হয়। তবে ভরসার মধ্যে এই, যদি কাহারও মনে অনুতাপ আসে এবং সেই অনুতাপের ফলে সে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয় যে সুবিধা অসুবিধা যাহই হোক না কেন, বিপদ আপদ যাহাই উপস্থিত হউক না কেন, মান অপমান যাহাই জীবনের সঙ্গী হউক না কেন বিবেকের ভিতর দিয়া ভগবান অন্তরস্থ হইয়া যে আদেশ করেন তাহা কখনই লঙ্ঘন করব না, তা হ'লে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মনের জ্বালা নিবারণ হয় এবং ভগবান তাহাকে শান্তি প্রদান করেন। সকলের মন যখন এই ভাবে পবিত্র হবে এবং সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ভরা ভালবাসার অলক্ষিত স্পর্শে দেশপ্রেমে তারা মাতোয়ারা হইয়া উঠবে তখনই সুভাষকে আমরা অন্তরে বাহিরে সব রকমে পাব। হে আমার দেশবাসী, তোমরা কি সুভাষকে চাওনা? এই প্রশ্নের উত্তর কথায় চাইনা, কাজে উত্তর দাও।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৫ই ডিসেম্বর রবিবার ১৯শে অগ্রহায়ণ বেলা ৪ঘটিকার সময় পুরুলিয়াতে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে মানভূম জেলার কংগ্রেস সভ্যগণের নির্ব্বাচন-সভার ও মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিষয় ঃ—

১। মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি ও সদর কংগ্রেস কমিটি ও ইহাদের কার্য্যকরী কমিটির বার্ষিক পুনর্গঠন।

২। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।

৩। আগামী গৌহাটী কংগ্রেসের ডেলিগেট (প্রতিনিধি) নির্ব্বাচন।

৪। অন্যান্য বিষয় যাহা নিয়মানুসারে আলোচিত হইতে পারে।

মন্তব্য—যাঁহারা কংগ্রেসের ডেলিগেট ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিবেন।

ডেলিগেট নির্ব্বাচন সংক্রান্ত দরখাস্ত এই জেলার ৫জন কংগ্রেস সভ্যদ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহাতে দরখাস্তকারীর নাম, ধাম, ধর্ম্ম, জাতি, পেশা ও বয়স দিতে হইবে এবং তিনি "পুরুষ কি স্ত্রী" তাহা লিখিতে হইবে।

পুরুলিয়া,
২৭শে নভেম্বর ১৯২৬

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ
সেক্রেটারী, মানভূম
কংগ্রেস কমিটি,

পূণ্য-লোকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

কাতর নয়নে আমাদের প্রতি চাহিয়া আছেন,

মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে দেশবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা

"জীবন সন্ধ্যার শঙ্খরোল কর্ণে আসিতেছে। দুঃখ আমার কিছুই নাই, কিন্তু ১৯২৬ সালে আমার সমস্ত শক্তি ও সাধনা দেশের পক্ষে যে অত্যাবশ্যক জাতীয় ইতিহাসের সেই সঙ্কট সময়ে দেশ কি উহা পাইতে বঞ্চিত হইবে?"

দেশ দেশ করিয়া দেশবন্ধু অর্থ, স্বাস্থ্য, সমস্ত ত্যাগ করিয়া অকালে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন!

আমরা মানভুমবাসী তাঁহার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিব না কি?

আজ দেশবন্ধু নাই, বাংলা দেশবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছে।

আপনি কি করিবেন?

সব স্বার্থ্য ভুলিয়া একবার উপরে তাকাইয়া

কংগ্রেস প্রতিনিধিদিগকেই ভোট দিন

বিহার কাউন্সিলে

শ্রীযুক্ত জগদম্বাপ্রসাদ লাল

বাক্সের রং—লাল

শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন

বাক্সের রং—কাল

ব্যবস্থাপরিষদে

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ

বাক্সের রং—লাল

কংগ্রেসকে ভোট দিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করুন।

দার্জ্জিলিং এ অন্তিম শয্যায় দেশবন্ধু

"আমার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। * * ১৯২৬ সনে দেশে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন হইবে। আমি অনুভব করিতেছি এই বৎসরই জাতির জীবনে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইবে।"

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর অভিমত

আশা করি ছোটনাগপুরের জনসাধারণও কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে নির্ব্বাচন করিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। আমার স্বামীর ভরসা ছিল, এবারকার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস জয় লাভ করিবে। তিনি জীবিত থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই হইতো সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী নাইডু—

আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা দেশবন্ধুর অপূর্ণ কামনা যৎকিঞ্চিৎ পূর্ণ করিব।

মিঃ হর্ণিম্যাম বলেন—

আমাদের নীতিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যদি ল্যাম্প পোষ্টকে ভোট দিতে হয় তাহাই দাও, তবু কংগ্রেস বিরোধীদিগকে ভোট দিও না।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—

নীতির জয়ের জন্য ল্যাম্পপোষ্টকে ভোট দিতে হইলে তাহাই দেওয়া উচিত; কিন্তু কংগ্রেসের সদস্যগণ ল্যাম্পপোষ্ট নহেন। তাঁহারা জাতীয়তার পথে উজ্জ্বল বর্ত্তিকাস্বরূপ। টাকা দিয়া ভোট কিনিবার চেষ্টা বৃথা, কারণ দেশবাসী তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি অপমানিত হইতে কখনই দিবে না।

সর্ব্বত্রই কংগ্রেসের জয় জয়কার,—কংগ্রেসকে ভোট না দিয়া আপনি কি মানভূমের মুখে কালি দিতে চান ?

বিনা বিচারে রুদ্ধ আদর্শ যুবক সুভাষ চন্দ্রকে

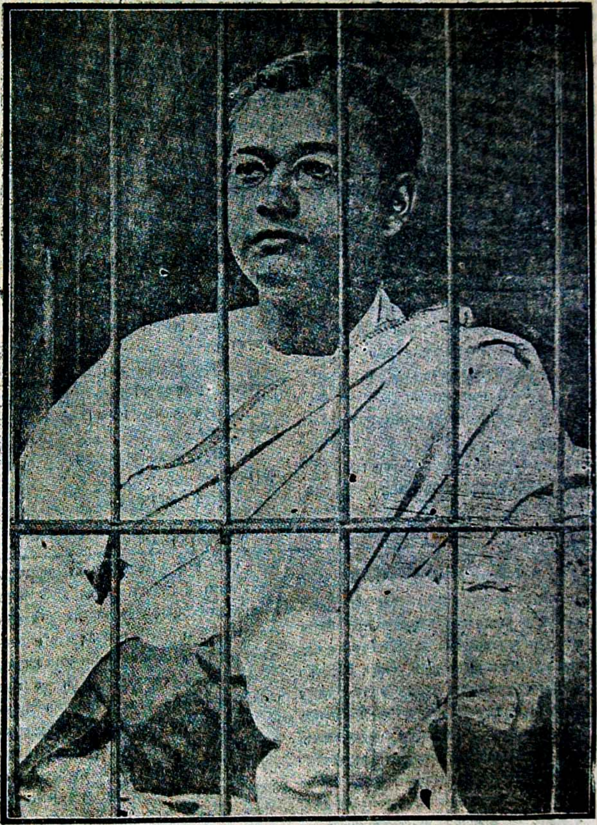

যদি উদ্ধার করতে চাও তবে কংগ্রেসকে সাহায্য কর—কংগ্রেসকে শক্তিশালী কর

জয় কংগ্রেসের জয়!

সমগ্র বাংলায় বিজয় নিশান উড়িল

বাংলার প্রায় প্রতি জেলাই কংগ্রেসের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে

মানভূমের জনসাধারণও সর্ব্বত্র কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়া মানভূমের মুখোজ্জ্বল করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

কলিকাতা ও ২৪পরগণায়—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু।
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু।
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়।
শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী (এসেম্ব্লী)
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ (এসেম্ব্লী)
শ্রীযুক্ত শশীশেখর বসু।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র লাহিড়ী।
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (বিশ্ববিদ্যালয়ে)

বাকুড়ায়—

শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূমে—

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মালদহে—

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বাগ্চী।

মেদিনীপুরে—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ।

ঢাকায়—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়।

খুলনায়—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন।

পাবনা ও বগুড়ায়—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র।

চট্টগ্রামে—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

কুমিল্লা—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত।

হুগলী—

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত।

উত্তর মানভুম নির্ব্বাচন

উত্তর মানভূম গ্রাম্য নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বিহার কাউন্সিলের কংগ্রেস-মনোনীত সদস্যপদ-প্রার্থী শ্রীযুক্ত জগদম্বা লালার বিরুদ্ধে ধানবাদের উকিল শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায় নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসপক্ষ হইতে ব্যক্তিগত ভাবে গুণেনবাবুর বিরুদ্ধে কিছুই প্রকাশিত হয় নাই; কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী জগদম্বা বাবুকে ভোট দিয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই ভোটারগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু গুণেনবাবুর বন্ধুবর্গ ও সমর্থকগণ কংগ্রেস কমিটির উপরে অমূলক দোষারোপ করিয়া যে সকল কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেছি।

ইঁহারা বলিয়া বেড়াইতেছেন—গুণেনবাবুর ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত না করিয়া কংগ্রেস কমিটি অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। এই অভিযোগের উত্তরে আমরা বলিতে চাই, কংগ্রেস কমিটি শ্রীযুক্ত জগদম্বা লালাকে মনোনীত করিয়াছেন—সত্য, কিন্তু গুণেনবাবুকে মনোনীত না করিয়া জগদম্বা বাবুকে করিয়াছেন—এ কথা বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটা প্রকাশ করা হইবে না।

কংগ্রেস কমিটি যথা সময়ে, কংগ্রেস পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে অভিলাষী ব্যক্তিবর্গের আবেদন পত্র দাখিল করিবার তারিখ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। তখন গুণেনবাবু আবেদন করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই; হয়ত এই সকল সংবাদ রখিবার মত অবসরও তাঁহার ছিল না। অনেক পরে কংগ্রেস কমিটি জগদম্বা বাবুকে মনোনীত করেন। অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া জগদম্বা বাবু যথাযথ মনোনীত হইলে, মানভূম কংগ্রেস কমিটি তাঁহার নির্ব্বাচনের জন্য প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। এ পর্য্যন্ত গুণেনবাবুর আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ কিছুদিন পরে শুনিতে পাওয়া গেল, তিনি সদস্যপদ-প্রার্থী হইয়া মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সময়ে তিনি একদিন পুরুলিয়া বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেস কমিটি জগদম্বা বাবুকে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া, তাঁহার স্থানে তাঁহাকেই (গুণেনবাবুকে) মনোনীত করুন। প্রস্তাবটা অতীব অদ্ভুত হইলেও উপস্থিত অনেক ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এই বিষয়ের পুনর্বিচারের জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বে তিনি কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরিত করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?" উত্তরে গুণেনবাবু বলিয়াছিলেন, "মনোনীত হইলে আমি অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিব"— অর্থাৎ মনোনীত না হইলেও নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা তিনি স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, "গুণেনবাবুর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেস কমিটি জগদম্বা বাবুকে মনোনীত করিয়াছেন"— এই কথাটার মূলে কতখানি সত্য আছে।

তার পর উপযুক্ততার কথা। আমরা স্বীকার করি, গুণেনবাবু বিজ্ঞ আইনজ্ঞ ব্যক্তি, কংগ্রেসের জন্য তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও দেশসেবক মানভূমে দ্বিতীয় নাই— এ কথা মানিয়া লইতেও আমাদের আপত্তি নাই। তবে, এই শ্রেণীর কর্ম্মীর কাউন্সিলের বাহিরেও ত যথেষ্ট কায আছে; তাহা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না কেন? বিশেষতঃ, তিনি প্রার্থী হইবার বাসনা করিবার পূর্ব্বেই যখন অন্য ব্যক্তিকে কংগ্রেস হইতে মনোনীত করা হইয়াছে, তখন কাউন্সিলের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৃহ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা তাঁহার ন্যায় দেশভক্ত ব্যক্তির উচিত হইতেছে কি?

এই সম্পর্কে জগদম্বা বাবুর সম্বন্ধেও দুই একটি কথা না বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কাউন্সিলে যাইতে হইলে যে যোগ্যতার অবশ্যক, তাহা জগদম্বা বাবুর আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। তিনি কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসের আদেশ অনুসারেই কাউন্সিলে কার্য্য করিবেন। এইটুকু বুঝিয়া কায করিবার ক্ষমতা, আইনজ্ঞ না হইলেও মানুষের থাকিতে পারে— ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অধিকন্তু, কংগ্রেস স্পষ্টরূপেই প্রচার করিয়াছেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারের সহায়তা করিয়া দেশের বিন্দুমাত্র উপকারও সাধন করা সম্ভব নহে; সুতরাং বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা সরকারের সহায়তা করিবার জন্য কংগ্রেস কাউনসিলে সদস্য প্রেরণ করিতেছেন না। যো-হুকুমের দল কাউনসিলে প্রবেশ করিয়া সরকারের সহায়তা দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ যেন সাধন করিতে না পারে, কাউনসিলে সদস্য প্রেরণ সম্বন্ধে কংগ্রেসের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, সরকারের সকল প্রকার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কংগ্রেস-পক্ষীয় সদস্যগণ দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এই সকল কায করিবার ক্ষমতা যে জগদম্বা বাবুর আছে, তাহা বোধ হয় গুণেন বাবুর স্বপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গত কাউন্সিলে ইহার প্রমাণ জগদম্বা বাবু দিয়াছেন।

অবান্তর হইলেও আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এ স্থলে করা অতি আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। ভাল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কাউন্সিলে যে তাহা করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা সদস্যগণের নাই—একথা কাহারও অবিদিত নাই। গত বিহার কাউন্সিলের একটি ঘটনা হইতে তাহা আরও সুস্পষ্ট হইবে। গত কাউন্সিলে শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন লা-কর উঠাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিল্ উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বড়লাট সাহেব অনুমতি না দেওয়ায় তাহা পারেন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে কাউনসিলের ভিতর দিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করা কিরূপ দুঃসাধ্য। এক চলিতে পারে, সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধতা করা; এবং ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণের ফলে এই ভুয়া প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন করা। এই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস সদস্য প্রেরণের ভার লইয়াছেন।

জগদম্বা বাবুর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, তিনি মানভূমের লা-কর উঠাইয়া দিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এ অভিযোগ সত্য নহে। জীমূত বাবুর বিলের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পরে লা-কর সম্বন্ধে অন্য একটি প্রস্তাব যখন কাউনসিলে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই কংগ্রেসের আদেশ অনুসারে জগদম্বা বাবু স্বরাজী সদস্যগণের সহিত কাউন্সিল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বরাজী সদস্যগণ উপস্থিত থাকিলেও কিছু করিতে পারিতেন না, কারণ সরকার এই কর তুলিয়া লইতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং এ বিষয়ে জগদম্বা বাবুর প্রতি দোষারোপ করার কোন অর্থই থাকিতে পারে না।

মানভূম কংগ্রেস কমিটিকে গুণেনবাবুর স্বপক্ষীয়গণ এই বলিয়া দোষ দিতেছেন যে, জগদম্বা বাবুকে সরাইয়া দিয়া গুণেনবাবুর ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত না করিয়া (তা তিনি যত পরেই আসুন না) কংগ্রেস কমিটি

অত্যন্ত অন্যায় এবং দেশের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন। আমরা বলিতে চাই—গুণেন বাবু ত একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি; তিনি ত কংগ্রেসের ইষ্ট বই অনিষ্ট চান না; তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহাও জানেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য, কারণ এই একমাত্র জাতীয় প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসে দেশের অমঙ্গল অনিবার্য্য; ইহা সত্বেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না কেন? ধরিয়াই না হয় লইলাম, কংগ্রেস এ বিষয়ে একটা ঘোর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা হইলেও, তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ দেশসেবকের কংগ্রেসের প্রতিষ্টা হানির চেষ্টাটা কি উচিত হইতেছে? দেশের দিকে চাহিয়া ব্যক্তিগত মান সম্ভ্রমের কথাটা তিনি ভুলিতে পারিলেন না কেন? তবে কি মনে করিতে হইবে যে, তিনি স্বীয় প্রতিষ্ঠাকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অধিক উচ্চে স্থান দেন? গুণেন বাবুর "নির্ব্বাচন-বন্ধুগণ" কি উত্তর দেন, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

মনোনয়ন ব্যাপারের চরম নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক মানভূমের সদস্য মনোনয়ন সম্বন্ধে "মুক্তিতে" একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখা হইয়াছিল, প্রাদেশিক কমিটি মনোনয়ন ব্যাপারে জিলা কংগ্রেস কমিটির মতামত গ্রহণ না করিয়া উচিত কার্য্য করেন নাই। কিন্তু উক্ত মন্তব্যে এমন কথা বলা হয় নাই যে, ঐরূপ কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ প্রাদেশিক কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। উক্ত মন্তব্যে ইহাই বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, ভবিষ্যতে মনোনয়ন ব্যাপারে প্রাদেশিক কমিটি যেন জিলা কমিটির মতামত গ্রহণ না করিয়া কার্য্যে অগ্রসর না হন। গুণেন বাবুর নূতন বন্ধুগণ অনেকে সেই পুরাতন কথা তুলিয়া গুণেন বাবুর আচরণের ন্যায্যতা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু এ বৃথা চেষ্টায় লাভ কি? চরম নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সে কথা লেখা হইয়াছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি যখন প্রাদেশিক কমিটির সে নির্দ্ধারণ বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আর কোন কথাই উঠিতে পারে না। যদি প্রাদেশিক কমিটির আচরণটাকে গর্হিত বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তবে গুণেন বাবুর হিতাকাঙ্ক্ষিগণ তখন চুপ্ করিয়া ছিলেন কেন? তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত যে কেহ নাই তাহা ত নহে। তাঁহারা যথা সময়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাইলেন না কেন?—গুণেন বাবুর বর্ত্তমানের বন্ধুগণ বোধ হয় তখনও বন্ধুত্ব প্রকটিত করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, অথবা, হইতে পারে—প্রেরণা তখনও তাঁহাদের প্রাণে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

সম্প্রতি গুণেনবাবুর "নির্ব্বাচন-বন্ধুগণের" মধ্যে কেহ কেহ কংগ্রেসের কয়েক জন কর্ম্মীকে "ব্যবসাদার দেশ-সেবক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী জগদম্বা বাবুর কৃতকার্য্যতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা গুণেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ইঁহাদিগকে "ব্যবসাদার" বিশেষণে বিশিষ্ট করা কি তাঁহারই ইচ্ছানুসারে হইয়াছে? তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ নাই; তবে আমাদের ধারণা ছিল, অন্ততঃ গুণেনবাবু ইঁহাদিগকে ব্যবসাদার মনে করেন না। মত পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি না, আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু সন্দেহ যদি উপস্থিত হইয়াই থাকে তাহার মীমাংসা করাও ত তাঁহার পক্ষে একেবারে অসাধ্য ছিল না। ব্যাঙ্কে তাঁহার বেশ কিছু জমা আছে বলিয়া শুনিয়াছি, তাহারই একটা অংশ এই ব্যবসাদারদের দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এই ব্যবসাদারদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা একবার করিয়া দেখিলেন না কেন? সমস্যাটা যে তাহা হইলে সহজেই মিটিয়া যাইত।

গুণেনবাবুর যে সকল "নির্ব্বাচন বন্ধু" ভগবানের দান এই নূতন বন্ধুত্বের মধুর রসে আপ্লুত হইয়া জীবন সার্থক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহারা গুণেনবাবুর জয়ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া বন্ধুত্ব সার্থক করুন, আমরা দেখিয়া ধন্য হই।

যাহা হউক, আমরা আশা করি—মানভূম-বাসিগণ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কংগ্রেসের শক্তি ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জগদম্বা বাবুকে ভোট দিবেন। সরকার যে উদ্দেশ্যেই দিয়া থাকেন, ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ নির্ব্বাচন-অধিকারটাকে তাঁহারা দেশের হিতসাধনে প্রয়োগ করিতে পারেন—একথাটা তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত
শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার

(মুক্তি কার্য্যালয়)

সকল প্রকারের খদ্দরের কাপড়, শাড়ী, জামার কাপড় ও চাদর পাইবেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান—৮ হাত ধুতি—	২৲ টাকা
চরকা কাটার উপযুক্ত তুলা—৴১ সের—	১৵০ আনা
চরকা—মজবুত—	২।৵০ আনা
চরকার সূতা--	২৲ সের

আসাম এণ্ডি

মাল ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬॥০ গজ প্রঃ ৩,৩।০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কাব আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিবেন। সমস্ত তৈয়রী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি. অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধী মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড ঐ ষ্টার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংস ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭॥০, ঐ এরোপ্লেশাল—১১০৲, বারটন হাষার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচ লাগিবে না

ঘোষ এণ্ড সন্স্
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যরিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৵০ আনা মাত্র।
"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।
১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে
নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—।৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস,২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাত

৶পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে। দাম মাত্র।৵০ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

আসিয়াছেন! ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন!!

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃত, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহে তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩॥০ টাকা

প্রবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—
দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

ভেরিওলা কিওর, বসন্ত রোগের একমাত্র মহৌষধ।

বসন্তরোগীর গুটী হইবার প্রথম তিন দিনের মধ্যে সেবন করিলে একটী রোগীও মরিবেনা। একটী ১২ দিনের মধ্যে গুটী শুকাইতে আরম্ভ করিবে। পরিয়া ফাটিয়া ঘা বা কোনরূপ উপসর্গ হইবেনা। ইহার তুল্য অব্যর্থ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একটী রোগীর উপযোগী ১ শিশি ॥৵০ আনা ২টী রোগীর উপযোগী ১ শিশি ১৲ টাকা।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

কৃষক

একমাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ২৭ বৎসর প্রসংশার সহিত পরিচালিত মাসিক পত্রিকা। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৵০

টাটকা বীজ

আসল কলম ও চারা
উত্তম সার
কৃষি যন্ত্র
যাবতীয় বীজ

কৃষি পুস্তক

ফসলের পোকা
সুন্দর বাঁধাই ও
২০ রঙ্গিন চিত্র সহ— ২।০
সজী চাষ— ১।০
কৃষি সহায়—
বাঁধাই ৮০ রঙ্গিন ৸৵০
সরল কৃষি বিজ্ঞান— ১৲

প্রাপ্তিস্থান ;—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এশোশিয়েসান লিঃ
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ,
বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলের সম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

সিংহ ভাণ্ডার

পুরুলিয়া—হাটতলা,

অবসর প্রাপ্ত ওভারসিয়ার সত্যবাবুর সুলভ মূল্য ও একদরের কাপড় জামা ইত্যাদির দোকান।

নূতন আমদানী !নূতন আমদানী !!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা **কলিকাতার ন্যায়** পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয় যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স্,
ম্যানুফ্যাক্চারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া

ভাল ঔষধ না হইলে, ভাল ডাক্তারেও রোগ আরোগ্য করিতে পারে না। এই জন্য আমরা বহু ব্যয়ে নানাবিধ দেশী ও বিলাতি ঔষধ ক্রয় করিয়া **"রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল"** স্থাপন করিয়াছি। দুই জন পাশ করা কম্পাউণ্ডার দিবা রাত্রি ঔষধ তৈয়ারি করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। **কর্ণেল মুখার্জ্জি, রায়বাহাদুর বরদাকান্ত রায়** প্রমুখ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎকগণ বরাবর আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আমাদের ঔষধ যেমন টাটকা, আমাদের দরও তদ্রূপ সুবিধাজনক; আমরাই বাজারে নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ, এসিড্ এবং স্পিরিটের মূল্য সস্তা করিয়াছি। **অক্সিজেন যন্ত্র, অটোমাইজার, মেডিক্যাল ব্যাটারী, সেলাইন অ্যাপারেটাস্** প্রভৃতি নানাপ্রকার আবশ্যক যন্ত্রাদি; যাহা অন্য দোকানে পাওয়া যায় না; তাহা আমাদের এখানে ভাঁড়ারে পাওয়া যায়। ডাক্তার শ্রীমন্মথনাথ সরকার এম, বি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমাদের ডিস্পেন্সারীতে সমাগত রোগীদিগকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. P. 185.

ক্ষুদ্র ও বিরাট

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

১ম বর্ষ

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬

৪৮শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী
।৵০ ও ৸০ আনা,
মকরধ্বজ-
৪৲—তোলা
চ্যবনপ্রাস
৪৲—সের

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲
সারিবাদ্যাসব ৸০
ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল
প্রতি কৌটা ।৵০
ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া,** (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি ।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন । তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির
কণ্ঠমাল
নারিকেল তৈল

মহিলাদের কেশ প্রসাধনে অদ্বিতীয়
বিহার মিসেলিনী ঃ
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ।

দে শরবন্ধু প্রেস ।
* * *
সব রকমের ছাপা সুলভে ও
অল্প সময়ে হয়

স্ত্রী:—বাঃ ! মলমটা ত খুবই ভাল ;
দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোঁড়া ত ফেটে গেল ।
স্বামী—এই মলমটা তন বের হয়েছে,
ভবিষ্যতের জন্ত দুই শিশি কিনে আনব্রো,
মূল্য মাত্র ।৵০ দশ আনা ।
প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং মুক্তিপাড়া
কলিকাতা ।

বহু বৎসরের পরীক্ষিত

সন্ন্যাসীপ্রদত্ত অব্যর্থ ফলপ্রদ

বাতের মাদুলী

যাঁহারা সকল প্রকার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, একবার এই দৈব বল পরীক্ষা করুন। ইহাতে শত শত রোগী আরোগ্য হইতেছে। নিয়মাবলীসহ ভিঃ পিঃ যোগে ৺কালীমাতার পূজার খরচের জন্য ১।০ পাঁচসিকা লওয়া হয়।

শ্রীভূপতি চরণ স্মৃতিতীর্থ।
গুপ্তিপাড়া (হুগলী)

কংগ্রেস খদ্দর ভাণ্ডার

(মুক্তি কার্য্যালয়)

সকল প্রকারের খদ্দরের কাপড়, শাড়ী, জামার কাপড় ও চাদর পাইবেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান—৮ হাত ধুতি—	২৲ টাকা
চরকা কাটার উপযুক্ত তুলা—১ সের—	১৵০ আনা
চরকা—মজবুত—	২৷৵০ আনা
চরকার সূতা--	২৲ সের

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম্‌, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেসক্রিপ্‌শন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড
শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি,এল
কর্ত্তৃক
বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত
গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১।০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম } শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল

যক্ষ্মা রোগীর পুনঃর্জ্জন্ম

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার চাটার্জ্জির এণ্টিথাইশিস্‌ ইঞ্জেকসনে যক্ষ্মারোগী কফ, কাশ, জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, বাহুমন্ত্রের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। যাঁহারা দেড় মাস কাল আমাদের ঔষধ সেবন করিবেন তাঁহাদের আর যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন। যদি বাঁচিতে চান বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না, একমাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ঔষধ ও তিন প্রকার সেবনের ঔষধ, মূল্য ১০৲।

অর্শ, ভগন্দর, হাঁপানী, বহুমূত্র ও পক্ষাঘাত প্রত্যেকের এক মাসের চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ১০৲ টাকা।

মৃগী, মূর্চ্ছা, হিস্‌টিরীয়া, বাধক, ও মৃতবৎসা প্রত্যেকের এক মাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ৯৲ টাকা।

স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা ইঞ্জেকসন করাইয়া লইবেন।

সুখ প্রসব সুধা

গর্ভীনির একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, প্রসবের এক বা দেড় মাস পূর্ব্ব হইতে সেবন করিলে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না।

এক মাসের ঔষধ—৸৵০ আনা। দুই মাসের ঔষধ ১৲
ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

পাইবার ঠিকান :—

ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্‌, বি (হমিও)
উকিল—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল তেওয়ারী মহাশয়ের বাটী
(মুন্সেফ ডাঙ্গা, সাহেব বাঁধের কিছু পূর্ব্বে)
পুরুলিয়া, মানভূম।

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মাদ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একদরে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

বন্দেমাতরং

বহিরিয়া এল কা'রা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল
"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,"
উঠেছে আদেশ
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।

—রবীন্দ্র নাথ

সন ১৩৩৩ সাল, ২০শে অগ্রহায়ণ সোমবার

ক্ষুদ্র ও বিরাট

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরমাণুর সমষ্টিভূত সত্বাই বিরাট বিশ্ব এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের অন্তর্নিহিত খণ্ডচৈতন্যের পূর্ণত্বে অভিব্যক্তিতেই বিরাট পুরুষের কল্পনা। জড় জগতেই হউক বা জীবজগতেই হউক ক্ষুদ্রের সহিত বিরাটের, অণুর সহিত মহত্তের বা ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির একটা বিচিত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধটা শুধু যে আকর্ষণ, সামঞ্জস্য বা একত্বের ভিতর দিয়াই পরিস্ফুট হয় তাহা নহে, একটা বহির্মুখ গতি, প্রতিকূল ভাব ও বিপরীত বৈশিষ্টের ভিতরেও ও আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষুদ্র বিরাটের অংশ বটে কিন্তু প্রত্যেক বিশিষ্ট অংশের যেরূপ পরস্পরের সহিত এবং সমষ্টিগত বিরাটের সহিত মিলিত থাকিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, ভেদভাব বিলীন করিয়া সমত্বে পরিণত হইবার প্রকৃতিগত চেষ্টা আছে, তদ্রূপ বিরাটের সহিত এবং পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিয়া প্রত্যেকের নিজের বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া, কেন্দ্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যাইবার নিমিত্তও একটা প্রবল প্রচেষ্টা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ও বিরাটের মধ্যে এই সম্বন্ধের দ্বন্দ্বের ভিতরই বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্য নিহিত রহিয়াছে। গ্রহ উপগ্রহের কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্র-বহির্মুখ গতির মধ্যে, অসংখ্য অণু পরমাণু আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে একদিকে যেমন জড় জগতে এই পরস্পর বিরোধী সম্বন্ধের যুদ্ধ পরিস্ফুট রহিয়াছে অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ প্রেম ও কাম, নিবৃত্তি, ও প্রবৃত্তি রাগ ও দ্বেষ, ক্ষমা ও হিংসা প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিই সূক্ষ্মসৃষ্টির লীলা চিত্র নিরন্তর প্রকটিত করিতেছে। সূর্য্যের চারিদিকে মঙ্গলাদি গ্রহসমূহ ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রত্যেকেই কক্ষভ্রষ্ট হইয়া নিয়মতন্ত্রের বাহিরে যাইবার প্রবণতা আছে কিন্তু কেন্দ্রস্থ বিরাট বিভাবসুর আকর্ষণ উহাদিগকে সংযত রাখিয়া একটা অচ্ছেদ্য নিয়মে শৃঙ্খলিত করিয়া ঘুরাইতেছে এবং বিশ্বসৃষ্টির অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। এই সংযমের বন্ধন অতিক্রম করিয়া, এই প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া যে সকল গ্রহ বা উপগ্রহ কক্ষভ্রষ্ট হয় তাহারা অনির্দ্দিষ্ট গতিতে উল্কারাশিতে পরিণত হইয়া ধ্বংশের পথে ছুটিয়া যায়। ক্ষণিকের তরে সময় সময় জ্বলিয়া উঠে বটে কিন্তু সেই প্রজ্জ্বলিত অবস্থাই উহাদের চিরতরে সত্বালোপের পূর্ব্ব সূচনা। জীবজগতেও ক্ষুদ্র ও বিরাটের সম্বন্ধের যুদ্ধ ঐ একই ভাবে চলিয়াছে। হিংসা দ্বেষ ও কামনা, বাসনা, অভিমান, অহঙ্কার নিরন্তর জীবের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয় বিরাট পুরুষের আকর্ষণ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছে বটে, কিন্তু অহিংসা, প্রেম, অভয় আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি কেন্দ্রানুগ দৈবীশক্তি সমস্ত আসুরী শক্তিকে সংযত রাখিয়া জীবসমূহকে একটা নিয়মতন্ত্রের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা এই নিয়মতন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া, কামনার তাড়নায় প্রেমের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সকল প্রকার সংযমের বাহিরে ছুটিয়া যায়, তাহারা উল্কাপিণ্ডের মত ক্ষণিকের তরে জ্বলিয়া উঠে বটে কিন্তু তাহাদের পরিণাম চিন্তা করিবার মানুষের আর অবসর থাকে না। ব্যক্তিগতভাবেও ইহা সত্য, জাতিগত ভাবেও ইহা যথার্থ। জগতের ইতিহাসই তাহার প্রমান। ক্ষুদ্র কখনও বিরাটকে অস্বীকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না।

ক্ষুদ্র ও বিরাটের মধ্যে এই যে অনাদিসিদ্ধ নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মত্ততায় তাহা যে যখন লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে তাহারই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রাবণ, কংস, হিরণ্য-কাসিপুর ত্রিলোক বিজয়ের প্রচেষ্টা তাহাদের নিধনেরই কারণ হইল; ব্যক্তিগত অহঙ্কার তাহাদিগকে বিরাট পুরুষের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল, কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত বিশ্বরাজ্যে তাহাদের আর স্থান মিলিল না। গ্রীসের আলেকজাণ্ডার, কারথেজের হ্যানিবল, ভারতের ঔরঙ্গজেব সবই সেই একই রকম প্রচেষ্টার ফলে, অতিরিক্ত কামনা বাসনার প্রভাবে প্রেমের সংযম ছিন্ন করিয়া ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া গেল। বর্ত্তমান যুগেও জার্ম্মান সম্রাট কাইসারের এবং রুষ সম্রাট জারের বিভৎস পরিণাম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জাতিগতভাবে বিচার করিলেও ঐ একই সত্য প্রমাণিত হয়। বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতই জাতীয়

জীবনের আদর্শ। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ভোগমূলক স্বার্থসিদ্ধির যে চেষ্টা করে তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন কোনও জাতির মনে ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের গর্ব্ব অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া বিশ্ব কল্যাণের কেন্দ্রস্থ আকর্ষণকে উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি জন্ম এবং মানব জাতির মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা অতিক্রম করিবার প্রবণতা আসে তখন সেই জাতি সাময়িক শক্তির প্রভাবে খুব উচ্চাসনে অধিরূঢ় থাকিলেও তাহার পতন অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যজাতিসমূহ যেভাবে বিরাট বিশ্বের সমতার আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া অন্ধগতিতে কামনার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় এখনও না ফিরিলে অচিরেই তাহারা কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ধ্বংসকেই বরণ করিয়া লইবে। বিগত ইউরোপের মহাযুদ্ধ উহাদিগকে পূর্ব্বে সতর্ক করিবার একটা অব্যক্ত ইঙ্গিত মাত্র। বিরাটকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র কতকাল আর টিকিয়া থাকিবে ?

ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে কিংবা জাতীয় জীবনে সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র যদি বিরাটের সংযম সীমা অতিক্রম করিতে চাহে তাহা হইলে পরিণামে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার ফল ভোগ করিতেই হইবে। মানুষ যখন ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার সময় তাহার অন্তরস্থ বিরাট পুরুষের ডাক উপেক্ষা করিয়া কামনার পথে ছুটিয়া চলে, সংসারী লোক তাহার পারিবারিক জীবনে যখন ক্ষুদ্র তার স্বার্থকে পরিবারস্থ সকলের সমষ্টি স্বার্থের উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সামাজিক জীবনে যখন ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্যের ঔদ্ধত্যে অভিমানাক্রান্ত মানুষ সমাজস্থ সকলের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া আত্মম্ভরিতায় সমাজ শক্তির সংযম চেষ্টা ব্যর্থ করিতে চাহে, জাতীয় জীবনে যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার বাসনা মানুষকে সজ্ঞবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়মতন্ত্র লঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত করে তখনও প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম কার্য্যকরী হইবেই হইবে। ক্ষুদ্র কখনও বিরাটকে অস্বীকার করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্ম্মী, প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এই অমোঘ সত্যটি স্মরণ রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র বিরাটকে গঠন করিবার উপাদানস্বরূপ বটে কিন্তু সংগঠিত বিরাটকে অস্বীকার করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ইহা ধ্রুব সত্য। মানব প্রকৃতির নিয়মানুসারে কামনা, বাসনা, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কোন না কোন আকারে মানুষের মনে থাকিবেই কিন্তু উহা যখন প্রেমের আকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া ক্ষমতার সংযম শক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া অতি মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখনই ক্ষুদ্রকে বিরাটের আশ্রয় চ্যুত হইতে হয় এবং এ কটা অজ্ঞাত পরিণামের দিকে ধাবিত হইতে হয়। ক্ষুদ্রকে বিরাট কি ভাবে সংযত করে তাহার তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল—“স্বজনংহি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যামঃ মাধব” ? “নিজের আত্মীয়কে বিনাশ করিয়া কেমন করিয়া আমরা সুখী হইব ?” পরে যখন ক্ষুদ্র ও বিরাটের প্রকৃত সম্বন্ধ বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বুঝিলেন যে অহংতত্ত্বের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র নিজেকে যত বড়ই কেন মনে করুক না বিরাটের অংশরূপে অবশ হইয়া সে কাজ করিয়া যাইতেছে, কর্ম্মেই তাহার অধিকার আছে, ফল বিষয়ে তাহার কোনই হাত নাই, তখন আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন”।

“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥”

গীতার এই কর্ম্ম যোগের আদর্শ আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে পবিত্র করিয়া তুলুক, ক্ষুদ্র আমরা বিরাটের অংশরূপে যেন অবিচলিতভাবে জাতীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি ইহাই শ্রীভগবানের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি।

নির্ব্বাচন সদালাপ ঃ—

স্থান রঘুনাথপুর, সময় ৫ ঘটিকা—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও রঘুনাথপুর কেন্দ্রের রিটার্ণিংঅফিসার তথাকার মুন্সেফ বাবু।

জ্ঞানাঞ্জন বাবু—মহাশয়, এখনও প্রায় দেড়শত লোকের ভোট লওয়া বাকী আছে, তাহারা সকলেই ঘেরাও স্থানে প্রবেশ করেছে এখনই বন্ধ করলেন যে ?

মুনসেফ বাবু—সময় অতীত হ'য়ে গেছে, এখন আর হ'তে পারে না।

জ্ঞানাঞ্জন বাবু—আমাদিগকে সেইটে লিখে দিন।

মুনসেফ বাবু—না, তা লিখে দিতে পারব না।

জ্ঞানাঞ্জন বাবু—এতগুলি লোক ঘেরাও স্থানে প্রবেশ ক'রেও যে ব্যালট পেপার পেলনা তার জন্য দায়ী কে ?

মুনসেফ বাবু—তার কৈফিয়ত দিতে আমি কারু কাছে বাধ্য নই।

জ্ঞানাঞ্জন বাবু—কৈফিয়ত দেওয়ার জন্যই ত মাইনে পাচ্ছেন, এখন অমন বল্লে হবে কেন ?

মেদিনীপুরে ঝালদার দান—

ঝালদা হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ মোদক জানাইতেছেন যে তাঁহারা তথা হইতে নগদ ২০০্ টাকা, ও নূতন, পুরাতন ইত্যাদিতে প্রায় ১৮০ মন কাপড়জামা পাঠাইয়াছেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান—

খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ পুরুলিয়াতে প্রায় সাড়ে ৫ শ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছেন।

বক্তৃতা—

গত সপ্তাহে দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির কর্ম্মী ও শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী চড়া, পাড়া, কাশীপুর, রঘুনাথপুরে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা দিয়াছেন। সে সব স্থানের অধিবাসিগণ তাঁহার বক্তৃতায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ভোটের কথা—

গত ৩০শে নবেম্বর ভোট শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন প্রায় প্রতিস্থানেই অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন। বড়লাট সভার সদস্য শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহও প্রায় সব যায়গায় অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন। উত্তর মানভূম হইতে শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ধানবাদে বড়লাটের আগমন—

আগামী ৯ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আরউন ধানবাদে পদার্পন করিবেন। ঐ দিনই সকালে তিনি ধানবাদের খনি-বিভালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই তিনি কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন।

ডিঃ বোর্ডের কীর্ত্তি—

গত ধানবাদের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মিটিংএ সভ্যগণ বড় লাটের মোটর যে যে রাস্তা দিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে সেই সব রাস্তায় কোলটার দিবার নিমিত্ত ২৮০০০্ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রদর্শনী—

আগামী ১৫ই জানুয়ারী পুরুলিয়া জেল-ময়দানে একটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইবে। ঐ প্রদর্শনীতে নানা স্থান হইতে নানা প্রকারের গৃহজাত শিল্পের আমদানী হইবে, এতদ্ব্যতীত নানা প্রকারের আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে।

সুবর্ণ বণিক সম্মেলনী—

আগামী বড় দিনের ছুটীতে ঝালদায় বঙ্গীয় সুবর্ণ বণিক সম্মেলনীর দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনীতে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন।

গোরক্ষনীয় ও জাতি সংস্কার সভা—

আগামী ৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী রাঁচীতে উক্ত সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মুকুন্দদাসের যাত্রা—

গত শুক্রবার দিবস পুরুলিয়া নীলকুঠীডাঙ্গায় উক্ত যাত্রা সম্প্রদায় “পল্লীসেবা” অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি এমন চমৎকারভাবে দেখাইয়াছিলেন যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় মুকুন্দবাবুকে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ, শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত মিত্র, ও এইচ, কে, জোয়ার্দ্দা তিনটি ছেলেকে তাহাদের গানে মুগ্ধ হইয়া ৪টী মেডেল উপহার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন—

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যালেটির কমিশনার নির্ব্বাচনের ভোট হইবে।

ভীষণ ডাকাতি—

বেড়ো হইতে আমাদের সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠাইয়াছেন—

গত ২।১২।২৬ তারিখে বৃহস্পতিবারে সাঁতুড়ী থানার এলেকাধীন লেদাশন গ্রামে ভীষণ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বেলা প্রায় ১০ টার সময় নিকটবর্ত্তি ভেটি এবং গড়শিকা গ্রামের প্রায় ৩০।৪০ জন গুণ্ডা লাঠি হস্তে গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাটিতে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, গ্রামের লোকসংখ্যা অতি সামান্য, তাহারা দুর্ব্বৃত্তগণের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতেও অসমর্থ, পাষণ্ডেরা কেবলমাত্র লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভীষণ মারপিট করিয়া এবং পৈশাচিক অত্যাচার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ দুই দিন যাবৎ গ্রামে জনপ্রাণী নাই সকলেই গ্রামান্তরে, জঙ্গলে অত্যাচারের ভয়ে লুকাইয়া আছে। আজ দুই দিন তাহাদের পেটে অন্ন নাই। এ ঘটনা সত্য হইলে ব্যাপার অতীব গুরুতর ও শোচনীয়। যাহাদের হস্তে শান্তি রক্ষার ভার তাহাদের দায়িত্ব খুবই বেশী। অবিলম্বে বিহিত প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

নুকপুর মন্দির সংস্কারে দান—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৯। শ্রীযুক্ত জিতবাহন সিংহ ৯৲ ৩০। শ্রীযুক্ত গণেশদাস পাঠক ১৯৲ ৩১। ব্যাসদেব মাড়োয়ারী ২৲ ৩২। শ্রীপতি লাল দত্ত ২৲ ৩৩। নবকিশোর দত্ত ২৲ ৩৪। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত ২৫৲ ৩৫। যজ্ঞেশ্বর দত্ত ২৫৲ ৩৬। অমূল্যরতন দত্ত ১৲ ৩৭। উমাচরণ দত্ত ৪৲ ৩৮। যুগলকিশোর দত্ত ৪৲ ৩৯। নীলমাধব সেন ৯৲ ৪০। বনমালী সেন ৯৲ ৪১। নরোত্তম সেন ৩৲ ৪২। উমেশচন্দ্র সেন ৩৲ ৪৩। কুঞ্জবিহারী সেন ৩৲ ৪৪। ব্রজলাল সেন ৩৲ ৪৫। সূর্য্যপদ সেন ৩৲ ৪৬। খুদিরাম সেন ৩৲ ৪৭। রতনলাল দত্ত ১৲ ৪৮। সূর্য্যনারায়ণ দে ১৲ ৪৯। কালীপদ সেন ১৲ ৫০। অমূল্যরতন দত্ত ১৲ ৫১। ধর্ম্মদাস দত্ত ৩৲ ৫২। গণেশচন্দ্র দত্ত ১॥০ ৫৩। গোসাঞীদাস সেন ৩৲ ৫৪। শ্রীমত্যা ভাবিনীবালা দাসী ৫৲ ৫৫। শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র দত্ত ২৲ ৫৬। প্রানকৃষ্ণ দে ৪৲

কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক সভা।

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আগামী গৌহাটি কংগ্রেসের প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত ছোটলাল জানি	ঝরিয়া
২।	" বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ চৌধুরী	তোপচাচি
৩।	" মনীন্দ্র চন্দ্র কাননগো, দোবারী কলিয়ারি, ঝরিয়া	
৪।	" রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য,	ঝরিয়া (হাই স্কুল),
৫।	" সতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ
৬।	" বংশীধর লালা	নোয়াগড়
৭।	" শ্রীলাল সিংহানী	রঘুনাথপুর
৮।	" কুমার কৃষ্ণ ঘোষ	ঐ
৯।	" ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী	আদরা
১০।	" ত্রৈলক্য মোহন পাইন	ঐ
১১।	" শিউশরণ লাল	ঝালদা
১২।	" হরিহর মিশ্র	পুপুরকি (চাষ)
১৩।	" জীমূত বাহন সেন	পুরুলিয়া
১৪।	" ভবতোষ সেন	ঐ
১৫।	" শৈলজা কান্ত মিত্র	ঐ
১৬।	" নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত	ঐ
১৭।	" অম্বুজাক্ষ সরকার	ঐ
১৮।	" চণ্ডি চরণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
১৯।	" শশধর গঙ্গুলী	ঐ
২০।	" বিভূতি ভুষণ দাস গুপ্ত	ঐ
২১।	" সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী	ঐ
২২।	" রাজেন্দ্র লাল মিত্র	ঐ
২৩।	" গিরিশ চন্দ্র মজুমদার	ঐ
২৪।	" রাধানাথ বড়ঙ্গী	ঐ
২৫।	" ফনীন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত	ঐ
২৬।	" প্রভাস চন্দ্র সাহা	ঐ
২৭।	" প্রভুদয়াল গুপ্ত	ঝরিয়া
২৮।	" শিবকালী বসু	ঐ
২৯।	" অম্বিকা চরণ মল্লিক	ঐ
৩০।	" অমরেন্দ্র নাথ বসু	ঐ
৩১।	" সিদ্ধেশ্বর মুখোপধ্যায়	ঐ
৩২।	" অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	পুরুলিয়া

উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকারী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত	সভাপতি
২।	" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়	সহঃ সভাপতি
৩।	" অতুল চন্দ্র ঘোষ	সম্পাদক
৪।	" সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী	সহঃ সম্পাদক
৫।	" গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
৬।	" মণীন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
৭।	" কৃষ্ণদুলারী দিক্ষিত	
৮।	" উপেন্দ্র মোহন দাশ গুপ্ত	
৯।	" জীমূত বাহন সেন	
১০।	" শশধর গঙ্গোপাধ্যায়	
১১।	" শৈলজাকান্ত মিত্র	
১২।	" গিরীশ চন্দ্র মজুমদার	

উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত ছোটলাল জানী	ঝরিয়া
২।	" প্রভুদয়াল গুপ্ত	ঐ
৩।	" শিবকালী বসু	ঐ
৪।	" চন্দ্রবংশী সহায়	ঐ
৫।	" শিবশরণ লাল যশোয়াল	ঝালদা
৬।	" বংশীধর লালা	নোয়াগড়
৭।	" জীমূত বাহন সেন	পুরুলিয়া
৮।	" নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত	ঐ
৯।	" অতুল চন্দ্র ঘোষ	ঐ
১০।	" বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত	ঐ
১১।	" সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী	ঐ
১২।	" রাধানাথ বড়ঙ্গী	ঐ
১৩।	" উপেন্দ্র মোহন দাশ গুপ্ত	ঐ
১৪।	" শ্রীলাল সিংহানী	রঘুনাথপুর
১৫।	" বৈকুণ্ঠ নাথ সিংহ চৌধুরী	তোপচাচি
১৬।	" কৃষ্ণদুলারী দিক্ষিত	পুরুলিয়া

উক্ত সভায় ৭০ জন সভ্য লইয়া জিলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে।

দেশবিদেশের সংবাদ

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা—

১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা বসিবে। মেলায় লোকের ভিড় হইবে জানিয়া বিশেষভাবে পুলিশ, রেলওয়ে এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

কালা আদমীর প্রাণের মূল্য—

মার্কিণ ড্রিলার মিঃ উইগিন্স দুইজন ভারতীয়কে গুলী করিয়া খুন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অদ্য বৈকালে রেঙ্গুন হাইকোর্টে সেসনে ঐ মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। আসামী উইগিন্স সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার দ্বারোয়ান নবীবক্স ও মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী—

আগামী গৌহাটি কংগ্রেসে মহাত্মাজী উপস্থিত থাকিতে পারিবেন কি না তাহা এখনও তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ—

অদ্য সত্যাগ্রহের ৯৮তম দিবস। সেখানে প্রতিদিন যথারীতি শোভাযাত্রা বাহির হইতেছে এবং শোভাযাত্রগণ ধৃত হইতেছেন। ছাত্রমহলে ধর্ম্মঘট এখনও চলিতেছে।

আগামী ১১ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের বিচার হইবে।

মান্দ্রাজে আচার্য্য রায়—

৩রা ডিসেম্বর তারিখে গোখেল হলে আচার্য্য রায় ছাত্রদের একটি সভায় তাহাদিগকে খদ্দর আন্দোলন সফল করিতে অনুরোধ করিয়া একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ—

রুষিয়ায় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হইতেছে।

আইন অমান্য—

অন্ধ্র প্রাদেশিক সম্মেলনীতে আইন অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন—

মুক্তির পাঠকগণ অবগত আছেন যে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ব রাষ্ট্র সভা হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া জেনাভাতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গত ৩০শে তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

খাদির বিক্রয়—

গত তিন বৎসরের খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দর বিক্রয় কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর ৯ মাস—

১৯২৪—	১৯২৫—	১৯২৬—
৫৭৬৮৬৲	১২৬৬৭১৲	১৭০৪৮৮৲

জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর—

৮৫৩৫৮৲	১৭১২৬০৲	—

বিহারে কংগ্রেসের বিজয় দুন্দুভি

পাটনা অমুসলমান (মিউনিসিপ্যাল) কেন্দ্র—রায় ব্রজরাজকৃষ্ণ (কংগ্রেস)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়—বাবু বলদেও সিংহ (কংগ্রেস)

পূর্ব্ব পাটনা অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু গুরুসহায় লাল (কংগ্রেস)

পশ্চিম পাটনা অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু রাজেশ্বারী সিং—

উত্তর পূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা অমুসলমান কেন্দ্র—পণ্ডিত শিবশঙ্কর ঝা (কংগ্রেস)

উত্তর পশ্চিম মুঙ্গের অমুসলমান কেন্দ্র—অধ্যাপক রামচরিত্র সিংহ (কংগ্রেস)

মুঙ্গের মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে—নাজিরুল হোসেন

সিংহভূম অমুসলমান কেন্দ্র—মিঃ দেবেন্দ্র সামন্ত (কংগ্রেস)

উত্তর চাম্পারণ অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু রামেশ্বর দত্ত

মুজফরপুর মুসলমান কেন্দ্র—মৌলভী ইছাক (কংগ্রেস)

সাওতালপরগনা মুসলমান কেন্দ্র—অধ্যাপক আবদুল বারী (কংগ্রেস)

পূর্ব্ব মুজফরপুর অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু রামদয়াল সিংহ (কংগ্রেস)

পশ্চিম মুজফরপুর—জয়পুরের মোহন্ত—

উত্তর পশ্চিম দ্বারভাঙ্গা অমুসলমান কেন্দ্র—মোহন্ত ঈশ্বর গিরী (কংগ্রেস)

দক্ষিণ পূর্ব্ব দারভাঙ্গা অমুসলমান কেন্দ্র—পণ্ডিত গিরীন্দ্রমোহন মিশ্র (কংগ্রেস)

দ্বারভাঙ্গা মুসলমান কেন্দ্র—মৌলভী হামিদ খাঁ (কংগ্রেস)

সমস্তিপুর অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু সত্যনারায়ন সিংহ (কংগ্রেস)

পূর্ব্ব মুঙ্গের অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (কংগ্রেস)

দক্ষিণ পশ্চিম মুঙ্গের অমুসলমান কেন্দ্র—কুমার কালিকাপ্রসাদ সিংহ (কংগ্রেস)

উত্তর চাম্পারণ—বাবু হরবংশ সহায় (কংগ্রেস)

চাম্পারণ মুসলমান কেন্দ্র—খানবাহাদুর মহম্মদজান

ভাগলপুর মুসলমান কেন্দ্র—খানবাহাদুর আবদুল ওয়াহেব খাঁ

সম্বলপুর অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু ব্রজমোহন পাণ্ডা

পুর্ণিয়া মুসলমান কেন্দ্র—মৌলভী মজিবুর রহমান (কংগ্রেস)

দক্ষিণ সাঁওতালপরগণা অমুসলমান কেন্দ্র—বাবু রামেশ্বর লাল মোক্ (কংগ্রেস)

হাজারিবাগ—বাবু কৃষ্ণবল্লভ সহায় (কংগ্রেস)

উত্তর মানভূম—শ্রীযুক্ত ওগেন্দ্রনাথ রায়—

ইউরোপে আবার রণ-দামামা বাজিবে কি?

"ইংলিশ ম্যানের" বিশিষ্ট প্রতিনিধি লণ্ডন হইতে ২৮শে নভেম্বর খবর দিতেছেন যে, ইটালী-ফরাসী সীমান্তের ঘটনাপুঞ্জ ক্রমশঃ রহস্যাবৃত হইয়া উঠিতেছে।

ইটালীর কর্তৃপক্ষ স্থান রেমো ও ভেণ্টীমিগ্লিয়ার মধ্যে দেড়-শত কামান দাগিয়াছে এবং বড় বড় কামান ও চলন্ত গৃহাদি টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ফরাসীর দিক দিয়া, এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। দুর্গ সমূহে সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং মার্শেল হইতে একদল পাহাড়ীয়া সৈন্য সীমান্তের নিকটে অবস্থিত সেণ্ট মার্টিন ভেসুবল নামক দুর্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মিলানের একটি খবরে প্রকাশ যে, উত্তর ইটালীতে পাঁচ হাজার ফেসিষ্টীবিরোধী লোক গ্রেফতার হইয়াছে, তন্মধ্যে একশত জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিয়াল্লিশ জন ইটালী পার্লামেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সদস্য।

চীনে বৈদেশিকদিগের দুরবস্থা—

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় হঙ্কোর অবস্থা বড়ই ভীতিজনক। আন্দোলনকারিগণ চীনা এবং বিদেশীদিগের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইয়া বৈদেশিকদিগকে উচ্ছেদের মতলব করিয়াছেন।

জাপানীদিগের চীনা ভৃত্য সকল ধর্ম্মঘট করায় তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে ধর্ম্মঘট সার্ব্বজনীন হয় তাহার জন্য কমিউনিষ্ট দল খুব চেষ্টা করিতেছেন। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সেখানে প্রতিদিনই রক্তারক্তির আশঙ্কা করা যাইতেছে।

গৌহাটী কংগ্রেস—

গৌহাটি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর অপর পাড়ে, মনোরম প্রাকৃতির দৃশ্যপূর্ণ স্থানে অভ্যাগতদের বাসস্থান, পাকশালা, স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয় গৌহাটি কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নিম্নলিখিত তারিখ স্থির করিয়াছেন

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি—	২৪শে ডিসেম্বর।
কংগ্রেসের অধিবেশন—	২৬শে ডিসেম্বর।

প্রেরিত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মানভুম জিলা বোর্ডের রাজভক্তি

"মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

উপরোক্ত বিষয়টী আপনার সংবাদ পত্রে আগামী সংখ্যায় যদি প্রকাশ করেন বিশেষ বাধিত হইব।

গত ২২শে নবেম্বর তারিখে ধানবাদের অধিবেশনে মানভূম জিলা বোর্ডের সদস্যগণ বড় লাট বাহাদুরের ধানবাদে আগমন উপলক্ষে কয়েকটী রাস্তায় কয়লার টার (Coaltar) দিবার জন্য ২৮০০০, হাজার টাকা খরচ করিবার মঞ্জুর করিয়াছেন। বড় লাট বাহাদুর আগামী ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কেবলমাত্র একদিবসের জন্য ধানবাদে আসিতেছেন। যে যে রাস্তা হইয়া তাঁহার মোটর গাড়ী যাইবার সম্ভাবনা আছে সেই রাস্তাগুলির জন্য গরীব ও দুঃস্থ সেস্‌দাতাগণের এতগুলি টাকার খরচ হইতেছে। এই জিলা বোর্ডের গত বৎসরের একটী অধিবেশনে এই রাস্তাগুলির মধ্যে কয়েকটীতে আর কখনও টার দেওয়া হইবে না এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল এবং প্রায় বাকী কয়েকটী রাস্তা গত বৎসর সম্পূর্ণরূপে এই টার দিয়া মেরামত করা হইয়াছে। জিলা বোর্ডের পাবলিক ওয়ার্কস্ কমিটীর নিকট এই ২৮০০০৲ হাজার টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুরীর জন্য আসিলে উপরোক্ত কারণে কমিটীর সদস্যগণ নামঞ্জুর করেন। জিলা বোর্ডের বর্ত্তমান অধিবেশনে, আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ সদরের সাতজন সদস্য ধানবাদ সেদিন যাইতে পারেন নাই। সদরের যে কয়জন সদস্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই এতগুলি টাকা যাহাতে এরূপভাবে অনর্থক অপব্যয় না হয় তৎসম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু ধানবাদের নির্ব্বাচিত ও সরকার বাহাদুরের মনোনীত সকল সদস্যগণ এক যোগে ইহা সমর্থন করেন ফলে দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষিত এতগুলি টাকা সামান্য একটা খামখেয়ালীর জন্য খরচ হইতে চলিল। আমার বিশ্বাস যাঁহার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য এতগুলি টাকা অপব্যয় হইতেছে তিনিও জানিতে পারিলে ইহাতে আনন্দিত হইতেন কি না সন্দেহ। মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে ধানবাদ লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধানবাদ মহকুমার কতকাংশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোর্ডের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইনিই এই ২৮০০০, হাজার টাকা খরচ করিবার এ প্রস্তাব প্রথম উপস্থিত করেন। ইঁহার এতদূর আগ্রহ যে বোর্ডের মঞ্জুরীর পূর্ব্বেই এবং মঞ্জুর হইবেই এই আশায় চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অনুমতি চাহেন। বলা বাহুল্য চেয়ারম্যান বাহাদুর তৎক্ষণাৎ এই অনুমতি দেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ধানবাদে মোটে ৬টী কূপের মঞ্জুর হইয়াছিল বলিয়া জনৈক "ধানবাদ বাসী" বিশেষ অনুযোগ করিয়াছিলেন, এই ২৮০০০, হাজার টাকার চাষের সাহায্যের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ১৪টী বৃহৎ জলাশয় নির্ম্মিত হইতে পারিত এবং তাহার দ্বারা তাঁহার ধানবাদের অনেকগুলি দরিদ্র পরিবারের দুবেলা দুমুটো অন্ন সংস্থান হইত। মহাশয় উপরোক্ত "ধানবাদবাসী" ইহাতে কি বলেন জানিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়। তবে ধানবাদ মহকুমার নির্ব্বাচনকারিগণের নিকট আমার নিবেদন আগামী নির্ব্বাচন কালে যেন তাঁহারা এ বিষয়টী মনে রাখেন।

শ্রীশশধর গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রেরিত পত্র

[পত্রের মতামত সম্পাদকের মতামত নহে]

মাননীয় "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু :—

মহাশয়,

ধানবাদবাসীর পত্রের প্রতিবাদ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন মহাশয় লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে, আমার উপর কতকগুলি দোষারোপ করিয়াছেন; সেজন্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও প্রকৃত বৃত্তান্ত সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য বাধ্য হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় ধানবাদবাসীর পত্রে কিছু বিচলিত হইয়াছেন মনে হয়; কারণ ঐ পত্রের প্রতিবাদ করিতে গিয়া "ধান ভানিতে শিবের গীতের" অবতারণা করিয়াছেন।

সেন মহাশয়ের পত্র পড়িলে মনে হয় যে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে "ধানবাদকে ৩০টীর মধ্যে ৬টী কূপ দিয়া তাঁহারা বিমাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন," আমার এই কথা বলা উচিত হয় নাই। কারণ— (১) ডাঃ টম্‌শন ৬টী কূপ সমর্থন করিয়াছিলেন (২) চেয়ারম্যান, লোকেল বোর্ড, সেপ্টেম্বর অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন ও তিনি কূপের ফর্দ্দ ২ মাস কি ৩ মাস মধ্যে দিতে পারেন নাই। তিনি ফর্দ্দ না দিতে পারায় ত্রুটী স্বীকার ও উচ্চবাচ্য না করিয়া উক্তরূপ অযথা তিরস্কার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনিই দোষী।

ধানবাদবাসীর মতের প্রতিবাদে লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের উক্ত উক্তি (যাহা প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছিল) অযথা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া কতকগুলি ভিত্তিহীন যুক্তিদ্বারা ও চেয়ারম্যান লোকেল বোর্ডের দোষ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি তাঁহার যুক্তিগুলির দফাওয়ারী উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

(১) ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, আমি ধানবাদকে ৬টী অপেক্ষা বেশী কূপ দিবার জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি ডাঃ টম্‌শনের মতের উপর নির্ভর করেন আমি বলি যে ডাঃ টমশণের বর্ত্তমান লোকেল বোর্ডের সহিত কোনও সংস্রব না থাকায় তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত। ডাঃ টম্‌শন প্রকাশ করেন যে তিনি প্রয়োজন হিসাবে ৬টী কূপের জন্য মত দেন নাই। লোকেল বোর্ড বৎসরে ৬টীর অধিক কূপ করাইতে সক্ষম হইবেন না এই ধারনায় উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাহাতে বলি একণে লোকেলবোর্ডের অবস্থা পূর্ব্ব হইতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও সহকারী এঞ্জিনিয়ার আদি হইয়াছে; তজ্জন্য লোকেল বোর্ড ৬টী হইতে অনেক কূপ খনন করাইতে সক্ষম। এইরূপ বাদানুবাদের পর আমার তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও যখন সেন মহাশয় ৬টীর অধিক কূপ দিতে সম্মত হইলেন না, তখন আমি পূর্ব্বোক্ত উক্তি করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার কোন অন্যায় হইয়াছিল বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ১০টী কূপ ধানবাদকে দিতে প্রস্তুতও ছিলেন; কেবল মাত্র ডাঃ টম্‌শনের মতের জন্য ৬টী দেওয়া হয়। যদি ইহাই সত্য হইবে, তবে অক্টোবর অধিবেশনে আমার প্রতিবাদ সত্বেও কেন তিনি কিছুতেই ৬টীর বেশী দিতে রাজি হইলেন না? আমার উক্ত প্রতিবাদ ফলে ও নভেম্বর মাসে পুনরায় এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া ২৩—১১—২৫ তারিখে ১০টী কূপ মঞ্জুর হয়।

(২) প্রথমতঃ লোকেল বোর্ডের অনুপস্থিতিতে ডাঃ টম্‌শনের মতে ৬টী কূপ দেওয়া হয়, এই কথা সেন মহাশয় বলিয়াছেন— ইহা সত্য হইতে পারে কিন্তু পরের অধিবেশনে চেয়ারম্যান ও ধানবাদ সদস্যগণের অভিমত অগ্রাহ্য করতঃ ৬টীর অধিক দিতে রাজী না হওয়ার কি উহাই কারণ? ডাঃ টম্‌শন ত সেই অধিবেশনে আমার মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন নাই? দ্বিতীয়তঃ কূপের ফর্দ্দের কথা সেন মহাশয় লিখিয়াছিলেন চেয়ারম্যানকে কূপের ফর্দ্দ দিতে অনুরোধ করা সত্বেও ২।৩ মাস মধ্যে উক্ত ফর্দ্দ দেওয়া হয় নাই। সেন মহাশয় কোন্ ফর্দ্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঠিক বুঝা যায় না, তবে মনে হয় তিনি ৩০টী কূপের মধ্যে ধানবাদের ১০টী কূপের ফর্দ্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেন মহাশয় কোন্ তারিখের কোন্ পত্রে উক্ত ১০টী কূপের ফর্দ্দ চাহিয়াছিলেন ও কোন্ কোন্ তারিখে তাহার তাগাদা করিয়াছেন, বলিবেন কি? এই ব্যাপারে তিনি এতই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন যে কাগজ পত্র না দেখিয়াই একটা অযথা অভিযোগ আনয়ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, ৩০টী কূপের মধ্যে কোনও কূপের ফর্দ্দ লোকেল বোর্ডকে করিতে বলা হয় নাই ও তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ উক্ত ফর্দ্দের উপর ধানবাদে ১০টী হইবে কি ৬টী হইবে তাহা নির্ভর করিতেছিল না। আমার প্রতিবাদের ফলে ২৩—১১—২৫ তারিখে ১০টী কূপ মঞ্জুর হয় ও তৎপরে উক্ত কূপ খননের বন্দোবস্ত করা হয়। উক্ত ১০টী ব্যতীত; আরও ৪টী কূপ লোকেল বোর্ড হইতে করিবার বন্দোবস্ত হয়। উক্ত ১৪টী কূপের অধিকাংশই সমাধা হইয়াছে। ২।১ টীর কিছু কার্য্য বাকি আছে; তাহা এই বৎসরে সমাধা হইবে। সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর অধিবেশনে ধানবাদের তালিকার কথা উঠে নাই। যদি ত্রৈবার্ষিক কূপের ফর্দ্দের কথা সেন মহাশয় মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে চাই যে লোকেল বোর্ড বহু পূর্ব্বে কূপের ফর্দ্দ করে; পরে ১৯২৬ সালের মে মাসে সরকারী চিঠির দ্বারা কতকগুলি নিয়মানুসারে উক্ত ফর্দ্দ করিতে বলা হয়। লোকেল বোর্ড ২৮—৫—২৬ তারিখে সহকারী এঞ্জিনিয়ার কে উক্ত বিষয় দেখিতে বলেন ও তিনি ১৩—৭—২৬ তারিখে ফর্দ্দ দিলে ১৪—৭—২৬ তারিখে তাহা সদরে পাঠান হয়। এই ফর্দ্দ ৩ বৎসরের জন্য হইল; কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই— কবে হইবে তাহারও ঠিক নাই। এই ফর্দ্দ দিতে সামান্য বিলম্বের সহিত ধানবাদের ১০টী কূপের কোন সংস্রব নাই। উক্ত ১০টী কূপ আরম্ভ হইবার বহু পরে সরকারী চিঠি আসে। সেন মহাশয় বলিবেন কি এই বিষয়ের সহিত ধানবাদের ১০টী কূপের কি সম্বন্ধ ছিল? ১৯২৫ সালের অক্টোবর অধিবেশনে ধানবাদকে ৬টীর অধিক দেওয়া হইবে না বলায় ২৩—৯—২৫ তারিখে ধানবাদ লোকেল বোর্ড ১০টী কূপের তালিকা করতঃ পুরুলিয়া পাঠাইয়া ১০টী ধানবাদকে দিতে বলেন ও ২৩—১১—২৫ তারিখে উক্ত প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। ফর্দ্দের কথা কোনখানে আসিতেছে সেন মহাশয় বলিবেন কি? ২৬শে অক্টোবর অধিবেশনে হেলথ অফিসারের লিষ্টের মধ্যে ১০টী মঞ্জুর হয় ও বাকি লিষ্ট ধানবাদের লিষ্টসহ পর অধিবেশনে চূড়ান্ত করিবার কথা হয়। তদনুসারে ১৭ই অক্টোবর ধানবাদ লোকেল বোর্ডের অধিবেশনে

১০টী কূপের তালিকা করতঃ ২।৪ দিন মধ্যে সদরে পাঠান হয় ও ২৩—১১—২৫ তারিখে তাহা মঞ্জুর হয়। এই ত হইল অবস্থা— ইহাতে চেয়ারম্যানের ত্রুটী কি হইল সেন মহাশয় বুঝাইয়া দিবেন কি? উক্ত অধিবেশনে ফর্দ্দ সম্বন্ধে কোনও কথাই উঠে নাই ও ত্রুটীর কোন কারণও ছিল না, তাহা সত্বেও ত্রুটী স্বীকার না করিয়া চেয়ারম্যান অপরাধ করিয়াছেন— এই কথা সেন মহাশয় বলিতে চাহিয়াছেন।

সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য সদরের ২০টি কূপের কার্য্য সমাধা হইয়াছে কি না— যদি না হইয়া থাকে, কেন তাহা হইল না সেজন্য কৈফিয়ত তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন কি না?

(৩) সদর সদস্যগণ ধানবাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছেন কিনা তাহা বোর্ডের কার্য্যবিবরণী হইতেই জানা যাইবে। সেজন্য তদসম্বন্ধে অধিক বলা নিস্প্রয়োজন। পুসাই ও খুদিয়া পুল সম্বন্ধে ২।১ কথা না বলা সঙ্গত বিবেচনা করিতেছিনা। ২৩—১১—২৫ তারিখে নূতন কার্য্য কি করা হইবে সে সম্বন্ধে যে কমিটী হয়, সেই কমিটী ক্ষুদিয়া ও পুসাই পুল করা হইবে এইরূপ স্থির করেন। সেই কমিটীর সভাপতি ছিলেন স্বয়ং সেন মহাশয়। হর্ণেল সাহেব ক্ষুদিয়া পুলের জন্য টাকা চাহিয়া ও ধানবাদের সদস্যগণ তাহা সমর্থন করতঃ কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন সেন মহাশয় বুঝাইয়া দিবেন কি? ক্ষুদিয়া ও পুশাই সম্বন্ধে হর্ণেল সাহেব ও অন্যান্য সদস্যের মতভেদের কথাও প্রকৃত নয়। হর্ণেল সাহেব কোনটী ক্ষুদিয়া ও কোনটী পুশাই তাহা না জানায় ক্ষুদিয়া নাম ব্যবহার করিলে, সেন মহাশয় সেই সুযোগ লইয়া নিজ কার্য্য সমর্থনে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিনি এই যুক্তি দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুদিয়াই হউক বা পুশিয়াই হউক, যখন তাঁহার সভাপতিত্বে উক্ত পুল করা দরকার এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন তিনি যে কোনও পুলের জন্য টাকা মঞ্জুর করিতে রাজী হইতে পারিতেন। হর্ণেল সাহেব সদরের পুল সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে যে টাকা ঐ সকল কার্য্যের জন্য ধরা হইয়াছে, তাহা সমুদয় বর্ত্তমান বর্ষে খরচ হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব উহা হইতে কতক টাকা ক্ষুদিয়া পুলের জন্য দিলে উক্ত পুলটী ও সদরের পুলগুলি আরম্ভ হইতে পারে। পরে আগামী বৎসর প্রয়োজনমত টাকা উভয় কার্য্যের জন্য ধরা যাইতে পারে। এই প্রস্তাব। ইহাতে কি গূঢ় অভিপ্রায় নিহত ছিল, তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। ধানবাদের সদস্যগণের উপর আর আর যে কটাক্ষ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, পুঁথি বাড়িয়া যায়। সে জন্য তাহা করিলাম না।

আশা করি সেন মহাশয় ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যক্তির উপর অভিযোগ করিতে হইলে, নিজ ধারনার উপর না করিয়া কাগজ পত্র দেখিয়া করিবেন।

৩রা অক্টোবর। }
১৯২৬ সাল। }
বশম্বদ—
শ্রীশিবদাস বন্দোপাধ্যায়।

(প্রেরিত পত্র)

রেলওয়ে অভিযোগ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত রেলওয়ে অভিযোগখানি আপনার পত্রিকায় স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

বি, এন, আর, রেলের আদরা চক্রধরপুর লাইনের মধ্যে আনাড়া একটী বহু পুরাতন ষ্টেসন, ইহার নূতন সংস্কারের ফলে এখন বড় ষ্টেসন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাত্রীদিগের পুর্ব্বেকার যে সমস্ত যাওয়া আসা করিবার রাস্তা ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে, সুদীর্ঘ্য চারি বৎসরব্যাপি ষ্টেসনটীর সংস্কার কাজ চলিতেছে ও ফলে অনেক লাইন, কোয়াটার, ইত্যাদি তৈয়ারি হইয়াছে এবং কোম্পানীর ও কাজের অনেক সুবিধা হইয়াছে বেশ কাজ চলিতেছে কিন্তু যাত্রিরা যে কি কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ১০ লাইনের গাড়ীর নীচে পার হইয়া যাওয়া আশা করিতেছে ইহা যে অন্ততক কোন রেলের বড় কর্ম্মচারিদিগের দৃষ্টি পড়ে নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এ যন্ত্রণা এখন অসহনীয় হইয়াছে। রেল কোম্পানী ষ্টেসনটীর জন্য এত টাকা অকাতরে ব্যয় করিলেন কিন্তু যাত্রীদিগের যাইবার রাস্তা, প্লাটফারম্, রাস্তায় আলো এই সামান্য বন্দোবস্ত করিলেনা যে কাজ এখানে হইয়াছে ইহার কাছে কিছুই নয়, ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রেল কোম্পানীর এ বিষয়ে একবারে দৃষ্টি নাই। ষ্টেসনে গাড়ী হইতে নামিলে মনে হয় বুঝি পাথরের তলদেশে যাইতেছি। ইহার কি কিছু প্রতিকার নাই; যদি না থাকে তবে ষ্টেসনটী একবারে যাত্রী গাড়ী উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই বিষয়ে আমরা আদরার কোন ম্যানেজার ও পুরুলিয়ার কমিশনার মহোদয়গণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যাহাতে যাত্রীদিগের যাইবার রাস্তা, আলো, পানীয়জল ও প্লাটফারম প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয় অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন এবং সাধারণকে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান করুন।

ইতি বিনীত—
শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী।
আনাড়া।

নিবেদন

আগামী সংখ্যায় "মুক্তি"র প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইবে। যাঁহারা ১ম সংখ্যা হইতে মুক্তির গ্রাহক হইয়াছেন তাহাদিগকে মুক্তির চাঁদা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে, মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে অনর্থক ভিঃ পিঃ খরচ লাগে না। যাহারা টাকা পাঠাইবেন না অথবা কোন পত্রাদি দিয়া জানাইবেন না তাহাদিগকে ২য় সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠাইব। ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
মুক্তি কার্য্যালয়, পুরুলিয়া।

আসাম এণ্ডি

মাল ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৬৷০ গজ প্রঃ ৩,৩৷০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রিত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাটি কস্তুরী তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সুতা ইত্যাদি পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কায আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিবেন। সমস্ত তৈয়রী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারান্টি দিতেছি, অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্, পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধ মসলাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহইট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭৷০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲, বারটন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচ লাগিবে না

ঘোষ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হ্যরিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"
(মাসিক পত্র)
বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র।
"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।
১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে
নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের জলন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৷৵০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস,২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাত

৺পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে। দাম মাত্র ৷৵০ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

আসিয়াছেন! ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন!!

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত ও শত শত ইন্‌জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারাবিকৃতি, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহে তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩৷০ টাকা

প্রবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—
দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

ভেরিওলা কিওর, বসন্ত রোগের একমাত্র মহৌষধ।

বসন্তরোগীর গুটী হইবার প্রথম তিন দিনের মধ্যে সেবন করিলে একটী রোগীও মরিবে না। ১২ দিনের মধ্যে গুটী শুকাইতে আরম্ভ করিবে। পাকিয়া ফাটিয়া ঘা বা কোনরূপ উপসর্গ হইবেনা। ইহার তুল্য অব্যর্থ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একটী রোগীর উপযোগী ১ শিশি ৷৵০ আনা ২টী রোগীর উপযোগী ১ শিশি ১৲ টাকা।

ঠিকানা—ডঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্র মোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

৭০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরস

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক

একমাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ২৭ বৎসর প্রসংশার সহিত পরিচালিত মাসিক পত্রিকা। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৵০

টাটকা বীজ

আসল কলম ও চারা
উত্তম সার
কৃষি যন্ত্র
যাবতীয় বীজ

কৃষি পুস্তক

ফসলের পোকা
সুন্দর বাঁধাই ও
২০ রঙ্গিন চিত্র সহ— ২।০
সব্জী চাষ— ১।০
কৃষি সহায়—
বাঁধাই ৫০ রঙ্গিন ৮৵০
সরল কৃষি বিজ্ঞান— ১৲

প্রাপ্তিস্থান ;—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এশোশিয়েসান লিঃ
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।
আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

সিংহ ভাণ্ডার

পুরুলিয়া।

বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখে ও গোপী ডাক্তারের দোকানের নিকট

অবসর প্রাপ্ত ওভারসিয়ার সত্যবাবুর সুলভ মূল্য ও একদরের কাপড় জামা ইত্যাদির দোকান।

নূতন আমদানী !নূতন আমদানী !!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয় যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স।
ম্যানুফ্যাকচারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. P. 185.

কিম্ আশ্চর্য্যম্ ?

বন্দে মাতরম্

মুক্তি

সম্পাদক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ⁄০ আনা

১ম বর্ষ | পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৬ | ৪৯শ সংখ্যা

জ্বরকুলান্তক বটী
।⁄০ ও ৸০ আনা,
মকরধ্বজ—
৪৲—তোলা
চ্যবনপ্রাস
৪৲—সের

দি
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী লিঃ

ব্রাহ্মীরসায়ন ১৲
সারিবাদ্যাসব ৸০
ইনফ্লুয়েঞ্জা পিল
প্রতি কৌটা।⁄০
ও ॥০ আনা,

এ কোম্পানীর শাখা সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

শাখা—(১) ২১২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (২) ১৪৮ অপার চিৎপুর রোড (শোভাবাজার), (৩) ৬৯ রসারোড (ভবানীপুর), (৪) রংপুর, (৫) দিনাজপুর (৬) বগুড়া, (৭) জলপাইগুড়ী, (৮) রাজসাহী, (৯) ময়মনসিংহ, (১০) খুলনা, (১১) মাণিকগঞ্জ (১২) কাশী, (১৩) **পুরুলিয়া**, (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) শিলিগুড়ি, (১৬) হবিগঞ্জ, (১৭) সুনামগঞ্জ, (১৮) নাটোর, (১৯) পাটনা, (২০) ভাগলপুর, (২১) মালদহ, (২২) সিরাজগঞ্জ, (২৩) ফরিদপুর, (২৪) কুষ্টিয়া (২৫) হাজারিবাগ ইত্যাদি।

এই সকল শাখাতেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সমাগত রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ক্যাটালগ, ⁄০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলেই পাঠান হইয়া থাকে

প্রফেসার বানার্জ্জির
কণ্ঠগোল
নারিকেল তৈল

মহিলাদের কেশ প্রসাধনে অদ্বিতীয়
বিহার মিসেলিনী।
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দেশবন্ধু প্রেস।
সব রকমের ছাপা সুলভে ও অল্প সময়ে হয়

স্ত্রী:—বাঃ! মলমটা ত খুবই ভাল; দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফোড়া ত ফেটে গেল।
স্বামী—এই মলমটা জন্য বের হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্য দুই শিশি কিনে আনবো, মূল্য মাত্র ।৴০ দশ আনা।
প্রাপ্তিস্থান:—৩২নং মুর্গীপাড়া কলিকাতা।

Regd. No. P. 185

বিরাট মেলা

মানভূম কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

আগামী সন ১৯২৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরুলিয়া জেল গ্রাউণ্ডে বিরাট আয়োজনে একজিবিশন অর্থাৎ কৃষি ও শিল্প মেলা হইবে।

উক্ত প্রদর্শনীতে কোন দ্রব্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে তাহা ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে পাঠাইবেন। যাঁহাদের দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইবে তাঁহারা পুরস্কার পাইবেন।

নাচ, গান, থিয়েটার, বায়স্কোপ ও নানাপ্রকার আমোদ হইবে। কেহ কোন দোকান খুলিতে চাহিলে ২০শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই দরখাস্ত দিবেন।

মেলাতে প্রবেশের টিকিট মূল্য /০ এক আনা। বায়স্কোপ থিয়েটার ইত্যাদির টিকিট স্বতন্ত্র।

জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা—

সেক্রেটারী—
মৌলবী সৈয়দ নাজিরুদ্দিন
পুরুলিয়া।

দি দীনদয়াল ফার্ম্মেসী

চকবাজার, পুরুলিয়া।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রকৃত রোগ নির্ণয় হইবার পরে বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী শিশি শিশি ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়াও রোগী আরোগ্য লাভ করে না।

ইহার কারণ

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি অর্থ ব্যয় করিয়া হতাশ হইতে না চান, ডাক্তারের প্রেসক্রুপশন পাইবামাত্র

দীনদয়াল ফার্ম্মেসীতে আসিতে ভুলিবেন না। আমাদের ফার্ম্মেসীতে ডাঃ অলকানন্দ বক্সী এম, বি, মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রেসক্রুপশন অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ মজুত আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

যক্ষ্মা রোগীর পুনর্জ্জন্ম

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার চাটার্জ্জির এণ্টিথাইশিস্ ইঞ্জেকসনে যক্ষ্মারোগীর কফ, কাশ, জ্বর, নিশাঘর্ম্ম, যাদুমন্ত্রের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। যাঁহারা দেড় মাস কাল আমাদের ঔষধ সেবন করিবেন তাঁহাদের আর যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন। যদি বাঁচিতে চান বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না, একমাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ঔষধ ও তিন প্রকার সেবনের ঔষধ, মূল্য ১০৲।

অর্শ, ভগন্দর, হাঁপানী, বহুমূত্র ও পক্ষাঘাত প্রত্যেকের এক মাসের চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ১০৲ টাকা।

মৃগী, মূর্চ্ছা, হিস্টিরীয়া, বাধক, ও মৃতবৎসা প্রত্যেকের এক মাসে চারিটী ইঞ্জেকসনের ও সেবনের ঔষধসহ, মূল্য ৯৲ টাকা।

স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা ইঞ্জেকসন করাইয়া লইবেন।

সুখ প্রসব সুধা

গর্ভীনির একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, প্রসবের এক বা দেড় মাস পূর্ব্ব হইতে সেবন করিলে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না।

এক মাসের ঔষধ—৸৵০ আনা। দুই মাসের ঔষধ ১৲

ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

পাইবার ঠিকানা :—

ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি (হমিও)

উকিল—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল তেওয়ারী মহাশয়ের বাটী
(মুন্সেফ ডাঙ্গা, সাহেব বাঁধের কিছু পূর্ব্বে;)
পুরুলিয়া, মানভূম।

বিনয় পত্রিকা

প্রথম খণ্ড

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি, এল কর্ত্তৃক
বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থসহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত
গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

৫০০ পাঁচ শত কপি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১৷০ মাত্র গ্রাহকগণ সত্বর হইবেন। যাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুবাদকের নিকট উক্ত প্রথম খণ্ড লইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহারাই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্র ভিঃ পিঃ যোগে পাইবেন। উক্ত দুই খণ্ডেই গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ হইবে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ১৷০ মাত্র ধার্য্য হইবে। বিস্তরেণালম।

পুরুলিয়া পোঃ মানভূম } **শ্রীমদনমোহন চৌধুরী বি,এল**

জে, এম, সেন এণ্ড কোং।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান।

চকবাজার কালীমেলা, পুরুলিয়া

খদ্দর, গরদ, তসর, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, মান্দ্রাজী, মটকা, তাঁতের ও মিলের সর্ব্বপ্রকার ধুতি শাড়ী জামার কাপড়, তুয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, মোজা, গায়ের চাদর, আলোয়ান, শাল ও সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড় সুলভ মূল্যে ও একত্রে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বন্দেমাতরম্

মুক্তি

প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন আত্মসংযম হইতে পৃথক্ নহে। উহা লাভের উপায়—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—আত্মশক্তি বা প্রেমশক্তিও বলিতে পার। এই শক্তির পরিচালনা করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা করণীয় বলিয়াই করিতে চাই, ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কিংবা প্রতিহিংসা লইবার জন্য নহে। আমাদের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষের ভাব আছে, তাহা আমরা কি পরিমাণে আয়ত্তে রাখিতে পারি তাহার উপর স্বরাজপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

—মহাত্মা গান্ধী।

সন ১৩৩৩ সাল, ২৭শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

কিম্ আশ্চর্য্যম্?

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যক্ষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল কিম্ আশ্চর্য্যম্? তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন প্রত্যহ লোকে দেখতে পায় জীবসকল মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে তথাপি নিজের বেলায় মনে মনে ইচ্ছা করে তাহার যেন কখনও মৃত্যু না হয়, ইহাপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে? যক্ষ যদি জানত, ভবিষ্যতে কলির প্রভাবে এই ভারতবর্ষেই এমন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে যা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব তা হ'লে যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সে কখনই সন্তুষ্ট হ'তে পারত না। ত্রিশ কোটি ভারতবাসী মোহাভিভূত হ'য়ে মুষ্টিমেয় ইংরেজের অধীনতা স্বীকার ক'রে রয়েছে এইরূপ ঘটনা জগতের ইতিহাসে বিরল হ'লেও ইহার সম্ভাবনীয়তা কল্পনায়ও অনুমান করা যেতে পারত, অধীনতা পাশে আবদ্ধ হ'য়ে নিত্য লাঞ্ছনা ও অপমানের কশাঘাত সহ্য ক'রে বিশ্বাসঘাতকতার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রত্যক্ষ ক'রেও বুদ্ধিমান লোকেরা মনভুলান প্রতিশ্রুতি বাক্যে বিশ্বাস ক'রে কেমন ক'রে যে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে পারে তাহা কল্পনারও অগোচর। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সিপাহী যুদ্ধের পর যখন উত্তেজিত ভারতবাসীর মন একটু ঠাণ্ডা করা দরকার হয়েছিল তখন ঘোষণাবাণীর দ্বারা প্রচার করা হ'ল সাদায় কালোয় কোন প্রভেদ রাখা হবে না, সব প্রজা সমান, সবকের প্রতি একই রকম বিচার হবে, অধিকারও সকলকে সমান দেওয়া হবে। কার্য্যকালে দেখা গেল সাদা সাহেবের বুটের আঘাতে কাল কুলীর পিলে ফাটে, তখন বিচারালয়ে তাহা আকস্মিক ঘটনা বলে ধার্য্য হয়, সদীবর্ণ হাকিম কিন্তু শ্বেতবর্ণ অপরাধীর বিচারই করতে পারবে না, আইনের খাতায় এই আশ্চর্য্য সমতার পরিচয়টা রয়িয়াই গেল, আর কালাপানি পার হ'য়ে যে সব ধলার দল অসভ্য কাললোকগুলাকে সায়েস্তা করবার জন্য বহুটীকার করে এই গরম দেশে আসতে রাজি হয় তাদের বাদশাহি চাল বজায় রাখবার জন্য মোটা মাইনের চাকরীগুলি আগে তাদের মধ্যে বণ্টন করে, গাধার খাটুনীর চাকরীগুলি কাল আদমিদের ভাগ ক'রে দিয়ে ক্রমাগত এক অদ্ভুত ন্যায় বিচারের অনুষ্ঠান হ'তে লাগল। এই সব সমদর্শিতা ও নিরপেক্ষতার নিদর্শন দেখে এক দল আধা লোক যখন রাজদ্রোহী ব'লে সাব্যস্ত হওয়ার ভয় উপেক্ষা ক'রে প্রকাশ্যে চ'খে আঙ্গুল দিয়ে সাদায় কালোয় সমতা ঘোষণা শুধু কথার পসার ব'লে প্রমাণ করতে লাগল, তখন ভিন্ন ভিন্ন স্তরের স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পালা চলতে লাগল। গত ৪০ বৎসর ধ'রে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটিতে, ব্যবস্থাপক সভায়, এমন কি গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডে পর্য্যন্ত স্বায়ত্ব শাসনের নানাবিধ প্রদর্শনী চলেছে। নিরাপদ ভূমিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা বাক্য যুদ্ধ চালিয়ে সখের স্বরাজ অর্জ্জন করতে চান, তাঁরা এই স্বায়ত্ব শাসনের ঐন্দ্রজালিক মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে যে আত্মবিস্মৃত হবেন, ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই, তবে যাঁহারা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন যে স্বরাজ কখনও পরের দেওয়া সামগ্রী হ'তে পারে না, নির্ভীকতাকে বরণ ক'রে নির্যাতন সহ্য করতে না শিখলে, আত্মনির্ভরতার আদর্শে জাতীয় জীবন গঠন করতে না পারলে এবং সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে ডুবিয়ে দিতে না জানলে প্রকৃত স্বরাজ লাভ কখনই সম্ভব নয়, তাদের মধ্যেও স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিষ্ঠানরূপ মহাকাল ফলের আস্বাদনের নিমিত্ত যে পরস্পর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে? এত অপমানের ভিতরও দেশের কাজ করবার ব্যপদেশে মান খুঁজবার প্রবৃত্তি কেমন ক'রে যে দৃঢ়চিত্ত কর্ম্মীর মনেও প্রবেশ করে তাহা ভেবে ঠিক করা দায়। দেশের কাজ করবার জন্য যদি খুবই আগ্রহ হ'য়ে থাকে তা হ'লে সব ক্ষেত্রেই নিজেকে জাহির না করেও যথেষ্ট কাজ করা যায়। আমি যদি কাউন্সিলে না যাই, আমি যদি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর বা কমিশনার না হই, আমি যদি ইউনিয়নবোর্ডের কর্ণধার না হ'তে পারি তা হ'লেই সব উচ্ছন্ন গেল এইরূপ আত্মম্ভরিতার ভাব পোষণ করাই সব অনর্থের মূল। নিজের খ্যাতিপ্রতিপত্তিও চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতিও চায় এই ধরণের লোকের মধ্যে সম্মানের পদ অধিকার করবার নিমিত্ত পরস্পর বিরোধ খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এক সময়ে যাঁহারা নির্ভীকভাবে কারাবরণ করেও দেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করতে কুণ্ঠিত

হয় নাই তাদের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি অনেকে তাদের জীবনের প্রকৃত আদর্শ ভুলে গিয়ে কাউন্সিল, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রবেশ করবার নিমিত্ত অত্যধিক মাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। প্রাচীন কবি বলেছেন—পশ্চিমদিকে সূর্য্য উদয় হওয়াও সম্ভবে, কিন্তু প্রাণান্তেও সজ্জনের প্রকৃতি কখনও বিকৃতি ভাবাপন্ন হয় না। কলির মাহাত্ম্যেই হউক বা পাশ্চাত্য ভেল্কীবাজীর প্রভাবেই হউক মনুষ্যকল্পনার যাহা অসম্ভব ছিল তাহাও যে সত্য হ'তে চল্‌ল! বার বার প্রতারিত হ'য়েও কি এ জাতির আত্মজ্ঞান ফুটে উঠবে না? পশুশক্তির প্রভাব বজায় রাখবার নিমিত্ত মল্লশক্তিকে অস্বীকার করে, এক সময়ে মহারাষ্ট্র নায়কগণ যে বিষম ভুল করেছিল এবং তাহার ফলে যে তাদের সমূলে বিনাশ হ'তে হয়েছিল, সে সব জেনে শুনেও বর্ত্তমান স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক ও সৈনিক-বৃন্দ কেন যে আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয় তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। যাহার চিত্ত একবার ভয় ও অর্থলোভকে অতিক্রম করতে পেরেছে তাহার পক্ষে একটা ঐন্দ্রজালিক সম্মানের মোহ অতিক্রম করা ত খুবই সহজ ব্যাপার, কিন্তু সহজ হ'লে কি হয় স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ স্বর্ণমৃগ দেখে মতিভ্রম জন্মেছিল, তেমনই আজ ভারতের ভাগ্যে আপদ কাল উপস্থিত হয়েছে বলেই সুধীজনের মনও বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ক'রে যেন পরামর্শ করেই সকলে ধ্বংসের পথে চলেছে। কে ইহাদের গতি রোধ করিবে? ভূতাবিষ্ট জনগণের চৈতন্য সঞ্চার করবার নিমিত্ত যারা মন্ত্রতন্ত্র শিক্ষা ক'রে ওঝার কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তাদের স্কন্ধেই যদি ভূত অধিষ্ঠিত হ'তে পারে, তা হলে ভূত ছাড়াবার আর ত উপায় দেখতে পাচ্ছি না। সম্মানের লোভ বা প্রতিপত্তির মোহ ত্যাগ করা যদি অসম্ভবই মনে হয় তা হ'লে দেশের কাজে যারা সত্য সত্যই ব্রতী হয়েছে, তাদের কাউন্সিল বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হ'তে দুরে থাকলেই হয়। নির্ভীকভাবে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা, খদ্দর ও চরকা প্রবর্ত্তিত ক'রে গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করা, জাতীয় শিক্ষার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠন করিবার চেষ্টা করা অবজ্ঞাত জাতি সমূহের মনে মনুষ্যত্বের অধিকারের ভাব জাগিয়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দুর ক'রে সকলের ভিতর সদ্ভাব স্থাপন করা, স্ত্রী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ক'রে তাহাদিগকেও জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত করা, মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতি নেশার বশীভূত হ'য়ে দলে দলে দেশের লোক সব যে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাচ্ছে তাহাদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা, সেবা সমিতি গঠন ক'রে দেশের রুগ্ন, দুস্থ ও স্থবির লোকদের প্রাণে আশার সঞ্চার ক'রে দেওয়া কত কাজ যে ক'রবার আছে তার কি অন্ত পাওয়া যায়? কাউন্সিলে বা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ ক'রবার লোকের অভাব নাই, ওসব মজলিশী ব্যাপারে যতদিন প্রকৃত সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হবে, আমলাতন্ত্রের অন্যায় প্রভাব হ'তে মুক্ত হয়ে যত দিন ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের কল্যাণ সাধনের যন্ত্ররূপে পরিণত না হবে, তত দিন ঐ সব প্রতিষ্ঠান অধিকার ক'রবার নিমিত্ত কর্ম্মীদের মধ্যে আগ্রহাতিশয্য দেখান বড়ই লজ্জাজনক। এখন পর্য্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি ঈর্ষা দ্বেষ উৎপন্ন করার আড্ডাস্বরূপ হ'য়ে আছে, ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের প্রদর্শনীস্থল হ'য়ে আছে, বাকচাতুর্য্য ও আত্মশ্লাঘিতার আশ্রয়স্থল হ'য়ে আছে, এবং আত্মবিরোধ উৎপন্ন ক'রে আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপ হ'য়ে আছে, সুতরাং ঐগুলি আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে যারা নিরাপদে স্বরাজ লাভ করতে চায় তাদের কর্ম্মস্থল হ'য়েই থাকুক, তাদের ভিতরে যারা স্বাধীনচেতা তাদের ভাবোৎকর্ষের স্থান হয়েই থাকুক, কর্ম্মীদের সহায়তা লাভ ক'রে তারা আমলাতন্ত্রের মোসাহেবদের সঙ্গে বোঝা পড়া করুক এবং যতদূর সম্ভব ওখানকার আবহাওয়াটা একটু পাল্‌টাতে চেষ্টা করুক, কিন্তু যে সকল কর্ম্মী স্বাধীনতার যুদ্ধকেই জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে গ্রহণ করেছে তাহাদের মনে যদি মহাকাল ফলের আস্বাদনের নিমিত্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তবে আত্মকলহেই যে সব মাটি হ'য়ে যাবে। বড় দুঃখের সহিতই এসব কথা বল্‌তে হচ্ছে। গৌহাটি কংগ্রেসে কি হবে না হবে তার জল্পনা কল্পনা ক'রে কোন লাভ নাই। ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের প্রবলতা হ'লে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রে আমলাতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করাই ঠিক হবে, আর অপমান লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে যাদের প্রাণে দাগ লেগেছে তাদের মত যদি বলবৎ হয়, তা হ'লে সখের স্বরাজের কার্য্যতালিকা বদলাতেই হবে। কংগ্রেস নির্দ্ধারণে আর যাহাই ঠিক হউক না কেন কর্ম্মীদের কার্য্য তালিকা একভাবেই রাখবে, তাদের যুদ্ধ চালাতেই হবে এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ সৈনিকের মত অবিচলিত ভাবে তাদের কাজ করেই যেতে হবে। যত দিন স্বাধীনতা না হয়, যত দিন দেশের শাসনভারটা দেশের জনসাধারণের হাতে না আসে তত দিন কর্ম্মীদের আরামবিরাম, টাকাপয়সা, মানসম্ভ্রমের, কথাই উঠতে পারে না, সীমান্তের আফ্রিদিদের মত না খেয়েও লড়াই করতে হবে। অবধারিত মৃত্যুর কথা জেনেও অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা যত না আশ্চর্য্যজনক, আমলাতন্ত্রের সহিত সহযোগিতায় দাসত্বের শৃঙ্খল যে ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয় তা দেখে শুনেও দেশপ্রাণ কর্ম্মীদের মনে ওদের দেওয়া মান সম্মানের জন্য লালায়িত হওয়া আরও বেশী আশ্চর্য্যজনক। সহকর্ম্মীদের আত্মচিন্তা ক'রে কর্ত্তব্য স্থির করবার নিমিত্তই তাদের নিকট মনের কথা নিবেদন করলাম।

মানভূমে ভেদবুদ্ধি—

সদর ও ধানবাদ এই দুইটি সব্‌ডিভিসন লইয়া মানভূম জেলা গঠিত। মানভূম জেলার উন্নতি সাধন করিতে হইলে উক্ত উভয় এলাকার মধ্যেই যেখানে যেরূপ অভাব তাহা বিচার করিয়া সেই অভাব দূর করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সম্প্রতি পুরুলিয়া এবং ধানবাদ উভয় স্থানেরই ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কোন কোন সদস্যের মনে ধানবাদের স্বার্থ ও পুরুলিয়ার স্বার্থ ভিন্ন ভাবে ধরিয়া একটা কাল্পনিক ভেদবুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র মানভূম জেলারই ক্ষতি হইতেছে। প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা অতিমাত্রায় পোষণ করিলে যেরূপ জাতীয়তার ভাব ক্ষুণ্ণ হয়, তদ্রূপ অধিকার বজায় রাখিবার ভাব একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর নিবদ্ধ করিলে উদারতার অভাবে কাহারও অধিকারই রক্ষা হয় না। গরীব প্রজার আটাশ হাজার টাকা যে বড়লাটের একদিন সফরের বন্দোবস্তের জন্য উড়িয়া যাইতেছে তাহাতে ধানবাদ বা পুরুলিয়া কোন এলাকারই স্বার্থ রক্ষিত হয় নাই, বরং সমগ্র ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সদস্যবৃন্দেরই একটা কলঙ্ক রটিয়াছে এবং জন সাধারণের মনে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কর্ত্তাদের উপর একটা অবিশ্বাসের ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা আশা করি পুরুলিয়া ও ধানবাদ উভয় স্থানেরই সদস্যগণ সমবেত হইয়া নিজেদের মধ্যে যে একটা ভেদভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

কংগ্রেস প্রীতি—

মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির বিগত অধিবেশনে বান্দোয়ান থানার এলাকা হইতে ছয় জন কংগ্রেস সভ্য ত্রিশ মাইল হাটিয়া পুরুলিয়া আসিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেসের কার্য্যে যেরূপ আন্তরিকতা দেখিতে পাইলাম সেরূপ ঐকান্তিকতা যদি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইত তাহা হইলে অশিক্ষিত মানভূমও জাতীয় উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিত। বরাহবাজারে বৎসরান্তে যথাবিধি একটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঝরিয়া, ধানবাদ, তোপচাঁচি, ঝালদা, ইচাগড়, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানেও সত্বর যাহাতে কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠিত হয় তজ্জন্য তথাকার কংগ্রেস কর্ম্মিদের সবিশেষ যত্ন ও উদ্যোগের প্রয়োজন। প্রত্যেক থানায়, প্রত্যেক গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠিত করিয়া সমগ্র দেশকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলেই আমলাতন্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তির সন্ধান মিলিবে।

মুসলমান নেতার উদারতা—

যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক সম্মেলনীর সভায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব সমর্থন উপলক্ষে মৌলবী মহম্মদ আসান তাহার বক্তৃতায় যে উদারতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি বলিয়াছেন "ধর্ম্ম চায় মানুষের সহিত মানুষের ঐক্য এবং স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা স্থাপন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মকে অবিচার এবং ধ্বংস বিস্তার করিবার নিমিত্তই ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা মনুষ্য জাতির পক্ষে অপমান ও কলঙ্কেরই কথা। ভগবান এবং ধর্ম্ম প্রেমেরই স্বরূপ। হিন্দু ও মুসলমান যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শন না করে তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভের কোনই আশা নাই। মুসলমান হইলেও আমি এমন স্বর্গ চাইনা যেখানে তিলক ও গান্ধীর স্থান নাই।" বর্ত্তমান ভারতের হিন্দু মুসলমান সকল নেতাই যদি এইরূপ উচ্চ জাতীয় ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর কত দিন আমাদের জাতীয় জীবন কলঙ্কিত করিবে?

স্থানীয় সংবাদ

মানভূম কংগ্রেস কমিটি

গত ৫ই তারিখের বাৎসরিক সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত ছোটলাল জানি, ২। প্রভুদয়াল গুপ্ত ৩। শিবকালী বসু ৪। অম্বিকাচরণ মল্লিক ৫। চন্দ্রবংশী সহায় ৬। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭। শিশিরকুমার রায় ৮। মণীন্দ্রচন্দ্র কাননগো ৯। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঝরিয়া ১০। বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ চৌধুরী, তাঁতরি (পোঃ তোপচাঁচি) ১১। বংশীধর লালা, নোয়াগড় ১২। কেদারনাথ সেন গুপ্ত, ১৩। পাঁচুগোপাল রায়, ধানবাদ ১৪। ভোলানাথ মিশ্র ১৫। শ্রীপতি নাথ গুপ্ত (কবিরত্ন) ১৬। যতীশচন্দ্র সিংহ মোদক বরাহবাজার ১৭। কিশোরী সিংহ সর্দ্দার, সুপুডি (বান্দোয়ান পোঃ) ১৮। হারাধন কুম্ভকার গোপালপুর, বরাহবাজার ১৯। শিবশরণ লাল ২০। প্রেমচাঁদ মোদক ২১। ভৈরব প্রসাদ জয়সওয়াল ২২। কালীপদ হালদার ঝালদা ২৩। যুগলচন্দ্র মজুমদার ২৪। শরচ্চন্দ্র সরকার ২৫। কুমারকৃষ্ণ ঘোষ ২৬। শ্রীলাল সিংহানিয়া, রঘুনাথপুর ২৭। হরিহর মিশ্র, পুপুনকি (পোঃ চাষ) ২৮। ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মচারী, আদ্রা ২৯। কালীপদ মুখোপাধ্যায়, ইচাগড় ৩০। গণেশচন্দ্র ঘোষে

তোপচাঁচি ৩১। দর্পণলাল চোবে ৩২। হৃষীবর গোস্বামী ঝুলিন

পুরুলিয়া

৩৩। প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার (রূপচাঁদ পণ্ডিতের লেন) ৩৪। নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত ৩৫। অতুলচন্দ্র ঘোষ ৩৬। সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী ৩৭। বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত ৩৮। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শিল্পাশ্রম ৩৯। গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নীলকুঠিডাঙ্গা ৪০। উপেন্দ্র মোহন দাশ গুপ্ত ৪১। ফণীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত ৪২। জীমূতবাহন সেন ৪৩। শশধর গাঙ্গুলী ৪৪। সুশীলকুমার মিত্র ৪৫। বোধিসত্ব সেন (সেনকুটির) ৪৬। নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ৪৭। অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় ৪৮। চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৪৯। মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (আমলাপাড়া) ৫০। ললিতমোহন শূর ৫১। কৃষ্ণদুলারী দীক্ষিত (চকবাজার) ৫২। মদনমোহন মল ৫৩। সুরেশচন্দ্র সরকার (মুন্সেফডাঙ্গা) ৫৪। রাজকিশোর মাহাত ৫৫। নগেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৬। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭। কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৫৮। হরিনাথ ঘোষ, নড়িহা ৫৯। পঞ্চানন পানি ৬০। যাদবেশ সিংহ মহাপাত্র ৬১। রাধানাথ বড়ুরী ৬২। বঙ্কিমচন্দ্র বসু ৬৩। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (গাড়ীখানা) ৬৪। বিশ্বেশ্বর প্রসাদ (হাটতলা) ৬৫। লক্ষ্মীনারায়ণ নাগ (বরাকর রোড) ৬৬। গিরিশচন্দ্র মজুমদার ৬৭। জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মানবাজার রোড) ৬৮। ইব্রাহিম খাঁ (মুন্সেফডাঙ্গা) ৬৯। লাবণ্যপ্রভা ঘোষ শিল্পাশ্রম।

জেলা কংগ্রেস কমিটি ইচ্ছা করিলে আরও সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবে এবং ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই সমিতির অধিবেশন বিধিসঙ্গত হইবে।

ভ্রম সংশোধন—

গত বারের "মুক্তি"তে মানভূম জিলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণের নামের তালিকায় ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত রাধানাথ বড়ুরীর নাম প্রকাশ করা হয় নাই।

নিরুদ্দেশ—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, উকিল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ললিত কুমার চক্রবর্ত্তী গত ৮ই নভেম্বর তাঁহার পুরুলিয়া বাসা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

শ্রীমানের বয়স ১৯ বৎসর এবং বাঁকুড়া রামসাগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত। বালকের গায়ের রং ফরসা এবং চুল কুঁকড়া ছিপ্ ছিপে ও বালক বেশ ফুটবল খেলিতে পারিত এবং বা পায়ের হাঁটুর উপর অস্ত্রের চিহ্ন আছে। বালক উচ্চে ৫ ফুট, মুখ লম্বা ও নাক সাধারণ। সে গৃহত্যাগকালে একটী ধুতি, ঈষৎ কাল রংএর কেনায় কোট ও সবুজ রংএর ডুরারে পাড়ওয়ালা চাদর একখানা সঙ্গে লইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান এই জেলার বাগমুণ্ডী পরগণার তুনতুড়ি গ্রামে। উপরোক্ত বালকের সন্ধান কেহ দিতে পারিলে বালকের পিতা বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন ও রীতিমত পুরস্কার দিবেন।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের জয়—

১। গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে রাঁচিতে ভোটগণনা হইয়াছে কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ শ্যামকিষণ সহায়কে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভোটের ফলাফল

শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন--	১৬৩৯
মিঃ শ্যামকিষণ সহায়—	১০৩৭

২। ১১ই ডিসেম্বর তারিখে এসেম্ব্লীর ভোট গণনা হয়। ফলে কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ মহাশয় তাঁহার অপর প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়কে পরাজিত করিয়া এসেম্ব্লীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভোটের ফলাফল

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সিংহ——	২১৭৯
রামগড়ের রাজা—	১০২৭
রায়বাহাদুর গোপীকিষণ	১০৮০

ধানবাদে বড় লাট—

গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বড় লাট লর্ড আরউইন আগমন করেন। তিনি প্রথমতঃ পিওর ঝরিয়া ও অন্যান্য স্থানীয় খাদ পরিদর্শন করেন, বড়লাট ও বড়লাট পত্নী খাদে প্রায় ১৫০ ফুট নিম্নে গিয়া কয়লা কাটা দর্শন করেন। পরে তিনি ধানবাদে ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে রাজা, মহারাজা বড় বড় সাহেব, উচ্চপদস্থ দেশীয় সরকারী বে-সরকারী লোক ধানবাদে আসিয়াছিলেন। বড় লাট ধানবাদে বক্তৃতা দিয়া সেইদিনই কলিকাতা গমন করিয়াছেন।

জাল উল্লাসকর—

ধানবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দাশরথি ঘোষ ও সতীশচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। দাশরথি ঘোষ মিথ্যা উল্লাসকর দত্ত সাজিয়া অরবিন্দ ঘোষের মিথ্যা স্বাক্ষরিত চিঠি দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিল ও সতিশ বসু তাহার সহায়তা করিতেছিল। বিচারে দাশরথি ঘোষের ২ বৎসর ও সতীশ বসুর ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

কেশব কিরূপে মরিল।

পুরুলিয়ার এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজের এজলাসে একটি ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মামলা রুজু হইয়াছে। এই মামলায় কেশব মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অপরাধে মতি মণ্ডল, জ্যোতিঃ মণ্ডল ও রসেনা মণ্ডলিনীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগে প্রকাশ যে, মৃত কেশব ও আসামীর মিধ্যে বিবাদ ছিল এবং উহা হত্যা কাণ্ডের ১৮।১৯ দিন পূর্ব্বে একটি পঞ্চায়েত দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছিল। গত ৩রা জুলাই তারিখে কেশব খগেনের সহিত যে ক্ষেত লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল—কেশব সেই ক্ষেতে কাজ করিতেছিল। এই সময়ে কেশবের ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র দেবেন আসামীর জমিতে চলিয়া যায়, তাহাতে মতি দেবেনকে গালাগালি দেয়। কেশব তাহার প্রতিবাদ করে, কিন্তু মতি বলে যে, সে দেবেনকে অবশ্যই গালাগালি দিবে, কারণ দেবেন তাহার বীজের চারা নষ্ট করিতেছিল। মতি তারপর বাড়ী হইতে একটি লাঠী লইয়া আসে এবং তাহারদ্বারা কেশবকে প্রহার করে। মতির অনুসরণে জ্যোতি এবং রসেনা মণ্ডলিনীও

কেশবকে প্রহার করে। তারপর আসামীরা তাহাদের বাড়ী চলিয়া যায়। কেশব কাঁদিতে কাঁদিতে আসামীদিগকে ডাকিয়া বলিয়া যায়—তোমরা লুকাইয়া পড়, কারণ তোমরা আমাকে যেরূপ প্রহার করিয়াছ, তাহাতে আমি আর বাঁচিব না, আমাকে এই মুহূর্ত্তে মারিয়া ফেল। ইহা শুনিয়া আসামীগণ নাকি গৃহ হইতে বাহির হইয়া কেশবকে আরও আঘাত করে আঘাতের ফলে কেশব পরে ধানবাদ হাসপাতালে মারা যায়।

আসামীগণের বিচার চলিতেছিল। তবে একজন আসামী হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় বিচার স্থগিত আছে।

নূতন মাসিক পত্রিকা—

অন্নপূর্ণা প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার বি, এল মহাশয়ের সম্পাদকত্বে একটী মাসিক পত্রিক প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দেশবিদেশের সংবাদ

কংগ্রেস সংবাদ

মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী আগামী গৌহাটি কংগ্রেসে যোগদান করিবেন, তিনি আগামী ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে গৌহাটি পৌছিবেন। ২৫শে তারিখে তিনি তথায় নিখিল ভারতীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন।

প্রবেশ মূল্য বৃদ্ধি—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন আগামী কংগ্রেসে ডেলিগেট ফি ২৲ টাকা স্থলে পূর্ব্ববৎ ১০৲ টাকা দিতে হইবে।

• • • •

কংগ্রেস সপ্তাহে গৌহাটিতে হিন্দু সভার ছাত্র সম্মেলনীর, স্বেচ্ছা সেবক সম্মেলনী, ইত্যাদি আরও অনেক সভার অধিবেশন হইবে।

কলিকাতায় বড় লাট—

নূতন বড় লাট শুক্রবার কলিকাতায় প্রথম আসিয়াছেন। তাঁহার গন্তব্য পথ পুলিশ প্রহরী, সৈন্য প্রভৃতিতে পূর্ণ করা হইয়াছিল। জনাকীর্ণ বড়বাজারও সেই সময় প্রায় নির্জ্জন ছিল। স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন ছিল—"রাজবন্দীদিগকে মুক্ত কর"—"কলিকাতার চিফ একজিকিউটীভ অফিসার আজ মান্দালয়ে বন্দী—কলিকাতা রাজপ্রতিনিধিকে অভ্যর্থনায় যোগদান করিতে পারে না।" স্থানে স্থানে জেলে বন্দী সুভাষচন্দ্রের ছবি স্থাপিত হইয়াছিল।

বড় লাট এখন দিন কয়েক কলিকাতায় থাকিবেন।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ—

আজ একশত সপ্তম দিবস ধরিয়া পটুয়াখালীতে হিন্দুগণ সরকারের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। স্বামী বিশ্বানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি তারকেশ্বরের সত্যাগ্রাহিগণ পটুয়াখালীতে দুই জন বালককে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে বন্দী হইতে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। সরকার জানিনা কি মনে করিয়া সেখানে সত্যাগ্রহের প্রধান কর্ম্মী সতীন্দ্রনাথ ও ক্ষীতীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি তথাকার মহকুমা হাকিম স্থানীয় দুইজন হিন্দু নেতাকে ডাকিয়া বাহিরের লোকের শালিশী না মানিয়া মীমাংসা করিতে বলেন। হিন্দুগণ বাহিরের পরামর্শ ছাড়া এক্ষণে মীমাংসা অসম্ভব জানান এদিকে আবার ভারতের নানাদিক হইতে নানারূপ সাহায্য আসিতেছে। সকলে লোকবল, অর্থবল দিয়া নানা প্রকারে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। কলিকাতায় বড় বড় লোক লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে—সমিতির উদ্দেশ্য পটুয়াখালীবাসীকে এই ন্যায় যুদ্ধে সাহায্য করা।

মেদনীপুর ও এলাহাবাদ হইতে দুই দল সত্যাগ্রহী গত ১০ই ডিসেম্বর পটুয়াখালী গিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা—

সম্প্রতি বগুড়াতে প্রায় দশ সহস্র লোককে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। বরিশালেও স্বামী সত্যানন্দ ১১ জন অহিন্দুকে হিন্দু করিয়াছেন।

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ—

কাবুলে নির্ব্বাসিত রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের পুত্র ও পরিবারস্থ সকলে শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মঘট—

কলিকাতার উত্তর তরফের প্রায় ২৫০ কুলী ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। পুলিশের জুলুমই নাকি প্রধান কারণ।

অভয়াশ্রম—

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পুনরায় অভয়াশ্রমে যোগদান করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতাই জাতীয় অবনতির মূল—

অন্ধ্রজাতীয় সম্মিলনের সভাপতি প্রসিদ্ধ ত্যাগী ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পি বরদারাজুলু নাইডু সম্মিলনের ইলোর অধিবেশনে বলিয়াছেন "ভারতের এক ষষ্ঠাংশ লোক অনুন্নত, জাতিচ্যুত পারিয়া বা অস্পৃশ্য জাতি। মাদ্রাজের অস্পৃশ্যদিগকে সাধারণ রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় নাই, মন্দিরে গমন, কূপ এবং অন্যান্য সাধারণ স্থান ব্যবহার ত দূরের কথা। অনেক স্থলে অপবিত্রদিগকে চীৎকার করিয়া পথ চলিতে হয় পাছে তাহাদের ছায়া লাগিয়া অপরে অপবিত্র হয়। সামাজিক সর্ব্বপ্রকার সৌজন্য হইতে বঞ্চিত এই সকল লোক-

দিগকে ঠিক পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ এই অস্পৃশ্যতাই আমাদের সকল প্রকার জাতীয় অবনতির মূল। এই অস্পৃশ্যতা ত্যাগ না করিলে মিলিত জাতীয় শক্তির আশা সুদূর পরাহত। মানুষ মানুষকে ভালবাসাই স্বাভাবিক। অস্পৃশ্যতা মহামানবতার বিরোধী।"

সুভাষচন্দ্র—

সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী দেশসেবক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু স্বাস্থ্যের পরীক্ষার জন্য রেঙ্গুণে নীত হইয়াছেন।

বিশ্ব ভারতীতে দান—

শ্রীনিকেতনের কৃষি পদ্ধতির জন্য মিঃ এল, কে, এলমহিষ্ঠী ৪৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা বাসন্তদেবী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন—প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়।

এম, এল, সির বিরুদ্ধে গুণ্ডামীর অভিযোগ—

প্রকাশ গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সার আব্দর রহিম বর্দ্ধমানে গমন করেন, সেই সময় মিঃ আবুল কাসেম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে গিয়া একজন হিন্দুকে অযথা অপমান এবং প্রহার করেন। হিন্দুর অপরাধ, কাসেম সাহেবের গাড়ীর সম্মুখে তিনি মটর গাড়ী রাখিয়াছিলেন।

কানাই ঘাট মানহানি মামলার রায়—

এই বিখ্যাত মামলার রায় বাহির হইয়াছে। শ্রীহট্টের খেলাফৎ সভার সম্পাদক মৌলবী মাজাম আলী তথাকার ডেপুটী কমিশনারকে বলেন যে তিনি বাক্কা নামক জনৈক কনেষ্টবলকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন। এই জন্য ডেপুটী কমিশনর মিঃ ওয়েবষ্টার মৌলবী সাহেবের বিরুদ্ধে মান হানীর মোকদ্দমা করেন। শ্রীহট্টে অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট ৫ জন জুরীর (তন্মধ্যে ২ জন ভারতবাসী) সাহায্যে বিচার হয়। জুরীদের সহিত একমত হইয়া জজ আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ মাস কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

কংগ্রেস আদর্শকে মানিতেই হইবে—

যুক্ত প্রদেশে প্রাদেশিক বৈঠকে প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত ক্রমে—এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে আগামী গৌহাটী কংগ্রেসে যেন এইরূপ নিয়ম হয় যে কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন সদস্যই কংগ্রেস সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারী হইতে পারিবেন না। অন্যথাকারীকে তৎক্ষণাৎ সভ্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা—

নাইনিতাল ও গাজিয়াবাদ মিউনিসিপ্যালেটিতে বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে মোট ২৫টি মিউনিসিপ্যালিটিতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত হইল।

লাটের মুখে সত্য কথা—

পাঁচ বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়া লর্ড লিটন কলিকাতার একভোজে দুঃখ ও আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন—যে আশা লইয়া তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে—তাঁহার শাসনকাল বিপুল ব্যর্থতার কাহিনী মাত্র—সমস্ত দেশ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। ইহার কারণ ভারতীয়েরা ইংরাজকে সন্দেহ করে, ইংরেজেরা ভারতীয়দিগকে সন্দেহ করে—এইরূপ দুই জাতির পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এত অধিক যে উভয়ের মধ্যে সহযোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—তাহা ছাড়া ভারতীয়ের স্বার্থ ইংরাজের স্বার্থের প্রতিকূল—এবং ইংরাজের স্বার্থও ভারতীয়ের স্বার্থের অনুকূল নহে। এরূপ স্থলে মিলন অসম্ভব।

গ্রন্থ সমালোচনা

তুলসীদাসী রামায়ণের পদ্য ছন্দে বঙ্গানুবাদ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ত শাস্ত্রী মহাশয় মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামী কৃত রামায়ণের পদ্য ছন্দে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এ বিষয়ে পুরুলিয়ার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মদন মোহন চৌধুরীই প্রথম পথ প্রদর্শক। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বেণী মাধব সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞপ্তিতে সর্ব্ব প্রথম অনুবাদক শ্রীযুক্ত মদন মোহন চৌধুরীর নামও প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় যত অধিক প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। এই গ্রন্থে মহাত্মা তুলসী দাসের নাতি-দীর্ঘ জীবনী আধুনিক ঐতিহাসিক প্রণালীতেই লিখিত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদ যথাসম্ভব সরল, সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই আশানুরূপ হইয়াছে, তবে মূল্য চারি টাকা অপেক্ষা কিছু কম হইলে সাধারণের সুবিধা হইত। গ্রন্থশেষে প্রকাশক ও অনুবাদকের প্রতিকৃতি, প্রকাশকের বংশ পরিচয় এবং অনুবাদকের কৌলিন্য-জ্ঞাপন মহাত্মা তুলসী দাস গোস্বামীর আদর্শানুযায়ী হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমরা এই গ্রন্থের বাহুল্য প্রচার কামনা করি।

বর্ষ শেষ

এবারে মুক্তির প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইল। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আগামী বৎসরের মুক্তির চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠান। ভিঃ পিঃ করিয়া মূল্য আদায় করিলে অনর্থক ৵০ আনা বেশী লাগিবে। যাঁহারা কোন পত্রাদি দিয়া তাঁহাদের মনোভাব জানাইবেন না তাঁহাদের নামে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভিঃ পিঃ করিয়া কাগজ পাঠাইব। আশা করি ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ভবদীয়—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
"মুক্তি" কার্য্যালয়,
পুরুলিয়া।

স্বর্গের পথে

(পৌরাণিক কাহিনী)

(শ্রীমতী.........)

১

পালি প্রজাগণে অপত্য সম স্নেহে
সারাটি জীবন সাধিয়া তা'দেরি হিত,
তপোবন মাঝে তপস্যা রত এবে
পুণ্য-শীল সে রাজর্ষি বিপশ্চিৎ।
রাজার প্রাসাদ মানিয়াছে পরাভব
লতা পাতা ঘেরা পর্ণ-কুটির পাশে
মণি-মুকুতার দীপ্তি মলিন করি
চারিদিকে বন-পুষ্প-মুকুল হাসে।
ভৃত্য যে তাঁর কেহই নাহিক আজ
মিত্র তাঁহার বিশ্বের প্রাণী সব,
বনচর যত নির্ভয়ে আসি' পাশে
করে দলে দলে আনন্দ কলরব॥
প্রশান্ত মুখে প্রশান্ত আঁখি যুগে
অনুপম এক আনন্দ-আভা রাজে
শান্তি তাঁহার বিরাজিছে চারিদিকে
গভীর শান্তি বিরাজে হৃদয় মাঝে॥

২

সেদিন গোধূলি বিছায়েছে যবে শুধু
অঞ্চল খানি বক্ষেতে বসুধার,
তপনের তাপে তাপিতা বসুন্ধরা
লভেছে বিরাম স্নিগ্ধ স্পর্শে তা'র॥
বসি নিরালায় আশ্রম তরু পাশে
গভীর ধেয়ানে মগন নরোত্তম,
মৃদু সন্ধ্যালোকে মুক্ত গগন তলে
শোভে প্রশান্ত মূর্ত্তি সে অনুপম॥
এমনি সময়ে দাঁড়াল যে পাশে তাঁর
সান্ধ্য আঁধার করিয়া নিবিড়তর,
ধূম্র মলিন অগ্নি শিখার মত
ছায়াময় দেহ মৃত্যুর অনুচর।
"দেবলোক হ'তে এসেছে আহ্বান তব"
কহিল সে ধীরে পরশ করিয়া তায়,
"চল মোর সাথে রাজর্ষি বিপশ্চিৎ
এস প্রশান্ত অনন্ত নীলিমায়।"
বাহিরিয়া এল বিমল জ্যোতির্ম্ময়
আত্মা তাঁহার তেয়াগিয়া দেহবাস,
তপোবন-তরু-পল্লবে শিহরিয়া
নৈশসমীর ফেলিল দীর্ঘশ্বাস।

৩

ছাড়াইয়া দ্রুত ধরনীর সীমা রেখা
ভেদি বায়ুস্তর দূর হ'তে দূরান্তরে,
মৃত্যু দূত সনে চলিলা বিপশ্চিৎ
দাঁড়াইলা আসি প্রশান্ত নীলাম্বরে।
অসীম বিশ্বে একটি বিন্দু সম,
কোথায় ধরনী, দেখা আর নাহি যায়,
ভিড় ক'রে আছে উৎসুক আঁখি মেলি
লক্ষ তারকা গগন-আঙ্গিনায়।
অন্ত-বিহীন উন্মুক্ত নীলাকাশ
অজানা রহস্যে আবৃত নিরন্তর,
যাঁহার উদার বক্ষে লভেছে স্থান
অগণিত গ্রহ মণ্ডিত চরাচর।
শত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মাঝে তথা
রাজে নিসর্গ প্রদীপ্ত মহিমায়,
অপূর্ব্ব সেই মহান দৃশ্য মাঝে
পুলকে নৃপতি বন্দিলা বিধাতায়।
"এস এই দিকে রাজর্ষি বিপশ্চিৎ"
কহে মৃত্যুদূত, "আলোকে দীপ্যমান,
ত্রিলোক বাঞ্ছিত স্বর্গের পথে ওই
চল মোর সাথে নৃপতি পুণ্যবান।"
"দাঁড়াও দাঁড়াও রাজর্ষি বিপশ্চিৎ"
অদূরে কাহারা কাতরে ডাকিয়া কয়
কর পুণ্যে তব ক্ষণতরে সুশীতল
প্রেতলোক এই অসহ্য জ্বালাময়।

৪

নিমেষে অমনি সম্বরি গতি তাঁর
সুধাইলা নৃপ মৃত্যুর অনুচরে
"শোনা যায় বল কিসের এ হাহাকার
কোথা হ'তে কা'রা আমারে আহ্বান করে?"
"প্রেতভূমি হ'তে" কহিলা মৃত্যুদূত
"প্রেতাত্মা যত তোমারে ডাকিছে সবে,"
"যাব আমি তথা, জানিতে" কহিলা নৃপ
কেন তা'রা মোরে ডাকিছে করুণ রবে।
বিদ্যুৎ-গতি আসিলা বিপশ্চিতে
মৃত্যুদূত যথা ভ্রমিছে অন্ধকারে,
লক্ষ বিদেহী আত্মা, পীড়িত যারা
দুষ্কৃত নিজ কর্ম্মের গুরুভারে।
নিবিড় আঁধারে আবৃত প্রেতভূমি
আপন জ্যোতিতে করিয়া জ্যোতির্ম্ময়
দাঁড়াইলা নৃপ, অমনি ঘিরিয়া তাঁরে
দাঁড়াইল আসি প্রেতাত্মা সমুদয়।
পূতি-গন্ধ-ময় বিশাক্ত প্রেতলোক
হ'ল সুরভিত পুণ্য প্রভাবে তাঁর
নিচে এল নীল নরক অগ্নি-শিখা
নিভিল দহন অপূর্ণ কামনার।

৫

করুণা পূরিত মধুর কণ্ঠে সবে
কহিলা নৃপতি—"এই যে এসেছি কাছে,
কেন ডাক মোরে তোমাদের দুঃখ বল
দ্রবাধিতে মম কিছু কি সাধ্য আছে?"
কহিল তাহারা, "আর কিছু নাহি চাই
শুধু ক্ষণকাল করগো অবস্থান
আমাদের মাঝে, পুণ্য প্রভাবে তব
হয় যে মনের যন্ত্রণা নিবারণ।
জানি তুমি সবে আপন কর্ম্ম-ফল
পাপ-কলুষিত-চিত্ত, ঘৃণিত তাই
বিশ্বে আমরা, তবু ও তোমার কাছে
আজি সে কাতরে করুণা-ভিক্ষা চাই।
দেবতার মত ন্যায়ের দণ্ড করে
বিচার মোদের তুমিও কোরো না হায়,
হও মহাপ্রাণ! ব্যথিত তা'দের তরে
অভাগ্য যারা পীড়িত যন্ত্রণায়।"

৬

"ফিরে চল এবে রাজর্ষি বিপশ্চিৎ"
কহে মৃত্যু-দূত "তোমারি প্রতীক্ষায়
দেবগণ সহ করিছেন সুরপতি
উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা অমরায়"
"প্রেত ভূমে এই," কহিলা বিপশ্চিৎ
"ইহাদেরি মাঝে থাকিতে নিরন্তর
সংকল্প আমি করেছি, বিদায় তাই
চাহি তব পাশে মৃত্যুর অনুচর।"
বিস্ময়ে বিহ্বল কহিল মৃত্যু-দূত
"ত্রিলোকে ঘৃণিত জঘন্য এই স্থান,
স্বর্গ তেয়াগি হেথায় করিতে বাস
কেন চাহ তুমি হে নৃপ পুণ্যবান।
মৃদু ঝঙ্কারে বাজিছে স্বর্গ-বীণা
দিব্য- জ্যোতিঃতে আলোকিত করি পথ,
হের তব তরে আপনি যে সুর পতি
আসিছেন নামি আরোহি' পুষ্প-রথ।"

ক্রমশঃ

দুর্ব্বল দেহ বহন করিয়া কোন লাভ নাই

আসুন! ব্যায়াম করিয়া শক্তি লাভ করুন। গাড়ীখানায় ছোট নাগপুর ব্যাঙ্কের হাতার মধ্যে ব্যায়ামাগারে ডাম্বেল, বারবেল, বার, রিং. সমস্তই আপনি পাইবেন। কোন বেতন আপনাকে দিতে হইবে না। শুধু চাই আপনাদের সহানুভূতি।

NOTICE.

This is to notify to all whom it may concern that the firm of Monilal Das Mewalal, shellac manufacturers carrying on business at Balarampur P. O. Rangadih, District Manbhum has been dissolved on and from the 11th December 1926. If any person enters into any contract or deals in any way with the said firm or with any one purporting to act on behalf of the said firm after the said date I would not be liable in any way for the same.

Balarampur.
P.O. Rangadih
Manbhum.
11. 12. 1926.

Partner of Dissolved firm
Monilal Das Mewalal.

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড্ অফিস— বোম্বাই

বর্ত্তমান মূলধন— ১ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা।
" রিজার্ভ— ১ কোটী টাকা।
" ডিপোজিট— ১৮ কোটীর উপর।

সকল প্রকার ডিপোজিট লওয়া হয়।
বিশুদ্ধ ১০ তোলা সোনার থান
বিক্রয় হয়।

ঝরিয়া কিংবা আসানসোল ব্রাঞ্চে সমস্ত বিষয়ে
অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার
এজেণ্ট, ঝরিয়া।

আসাম এণ্ডি

মাল ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাই এবং বে-পছন্দে ফেরৎ লই। এণ্ডি চাদর প্রতি জোড়া দীঃ ৬,৩া০ গজ প্রঃ ৩,৩া০ হাত মূল্য ১নং ৪৫৲ হইতে ৫০৲। ২নং ৩৫৲ হইতে ৪৪৲। ৩নং ২৫৲ হইতে ৩৪৲। এণ্ডি শাল মূল্য থান ৩০৲ হইতে ৪৫৲। এণ্ডি মুগা মিশ্রত চাদর জোড়া ১৫৲ হইতে ৩৫৲। ভুটানের খাঁটি কম্বল তোলা ১নং ৫০৲। ২নং ৪০৲। এণ্ডি, মুগা সূতা ইত্যাদি পত্রে মূল্য তালিকা পাঠাই।

বিনীত—সি, এম, তালুকদার এণ্ড কোং
ব্রাঞ্চ—পলাশবাড়ী, আসাম। পোঃ আঃ বড়পেটা, আসাম

যদি স্বাধীনভাবে
অর্থোপার্জ্জন করিতে
চান—

তবে ৩০০৲ শত টাকার সামান্য মূলধন লইয়া মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বুনিবার কার্য আরম্ভ করুন, ঘরে বসিয়া দৈনিক ২৲ টাকা অথবা আরও বেশী রোজগার করিবেন। সমস্ত তৈয়রী মাল কিনিয়া লইবার গ্যারাণ্টি দিতেছি. অন্যথায় টাকা ফেরৎ দিব। বিনা মূল্যে নিয়মাবলী প্রেরিত হইয়া থাকে।

দি বিহার নিটিং ফ্যাক্টরী
(এম, কে) মোগলপুর ষ্ট্রীট্. পাটনা সিটি।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

"চৌধুরী তামাক ভাণ্ডার"

গাড়ীখানা—পুরুলিয়া

বাজারের চড়াদরের ভেজাল মিশান তামাক সেবন করিয়া যদি আপনার বিরক্তি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে "চৌধুরী তামাক ভাণ্ডারের" অকৃত্রিম, সুস্বাদু ও সুগন্ধ নবনাদার তামাক সস্তায় সেবন করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। এই কারখানায় কড়া-মিঠে মিঠে-কড়া সকল রকমের তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কমিশনে সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। পাইকারী দর জানিতে আজই পত্র লিখুন

কয়েকটী নামজাদা সাইকেল।

বি, এস্, এ—১৫৫৲, স্পেশাল ট্রায়াম্প—১৪৫৲, ষ্টাণ্ডার্ড স্বার—১৪৫৲, র‍্যালে—১২৫৲, রাজহংট ষ্টাণ্ডার্ড—৯৭া০, ঐ এরোস্পেশাল—১১০৲. বার্টন হাম্বার এডভান্স—৯০৲। প্রত্যেক সাইকেলে ডানলপ টায়ার টিউব, কিং বেল ও প্লানেট ল্যাম্প ইত্যাদি থাকিবে সমস্ত টাকা অর্ডারের সহিত পাঠাইলে প্যাকিং খরচ লাগিবে না

ঘোষ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ সাইকেল ও গ্রামোফোন বিক্রেতা।
৬৮নং হরিসন রোড, কলিকাতা।

"প্রবর্ত্তক"

(মাসিক পত্র)

বার্ষিক মূল্য ৩৸০ আনা মাত্র।
"প্রবর্ত্তক"—এর পরিচয় অনাবশ্যক।
১৩৩২ সন বৈশাখ হইতে
নবভাবমণ্ডিত হইয়া, নবপর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

প্রবর্ত্তক শুদ্ধ, নিখুঁত ও অমিশ্র সত্যের অনন্ত বার্ত্তাই বাঙ্গালীকে শুনাইবে, নূতন জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেই অভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত (নূতন বই)
নারীমঙ্গল—৸০ আনা। চণ্ডীদাস—২৲ টাকা।

সন১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'প্রবর্ত্তক' একাদশ বর্ষ বা নব পর্য্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস,২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে। দাম মাত্র।৵০ আনা। শীঘ্র অর্ডার দিন।

আসিয়াছেন! ডাক্তরবাবু আসিয়াছেন!!

শুনিয়াছেন কি?

বড় বড় নামজাদা চিকিৎসকের ফেরত্ত ও শত শত ইন্জেকসনে বিফলিকৃত বহুতর অসাধ্য রোগী একমাত্র

কুষ্ঠরোগের দৈব ঔষধ

সেবনে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যদি এই ঘৃণিত ও লজ্জাজনক ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পেতে চান, যদি সমাজে মনুষ্য মধ্যে গণ্য হইতে বাসনা থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না, আজই পত্র লিখুন। মনে রাখিবেন

"নচ দৈবাৎ পরং বলং"

কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, প্যারালিসিস, গায়ে চাকতা চাকতা উপদংশজনিত ক্ষত ইত্যাদির মহৌষধ। ২ সপ্তাহে তিন প্রকার খাইবার ঔষধ ও আধ পোয়া কুষ্ঠারি তৈল সহ মূল্য ৩া০ টাকা

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের মহৌষধ—
দুই সপ্তাহের খাইবার ও লাগাইবার ঔষধ—২৲

ভেরিওলা কি ওর, বসন্ত রোগের একমাত্র মহৌষধ।

বসন্তরোগীর গুটী হইবার প্রথম তিন দিনের মধ্যে সেবন করিলে একটী রোগীও মরিবে না। ১২ দিনের মধ্যে গুটী শুকাইতে আরম্ভ করিবে। পাকিয়া ফাটিয়া ঘা বা কোনরূপ উপসর্গ হইবেনা। ইহার তুল্য অব্যর্থ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। একটী রোগীর উপযোগী ১ শিশি ৷৵০ আনা ২টী রোগীর উপযোগী ১ শিশি ১৲ টাকা।

ঠিকানা—ডাঃ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এম, বি, (হোমিওঃ)
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল তেওয়ারী উকীল মহাশয়ের বাটী
মুন্সেফডাঙ্গা—পুরুলিয়া।

টেলিগ্রাম—পেপারিষ্ট (স্থাপিত ১২২৮) ফোন নং ২৭৬৮

চন্দ্রমোহন সুর এণ্ড কোং

(পোষ্টবক্স ৬৭৭ কলিকাতা)

সকল প্রকার কাগজ প্রেসের কালি, ব্রাস-রুল ও লিথোপাথর ইত্যাদি বিক্রেতা

১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস ব্র্যাঞ্চঃ—দি ওরিয়েণ্টাল পেপার ষ্টোরর্স

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক

একমাত্র কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ২৭ বৎসর প্রসংশার সহিত পরিচালিত মাসিক পত্রিকা। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৶০

টাটকা বীজ

আসল কলম ও চারা
উত্তম সার
কৃষি যন্ত্র
যাবতীয় বীজ

কৃষি পুস্তক

ফসলের পোকা
সুন্দর বাঁধাই ও
২০ রঙ্গিন চিত্র সহ— ২॥০
সব্জী চাষ— ১॥০
কৃষি সহায়—
বাঁধাই ৫০ রঙ্গিন ৫৵০
সরল কৃষি বিজ্ঞান— ১৲

প্রাপ্তিস্থান ;—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোশিয়েসান লিঃ
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন

"যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের ঔষধই তাহার পক্ষে হিতজনক" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াও জনসাধারণ অনেক স্থলে বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে প্রস্তুত অকৃত্রিম ঔষধ সকল সুলভে না পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয় লইতে পারিতেছেন না। সেই অভাব মোচনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাস্থান হইতে সংগৃহীত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তিল তৈলাদি ও সুপুষ্ট টাটকা গাছ গাছড়া সহযোগে এবং যথা বিধানে জারিত ধাতু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সকল রকমের ঔষধ যাহাতে "আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন" হইতে সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়।

কবিরাজ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ রায়, কাব্যতীর্থ, কাব্য-ভূষণ,
বৈদ্যশাস্ত্রী, কবিরত্ন।
আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। (ভিক্টোরিয়া স্কুলেরসম্মুখ)
পুরুলিয়া, মানভূম।

সিংহ ভাণ্ডার

পুরুলিয়া—চকবাজার
(ডাক্তার হৃষিকেশ রায়ের ঔষধালয়ের সন্নিকট)

অবসর প্রাপ্ত ওভারসিয়ার সত্যবাবুর সুলভ মূল্য ও একদরের কাপড় জামা ইত্যাদির দোকান।

নূতন আমদানী! নূতন আমদানী!!

ইলেকট্রিক পালিশ

আমাদের এখানে নূতন ও পুরাতন সকল প্রকার গহনা কলিকাতার ন্যায় পালিশ হইয়া থাকে এবং রূপার থালা, ঘটী, বাটী, ইত্যাদি পালিশ হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ শাঁখের শাখা পাওয় যায়।

দেবেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স,
ম্যানুফ্যাক্চারীং জুয়েলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ারস্
বড় পোষ্টাফিসের সম্মুখ, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া, দেশবন্ধু প্রেস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত